

1328(14)

বনৌষধিদর্পণ ।

বনৌষধির সার্থক পর্য্যায়, গুণ, পরিচয়, ঔষধার্থ ব্যবহৃত্যাংশ
মাত্রা ও প্রয়োগবিধি সমন্বিত

অভিনবনিঘণ্টু ।

শ্রীশ্রীকোচবিহারাধিপতির অনুজ্ঞাক্রমে ও তদীয় ব্যয়ে

শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ দ্বারা
প্রণীত ও প্রকাশিত ।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন রচিত
উপক্রমণিকা সংবলিত ।

বঙ্গাব্দ: ১৩১৬ ।

THE
VANAUSADHI DARPANA
OR
THE AYURVEDIC VEGETABLE MATERIA MEDICA
WITH
QUOTATIONS AND COPIOUS ORIGINAL PRESCRIPTIONS
FROM STANDARD WORKS.
BY
KAVIRAJA BIRAJA CHARAN GUPTA KAVIBHUSANA
THE RAJVAIDYA OF COOCH BEHAR.
WITH AN INTRODUCTION BY
MOHAMOHOPADHYAYA BIJAYA RATNA SEN KAVIRANJANA.

Calcutta:

S. C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS AND PUBLISHERS,
58 & 12, WELLINGTON STREET.

1909.

All Rights Reserved.

PRINTED BY B. K. DASS AT THE "WELLINGTON PRINTING WORKS,"
10, HALADHAR BURDHAN LANE, CALCUTTA.

নিঘণ্টুব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অর্থ ।

(১) “হ্লাদনঃ শুভনঃ শীতো মূর্ছাতৃড়দাহশ্বেদজিৎ” । অমুক দ্রব্য শীত বলিলে এই বুঝাইবে যে উহা হ্লাদন অর্থাৎ সুখকারী, শুভন, অর্থাৎ অতিসার ও রক্ত প্রবৃত্তি রোধক, এবং মূর্ছা, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্বশ্ন প্রশমন ।

(২) “উষ্ণে শুষ্কিপরীতঃ স্রাৎ পাচনশ্চ বিশেষতঃ” । অমুক দ্রব্য উষ্ণ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা শীতের বিপরীত গুণাধিত অর্থাৎ উহা সুখকারী বা অতিসারাদির রোধক নহে, অপিচ মূর্ছা, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্বশ্নজনক এবং ত্রণাদিকে পাকাইয়া থাকে ।

(৩) “স্নেহমার্দবক্ণং স্নিগ্ধো বলবর্গকরস্তথা” । যে বস্তু স্নেহ ও মৃদুত্বের কারণ এবং বল ও বর্গোৎপাদক তাহাকে স্নিগ্ধ বলে ।

(৪) “ক্লৃক্ষশুষ্কিপরীতঃ স্রাধিশেষাৎ শুভনঃ ধরঃ” । ক্লৃক্ষ শিথলের বিপরীত গুণাধিত অর্থাৎ অমুক বস্তু ক্লৃক্ষ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা কর্কশতা ও কাঠিন্ণের জনক, বল ও বর্গের হ্রাসকারী এবং বিশেষতঃ ধর ও শুভক ।

ভাবমিশ্র বলেন—

“স্নিগ্ধং বাতহরং স্নেহকান্নি বৃষ্ণং বলাবহম্ ।

ক্লৃক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্ ।

যে বস্তু স্নিগ্ধ তাহা বায়ু নাশক, কফজনক, বৃষ্ণ এবং বলবর্ধক । যাহা ক্লৃক্ষ তাহা বায়ু জনক, এবং অত্যন্ত কফহর ।

(৫) “পিচ্ছিলো জীবনো বল্যঃ সন্ধানঃ স্নেহলো গুরুঃ” । যে দ্রব্য পিচ্ছিল গুণাধিত তাহা জীবন অর্থাৎ প্রাণ ধারক, বলজনক, সন্ধান অর্থাৎ ভয় ও ছিদের সংবোধক, স্নেহজনক এবং গুরু ।

(৬) “বিশদো বিপরীতোহস্রাৎ ক্লেদাচূষণরোপণঃ” । বিশদ গুণ পিচ্ছিলের বিপরীত অর্থাৎ উহা অজীবন অসন্ধান, অবল্য, লঘু এবং স্নেহজনক নহে । অপিচ বিশদ গুণ ক্লেদাচূষণ অর্থাৎ ক্লেদশোধক—আর্জ্রতাভের নাশক এবং ক্তের পূরক ।

(৭) “দাহপাককর স্তীক্লুঃ স্রাবণো” কোন বস্তু স্তীক্লু বলিলে এই বুঝায় যে উহা দাহজনক, ত্রণাদি পাকাইতে পারে এবং লালা ও রসাদি স্রাব করায় ।

ভাবমিশ্র বলেন—

“স্তীক্লুং পিত্তকরং স্রাবো লেখনং কফবাতহরং” । স্তীক্লুবস্তু প্রায় পিত্তজনক, লেখন এবং কফবাতহর ।

(৮) “মৃদু রস্বা”।—মৃদু বা মন্দ গুণ তীক্ষ্ণ গুণের বিপরীত অর্থাৎ ইহা দাহকর, ত্রণাদির পাচক বা লালাদি স্রাবকারী নহে ।

(৯) “সাদোপলেপবলকৃৎ গুরু তর্পণোবৃংহণঃ” । অমুক বস্তু গুরু বলিলে এই বুঝায় যে উহা সাদকৃৎ অর্থাৎ অঙ্গমানিজনক, উপলেপকৃৎ অর্থাৎ মলবৃদ্ধিকারী, বলকৃৎ, তর্পণ অর্থাৎ তৃপ্তিজনক এবং বৃংহণ অর্থাৎ দেহ বৃদ্ধিকর ।

(১০) “লঘুস্তম্বিপরীতঃ স্তালৈখনো রোপণস্তথা” ।

লঘু গুণ গুরুর বিপরীত অর্থাৎ যে দ্রব্য লঘু তাহা, তর্পণ, সাদ, বৃংহণ, উপলেপ ও বলকৃৎ নহে । অপিচ উহা লেখন এবং ক্ষত রোপণ ।

ভাবমিশ্র বলেন—

“লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীত্ৰপাকি চ ।

গুরু বাতহরং পুষ্টিশ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ ।

লঘুবস্তু বিশেষতঃ পথ্য, কফঘ্ন এবং শীত্ৰ পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । গুরুবস্তু বাতহর, পুষ্টিপ্রদ এবং শ্লেষ্মজনক । অপিচ ইহা বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

(১১) “দ্রবঃ প্রক্লেদনঃ সাস্ত্রঃ স্থূলঃ সাদ্ভককারকঃ” । দ্রবাদি গুণচতুষ্টয় উপচরকর ।

ভাবমিশ্র বলেন—

“স্থূলঃ স্ফোল্যকরো দেহে স্রোতসা মবরোধকৃৎ

দ্রবঃ ক্লেদকরো ব্যাপী শুকস্তম্বিপরীতকঃ

(১২) “প্লক্কঃ পিচ্ছিলবজ্জেরঃ” । প্লক্ক গুণ পিচ্ছিলতুল্য । ভাবমিশ্র অন্য অর্থ করেন—“প্লক্কঃ মেহং বিনাপি স্তাৎ কঠিনোহপি হি চিকণঃ”

(১৩) “কর্কশো বিশদোষধা” ।—কর্কশ গুণ বিশদের তুল্য ।

(১৪) “স্থখাস্থবদী স্থম্ভ স্তুর্গন্ধো রোচনো মৃহঃ” । কোন বস্তু স্থগন্ধ বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা স্থখাস্থবদী অর্থাৎ স্থখোৎপাদক, স্থম্ভ অর্থাৎ অনবগাহ, রুচিপ্রদ এবং মৃহ ।

(১৫) “দুর্গন্ধো বিপরীতোহস্মাক্ মাসাক্ চিকারকঃ” ।—

দুর্গন্ধ গুণ স্থগন্ধের বিপরীত, অপিচ উহা বিবমিয়া বা বমন এবং অরুচিকর । রোচনের বিপরীত বলিলেই অরুচি লব্ধ হয় তথাপি পুনঃ অরুচি শব্দ প্রয়োগদ্বারা বিবিধ অরুচির গ্রহণ বুঝিতে হইবে । এক প্রকার অরুচিতে আহারের আকাঙ্ক্ষা থাকে না ; অপরে আহার করিলেও বিরসতা প্রাপ্ত হয় । দুর্গন্ধ বস্তু এই বিবিধ অরুচি আদায়ন করে ।

(১৬) “সরোহুলোমনঃ প্রোক্তঃ” । কোন বস্তু সরু বলিলে বুঝিতে হইবে যে উহা অপান বায়ু ও মলের প্রবর্তক । অর্থাৎ অপান বায়ু সরল করে এবং কোষ্ঠ শুদ্ধি জন্মায় ।

(১৭) “মদো যাত্নাকরঃ স্মৃতঃ” ।—মদগুণ যাত্নাকর অর্থাৎ দেহবাত্মা নির্বাহকারী ।

(১৮) “ব্যবায়ী চাখিলং দেহং ব্যাপ্য পাকায় কল্পতে” । সাধারণতঃ এই নিয়ম যে ভুক্ত বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ সমুদায় দেহে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু যে সকল দ্রব্য ব্যবায়ী তাহারা অপক্কাবস্থাতেই সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া পশ্চাৎ পরিপাক প্রাপ্ত হয় ।

(১৯) “বিকাসী বিকসরেবং ধাতুবন্ধান্ বিমোক্ষয়েৎ” । যে দ্রব্য বিকাসী তাহাও ব্যবায়ী দ্রব্যের মত পরিপাক পাইবার পূর্বেই অখিল দেহে ব্যাপ্ত হয়, অধিকন্তু ইহা ধাতু শৈথিল্য জন্মাইয়া থাকে ।

(২০) “আশুকায়ী তথাগুণাকারিত্যস্তি তৈলবৎ” ।

তৈল যেমন জলে দ্রুত ব্যাপ্ত হয় তদ্রূপ যে বস্তু অতিসব্বর শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তাহাকে আশুকায়ী বলা হয় ।

(২১) “সূক্ষ্মস্ত সৌক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মেষু শ্রোতঃসমুসরঃ স্মৃতঃ” ।

যে বস্তু নিজ সূক্ষ্মত্বগুণে সম্বর শরীরের অতি সূক্ষ্ম শ্রোতঃ সমূহ অনুসরণ করে তাহাকে সূক্ষ্ম বলে ।

(২২) “পচেন্নামং বহিকৃৎ যৎ দীপনং তৎ যথা মিসিঃ” ।

যে বস্তু পাচকায়ি দীপ্ত করে, কিন্তু আম পরিপাক করিতে পারে না তাহাকে দীপন বলে, যেমন—মৌরী ।

(২৩) “পচন্ত্যামং ন বহিকৃৎ কুর্য্যাৎ যৎ তন্নি পাচনম্” ।

যে বস্তু আম পরিপাক করে, কিন্তু পাচকায়িকে উদ্দীপ্ত করে না তাহাকে পাচন বলে, যেমন—নাগকেশর ।

(২৪) “ন শোধয়তি ঘদোষান্ সমারোদীরয়ত্যপি ।

সমীকরোতি সংবন্ধান্ শমনং তৎ যথাস্মৃতা” ।

যে বস্তু, দোষত্রয় অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফকে উর্দ্ধাধোমার্গ দ্বারা অপসারিত করে না, সমানভাবে স্থিত দোষকে প্রকুপিত করে না, কিন্তু বর্ধিত দোষকে প্রশমিত করে তাহাকে শমন বলে । যেমন—গুলক ।

(২৫) “কৃৎস্বা পাকং মলানাং বৎ তিৎস্বা বন্ধ মধো নয়েৎ ।

তচ্চানুলোমনং জেরং যথা প্রোক্তা হরীতকী ॥

যে বস্তু অপক দোষের পাক করিয়া, কৃৎস্ব বায়ুকে সরল করিয়া, অধোমার্গ দ্বারা মল পাতিত করে তাহাকে অনুলোমন বলে । যেমন—হরীতকী ।

(২৬) “পক্তবাং যদপক্টে, ব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্ ।

নয়ত্যধঃ স্রংসনস্তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকঃ” ॥

কোষ্ঠে স্থিত অপক মল, কফ ও পিত্তকে সেই অপকাবস্থাতেই যে বস্তু অধোগার্গে প্রবর্তিত করে তাহাকে স্রংসন বলে। যেমন—সোঁদাল।

(২৭) “মলাদিকমবদ্ধং যদবদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ ।

ভিষ্মাধঃ পাতয়তি যদভেদনং কটুকী যথা” ॥

যে বস্তু অবদ্ধ (পাংলা), বদ্ধ (গাঢ়), কিংবা বায়ুদ্বারা পিণ্ডিত অর্থাৎ গুটলে মলকে অধঃপাতিত করে তাহাকে ভেদন বলে। যেমন—কটুকী।

(২৮) “বিপকং যদপকং বা মলাদিং দ্রবতাং নয়ৎ ;

রেচয়ত্যপি তৎ জ্জেষং রেচন স্ত্রিবৃতা যথা” ॥

যে বস্তু পক বা অপক মলাদিকে দ্রব করিয়া অধঃপাতিত করে তাহাকে রেচন বলে। যেমন—তেউড়ী।

(২৯) “অপকং পিত্তশ্লেষ্মারচয়মূৰ্দ্ধং নয়ন্তু যৎ ।

বমনং তুষ্টি বিজ্জেষং মদনস্য ফলং যথা” ॥

যে বস্তু অপক পিত্ত, শ্লেষ্মা ও অন্ন মুখমার্গ দ্বারা প্রবর্তিত করায় তাহাকে বমন বলে। যেমন—সদনফল।

(৩০) “স্থানাঘহিন্‌রৈদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্ ।

দেহসংশোধনং তৎ স্যাৎ দেবদালীফলং যথা” ।

যে বস্তু দেহের সঞ্চিত মল, স্থান হইতে আকর্ষণ পূর্বক উর্দ্ধ বা অধঃপাতিত করে তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন—দেবদালী।

(৩১) “দীপনম্পাচনং যৎস্যাৎকৃত্বাদ্‌বশোষকম্ ।

গ্রাহি তচ্চ যথা শুষ্ঠী জীরকং গজপিপ্পলী” ॥

যে বস্তু, দীপন, পাচন এবং উষ্ণত্বহেতু শরীরের দ্রববস্তুকে শোষণ করিয়া থাকে তাহাকে গ্রাহি বা সংগ্রহি বলে। যেমন—শুষ্ঠী, জীরা, গজপিপ্পলী।

(৩২) “রৌক্যটৈচ্ছত্যাৎ কষায়ত্বাৎ লঘুপাকাচ্চ বস্তবেৎ ।

বাতকুং স্তম্ভনং তৎস্যাৎ যথা বৎসকটুর্নকৌ” ।

রুক্ষ, শৈত্য, কষায়ত্ব এবং লঘুপাকী হেতু যে দ্রব্য প্রতিলোমভাবে বায়ুকোপকারী হইয়া অধোগামী মলাদির রোধ জন্মায় তাহাকে স্তম্ভন বলে। যেমন—কুটজ ও সোণা।

সুশ্রুত টিপ্পনকার শ্রীব্রহ্মদেব সংগ্রাহি ও স্তম্বনের পার্থক্য এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

‘সংগ্রাহিস্তম্বনাঙ্কিতঃ যথা তদাভিদখ্যাহে ।
আগ্নেয়গুণভূরিষ্ঠং তোয়ং সংপরিশোষ্য যৎ ।
সংগৃহ্নাতি মলং তৎ স্ত্রাৎ গ্রাহি গুণ্যাদরোষথা ।
সমীরগুণভূরিষ্ঠং নীতস্বাৎ যন্নভস্বতঃ ।
বিধায় বৃদ্ধিঃ স্তভ্রাতি স্তম্বনং তদ্ যথা বটঃ’ ।

(৩৩) “শ্লিষ্টান কফাদিকান্ দোষানুন্মূলয়তি যৎলাৎ ।
ছেদনং তৎ যথা কারা মরিচানি শিলাজতু ॥

যে বস্তু বলপূর্বক জমাট কফাদিকে অপসারিত করে তাহাকে ছেদন বলে। যেমন যবক্ষারাদি, মরিচ ও শিলাজতু ।

(৩৪) “ধাতুন্ মলান্ বা দেহস্ত বিশোষোল্লেখয়েচ্চ যৎ ।
লেখনং তৎ যথা ক্লেত্রং নীরমুকং বচা যবাঃ” ।

যে বস্তু শরীরের ধাতু ও মল শোষণ পূর্বক কৃশ করে তাহাকে কারচিকিৎসকগণ লেখন বলেন। যেমন—মধু, উকজল, বচ ও ইস্রযব। শল্যতন্ত্রে লেখন শব্দের অর্থ—চর্ম বা ত্রণের কিঞ্চিৎ দারণ ।

(৩৫) “যস্মাদ্ভব্যাত্তবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ ।
যথাস্বগন্ধা মুবলী শর্করা চ শতাবরী” ।

যে বস্তু নারীতে বাজিবৎ পুরুষের রমণসামর্থ্য জন্মায় কিংবা বাহা বীজ অর্থাৎ শুক্র বর্ধিত করে তাহাকে বাজীকরণ কহে। যেমন—অশ্বগন্ধা, তালমূলী, চিনি ও শতমূলী ।

বাজীকরণ তিন প্রকার—(১) জনক (২) প্রবর্তক (৩) জনকপ্রবর্তক। শ্রীব্রহ্মদেব বলেন—“তত্র ‘জনকং’ মাংসস্নাতাদিকং যৎ রসাদিধাতুক্রমেণ পরিণতং প্রধানধাতুপুষ্টিং করোতি । ‘প্রবর্তকং’ উচ্চটার্চুর্গাদিকং শুক্রবিরেচনকম্ । নচ তস্ত বৈরেচনিকোক্ত্যা শুক্রকরকারিত্বং স্ত্রাৎ । যতো বিরেচনং শুক্রস্ত পাতনারাতিমুখীতাবমাজকরণম্ । ‘জনকপ্রবর্তকং’ তু কীরগব্যস্বতগোধূমায়কাকাণ্ডলাদিকম্ ।

(৩৬) “যস্মাদ্ভুক্সা বৃদ্ধিঃস্ত্রাৎশুক্রেলাং হি তচ্ছ্যতে ।
যথা নাগবলাদ্যাঃ স্ত্র্য বীজক কপিকচ্ছুজম্” ।

যে দ্রব্য শুক্রধাতু বর্ধিত করে তাহাকে শুক্রেলা বলে। যেমন—নাগবলা ও আনুশীবীজ ।

(৩৭) “রসায়নকৃত্ত তজ্জৈরং বজ্জরাব্যাদিনাশনম্ ।

যথামৃত্তা রুদন্তী চ শুগ্গুশুল্চ হরীতকী” ।

যে বস্তু সেবন করিলে শরীর দত্তত ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে এবং বাহ্য অকালজরা উপস্থিত হইতে দেয় না তাহাকে রসায়ন বলে । যথা—শুড়ুচী, রুদন্তী, শুগ্গুশুল, হরীতকী । রুদন্তী অধুনা অপরিচিত । ইহার পরিচয়ার্থ নরহরি লিখিয়াছেন—
“চণপত্রসমং পত্রং কুপশ্চৈব তথাবিধঃশৈশিরে জলবিন্দুনাং স্রবন্তীতি রুদন্তিকা ।

(৩৮) “পূর্কং ব্যাপ্যাখিলং কারং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি ।

ব্যবায়ি তৎ যথা ভঙ্গা ফেনকাহিসমুদ্ভবম্ ॥

অন্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ স্বীয় গুণ প্রকাশ করে, কিন্তু যে দ্রব্য ব্যবায়ী তাহা অপকাবেহাতেই সর্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া স্বীয় গুণ দর্শাইয়া থাকে । যেমন ভাঙ ও আফিম ।

(৩৯) “সন্ধিবন্ধাংস্ত শিথিলান্ যৎকরোতি বিকাশি তৎ ।

বিশোষোজ্জশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ” ॥

শরীরের সমস্ত ধাতু হইতে ওজোধাতুকে শোষণ পূর্কক যে দ্রব্য সন্ধিবন্ধগুলিকে শিথিল করে তাহাকে বিকাশি বলে । যেমন—সুপারি ও কোদ্রব ।

(৪০) “বুদ্ধিং লুপ্ততি যৎ দ্রব্যং মদকারি তচ্চ্যতে ।

তমোশুগপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্ ॥

যে বস্তু তমোশুগপ্রধান এবং সেবন করিলে বুদ্ধি লোপ পায় তাহাকে মদকারি বা মাদক বলে । যেমন—সুরা প্রভৃতি ।

(৪১) নিজবীর্ষ্যেন যদ্রব্যং রুদ্বা রসবহাঃ সিরাসঃ ।

যন্তে যদগোরবং তৎ শ্রাদ্ভিষ্যন্দি যথা দধি” ॥

পিচ্ছিলত্ব ও গুরুত্বহেতু যে দ্রব্য রসবহা শিরাগণকে অবরুদ্ধ করিয়া দেহের গুরুতা জন্মায় তাহাকে অভিষ্যন্দি বলে । যেমন—দধি ।

(৪২) “বিদাহী দ্রব্যাদুদগার ময়ং কুর্ধ্যাত্তথা ত্বয়াম্ ।

হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ” ।

যে দ্রব্য ভোজন করিলে অম্ল উদগার, তৃকা এবং বুকজ্বালা উপস্থিত হয় ও বাহ্য বিলম্বে পরিপাক প্রাপ্ত হয় তাহাকে বিদাহি বলে ।

“গৃহ্ণতি যোগবাহি দ্রব্যং সংসর্গিবস্তগুণান্ ।

পচ্যমানং বর্ধেতন্নধুজলতৈলান্যাত্তলৌহাদি” ।

যোগবাহি দ্রব্য, সংসর্গিবস্তর অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে । মধুর অগ্নিসহযোগে পাক নিষিক, স্তত্রাং পচ্যমান শব্দ মধুর সহিত অর্ষিত নহে ।

ভাবমিশ্রকৃত এই যোগবাহি লক্ষণটী সংশয়চ্ছেদী নহে । এখানে “গৃহাতি” পদ লইয়াই যত সন্দেহ । শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধযোগের টীকায় এসম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন পাঠকের অবগতির জন্য আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতেছি “তত্র কেচিদেবঃ সমাগিরন—যদ্ভব্যং ভব্যাস্তরেণ সংযুক্তান্ননঃ স্বভাবঃ হি হা সংযুক্তভব্যাস্বভাবঃ এব অহুবর্ততে তৎ যোগবাহীতি । নচৈতৎ উক্তং যতো যদ্যেবংযোগতা নিশ্চীরতে তদানীং যোগবাহিভব্যোপযোগঃ নিরর্থকঃ স্তাৎ । তথাহি—যোগবাহিভব্য মস্তরেণাপি যৎস্বভাবঃ যদ্ভব্যং প্রাক্ আসীৎ তৎস্বভাবমেব যোগবাহিভব্যযুক্তমপি । তস্মাৎ অসৎ এতৎ যোগবাহিলক্ষণমিতি । কেচিৎ প্রভাবং প্রতিজ্ঞানতে । যৎ ভব্যং ভব্যাস্তরেণ যুক্তং অন্যস্ত ভব্যস্ত শক্ত্যুৎকর্ষঃ উৎপাদয়তি তৎ যোগবাহীতি । তৎ অপি অসম্যক্ । স্বস্মাৎ এবং অভ্যুপগমাৎ ন বহুনি ভব্যানি যোগবাহীনি স্মাঃ । তথাচ মধ্বাদেঃ অপি ভব্যস্ত কিঞ্চিৎ ভব্যং সমানগুণং শক্ত্যুৎকর্ষং কুর্বেদেব দৃষ্টং, তৎকথং মধ্বাদাবেব যোগবাহিভ্যঃ উচ্যতে ন অপরস্তেতি । তদেতদপি লক্ষ্যং অশ্রুতস্মাৎ অলক্ষণং । অপরস্তেবমাহঃ—যৎ ভব্যাস্তরেণ অনুগুণেনাপি যুক্তং তদগুণান্ অহুবর্ততে স্বং চ কার্য্যং তদবিরুদ্ধং কিঞ্চিৎ করোতি তৎ যোগবাহি ভব্যং—ভূত্যবৎ । যথা ভূত্যাঃ স্বামিকার্য্যং অত্যজন্ স্বকীর্ত্তং মপি শরীরযাত্নাদিকং স্বাম্যবিরুদ্ধং করোতি তথৈব মধু মদনকলসংযুক্তং বমন- কার্য্যং করোতি নতু বমননিবারণং মধুকার্য্যং । এবং মধু হরীতকীসংযোগাৎ বিরেচন কার্য্য- মেব করোতি ন মধুকার্য্যং স্তম্বনরূপং ইতি । যে তু অট্টেবঃ প্রতিপন্নঃ মদনকলাদেঃ শক্ত্যুৎকর্ষঃ তথাবিধ অস্তি যেন মধুপথ্যকি কার্য্যমবধূর স্বং কার্য্যং করোতি ইতি, তে চৈবঃ চোদয়ন্তঃ বচনীয়াঃ । যতঃ স্তম্বনভব্যেন অন্যেন যেন কেনচিৎ সংযুক্তস্য হৃদ্যাকারস্যাপি শক্তিঃ কিঞ্চিৎ অপহীর্য্যমানা দৃষ্টা, মধুনা অপি স্তম্বনস্বভাবেন অপি অস্ত ন অপহীরতে মনাক্ অপি । অতঃ মধ্বাদেঃ যোগবাহিভ্যঃ ন অন্যস্ত । অপিচ অন্যদপি যোগবাহিভব্যং ত্রিবৃত্তাদি মদনকলেন যুক্তং সৎ বিরেচনং বমনং চ উভয় কার্য্যং কুর্বেৎ দৃষ্টং, ন কেবলং বমনং এব ন বিরেচনং এব । তস্মাৎ মধ্বাদেঃ যোগবাহিভ্যঃ হিতমেতৎ” । (ব্যাখ্যা- কুসুমাবলী—ত্রণশোধ) ।

(৪৩) “স্থিরো বাতমলস্তম্ভী” ।—যে বস্ত্র অপানবায়ু ও মল রোধ করে তাহাকে স্থির বলে ।

(৪৪) “সুরভেয়াং প্রবর্তকঃ” ।—যে বস্ত্র অপানবায়ু ও মলের প্রবর্তক তাহাকে সুর—অর্থাৎ সারক বলে । সৃষ্টমল শব্দের অর্থও এইরূপ ।

(৪৫) “দারুণং বিদারুণং পকশোভক” —(শ্রীকৃষ্ণঃ) বাহা লেপন করিলে পক ফোটক কাটির। যার তাহাকে দারুণ বলে । দারুণ দুই প্রকার হুকুমার ও দারুণ । কপোতবিষ্ঠা প্রভৃতি হুকুমার দারুণ এবং কার দারুণ দারুণ ।

(৪৬) পীড়নম্—“পীড়নং ঔষধৈঃ পচনং” (ভ্রমণঃ)—যে হৃদয়ের লেপ দিলে

ব্রণের পুরদি নির্গত হয় তাহাকে পীড়ন বলে। লেপের নিয়ম—“ব্রণমুখং বহিষ্কৃত্য লেপয়েৎ। লিপ্তা চ শোষণেৎ। শুষ্কং সৎ পীড়নং ভবতি।” ফোটকের মুখ ফাঁক রাখিয়া লেপন করিবে—বস্ত শুষ্ক হইবে তত পুরাদি আকর্ষণ করিবে। উদাহরণ—শেলু, শাল্মলী, বটাদি।

(৪৭) গ্লপন—যাহা অরুচ্য বা শুক্রক্ষয়কারী তাহাকে গ্লপন বলে।

(৪৮) বিচারণম্—“মনসোহনেকবিকল্পকারণম্” (ডব্বণঃ)। যে দ্রব্য সেবন করিলে মনে বিবিধ অভিনব চিন্তার আবির্ভাব হয় তাহাকে বিচারণ কহে। যেমন পরিমিত মাত্রায় আফিম।

(৪৯) সঙ্কানম্—“ঘাতবিশেষাৎ বিধাতৃত্ত্ব অবয়বস্ত ঐকভাবেঃ” (ডব্বণঃ)।

শরীরের ভিতর কোন স্থান ছিন্ন হইলে যে বস্তু তাহা সংযোজিত করিতে পারে তাহাকে সঙ্কান বলে। যেমন—লাক্ষা, উরঃসঙ্কানকারী, বব্বুল ভগ্নসঙ্কানকারী।

(৫০) জীবনীয়ম্—“জীবনে হিতঃ জীবনীয়ঃ, জীবনীয়শব্দেন ইহ আয়ুষ্কাম-স্তিপ্রেতম্, মুচ্ছিত্ত্ব সংজ্ঞাজনকক্ষেহপি জীবনীয়ত্বং ব্যাধোরং”।

যাহা আয়ুর পক্ষে হিতকর তাহাকে জীবনীয় বলে। কোথাও মুচ্ছিত্ত্বের জ্ঞানোৎপাদক অর্থেও জীবনীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(৫১) তৃপ্তিম্—“তৃপ্তিঃ শ্লেষ্মবিকারো, যেন তৃপ্তিমিব আত্মানং মন্ততে, তদ্যং তৃপ্তিম্” (চক্রপাণিঃ)।

ভোজন না করিয়া ভুক্তের ন্যায় পরিতোষকে তৃপ্তি বলে। তৃপ্তি শ্লেষ্মবিকার। যে বস্তু এই তৃপ্তিকে বিনষ্ট করে তাহাকে তৃপ্তিম্ বলে। যেমন—চক্রি, চিতা, বিড়ঙ্গ, গুড়ুটী।

(৫২) বিরেচনোপগঃ—“বিরেচনক্রিয়ায়াঃ সহায়ত্বেন উপগচ্ছতীতি”। (চক্রপাণিঃ)।

যে বস্তু বিরেচনক্রিয়ার সহায়তা করে তাহাকে বিরেচনোপগ বলে। যেমন—ত্রাক্ষা, গুড়ারী, অভয়া। যেদোপগ বমনোপগ প্রভৃতির অর্থও এইরূপ।

(৫৩) পুরীষবিরজনীয়ঃ—“পুরীষস্ত বিরজনং দোষসম্বন্ধনিরাসং করোতীতি”। (চক্রপাণিঃ)।

যে বস্তু মলকে দোষ সম্বন্ধ বর্জিত করে তাহাকে পুরীষবিরজনীয় বলে। এখানে চক্রপাণির উক্তি স্পষ্ট নহে—দোষ সম্বন্ধ নিরাস কি? কি দোষ? টীকাকার স্পষ্ট বলেন নাই। আমার বোধ হয় যে দ্রব্য মলের শুষ্ক কৃষ্ণাদি বর্ণ দূরীভূত করিয়া মলকে স্বাভাবিক (ঈবং পীতাত) বর্ণে রঞ্জিত করে তাহাই পুরীষবিরজনীয়।

মূত্রবিরজনীয় শব্দের অর্থও এইরূপ।

(৫৪) শোণিতাস্থাপনম্—শোণিতস্ত চষ্টস্ত চষ্টিমপহত্য একতো শোণিতং স্থাপয়তি শোণিতাস্থাপনম্” (চক্রপাণিঃ) ।

রক্তের দোষ বিনষ্ট করিয়া যে বস্তু রক্তকে প্রকৃতিস্থ করে কার চিকিৎসার তাহাকে শোণিতাস্থাপন বলে । যেমন,—মধু, ষষ্টিমধু, কুঙ্কম । শল্যতন্ত্রোক্ত শোণিতাস্থাপন শব্দের অর্থ “শোণিতাতিপ্রযুক্তিস্তত্ত্বনম্” (ডবণঃ) যাহা ভূরি রক্তশ্রাব রোধ করে । শল্যতন্ত্রের মতে শোণিতাস্থাপন চতুর্বিধ যথা—“সন্ধানং স্বন্দনঞ্চৈব পাচনং দহনং তথা” ।

(৫৫) বেদনাস্থাপনম্—“বেদনায়ং সঙ্ঘাতায়ং তাং নিহত্য শরীরং একতো স্থাপয়তীতি বেদনাস্থাপনম্” (চক্রপাণিঃ) ।

সঙ্ঘাত বেদনাকে বিনষ্ট করিয়া যাহা শরীরকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে তাহাকে বেদনাস্থাপন বলে !

(৫৬) প্রজাস্থাপনম্—“প্রত্যোপঘাতকং দোষং হবা প্রজাং স্থাপয়তীতি (চক্রপাণিঃ) ।

যে বস্তু গর্ভাশয়ের সন্তান বিনাশকারী দোষ দূর করিয়া উহাকে সন্তানহিতের অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করে তাহাকে প্রজাস্থাপন বলে ।

(৫৭) শোণিতপ্রসাদনম্—ইহা শোণিতাস্থাপনের পর্যায় ।

(৫৮) নির্ঝাপণম্—যে বস্তু পাকান্তিমুখী ফোটকের বেদনার উপশম করে তাহাকে নির্ঝাপণ বলে । যেমন—বালা, হোগলা প্রভৃতি ।

(৫৯) সংজ্ঞাস্থাপনম্—“সংজ্ঞাং জ্ঞানঞ্চ স্থাপয়তীতি” (চক্রপাণিঃ) ।

যে বস্তু লুপ্তসংজ্ঞের জ্ঞান আনয়ন করে তাহাকে সংজ্ঞাস্থাপন বলে । যেমন হিঙ্গু ।

(৬০) বয়ঃস্থাপনম্—“বয়স্করণং স্থাপয়তীতি বয়ঃস্থাপনম্” (চক্রপাণিঃ) ।

যে দ্রব্যের গুণে মানুষের তারুণ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহাকে বয়ঃস্থাপন বলে । যেমন—শালপর্নী, মণ্ডুকপর্নী, পুনর্নবা প্রভৃতি ।

(৬১) বিম্বাপনম্—“অঙ্গুল্যাদিমর্দনেন বিলয়নম্” (ডবণঃ) । শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন—“বিম্বাপনমিহ কেবল মজ্জুঠাদিমর্দনে ন পরিভাষিতং গ্রাহং, কিন্তু বিম্বাপ্যতে অনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বহির্মার্জনেরূপে শমনে শোকবিলয়নকরে প্রলেপনপরিবেকাত্যাদা-দাবপি বর্ততে ।

অঙ্গুল্যাদি দ্বারা মর্দনপূর্বক কাঁচা কোড়াকে বসাইয়া সেওয়াকে বিম্বাপন বলে । এমন অনেক দ্রব্য আছে যদ্বারা অগ্নিক ফোটক প্রলিষ্ট করিলে ফোটক বিলীন হয় অর্থাৎ বসিয়া যায় । এইরূপ দ্রব্যকেও বিম্বাপন বলে । যেমন পঙ্কবিরজা প্রভৃতি ।

(৬২) পাচনঃ—“পাচনঃ দোষামরোঃ শোধন্ত বা” (উষণঃ) ।

যে বস্তু বাত, পিত্ত, কফ, আম কিম্বা শোধের পরিপাক করায় তাহাকে পাচন বলে ।

(৬৩) জ্বরগঃ—“জ্বরগঃ আহারন্ত” (উষণঃ) ।

যে বস্তু ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ করে তাহাকে জ্বরগ বলে ।

(৬৪) তর্পণঃ—তৃপ্তিজনক ও রসধাতুবৃদ্ধিকর বস্তুকে তর্পণ বলে । যেমন—
জ্বাকাদি ।

(৬৫) বৃংহণঃ—ধাতুবলবৃদ্ধিকর বস্তুকে বৃংহণ বলে । উপচয় ইহার পর্যায় ।
কায় চিকিৎসার বৃংহণের বিপরীতার্থে লেখন শব্দ প্রযুক্ত হয় ।

(৬৬) পুংস্ত্রোপঘাতি—যে বস্তু শুক্রক্ষয়কর তাহাকে পুংস্ত্রোপঘাতি বলে ।
যেমন—কারাদি ও ধাধস (পোস্তর টেঁড়ি) । এমন অন্নপান আছে যদ্বারা শুক্রক্ষয়
হইতে পারে । বৃন্দ বলিয়াছেন—অন্নৈরন্নোক্ষলবণৈরতিমাত্রোপসেবিতৈঃ সৌম্যধাতুক্ষয়ো
দৃষ্টঃ—” । সৌম্যধাতু শুক্র ।

(৬৭) মার্গবিশোধনঃ—“মূত্রনাড়ীত্রণাদিমার্গবিশোধনঃ (উষণঃ) ।

(৬৮) কোষ্ঠবিদাহী—যে বস্তু অতিমাত্রায় সেবন করিলে উদরের অভ্যন্তরে
আগা অহুত্বত হয় তাহাকে কোষ্ঠবিদাহী বলে ।” যেমন—অন্ন ।

(৬৯) কফবিলয়নম্—যে বস্তু সেবন করিলে অতিশুক শ্লেষ্মা তরলতা প্রাপ্ত হয়,
তাহাকে কফবিলয়ন বলে । যেমন—অতিমাত্রায় ভুক্ত অন্নরস ।

(৭০) অনাগতাবাধপ্রতিষেধঃ—যে বস্তু ‘অনাগত’ বাহা সংপ্রতি নাই, এরূপ
‘আবাধ’ পীড়া, ‘প্রতিষেধ’ নিবারণ করে, তাহা অনাগতাবাধপ্রতিষেধ । যেমন—লোধ
অনাগত চক্ষুপীড়ার এবং ভ্রুঙ্গরাজ অনাগত পলিতের প্রতিষেধ ।

(৭১) মূত্রবিরেচনীয়—“মূত্রস্ত বিরেচনং করোতীতি” (চক্রপাণিঃ) ।

বাহা মূত্রের স্রাব করার তাহাকে মূত্রবিরেচনীয় এবং বাহা মূত্রের উৎপাদক
তাহাকে মূত্রজনন বলে । গোকুর মূত্রবিরেচনীয় এবং ইক্ষু মূত্রজনন । পুরীষ বিরে-
চনীয় এবং পুরীষজনন যেমন এক নহে, তদ্রূপ মূত্রবিরেচনীয় ও মূত্রজনন শব্দ একার্থবাচী
নহে । মূত্রবর্জন শব্দ মূত্রজননের এবং মূত্রল শব্দ মূত্রবিরেচনীয় শব্দের পর্যায় ।

(৭২) শ্লেষ্মপ্রসেকি—যে বস্তু শ্লেষ্মা স্রাব করার তাহাকে শ্লেষ্মপ্রসেকি
বলে । যেমন—আর্জমরিচ । ‘ককোৎসারি’ এবং ‘ককনির্হরণ’—ইহার পর্যায়স্বরূপ গৃহীত
হইতে পারে ।

(৭৩) উৎক্লেশকারি—যে বস্তু সেবন করিলে উৎক্লেশ 'বমি হয় হয়' এই ভাব আনয়ন করে তাহাকে উৎক্লেশকারি বলে। যেমন—চোক (হিং) ।

(৭৪) কণ্ঠ্য প্রভৃতি। যে সকল বস্তু কণ্ঠরোগ বা স্বর, নেত্র, কেশ, শব্দ, দন্ত, মেধা ও আয়ুৰপক্ষে হিতকর তাহাদিগকে যথাক্রমে কণ্ঠ্য, মেজ্য বা চক্ষুশ্য, কেশ্য, শব্দ্য, দন্ত্য, মেধ্য এবং আয়ুশ্য বলে। স্বর্যা ও স্বরশোধিনী কণ্ঠ্যের পর্যায়।

(৭৫) ক্ষবণ—যে বস্তু হাঁছি জন্মায় তাহাকে ক্ষবণ বলে। যেমন—কটুকল প্রভৃতি।

ভেষজকল্পনা বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের অর্থ ।

কাথঃ—ভেষজদ্রব্যের ষোড়শগুণ জলদ্বারা সাধিত এবং চতুর্ভাগাবশিষ্ট কল্পনার নাম কাথ। শুভ ইহার পর্যায়। বস্তুগুলি দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিতে হইবে সেইগুলি মিলিত হইয়া ছই তোলায় অধিক হইবে না। জল আধ সের, শেষ আধ পোরা থাকিবে। পাচন মাটির পাত্রে মৃদুজ্বালে পাক করিতে হয়।

শীতকষায়ঃ—“শীতঃ শর্করীমুষিতোমতঃ” । দ্রব্যাদ্যাপোখিতাং তোরে প্রতপ্তে নিশিসংহিতাং । কষায়ো যোহন্তিনির্ঘাতি স শীতঃ সমুদাহৃতঃ” ।

কুটিত ভেষজ উক্লেলে নিক্ষেপ করিয়া এক রাত্রি অধিবাসিত করিলে শীতকষায় প্রস্তুত হয়। যে দ্রব্যের শীতকষায় প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ছয় গুণ জল দিতে হইবে অর্থাৎ দ্রব্য ১ তোলা হইলে জল ৬ তোলা হইবে।

ফাণ্টঃ—“ক্ষিপ্ত্বাকতোরে মৃদিতঃ ফাণ্ট ইত্যভিধীয়তে” ।

ভেষজদ্রব্য উক্লেলে নিক্ষেপ করিয়া কিয়ৎকাল ঢাকিয়া রাখিয়া পরে মর্দন ও বস্ত্রপুত করিয়া লইলে ফাণ্ট প্রস্তুত হয়।

স্বরসঃ—“স্বরসঃ যো রসঃ প্রোক্তঃ” ।

আর্জদ্রব্য হইতে যে রস গালিত হয় তাহাকে স্বরস বলে।

কঙ্কঃ—কোন দ্রব্যকে চূর্ণ বা শিলার পেষণ করিলে সেই দ্রব্যের কঙ্ক প্রস্তুত হয়।

পানীয়ম্—“কর্ষমাত্রং ততোদ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাণিকেষুসি ।

ভেষজদ্রব্য ছই তোলা এবং জল ছই সের সহ পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে অবতারিত করিলে পানীয় প্রস্তুত হয়। যেমন—অরের পিপাসাদি নিবৃত্তির জন্য বড়দ—পানীয়।

ক্ষীরপাকঃ—“দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্ । ক্ষীরাবশেষঃ কঠব্যঃ
ক্ষীরপাকে স্বয়ং বিধিঃ” ।

যে দ্রব্যের ক্ষীরপাক করিতে হইবে তাহার আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চতুর্গুণ জল সহ
পাক করিয়া দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে অবতারিত করিলে ক্ষীরপাক নির্বাহ হয় ।

ভাবনা—“দ্রবেন যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ষং প্লুতং ভবেৎ । ভাবনায়ঃ প্রমাণস্ত
চূর্ণে প্রোক্তম্— । “সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ” ।

কাথে বা রসে কোন ঔষধকে আপ্লুত করিয়া রৌদ্রে শুক করাকে ভাবনা বলে ।
বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ক্রমশঃ ৭ বার ঐরূপ আপ্লুত ও রৌদ্রশুক করিতে হয় ।

পুটপাকঃ—“দ্রব্য মাপোখিতং জম্বূবটপত্রাদিসম্পুটে । বেষ্টয়িত্বা ততো বদ্ধা দৃঢ়ং
রজ্জ্বাদিনা তথা । মূর্যপং ছ্যঙ্গুলং কুর্যাৎ অথবাস্কুলিমাত্রকম্ । দহেৎ পুটাস্তরাদমৌ
যাবশেষস্ত রক্ততা ।”

যে দ্রব্যের পুটপাক করিতে হইবে তাহাকে জলে ধোত করিয়া কিঞ্চিৎ পেষণ করিবে ।
পরে জাম ও বটের পাতা বেষ্টন করিয়া উহার উপরি ১ বা ২ অঙ্গুলি পুরু মাটির লেপ
দিবে । এই মৃৎপিণ্ড ঘুঁটের আঙুণে তাবৎ দৃঢ় করিবে যাবৎ মৃৎপিণ্ডের বহির্ভাগ রক্তবর্ণ
না হয় । অন্তঃপর অগ্নি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অস্তুরস্থ ভেষজ গ্রহণ পূর্বক রস নিষ্কাশিত
করিবে । এই কন্ননার নাম পুটপাক ।

কাঞ্জিকম্—“আণ্ডখান্তং কোদিতঞ্চ বালমূলঞ্চ খণ্ডশঃ । কৃতং প্রহ্মিতং পাত্রং
জলং তত্রাচকং কিপেৎ । তাবৎ সন্ধায় সংরক্ষেদ্ যাবদন্নত্বমাগতম্ । কাঞ্জিকং তত্তু
বিজ্ঞেয় মেতৎ সর্ষত্র পুঞ্জিতম্” ।

আউশ ধান কুটিয়া ও কচি মূলা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ১/২ সের লইবে এবং
১/৮ সের জলের সহিত মৃৎপাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ আবৃত করিবে । যতদিন না জল
অন্নরস হয় ততদিন রাখিতে হইবে । অন্নরস প্রাপ্ত হইলে ছাঁকিয়া লইবে । ইহার নাম
কাঞ্জিক ।

আরণালম্—“তুল্যমিতং বটিকতুলস্ত । প্রগৃহ্য চান্নং বিধিবন্ধিধায় । দ্রোণেহস্তসি
কিণ্ড যথ জিবামম্ । তৎসপ্ত রকেৎ পিহিতং প্রযত্নাৎ । তত্রৈব ককং সকলং নিয়ন্তেৎ ।
তৎ কাঞ্জিকং কথ্যতে আরণালম্ ।”

বটিক ধানের অন্ন পাক করিয়া ঐ অন্ন সাড়ে বার সের, বজ্রিশ সের জলের সহিত
ঐকুশদিন আবৃত মুখ মৃৎপাত্রে স্থাপন করিয়া ছাঁকিয়া লইলে আরণাল প্রস্তুত হয় ।
তাবিশিষ্ট বলেন—খোসা ছাড়ান, কাঁচা বা সিদ্ধ গোম্বু ঐরূপে স্থাপন করিলেও আরণাল
প্রস্তুত হয় ।

তুষান্মু বা তুষোদকম্—“ভৃষ্টান্ মাষতুষান্ সিদ্ধান্ ববাংস্ত চূর্ণসংযুতান্। আপ্তানস্তসা ভবৎ ভাতং তচ্চ তুষোদকম্” । তুষোদকং যবে রাটমঃ সতুবৈঃ শকণীকটৈঃ ।

মাষকলায়ের ভাজা খোসা এবং সিদ্ধ ও চূর্ণীকৃত যব জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া বাবৎ অন্নস্থ প্রাপ্ত না হয় তাবৎ স্থাপন করিবে। কিংবা খোসা সহিত কাঁচা যব কুটিত করিয়া জলসহ অন্নভাবাবধি স্থাপন করিলে তুষান্মু প্রস্তুত হয়।

সৌবীরম্—“সৌবীরস্ত যবে রাটমঃ পটেকবা নিস্তবৈঃ কৃতম্। গোধূটমরপি সৌবীর মাচার্যাঃ কেচিদুচিরে” ।

খোসাছাড়ান কাঁচা কিংবা খোসাছাড়ান সিদ্ধ যব বা গোধূম জলে আবৃতমুখ পাণ্ড্রে সন্ধিত করিলে অর্থাৎ গাঁজাইলে যে সৌবীর প্রস্তুত হয় তাহাকে যথাক্রমে যবসৌবীর ও গোধূম সৌবীর বলে।

স্কৃতং চূক্রম্—“বস্মাদি শুচৌ ভাত্তে স শুড়কৌজ্জকাজিকম্। যথর্জু ধাত্তরাশিহং স্কৃতং চূক্রং তচ্চাত্তে” মন্ত্রপ্রভৃতির মাত্রা যথা—“শুড়মাকিকধাত্তান্নমযধু দ্বিশুগং ক্রমাৎ। সংশক্তি চূক্রসিদ্ধার্থং—” ।

শুড়, মধু, কাজিক, মস্ত অর্থাৎ দ্বিশুগবারি বৃক্ষ দধি, ও জল ক্রমশঃ দ্বিশুগ (অর্থাৎ শুড়ের দ্বিশুগ মধু, মধুর দ্বিশুগ কাঁজি ইত্যাদি) মাত্রায় লইয়া পরিষ্কৃত মুৎপাণ্ড্রে আহরণ করিয়া যে ঋতুতে প্রস্তুত করা হইবে সেই ঋতুতে সন্ধিত হইবার জন্য যতদিন রাখা উচিত ততদিন ধাত্ত রাশির তিতর রাখিলে স্কৃতচূক্র প্রস্তুত হইবে।

কোন ঋতুতে কতদিন রাখিতে হয় তাহার বিধি—

“বনাত্যরে তথা গ্রীষ্মে সন্ধানং বড়্‌দিনং ভবেৎ । হেমন্তে শিশিরে স্থাপ্যং তিবক্ দৃষদি তেনৈবৈ । প্রাবৃড়্‌বসন্তে সন্ধানং ভবেদষ্ট দিনেন বৈ” । বিশেষ উক্তি না থাকিলে সন্ধান বর্গোক বাবতীর সন্ধান সন্ধিত করিবার এই বিধি বৃষ্টিতে হইবে।

আসবঃ—সূরাতে বিবিধ কুটিত দ্রব্য ভিজাইয়া আবৃতমুখ পাণ্ড্রে সপ্তাহকাল রাখিবে। সপ্তাহান্তে ছাঁকিয়া লইলে আসব প্রস্তুত হয়। ইহা আত্মেরসংহিতায় যত্ন। বৃহস্পতি বলেন—অমুক্ত হলে আসবের জগানিধান বিধি এই—জল ৩১ সের, শুড় সাড়ে বার সের, মধু ৬ সের এক পোয়া, ঔষধদ্রব্য ১ সের এক পোয়া। আবৃতমুখ মুৎপাণ্ড্রে রাখিয়া সন্ধিত করিবে।

অরিষ্টম্—অরিষ্ট প্রস্তুতপ্রণালী আসবের তুল্য—কেবল ইহাতে কুটিত ভেষজ-দ্রব্যের পরিবর্তে ঔষধদ্রব্যের কাথ দিতে হয়।

সীধুঃ—পকরস ও শীতরস ভেদে সীধু বিবিধ—ইক্ষুরস আল দিয়া তাহাতে ঔষধদ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া সন্ধিত করিলে পকরস সীধু এবং কাঁচা ইক্ষুরসে সন্ধিত সীধুকে শীতসীধু বলে।

আম্বুতম্—কোন কন্দ বা মূল বা ফলকে পেষণ করিয়া লবণ মিশ্রিত জলে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখিলে সন্ধিত হইয়া অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম আম্বুত ।

প্রমথ্যা—অতি উত্তমরূপ পিষ্টে যে কোন দ্রব্য ৮ তোলা (ইহার সহিত অল্প দ্রব্য থাকুক বা না থাকুক) ৬৪ তোলা জলে সিক করিয়া এক চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইবে। ইহার নাম প্রমথ্যা ।

রসক্রিয়া, অবলেহ, প্রাশ—কাথ পুনঃ পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে 'রসক্রিয়া' নামে অভিহিত হয়। ইহা অবলেহ ও প্রাশ নামেও কথিত হইয়া থাকে ।

লেপঃ—আলেপ ও প্রদেহ ভেদে লেপ দ্বিবিধ—পিষ্ট শীতল বস্তু পাৎলাভাবে লেপন করিলে আলেপ এবং উহা উষ্ণ ও পুরু করিয়া লেপন করিলে প্রদেহ বলিয়া কথিত হয় ।

পরিষেচনম্—ব্রণের বেদনাদি প্রশমনার্থ উষ্ণ কাথ সেচনকে পরিষেচন বলে ।

অবচূর্ণন ও গুণ্ডন—যবাদি চূর্ণ দ্বারা পূরণ করাকে অবচূর্ণন বলে। গুণ্ডন অর্থাৎ গড়ান যেমন শূলরোগীর উদরোপরি তিলগুড়িকা গুণ্ডনের উপদেশ আছে ।

উর্ধ্বর্জন—কোন ঔষধদ্রব্যের দ্বারা গাত্রমার্জন করাকে উর্ধ্বর্জন বলে। যেমন পিষ্টহরিদ্রার দ্বারা গাত্র উর্ধ্বর্জন করিলে কণ্ডু, গাত্রের বিবর্ণতা ও কক্ষতা বিনাশ পায় ।

পিচুধারণম্—স্নেহে বা কোন দ্রব্যের কাথে তুল বা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া শিরঃ, ঘোনি প্রভৃতি অঙ্গে স্থাপন করাকে পিচুধারণ বলে ।

কবলঃ, গণ্ডুষঃ—মুখে ঔষধ ধারণাঅক কল্পনা বিশেষ। যতটুকু তরলদ্রব্য মুখে রাখিলে মুখ নাড়িতে পারে যার না তাহাই গণ্ডুষের এবং যতটুকু রাখিলে সঞ্চালন করিতে পারে যার তাহা কবলের, মাত্রা ।

অঞ্জনকর্ষু—ঔষধদ্রব্য মধ্বাদিযোগে ঘর্ষণ করিয়া 'কাজল পরার মত' অঙ্গুলি বা শাব্দ্রোক্ত সংস্কারযুক্ত শীসক শলাকাযোগে চক্ষুতে ব্যবহার করার নাম অঞ্জন । লেখন রোপণ এবং প্রসাদন ভেদে অঞ্জন দ্রব্য তিন প্রকার ।

আশ্চেচ্যাতনম্—কাথ, মধু, আসব ও মেহাদি বিন্দু বিন্দু করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে পাতিত করাকে আশ্চেচ্যাতন বলে। মাত্রা—লেখনার্থ ৮ বিন্দু, মেহানার্থ ১০ বিন্দু, রোপণার্থ ১২ বিন্দু ।

বিড়ালক—অন্ধির বহির্ভাগে প্রদত্ত লেপকে বিড়ালক বলে ।

পিণ্ড—পিষ্টভেষজ বস্ত্রান্তরিত করিয়া, রোগী, মুদ্রিত নেত্রে নেত্রের উপরি ধারণ করিবে। এই কল্পনার নাম পিণ্ড ।

বস্তিঃ—নিরুহ ও অমুবাসন ভেদে বস্তি দুই প্রকার । মেহ দ্রব্য দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে অমুবাসন এবং কাথ, দুগ্ধ, তৈল দ্বারা প্রদত্ত বস্তিকে নিরুহ বলে । অমুবাসনকে মাত্রাবস্তি এবং নিরুহকে আস্থাপন বলে ।

শিরোবস্তিঃ—একখণ্ড ছাদশাকুল চৰ্ম্মকে মস্তকের চতুর্দিকে বেঁটন করিয়া মস্তক ও চৰ্ম্মের সন্ধি পিষ্ট মাষকলায় দ্বারা রোধ করিবে । এই চৰ্ম্মকৃত গুহা জৈবহৃৎ তিল তৈলে পূর্ণ করিয়া বাবং নামা কর্ণ মুখ হইতে স্রাব না হয় তাৎ ধারণ করাকে শিরোবস্তি বলে ।

শ্বেদঃ—ষোড়শাঙ্গী ভেদে শ্বেদ চতুর্বিধ—যথা তাপশ্বেদ, উপনাহ শ্বেদ, দ্রবশ্বেদ ও বাষ্পশ্বেদ । প্রয়োগ বিধি যথা—

‘তপৈঃ সৈকতপানিকাংশুবসনৈঃ শ্বেদোহথ বাজারকৈঃ ।

লেপাঘাতহরৈঃ সহান্নলবণশ্বেদৈঃ সুখোটৈঃ স্তথা ।

এবং তপ্তপয়োহম্বুভাতশমনকাথাদিসেকাদিভিঃ ।

তপ্তৈস্তোরনিষেচনোক্তবৃহদ্বাশৈঃ শিলাটৈঃ ক্রমাৎ’ ।

তপ্ত বালুকা, পানি, কাংশুপাত্র কিংবা বস্তুর বা খদিরাদি অঙ্গারের বেদকে তাপশ্বেদ বলে । অন্ন, লবণ ও স্নেহ বৃক্ষ, জৈবহৃৎ, বাতহর ভেষজের লেপকে উপনাহ শ্বেদ অর্থাৎ পুষ্টিশ্ এবং তপ্ত দুগ্ধ, জল ও বাতহর কাথাদি পরিষেচন বা তাহাতে অবগাহন করাকে দ্রবশ্বেদ বলে । অগ্নিবৎ উত্তপ্ত শিলাদি কাথাদি দ্বারা সেচন করিলে যে বাষ্প উৎখিত হয়, তৎ উৎখিত শ্বেদের নাম বাষ্পশ্বেদ । ইহাকে গ্রামালোকে ‘ভাপ্রা বলে । শ্বেদের অপরাপর ভেদ চারক সূত্র স্থানের ১৬শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ।

রসবীৰ্য্যবিপাকাদি বিষয়ক প্রস্তাব ।

স্বলতঃ রসভেদ ।

রস ছয় প্রকার—মধুর, অন্ন, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় । এই মধুরাদি রস ত্রয়ো ব্যক্ত ও অব্যক্ত দ্বিবিধ ভাবে অবস্থিত । কোন ত্রয়োয় (কটু বা আর্দ্র) জিহ্বার সহিত সঘর্ষ হইবামাত্র যে রসের উপলক্ষি বা আশ্রয় অস্তে বহু পশ্চাৎ যে রস অনুভূত হয় তাহা উহার ব্যক্তরস, যেমন ষষ্টিমধুর মধুরত্ব জিহ্বা সঘর্ষ মাত্র ব্যক্ত এবং জীবৎ তিক্তত্ব আশ্রয়ান্তে ব্যক্ত । অনেক ত্রয়ো এইরূপ একাধিক ব্যক্ত রস অনুভূত হইয়া থাকে । উদাহরণ—পকাস্র, আমলকী, রসোন প্রভৃতি । জিহ্বার সহিত পক আশ্রয়াদির স্পর্শ স্থাপিত হইবা মাত্রই যুগপৎ রসদুগলের অনুভূতি হয় সুতরাং এই সকল ত্রয়োয় দ্বিবিধ রসই আশ্রয়ান্তে

ব্যক্ত বলিতে হইবে। পরিপক আত্মের মধুর ও অম্ল এবং আমলকীর অম্ল ও কষায় এই দ্বিবিধ রসই আশ্বাদমাত্রে ব্যক্ত। আচার্য্যগণ অনেকস্থলে দ্রব্য বিশেষের এমন রসের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা অম্লদীর জিহ্বার বিষয়ীভূত নহে। উদাহরণ—আমলকীর রস নির্দেশে সূত্রত বলিয়াছেন “অম্লং স্মধুরং তিক্তং কষায়ং কটুকং”—(সূঃ ৪৬ অঃ) আমরা পক্ষাপক কোন আমলকী ফলেই তিক্ত বা কটু রস অনুভব করিতে পারি না। আমলকীগত এই তিক্ত ও কটুরসই আমলকীর অব্যক্ত রস বা অনুরস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। দ্রব্যের অনুরস কৰ্ম্মদর্শন দ্বারা অনুমিত হয়।

অতঃপর ভূতসংসর্গে রসের উৎপত্তি লিখিত হইতেছে।

মধুরঃ—‘ভূম্যম্মুগুণবাহুগ্যাং মধুরঃ’—মধুররস, ভূমি ও অম্মুগুণ বহুল।

অম্লঃ—‘ভূম্যগ্নিগুণবাহুগ্যাং অম্লঃ’—অম্লরস, পৃথিবী এবং অগ্নিগুণ বহুল।

লবণঃ—‘তোরাগ্নিগুণবাহুগ্যাং লবণঃ’—লবণ রস, জল এবং অগ্নিগুণ বহুল।

কটুকঃ—‘বায়ুগ্নিগুণবাহুগ্যাং কটুকঃ’—কটুরস, বায়ু ও অগ্নিগুণ বহুল।

তিক্তঃ—‘বায়ুকাশগুণবাহুগ্যাং তিক্তঃ’—তিক্তরস, বায়ু ও আকাশগুণ বহুল।

কষায়ঃ—‘পৃথিব্যানিলগুণবাহুগ্যাং কষায়ঃ’—কষায়রস, পৃথিবী ও বায়ুগুণ বহুল।

রসের লক্ষণ ।

স্বলভা প্রতীতির অস্ত রসের কৰ্ম্মাখ্য লক্ষণ কথিত হইতেছে।

মধুরঃ—‘যঃ পরিতোষ মুৎপাদয়তি শ্ৰুলাদয়তি তর্পরতি, জীবয়তি, মুখাবলেপং জনয়তি স্লেয়াগং চান্তিবর্জয়তি স মধুরঃ ।

অম্লঃ—‘যো দস্তর্ষ মুৎপাদয়তি, মুখশ্রাবং জনয়তি, শ্রুকাশোৎ পাদয়তি সোহম্লঃ ।’

লবণঃ—‘যো তক্তারুচিমুৎপাদয়তি ককপ্রসেকং জনয়তি মর্দিবংকাপাদয়তি স লবণঃ’ ।

কটুকঃ—‘যো জিহ্বাগ্রঃ বাধতে, উষ্মেগং জনয়তি, শিরো গৃহ্নাতি, নাসিকাঞ্চ আবয়তি স কটুকঃ’ ।

তিক্তঃ—‘যো গলে চোষমুৎপাদয়তি, মুখবৈশদ্যং জনয়তি, তক্তারুচিং চাপাদয়তি হর্ষক স তিক্তঃ ।’

কষায়ঃ—‘যো বক্তুং পরিশোষয়তি, জিহ্বাং তক্তয়তি কঠং বগ্নাতি, হৃদয়ং কর্ষতি পীড়য়তি চ স কষায়ঃ ।

রসের গুণনির্দেশ ।

‘মধুরাম্ললবণাঃ বাতঘ্নাঃ’—মধুর, অম্ল ও লবণরস বায়ু প্রশমন ।

‘মধুরতিক্তকষায়াঃ পিত্তঘ্নাঃ’—মধুর, তিক্ত ও কষায় রস পিত্তপ্রশমন ।

‘কটুতিক্তকষায়াঃ শ্লেষঘ্নাঃ’—কটু (ঝাল) তিক্ত ও কষায় রস শ্লেষপ্রশমন ।

মধুরঃ রসরক্তমাংসমেদোহৃৎস্থিমজ্জোজঃশুক্ৰস্তম্ভবর্জনঃ, চক্ষুঘ্নঃ, কেশুঃ, বর্ণাঃ, বলকৃৎ, সন্ধানঃ, শোণিতরসপ্রসাদনঃ, বালবৃদ্ধকক্ষীগহিতঃ, ঘটপদপিপীলিকানাং ইষ্টভদঃ, তৃষ্ণামূচ্ছাদাহপ্রশমনঃ, বড়িস্থিয়প্রসাদনঃ, কুমিকফকরশ্চ’ ।

অম্লো জরগঃ, পাচনঃ, পবননিগ্রহণঃ, অমুলোমনঃ, কোষ্ঠবিদাহী, বহিঃশীতঃ, ক্লেদনঃ প্রারশো হৃদ্যঃ’ ।

লবণঃ সংশোধনঃ, পাচনঃ, বিশ্লেষণঃ ক্লেদনঃ, শৈথিল্যকৃৎ, উষ্ণঃ, সর্ষরসপ্রত্যানীকঃ, মার্গবিশোধনঃ সর্ষশরীরাবরবমাদবকরঃ’ ।

কটুকো দীপনঃ, পাচনঃ, রোচনঃ, শোধনঃ, হৌল্যালশুকফকুমিবিষকুষ্ঠ-কণ্ডূপশমনঃ, সন্ধিবন্ধবিচ্ছেদনঃ, অবসাদনঃ শুষ্কশুক্ৰমেদসাং উপহস্তা ।

তিক্তঃ ছেদনঃ, রোচনঃ, দীপনঃ, শোধনঃ, কণ্ডুকোষ্ঠতৃষ্ণামূচ্ছাদাহপ্রশমনঃ, শুষ্ক-শোধনঃ, বিষ্মুক্তক্লেদমেদোবসাপূরোপশোষণশ্চ ।

কষায়ঃ সংগ্রাহকঃ, রোপণঃ, শুস্তনঃ, শোধনঃ, লেখনঃ শোষণঃ পীড়নঃ, ক্লেদোপ-শোষণশ্চ ।’

‘তিক্তকষায়মধুরাঃ শীতাঃ’—তিক্ত, কষায় ও মধুর রস শীতগুণ ।

‘তিক্তকটুকষায়াঃ রুক্ষাঃ’—তিক্ত, কটু ও কষায় রস রুক্ষগুণ । এই রসত্রয় ‘বন্ধবিষ্মুক্ত মারুতাঃ’, ভোজনে মল, মূত্র ও অপানবায়ু রোধ করে ।

‘লবণাম্লমধুরাঃ স্নিগ্ধাঃ সৃষ্টবিষ্মুক্তমারুতাঃ’—লবণ, অম্ল ও মধুর রস স্নিগ্ধগুণ ; সেধনে মল, মূত্র, অপানবায়ু স্থখে নির্গত হয় ।

‘লবণকষায়মধুরাঃ গুরবঃ’—লবণ, কষায় ও মধুর রস গুরু এবং ‘অম্লকটুতিক্তাঃ লঘবঃ’ অম্ল, কটু ও তিক্তরস লঘু ।

‘মধুরঃ স্নিগ্ধঃ শীতঃ গুরুশ্চ’—মধুর রস,—স্নিগ্ধ, শীত ও গুরু ।

‘লবণঃ গুরুঃ স্নিগ্ধ উষ্ণশ্চ’—লবণরস—গুরু, স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ।

‘কটুকঃ লঘুঃ উষ্ণঃ রুক্ষঃ’—কটুরস,—লঘু উষ্ণ ও রুক্ষ ।

‘অম্লঃ লঘুঃ উষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ’—অম্লরস,—লঘু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ ।

‘তিক্তঃ রুক্ষঃ শীতঃ লঘুঃ’—তিক্তরস—রুক্ষ, শীত ও লঘু ।

‘কষায়ঃ রুক্ষঃ শীতঃ গুরুঃ’—কষায়রস—রুক্ষ, শীত, গুরু ।

দেখা যাইতেছে কটু, তিক্ত ও কষায় এই তিনটি রসই রুক্ষ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে রুক্ষত্বের কি নানাধিক্য আছে ?

মুনি বলেন—

‘রৌক্ষ্যাৎ কষায়ো রুক্ষাণামুক্তমো মধ্যমঃ কটুঃ’ ।

তিক্তোহ্বরঃ——,

“অর্থাৎ রুক্ষত্বে কষায়রস শ্রেষ্ঠ, কটুরস মধ্যম এবং তিক্তরস অধম ।

লবণ, অম্ল এবং কটু এই তিনটি রসই উষ্ণগুণ, কিন্তু ইহাদের উষ্ণত্বের তারতম্য আছে কি ?

মুনি বলেন—

‘—তথোষণানামৃক্খাল্লবণঃ পরঃ ।

মধ্যোহম্লঃ কটুক্খাস্ত্যঃ——’ ।

অর্থাৎ লবণরস প্রধান উষ্ণ, অম্লরস মধ্যম উষ্ণ এবং কটুরস অধম উষ্ণ ।

মধুর, অম্ল, লবণ, এই তিনটি রসই স্নিগ্ধ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্নিগ্ধত্ব সম্পর্কে উত্তমোত্তম কে ?

মুনি বলেন—

‘—স্নিগ্ধানাং মধুরঃ পরঃ ।

মধ্যোহম্লো লবণশ্চাস্ত্যঃ ।’

অর্থাৎ মধুররস প্রধান স্নিগ্ধ, অম্লরস মধ্যম স্নিগ্ধ এবং লবণরস অধম স্নিগ্ধ ।

মধুর, তিক্ত, কষায়, তিনটি রসই শীতগুণ কিন্তু—

‘তিক্তাৎ কষায়ো মধুরঃ শীতাচ্ছীততরঃ পরঃ’

শীতত্বে তিক্তরস অপেক্ষা কষায়রস এবং কষায়রস অপেক্ষা মধুর রস শ্রেষ্ঠতর ।

মধুর লবণ ও কষায় এই তিনটি রসই গুরু কিন্তু—

‘স্বাহুগু রুক্ষাদধিকঃ কষায়াল্লবণোহ্বরঃ’—গুরুত্বে মধুর রস প্রধান, কষায়রস মধ্যম এবং লবণরস অধম ।

অম্ল, কটু, তিক্ত এই তিনটি রসই লঘু কিন্তু—‘অম্লাৎ কটুস্ততিক্তো লঘুস্বাহুত্তমোমতঃ’ লঘুত্বে অম্লাপেক্ষা কটু এবং কটু অপেক্ষা তিক্ত শ্রেষ্ঠতর । কাহার মতে লঘুত্বে লবণরস অধম ।

রসের বিশেষগুণ ।

বাবতীয় তিক্ত, কষায় ও মধুর রস শীতগুণ কিন্তু—

‘মধুরং কিঞ্চিৎকং স্তাৎ কষায়ং তিক্তমেবচ ।

বধা মহৎ পঞ্চমূলং বধাচানুপমাবিবম্’ ।

তিক্ত, কষায় ও মধুর দ্রব্য কুত্ৰাপি উষ্ণশুণ্ড হইয়া থাকে, যথা—মহৎপকমূল ও অনুপমাংস ।

যাবতীয় লবণ ও অন্নরস উষ্ণশুণ্ড কিন্তু—

‘লবণং সৈন্ধবং নোঞ্চ মল্লমামলকস্তথা’ ।

সৈন্ধবলবণ লবণরস এবং আমলকী অন্নরস হইয়াও উষ্ণ নহে ।

যাবতীয় তিক্তরস শীতশুণ্ড কিন্তু—

‘অর্কাগুরুশুড়চীনাং তিক্তানামৌঞ্চমিষ্যতে’

আকন্দ, অগুরু এবং শুড়চী তিক্তরস হইলেও উষ্ণশুণ্ড ।

অত্র আরো মধুরং শ্লেষ্মলমস্তত্র পুরাণশালিষ্যগোধূমমুদগমধুশর্করাজাজলমাংসাৎ ।
প্রারোহ্ম্নং পিত্তলমস্তত্র দাড়িমামলকাৎ । আরোলবণমচক্ষু্যমস্তত্র সৈন্ধবাৎ । আরতিক্ত-
কটুকং বাতলমবৃষ্যং চান্ত্রামৃতাপটোলনাগরপিপ্পলীলশুনাৎ । আরঃ কষায়ং শীতং
স্তম্বনং চান্ত্র হরীতক্যাঃ’ ।

মধুররস শ্লেষ্মবর্ধক বটে কিন্তু—পুরাণ শালিষ্য, পুরাণ যব, পুরাণ গোধূম, পুরাণ মুদগ,
পুরাণ মধু, শর্করা (সিতোপলা) এবং জাজলপ্রাণীর মাংস শ্লেষ্মজনক নহে ।

অন্নরস পিত্তবর্ধক বটে কিন্তু দাড়িম ও আমলকীতে ইহার ব্যতিচার দৃষ্ট হয় । লবণরস
চক্ষুর হিতকর না হইলেও সৈন্ধবলবণ নেত্রহিতকর ।

তিক্ত ও কটুরস বায়ুবর্ধক এবং অবৃষ্য বটে কিন্তু শুড়চী, পটোলের নাড়ী ও পত্র, তিক্ত
এবং শুষ্কী, পিপ্পলী ও রসোন কটু হইলেও বাতল ও অবৃষ্য নহে ।

কষায়রস শীতশুণ্ড ও স্তম্বন বটে, কিন্তু হরীতকী স্তম্বন নহে রেচন ।

‘কিঞ্চিদন্নং হি সংগ্রাহি কিঞ্চিদন্নং তিনস্তি চ ।

যথা কপিথং সংগ্রাহি ভেদি চামলকং তথা’ ।

কোন কোন অন্নরসাস্বিত বস্তু সংগ্রাহি যেমন কপিথ । আবার কোন কোনটা বা
ভেদি, যেমন আমলকী ।

বীৰ্য্য ।

বীৰ্য্য কি ?

“——বীৰ্য্যন্ত ক্রিয়তে যেন বা ক্রিয়া ।

নাবীৰ্য্যং কুরুতে কিঞ্চিং সর্বা বীৰ্য্যকৃতা ক্রিয়া ॥

‘যেন,’ যে রস দ্বারা, বিপাক দ্বারা কিংবা প্রত্যাব দ্বারা কিংবা গুরু প্রকৃতি গুণ দ্বারা ;
‘বা’ যে তর্পণ, স্নান, শমনাদি ক্রিয়া, কৃত হয় বলিয়া উপস্থিষ্ট হইয়াছে, সেই ক্রিয়ার সেই

রসাদির নাম বীৰ্য্য। ইহা শক্তিপর্যায় বীৰ্য্যের লক্ষণ। অতএব আচার্য্য স্থানান্তরে বলিয়াছেন—‘বেন কুর্কন্তি তবীৰ্য্যম্’। ‘নাবীৰ্য্যং কুরুতে কিঞ্চিৎ’ ইত্যাদি লোকপ্রসিদ্ধ উপপত্তি।

‘মৃহতীক্ষ্ণগুরুলঘুস্নিগ্ধরুক্ষোষ্ণশীতলম্ ।

বীৰ্য্যমষ্টবিধং কেচিৎ কেচিদ্বিবিধমাস্থিতাঃ’ ।

শীতোষ্ণমিতি——” ।

কাহার মতে মৃহ, তীক্ষ্ণ, গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, উষ্ণ, শীত এই অষ্টবিধ এবং কাহার মতে শীত ও উষ্ণ এই দ্বিবিধ বীৰ্য্য। ইহা বীৰ্য্যের পারিভাষিক লক্ষণ। রস, বিপাকও প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া যে গুণ প্রভূত কার্য্যকারী হইয়া থাকে, সেইগুণ বৈদ্যকে বীৰ্য্য নামে অভিহিত হয়। অষ্টবিধ বীৰ্য্যবাদিগণ বলেন—মৃহ আদি শীতলাস্ত এই অষ্টবিধ গুণের, রসাদি লভ্যন পূর্কক রসাদি ব্যতিরিক্ত কার্য্যকারিত্ব আছে, কিন্তু পিচ্ছিল বিশদাদির বিপরীত কার্য্যকারিত্ব প্রায় দৃষ্ট হয় না, সুতরাং রসাদির উপদেশ দ্বারাই পিচ্ছিলাদি কথিত হইয়াছে। পিচ্ছিলাদি বীৰ্য্য নহে। অতএব বীৰ্য্যের অষ্টবিধত্বই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বীৰ্য্য যে রসকে নিরাস করিয়া আত্মকর্ষ করিয়া থাকে সূত্রতাচার্য্যও একথা বলিয়াছেন—

‘কেচিদষ্টবিধমাহঃ—উষ্ণং শীতং স্নিগ্ধং রুক্ষং বিশদং পিচ্ছিলং মৃহ তীক্ষ্ণং চেতি । এতানি বীৰ্য্যানি স্ববলগুণেণৈকর্ষাজসমভিভূয়াত্মকর্ষ কুর্কন্তি’ ।

বীৰ্য্য অর্থাৎ মৃহতীক্ষ্ণাদি অষ্টবিধ গুণ, কিরূপে ছয় রসকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ষ করিয়া থাকে সংপ্রতি তাহাই কিঞ্চিৎমাত্র উদাহৃত হইতেছে—

কুলথ কষায়, কষায়রস বাতবৃদ্ধি করে, কিন্তু কুলথ গত স্নিগ্ধবীৰ্য্য কষায় রসকে অভিভূত করিয়া স্নেহভাবাৎ বায়ুশমন করে। পলাণ্ডু কটুরস, কটুরসের ক্রিয়া বাতবৃদ্ধি, কিন্তু পলাণ্ডু গত স্নিগ্ধবীৰ্য্য কটুরসকে অভিভূত করিয়া স্নিগ্ধবীৰ্য্য হেতু বায়ু শমন করে। ইক্ষুরস মধুর, মধুর রসের কার্য্য বায়ুশমন, কিন্তু ইক্ষুগত শীতবীৰ্য্য মধুর রসকে অভিভূত করিয়া শীতবীৰ্য্য হেতু বায়ুবৃদ্ধি করে। আমলকীকল অন্ন, অন্ন রসের কার্য্য পিত্ত প্রকোপ, কিন্তু আমলকীগত মৃহ শীতবীৰ্য্য অন্নরসের কার্য্য পিত্ত প্রকোপ নিরাস করিয়া মৃহ শীতবীৰ্য্য হেতু পিত্ত শমন করে। সৈন্ধব লবণরস, লবণ রসের কার্য্য পিত্ত বর্দ্ধন, কিন্তু সৈন্ধবগত মৃহশীত বীৰ্য্য অন্ন রসের কার্য্য পিত্তবর্দ্ধনকে অধঃকৃত করিয়া মৃহশীত হেতু পিত্তশমন করে। কাকমাচী তিক্ত, তিক্তরস পিত্ত শমন, কিন্তু কাকমাচী গত উষ্ণবীৰ্য্য, তিক্তরসের কার্য্য পিত্ত শমনকে অভিভূত করিয়া আত্মকর্ষ পিত্তবর্দ্ধন করিয়া থাকে। কপিথ অন্ন, অন্নরস স্নেহবর্দ্ধন কিন্তু কপিথগত রুক্ষবীৰ্য্য অন্নরসের কার্য্য স্নেহবর্দ্ধনকে দূরীকৃত করিয়া, আত্মকর্ষ স্নেহ শমন দর্শাইয়া থাকে। এখানে বীৰ্য্যকৃত রসাত্ত্বের নিদর্শন মাত্র প্রদর্শিত হইল।

স্ব্যাপ্রিত বীৰ্য্যকর্ষ প্রদর্শিত হইল সংপ্রতি রসাপ্রিত বীৰ্য্যকর্ষ কথিত হইতেছে ।

মধুর, অন্ন এবং লবণ রস বাত প্রশমন, কিন্তু যদি উহারা রুক্ষ, লঘু এবং শীত বীৰ্য্য হয় তাহা হইলে বায়ু প্রশমিত করিতে পারে না। মধুর, তিক্ত, কষায় রস পিত্ত প্রশমন ; কিন্তু যদি উহারা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং লঘু বীৰ্য্য হয় তাহা হইলে পিত্ত শমন করিতে পারে না। কটু, তিক্ত, কষায় রস, শ্লেষ্ম প্রশমন কিন্তু যদি উহারা মিষ্ণ, শুষ্ক এবং শীত বীৰ্য্য হয় তাহা হইলে উহারা শ্লেষ্মা বর্দ্ধিত করে।

বীৰ্য্যের লক্ষণ ও কৰ্ম্ম কথিত হইল। সংপ্রতি জিজ্ঞাসা, বীৰ্য্যের উপলক্ষি কিরূপে হয় ? মুনি বলেন—

‘বীৰ্য্যং বাবদধীবাসান্নিপাতাচ্চোপলভ্যতে । (চরকঃ) ।

‘বাবৎ অধীবাস’ ও ‘নিপাত’ বীৰ্য্যোপলক্ষির হেতু । অধীবাস কি ? একত্র অবস্থানকে অধীবাস বলে। ‘বাবৎ অধীবাস’ বতকরণ শরীরের সহিত একত্র অবস্থান করে। অর্থাৎ কোন বস্তুর বীৰ্য্য, সেই বস্তু ভক্ষণের পর হইতে উহা পরিপাকের পূৰ্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। যেমন আনুপ মাংসের বীৰ্য্য (উষ্ণতা), উহা ভোজনের পর হইতে পরিপাক শেষ হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। ইহাকেই “বাবদধীবাস” বলে। নিপাতের অর্থ শরীর সংযোগ। কোন কোন দ্রব্যের বীৰ্য্য শরীরের সহিত সেই সেই দ্রব্যের সংযোগ মাত্রই উপলক্ষি হয়, যেমন মরিচাদির তীক্ষ্ণত্বাদি। মরিচাদি দীপনীয় বস্তুর বীৰ্য্য, নিপাত ও অধীবাস উভয় দ্বারাই উপলক্ষ হয়। কচিৎ অনুমানে বীৰ্য্যানুভব হয়, যেমন সৈন্ধবগত শৈত্য। কচিৎ প্রত্যক্ষ দ্বারা বীৰ্য্য অনুমান হয়, যেমন রাজিকার তীক্ষ্ণতা ভ্রাণে জানা যায়। সহজ ও কৃত্রিম ভেদে বীৰ্য্য দ্বিবিধ। মাষের শুষ্কত্ব, মুদগের লঘুতা স্বাভাবিক বীৰ্য্য এবং ধৈর্যের লঘুত্ব কৃত্রিম বীৰ্য্য।

বিপাক ।

বিপাক কি ?—

‘জাঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্ যদ্বদেতি রসান্তরম্ ।

রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ ।’

ভুক্ত বস্তুর সহিত জাঠর অগ্নির যোগে পরিপাকের অন্তে, ভুক্তবস্তু যে রসাবিত সেই রস হইতে পৃথক্ যে রস বিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম বিপাক ।

বিপাক অর্থাৎ জাঠর অগ্নির সংযোগে ঐ রস বিশেষের উৎপত্তি কিরূপে প্রতীত হয় ?

‘বিপাকঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠয়া’ (চরকঃ)

আহারের চরম পরিণাম ককত্বাদি বৃদ্ধি রূপ কৰ্ম্ম দেখিয়া বিপাকের উপলক্ষি হয়।

বিপাক কত প্রকার ? বিপাকের ভেদ লইয়া আচার্য্যগণ বহু বিবাদ করিয়াছেন। কিঞ্চিৎমাত্র লিখিত হইতেছে। দ্রব্য, রস, বীৰ্য্য ও বিপাকের মধ্যে কেহ বলেন বিপাকই

প্রধান, কেননা ভূক্ত দ্রব্যের গুণ বা দোষ কেবল সম্যক্ বিপাক বা মিত্যা দ্বারাই নির্বাহ হয়। বিপাক দ্বিবিধ মধুর ও কটুক, কেহ বলেন যত প্রকার রস তত প্রকার বিপাক। যত রস তত বিপাক হইলে,

‘যৎ স্বাভূত্বীহি রসত্বং নচাম্মমপি দাড়িমম্।

যাতি তৈলঞ্চ কটুতাং কটুকাপি ন পিপ্ললী।

যথা রসত্বে পাকানাং নশ্চাদেবং বিপর্যায়ঃ। (বৃদ্ধবাগ্ভটঃ)

মধুর ব্রীহির অন্ন বিপাক, অন্ন দাড়িমের অন্নের বিপাক, তৈলের কটু বিপাক, এবং কটু পিপ্ললীর কটু ভিন্ন বিপাক কদাপি দৃষ্ট হইত না। কেহ বলেন বিপাক ত্রিবিধ—মধুর অন্ন ও কটুক। অন্ন বিপাক ভূতগুণ এবং শাস্ত্রতঃ সিদ্ধ হয় না। পাচক অগ্নির মন্দতা হেতু পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অন্ন প্রাপ্ত হয়। ইহা যদি বিপাক হয় তাহা হইলে শ্লেষ্মা বিদগ্ধ হইয়া যে লবণ প্রাপ্ত হয় তাহাও লবণ বিপাক বলিয়া অভিহিত হউক। কেহ বলেন দুর্বল বলবানের বনীভূত হয়। অতএব কোন সিদ্ধান্ত হইতেছে না। বস্তুতঃ বিপাক দ্বিবিধ,—মধুর ও কটুক। মধুরাখ্য গুরু এবং কটুকাখ্য লঘু। পঞ্চ ভূতের মধ্যে পৃথিবী এবং অপ-গুরু, অপরদ্রব্য লঘু, অতএব ভূতগুণ সাধার্ম্যাহেতুও দ্বিবিধ বিপাক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। যে যে দ্রব্যের পচ্যমানাবস্থায় পৃথিবী ও অধুগুণের আধিক্য হয় তাহাদের বিপাক কটু হইয়া থাকে।

প্রভাব ।

প্রভাব কি ?—

‘প্রভাবোহচিন্ত্য উচ্যতে’ (চরকঃ)

রস, বীৰ্য্য, বিপাকের অতীত দ্রব্যগত শক্তিকে প্রভাব বলে। ‘রসাদিসাম্যে যৎকর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্’ ছইটী বস্তু রস, বীৰ্য্য ও বিপাকে পরস্পর তুল্য হইলেও একাপেক্ষা অপরের যে গুণ বিশিষ্টত্ব লক্ষিত হয় তাহা প্রভাব কৃত বৃত্তিতে হইবে। উদাহরণ—

‘দস্তীরসাতৈত্তল্যাপি চিত্রকস্ত বিরেচনী, ।

মধুকস্ত চ মৃধীকা স্ততঃ কীরস্ত দীপনম্’ (বাগ্ভটঃ)

দস্তী এবং চিতার রস, বীৰ্য্য, বিপাক তুল্য হইলেও দস্তী বিরেচন, চিতা নহে। বষ্টিমধু এবং ত্রাক্ষা রসাদিতে তুল্য হইলেও ত্রাক্ষা বিরেচন, বষ্টিমধু নহে। স্তত এবং ছন্দ রসাদিতে তুল্য হইলেও স্তত দীপন ছন্দ নহে। অতএব দস্তী ও মৃধীকার রেচনত্ব এবং স্ততের দীপনত্ব প্রভাবকৃত।

যে দ্রব্যের রস, বীৰ্য্য, বিপাকের উৎকর্ষ অসম্ভব—পরস্পর সমতাযে স্থিত, সেখানে কে কার্য্যকারি ?

মুনি বলিয়াছেন—

‘রসং বিপাকন্তৌ বীৰ্য্যং প্রভাবস্তান্নপোহতি ।

বলসাম্যে রসাদীনামিতি নৈসর্গিকং বলম্ ।’

বিপাক রসকে, বীৰ্য্য, রস ও বিপাককে এবং প্রভাব, রস, বিপাক ও বীৰ্য্যকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করে ।

প্রশস্তভূমি ।

যত্রতত্র জাত উদ্ভিদে হীনগুণাঘিত হয়, অতএব ঔষধকার্য্যে ব্যবহার করা বিধি নহে ।
কিরূপ ভূমিতে জাত ভৈষজ্যদ্রব্য বীৰ্য্যবান্ ও ঔষধকার্য্যে প্রশস্ত সংপ্রতি তাহাই লিখিত হইতেছে ।

যে ভূমিতে গর্ভ, ‘খোলাম কুচি’, কাঁকর, পাষণ, বালুকা উইটিপি নাই, যাহা উচ্চ নীচ নহে, যাহার নিকটেও শ্মশান, দেবালয় ও বধস্থান নাই, যে ভূমি ক্ষারান্বিত নহে, যাহা চিকণ, যাহার নিকট জলাশয় আছে, যাহা অক্ষুর প্ররোহ জননের অমুকুল, কোমল, স্থির, সমতল, বর্ণতঃ কৃষ্ণ, স্তব্ধবর্ণ বা লোহিত, এইরূপ ভূমি ভৈষজ্যোদ্যানের জন্ত নির্বাচন করিবে ।

অতঃপর বিশেষবিধি কথিত হইতেছে । যে ভূমিজাত বৃক্ষ ও শস্ত সুল হইয়া থাকে সে ভূমি ক্ষিতিগুণ ভূয়িষ্ঠ, যে ভূমি চিকণ, শীতল, জলসম্মিহিত, শুষ্ক এবং যত্পরি জাত শস্ত ও তৃণ স্নিগ্ধ এবং যাহা কোমল বৃক্ষ বহুল সেই ভূমি অম্মুগুণ ভূয়িষ্ঠ । যাহা নানা বর্ণ, ক্ষুদ্র পাষণময়, যাহা প্রবিরল, অল্প, পাণ্ডুবর্ণ বৃক্ষ ও লতা বহুল, তাহা অগ্নিগুণ ভূয়িষ্ঠ । যাহা কৃষ্ণ, ভস্ম এবং গর্দভতুল্য বর্ণ, ক্ষীণ, কৃষ্ণ, কোটরযুক্ত ও অল্পরস বৃক্ষ সমৃদ্ধ, তাহা বায়ুগুণ ভূয়িষ্ঠ । যাহা কোমল, সমতল, বিবরাঘিত, যাহার জল অব্যক্তরস, যাহাতে অসার বৃক্ষ জন্মে এবং যাহা মহাপর্কত ও বৃক্ষ বহুল তাহা আকাশগুণ ভূয়িষ্ঠ ।

ক্ষিতি ও অম্মুগুণ ভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত বিরেচন দ্রব্য, অগ্নি, আকাশ ও বায়ুগুণ ভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত বমনদ্রব্য এবং আকাশগুণ ভূয়িষ্ঠ ভূমিতে জাত সংশমন দ্রব্য বলবত্তর হইয়া থাকে ।

প্রশস্ত ভূমি, সামান্ত ও বিশেষভাবে কথিত হইল । অতঃপর কিরূপ ওষধি ঔষধকার্য্যে প্রশস্ত তাহাই কথিত হইতেছে ।

যে উদ্ভিদে প্রশস্ত ভূমিতে জাত, অথবা কৃষি তক্ষিত, বিবদিত বা শত্রুকৃত নহে, যাহা পার্শ্ববর্তী বলবত্তর বৃক্ষ দ্বারা আক্রান্ত নহে অর্থাৎ যাহা ‘আওতার’ জন্মে নাই, যাহা

সম্পূর্ণ প্রমাণ অর্থাৎ যাহার যতটুকু বাড়িবার বাড়িরা গিয়াছে, যাহা সম্পূর্ণ রস, সম্পূর্ণ বীৰ্য্য ও সম্পূর্ণ গন্ধাদিযুক্ত, কাল, রোজ, অগ্নি, জল, বায়ু ও কীট, যাহার গন্ধ, বর্ণ, রস, স্পর্শ ও প্রভাব দূষিত করে নাই এইরূপ উদ্ভিদ ঔষধার্থ প্রশস্ত জানিবে ।

ঔষধ সংগ্রহের কাল ।

দৃঢ়বল বলেন—শাখা ও পত্র বর্ষা ও বসন্তকালে সংগ্রহ করিবে । শীতকালে পত্র পতিত হইবার পর মূল গ্রহণ করিবে । ত্বক, কন্দ এবং আঠা শরৎকালে এবং হেমন্তে সার এবং যে ঋতুতে যাহার পুষ্প ফল হইয়া থাকে সেই ঋতুতে তাহার পুষ্প ফল গ্রহণ করিবে ।

बनौषधिदर्पण ।

धातकी—धातकी ।

धातकी । *Woodfordia floribunda*, *Lythrum fruticosum*, *Grislea tomentosa*.

उत्पत्तिज्ञापिका संज्ञा—“पार्ष्णी” । परिचयज्ञापिका संज्ञा—“ताम्रपुष्पी”, “वहुपुष्पिका” ।

धातकी कटुकोष्णा च मदक्लद्विषनाशिनी । अतिसारहरा गर्भस्थापनी क्लमिरक्तनुत् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

धातकी कटुरुष्णा च मदक्लद्विषनाशिनी । प्रवाहिकातिसारघ्नो विसर्पव्रणनाशनी । राजनिघण्टुः ।

धातकी कटुका शीता मदक्लक्षुवरा लघुः । तृष्णातिसारपित्तास्रविषक्रिमिविसर्पनुत् । भाषप्रकाशः ।

धातकीकुसुमं शीतं रक्तपित्तातिसारजित् । राजवस्त्रभः ।

कुष्ठे धातकी—“लोध्रस्य धातकीनां * * । कर्कशं * * कुष्ठेषूद्भिर्नालेपः” । (चिः ७ अः) । चरकः ।

ब्रणरोपणे धातकी—“धातकीचूर्णलोध्रैर्वा तथा रोहन्ति ते ब्रणाः” (ब्रणशोध—चिः) । (२) असृग्दरे धातकी—“धातक्याद्याद्यमात्रं वा” (असृग्दर—चिः) । चक्रदत्तः ।

প্রবাহিকায়া' ঘাতকী—“ঘাতকীবদরীপত্রং # # । # একতৌ দধ্মা পিবেত্
প্রবাহিকার্কিতঃ” । (ম:স্ব:১ম:ভা:) । ভাবপ্রকাশ: ।

জ্বরাতিসারে' ঘাতকী—“ঘাতকীব্রাথসংসিদ্ধা বিষম্বেষজসংস্কৃতা । দাড়ি-
মাক্ষয়ুতা পৈয়া জ্বরাতিসারমূলিনাম্” ॥ (জ্বরাতিসার—চি:) বহুসেন: ।

ধাতকীর ভাষানাম—বাঃ—ধাইফুল । হিঃ—ধায়কে ফুল, ধবইকে ফুল । মঃ—ধায়টী
শুঃ—ধাবনী । কঃ—ধায়ি ফুল । তৈঃ—ধাতকী গুড় । উঃ—জাতিকো ।

উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“পার্কী” । পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“তায়পুঙ্গী”
“বহুপুঙ্গী” ।

বর্ণন—ধাইফুলের গাছ ছোট হয় । পর্কতে জন্মে বলিয়া ইহার একটা নাম “পার্কী” ।
পত্রের রঙ নাই—শাখায় যেন লাগিয়া থাকে । পত্রপৃষ্ঠ গুত্ররোমাবৃত, পত্রোদর মসৃণ ।
পুষ্পদণ্ড পত্রের অধোদেশ হইতে নির্গত হয়, পুষ্পদণ্ড হ্রস্ব, সশাখ । একটা পুষ্পদণ্ডে ৫-১৫টা
পুন্ড থাকে । পুষ্প, তায় বা অগ্নিবর্ণ, দল ৩টা । শীত ঋতুতে কিছা বসন্তের প্রথমে
ধাতকীরূপে পুন্ডিত হয় । বর্ষাকালে বীজ পরিপক হয় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুন্ড ।

মাত্রা ৪-৮ আনা ।

বৈদ্যকে ধাতকীর ব্যবহার ।

চরক—কুষ্ঠে ধাতকী—ধাইফুল পেষণপূর্বক কুষ্ঠযোগীর গাত্রে মর্দন করিবে কিছা
প্রলেপ দিবে (চি: ৭ অ:) ।

চক্রদত্ত—ব্রণরোপণে ধাতকীপুন্ড—ধাইফুল চূর্ণ ব্রণকত পূরণ করিলে শীঘ্র
ব্রণরোপণ হয় অর্থাৎ কত পুরিয়া উঠে (ব্রণশোধ চি:) । (২) অহৃগদরে ধাতকী—ব্রহ্ম-
এবরে ধাতকীপুন্ড যোগ্য মাত্রায় সেব্য (অহৃগদর চি:) ।

ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায় ধাতকী—প্রবাহিকা রোগী দধির সহিত ধাতকী পেষণ-
পূর্বক সেবন করিবে (ম: স্ব: ১ম: ভা:)

বসনে—অতিসারে ধাতুকী—ধাতুকীর কাথ দ্বারা অতীর্ষ বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ তুঁটচূর্ণ এবং দাড়িমের রস মিশ্রিত করিবে। এই পেয়া অতিসারীর পক্ষে হিতকর (অতিসার চি:) ।

বস্তুব্য—চরক, সূত্রবিদ্যায়, সন্ধানীর এবং পুণ্ড্রসংগ্রহণীর বর্ণে ধাতুকী পাঠ করিয়াছেন। চরক সূত্রস্থানের ২৫শ অধ্যায়োক্ত আসবযোনি পুস্তকের মধ্যে ধাতুকীর উল্লেখ আছে। একত্র ধাতুকীর একটি নাম “মস্তপুস্ত”। সূত্রোক্ত প্রিয়ঙ্গুদি ও অশ্বত্থাদিগণে ধাতুকী পাঠ করিয়াছেন (সূ: ৩৮ অ:)। চরক বা সূত্রোক্ত কেহই অতিসার প্রবাহিকা বা গ্রহণীতে কেবল ধাতুকী ব্যবহার করেন নাই; কিন্তু অতিসার ও গ্রহণীতে দ্রব্যান্তরের সহিত ধাতুকী প্রয়োগের অভাব নাই—“ধাতুকীবিগুণং দস্তাৎ” (চরক, চি: ১০ অ:), “সমস্তা ধাতুকীপুস্ত” (সূত্রোক্ত উ: ৪০ অ:) ।

Constituents.—Tannin 20 p. c.

Actions and uses.—Stimulant and astringent given in dysentery beaten up with honey; also in checking hæmorrhages, and chronic discharges, such as menorrhagia and leucorrhœa. The powder of flowers is sprinkled over vesicular eruptions and foul ulcers to diminish the discharges and promote granulations. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II., p. 279.)

নব্যমত—ধাইফুল উষ্ণ, কষায়। ইহা মধুর সহিত পেষণ পূর্বক আঘাতীসার ও রক্তাতিসারে প্রযোজ্য। রক্তস্রাব নিরোধার্থে কিম্বা রক্তপ্রদর এবং বেতপ্রদরের স্রাব বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কতে ধাতুকীপুস্তচূর্ণ ছড়াইয়া দিলে কত হইতে পুষ্টি নির্গম লঘু হয় এবং কত পুরিয়া উঠে। (মেটরিকা মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া আন এন্ কোরি—২য় খণ্ড—২৭২পৃ:)

ধাতুক—ধান্যকম ।

কুম্ভুম্বু: , ধান্যকম্ । Coriandrum Sativum.

পরিষয়স্বাপিকা সংস্থা—“সুখপত্রম্”, “যাক্যোন্যম্” সুখ-
প্রকাশিকা সংস্থা—“সুগন্ধি” ।

যাদ্যী কুম্ভুম্বু: কুম্ভ্যাদ্ স্নাদু: সৌগন্দ্যব্রহ্মতাম্ । সা সুখা মধুরা যাদী

स्निग्धा तृडाहनाशिनी । धान्यकं कासतृच्छर्दिज्वरहृच्चक्षुषो हितम् । कषायं
तिक्तमधुरं हृद्यं रोचनदीपनम् धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

धान्यकं मधुरं शीतं कषायं पित्तनाशनम् । ज्वरकासतृषाच्छर्दिकफहारि च
दीपनम् । राजनिघण्टुः ।

धान्यकं तुवरं स्निग्ध मृष्यं मूत्रलं लघु । तिक्तं कटूष्णवीर्यञ्च दीपनं
पाचनं स्मृतम् । ज्वरघ्नं रोचकं ग्राहि स्वादु पाके विदोषनुत् । तृष्णादाहवमि-
खासकासामार्शःक्षमिप्रणुत् । आर्द्रन्तु तद्गुणं स्वादु विशेषात् पित्तनाशनम् ।
भावप्रकाशः ।

वातोत्खणेषु अर्शःसु धान्यकम्—“ * * शृतं नागरधान्यकैः । अन्नपानं
भिषग्दद्यात् वातवर्धोऽनुलोमनम्” । (चिः ८ अः) । चरकः ।

रोगोपसर्गजातायां तृष्णायां धान्यकम्—“रोगोपसर्गजातायां धान्याम्बु
ससितामधु । पाने प्रशस्तं * *” (चिः ७ मः) । वाग्भटः ।

वातरक्ते धान्यकम्—“धान्याकर्षञ्च जीरे द्वे गुडेन परिपाचितम्
भक्षणे वातरक्तानां दापयेद्दोषशान्तये” । (चिः २४ अः) । हारीतः ।

अन्तर्दाहे धान्यकम्—“बुधितं धान्यकजलं प्रातःपीतं सशर्करं पुंसाम् ।
अन्तर्दाहं शमयत्यचिराद्दूरप्ररुद्धमपि” । (पित्तज्वर—चिः) । (२) अतिसारे
धान्यकम्—“धान्योदीच्यशृतं तोयं तृष्णादाहातिसारनुत्” । (अतिसार—चिः)

चक्रदत्तः ।

पित्तातिसारे धान्यकम्—“धान्यकल्केन संसिद्धं चतुर्गुणजले घृतम् ।
पित्तातिसारे सरुजं देयं दीपनपाचनम्” । (अतिसार—चिः) । (२) आम-
जीर्णे शूले च धान्यकम्—“धान्यनागरसिद्धं वा तोयं दद्याद्विचक्षुः ।
आमाजीर्णप्रशमनं शूलघ्नं वस्तिशोधनम्” । (अजीर्णाधिकारे) । (३) शिशोः
कासे श्वासे च धान्यकम्—धान्यं शर्करया युक्तं तण्डुलोदकसंयुतम् ।
पानमेतत् प्रदातव्यं कासश्वासापहं शिशोः” । (वालरोगाधिकारे) वङ्गसेनः ।

ধান্যকের ভাষানাম—বাঃ—ধনে । হিঃ—ধনিয়া । মঃ—ধনে, কোথিবীর । ঙঃ—ধাণা, কোথমীর । তৈঃ—কোথমিলু । তাঃ—কোতমলি । ফাঃ—তুখ্‌ম কসরীয়া । অঃ—কজ্বুরা ।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“স্বল্পপত্র”, “শাকযোগ্য” । গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“সুগন্ধি” ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল । মাত্রা ১—১তোলা ।

বৈদ্যকে ধান্যকের ব্যবহার ।

চরক—বাতোধগ অর্শে ধান্যক—গুঁঠ ও ধনের কাথ বাতোধগ অর্শোরোগী অনুপান করিবে । “অস্ত্রে ভক্তস্থ মধ্যে বা” এই বাগ্‌ভট বচনবলাৎ ভোজনের মধ্যে বা অস্ত্রে পান করিবে । (চিঃ ৯অঃ) ।

বাগ্‌ভট—রোগোপসর্গজ তৃষ্ণায় ধান্যক—জ্বরাদিরোগোপসর্গজ তৃষ্ণায় চিনি ও মধু সহ ধনের কাথ হিতকর । (চিঃ ৭ অঃ) ।

হারীত—বাতরক্তে ধন্যক—ধন্যচূর্ণ ২ তোলা, জীরাচূর্ণ ১ তোলা, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ১ তোলা, গুড়পাকবিধানানুসারে পাক করিবে । ইহা বাতরক্তে হিতকর । (চিঃ ২৪ অঃ) ।

চক্রদত্ত—অস্ত্রদাহে ধন্যক—পূর্কদিবসে কৃত ধনের কাথ পর দিবস প্রাতে চিনির সহিত পান করিবে । ইহা বহুদিনের অস্ত্রদাহ বিনষ্ট করিতে পারে । (জ্বর চিঃ) ।
(২) অতিসারে ধন্যক—ধনে ও বালার কাথ তৃষ্ণাদাহাতিসারনাশক (অতিসার চিঃ) ।

বঙ্গসেন—পিত্তাতিসারে ধন্যক—ধন্যার কক ও চতুর্গুণ জলসহ স্তূতপাক করিয়া পিত্তাতিসারীকে পান করাইবে (অতিসার চিঃ : । (২) আমাজীর্ণ ও শূলে ধন্যক—ধনে ও গুঁঠের কাথ আমাজীর্ণ প্রশমক, শূলনাশক ও বস্তিশোধক (অজীর্ণাদিকারে) । (৩) শিশুর কাসস্থাসে ধন্যক—ধনে ও চিনি তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্কক শিশুকে পান করাইবে । ইহা শিশুর কাসস্থাস নাশক (বালরোগাদিকারে) ।

বস্তুব্য—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণ ও শীতপ্রশমন বর্গে ধন্যক পাঠ করিয়াছেন । সুশ্রুত গুড়চূর্ণাদি বর্গে কুস্তধুক পাঠ করিয়াছেন । ব্যঞ্জন স্বাদু ও সুগন্ধি করণার্থ ধনের শাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

Constituents. —The fruits yield a volatile oil 1 p. c.; fixed oil 13 p. c.

fatty matter 13 p. c. ; mucilage, tannin, malic acid and ash 5 p. c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory.—II. p. 283)

Actions and uses.—Aromatic stimulants. Carminative and stomachic ; used in sore throat, dyspepsia, and Common catarrh, but chiefly as a flavouring agent and as a Corrective to griping medicines as jalap, rhubarb and Senna. With barley meal the leaves (kotha miri Hind,) form a useful application for indolent swellings. Dhana disguises the odour and taste of senna and of other purgatives. The oil is a carminative and aromatic and is used in flatulent colic ; also in rheumatism neuralgia &. The fresh herb is called kothamiri and is used to flavour vegetables and curry. (Do)

নব্যমত—ধন্যাক, সুগন্ধি, উষ্ণ, বায়ুনাশক, পাচক । ইহা মুখরোগ, গ্রহণী এবং প্রতি-
শ্রায় রোগে ব্যবহৃত হইলেও, প্রধানতঃ জ্বালাপ, রুবার্ব, সেনা প্রভৃতি বিরেচক ভেষজ ব্যবহার
জন্য উৎপন্ন শূল (পেট কামড়ানি) প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বার্লির সহিত
ধনের শাকের প্রলেপ, বেদনাবিবর্জিত ক্ষীতির পক্ষে হিতকর । সেনেগা কিম্বা তত্তুল্য অন্য
বিরেচক ঔষধের স্বাদ ও গন্ধ আচ্ছাদিত করিবার জন্য ধন্যাক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ধনের
তৈল সুগন্ধি ও বায়ুনাশক । ইহা “নিউর্যালজিয়া”, আশ্মান, বাত প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য ।
ধনের শাক, ব্যঞ্জন সুগন্ধি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় । (আয়, এন, কোরি—২য় খণ্ড
২৮৩ পৃঃ) ।

ধূস্তুর—ধূস্তুরঃ ।

ধূস্তুর(সু)রঃ, ধনু(সু)রঃ চম্পকঃ । *Datura Alba* ; *Datura Matel.*

জায়াধূস্তুরঃ, কনকঃ । *Datura Fastuosa* ; *Datura Tatula.*

গুণপ্রকাশিকা সংগ্রহ — “মহামৌহী” “স্বর্জুগ্নঃ” ।

পরিচয়স্বাপিকা সংগ্রহ — “কণ্ঠফলঃ” “ঘণ্টাপুষ্পঃ” ।

ধনুঃ কটুৰস্বাদ কান্তিকারী ব্রহ্মসিঁদুত্ । কুষ্ঠানি হন্তি লেপেন প্রমা-

ধেন অরং জয়েত্ । ত্বন্দ্রোপস্বর্জুকক্কুতিঅরহারী ভ্রমাঘনঃ । ধন্বন্যরীয়-

নিঘণ্টঃ ।

धुस्तूरः कटुरश्च कान्तिकारी व्रणार्तिनुत् । त्वग्दीपश्चूर्णकण्डूति-
ज्वरहारी भ्रमप्रदः । राजनिघण्टुः ।

धुस्तूरो मदवर्णाम्निवातज्वरकुष्ठनुत् । कषायो मधुरस्तिक्तो यूकलिङ्गा-
—विनाशकः । उष्णो गुरु व्रणश्लेष्मकण्डूकमिविषापहः । भावप्रकाशः ।

धुस्तूरो मदमूर्च्छाघ्नत् कफघ्नो वज्रिपित्तघ्नत् । राजवल्लभः ।

फलकविधि धुस्तूरमूलम्—“श्लेतां पुनर्णवाक्षास्य दद्यात्तूरकायुतां”
(कः ६ अः) । सुश्रुतः ।

इन्द्रलुप्त — धुस्तूरपत्रम्—“ * * रसेन वा । धुस्तूरकस्य पत्रानां * * ”
(उः २४ अः) । वाग्भटः ।

वातनेत्रामये धुस्तूरकमूलम्—“ * मूलं धुस्तूरकस्य वा । पञ्चमस्य
हितं तेषां वातनेत्रामयापहम् ” (चिः ४४ अः) । हारीतः ।

स्तनोस्थितायां पीडायां कनकदलम्—“निशाकनककस्काभ्यां लेपः
प्रोक्तस्तनार्तिहा” (मः खः ४भाः) । (२) क्रिमिषु धुस्तूरपत्रम्—
“धुस्तूरपत्रजं वापि क्रिमिनाशनं मुत्तमम्” (मः खः २यभाः) । (३) विशिष्ट-
द्रव्यभक्षणजे अजीर्णे धुस्तूरबीजम्—“गोधूममाषहरिमन्यसतीनमुद्गपाको
भवेज्भ्रुटिति मातुलपुत्रकेण” (मः खः २यः भाः) । (४) पाददार्ढ्याय
धुस्तूरबीजम्—“उष्णकस्य बीजेन मानकचारवारिषा । विपक्वं कटुतैलम्
हन्वाहारीं न संशयः” । (मः खः ४भाः) । भावप्रकाशः ।

उन्मादे श्लेतोश्मत्तः—“श्लेतोश्मत्तोत्तरदिङ्मूलसिद्धस्तु पायसः गुडाज्य-
संयुतो हन्ति सर्वोन्मादांस्त दोषजान् ॥” (उन्माद—चिः) । (२) कर्षणाङ्गां
धुस्तूरपत्रम्—“निशागन्धपले पक्वं कटुतैलं पलायकम् । धुस्तूरपत्रजरसे कर्ष-
णाङ्गी प्रशाम्यति ।” (कर्षरोग—चिः) । चक्रदत्तः ।

शीपदे धुस्तूरः—“ धुस्तूरकस्य बीजानि दिप्पलीवर्धमानवत् । शीतोदकेन
पीतानि शीपदं हन्ति दाहचम् ।” (शीपदाधिकारे) । वङ्गसेनः ।

ধুতুরার ভাষানাম—বাঃ ধুতুরা । হিঃ—ধুতুরা । মঃ—ধোত্রা, ধোত্রা । গুঃ—
ধুতুরী । কঃ—মদকুণিকে । তেঃ—নাল্লাউম্মীতে, উম্মেত চেটু । তাঃ—উমততাই, কার
উমতে । অঃ—জোজ্জুত নীল, জোজ্জনী তাতুরা । কৃষ্ণধুতুরা বাঙালয় কনকধুতুরা নামে
প্রসিদ্ধ ।

ধুতুরাভেদ—রাজনিঘণ্টুতে লিখিত আছে—“সিতনীলকৃষ্ণলোহিতপীতপ্রসবাশ্চ সস্তি
ধুতুরাঃ । সামান্যগুণোপেতান্তেষু গুণাত্যন্তু কৃষ্ণকুম্ভমঃ শ্রাৎ” । শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত
এবং পীতপুষ্প ধুতুরা আছে । ইহার সমগুণাশ্রিত হইলেও কৃষ্ণপুষ্প ধুতুরাই গুণাত্য ।
ধনুস্তুরীয় নিঘণ্টুতে ধুতুরার শ্বেতাভি ভেদের উল্লেখ নাই । রাজনিঘণ্টুকার ধুতুরা, কৃষ্ণধুতুরা
এবং রাজধুতুরা এই তিন প্রকার ধুতুরার পর্যায় পৃথক পৃথক লিখিয়াছেন । রাজনিঘণ্টুতে
কনক শব্দ কৃষ্ণধুতুরার পর্যায় পাঠ করা হইয়াছে । আবার সামান্য ধুতুরার পর্যায়ও
“কনকাঙ্করঃ” পাঠিত হইয়াছে । আমরা কনক শব্দকে কৃষ্ণধুতুরার পর্যায় বলিয়াই গ্রহণ
করিয়াছি । রাজনিঘণ্টুকার নীল, রক্ত, পীত ধুতুরার উল্লেখ করিলেও চরকাদি আকারে
আমরা কুত্রাপি উহাদের উল্লেখ দেখি নাই ।

বর্ণন—শ্বেতপুষ্প ধুতুরা সর্বত্র স্থলভ । শ্বেত ধুতুরার পুষ্প নিরবচ্ছিন্ন শুভ্রবর্ণের হয়
না—পুষ্পের অগ্রভাগে ভিতরের দিকে গন্ধকবর্ণের রেখা এবং বাহিরের দিকে বেগুনে রঙের
চিহ্ন থাকে । কনকধুতুরার মত ইহার ফুলের তবক হয় না । শ্বেতপুষ্প ধুতুরার পত্র, কাণ্ড,
শাখা, সমস্তই হরিদ্বর্ণ । কৃষ্ণধুতুরার অর্থাৎ কনকধুতুরার ফুল গাঢ় বেগুনে রঙের হয় । কেবল
ফুল নহে কনক ধুতুরার পত্র, বিশেষতঃ পত্রপৃষ্ঠ, শাখা, কাণ্ড ও ফল সমস্তই ঘোর বেগুনে রঙের
হইয়া থাকে । কনকধুতুরার ফুল দেখিলে বোধ হয় যেন একটা ফুলের ভিতর আর একটা
ফুল প্রবেশ করান হইয়াছে । কচিং কনকধুতুরার ফুল তিন তবকও হইয়া থাকে । উভয়
ধুতুরার ফলই গোল লাড়ুর মত, ফলের উপরে কাঁটা আছে । শ্বেত ধুতুরার ফল হরিদ্বর্ণ কচিং
বেগুনে রঙের চিহ্ন থাকে । কোচবিহার রাজ্যে অন্য এক প্রকার শ্বেত ধুতুরা আছে । ইহার
গাছ মনুষ্যাপেক্ষা উচ্চতর হয় । পাতা ঠিক বাসকের পাতার মত । বাসকের পাতার সহিত
এত সাদৃশ্য আছে যে বাসকক্রমে ইহার পাতার রস সেবন করিয়া অনেককে ধুতুরাবিষের প্রতি-
কারার্থ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে । ফুল, শ্বেত ধুতুরার ফুলের মত বটে, কিন্তু
তদপেক্ষা দীর্ঘতর । অধিক লম্বা বলিয়া, ফুল ঝুলিয়া থাকে । চৈত্র বৈশাখে ইহার ফুল হয় ।
আমি যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি কোন স্থলে ফল দেখি নাই । কোচবিহারে ইহাকে “গজঘণ্টা
ধুতুরা” বলে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ ।

মাত্রা—পত্রস্বরস; উষ্ণকৃষ্ণরাসাদিষ্টের সেবনার্থ ১ ১ তোলা । অন্যত্র ৫ বিন্দু । বীজ
১ আনা । মূল—২—৪ আনা ।

বৈদ্যকে ধুতুরের ব্যবহার ।

সুশ্রুত—কুকুরবিষে ধুতুরমূল—আর্দ্র পুনর্বামূল আধ তোলা ও আর্দ্র ধুতুরার মূল ৪ আনা একত্র পেষণ পূর্বক শীতল দুগ্ধ বা শীতল জলের সহিত উন্মত্ত কুকুর শৃগালাদি কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে পান করাইবে . কঃ ৬ অঃ) ।

বাগ্ভট—ইন্দ্রলুপ্তে ধুতুরপত্র—টাক হইলে ধুতুর পত্রের রস লেপন করিবে (উঃ ২৪ অঃ) ।

হারীত—বাতনেত্রাময়ে ধুতুরমূল—বাতনেত্রাময়ে ধুতুরমূলের অঞ্জন হিতকর (চিঃ ৪৪ অঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—স্তনোপ্তিতপীড়ায় ধুতুরপত্র—হরিদ্রা ও ধুতুরার পাতার প্রলেপ স্তনের বেদনায় হিতকর (মঃ ৪ ভাঃ) । (২) কুমিতে ধুতুর পত্র—ধুতুরপত্রের রস ৫ বিন্দু, তক্রের সহিত ক্রিমি বিনাশার্থ পেয় (মঃ ৭ঃ ২য় ভাঃ) । (৩) বিশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে অজীর্ণে ধুতুরবীজ—গোধূম, মাষ, চণক, মটর ও মুগ ভক্ষণ জন্য অজীর্ণ হইলে, ধুতুর বীজ সেবন করিবে । কিম্বা ঐ সকল দ্রব্য অতিগাহ্য ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিবার জন্য ধুতুরবীজ সেবন করিবে । (মঃ ৭ঃ ৩ ভাঃ) । (৫) পাদদারী রোগে ধুতুরবীজ—মানক-কারকলে এবং ধুতুর বীজের কক দ্বারা সর্ষপ তৈল পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে পাদদারী (পায়ের তলা ফাটা) প্রশমিত হয় । (মঃ ৭ঃ ৪ভাঃ) ।

চক্রদত্ত—উন্মাদে ধুতুরমূল—উন্মাদরূপ শিলাপিষ্ট ধুতুরার মূল, মূল কাষ্ঠগত হইলে মূলত্বক ৪ আনা, অর্কনের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে ৫ তোলা পুরাণ সূক্ষ তণ্ডুল পাক করিবে, পরে যথাকালে উহাতে একসের গব্যদুগ্ধ ও অর্ক পোরা মিছরি এবং আধছটাক গব্যদুগ্ধ দিয়া পাষস প্রস্তুত করিয়া, উন্মাদীকে দুইবারে সেবন করাইবে । (উন্মাদ চিঃ) । অবস্থা বুঝিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে হিতকর হয় । (২) কর্ণনাড়ী রোগে ধুতুরপত্র—একসের ধুতুরাপাতার রস ও হরিদ্রা ৮ তোলা গন্ধক ৮ তোলা সহ এক সের সর্ষপতৈল যথারীতি পাক করিবে । এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণরুত প্রশমিত হয় । (কর্ণরোগ চিঃ) ।

বঙ্গসেন—শ্লীপদে ধুতুরবীজ—শীতলজলের সহিত ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধিকরিয়া ধুতুরবীজ সেবন করিলে দারুণ শ্লীপদ অর্থাৎ গোদ প্রশমিত হয় । (শ্লীপদাদিকারে) ।

বস্তুব্য—চরকে কোনও রোগে কেবল ধুতুর বা অন্য কোন একটা দ্রব্যের সহিতও ধুতুরের প্রয়োগ নাই । চরকে ধুতুর শব্দেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । স্থানে স্থানে কনক শব্দ পাওয়া যায় । যথা—“মধুকস্ত হরিদ্রায়া বচায়াঃ কনকস্ত চ” । (চিঃ ১ অঃ) । “ত্রিকলৈলে স্বক্ময়িচপত্রং কনকং কর্বাংশম্”—(চিঃ ৭ অঃ) ।

নিঘণ্টুকার কনক শব্দের পাচটা অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন যথা—“বর্ণেপ্যথো গু-
ণলুকেশরাধুশঠেবু ধীরাঃকনকং বদন্তি” (রাজনিঘণ্টু) । ধুতুর শব্দের একবারে উল্লেখ
না থাকায় এখানে ধুতুরার্থেই যে কনক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে
পাওয়া যায় না । চরকের “নশেমানিতে” কনক বা ধুতুর শব্দ নাই । তবে একথা অবশ্য স্বীকার
করিতে হইবে যে, উক্তভাষ্যের শেষোক্তস্থলে, কনক শব্দের ধুতুর অর্থই অধিকতর সম্ভব ।
সুশ্রুতই ঋষিষ প্রতিকারার্থ ধুতুর প্রয়োগের প্রথম প্রবর্তক । আকর গ্রন্থে ঋসরোগে
ধুতুরের প্রয়োগ নাই । বৃন্দ চক্র প্রভৃতি আদৃত সংগ্রহ গ্রন্থেও ঋসের ঔষধে ধুতুরের
ব্যবহার দৃষ্ট হয় না । নিঘণ্টুগ্রন্থে ইহাকে কফপ ও শ্লেষ্মাপহ বলা হইয়াছে । মহালক্ষ্মীবিলি-
সাদি শ্লেষ্মহর ঔষধে ধুতুর বীজের ব্যবহার আছে । হারীত অর্শোহর বর্জির উপাদান মধ্যে
ধুতুরদলের উল্লেখ করিয়াছেন “* গৃহধূমং চ সিদ্ধার্থং ধুতুরকদলানিচ” । (চিঃ ১২ অঃ) ।

ধুতুরের মূল, পত্র ও বীজ অযুক্তিযুক্ত হইলে শরীরে বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া,
মহান্ অনর্থোৎপাদন করে, ইহা অনেকেই অবগত আছেন । তত্ত্বরণ মিষ্টানের সহিত প্রচ্ছন্ন
ভাবে ধুতুরবীজ সেবন করাইয়া দ্রুতসংক্র পথিকের সর্কস্ব অপহরণ করে । ক্রীড়াচ্ছলে শিশুগণ
ধুতুরবীজ ভক্ষণপূর্বক মৃত্যুমুখে পতিত কিম্বা যাবজ্জীবন মূঢ় হইয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনাও
অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । ধুতুরবিষের প্রতিকারার্থ চিকিৎসকগণও আহৃত হইয়া থাকেন,
অতএব তৎপ্রতিকারপ্রণালী গৃহস্থ কি চিকিৎসক সকলেরই অবগত হওয়া উচিত ।

Constituents—The leaves contain an alkaloid—daturine mucilage, albumen and ash, 17 p. c. which contains potassium nitrate 25 p. c. The seeds contain daturine, resin, mucilage, proteids, malic acid, scopolamine and ash, 3 p. c. (*Materia Medica of India*, R. N. Khory—II, p. 441).

Actions and uses.—Narcotic and anodyne ; other properties are similar to those of belladonna, but stronger. It affects the sympathetic nervous system, but not the motor or the sensory nerves. In full doses, the heart's action becomes irregular, and there is furious delirium. Like atropine, hyoscyamine, and duboisine it acts as a mydriatic. As an antispasmodic, it is given in hepatic colic, laryngeal cough, chorea, stammering, &. In dysmenorrhœa, neuralgia, ticdouloureux and sciatica it is very useful. In nymphomania and “in puerperal mania with a tendency to suicide it is given with benefit. Pulvis stramonii compositus is burned on a plate and the fumes inhaled. Cigarettes of dhatura tatula are used in nervous attacks of asthma. Externally a paste

of the seeds is used in urticaria and other skin diseases due to the presence of lice or other animal parasites. It is also applied to decayed teeth and to relieve toothache. Dhatura seeds are frequently used in India for Criminal purposes * * The natives apply a medicated oil to the head in headache, to enlarged testicles and boils, and to the skin in skin diseases as pediculi lice and psoriasis. Dhatura juice with the root of boerhavia diffusa (satodi) and opium is used as an application for the relief of rheumatic pains and swelling over the hands and feet. In hæmorrhoids fissures and other painful diseases of the rectum leading to tenesmus, its application as a local anodyne ointment gives relief (Do,—II p. 442)

নব্যমত—ধুতুর মদকারী ও বেদনাহর। অন্যান্য গুণে ইহা ‘বেলেডোনার’ তুল্য ; বয়ঃ তদপেক্ষা তীব্রতর। “মোটর” কিম্বা “সেন্সরি” নার্ভের উপর ইহার প্রভাব লক্ষিত হয় না ‘সিম্প্যাথেটিক’ নার্ভের উপরেই ধুতুরের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ণমাত্রায় সেবন করিলে হৃদয়ের ক্রিয়াবৈষম্য ঘটিয়া থাকে এবং ভয়বহ প্রলাপ লক্ষিত হয়। এট্রো-পাইন্ প্রভৃতির মত ইহাও অরিষ্টভূত নয়নতারকা বিস্তারক। শূলবিশেষ (Hepatic colic), কঠোরাস, (উৎকাসি), “কোরিয়া” (এই রোগে যোগী তাণ্ডববৎ উদ্ধতভাবে হস্তপদ বিক্ষেপ করে) এবং গন্দন (তোংলা) রোগে ধুতুর আক্ষেপ নিবারকরূপে প্রয়োগ করা হয়। ইহা নিউর্যালজিয়া, রক্তকৃচ্ছ, মুগ্ধগুলের নিউর্যালজিয়া কিম্বা “সামেটিকা” রোগে হিতকর। কামোন্মাদ এবং আত্মঘাতেচ্ছা লক্ষণাঘিত স্মৃতিকোন্মাদে ধুতুর কলপ্রদ। ধুতুরের ধূমপান স্বাসের পক্ষে হিতকর। ধুতুর বীজ উদর্দাদি চর্মরোগে হিতকর। কুমিভক্ষিত দস্তের শূলেও ইহা বেদনা নিবারণার্থ প্রয়োগ করা হয়। ধুতুর সাধিত তৈল, শিরঃপীড়া, কুরণ্ড, ফোটক এবং বিবিধ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। ধুতুর পত্রের রসে অহিফেন ও পুননবামুল পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে, বাতের বেদনা এবং হস্তপদগত শোথ নিবৃত্তি পায়। রক্তার্শ, শুদক্ষত কিম্বা গুল্মদ্বারের অন্যান্য পীড়াপ্রদ রোগে পুনঃ পুনঃ মলত্যাগের প্রবৃত্তি থাকিলে ধুতুর ঘটিত মহলম্ বেদনা নিবারক রূপে ব্যবহার করিবে (আর; এন; কোরি—২য় খণ্ড ৪৪২ পৃ:)।

নল—নল: ।

নল: Arundo karka, Phragmites karka.

পুষ্টিচার্য্যকৃতবর্ষনম্—“নল: দুর্ঘাকারাদুরোস্ত:স্থবিব: সনামস্বাত:”

(ভল্লভ:—সু: টী: ১৮ অ:)

নল: শীত: কষায়শ্চ পিত্তমূত্রবিনাশন: । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু: ।
 দেবনালোঃসতিমধুরো বৃষা ইষত্‌কষায়ক: । নল:সরাদধিকো বীর্যে শস্রতে রস-
 কর্ম্মণি । রাজনিঘণ্টু: ।

অথ নিঘণ্টুগ্রন্থে ভ্যো সুশ্রস্র শরয়োশ্চ গুণা লিখ্যন্তে ।—

মুঞ্জোঃশুণ্ণো বিসর্পাস্রমূত্রবস্ত্রাচিরোগনুত্ । বায়াছৌ মধুর: শীত: পিত্ত-
 দাহহৃষাপহ: । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু: ।

মুঞ্জসু মধুর: শীত: কফপিত্তজদৌষজিত্ । গ্রহরচাসু দীচাসু পাধনো
 ভূতনাশন: । রাজনিঘণ্টু: ।

শরহয়ং সরাশ্চমধুরং সতিষ্ঠং । কোণাং কফভ্রান্তিমদাপহারি । বলশ্চ বীর্যশ্চ
 কারোতি নিত্যং । নিষেবিতং বাতকরশ্চ কিঞ্চিত্ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু রাজ-
 নিঘণ্টুশ্চ ।

কফজবিসর্পে নলমূলম্ — “শৈবলং নলমূলানি * * । * * পৃথগালি-
 পনং কুর্য্যাৎস্বশ: সর্ষ্বশোঃপিবা । প্রদেহা: সর্ষ্ব এবৈতে দেয়া: স্বল্পঘৃতাযুতা:” ।
 (চি: ১১শ:) । চরক: ।

নলাদির ভাষানাম—নল । বা:—নল । হি:—নরসল । ম:—নঠঠ । ঙ:—নালী ।
 ক:—দেবনাল । তৈ:—ভূগু, গুরু । মূলনাল নলকে দেবনাল বলে । মুঞ্জের ভাষানাম—
 মুঞ্জকে হিন্দিতে মুজ্ বলে । ইহার লাতিননাম Saccharum Munja. শরের ভাষানাম—
 বা:—শর । হি:—কাড়া । লাতিন নাম Saccharum sara ইং—Penreed grass.

নলাদির অম্বর্থসংজ্ঞা—নলের—“মূহপত্র”, “শ্লামধ্য” । মুঞ্জের—“দূরমূল”
 “দৃঢ়ত্ব” “বহুপ্রজ” “ত্রক্ষণা” । শরের—“কুপিকা পত্র” “বহুমূল” “দীর্ঘমূলক” ।

বর্গন নলতৃণ—আজ নিম্ন ভূমিতে জন্মে । ইহা বঙ্গের সর্বত্র স্থলত ও স্থপরিচ্ছিত ।
 ঘাটে স্থাধিন সংক্রান্তিতে কৃষকেরা ধান্যক্ষেত্রে নলকাণ্ড প্রোধিত করিয়া এই কামনা করে
 যেন ধানান্তর নলের মত উচ্চ হয় । মুঞ্জ তৃণ, ঘাটে, কলিকাতা অঞ্চলে বা পূর্ববঙ্গে জন্মে
 না । মুজ্, বিহার হইতে আনয়ন করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর জন্মে । উপনয়নের সময়

মৌঞ্জী মেথলা ধারণ করিতে হয়। এই জন্য নিঘণ্টুকার মুঞ্জকে ‘দীক্ষাস্থ পাবনঃ’ বলিয়াছেন। বস্তু মুঞ্জের অভাবে কুশ ব্যবহৃত হয়। কাব্যে ও মৌঞ্জীমেথলার উল্লেখ দেখা যায়। মাঘ নারদ বর্ণন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—“পিশঙ্গমৌঞ্জীযুক্তমর্জুনচ্ছবিং”। মুঞ্জতৃণ অনেকাংশে নলের তুল্য। শর, রাঢ়ে শর নামেই সুপরিচিত। ইহা উচ্চ অথচ জলাশয়-সম্মিকৃষ্ট স্থানে জন্মে। ইক্ষুর পত্র সরু হইলে যেমন হয় ইহার পত্রও তদ্রূপ, পাতার ধার আছে বলিয়া নাম “ক্ষুরিকাপত্র”। খাগড়া অপেক্ষা শরের কাণ্ড স্থূলতর হয়। শরকাণ্ডের লেখনী অনেকেই দেখিয়াছেন। স্থূল শরকে “ইক্ষুরক” বলে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল। মাত্রা—মূলকাথ ১০ তোলা।

বৈদ্যকে নলের ব্যবহার।

চরক—কফজ বিসর্পে নলমূল—কফজ বিসর্পে নলমূল পেষণ পূর্বক স্তম্ভযোগে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুত বীরতর্কাদিগণে নল পাঠ করিয়াছেন (সূঃ সূঃ ৩৮ অঃ)। এবং জরচিকিৎসায় নল ব্যবহার করিয়াছেন যথা—‘নলবেতসম্বোমূলে মূর্খায়াং দেবদারুণি— (উঃ ৩৯ অঃ)।

নাগকেশর—নাগকেশরঃ ।

নাগকেশরঃ—Mesua ferrea, M. Roxburgha, M. Coromandalina.

নাগকেশর মল্লীশাং লঘুতিকাং কফাপহম্ । বস্তিবাতাময়ন্থ কণ্ঠশীর্ষ-
হজাপহম্ । রাজনিঘণ্টুঃ ।

নাগপুষ্পং কষায়ীশাং হৃদ্রং লঘ্বামপাচনম্ । জ্বরকণ্ঠূষাশ্বেদছর্দিহ্নাস-
নাশনম্ । দৌর্গম্ব্যকুষ্ঠবিসর্পকফপিত্তবিষাপহম্ । ভাবপ্রকাশঃ ।

রক্তার্শঃসু নাগপুষ্পম্—“কেশরনবনীতশর্করাভ্যাশাত্ * * অর্শাস-
পয়ান্তি রক্তানি” (চিঃ ৫ অঃ)। চরকঃ ।

শ্বেতপ্রদরে নাগকেশরম্—“তক্রোদনাঙ্গাররতা সপিবিকাগকেশরম্ । অপ্র-
তক্রোশ সম্মিষ্টং শ্বেতপ্রদরশান্তয়ে ।” (মঃসুঃ ৪ভাঃ) ভাবপ্রকাশঃ ।

রক্তাতিসারি নাগকেশরম্—“ * * মিতয়া সহ । নাগকেশরচূর্ণ ” বা
রক্তসংগ্রহণং পরম্” ॥ (অতিসারাধিকারে) । বঙ্গসেনঃ ।

নাগকেশরের ভাষানাম—বাঃ—নাগেশ্বর ফুলের গাছ । হিঃ—নাগকেশর । তৈঃ—
নাগ কেশরানু । বম্—নাগচম্পা ; অঃ—নারম্বুক ।

বর্ণন—নাগকেশরের বৃক্ষ বৃহৎ হয় । রাঢ়ে নাগকেশরের বৃক্ষ অতি ঘন উচ্চানে পালিত
হইয়া থাকে । কোচবিহার রাজ্যে নাগকেশরের বৃক্ষ প্রচুর, এবং স্বল্পপ্রযত্নে বর্দ্ধিত হয় ।
নাগকেশরের পাতা লম্বা, অগ্রভাগ সরু, পত্রপৃষ্ঠে শুভ্রবর্ণ লেপ থাকে, মুছিলে দাগ পড়ে ।
পত্রোদর হরিষর্গ । শিশুনাগকেশর বৃক্ষের শাখা একপভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে যে গাছটা দেখিলে
যেন রথের মত বোধ হয় । ফাল্গুনের শেষে চৈত্রের প্রথমে নাগকেশর বৃক্ষ পুষ্পিত হয় ।
নাগকেশরফুলের কেশর বহু এবং কেশরগুলি অতি সুন্দররূপে বিন্যস্ত । নাগেশ্বরফুলের দল
শুভ্রবর্ণ, দেখিতে ঠিক বড় টগর ফুলের দলের মত । দল সুবিন্যস্ত নহে, কুণ্ডের বৃতিদ্বয়ের মধ্য-
বর্তী স্থান ব্যাপিয়া, ফাক ফাক অসমান ৪টা দল থাকে । দলপ্রান্ত তরঙ্গায়িত । কুণ্ড কাহাকে
বলে ? পূর্বে (উদ্ভবর দেখ) পুষ্পের তিনটা আবর্তের কথা বলিয়াছি—এই আবর্তত্রয় ভিন্ন
সর্ব বহিঃস্থিত যে আবর্ত থাকে তাহাকেই কুণ্ড বলে । কাঞ্চন প্রভৃতির পুষ্পমুকুল
কুণ্ডধারা আবৃত থাকে । বেণের দোকানে পুরাণ নাগেশ্বর ফুলে, স্থল, কঠিন, বাটার মত
যে দলগুলি জীর্ণ কেশরগুলিকে বেষ্টন পূর্বক রক্ষা করে, সেই গুলি বস্তুতঃ দল নহে, নাগকেশর
ফুলের কুণ্ড । পুষ্পের গন্ধ মনোরম । ফল বড় হয় । ফল হইতে একপ্রকার নির্যাস বাহির
হইয়া থাকে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প । মাত্রা— ॥• তোলা হইতে একতোলা ।

বৈদ্যকে নাগকেশরের ব্যবহার ।

চরক—রক্তার্শে নাগকেশর—নাগেশ্বর ফুলের কেশর শর্করা ও নবনীতের সহিত সেবন
করিলে অর্শের রক্তস্রাব প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ অঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—শ্বেতপ্রদরে—নাগকেশর—নাগকেশর পুষ্প তক্রের সহিত পেষণ পূর্বক
পান করিলে শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয় । ঔষধ সেবনকালে তক্রোদন পথ্য করিতে হইবে
(মঃ ৫ঃ ৪ ভাঃ) ।

বঙ্গসেন—রক্তাতিসারে নাগকেশর—চিনির সহিত নাগকেশর ফুলচূর্ণ সেবন করিলে
অতিসারের রক্ত বোধ করে ।

বক্তব্য—নাগকেশর চাতুর্জাতকের অন্তর্গত একটি দ্রব্য। শুণাস্ত্রাধান ভিন্ন, ঔষধ সুগন্ধি ও সুখমেব্য করিবার জন্যও চাতুর্জাতকের ভূমি ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

Constituents.—The fruit contains an oleo resin and an essential oil. The seeds contain a fixed oil. The hard pericarp contains tannin. The resin is in tears ; it sinks in water. It is partially dissolved in rectified spirit, amyl alcohol and ether, but wholly in benzol. The essential oil is very fragrant, of a pale yellow colour and of the odour of flowers and resembles chian turpentine (*Materia Medica of India* II. p. 78).

Actions and uses.—The dried blossoms, root, and bark are bitter, aromatic and sudorific. Unripe fruits are aromatic, acrid and purgative. Flowerbuds are used in dysentery. The oil is used as an application for rheumatic joints ; an ointment of the powder of blossoms, with butter is applied to bleeding piles and for burning sensation of the feet. (Do. II p. 78)

নব্যমত—নাগেশ্বরের শুক কুঁড়ি, মূল এবং বৃক্ষত্বক, তিক্ত সুগন্ধি এবং ঘর্ষকারক। অপক ফল, কটু, উষ্ণ এবং বিরেচক। কুঁড়ি ফুল, আমরক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়। ইহার তৈল সন্ধিগত বাতে অভ্যঙ্গার্থ প্রয়োগ করা হয়। নাগেশ্বর কুলের গুঁড়া এবং মাখম একত্র মিশ্রিত করিয়া রক্তস্রাবি অর্শের বলিতে কিম্বা পদদাহে পদতলে প্রলেপ দিতে হয় (আর এন্ কোরি-২য় খণ্ড ৭৮ পৃঃ)।

নারিকেল—নারিকেল: ।

নারিকেল: (র:) । *Cocos Nucifera, Palma Indica Major.*

পরিচয়স্নাপিকা সংগ্রহ—“রসফল:”, “হৃৎফল:”, “স্কন্ধফল:”
“সদাফল:”, “উষ্মতক:”, “কূর্ষশীতল:”। উৎপত্তিস্নাপিকা সংগ্রহ—
“দাষিষাত্যক:”।

* * নারিকেলফলানিচ। হৃৎফলানিচীতানি বস্যানি মধুরানি চ।
ঘরক: (সু: ২৩ ঘ:)।

नारिकेलं गुरु स्निग्धं पित्तघ्नं स्वादुशीतलम् । वलमांसप्रदं हृद्यं वृंहणं वस्ति-
शोधनम् । सुश्रुतः (सूः ४६ अः) ।

नारिकेलो गुरुः स्निग्धः शीतः पित्तविनाशनः । अर्द्धपक्व स्तृषाशोषशमनो
दुर्जरः परः । नारिकेलसलिलं लघु वलां शीतलं च मधुरं गुरु पाके । पित्तपीन-
सतृषान्त्रमदाहशान्ति शोषशमनं सुखदायि । पक्वमेतदपि किञ्चिदिहोक्तं पित्त-
कारि रुचिदं मधुरं च । दीपनं वलकरं गुरु वृष्यं वीर्यवर्धनमिदं तु वदन्ति ।
राजनिघण्टुः ।

नारिकेलफलं शीतं दुर्जरं वस्तिशोधनम् । विष्टम्भि वृंहणं वल्यं वातपित्तास्र-
दाहनुत् । विशेषतः कोमलनारिकेलं निहन्ति पित्तज्वरपित्तदोषान् । तदेव
स्त्रीषु गुरु पित्तकारि विदाहि विष्टम्भि मतं भिषग्भिः । तस्याम्भः शीतलं हृद्यं
दीपनं शकलं लघु । पिपासापित्तजित् स्वादु वस्तिशुद्धिकरं परम् । नारिकेलस्य
तालस्य खर्जरस्य शिरांसि तु । कषायस्निग्धमधुरवृंहणानि गुरुणि च ।
भावप्रकाशः ।

सूर्यावर्त्ताह्मभेदकयोर्नारिकेलनीरम्—“नीरं वा नारिकेलजम्”
(शिरोरोगचिः) । चक्रदत्तः ।

परिणामशूले नारिकेलम्—“नारिकेलंसतोयञ्च लवणेन सुपूरितम् । मृदाव
वेष्टितं शुष्कं पक्वमोमयवक्रिणा । पिप्ल्या भक्षितं हन्ति शूलं हि परि-
णामजम्” । (मः सूः ३भाः) (२) शर्करायां नारिकेलकुसुमम्—“#
दध्ना पीतं वा नारिकेलजं कुसुमम् । विभूत्रशर्कराया भवति सुखी कतिपये
दिवसेः (मः सूः ३भा) । भावप्रकाशः ।

নারিকেলের ভাষানাম—বাঃ—নারকেল্। হিঃ—নারিয়ল, খোপরা। যঃ—শ্রীকল, নারঠঠ। শুঃ—নালীয়র। কঃ—টৌগনকায়া। তৈতঃ—টেঁকায়া, নারিকদম। তাঃ—টেমা, তেঙ্গাঘি। উঃ—নড়িয়া। ফাঃ—ছোজ্‌হিন্দী নারীগল্। অঃ—নার্জিল্।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—‘রসফল’ ‘দৃঢ়ফল’ ‘স্বকফল,’ ‘সদাফল,’ ‘উচ্চতরু,’ ‘কুচ্চশেখর’। উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—‘দাক্ষিণাত্যক’।

বর্ণন—লবণাষুসিক্ত ভূমিতে নারিকেল বৃক্ষ আনন্দে বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং সমুদ্রতীরবর্তী প্রদেশে যথেষ্ট নারিকেল বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। “এঁটেল” মাটিতে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে না; রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে নারিকেল বৃক্ষ নিতান্ত ছলভ। সাত আট বৎসরের পূর্বে নারিকেল বৃক্ষ প্রায় ফলোৎপাদন করে না। নারিকেল যথার্থই “সদাফল”। ভাদ্রের জল পাইলে নারিকেল “ঝুনো” হয়। মগুনপ্রিয় লগনাগণ “নারিকেল ফুল” (অল-কার বিশেষ) পবিয়া থাকেন। নারিকেলের আম ও পক ফল উত্তম খাদ্য। নারিকেলের “খোলে” ছকা, ছোব্‌ড়ায় রজ্জু এবং “কাটি” তে ঝাঁটা প্রস্তুত করে। নারিকেল পত্রকার দস্তুর পক্ষে হিতকর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, ফুল, তৈল।

বৈদ্যকে নারিকেলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদকে নারিকেল জল—নারিকেলজলে চিনি মিশ্রিত করিয়া নাসিকাস্থারা পান করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নামক শিরোরোগ নিবৃত্তি পায়।

ভাবপ্রকাশ—পরিণামশূলে নারিকেল—সুপক সজল নারিকেলের ভিতর সৈদ্ধব লবণ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিয়া ঘূঁটের আঁগুনে পাক করিলে। স্বাদশীত হইলে নারিকেল ভাঙ্গিয়া তন্ন্যাস্থ কৃষ্ণবর্ণ নারিকেল শস্ত গ্রহণ করিবে। ইহা ২-৪ আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ পিঙ্গলী চূর্ণের সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

(২) শর্করা রোগে নারিকেল কুমুম—দধির সহিত নারিকেল ফুল পেয়ণ পূর্কক পান করিলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই শর্করা রোগ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

বস্তব্য—চরকের “দশেমানি” তে নারিকেলের উল্লেখ নাই। তৈলঘোনিফলমধ্যে ও নারিকেল পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত, তৈলঘোনি-কৃষ্ণবর্ণে লিখিয়াছেন ‘তাল নারিকেল * ফলমেহাঃ পিত্তসংসৃষ্টে বায়ো’ (চিঃ ৩১ অঃ)। নারিকেলাদি ফলের গুণোল্লেখ প্রসঙ্গে বাগ্‌ভট বলিয়াছেন—“ * * বৃহৎ গুরু শীতলম্। দাহকতক্ষয়হং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্।

বাহু পাকরসং ত্রিধং বিষ্টম্ভি ককণ্ডক্রকং” (নৃ: ৬ অ:) রাজনিঘণ্টুকার নারিকেলতৈলকে বাতপিত্তহর, কেশ্য, প্লেয়ল, শুক্র ও শীতল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু চিকিৎসাগ্রহে তিল, এরণ্ড ও সর্বপত্তব তৈলবৎ আমরা নারিকেল তৈলের ব্যবহার দেখিতে পাই না। আমি যতদূর অমুসন্ধান করিয়াছি ততদূর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, কোনও প্রামাণ্য বৈজ্ঞিক চিকিৎসাগ্রহে তেজসংস্কৃত নারিকেল তৈলের উল্লেখ নাই। নারিকেল তৈল মুচ্ছাপাক সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই বোধ হয় কেশ্য তৈলও তিলতৈলে প্রস্তুতের বিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল। অম্লপিত্ত ও শূল বিশেষে ব্যবহৃত সুপরিচিত “নারিকেলখণ্ড” নাম খাটোষধে, নারিকেলশস্ত্রের ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। “নারিকেলখণ্ড,” সিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ ও বঙ্গসেনে লিখিত হয় নাই; ইহা সারকৌমুদীকারের আবিষ্কার। প্রচলিত চক্রদত্ত সংগ্রহের শূলাধিকারে ‘নারিকেলখণ্ডে’র উল্লেখ থাকিলেও প্রামাণিক টীকাকার শিবদাস স্বীয় তত্ত্বচন্দ্রিকায় উহার ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া, উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। “নারিকেল-খণ্ড” অম্লপিত্ত ও শূলাধিকারে পঠিত হইলেও আমি চিকিৎসকগণকে ক্ষতক্ষয় রোগে উহা ব্যবহার করাইবার জন্ত অমুরোধ করিতেছি।

“**Constituents.**—The fresh kernel contains nitrogenous substance, fat lignin, ash, palm sugar, and inorganic substances.” (R. N. Khory—II p. 624.)

Actions and uses.—Cocoanut milk—refrigerant, nutrient, aperient, diuretic and anthelmintic. Nariela-nu-pani is cooling, refrigerant, demulcent and in large doses aperient. The oil is used as a substitute for cod-liver oil in debility and phthisis, but is not so very digestible. An inunction of it to the whole body is used in fevers, and to the chest in lung diseases. It is used as an application for the growth of hair and to prevent them from turning grey. Katali-nu-tela is applied in chronic skin diseases such as ring worm, psoriasis, pityriases. The fresh kernel or the tender pulp is nourishing, cooling, diuretic and refrigerating. The pulp of the ripe fruit is hard and indigestible. The terminal buds are nourishing, agreeable and digestive and are used as vegetable. The root is diuretic. Naliera-nu-dudha, juice of the kernel, with kali giri is locally applied to freckles with relief. Kopara-ni-vati—old and dried kernel is cut into thin slices and used as an aphrodisiac ingredient in confection; also as an anthelmintic, it is used in removing tapeworms. (Do—II p. 624).

“Cocoanut oil has been recommended as a substitute for cod-liver oil, but its prolonged use is said to induce disturbance of the

digestive organs and diarrhoea ; this objection may be removed by using the olein separated from the solid fats, as is done by the natives in the preparation of what they call *muthel* or hand oil. To prepare this the kernel of the fresh nuts is pulped and strained and the oil prepared from the milky fluid by heating it ; a preparation of the same kind is now known in Europe as *coco-olein*." (Dymock—III p. 515).

নব্যমত—নারিকেলের ছুঙ্ক শীত, পুষ্টিপ্রদ, সর (কিঞ্চিং রেচক) মুত্রল এবং কুমিনাশক । নারিকেলজল শীত, স্নিগ্ধ এবং অধিক মায়ায় কিঞ্চিং রেচক । নারিকেল তৈল কড্‌লিভার অয়েলের পরিবর্তে দৌর্কল্যা ও উরঃকতে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু ইহা হুঙ্কর । অর ও কাস-রোগে নারিকেল তৈল অভ্যাসার্থে ব্যবহৃত হয় । অকালপলিত দুরীকরণার্থে নারিকেল তৈল প্রশস্ত । ইহা কেশবর্দ্ধক ও বিবিধ চর্মরোগে হিতকর । “নেয়াপাতি” ডাবের শাঁস, পোষক, শীত ও মুত্রকর । “বুনা” নারিকেলের শাঁস কঠিন ও হুঙ্কর । নারিকেলের মূল মুত্রকর । নারিকেল ছুঙ্ক ও কালজীরা চূর্ণ একত্র প্রলেপ দিলে রৌদ্রদগ্ধ অঙ্গ প্রকৃতিস্থ হয় । পক্ষ পুরাণ শুক নারিকেল শাস্ত্র, বৃষ্য খণ্ডমোদকাদির অগ্রতম উপাদান । অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে অল্পস্থ ফিতার মত কুমি নিঃসারিত হয় (আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ৬২৪ পৃ:) ।

“নারিকেলতৈল, কড্‌লিভার অয়েলের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয় । ইহা দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলে পরিপাকের ব্যতিক্রম বা অতিসার জন্মিতে পারে । পীড়নপূর্কক নারিকেল শস্ত হইতে ছুঙ্ক নিষ্কাশিত কবিবে, এই ছুঙ্ক জাল দিয়া যে তৈল পাওয়া যাইবে সেই তৈল দীর্ঘকাল ব্যবহার করিলেও অজীর্ণ বা অতিসারের আশঙ্কা থাকে না (ডিমক—৩য় খণ্ড ৫১৫ পৃ:) ।

নিম্ব—নিম্ব: ।

নিম্ব:, অরিষ্ট:—Azadirachta Indica, Melia Azadirachta. মহা-নিম্ব: Melia Azedarach, M. Bukayun, M. Sempervires.

নিম্বগুণা:—নিম্বস্তিক্তরস: শীতো লঘু: স্নেহাস্রপিত্তলুৎ । কুষ্ঠকণ্ডু-ব্রহ্মান্ বন্তি লেপাহারাদিযৌতল: । অপক্কং পাচয়েচ্ছৌফং ব্রহ্মং পক্কং বিয়োধয়েৎ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু: । প্রভদ্রক: প্রভবতি যৌততিক্তক: কাফবৃশ্চক্কমিবমিশোফয়ান্তয়ে । বলাসমিহুবিধপিত্তদৌষত্রিদিয়িতৌ হৃদয়

विदाहशान्तिकत् । राजनिघण्टुः । निम्बः शीतो लघुर्ग्राही कटुपाकोऽग्निवातनुत् । अह्वयः अमट्टकासज्वरारुचिक्रमिप्रणुत् । वृणपित्तकफच्छर्द्दिकुष्ठहृत्लासमेहनुत् । निम्बपत्रं कृतं नेत्रं कृमिपित्तविषप्रणुत् । वातलं कटुपाकश्च सर्ब्धारोचककुष्ठनुत् । निम्बफलं रसे तिक्तं पाके तु कटुभेदनम् । स्निग्धं लघूष्णं कुष्ठन्नं गुल्मार्शःकृमिभेदनुत् ॥ भावप्रकाशः । निम्बः पित्तकफच्छर्द्दिवृणहृत् वातकुष्ठनुत् । राजवल्लभः ।

महानिम्बगुणाः—महानिम्बो रसे तिक्तः शीतपित्तकफापहः । कुष्ठरक्तविनाशी च विसूचीं हन्ति शीतलः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । महानिम्बस्तु शिशिरः कषायः कटुतिक्तकः । अस्रदाहवलासघ्नो विषमज्वरनाशनः । राजनिघण्टुः । महानिम्बो हिमो रक्तस्त्रिक्तो ग्राही कषायकः । कफपित्तभ्रमच्छर्द्दिकुष्ठहृत्लासरक्तजित् । प्रमेहश्वासगुल्मार्शोमूषिकविषनाशनः । भावप्रकाशः । महानिम्बः परं ग्राही कषायोऽम्बश्च शीतलः । राजवल्लभः ।

कुष्ठे निम्बः—* * निम्बपटोलस्य * । * इति षट्कषाययोगाः कुष्ठघ्ना निर्हिष्टाः । * स्नाने पाने च मताः । (चिः ७अः) । चरकः ।

जातसत्त्वे कुष्ठे निम्बः—निम्बक्वाथं जातसत्त्वः पिवेद्वा (चिः ८अः) (२) सुरामेहे निम्बः—“सुरामेहिनं निम्बकषायं” (चिः ११ अः) । (३) अरुंषिकायां निम्बः—“अरुंषिकां हृते रक्ते सेचयेन्नित्त्ववारिणा” । चिः २० अः) । (४) पद्मिनीकण्टके निम्बः—“निम्बारग्वधयोः क्वाथो हित उत्सादने भवेत् । (चिः २० अः) । (५) दाहज्वरे निम्बः—“मधुफाणितयुक्तेन निम्बपत्रान्धसाऽपिवा । दाहज्वरास्तं मतिमान् वामयेत् क्षिप्रमेव च” । (उः ३८ अः) (६) कफजट्ट्यायां निम्बः—“हितं भवेच्छर्द्दनमेवचात्र तप्तेन निम्बप्रसवोदकेन” (उः ४८ अः) । सुश्रुतः ।

वस्तिरक्ते निम्बपत्रम्—“पटोलनिम्बपत्राणि कथित्वा मधुसंयुतम् । पाचनं वातरक्तानां तथा च शमनानि च” । (चिः २५ अः) “काष्ठीकेन च सम्पिष्य पिबु-
मर्हदलानि च । लेपनं शस्वते तस्य वातरक्तप्रशान्तये” (चि २५ अः) ।

(२) वृणशोधनार्थं निम्बपत्रम्—“निम्बपत्राणि संचिप्य मधुना वृणशोधनम्” ।

चिः ३५ अः) । दन्तरोगे निम्बमूलम्—“क्वाथश्च निम्बमूलस्य दन्तरोगनिवारणः”

(चिः ४५ अः) । (३) विषप्रतिकारे निम्बः * * निम्बफलानि च । उष्णो-

दकेन पीतानि जयेयुस्तत्क्षणात् विषम् (चिः ५५ अः) । हारीतः ।

खालित्ये पलिते च निम्बतैलम्—“मासं वा निम्बजं तैलं क्षीरभुङ्-
नावयेद् यतिः” । (उः २४ अः) । (२) वृणसंशोधने निम्बपत्रम्—“स क्षौद्र-

निम्बपत्राभ्यां युक्तः संशोधनं परम्” (उः २५ अः) । वाग्भटः ।

उदईकोठादौ निम्बपत्रम्—“निम्बस्य पत्राणि सदा हृतेन । धात्री-
विमिश्रान्यथोपयुञ्ज्यात् । विस्फोट-कोठक्षतशीतपित्तं कण्ड्वम्लपित्तं

सहसा च हन्यात्” । (अम्लपित्त—चिः) । (२) कामलायां निम्बः—* *

निम्बस्य वा रसः । प्रातर्मासिकसंयुक्तः । शूलितः कामलापहः । (पाण्डुरोग—

चिः) । चक्रदत्तः ।

गृध्रस्रां महानिम्बमूलम्—बृहन्नित्त्वतरोर्मूलं वारिणा परिपेषितम् । पीतं
तन्नाशयेत् क्षिप्रमसाधयामपि गृध्रसौम् । (वातव्याध्याधिकारे) । (२) कफज

हृद्रोगे निम्बः—“वचानिम्बकषायाभ्यां वाम्रं हृदि कफोत्थिते” (हृद्रोगाधि-

कारे) । (३) नेत्ररोगे निम्बः—शुण्ठीनिम्बदलैः पिण्डः सुखीणाः स्वल्प-

सैन्धवः धार्थ्यश्चक्षुषि संचेषाच्छोथकण्डूव्रथापहः (नेत्ररोगाधिकारे) । (४) शिशो-

र्जररोगे निम्बः—“निम्बस्य पत्रं मासिकं सर्पियुक्तन्तु धूपनम् । ज्वरवेगं

निहन्वाद्य वालानान्तु विशेषतः” । (वालारोगाधिकारे) वङ्गसेनः ।

द्रव्यविशेषपरिपाकार्थं निम्बबीजम्—मधूकमासूरनृपादनां पशव-

শর্করকপিত্বকানাম্ । পাণ্ডায় পেয়ং পিশুমর্দবীজং চুতেঽপি তক্রোঽপি তদেব
 পথম্' । (মঃ স্বঃ ২ ভাঃ (২) ক্রিমিষু নিম্বপত্রম্—“নিম্বপত্রসমুদ্ভূতং রসং
 ঘৌদ্রযুতং পিবেত্” (মঃ স্বঃ ২ ভাঃ) । (৩) রক্তাপিত্তে শাকার্থং নিম্বপত্রম্—
 পটোলনিম্ববেত্রায়ন্নশ্বেতসপল্লাবাঃ । শাকার্থে শাকসামগ্রানাং * হিতাঃ” (মঃ স্বঃ
 ২ ভাঃ) । (৪) বৃষিষু ক্তমিনাশার্থং নিম্বঃ—“লেপো হিহ্নুনিম্বক্কতোঽথবা”
 (মঃ স্বঃ ২ ভাঃ) । ভাবপ্রকাশঃ ।

নিম্বের ভাষানাম্—বা—নিম্গাছ । হিঃ—নীম্ । মঃ—কড়নিম্ব । গুঃ—লিগ্গডো ।
 কঃ—বেডবেব । তৈঃ—বেয়াটোয়াচেট্টে তাঃ—বেপুম্মরম । কাঃ—নেনব্নীম্ দরখ্ত
 হক্ । মহানিম্বের ভাষানাম্—বাঃ খোড়া নিম্ । হিঃ—বকায়ন্ । মঃ—বকানিনিম্ব,
 কড়নিম্ব । গুঃ—বকাগ্ । কঃ—মহাবেড । তৈঃ—পেদবেয়া । তাঃ—মালাইবেতু বাবেপাম ।
 কাঃ—আজাদ্ দরখ্ত । অঃ—বান্, বীজকে—হবুল্ ।

নিম্বের ভেদ—ধন্বন্তরীয় নিম্বটুতে তিন প্রকার নিম্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—(১) নিম্ব
 (২) মহানিম্ব (৩) কৈডর্গা । মহানিম্বকে বাঙলা ও আসামী ভাষায় খোড়ানিম্ বলে ।
 নিম্ববৎ মহানিম্বও গ্রামে গ্রামে অযত্নসম্ভূত হইয়া ছায়া ও ফলদান করে । পূর্বাচার্য্যগণ
 মহানিম্বকে “পর্কতনিম্ব” নামে পরিচিত করিয়াছেন (সৌশ্রুত পিঙ্গল্যাদিবর্গের ভাঙ্গুমতি ও
 নিবন্ধসংগ্রহ দেখ) । শিবদাস তত্ত্বচক্রিকার লিখিয়াছেন “গ্রামনিম্ব এব পর্কতভবঞ্চে
 পর্কতনিম্ব ইত্যাহরন্যে” । এই সকল পাঠ করিয়া যদি কাহারও মনে মহানিম্বের পরিচয় সন্দেহ
 সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তৎপ্রতি আমাদের বক্তব্য এই, নিম্বটুকুর মহানিম্বকে, কষায়
 বলিয়াছেন এবং ইহার একটা নাম “মদোজ্জেক” । খোড়ানিম্বের পত্র চর্ষণ করিলে প্রথমে
 কষায় এবং বহুপয়ে কিঞ্চিৎ তিক্তস্বাদ অনুভূত হয় । পরীক্ষাধারা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে যে
 খোড়ানিম্বের পত্রাদি অধিক মাত্রায় সেবন করিলে মস্তকাসহ বিবক্রিয়া প্রকাশ পায় ; সুতরাং
 স্বাদগুণ বিচার দ্বারা সমর্থিত হইতেছে যে, মহানিম্ব খোড়ানিম্ব তির্য অস্ত কিছু নহে । পর্কত-
 নিম্ব অর্থে যে গ্রামে জন্মিবে না এমন বৃক্ষায় না । গ্রামনিম্বই (যাহাকে লোকে নিম্ বলে)
 পর্কতে হইলে পর্কতনিম্ব অর্থাৎ মহানিম্ব হয়, যাহারা একথা বলেন তাঁহাদের মত আদৃত

হইবার যোগ্য নহে । কৈডর্ঘের হিন্দিনাম “মিঠানিম, “কুকনিম্ব” ও “বরসঙ্গ” । বাংলার ইহার পৃথক নাম নাই—ইহাকেও লোকে ঘোড়ানিম্ব বলিয়া থাকে ।

বর্ণন—নিম্ব সর্বত্র সুপরিচিত । আমরা শিশুগণকে “নিম্বুল কোমরপাটা” পরাইয়া থাকি । ঘোড়ানিম্বের পাতা নিম্বের পত্রাপেক্ষা হ্রস্বতর কিন্তু তদপেক্ষা চৌড়া । সাধারণ-বৃন্তে ২—৪ ঘোড়া পাতা থাকে—প্রথম পত্রযুগ্ম প্রায়ই ত্রিপত্র হয় । নিম্বের পত্রপ্রান্ত গভীর ভাবে চিরিত, ঘোড়ানিম্বের সামান্ত চিরিত । আবার কৈডর্ঘের পত্রপ্রান্ত চিরিত নহে । নিম্বের পত্র বক্র—ঘোড়া নিম্বের পত্র বক্র নহে—পত্রাংশ বৃন্ত সন্নিধানে কিঞ্চিৎ বিঘমভাবে অবসিত ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূত্র, পত্র, পুষ্প, বীজ ও তৈল ।

মাত্রা—মূত্রচূর্ণ, ১—৪ আনা । পত্রচূর্ণ—১—৪ আনা । বীজ—২ আনা । পত্রম্বরস—১ তোলা । কাথ—৫—১০ তোলা ।

বৈদ্যকে নিম্বের ব্যবহার ।

চরক—কুষ্ঠে নিম্ব—নিম্বালা ও তিক্ত পটোলের লতা পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া কুষ্ঠরোগীকে পান করাইবে । কুষ্ঠরোগীর স্নানীয় এবং পানীয় জলও নিম্বালা ও পলতা দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ব্যবহার করাইবে (চিঃ ৭ অঃ) ।

সুশ্রুত—জাতসম্বেকুষ্ঠে নিম্ব—যে কুষ্ঠীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে তাহাকে নিম্বালালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৯ অঃ) । (২) সুরামেহে নিম্ব—বাহার সুরামেহ হইয়াছে সে নিম্বালালের কাথ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ) । (৩) অরুণ্ডিকা রোগে নিম্ব—অরুণ্ডিকা রোগে রক্তশ্রাব করাইয়া তদনন্তর নিম্বালালের কাথ সেবন করাইবে (চিঃ ২০ অঃ) (৪) পদ্মিনীকণ্টক রোগে নিম্ব—পদ্মিনীকণ্টক নাম চর্ম্মরোগে নিম্বালালা ও সোণালুর পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেই কাথ দ্বারা স্নান করিয়া মর্দন করিবে (চিঃ ২০ অঃ) । (৫) দাহযুক্রমে নিম্ব—দাহযুক্রমে পীড়িত ব্যক্তিকে নিম্বপাতার কাথ গুড় যোগে পান করাইয়া বমন করাইবে (উঃ ৩৯ অঃ) । (৬) ককজতৃষ্ণায় নিম্বপুষ্প—ককজতৃষ্ণা নিরূপণপূর্বক নিম্বুলের উষ্ণ কাথ পান করাইবে । ইহাতে বমন দ্বারা তৃষ্ণানিবৃত্তি হয় (উঃ ৪৮ অঃ) ।

হারীত—বাতরক্তে নিম্বপত্র—নিম্বপাতা ও তিক্ত পটোলের লতা পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া বাতরক্ত রোগীকে সেবন করাইবে । ইহা দোষের পাচক ও শমক (চিঃ ২৫ অঃ) । নিম্বপাতা কাঞ্জিতে পেষণপূর্বক বাতরক্তের মণ্ডলাকার কণ্ডতে

প্রলেপ দিবে (চি: ২৫ অ:) (২) ত্রণশোধনার্থ—নিম্বপত্র—মধুর সহিত পিষ্ট নিম্বপত্রের প্রলেপ দিলে ত্রণের কদর্য্যস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া ক্ষতভুক্তি হয় (চি: ৩৫ অ:)। (৩) বিষপ্রতীকারে নিম্বফল—নিম্বফল উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ জয় করা যায়। এখানে (চি: ৫৫ অ:) বিষশব্দে প্রকরণাধীন স্থাবরবিষ বুদ্ধিতে হইবে।

বাগ্ভট—টাক ও কেশের অকালপক্বতা নিবারণার্থ নিম্বতৈল—বিহারাদিতে মিতাচার অবলম্বনপূর্ব্বক দুগ্ধমাত্রভোজী, একমাস নিম্বতৈলের নশ্ত গ্রহণ করিবে। ইহা খালিত্য ও পলিত নাশক (উ: ২৪ অ:) ত্রণশোধনার্থ—নিম্বপত্র—মধু, তিল ও নিম্বপত্র উত্তম ক্ষত সংশোধক (উ: ২৫ অ:)।

চক্রদন্ত—উদর্দকোঠাদিতে—নিম্বপত্র—গব্যঘৃতের সহিত নিম্বপত্রচূর্ণ কিম্বা নিম্বপত্র ও আমলকী একত্র পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে, বিস্ফোট, কোঠ, ক্ষত, শীতপিত্ত, কণ্ডু (চুলকণা) এবং অন্নপিত্ত নাশকরে (অন্নপিত্তচি:)। (২) কামলা রোগে নিম্ব—নিম্বছালের বা নিম্বপাতার রস মধুযোগে প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ প্রশমিত হয় (পাণ্ডু চি:)।

বঙ্গসেন—গৃধ্রসীরোগে মহানিম্বমূল—ঘোড়ানিমের মূলত্বক্ জলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিলে, অসাধ্য গৃধ্রসীরোগও প্রশমিত হয় (বাতব্যাদি—অধি:) (২) কফজ হৃদ্রোগে নিম্ব—বচ ও নিম্বছালের কাথ পান করাইয়া কফজহৃদ্রোগীকে বমন করাইবে (হৃদ্রোগাধি:)। (৬) নেত্ররোগে নিম্ব—নিম্বপাতা ও কিঞ্চিৎ গুঁঠ, জলের ছিটা দিয়া একত্র পেষণপূর্ব্বক সৈন্ধব লবণ যোগে কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া, ঈষৎক্ষাবস্থায় মুদ্রিত চক্ষুতে সূক্ষবস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ দিবে। ইহা নেত্রের কণ্ডু, ক্ষীতি ও ব্যথা নিবারক (নেত্ররোগাধিকা:) (৪) শিশুর জ্বরে নিম্ব—মধু গব্যঘৃতসহ নিম্বপত্র দধি করিবে। ইহার ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইলে জ্বরনিবৃত্তি পায় (বালরোগাধিকা:)।

ভাবপ্রকাশ—দ্রব্য বিশেষ পরিপাকার্থ নিম্ববীজ—মৌরী, বেল, রাজাদন, পক্রমক (ফলসা), খর্জুর, কপিথ, ঘৃত ও তক্র পরিপাক করিবার জন্ত নিম্ববীজ সেব্য। (২) ক্রিমিরোগে নিম্বপত্র—কুমিরোগী নিম্বপত্ররস মধুসহ সেবন করিবে। ইহা ক্রিমিনাশক। (ম: খ: ২য় ভা:)। (৩) রক্তপিত্তে নিম্বপত্র—রক্তপিত্তীকে শাকার্থ নিম্বপত্র ব্যবস্থা করিবে। যাহারা শাকসাম্য তাহাদিগের পক্ষেই প্রশস্ত (ম: খ: ২য় ভা:)। (৪) ত্রণের কুমিনাশার্থ নিম্ব—ক্ষতের কুমি নষ্ট করিবার জন্ত নিম্ব (তৈলই প্রশস্ত) কিম্বা হিন্দু লেপন করিবে (ম: খ: ৩য় ভা:)।

বস্তব্য—চরক কৃমিঘর্ষণে নিম্ব এবং সংজ্ঞাস্থাপনধর্মে কৈডর্যা পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত উক্তভাগের অর্থাৎ বামকন্দুয়োর মধ্যে ও আর্যবাদিগণে নিম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু কারের মতে নিম্ব পত্রের লেপ, অপক্ ব্রণকে পাকায় এবং পকুব্রণকে শোধন করে। রাজনিঘণ্টুকার বলেন নিম্ব বলাসাত্তং অর্থাৎ জমাট্ প্লেয়া তরল করে এবং হৃদয়বিদাহশাস্তিকৃতং অর্থাৎ সেবনে “বুকজ্বালা” ভাল হয়। ভাবপ্রকাশ-কারের মতে নিমফল ভেদক। রাজবল্লভ বলেন মহানিম্ব অত্যন্ত গ্রাহী অর্থাৎ ধারক। ভাবপ্রকাশে মহানিম্বকে মুষিকবিষনাশক বলা হইয়াছে। সকলেই নিম্বকে কুষ্ঠ নাশক বলিয়াছেন। নিম্বমূলত্বক্, কাণ্ডত্বক্, পত্র, পুষ্প ও ফল “পঞ্চনিম্ব” নামে প্রসিদ্ধ। রাজনিঘণ্টুকার নিম্বতৈলের গুণবিবরণে লিখিয়াছেন “নাভ্যক্ষং নিম্বক্ষং তৈলং কৃমিপিত্ত-কফাপহম্। বাতপিত্তপ্রশমনঃ নদাগ্নয়ীরুজাপহম্”।

Constituents.—of *M. Bukayun*—Noncrystalline resinous substance—the active principle, sugar, tannin. (R. N. Khory—II, p. 118).

Actions and uses.—In small doses, the bark is a bitter tonic, astringent, antiperiodic anthelmintic, given to children in round worms, and to adults in fever and indigestion; leaves and flowers are alterative and diuretic. The juice of the leaves is used in fevers, dyspepsia, general debility, jaundice, worms, scrofula, boils, leprosy &c. Externally the flowers and leaves are discutients; as a poultice they are made worm and applied to the head in nervous headaches. A poultice of the flowers is said to kill lice and to cure eruptions of the scalp; a paste of the leaves is applied hot to unhealthy ulcers to indolent scrofulous glands and to pustular eruptions. The drug is a narcotic poison in large doses, producing giddiness, dimness of sight, mental confusion, stupor, dilated pupils and stertor. It also acts as a gastro-intestinal irritant, producing vomiting and purging. (Do.—II p. 119).

Constituents.—of *M. Azadirachta*—The seeds contain a resinous oil known as margosa or neem oil. The bark contains a neutral resinous bitter principle, margosine, non-crystalline and without alkaloidal properties catechin gum, sugar and tannin. (R. N. Khory—p. 119).

Actions and uses.—The bark and leaf stalks are astringent bitter tonic and antiperiodic, and used in intermittent and paroxysmal fevers and for general debility and convalescence and after febrile and other diseases. The leaves are discutient and local stimulant and

used as varalians or poultices to disperse indolent glands and swellings. The young trees yield a kind of sweet juice (toddy) which when fermented is used as stomachic and anthelmintic and is given in worms and jaundice. The pulp is applied to boils, postular eruptions, open sores and bruised joints. The compound powder *Pancha nimba churun* is tonic and given in convalescence after fever. The fruit is a purgative anthelmintic and alterative. The oil of the seed is bitter, anthelmintic and stimulant, given in leprosy, intestinal worms, piles and urinary diseases. The gum is used by lying-in women as a uterine stimulant. The seeds are used for killing pediculi, and the powdered kernel for washing the hair and as a remedy for mange in dogs. The oil, mixed with other oils is applied to skin diseases, suppurating scrofulous glands, and leprous ulcers. It is rubbed on the skin in rheumatic affections and to the head in headache. The oil contains sulphur, and therefore with alkalies it is used in skin diseases. (Do—II, 120)

নব্যমত—নিম্বের গুণ ও ব্যবহার—নিম্বের ত্বক্ ও পত্র তক্ত—বলকারক; কষায়, জ্বরনিবারক এবং বিষমজ্বর ও পালাজ্বরে সেব্য। সাধারণ দৌর্ভল্যে কিংবা জ্বরাদিপীড়াবসানজ দৌর্ভল্যে হিতকর। অর্কুদ কিংবা বেদনাহীন গ্রহিষ্ণীতি বা স্ফীতিতে নিম্বপত্রের প্রলেপ কিংবা অথগু নিম্বপত্র স্থাপন করিলে অর্কুদাদি বিলীন হইয়া যায়। তরুণ নিম্বতরু হইতে এক প্রকার স্বাদুরস (তাড়ি) প্রাপ্ত হওয়া যায়। পয়ূষিত হইয়া উদ্ভিক্ত হইলে, এই রস পাচক ক্রিমিগ্ন এবং ক্রিমি ও পাণুরোগে হিতকর হয়। নিম্ব নির্যাস, গর্ভিনী মহিলাগণ, গর্ভাশয়ের উত্তেজক বলিয়া ব্যবহার করেন। নিম্বফলশস্য—ফোটক, বিসর্প, নাড়ীত্রণ এবং পিষ্টসন্ধি-স্থানে প্রলেপার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধিকত্ব ইহা কেশ ধাবনার্থে ব্যবহৃত হয় এবং কুকুরের চর্মরোগের মহৌষধ। পঞ্চনিম্ব (মূল, ত্বক, পত্র, পুষ্প ও ফল), বলকারক এবং জ্বরবসান-জাত দুর্ভল্যের সেব্য। নিম্বশীতলত্ব তৈল—তিক্ত, ক্রিমিনাশক ও উষ্ণ। ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি, ও প্রমেহে প্রযোজ্য। নিম্বতৈল, অত্রতৈল নহ, বিবিধ চর্মরোগ, পকতা প্রাপ্ত গণ্ড-মালার ক্ষত এবং গলিতকুষ্ঠ পূরণ ও অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অভ্যঙ্গ বাত ও শিরোরোগে প্রশস্ত। নিম্বতৈলে গন্ধক আছে; এতন্ম কারণে চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (মেট্রিফা মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ১২০ পৃঃ)

ঘোড়ানিম্বের গুণ ও ব্যবহার—ঘোড়ানিম্বের ছাল, অন্ন মাত্রায়, তিক্তবলকারক, ধাবক, জ্বরনিবারক, ও ক্রিমিগ্ন। শিশুর বৃন্তকৃমিত এবং প্রাপ্তবয়স্কের জ্বর ও অজীর্ণে সেব্য। পত্র ও পুষ্প রসায়ন এবং মূত্রকারক। পরশুরস—জ্বর, গ্রহণী, দুর্ভল্য, পাণু, ক্রিমি,

গলগণ্ড গণ্ডমালাদি রোগে, ত্রণ ও কুষ্ঠে সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়। পুষ্প ও পত্রের উষ্ণ প্রলেপ বায়ুপ্রধান শিরঃস্রীড়ার পক্ষে হিতকর। নিঃস্ববং ইহারও পত্র অর্কুনাদির বিলীনস্বনাধক। পুষ্পের প্রলেপ মস্তকের কণ্ডু প্রশমিত করে। পত্রের প্রলেপ, ক্লেশবহুল ক্ষত, বেদনা-রহিত ক্ষীতি, গলগণ্ডরোগ এবং বিসর্পে হিতকর। অধিক যাত্ৰায় ঘোড়ানিম সেবন করিলে জড়তা, আপ্সা দেখা, চিত্তবৈকল্য, সংজ্ঞাহীনতা, অক্লিতারকা বিস্তার, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, এতদ্বির অতিবমন সহ বিবেচনও হইয়া থাকে (ঐ—২৪ খণ্ড ১১৯ পৃঃ) ।

নীলিনী—নীলিনী ।

নীলিনী, নীলী । *Indigofera Tinctoria*, *Indigofera Sumatrana*, *Indigofera Indica*.

উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—“শামরা” । পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—
“নীলপুষ্পী,” “গন্ধপুষ্পা” । গুণাপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“রঞ্জনী,” “শোধনী,”
“কেশরহা,” “রঞ্জপত্রী” ।

নীলী তিক্তা রসে চোষা কটিঘাতকফাপহা । কেশয়া বিষোদরং হন্তি বাতা-
স্কন্ধকামিনাশিনী ॥ ধন্বন্তরীযনিঘণ্টুঃ ।

নীলী তু কটুতিক্তোষা কেশয়া কাশকফামণ্ডু । মরুদ্বিষোদরয়াধি-
গুলাজন্তুম্বরাপহা ॥ মহানীলী গুণাঢ্যা স্বাদ্রঞ্জশ্ৰেষ্ঠা সুবীৰ্য্যদা । পূৰ্ব্বোক্ত-
নীলীকাদেযা সগুণা সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু ॥ রাজনিঘণ্টুঃ ।

নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশয়া মোহভ্রমাপহা । উষা হন্তুদরশ্রীহ্বাতরক্ত-
কফানিলান্ । শামবাতমুদাবর্ত্তং বিষম্ভ মদমুদতম্ । ভাবপ্রকাশঃ ।

মূষিক্রবিধে—নীলিনী—“বর্ষাভূনীলিনীকায়সিদ্ধং তত্র চূতং পিবেত্”
(কঃ ৬ খঃ) । সুশ্রুতঃ ।

দশনক্রমিষু নীলিনী—“নীলিবাযসজহা শুক্‌দুধীনাশ্চুমূলমেবৈকম্ ।
সম্বর্ষ্য দশনবিহৃতং দশনক্রমিপাতনং প্রাহুঃ” । (দন্তরোগ—বিঃ) । চক্রদত্তঃ ।

নীলিনীর উৎপত্তিবোধিকা সংজ্ঞা—“গ্রাম্যা” । পরিচয়ছাপিকা সংজ্ঞা—
“নীলপুষ্পী,” “গন্ধপুষ্পা” । গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“রঞ্জনী,” “রঙ্গপত্রী,” “শোধনী,”
“কেশরুহা” ।

নীলিনীর ভাষানাম—বাঃ—নীলগাছ । হিঃ—নীল, লীল । মঃ—গুণী । গুঃ—
গনী । কঃ—হিরীপনীলী । তৈঃ—নীলিচ্ছেটু ।

মহানীলীর ভাষানাম—বাঃ—বড় নীল । গুঃ—মোটীগলী । কঃ—হিরীপনীল ।

বর্ণন—পূর্বে, বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে নীলের চাষ ছিল । নীলের আবাদের কথায়
নিবীহ বনৌষ কুমকগণের উপর নীলকরগণের অশ্রুতপূর্ব অত্যাচার স্বতঃই স্মৃতিপথে
উদ্ভিত হয় । বঙ্গদেশের মধ্যে নদিয়া, যশোহর এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় সর্বোৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন
হয় । নীলের কুপ ফলপাকাস্ত, ২২। ৩ হাত উচ্চ গাছে রোম আছে, পাতা ২—৬ ছোড়া,
অগ্রভাগে একটি অগ্ন্য পত্র থাকে । সাধারণ পত্রবৃন্তের মূলদেশ হঠতে পুষ্পদণ্ড নির্গত
হয়, পুষ্পদণ্ড ব্রহ্ম । পুষ্প ক্ষুদ্র, দলবদ্ধ, বড়—নীলাভ গোলাপী । শিথিল ছোট, অগ্রভাগে
বক্র । নিদাঘের বারিপাতে ক্ষেত্র কর্ষণপূর্বক বীজ বপন করিতে হয় । ৪।৫ দিনে বীজ
অঙ্কুরিত হয় । তিন মানে পুষ্পিত হইয়া থাকে এবং পুষ্পিত হইলেই নীল প্রস্তুত জন্ত ছেদন
করা হয় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র কুপ ।

বৈদ্যকে নীলিনীর ব্যবহার ।

সুশ্রুত—মূষিকবিষে নীলিনী—কোকিল নাম মূষিক কর্তৃক দষ্ট হইলে, পুনর্নবা
ও নীলিনীর কাথ দ্বারা যথাবিধি পক ঘৃত পান করাইবে (কঃ ৬ অঃ) ।

চক্রদত্ত—দশনক্রমিরোগে নীলিনী—দন্তগত কুমি বিনষ্ট করিবার জন্ত নীলিনী
মূল চর্ষণ পূর্বক কুমিভক্ষিত দস্তোপরি স্থাপন করিবে (দস্তরোগচিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, “পকাশদগতে দোষে বিরেকার্থঃ” নীলিনী প্রয়োগ করিতে বলিয়া-
ছেন (সঃ ২৪) । সুশ্রুত অধোভাগহরণে অর্থাৎ বিরেকবর্ণে নীলিনী পাঠ করিয়াছেন

“পৃগাদীনাং এরঙাস্তানাং কলানি” বাক্যে সূত্রত নীলিনীর বীজকেই বিশ্লেষক বলিয়াছেন, বুদ্ধিতে হইবে (সূ: ৩৯ অ:)। ডিম্বক্ বলিয়াছেন “নীল যে একটি প্রধান পণা, তাহা নীলের “বণিগ্ধ” এই নাম হইতেই স্পষ্ট প্রতীতি হয় “(১ম খণ্ড ৪০৭ পৃ:) আমরা প্রচলিত কোন বৈদ্যকগ্রন্থে নীলের “বণিগ্ধ” নাম পাই নাই। তথাপি নীল যে প্রাচীনকাল হইতে রজনকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে ইহা নীলের নিঘণ্টু “রজনী,” “রঙ্গপত্রী,” “স্বিরঙ্গা” নাম পাঠ করিয়া বেশ বুদ্ধিতে পারা যায়।

Constituents.—Indican (a glucoside)

Actions and use.—Plant stimulant, alterative and purgative; used in enlargement of the liver and spleen, dropsy, affections of the lungs and kidneys, whooping cough and palpitation of the heart. Indigo is given in epilepsy and erysipelas and also in amenorrhœa. The natives apply indigo to the navel with castor oil in constipation also to the pubes and hypogastrium in relieving retention of urine. A poultice of the plant is used to relieve hæmorrhoids. Indigo is a soothing application to burns and scalds, and the juice of the leaves is used as a poultice externally and given internally as a prophylactic against bites of venomous animals and hydrophobia. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II p. 215—16)

The plant has a great repute in some parts of India as a prophylactic against hydrophobia so much so as to be known among the natives as “*The dogbite shrub.*” A wineglassful of the juice of the leaves is administered in the morning, with or without milk, for three days, to those who have bitten by dogs supposed to be mad. People who have taken it inform us that beyond slight headache no disagreeable effect is produced, but that when a larger dose has been given it has proved purgative. In addition to the interal administration, the expressed leaves are each day applied to the bitten part as a poultice. *For Roth's observations on the use of Indigo in epilepsy and other Spasmodic affections. See *Brit. and For. Med. Rev.* July 1836, p. 244. His account of its Physiological effects is as follows:—“Shortly after taking it, the patient experiences a sense of constriction at the fauces, and the impression of a metallic taste on the tongue. These are followed by nausea and frequently by actual vomiting. The intensity of these symptoms varies in different cases. In some the vomiting is so violent as to preclude the further use of the remedy. The matter vomited presents no peculiarity except its blue colour. When the vomiting has subsided, diarrhœa usually occurs: the

stools are more frequent liquid, and of a blue or blackish colour. The vomiting and diarrhoea are frequently accompanied by cardialgia and colic. Occasionally these symptoms increase, and the use of the remedy is in consequence obliged to be omitted. Dyspepsia and giddiness sometimes succeed. The urine has a brown, dark violet colour; but Dr. Roth never found the respiratory matter tinged with it. After the use of Indigo for a few weeks twitchings of the muscles sometimes were observed, as after the use of strychnia (*Pharmacographia Indica*. Vol. I—408-9).

নব্যমত—নীলিনীর ক্ষুপ উষ্ণ, রসায়ন ও বিরেচক। ইহা প্লীহোদর, বক্রহৃদয়, শোথ, শ্লেষ্মরোগ, প্রমেহ ও অন্ত্রান্ত্র মূত্রসঞ্চয়ী পীড়া, যুংড়িকাসি এবং হৃৎকম্প ব্যবহৃত হয়। নীল অপস্মার ও বিসর্পরোগে প্রশস্ত। যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক বয়সেও ঋতু হয় না কিম্বা যাহাদের ঋতু দীর্ঘকাল বন্ধ আছে তাহাদের পক্ষে নীল হিতকর। এতদেশীয় লোকে এরও তৈলের সহিত নীল মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠবন্ধ রোগীর নাভিতে এবং মূত্ররোধ রোগে বস্তি-দেশে প্রলেপ দেয়। নীল, অগ্নি কিম্বা উষ্ণতরল বস্তু দ্বারা দগ্ধস্থানের পক্ষে স্নিগ্ধ প্রলেপ নীলের শাখা ও পত্রের প্রলেপ রক্তার্শের রক্তক্ষতি নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। পত্র শাখা সহিত নীলের রস, বিষধর প্রাণিকর্ষক দংশন জন্ত বিষমোষ প্রতিকারার্থ কিংবা কুকুর দংশন জন্ত ভলত্রাস প্রশমনার্থ সেবন ও লেপন করা হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ উপরি উক্ত ইংরাজি অংশ পাঠ করিলে জানা যাইবে।

পটোল—পটোল: ।

পটোল:, কুলক: । *Trichosanthes Dioica*.

পরিচয়স্বাপিকা সংজ্ঞা—“কর্কশচ্ছদ:”, “কটুফল:” “রাজী-ফল:” “পাণ্ডুফল:” । গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“কুষ্ঠহা” “কাসমুক্তিদ:” ।

পটোলং কটুকং তীক্ষ্ণমুষ্ণং পিত্তাবিরোধি চ । কফাকণ্ডুকণ্ডুকুষ্ঠানি স্ৱ-
দাহী চ নাশয়েৎ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু: ।

পটোল: কটুতিস্তোষী রক্তপিত্তবলাসজিত্ । কফকণ্ডুতিকুষ্ঠাস্ৱগ্ৱ-
দাহার্শিনাশন: । রাজনিঘণ্টু: ।

পটোলং পাচনং হৃদয়ং হৃদয়ং লঘুন্মিদীপনম্ । স্নিগ্ধীষ্যং হন্তি কাসাস্ৱ-

ज्वरदोषत्रयकामौन् । पटोलस्य भवेन्मूलं विरेचनकरं सुखात् । नालं त्रैस-
हरं पत्रं पित्तहारि फलं पुनः । दोषत्रयहरं प्रोक्तं तद्वृत्तित्वा पटो-
लिका । भावप्रकाशः ।

पटोलं कफपित्तास्त्रव्रणकुष्ठज्वरापहम् । विसर्पनयनव्याधित्त्रिदोषगरनाशनम् ।
पटोलपत्रं पित्तघ्नं नाडीतस्य कफापहा फलं तस्य त्रिदोषघ्नं मूलम्
तस्य विरेचनम् । राजवल्लभः । पटोलपत्रं विनिहन्ति पित्तम् । नालं
कफघ्नं प्रवदन्ति धीराः । फलञ्च तस्य दोषशान्तिमेव । करोति नूनं ज्वरिणो
हितं स्यात् । हारीतः ।

रक्तपित्ते पटोलपत्रं—“क्लीवेर मूलानि पटोलपत्रम् । * एते समस्ता
गणशः पृथग्वा । रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः” । (चिः ४ अः) (२)

मदात्यये पटोलस्य वल्ली पत्रञ्च—* “पटोलसग्रायवा भिषक्” (चिः १२ अः) ।

(३) शोथे पटोलपत्रम्—“सुवर्चिका गृह्णनकं पटोलं । शाकार्थिनां शाकमति-
प्रशस्तम्” (चिः १७ अः) । (४) विषदोषे पटोलशाकम्—“शाकञ्च कुलकं
हितं” । (चिः २५ अः) । (५) ऊरुस्तम्भे पटोलशाकम्—“शाकैरलवणे

रद्याज्जलतैलोपसाधितैः । * कुलकादिभिः” । (चिः २७ अः) । चरकः ।

रक्तपित्तिनः शाकार्थं पटोलपत्रम्—“पटोलशैलु * सिन्धुवारजम्” ।
हितञ्च शाकं घृतसंस्कारं सदा” (उः ४५ अः) । सुश्रुतः ।

पित्तश्लेष्मज्वरे पटोलपत्रम् “निम्बकुलकयूषसु पित्तकफाज्जके हितः”
(ज्वर—चिः) । (२) ज्वरिणः शाकार्थं पटोलपत्रम्—“पटोलपत्रं * *
शाकार्थं ज्वरिताय प्रदापयेत् (ज्वर—चिः) (३) पित्तज्वरे पटोलम्—“पटोल-
यवनिःक्वाथो मधुना मधुरीकृतः । तीव्रपित्तज्वरामर्द्दी पानात्तृड्दाहनाशनः

(অর—চি:) (৪) বাতব্যাধী—পটোলফলম —পটোলফলকৈর্যুণ্ডো বৃষ্যো বাত
হরো লঘু: (বাতব্যাধি— চি:) অক্রদন্ত: ।

মসুরিকায়াং পটোলমূলম্—“পটোলমূলং কথিতং আদাবেব মসূর্যান্তু
পিত্তজায়াং প্রযোজয়েৎ” । (ম: স্ব: ৪ ভাগ:) । ভাবপ্রকাশ: ।

পটোলের ভাষানাম—বা—তিংপটোল, তিৎপলতা । কোচ:—নতি, বন্নতি
হি:—কডবে পরবল । ম:—কডু পডবঠা । গু:—কডবা পটোল । ক:—কহি পডবল ।
তৈ:—সেস পদলা । তা:—কোষু পুডলৈ । ফা:—মোরহতী ।

বর্গন—যে পটোলের আবাদ হয়, যাহার স্বাদ ফলের বাজন জনপ্রিয় খাদ্য, ধনুস্তরীয়
নিষণ্টু ও রাজনিষণ্টু পটোল শব্দে তাহা বুঝায় না । নিষণ্টুদ্বয়োক্ত পটোল “কটুকল”
অর্থাৎ উহার ফল তিক্ত, এবং উহা “কর্কশচ্ছদ”—পাতা কর্কশ । যাহাকে রাঢ়ে তিৎ
পটোল এবং কোচবিহারের লোকে “নতি” বা “বন্নতি” বলে তাহাই নিষণ্টুদ্বয়োক্ত পটোল ।
তিৎ পটোল বা বন্নতির লতা স্বাদ পটোলের তুল্য ; কেবল উহার ফল বীজবহল ও স্বাদ
পটোলাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং স্বাদে অতি তিক্ত । ইহা আরণ্য লতা—সুদীর্ঘকাল যত্ন পালিত
হওয়ায় এই আরণ্য তিৎ পটোলই স্বাদ পটোলে পরিণত হইয়াছে । আরণ্যজাতি কোন কোন
প্রদেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কোথাও বা এখনও প্রচুর বর্তমান রহিয়াছে । রাঢ় অপেক্ষা
কোচবিহার অঞ্চলে তিৎ পটোল (বন্নতি) অত্যন্ত সুলভ । ঠিক রাঢ়ের মত স্বাদ পটোল
কোচবিহারে জন্মে না । কোচবিহারের স্বাদ পটোল (যাহাকে লোকে যাকই পটোল বলে),
আবান দ্বারা এগনও রাঢ়ের মত উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয় না—দেখিলেই বোধ হয়, ইহা যেন উৎকৃষ্ট
স্বাদ পটোল এবং তিৎ পটোল এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় রহিয়াছে । দীর্ঘকাল আবাদ
করিতে করিতে কালে ইহা উৎকৃষ্ট স্বাদ পটোলের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইবে । যে দেশে
তিৎ পটোলের আবাদ হয় না, সে দেশে উহা অদ্যাপি আরণ্যাবস্থায় তিৎ পটোল রূপেই বিদ্য-
মান রহিয়াছে, স্বাদ পটোল সে দেশে অজ্ঞাত । দাক্ষিণাত্যে তিৎ পটোল আছে স্বাদ পটোল
নাই । ভাবপ্রকাশাদি নব্য সংগ্রহগ্রন্থে,—আমরা দেখিতে পাই নিষণ্টু পটোল (অর্থাৎ তিক্ত-
ফল পটোল) শব্দ “কটুকল” নাম পরিভাষ্য পূর্বক স্বাদ পটোলার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।
এবং তিক্ত পটোল বুঝাইবার জন্য “তিক্তপটোলিকা” শব্দ রচিত হইয়াছে । ভাবপ্রকাশকার
পটোলের নিষণ্টু ও তাৎ প্রসিদ্ধ নামই স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু “কটুকল” নাম

পরিভাগ করিয়াছেন (ভাবপ্রকাশের পটোলপর্যায় দেখ)। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, নিঘণ্টুকারের সময়ে ভাবৎ পটোলই “কটুকন” ছিল। পরে কৃষ্ণকর্ষজাত স্বাছ পটোলের উৎপত্তি হওয়ার, ভাবপ্রকাশকার পটোলের নিঘণ্টুক “কটুকন” সংজ্ঞা হরণ করিয়া, উহাকে স্বাছ পটোলার্থে প্রয়োগ পূর্বক, পৃথক্ তিরুপটোলিকার উল্লেখ করিয়াছেন। চরকাদি আকরোক্ত পটোল শব্দে তিৎপটোল বুঝিতে হইবে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, নাড়ী। কাথ—৫—১০ তোলা। স্বরস—১—২ তোলা।

বৈদ্যকে পটোলের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পটোলপত্র—কাথ কষাদির অন্ততম করনানুসারে প্রযুক্ত পটোলপত্র, রক্তপিত্তের প্রশমক (চি: ৪ অ:)। (২) মদাত্যয় রোগে পটোল—পত্র সহিত পটোলের ডাঁটার কাথ করিবে। গুঁঠচূর্ণ যোগে এই কাথ, রক্তনিষ্ক্রীণনাদি পীড়িত মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে। (চি: ১২ অ:)। (৩) শোথে পটোলপত্র—শোথ রোগীকে যদি শাক সেবন করাইতে হয়, তাহা হইলে তিৎপলতাই প্রশস্ত (চি: ১৭ অ:)। (৪) বিবদোষে পটোল শাক—সর্ষপ্রকার বিবদোষের পক্ষে তিৎপলতা প্রশস্ত (চি: ২৫ অ:)। (৫) উরুস্তম্ভে পটোলশাক—তিৎপলতা জলে সিদ্ধ করিয়া, তিল তৈলে সপ্তলন পূর্বক, বিনা লবণে, উরুস্তম্ভ রোগীকে সেবন করাইবে (চি: ২৭ অ:)।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তে পটোলপত্র—বৃহ ভর্জিত তিৎপলতা রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর (উ: ৪৫ অ:)।

চক্রদত্ত—পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে পটোলপত্র—নিমপাতা ও পলতার যুগ পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর রোগীর পক্ষে হিতকর (জর চি:)। (২) জ্বরে শাকার্থ পটোল—জ্বর রোগীকে শাক দিতে হইলে, তিৎপলতা বা পলতা দিবে (জর চি:)। (৩) পিত্তজ্বরে পটোলপত্র—পলতা ও ববের কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ শীতল হইলে, মধু দ্বারা মধুর করিয়া, পিত্তজ্বরীকে পান করাইবে। ইহা পিত্তজ্বরের তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক (জর চি:)। (৪) বাতব্যাদিতে পটোলফল—পটোলের যুগ লবু, বৃষ্য ও বাতহর (বাতব্যাদি চি:)।

ভাবপ্রকাশ—পিত্তজ্বর বসন্ত রোগে, প্রথমেই পটোল মূলের কাথ পান করাইবে (ম: খ: ৪তা:)।

বস্তুব্য—ধনুস্তরীয়নিঘণ্টু ও রাজনিঘণ্টু রচয়িতা পটোলী বা স্বাছপটোলী নাম যে উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি? ক্রতমাত্র বোধ হয়, যাহাকে আমরা

ইতিশূর্বে স্বাহ পটোল বসিয়াছি, স্বাহ পটোলী তাহারই সংস্কৃত নাম। বস্তুতঃ তাহা মছে। স্বাহ পটোলীর একটা নাম “নিষ্কর্ণী,” আর একটা নাম “স্বাহপত্রফলা” স্বাহ পটোল ‘নিষ্কর্ণী’ মছে, কিন্তু তিৎ পটোলের মত “কর্কশচ্ছদ”। স্বাহ পটোল, স্বাহফল বটে, কিন্তু স্বাহপত্র নহে; সুতরাং “স্বাহ পটোলী” আমাদের কথিত স্বাহ পটোল হইল না। যাহার পাতা চিকণ, যাহার ফল আকারে ও স্বাদে স্বাহ পটোলের মত, তাহাই “স্বাহ পটোলী”। সে “স্বাহ পটোলী” কি? আমার অনুমান হয়, যাহাকে একগে লোকে “কুঁদরুকি” বলে তাহাই স্বাহ পটোলী। কাশী প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কুঁদরুকি পটোলবৎ বাজারে বিক্রীত হয় এবং উহার রীতিমত আবাদ হয়। কিন্তু ইহাতে একটা আপত্তি জন্মে। নিঘণ্টুদ্বয়ে স্বাহ পটোলীর গুণ বর্ণন-স্থলে বলা হইয়াছে—“পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং বল্লী চাস্ত কফাপহা। ফলং ত্রিদোষনাশনং মূলধনস্য বিরেচয়েৎ”। ভাবপ্রকাশ রাজবল্লভাদিতে স্বাহ পটোলের পত্রাদিরও ঠিক ঐরূপ গুণ বর্ণন করা হইয়াছে। এবং স্বাহ পটোলী নামে পৃথক কোন উদ্ভিদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। হইতে পারে, কুঁদরুকির পত্রাদির গুণও স্বাহ পটোলের মত। কুঁদরুকির পত্রাদি, আমরা ঔষধার্থে ব্যবহার করি না; সুতরাং এস্থলে আমার পরীক্ষাসিক্ত জ্ঞান নাই। সুশ্রুত, পটোলম্বেছকে কুষ্ঠে হিতকর বলিয়াছেন (চি: ৩১ অ:)।

নব্যমত—স্ফোরি ডিমক্ প্রভৃতি নবীন দ্রব্যগুণবেত্তারা পটোলের গুণ বর্ণন-প্রস্তাবে বনচিচিন্দা ও মহাকালের গুণ বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে পটোলের গুণ সঙ্গীয় নব্যমত উক্ত হইল না। কবিরাজগণ যাহাকে পটোল বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহা বস্তুতঃ কি, আমরা উপরে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছি।

পদ্ম—পদ্ম ।

পদ্ম, কমলম্ । Nelumbium Speciosum.

উত্পলানি কষায়ানি রক্তপিত্তহরাণি চ । কুমুদোত্পলনালাস্তু সপুষ্পাঃ
সফলাঃ স্মৃতাঃ । শীতাঃ স্বাদুকষায়াস্তু কফমারুতকোপনাঃ । কষায় মৌষ-
দিষ্টম্ভি রক্তপিত্তহর' স্মৃতম্ । পীষ্করন্তু ভবেদ্বীজ' মধুর' রসপাকযোঃ ।
শরকঃ ।

सतिक्तं मधुरं शीतं पद्मं पित्तकफापहम् । मधुरं पिच्छिलं क्षिप्तं
कुमुदं चादि शीतलम् । तस्मादस्यान्तरगुणे विद्यात् कुवलयोत्पले ।
सुश्रुतः ।

पुण्डरीकं हिमं तिक्तं मधुरं पित्तनाशनम् । दाहघ्नमस्योषणं
पिपासाभ्रमनाशनम् । धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च । नीलावजं
शीतलं खादु सुगन्धि पित्तनाशनम् । रुच्यं रसायने श्रेष्ठं देहदाय्यं च कैशरदम् (?) ।
धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च । पाके रक्तोत्पलं शीतं तिक्तञ्च
मधुरं रसे । भिनत्ति पित्तसन्तापौ ध्वंसयत्यस्रजां हृजम् । धन्वन्त-
रीयनिघण्टुः । कोकनदं कटु तिक्तं मधुरं शिशिरं च रक्तदोषहरम् ।
पित्तकफवातशमनं सन्तर्पणकारणं हृषणम् । कमलं शीतलं खादु रक्तपित्त-
श्रमार्त्तिनुत् । सुगन्धि भ्रान्तिसन्तापशान्तिदं तर्पणं परम् ॥ राजनिघण्टुः ।
कुमुदं शीतलं खादु पाके तिक्तं कफापहम् । रक्तदोषहरं दाहघ्नमपित्त-
प्रशान्तिकत् । धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुश्च । उत्पलिनी हिमतिक्ता
रक्तामयहारिणी च पित्तघ्नी । तापकफकासटृष्णाश्रमवमिशमनी च विज्ञेया ।
राजनिघण्टुः । पद्मिनी शिशिरा रुक्षा कफपित्तहरा स्मृता ।
धन्वन्तरीयनिघण्टुः । पद्मिनी मधुरा तिक्ता कषाया शिशिरा परा ।
पित्तकृमिशोषवान्तिभ्रान्तिसन्तापशान्तिकत् । राजनिघण्टुः । खादु तिक्तं
पद्मवीजं गर्भस्थापनमुत्तमम् । रक्तपित्तप्रशमनं किञ्चिन्मारुतकञ्चिद् ।
धन्वन्तरीयनिघण्टुः । पद्मवीजं कटु खादु पित्तच्छर्दिहरं परम् । दाहास्र-
दोषशमनं पाचनं रुचिकारकम् । राजनिघण्टुः । अविदाहि विसं
प्रोक्तं रक्तपित्तप्रसादनम् । विष्टम्भि मधुरं रुचं दुर्जरं वातकोपनम् । धन्वन्त-

रीयनिघण्टुः । मृणालं शिशिरं तिक्तं कषायं पित्तदाहजित् ।
 मूत्रकृच्छ्रविकारघ्नं रक्तवाग्निहरं परम् । राजनिघण्टुः । पद्मकन्दः कषायः
 स्वात् स्वादे तिक्तो विपाकतः । शीतवीर्योऽस्रपित्तोत्थरोगभङ्गाय कल्पते ।
 धन्वन्तरीयनिघण्टुः । शालुकं कटु विष्टम्भि रुचं रुच्यं कफापहम् ।
 कषायं कासपित्तघ्नं तृष्णादाहनिवारणम् । राजनिघण्टुः । तृषाघ्नं
 शीतलं रुचं पित्तरक्तक्षयापहम् । पद्मकेसरमेवोक्तं पित्तघ्नं सकषायकम् ।
 धन्वन्तरीयनिघण्टुः । किञ्जलकं मधुरं रुचं कटु चासत्रव्रणापहम्
 शिशिरं रुच्यपित्तघ्नं तृष्णादाहनिवारणम् । राजनिघण्टुः । सम्वर्त्तिका
 (नवदलं) हिमा तिक्ता कषाया दाहहृत्प्रणुत् । मूत्रकृच्छ्रगुदव्याधिरक्तपित्त-
 विनाशनो । पद्मस्य कर्णिका (वी कोषः) तिक्ता कषाया मधुरा हिमा । मुख-
 वैशद्यकृत्तृषी तृष्णास्त्रकफपित्तनुत् । भावप्रकाशः ।

रक्तपित्ते उत्पलादिकिञ्चल्कम्—“उत्पलकुमुदपद्मकिञ्चल्कं रुंश्राहक-
 रक्तपित्तप्रशमनानाम्” (सूः २५ अः) । (२) रक्तपित्ते मृणालम्—“* *
 दुरालभापर्पटकामृणालम् * * एते समस्ता गणेशः पृथग्वा । रक्तं सपित्तं
 शमयन्ति योगाः” । (चिः ४ अः) । (३) मूत्रकृच्छ्रे कमलं—“पिवेत् कषायं
 कमलोत्पलानाम्” (चिः २६ अः) । चरकः ।

रक्तार्शःसु पद्मकिञ्चल्कम्—“शर्कराभोजकिञ्चल्कसहितं सह वा तिलैः ।
 अभयस्तं रक्तगुदजान् नवनीतं नियच्छति” । (चिः ८ अः) । वाग्भटः ।

गुदनिर्गमे पद्मिनीपत्रम्—“कोमलं पद्मिनीपत्रं यः खादेच्छर्करान्वितम् ।
 एतन्निश्चित्य निर्हिष्टं न तस्य गुदनिर्गमः (शुद्धरोग—चिः) । चक्रदत्तः ।

ज्वरातिसारे पद्मकेसरः—“उत्पलं दाडिमत्वक् च पद्मकिञ्चल्कमेव च ।
 पीतं तण्डुलतोयेन ज्वरातिसारनाशनम् (मः खः अतिसार चिः । (२) शूकर-

দংশিতজ্বরে পদ্মমূলম্—“রাজীবমূলকল্কঃ পোতৌ গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ ।
শময়তি শূকরদংশিতজ্বরং ঘোরম্ (মঃ স্বঃ ৪ ভাঃ) । ভাবপ্রকাশঃ ।

মুখপ্রবৃত্তে রুধিরে পদ্মকিন্দ্রল্কম্—“পদ্মকিন্দ্রল্কচূর্ণা লিঙ্গায়া
সিতয়া পুনঃ । মুখপ্রবৃত্তরুধিরং কৃষ্ণায়ায় #” (চিঃ ১১ অঃ) । (২) মূষ-
নিরোধে পদ্মকন্দঃ—তৈলেন পদ্মিনোকন্দং পক্কং গোমূত্রমিশ্রিতম্ । পিবেন্মূষনিরোধে তু
সতোব্রব্দনান্বিতে” (চিঃ ২০ অঃ) । হারীতঃ ।

পদ্মের ভেদ—ধনুস্তরীয় নিঘণ্টুর মতে পুণ্ডরীক, সৌগন্ধিক, রক্তপদ্ম, কুমুদ এবং
সুদ্রউৎপলভয় এই সাতপ্রকার পদ্ম । অত্যন্ত শ্বেত পদ্মকে পুণ্ডরীক বলে । আমরা
দেখিয়াছি শ্বেতপদ্ম নিদাঘে প্রক্ষুটিত হয় ; কিন্তু ধনুস্তরীয় নিঘণ্টুতে ইহাকে “শরৎপদ্মম্”
বলা হইয়াছে । আমরা কুমুদকেই (শালুক ফুল) শরতে ফুটিতে দেখি । সৌগন্ধিক
ধনুস্তরীয় নিঘণ্টুর মতে নীলপদ্ম—“সৌগন্ধিকং নীলপদ্ম ” । পদ্মে’ৎপঃ নীলকুমুদসৌগন্ধিক
কুলম্বপুণ্ডরীকশৈবলকোথক্রাতাঃ” (সূঃ ১৩ অঃ) এই সৌগন্ধিক পাঠের ব্যাখ্যায় ডব্বণ
বলিয়াছেন, “সৌগন্ধিকং গর্ভভপুষ্পাভিধান মতাস্তস্মরতি চম্প্রোদয়বিকাশি” । ভারতবর্ষে
অধুনা নীলপদ্ম হর্গভ বলিয়াই জানি ; সুতরাং উহা অত্যন্ত স্মরতি এবং চম্প্রোদয়বিকাশি কি না
বলিতে পারি না । ভাষায় যাহাকে স্মৃতি বলে তাহাই যদি “সৌগন্ধিক” হয়, তাহা হইলে
“অত্যন্তস্মরতি” বিশেষণ অসঙ্গত হইয়া পড়ে । গর্ভভপুষ্প “কেন্দ্রে দেশের ভাষানাম
তাহার নির্গণ ও সহজ নহে । ভাবপ্রকাশকার কল্লারের পর্যায়ে সৌগন্ধিক পাঠ করিয়াছেন ।
এং “নীল মন্দীবরং স্মৃতাং” বাক্যে নীলপদ্মের নাম ইন্দীবর নির্দেশ করিয়াছেন । ভাবপ্রকাশ-
কার, সৌগন্ধিককে নীলপদ্ম বলিয়া স্বীকার করিলে একরূপ লিখিবেন কেন ? কল্লার কি ?
ধনুস্তরীয় নিঘণ্টুতে কুমুদের পর্যায়ে কল্লার পঠিত হইয়াছে । এই মতে কল্লার শালুক
ফুল হয়, ভাবপ্রকাশকার কল্লার ও কুমুদ পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন । সৌগন্ধিককে শালুক
বলিলে ডব্বণের সহিতও বিরোধ ঘটে । শালুক ফুল অত্যন্ত স্মরতি হওয়া দূরে থাকুক,
উহার গন্ধ নাই বলিলেও হয় । চরকের স্মৃতিবিরজনীয় বর্গের ব্যাখ্যায় চক্রপাণি বলিয়াছেন
“সৌগন্ধিকঃ শুক্লী” (সূঃ ৪ অঃ) । সুতরাং দেখা গেল সৌগন্ধিকের পরিচয়ে আচার্য্যগণ পরস্পর
বিসম্বাদী । রক্তপদ্মের দলের বর্ণ গোলাপ ফুলের দলের মত । যাঁহে শ্বেতপদ্ম যেমন

প্রচুর, কোচবিহারে রক্তপদ্ম উৎকৃষ্ট সুলভ। শালুক ফুলের সংস্কৃত নাম কুমুদ। শালুক শরতে ফুটিয়া থাকে। নিঘণ্টুকার ক্ষুদ্র উৎপলত্রয়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“ঈষ-
কীতং বিহঃ পদ্মমীষরীণ মথোৎপলম্। ঈষদ্রুং তু নলীনং ক্ষুদ্রস্ত্ৰোৎপলত্রয়ং”। খেত-
সুঁদি, নীল সুঁদি ও রক্তশালুক এই তিন প্রকার পুষ্পকে ক্ষুদ্র উৎপল বলা হয়। রক্ত-
শালুককে রাঢ়ে “রক্তকমল” বলে। অজলোকে ইহাকে রক্তপদ্ম বলিয়া ভ্রমে পতিত হয়।

পদ্মিনীর প্রত্যঙ্গ বিশেষের নাম—ভাবপ্রকাশকার বলেন—মূল, নাল, দল,
ফুল ও ফল সহিত পদ্মকে পদ্মিনী বলে। কুমুদিনী নলিনী প্রভৃতিরও অর্থ এইরূপ।
পদ্মের মূলকে শালুক, নালকে মৃগাল, কোমল পত্রকে সম্বর্তিকা, কেসরকে বিজ্ঞক এবং
পুষ্পরসকে মকরন্দ বলেন। অমরসিংহের মতে, মৃগাল পদ্মমূল। বিস শব্দ মৃগালের
পর্যায়। বৈদ্যকে বহুস্থলে বিসমৃগাল একত্র উক্ত হইয়াছে। টীকাকারগণ অর্থ করেন
—“মৃগালং মূলমৃগালং বিসস্ত স্বল্পমৃগালং,। বিসশব্দেন মৃগালনির্গতঃ প্রতানঃ শিবদাসঃ।
“মৃগালং মূলং, বিসং মৃগালনির্গতপ্রতানঃ”। ইতি বৃন্দটীকায়াং শ্রীকৃষ্ণঃ। সূত্রতও বলিয়া-
ছেন “প্রতানাঃ পদ্মিনীকন্দাধিসাদীনাং যথা জঃম্” (শাঃ ৭ অঃ)।

বর্ণন—বিলে কিম্বা বহুপ্রাচীন, দীর্ঘকাল অসংস্কৃত, অতএব পঙ্কবহুল এবং নিদাঘেও
বাহার জল শুষ্ক হয় না এরূপ পুষ্পলীতে পদ্ম জন্মে। কোকনদ অর্থাৎ রক্তপদ্ম গ্রীষ্মে প্রফুল্লিত
হয় এবং বর্ষার ইহার বীজ পরিপক হয়। রক্ত ও খেতপদ্মের মূল কদমে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রতান
বিস্তার করে। মূল অসুষ্ঠতুল্য স্থূল হয়, বেশ মসৃণ, রক্তবর্ণে চিহ্নিত এবং অন্তঃশুষির। পুরাণ
গাছের মূল স্থানে স্থানে মনুষ্যের মৃষ্টাকৃতি স্থূলতা প্রাপ্ত হয়। পদ্মের পত্র ঠিক চালের মত। পত্রো-
দয় ত্রিভুজ এবং হরিদ্বর্ণ এবং মথ্মলের মত কোমল। পত্রপৃষ্ঠ ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং সিরাকর্ষণ। শুষি-
রতা হেতু পদ্মপত্র জলে বেশ ভাসিয়া থাকে। রক্তপদ্মের দলের বর্ণ টকটকে লাল নহে—
কিন্তু গোলাপফুলের দলের মত। দলের মূলদেশ ফিকে গোলাপী এবং অগ্রভাগের দিকে বর্ণ
ক্রমশঃ গাঢ় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পদ্ম “শতদল” হইলেও দল বস্তুতঃ সর্বত্র একশত দেখা যায়
না—সচরাচর একটী পদ্মে ২০—৭০টী দল থাকে। দলগুলি আকারে সমান নহে—বাহ্যদল
ক্ষুদ্র, বাহ্যদলের পৃষ্ঠ সবুজবর্ণ। মধ্যদল বৃহত্তর এবং আন্তর দল পুনঃ হৃদ্বাকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
জলের গভীরতামুসারে নালের দীর্ঘতার স্থানাধিক্য ঘটিয়া থাকে। নাল অতীক্ষাগ্র কণ্টক
ব্যাপ্ত। ছিন্ন হইলে যে তন্তু নির্গত হয় তাহাকেও মৃগালসূত্র বলে। নাল জলের কিঞ্চি-
দূর্বে উঠিয়া পুষ্প ধারণ করিয়া থাকে। লোকে পদ্মের পুষ্পধিকে “পদ্মের টাট” বলে।
ইহাতে বীজ নিমজ্জিত থাকে বলিয়া, দেখিতে যেন বোলতার চাকের মত। কালিদাস

পুষ্করবীজমালার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতপদ্মের দলের বর্ণ কুঁদফুলের জ্বর গুত্র। শ্বেতপদ্ম সর্বাংশে রক্তপদ্মের তুল্য। কেবল শ্বেতপদ্মে রক্তপদ্মাপেক্ষা অল্পসংখ্যক বীজ থাকে। রক্তপদ্মে ১০—৩০ এবং শ্বেতপদ্মে ৮—২০টা বীজ সচরাচর দৃষ্ট হয়। কুমুদ অর্থাৎ শালুকফুল পঙ্কবহল পল্লাদিতে জন্মে। শালুক বর্ষাশেষে—শরতে প্রাক্কুটিত হয়। ইহার দল পুণ্ডরীকবৎ গুত্র, শ্বেতপদ্মাপেক্ষা ইহার দল সংখ্যায় অল্পতর এবং আকারে ক্ষুদ্রতর। পদ্মের নাগের মত শালুকের নাগে কাঁটা থাকে না। দুই প্রান্ত ধরিয়া ভাঙিলে, পদ্মের নাগ মহ্কাইরা যায়, শালুকের নাগ শকপূর্বক বিধা হয়। শালুকের ফলের ভিতর সর্ষপাকৃতি বীজ থাকে। ইহাকে “ভাঁট” বলে। ভাঁটের গৈয়ের মোদক উত্তম খাদ্য। উলুবেড়িয়াতে এই মোদক যেমন উত্তমরূপ প্রস্তুত হয় অল্প কুত্রাপি তাদৃশ হয় না। রক্তশালুকের (ক্ষুদ্রোৎপলভেদ) দল সংখ্যায় শালুকাপেক্ষা অধিকতর এবং আকারে দীর্ঘতর হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সর্বাংশে শালুকের মত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, কোমলপত্র, পুষ্প, নাগ, কন্দ।

বৈদ্যকে পদ্মের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে উৎপলাদিকেসর—উৎপল, কুমুদ এবং পদ্মের কেসর, ধাতক ও রক্তপিত্তপ্রশমক দ্রব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (স্বঃ ২৫ অঃ)। রক্তপিত্তে যৃগাল—পদ্মের হুল মূলের স্বরস, কক, কাথ কিষ্ক। শীতকষায় রক্তপিত্তের হিতকর (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) মূত্র-কৃচ্ছ্রে কমল—কমল ও উৎপলের কাথ, মূত্রকৃচ্ছুরোগী পান করিবে (চিঃ ২৬ অঃ)।

বাগ্ভট—রক্তার্শে পদ্মকেসর—পদ্মকেসর চূর্ণ করিয়া চিনি ও নবনীত সহ সেবন করিলে, অর্শের রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৮ অঃ)।

চক্রদত্ত—গুদনির্গমে পদ্মপত্র—কোমল পদ্মপত্র চিনির সহিত সেবন করিলে, গুদ-নির্গম (হারিশ্ বাহির হওয়া) নিশ্চিত প্রশমিত হয় (ক্ষুদ্র রোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—জ্বরাতিসারে পদ্মকেসর—উৎপল, দাড়িমের খোসা এবং পদ্ম-কেসর চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া চেলোনীর সহিত পান করিলে, জ্বরাতিসার নাশ করে। (২) শূকরদংষ্ট্রে দ্রুতজ্বরে পদ্মমূল—শূকর দংষ্ট্রাঘাত জন্তু অর হইলে পদ্মমূল পেষণ পূর্বক গব্যস্বত সহ পান করিবে। (মঃ ধঃ ৪ ভাঃ)।

হারীত—মুখপ্রবৃত্তরুধিরে পদ্মকেসর—মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে, পদ্মকেসর চিনির সহিত সেব্য (চিঃ ১১ অঃ)। (২) প্রস্রাবরোধে পদ্মকন্দ—তিলতৈলে তর্জিত পদ্মকন্দ গোমূত্রে পেষণপূর্বক পান করিলে, মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১০ অঃ)।

বস্তব্য—চরক আসব্যোনি পুষ্পের মধ্যে পদ্মাদির উল্লেখ করিয়াছেন। চলিত গর্ভা
নারী পদ্মবীজ সেবন করিবে। পদ্মবীজ গর্ভস্থাপক।

Constituents.—The rhizome and seeds contain resins, glucose, meterabin, tannin, fat and an alkaloid similar to nupharine identical with that obtained from nupharluteum. (*Materia Medica of India* II, p. 39)

Actions and uses.—The seeds are demulcent and nutritive; the filaments and flowers are cooling, astringent, bitter, and expectorant. Syrup of flowers are used in coughs, to check hæmorrhage from bleeding piles, in sanguineous fluxes from the bowels and in menorrhagia. The lotus flowers and fresh leaves with sandal wood or emblic myrobalans are used as a cooling application to the forehead in cephalalgia, to the skin in erysipelas and to other external inflammations. A cooling bed sheet made of kamala is used for fever patients with high fever. The seeds with those of *Euryale ferox* (Makhanna), are used as an article of diet. The starch contained in the rhizome when collected, constitutes a sort of arrowroot known to Chinese as Ghaanfeen. The powder of the seeds kamarkakri is known by the name of Bhesabola. These two products come from Shanghai, and are largely used by native women as a demulcent in leucorrhœa. (R. N. Khory --II, p. 39.)

নব্যমত—পদ্মবীজ স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর। পুষ্পের কেসর ও দল—শীত, কষায়, তিক্ত এবং কফনিঃস'রক। পুষ্পের সিরাপ, অর্শের রক্তস্রাব, রক্তপ্রদরের স্রাব এবং অঙ্গ হইতে সরক্ত প্রচুর দ্রব মলনির্গম প্রতীকারার্থ ও কাসে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদ্মের পুষ্প এবং কোমল পত্র, চন্দন কিম্বা আমলকীসহ পেষণ পূর্বক, শিরঃশীড়া, বিসর্প এবং বৃগ্গত অগ্নাত প্রদাহের নিবৃত্তিজন্য, প্রলেপরূপে ব্যবহার করিবে। কমলপত্রে রচিত শয্যা, তীব্রজ্বরার্ধ রোগীর শরণার্থ প্রশস্ত। মখান্নবং পদ্মবীজও খাণ্ডরূপে ব্যবহৃত হয়। পদ্মের মূল অর্থাৎ শালুকজাত বেতগার হইতে এরাকুতুল্য এক প্রকার গাণ্ড প্রস্তুত হয়। পদ্মবীজ চূর্ণ "ভেস্‌বোলা" নামে প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষীয় রমণীগণ, প্রদররোগে, স্নিগ্ধতা সম্পাদক বলিষ্ঠা, চীন রাজ্যের সজ্বাই হইতে আমদানী এই দুইটা খাদ্য, প্রচুর ব্যবহার করেন। (আর, এন. কোরি—২য় খণ্ড ৩৯ পৃঃ)।

पद्मक—पद्मकः ।

पद्मकः. पद्मकाष्ठम् । Prunus Pudum. P. Sylvetica, Cerasus Pudum.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“पीतरक्तः” “पाटलापुष्पवर्षकः”, “पद्म-
गन्धि” । उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—“मालयम्,” “केदारजम्” ।

पद्मकं शिथिरं क्षिधं कषायं रक्तपित्तनुत् । गर्भस्यैर्ष्यकरं प्रोक्तं चर-
च्छर्हि विषापहम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । मोहदाहज्वरभ्रान्तिकुष्ठविस्फोट-
शान्तिज्ञत् । पद्मकं शोतलं तिक्तं रक्तपित्तविनाशनम् । धन्वन्तरीयनिघण्टू-
राजनिघण्टुश्च ।

पद्मकं तुवरं तिक्तं शोतलं वातनं लघु । विसर्पदाहविस्फोटकुष्ठश्लेष्माह-
पित्तनुत् । गर्भसंस्थापनं कथं वमिषण्टषापणुत् । भावप्रकाशः ।

रक्तपित्ते पद्मकम्—“उशीरकालीयकलोध्रपद्मक * * । पृथक्
पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः । सशर्करास्तण्डुलधावनाद्भुताः । रक्तं सपित्तं * *
शमयन्ति सद्यः” । (चिः ४ अः) । चरकः ।

हिक्काशवासयोः पद्मकम्—“* पद्मकं वा घृतद्भुत” (चिः ४ अः) ।
वाग्भटः ।

पद्मकेरु भाषानाम—वाः पद्मकाष्ठ । हिः पद्मक । मः—पद्मकाष्ठ । षुः—पद्मक-
तुलाकडू । कः—पद्मक । तैः—पद्मपूचेकका ।

पद्मकेरु परिचयज्ञापिका संज्ञा—“पीतरक्त,” “पाटलापुष्पवर्षक,” “पद्मगन्धि”
उत्पत्तिबोधिका संज्ञा—“मालय,” “केदारज” ।

বর্ণন—পদ্মক বৃক্ষ অতি উচ্চ হয়। ইহা হিমালয় ও কেদার পর্বতে জন্মে। পদ্মক-বৃক্ষের কাষ্ঠের বর্ণ পাটলা পুষ্পের মত। নিঘণ্টু মতে কাষ্ঠের গন্ধ পদ্মের মত। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যথার্থ পদ্মকাষ্ঠের গন্ধ ও স্বাদ বাদামের তৈলের মত। এই স্বাদ ও গন্ধ বেশ স্পষ্ট নহে, যত্নপূর্বক অনুভব করিতে হয়। বঙ্গদেশের বণিকগণ, যে কোন একটা সুগন্ধি কাষ্ঠকে পদ্মকাষ্ঠ বলিয়া বিক্রয় করে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাষ্ঠ। মাত্রা ৩ আনা হইতে ২৩ আনা।

বৈদ্যকে পদ্মকাষ্ঠের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পদ্মকাষ্ঠ—পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন সমভাগে, তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্বক, চিনির সহিত, রক্তপিত্তী পান করিবে (চি: ৪ অ:)।

বাগ্ভট—হিকাশ্বাসে পদ্মকাষ্ঠ—ঘৃতযুক্ত পদ্মকাষ্ঠের ধূন গ্রহণ করিলে হিকা ও শ্বাস নিবৃত্তি পায় (চি: ৪ অ:)।

বক্তব্য—চরক, বেদনাস্থাপন বর্গে এবং সূশ্রুত, শুভ্রূচ্যাদিবর্গে পদ্মক পাঠ করিয়াছেন। নিঘণ্টু কারগণ পদ্মকে গর্ভস্থৈর্যাকৃৎ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সূশ্রুত, শারীর স্থানের দশমাধ্যায়ে, অস্থিরগর্ভা নারীর মাসামুমাসিক পেয় কাথের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু পদ্মকের উল্লেখ নাই। সিদ্ধযোগ রচয়িতা বৃন্দ, অন্যান্য দ্রব্যের সহিত, গর্ভশ্রাব নিবারণার্থ পদ্মক ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—“বসেরুশৃঙ্গাটকপদ্মকোৎপলম্। সমুদ্রাঘটীমধুকং সশর্করম্। সশৃঙ্গগর্ভক্ষতিনীড়িতাঙ্গনা। পয়োবিমিশ্রং পয়সান্নভূক্ পিবেৎ ॥” এইরূপ প্রচার যে, পদ্মকাষ্ঠ জলে ঘর্ষণ করিয়া পান করাইলে, অস্থিরগর্ভা নারীর গর্ভশ্রাবশঙ্কা দূরীভূত হয়।

Constituents.—Amygdalin.

Actions and uses.—The bark is used as a bitter tonic and sedative. It is given during convalescence from acute diseases and in palpitation of the heart. (*Materia Medica of India*—II p. 244)

নব্যমত—পদ্মকের স্বক্, তিক্ত বলকারক এবং অবসাদকর। কোন অচিরজাত ব্যাধির অবসানে যে দৌর্জলা জন্মিয়া থাকে তৎপ্রতীকারার্থ এবং অস্বাভাবিক হৃৎস্পন্দন নিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে (আর এন্ ফোরি—২য় খণ্ড ২৪৪ পৃ:)

पक्रवक—परुषकम् ।

परुषकम्, परुषम् । Grewia Asiatica.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“नीलवर्णम्” “मृदुफलम्” “अस्वास्त्रि” ।

परुषकं फलं घाम्लं वातघ्नं पित्तज्जदगुरु । तदेव पक्कं मधुरं वातपित्त-
निवर्हणम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

परुषमम्लं कटुकं कफार्तिजिद् । वातापहं तत्फलमेवपित्तदम् । सोष्णं च
पक्कं मधुरं रुचिप्रदम् । पित्तापहं शोफहरस्रपीतम् ॥ राजनिघण्टुः ।

परुषकं कषायाम्ल मामं पित्तकरं लघु । तत्पक्कं मधुरं पाके शीतं
विष्ठम्नि वृंहणम् । हृद्यन्तु पित्तदाहास्रज्वरक्षयसमीरहत् । भावप्रकाशः ।

मदात्ययस्य पिपासायां परुषकम्—“परुषकानां पीलूनां रसं # *” (चिः
१२ अः) । चरकः ।

रोहिणीनाम गलरोगे परुषकम्—“# कवलो द्राक्षापरुषैः कथितो
द्वितः” (मः स्वः ४ भाः) । भावप्रकाशः ।

पक्रवकेरु भाषानाम—वा—कल्पा । हिः—कान्ता, पक्रवा । मः—क वृष्ठमा । वः—
बेट्टहा, दागलि । तैः—पुटिकी । सुः—वामन । काः—पान्ता । आः—कान्ता ।

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“नीलवर्णम्” “अस्वास्त्रि” “मृदुफलम्” ।

वर्णन—कल्सार वृक्ष, कलेरु वृक्ष उन्माने रक्षित इव । पाता लोका, पत्रास्त
कवातेरु मत् शीत काटा । पुष्प, पुष्पदण्डद्विष्ट । पुष्पदण्ड, पत्रवृक्ष सर्गिष्ठ हान हटेते
निर्गत इव—प्रतिपुष्पदण्ड तिनटीर अधिक पुष्प पाके ना । नीतेरु नेवे पक्रवक वृक्ष

পুষ্টিত হয়—গ্রীষ্মে ফল পাকে । পক পক্রমক নীলবর্ণ । কাঁচা ফলসা কষায়ামল । পাকিলে
অন্নমধুর ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল । মাত্রা—ফলস্বরস—৫ তোলা, কাথ ৫—১৫ তোলা ।

বৈদ্যকে পক্রমকের ব্যবহার ।

চরক—মদাত্যায়ের পিপাসায় পক্রমক—পিপাসিত মদাত্যায় রোগীকে পাকা ফলস্বর
স্বস পান করাষ্টবে (চিঃ ১২ অঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—রোহিণী নাম গলরোগে ফলসা—কিস্মিস্ ও ফলস্বর কাথ প্রস্তুত
করিয়া রোহিণী রোগীকে, কবলার্থ প্রয়োগ করিবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ) ।

বস্তুব্য—চরক বিরেচনোপগ, জ্বরহর এবং শ্রমহর শর্গে (সূঃ ৪ অঃ) পক্রমক পাঠ
করিয়াছেন এবং ফলবর্গে লিখিয়াছেন—“পক্রমকং মধুকঞ্চ বাতপিত্তে চ শশ্রুতে” (সূঃ ২৭ অঃ) ।
সুশ্রুত, পক্রমকাদিবর্গে (সূঃ ৩৮ অঃ) পক্রমক পাঠ করিয়াছেন এবং ফলবর্গে (সূঃ ৪৬ অঃ)
লিখিয়াছেন—“অত্যন্মলমীষমধুরং কষায়াম্বুসং লঘু । বাতপ্লং পিত্তজনন গাম্ বিদ্যাৎ পক্রমকম্
ওদেব পকং মধুরং বাতপিত্তনিবর্হণম্ । বিপাকে মধুরং শীতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্” ।

নব্যমত সমালোচনা—ডিমক্ (১ম খণ্ড ২৩৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন (“It
(G. asiatica) is cultivated for its acrid fruit, which is one of the *Phala—
traya* or fruit triad of Sanskrit writers”) পক্রমক ফলত্রয়ের অন্ততম ফল । বৈদ্যকে
ত্রিফলা, স্বাহুত্রিফলা এবং সুগন্ধিত্রিফলা এই তিন প্রকার ত্রিফলার উল্লেখ নেপা যয় হরিতকী
আমলকী বহেড়াকে ত্রিফলা । ড্রাক্কা, পঙ্কুর ও গাঙ্গারীর ফলকে, কিম্বা ড্রাক্কা দাড়িম ও
খঙ্কুরকে স্বাহুত্রিফলা এবং জাতীফল এলা ও লবঙ্গ ফলকে সুগন্ধিত্রিফলা বলে । ত্রিবিধ
ত্রিফলার মধ্যে পক্রমকের উল্লেখ নাই ; সুতরাং ডিমকোক্তি অমূলক ।

Actions and uses—Cooling refrigerant ; the bark is demulcent, and
given in fever and dysentery. (R. N. Khory—II. p. 88).

पर्पटे - पर्पटः ।

पर्पटः । Oldenlandia herbacea, O. biflora.

पर्पटः शीतलस्त्रिक्तः पित्तश्लेष्मज्वरापहः । रक्तदाहाराचिन्सानिमदभ्रमविना-
शनः । धन्वन्तरीयनिघण्टू राजनिघण्टुसु ।

पर्पटो हन्ति पित्तास्रभ्रमदृष्णाकफज्वरान् । संघ्राही शीतलस्त्रिक्तो दाह-
नुहातलो लघुः । भावप्रकाशः ।

पर्पटो पित्तहृद्दाहज्वरजित् कफशोषणः । राजवल्लभः ।

रक्तपित्ते पर्पटः—“दुरालभापर्पटकमृणालम् । * * एते समस्ता
गणशः पृथग्वा । रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः” (चिः ४ अः) । (२)

अतिसारे पर्पटः—“* * मुस्तपर्पटकेन” (चिः १० अः) । (३)

मदात्स्ये पर्पटः—“मुस्तपर्पटकेन वा—” (चिः १२ अः) । चरकः ।

ज्वरिणः शाकार्यं पर्पटः—कर्कोटकं पर्पटकं * * । * * शाकार्ये
ज्वरिताय प्रदापयेत्” (ज्वर चिः) । (२) पित्तज्वरे पर्पटः—“एकः पर्पटकः

श्रेष्ठः पित्तज्वरविनाशनः” (ज्वर चिः) । (३) वमने पर्पटः—क्वाथः पर्पटजः

पीतः सञ्चौद्र मूर्च्छिनाशनः” (छर्दि चिः) । चक्रदत्तः ।

पर्पटिकेर भाषानाम—वाः—क्रे२पापड़ा । टिः—पि२पापड़ा, दवन्पापड़ा
मिरपटी, पि३पापड़ा । ङुः—पी२ पापड़ा, मडमलियो । कः—पर्पाटक । तैः—पापाटकम् ।
उः—जडपापड़ा । कोचवि—पट्टिपट्टि, वे२पापड़ा । काः—शा२रा । अः—वकलुमन्नीक ।

বর্ণন—কেংপাপড়ার ছোট ছোট ক্ষুপ জলাসর ভূমিতে জন্মে। ইহা বর্ষাশেষে অক্ষুণ্ণিত হইয়া শরতে বর্ধিত এবং নিদাভের রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া থাকে। স্বাদ—অতিতিক্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রক্ষুপ। মাত্রা—কাথ ৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে পর্পটের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পর্পট—কেংপাপড়ার স্বরস, কক, কাথ কিম্বা শীতকষায় রক্তপিত্ত রোগে প্রশস্ত (চি: ৪ অ:)। (২) অতিসারে পর্পট—মুখা ও পর্পটের কাথ অতিসার রোগীকে পান করাইবে (চি: ১০ অ:)। (৩) মদাত্যয়ে পর্পট—ষড়ঙ্গ পরিভাষামুসারে প্রস্তুত মুখা ও পর্পটের পানীয়, মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে (চি: ১২ অ:)।

চক্রদত্ত—জ্বরে শাকার্থ পর্পট—জ্বররোগীর পক্ষে পর্পট শাক প্রশস্ত (জ্বর চি:)। (২) পিত্তজ্বরে পর্পট—এক পর্পটেই শ্রেষ্ঠ পিত্তজ্বর নাশক (জ্বর চি:)। (৩) বমনে পর্পট—পর্পটের কাথ মধুযোগে সেবন করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দি চি:)।

বক্তব্য—চরক, ভৃষ্ণানিগ্রহণবর্গে পর্পট পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, অতিসার চিকিৎসায় দ্রব্যাস্তরের সহিত পর্পটের উল্লেখ করিয়াছেন—“মুক্তং পর্পটকং শুষ্ঠীবচাসাতি-বিষাভরাঃ” (উ: ৪০ অ:)। সৌশ্রুত ছর্দিপ্রতিষেধে পর্পটের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Chemical Composition.—A watery extract of this plant gave coloured precipitates with alkalies, a green reaction with ferric chloride, none with gelatin or acids, an abundant creamcoloured precipitate with lead acetate, and afforded indications of an alkaloid. A watery solution of an alcoholic extract had similar properties; it was mawkish and saline to the taste, and when evaporated to dryness it formed a mass of cubical, deliquescent crystals. A portion of this extract ignited left a saline residue consisting of potassium sodium, and a small quantity of Calcium, mostly existing as chlorides. No ammonia was detected in the herb, and the alkaloid was shaken out of an alkaline solution with ether, but had no very characteristic reaction. The value of the plant as a cooling medicine no doubt is due to the inorganic salts present. The dried herb left an unusually large incombustible residue, amounting to 22 p. c., very soluble in water. (Pharmacographia Indica, II, p. 129)-

নব্যমত নব্যোরা বলেন পর্পটক জ্বররোগীর পক্ষে হিতকর।

पलाण्डु—पलाण्डुः ।

पलाण्डुः । Allium Cepa. गुणप्रकाशिका संज्ञा—“दुर्गन्धः, मुखदूषकः

श्लेष्मलो मारुतघ्नश्च पलाण्डुर्नच पित्तहृत् । आहारयोगी वल्यश्चगुर्वल्योऽथ
रोचनः । चरकः (सूः २७ अः)

बलावहः पित्तकरोऽथकिञ्चित् । पलाण्डुरग्निश्चविवर्धयेच्च । श्लिग्धो रुचिस्थः
स्थिरधातुकर्त्ता । वल्योऽथ मेधाकफपुष्टिदश्च । स्वादुर्गुरुः शोषितपित्त-
शस्तः । स पिच्छिलः क्षीरपलाण्डुरूतः । मुश्रुतः (सूः ४६ अः)

पलाण्डुस्तद्गुणान्यूनः श्लेष्मलो नातिपित्तलः । कफवातार्गसां पथ्यः खेदेऽ-
भ्यवहृत्तौ तथा । वाग्भटः (सूः ६ अः) ।

पलाण्डुस्तद्गुणो नान्यो विपाके मधुरस्तु सः । कफं करोति नो पित्तं केवलोऽ-
निलनाशनः । पलाण्डुः कटुको वल्यो गुरुर्वातास्त्रपित्तजित् । अन्यः क्षीर-
पलाण्डुश्च वृष्यो मधुरपिच्छलः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

पलाण्डुः कटुको वल्यः कफपित्तहरो गुरुः, वृष्याश्चरोचनः श्लिग्धो वाग्निदोष-
विनाशनः । राजनिघण्टुः ।

स्वादुः पाके रसेऽगुणः कफकृत्नातिपित्तलः । हरते केवलं वातं बलवीर्य-
करो गुरुः । भावप्रकाशः ।

नासिकास्रुते रक्ते पलाण्डुः—“यदासमूलानि पलाण्डुमूलम् । मस्यं
*” (चिः ५ अः) । (२) रक्तार्शःसु पलाण्डुः—“रसखड्गदूषयवागूसंयुक्तः केवलोऽ-
थवा जयति । रक्तमतिवर्त्तमानं वातश्च पलाण्डुर्नपयुक्तः” (चिः ८ अः) ।

হিক্সাশ্বাসগ্রো: পলাণ্ডুঃ—“বসোনসয় পলাণ্ডোষ্মামূলং” * । নাভয়েত্
* * * ” (চি: ২১ অ:) । স্বরক: ।

— — — — —

পলাণ্ডুর ভাষানাম — বঃ—পেয়াজ্ । হিঃ—পাজ্ । ঙুঃ—হুঙ্গলী । কঃ—উল্লি ।
ভৈঃ—নীর উলি । তঃ—বেঞ্জয়ম্ । ফাঃ—প্যাড্ । অঃ—বসল্ । ইং—কুইল্, সি ওনিয়ন্ ।

পলাণ্ডুর ভেদ—ধম্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে, পলাণ্ডু ও ক্ষীরপলাণ্ডু এবং রাজনিঘণ্টুতে
শ্বেতকন্দ পলাণ্ডু ও রাজপলাণ্ডুর (রক্তকন্দ পলাণ্ডু) উল্লেখ দৃষ্ট হয় । আজকাল তিন প্রকার
পলাণ্ডু সচরাচর বাজারে দেখা যায়—শ্বেতকন্দ দুই প্রকার, এক প্রকার ছোট, এক প্রকার বড় ।
ছোট শ্বেতকন্দ পলাণ্ডুকে রাঢ়ে “বড় পিয়ার্জ” বা “ঘোড় পিয়ার্জ” বলে । বড় শ্বেতকন্দ
পিয়ার্জকে “পাটনাই পিয়ার্জ” বলে, ইহা পিচ্ছিল ও মধুর । বঙ্গীয় হিন্দুরা ইহাকে অপবিত্রতর
মনে করেন । আর এক প্রকার রক্তকন্দ ছোট পিয়ার্জ আছে বাহা লোকে “ছোট পিয়ার্জ”
নামে প্রসিদ্ধ । ইহাই রাজপলাণ্ডু । “পাটনাই পিয়ার্জই” বোধ হয় ক্ষীরপলাণ্ডু ; কারণ
নিঘণ্টুকার উহাকে মধুর পিচ্ছিল বলিয়াছেন ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—কন্দ, কচিং পত্র ।

বৈদ্যকে পলাণ্ডুর ব্যবহার ।

চরক—নাসিকা হইতে রক্তপাতে পলাণ্ডু—নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে, পলাণ্ডুর
রসের নস্ত গ্রহণ করিবে (চি: ১ অ:) । (২) রক্তার্শে পলাণ্ডু—অর্শ রোগীর অতিমাত্র রক্ত
স্রাব হইতে থাকিলে, যম যবাগুসহ কিম্বা কেবল পলাণ্ডু সেবন করাষ্টবে । ইহা কেবল রক্ত-
রোধক নহে, বাতনাশকও বটে (চি: ২ অ:) । হিক্সাশ্বাসে পলাণ্ডু—পলাণ্ডুর নস্ত গ্রহণ
করিলে হিক্সা প্রশমিত হয় (চি: ১২ অ:) ।

Constituents—Scillapicrine soluble in water and alcohol. Scillamarine
Soluble in alcohol and chloroform and Scillinine soluble in alcohol but
insoluble in water and chloroform; a peculiar Carbo-hydrate, sinistrin,
sugar, mucilage and citrate of Calcium ash 3 p. c. (R. N. Khory—II,
p. 616.)

Actions and uses—In small doses, stimulant, expectorant and diuretic.
It slows hearts beat and increases the flow of urine. It is excreted

by the bronchial, genito-urinary and gasto-intestinal secretions. In large doses, it is emetic and cathartic and in excessive doses a narcotic acrid poison, causing nausea, strangury or bloody urine, often suppression of urine, gastro enteritis followed by convulsion and paralysis of heart and death. As an expectorant it is given in chronic bronchitis, whooping cough, asthma croup and catarrhal affections; generally combined with ammonia, ipecacuanha asafetida and benzoin. In croup it is generally given with tartar emetic. It should never be given in the acute stage of inflammation of the lungs. As diuretic it is given with digitalis and salines, in asthenic form of cardiac dropsy when there is no fever, in rheumatism, calculous affections and skin diseases. In these it is generally mixed with figs, anise, grape juice and honey. Syrup of squills is of great value in acute bronchitis where the sputum is tenaceous and scanty; also in chronic bronchitis associated with emphysema and in spasmodic croup (*R. N. Khory—II, p. 616.*)

নব্যমত—পলাণ্ডু অল্প মাত্রায় সেবন করিলে, উষ্ণ, কফনিঃসারক এবং মূত্রল। পলাণ্ডু সেবনে হৃদয়ের গতি মন্দীভূত হয় এবং বর্জিত্বদ্বারা প্রস্রাব নির্গত হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় বামক ও বিরেচক। অত্যধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিবমিষা, মূত্রকৃচ্ছ, কিণ্বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গম, কচিং মূত্ররোধ, অস্ত্রের প্রদাহ ও আক্ষেপ, হৃদয়ের কার্যশক্তির বিলোপ এবং মূত্রা ঘট্টয়া থাকে। পলাণ্ডু, এমোনিয়া ইপিকাকুয়ানা, হিন্দু এবং বেঞ্জয়েন্ সহ, জীর্ণকাস, ঘুংড়িকাস, শ্বাস এবং অস্ত্রাণ্ড প্লেয়রোগে কফনিঃসারকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুপ্ফুস ইহা প্রায়ই “টাটার এমিটিক্” সহ প্রয়োগ করা হয়। কুপ্ফুস প্রদাহের তরুণাবস্থায়, পলাণ্ডু, কদাচ ব্যবহার করিবে না। হৃদয়দৌৰ্জস্যজাত শোথরোগে অল্প না থাকিলে, বাত, অশ্বরী-শর্করাদিরোগ এবং চর্মবিকারে, ডিজিটেলিন্ এবং লবণ সহ পলাণ্ডু, মূত্রকারকরূপে ব্যবহার করিবে। এই সকল স্থলে পলাণ্ডু, প্রায়ই পক্ষ বজ্জডুশুণ, আণ্ডুরের রস এবং মধু সহ ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তরুণ কাসরোগে যদি প্লেয়া ভাবের মত ও অত্যল্প পরিমাণে নির্গত হয় তাহা হইলে পলাণ্ডুর সিরাপ বিশেষ ফলপ্রদ। পুরাণ কাসে “এন্টিসেমা” থাকিলে কিণ্বা আক্ষেপমূলক কুপ্ফুস রোগেও ইহা প্রযোজ্য (আর, এন, কোরি ২য় খণ্ড ৩১৬ পৃঃ)।

पलाश—पलाशः ।

पलाशः, किंशुकः । *Butea frondosa*.

वायवहारशापिका संज्ञा—“यान्निकः,” “समिद्धरः” । परिचय-
शापिका संज्ञा—“त्रिपर्शः,” “वक्रपुष्पः,” “रक्तपुष्पः” । गुणप्रकाशिका-
संज्ञा—“चारत्रेहः,” “वीजत्रेहः” ।

चारत्रेहः कृमिघ्नश्च संग्राही दीपनः सरः । श्लेष्मगुलाग्रहणार्थो वातश्लेष्म-
विनाशनः । किंशुकस्यापि कुसुमं सुगन्धि मधुरश्च यत् । वीजन्तु कटुकं
क्षिप्तपुष्पं कृमिवलासजित् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

पलाशसु कषायोष्णः कृमिदोषविनाशनः । तद्बीजं पामकण्डूतिदद्रुत्वग्दोष-
नाशकम् । तस्य पुष्पञ्च सोष्णञ्च कण्डूकुष्ठार्तिनाशनम् । रक्तः पीतः सितो-
नीलः कुसुमैश्च विभज्यते । किंशुकैर्गुणसाम्येऽपि सितो विज्ञानदः स्मृतः ।
राजनिघण्टुः ।

कषायः कटुकाक्षितः क्षिप्तो गुदजरोगजित् । भ्रमसन्धानकृद्दोषघ्नश्चार्थः-
कृमीन् हरेत् । तत्पुष्पं स्वादु पाकेतु कटु तिक्तं कषायकम् । वातलं कफ-
पित्ताक्षयञ्चूजिदं चाहि शीतलम् । दृग्दाहशमकं वातरक्तकुष्ठहरं परम् । फलं
सघ्नं मेहार्थः कृमिवातकषायकम् । विपाके कटुकं रसं कुष्ठगुलोदरप्रशुत् ।
भावप्रकाशः ।

पलाशमूलखरसो नेत्रच्छायान्ध्रपुष्पजित् । तद्बीजं कृमिविभ्रंसि कारुण्डो
रुहायने चितः । श्लेष्मनिघण्टुः ।

पलाशभवनिर्वासो चाही च चपयेद्भुवः । चरुं सुखान् वावाचवेद्
खेदातिनिर्गमम् । चात्रेयसंहिता ।

रक्तपित्ते—पलाशत्वक्—“पलाशवृक्षस्य रसेन सिंहः । तत्रैव कृष्णेन
मधुद्रवेन । लिङ्गाद्घृतं * * ” (चिः ४ अः) । अर्शुःसु पलाशपत्रम्—
“त्रिष्टुहन्तीपलाशानां * * । सुष्टुष्टं यमके दद्याच्छाकं दधिसरायुतं” (चिः ८
अः) । (३) अतिसारे पलाशफलम्—“पलाशफलनिर्युहं पयसा पाय-
येत तम् । ततोऽनुपाययेत् कोष्ठां चीरमेव यथाबलम् । प्रवाहिते मले तेन
प्रशाम्यतुगदरामयः” (चिः १० अः) । चरकः ।

कृमिषु पलाशवोजम् “पलाशबीजस्वरसं कर्कसं वा तण्डुलाम्बुना”
(उः ५४ अः) सुश्रुतः ।

रक्तपित्ते पलाशवस्फलम्—“पलाशवस्फलकाद्यो सुशीतः शर्करान्वितः ।
पिवेद्वा मधुसर्पिभ्यां * * । (चिः २ अः) । वाग्भटः ।

अर्शुःसुः पलाशचारः—“वरोषगर्भं पलाशस्य त्रिगुणे भक्ष्यवारिचि । साधितं
पिवतः सर्पिः पतन्तर्गोस्यसंशयम्” (अर्शुः चिः) । चक्रदत्तः ।

रक्तगुल्मे पलाशचारः—“पलाशचारतोयेन सर्पिः सिंहं पिवेच्च सा” ।
(गुल्मचिः) । (२) पुष्पाख्ये नेत्ररोगे—पलाशपुष्पम्—“पलाशपुष्पस्वरसे र्भङ्गुः
परिभावितम् । करञ्जबीजं तद्वर्ति दृष्टेः पुष्पं विनाशयेत्” (मः अः ४ भाः) ।
(३) वीर्यवत्तनयलाभार्थं पलाशपत्रम्—“पत्रमेकं पलाशस्य पिष्ट्वा दुग्धेन
गर्भिणी । पीत्वा पुत्रमवाप्नोति वीर्यवन्तं न संशयः” (मः अः ४ भाः) ।
भावप्रकाशः ।

पित्ताभिष्यन्दे पलाशशोचितम्—“पलाशं स्याच्छोचितं चाक्षुणार्थं * * ”
(नेत्ररोगाधिः) । (२) योनिमाढीकरार्थं पलाशफलम्—“पलाशो-

দুম্বরফলং তিলতৈলসম্মিতম্ । মধুনা যোনি মালিষ্য গাঢ়ীকরণমুত্তমম্ ।
(স্নোরোগাধি:) । (২) বৃষিকদংশনে পলাশবীজম্—“অর্কচীরেণ সম্মিষ্টং লেপা-
দ্বীজং পলাশজম্ । বৃষিকান্তি হরেৎ * * ” (বিষাধিকা:) । বহুসেন: ।

পলাশের ভাষানাম — ব:—পলাশ গাছ । হি:—ঢাক, টেম্বু, কেম্বু, কাছরিয়া ।
ম:—পটুঠম । শু:—খাগরো । ক:—মুন্ডলু । তৈ:—মাতুকা চেট্টু । তা:—পরশন্ ।
উ:—পরাস্ত ।

ব্যবহারজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“যাজিক,” “সমিচর” । পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা
—“ত্রিপর্ণ,” “বক্রপুষ্প,” “বক্রপুষ্প” । গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“কারশ্রেষ্ঠ” “বীজ-
সহ” ।

বর্নি—পলাশবৃক্ষ উচ্চ হয় । কোচবিহারে যত্র তত্র পলাশবৃক্ষ নেত্রপথে পতিত হয় ।
রাঢ়ে কিন্তু ইহা এতাবশ সুলভ নহে । দুই চারিটা পল্লী অতিক্রম করিলে হয়ত একটা
পলাশ তরু পথিকের নয়নগোচর হয় । পলাশ ত্রিপর্ণ—একটা বৃন্তে তিনটা পাতা ।
সাধারণবৃন্ত অতি দীর্ঘ । মধ্যস্থ পত্রের বৃন্ত, পার্শ্বস্থ পত্রদ্বয়ের বৃন্তাপেক্ষা দীর্ঘতর,
মধ্যস্থ পত্র, কচিং কিকিৎ সগহ্বরগ্রাণ । পত্র বৃহৎ, অণ্ডগোলাকার পত্রোদর চিকণ,
পত্রপৃষ্ঠ রোমাঙ্কিত । ইহার পত্র, শালপাতার মত দীর্ঘকাল কার্যোপযোগী থাকে । রাঢ়ে
যেমন তালপাতার “পেকে” “টোকা” তৈয়ার করে, কোচবিহারের লোকে সেইরূপ পলাশ
পাতার “ঝাঁপি” প্রস্তুত করে । প্রাবৃটের প্রথম বারিপাতে পলাশতরু নবপত্রে ভূষিত হয় ।
বসন্তে যখন পলাশতরু পুষ্পিত হয়, তখন বৃক্ষ পত্রবিবর্জিত হইয়া থাকে । পুষ্প ব্যাঘ্রনথবৎ
বক্র । বাঙ্গালিগণের মতে পুষ্পবর্ণভেদে পলাশ চারি প্রকার—বক্র, পীত, শুভ্র, নীল ।
নিবন্ধকার যদিও ইহাকে “বক্রপুষ্প” বলিয়াছেন, তথাপি স্বরূপতঃ বলিতে গেলে
কমলা সেবুর গোসার রঙে কিকিৎ লাল রঙ মিশাইলে যেমন বর্ণ হয়, পলাশ ফুলের বর্ণ
তরুণ । কালিদাস পলাশবৃক্ষকে “নখকতানৌব বনস্থলীনাম্” বলিয়া নিতান্ত সজ্জনতার
পরিচয় দিয়াছেন । পুষ্প অশাখ পুষ্পদণ্ডে স্থিত পলাশফুলের কুণ্ড মধুমলের মত কোমল,
রক্তবর্ণ ঘনসঙ্গিবিষ্ট রোমে ব্যাপ্ত । শিখীধারী উদ্ভিদের মূল যেমন হয় ইহারও ফুলের মূল
তরুণ । পলাশের শিখি চ্যান্টা সিমের মত এবং পাংলা । শিখির অগ্রভাগে, পাংলা

କାଗଜର ମତ ଆଧାରେ ଆବୃତ, ଏକଟିମାତ୍ର ବୃକ୍ଷାକୃତି ବୀଜ ଥାଏ । ପଳାଶକୂଳର ମୂଳେ ବହୁଦି ରଞ୍ଜିତ ହୁଏ ।

ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର - ଝଡ଼, ଲତା, ପୁଷ୍ପ, ବୀଜ, ଶୋଣିତ (ନିର୍ଘାସ) । ମାତ୍ରା—ବୀଜ ୩—୭ଟା

ବୈଦ୍ୟକେ ପଳାଶର ବ୍ୟବହାର ।

ଚରକ—ରକ୍ତପିତ୍ତେ ପଳାଶଝଡ଼—ପଳାଶଝଡ଼କର କାଥ ଓ କଢ଼ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପାକ କରିବେ । ଏହି ସ୍ଵତ ରକ୍ତପିତ୍ତ ରୋଗୀ ମଧୁସହ ସେବନ କରିବେ (ଚି: ୫ ଅ:) । (୨) ଅର୍ଶେ ପଳାଶଝଡ଼—କୋମଳ ପଳାଶଝଡ଼ ଏକତ୍ର ମିଶ୍ରିତ ତୈଳସ୍ଵତେ ଭାଜିଯା ନଦିର ମରେର ସହିତ ଅର୍ଶୋରୋଗୀକେ ସେବନ କରାଯିବେ (ଚି: ୯ ଅ:) । (୩) ଅତିସାରେ ପଳାଶବୀଜ—ପଳାଶ ବୀଜର କାଥ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସେବନ କରାଯିବ, ପଞ୍ଚ ୨ ଆର ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପାନ କରିବେ ୬ ଦିବେ । ବିବେଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅତିସାରେ ଏହି କାଥ ସେବନ କରାଯିବ, ବିବେଚନା ହେଉ, ଅତିସାର ନିର୍ମୂଳିତ ପାୟ (ଚି: ୧୦ ଅ:) ।

ସୁଶ୍ରୁତ—କୃମିରୋଗେ ପଳାଶବୀଜ—ପଳାଶବୀଜର ରସ, କିଷ୍କା ଓ ଶା ପେଷଣପୂର୍ବକ, ତୃଣ-ଲେଦକେର ସହିତ, କୃମିବିନାଶାର୍ଥ ପାନ କରିବେ, (ଉ: ୧୫ ଅ:) ।

ବାଗ୍ଢ଼—ରକ୍ତପିତ୍ତେ ପଳାଶଝଡ଼—ପଳାଶଝଡ଼କର କାଥ ଶୀତଳ ହେଲେ, ତିନି କିଷ୍କା ମଧୁସ୍ଵତ ସେବେ ପାନ କରିବେ । ଏହା ରକ୍ତପିତ୍ତେ ହିତକର—(ଚି: ୨ ଅ:) ।

ଚକ୍ରଦତ୍ତ—ଅର୍ଶେ ପଳାଶଝଡ଼—ତ୍ରିଶୁଳ ପଳାଶଝଡ଼ରୋଦକ ଏବଂ ଦ୍ଵିକଟୁଝଡ଼ ସହ ସ୍ଵାଧିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପାକ କରିବେ । ଏହି ସ୍ଵତ ଅର୍ଶୋ ରୋଗୀକେ ପାନ କରାଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଶର ବଳି ପଡ଼ିବ ହେ (ଅର୍ଶ: ଚି:) ।

ଭାବପ୍ରକାଶ—ରକ୍ତଞ୍ଜ୍ଞେ ପଳାଶଝଡ଼—ପଳାଶଝଡ଼ରୋଦକ ଦ୍ଵାରା ବିପକ ସ୍ଵତ, ଶୁକ୍ରରୋଗଗ୍ରସ୍ତା ନାରୀ ପାନ କରିବେ (ଶୁକ୍ର ଚି:) । (୨) ପୁଷ୍ପନାମ ଅକ୍ମିରୋଗେ ପଳାଶପୁଷ୍ପ—ଓହର କରଜାର ବୀଜ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଯା ପଳାଶ ପୁଷ୍ପର ରସେ ୧ ବାର ଭାବନା ଦିଆ ବର୍ଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧି ମଧୁସ୍ଵତେ, ତଳେ ବା ଛାଗୌଡ଼ଞ୍ଜେ ସର୍ଷପପୂର୍ବକ, ନୟନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପୁଷ୍ପନାମ ନୟନରୋଗ ଆରାମ ହେ (ଯ: ଧ: ୫ ଡା:) (୩) ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ପୁତ୍ରଲାଭାର୍ଥ ପଳାଶଝଡ଼—ଗର୍ଭିଣୀ ଗର୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତାବେର ପୂର୍ବେ, ଚୂର୍ଣ୍ଣପିଟ୍ଟ ଏକଟି ଆର୍ଦ୍ର ପଳାଶଝଡ଼ ପାନ କରିବେ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ପୁତ୍ର ପ୍ରସୂତ ହେ (ଯ: ଧ: ୫ ଡା:) ।

ବନ୍ଧୁସେନ—ପିତ୍ତାଭିଷ୍ୟକ୍ତେ ପଳାଶନିର୍ଘାସ ନିର୍ଘାସିକାନ୍ୟରୋଗେ, ପଳାଶର ନିର୍ଘାସ (ଆଠା) ଅନ୍ୟାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିବେ (ନେତ୍ରରୋଗ ଚି:) (୨) ଯୋନିଗାଢ଼ୀକରଣାର୍ଥ ପଳାଶ—ପଳାଶବୀଜ ଓ ଓହ୍ଵଦକ୍ଷ (ଯଜ୍ଞଦୁର) ତିଳଟିଲେସହ ଉତ୍ତମରୂପ ପେଷଣପୂର୍ବକ ମଧୁସ୍ଵତେ ଯୋନିତେ ପ୍ରଦାନ ଦିବେ

যোনির শিথিলতা নষ্ট হয় (স্ত্রীরোগাধি:) । (৩) বৃশ্চিকদংশনে পলাশবীজ—আকন্দের আঠার পলাশবীজ পেষণপূর্বক লেপ দিলে বৃশ্চিক দংশন জন্তু যাতনা নিবৃত্তি পায় (বিষাদি:) ।

বক্তব্য—চরক, কুঠে পলাশনির্দাহ রসের প্রয়োগ করিয়াছেন (স্থ: ৩ অ:) । অর-
রোগীর বাহ্যিক নিবারণার্থ পলাশপত্রের প্রলেপ হিতকর । বৃন্দ বলেন—“অল্পপিষ্টে: স্থপীতৈর্বা
পলাশতরুৈর্দ্বিহেৎ” (অর চি:) ।

Constituents.—The gum contains kino, tannic and gallic acids 50 p. c. mucilage and ash 2 p. c.; on dry distillation it yields pyrocatechin. The seeds contain a tasteless oil of a yellow colour; wax or fat 18 p. c. albuminoid, gum, glueose, organic acids, metarabic acid and phlo-baphene, cellulose, ash 5 p., (*Materia Medica of India II, p. 195.*)

Actions and uses.—Leaves astringent and alterative used in diarrhoea, pyrosis, sweating of phthisis, diabetes, menorrhagia, worms and colic. A hot poultice made of leaves is used to disperse boils and pimples. The decoction is used as an injection into the rectum in diarrhoea dysentery, and into the vagina in leucorrhœa; also used as a gargle in sore throat and ulcers of the mouth. The seeds are aperient and anthelmintic, used with success in tape-worms and round-worms. A decoction of seeds and infusion of flowers is used with nitre as a diuretic in dysuria and in retention of urine. Externally the seeds are irritant and used with lime juice in dhobie's itch, ringworm, indolent ulcers and fistula. Gum.—A powerful astringent and a good substitute for kino and may be used for all the purposes for which kino is used. The natives use this gum, combined with rock salt and other astringents in pterygium and opacities of the Cornea. Flowers are also astringent and diuretic. Varalians of flowers are applied to the pubes in dysuria and retention of urine and to promote menses. (*Do, II, p. 195.*)

নব্যমত—পলাশের পত্র কষায় ও রসায়ন । ইহা, অতিসার, ক্রিমিশূল (Pyrosis), শোথের ঝর, সোমরোগ, রক্তপ্রস্রব, কৃমি ও শূল রোগে সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । পত্রের উষ্ণ প্রলেপ দ্বারা ত্রণশোধ বিগীনতা প্রাপ্ত হয় । পত্রকাথ প্রস্তুত করিয়া ওদ্বারা, অতিসারে শুষ্কদেশে এবং প্রদরে যোনিতে পিচকাণী দিবে এবং গলক্লেতে কিম্বা মুগক্লেতে, এই কাথের কবল করিতে দিবে । পলাশবীজ সর অর্থাৎ ভ্রবৎ রেচক এবং কৃমিনাশক । কেঁচোর মত এবং কিতায় মত কৃমি বিনষ্ট করিবার জন্য পলাশবীজ সেবন করাটয়া, কল পাওয়া গিয়াছে । পলাশবীজের কাথ এবং ফুলের কাণ্ট সোণার সহিত মূবক্লে ও মূত্রাঘাত রোগে সেবন

କରାହିଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ରୀଷ୍ଣ ସହଜେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବାଧା । ପଳାଶବୀଜ ଶେଷରେ ବସେ ମେଷଣପୁରୁଷ “ରାଜକଞ୍ଚୁ” (Dhobie's itch), ନିଜ, ବେଦନାବିନିର୍ଜ୍ଜିତ କୃତ ଏବଂ ଉଗ୍ରରେ ଶ୍ରେଣୀ ଦିଏ । ପଳାଶନିର୍ଯ୍ୟାସ ତୀବ୍ର ମହୋଚକ । ଇହା “କାହିନ”ର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିନିଧି—ସେ ଯେ ମୌଢ଼୍ୟ “କାହିନୋ” ବ୍ୟବହାର କର, ତତ୍ତ୍ୱାବଂ ବ୍ୟାଧିତେହି ଇହାଂ ବ୍ୟବହାର ହୁଏତେ ପାରେ । ଏତଦ୍ଦେଶୀୟ ଲୋକେ ମୈକ୍ତବଳବଣ ଏବଂ ଅନ୍ତାତ କହାର ବସ୍ତ୍ରସହ, ଅଧିମାଂସାର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ପଟଲଗତ ନେତ୍ରରୋଗେ (Pterygium and opacities of the cornea) ପଳାଶ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରେ । ପଳାଶ ପୁଷ୍ପ, କହାର ଓ ସୁନ୍ଦରକାଞ୍ଚୁ । ବସ୍ତ୍ରମେଷେ, ପଳାଶପୁଷ୍ପର ନଳ ବିଛାହିଯା ବାଧିଯା ରାଧିଲେ, ମୁକ୍ତକୃଚ୍ଛୁ, ମୁକ୍ତାଦାତ ନିର୍ବୃତ୍ତି ପାଏ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରେ (ଆୟ, ଏନ କୋରି ୨ୟ ଖଣ୍ଡ ୧୨୧ ପୃ:) ।

ପାଠା—ପାଠା ।

ପାଠା, ଅମ୍ବଷ୍ଟା । *Clypea hernendifolia, Cissampelos, hexendra, C. pareira.*

ପୂର୍ବୀଚାର୍ଯ୍ୟାକ୍ରତବର୍ଣ୍ଣନମ୍—“ପାଠା ଅପିଷ୍ଠକର୍ଣ୍ଣୀ ପାଠଃ ଇତି ଶ୍ଳୋକେ”

(ଉତ୍ସବ୍ଧ: ୩୮ ଶ୍ଳୋ: ଧାରମ୍ବଧାଦିଗ: ଟୀ:) ।

ପରିଚୟଜ୍ଞାପିକା ସଂଜ୍ଞା—“ତ୍ରିଶିରା” “ଅପିଷ୍ଠକର୍ଣ୍ଣୀ” (ଅପିଷ୍ଠୀଽପିଷ୍ଠ: ପର୍ଣ୍ଣରୂପ: କର୍ଣ୍ଣୀଽସ୍ୟା:) “ପୁଷ୍ପପର୍ଣ୍ଣୀ” ।

ଗୁଣାପ୍ରକାଶିକା ସଂଜ୍ଞା—“ତିକ୍ତାପୁଷ୍ପା,” “ବରତିକ୍ତା” “ଦୋଷୀ” ।

ପାଠା ତିକ୍ତରସା ପୁଷ୍ପା ବିଷଣ୍ଣୀ କୁଷ୍ଠକଞ୍ଚୁବୁତ୍ । ଛର୍ଦ୍ଦିଞ୍ଚୁରୋମ୍ବରଜିଜିହ୍ୱା-
ଶମନୀ ପରା ॥ ପାଠାଽତିସାରଶୂଳଜ୍ଞୀ କଫପିତ୍ତଞ୍ଚରାପହା । ଧନ୍ୟଜୀବ-
ନିଷଠ୍ଟୁ: ।

ପାଠା ତିକ୍ତା ଶୁକ୍ଳା ଚ ବାତପିତ୍ତଞ୍ଚରାପହା । ଭକ୍ତସଂହାରୀବୁତ୍ ପିତ୍ତ-
ଦାହାତିସାରଶୂଳହୃତ୍ । ରାଜନିଷଠ୍ଟୁ: ।

ପାଠାଽକଟୁକା ଶୁକ୍ଳା ବାତଶ୍ଳେଷହରୀ ଶସ୍ତ୍ର: । ଇତି ଶୂଳଞ୍ଚରଞ୍ଚର୍ଦ୍ଦିଞ୍ଚୁଽତିସାର-

दृष्टुजः ॥ दाहकण्डूविषखासकृमिगुल्मगरवणान् । भावप्रकाशः ।

पाठाऽतिसारशमनी लघ्वो दोषत्रयापहा । राजवल्लभः ।

अर्शःसु पाठा—“दुष्पर्शकेन विल्हेन यमान्या नागरेन वा । एकैको-
नापि संयुक्ता पाठा हन्यर्शसां रजम् । (चिः ८ अः) । चरकः ।

लवणमेहे पाठा—“पाठाऽगरकषायं लवणमेहिनां” (चिः ११ अः) ।

(२) ग्रन्थीभूते शुक्रे पाठा—“ग्रन्थीभूते पिबेत् पाठाम्” (शाः २ अः) ।

सश्रतः ।

अर्शःकर्त्तुं वायोरनुलोम्याय पाठा—“पाठया—वा युतं तक्रं वातवर्चोऽनु
लोमनम्” चिः ८ अः) । वाग्भटः ।

अन्तर्बिद्रधौ पाठा—“शमयति पाठामूलं चोद्भुक्तं तण्डुलाम्बुना-
पीतम् । अन्तर्भूतविद्रधिमुद्धतमाखेव मनुजस्य च” (विद्रधिचिः)—(२) सुख-

प्रसवार्थं पाठा—“पाठायाम्बु शिफां योनौ या नारी सम्प्रधारयेत् । शिरःप्रसवकाले
तु सा सुखेन प्रसूयते ” (स्त्रीरोग चिः) । चक्रदत्तः ।

अतिसारे पाठामूलम् “पाठां पिष्ट्वा च गोदध्ना * । अतिसारं वगथादाहं
हन्तेऽवाप्य न संशयः” (मः खः १ मः भाः) । भावप्रकाशः ।

अतिसारे पाठापत्रम्—माहिषेन तु तक्रेण पाठापत्रं तथैव च” (अति-
साराधिः) । वृद्धसेनः ।

पाठार परिचयञ्जापिका मंछा—“त्रिनित्रा,” “वृद्धपनी,” गुणप्रकाशिका
मंछा—“तिष्ठपूना,” “वृद्धिका,” वीपनी ।

पाठार भाषानाम—वाः—आकृनादि, निशुका गता । हिः—पाठ । मः—“हाड्युष्ट

শুঃ—কালী পাট, করেণী মূল । কঃ—পাঠা । তৈঃ—পাটচেট্টু । উঃ—পাকনবিদ্ধি । কোচবি—
টাকামুগী । আঃ—আকন বিদ্ধি ।

বর্ণন—পাঠা বৃক্ষশ্রিতা লতা । কচিং বৃতিপ্রভৃতি আশ্রয়পূর্বক প্রত্যন বিস্তার
করে । লতা সূতার মত—অতি স্থল হইলেও কণিষ্ঠানুলির অধিক স্থল হয় না । পত্রবৃন্ত পত্র—
পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে, বৃন্তসন্নিহিত পত্রাংশ অভিন্ন ও গোল এবং পত্রাগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু । বৃন্ত-
সন্নিহিত পত্রাংশ অচ্ছিন্ন বলিয়া পাঠার একটি নাম ‘অবিদ্ধকণী’ । অমরকোষের টীকাকার
মুকুট অবিদ্ধকণীর অর্থ লিখিয়াছেন “অবিদ্ধোহচ্ছিন্নঃ পৰ্শরূপঃ কর্ণোহস্যাঃ” । পাঠার পুষ্পদণ্ড
সশাখ—পুষ্প অতি ক্ষুদ্র । বর্ষাকালে পুষ্পিত হয় । ফল সেয়াকুলের বা ভূটায় দানার মত ।
এবম্পকার উদ্ভিদকে রাঢ় ও বঙ্গের বৈদ্যগণ পাঠা বলিয়া জানেন ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও মূল । মাত্রা—মূল ২—৪ আনা । পত্রকক—৪—৮ আনা ।
মূলকাথ—৫—১০ তোলা ।

বৈদ্যকে পাঠার ব্যবহার ।

চরক—অর্শে পাঠা—দুরালভা, বেলশুঠ, যমানী কিষা শুঠের সহিত, পাঠামূলকক সেবন
করিলে, অর্শের যন্ত্রণা প্রশমিত হয় (চিঃ ৯ মঃ) ।

সুশ্রুত—লবণমেহে পাঠা—যাহার লবণমেহ হইয়াছে তাহাকে, পাঠামূল ও অগুরু
কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ) । (২) গ্রন্থীভূতে শুক্রে পাঠা—শুক্রে গ্রন্থীভূলা
হইলে, পাঠামূলের কাথ পান করাইবে (শাঃ ২ অঃ) ।

বাগ্ভট—অর্শে বায়ুর অমুলোমার্থ পাঠা—পাঠামূলকক, তক্রের সহিত পান করিলে,
অর্শী রোগীর বায়ু সরল হয় এবং মল অমুলোমগতি প্রাপ্ত হয় (চিঃ ৮ অঃ) ।

চক্রদত্ত—অস্ত্রবিদ্রুধিতে পাঠা—অস্ত্রবিদ্রুধির অপকাবস্থায়, পাঠামূল মধুর সহিত
উষ্ণরূপ পেষণপূর্বক, তণ্ডুলোদক সহ পান করিলে, অস্ত্রবিদ্রুধি বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (বিদ্রুধি
চিঃ) । (২) সুখপ্রসবার্থ পাঠা—গর্ভস্থ শিশুর মাথা যোনির নিকে বহিয়াছে, অথচ যদি
প্রসবে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে পাঠার মূল পেষণপূর্বক, যোনিতে প্রলেপ দিলে, সুখে প্রসূত হয়
(স্ত্রীরোগ চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—অতিসারে পাঠা—গোদধির সহিত পাঠামূল পেষণপূর্বক পান করিলে
অতিসারের ব্যথাদাহ নিঃসংশয় প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ১ ভাঃ) ।

বঙ্গসেন—অতিসারে পাঠাপত্র—মাছিষ তক্রের সহিত পাঠাপত্রকক সেবন করিলে অতিসার প্রশমিত হয় (অতিসারাবিকাঃ) ।

বক্তব্য—পূর্বাচার্য্যলিখিত পাঠার পরিচয়ান্বিত ব্যাখ্যা এবং নব্যগণ লিখিত বর্ণন ও চিত্র লইয়া আলোচনা করিলে, সংপ্রতি বৈজ্ঞগণ যে উদ্ভিদকে পাঠা বলিয়া ব্যবহার করিতেছেন, তাহা বস্তুতঃ পাঠা কিনা, এ বিষয়ে সংশয় জন্মে । নিবন্টকার পাঠাকে “ত্রিশিরা” বলিয়া ছেন । আমাদের বর্ণিত পাঠার পত্র, কাণ্ড বা ফলের কোনটাই “ত্রিশিরা” নহে । যে উদ্ভগ পাঠাকে “অবিষ্ককর্ন” বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন, তিনিই উক্তর তক্রের ৫১ অধ্যায়োক্ত “তালীশতামলক্যগ্রাজীবন্তীকুষ্ঠসৈক্ৰবৈঃ” এই সৌশ্রুত পাঠ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, “জীবন্তী পাঠাসমান পত্রা” । আমরা যাহাকে জীবন্তী বলিয়া ব্যবহার করি, তাহা “পাঠাসমানপত্রা” নহে । সুতরাং উষণোক্ত আদৃত হইলে পাঠা বা জীবন্তীর পরিচয়ে সন্দেহ অনিবার্য্য । পাঠার ল্যাটিন নাম নির্দেশে, নব্যগণ পরম্পর বিসম্বাদী ; ফোরি “Cissampelos Pareira” নাম উদ্ভিদের সংস্কৃত নাম “অষষ্ঠা” এবং বাঙ্গালা নাম “আকনাদি” লিখিয়াছেন । ডিমক্ ডুরি প্রভৃতিরও এই মত । পক্ষান্তরে রক্সবর্গ প্রভৃতির মতে “Cissampelos hexandra”ই নিমুক লতা । ওয়াইট সাহেব “ফিগার্স অফ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লান্টস্” (৩য় খণ্ড—৯৩৯পৃঃ) নাম পুস্তকে *Clypea hernandifolia* নাম দিয়া যে উদ্ভিদের চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন, রাত্ ও বক্রের বৈজ্ঞগণ তাহাকেই আকনাদি বলিয়া ব্যবহার করেন । ফোরি যাহাকে পাঠা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার বর্ণন পাঠ করিয়া, প্রতীতি জন্মে যে, উহা বক্র ব্যবহৃত আকনাদি নহে । উহা ঘাণে স্নগন্ধি, অপিচ উহার স্বাদ চর্কণ মাত্র স্বাদ ও পরে অতিতিক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে (ফোরি ২য় খণ্ড ২৭ পৃঃ) কিন্তু অন্যদেখে ব্যবহৃত পাঠা কিঞ্চিৎস্বাদ ও স্বাদ বা স্নগন্ধি নহে, কেবল অতিতিক্ত ।

এই বিবাদের মীমাংসা কি ? “বৈজ্ঞকে পাঠার ব্যবহার” বিষয়ে আমরা যাহা উক্ত করি-
রাছি, সেই সমস্ত গুণ, *Cissampelos Pareira*তে বিদ্যমান আছে কি *C. Hexandra*তে
আছে দেখিতে হইবে । সুতরাং বিবাদের মীমাংসা ব্যবহারমূলক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে ।
অর্থাৎ পাঠার পরিচয়, কেবল স্বরূপলিপির দ্বারা নির্ধারণ না করিয়া কৰ্ম্মাখ্যলিঙ্গ—সহকৃত
স্বরূপলিপিসহারা নির্ধারণ করিতে হইবে । আমরা পরিচয়নিষয়ক বক্তব্য শেষ করিলাম । আশা
করি অল্পসন্ধিঃস্নগণ উদাসীন থাকিবেন না ।

Constituents.—of *Cissampelos Pareira*—Cissampeline or Pelosine, $\frac{1}{4}$ p.c. in the root. It is identical with bebeerine.

Action and uses.—of *C. Pareira*—Bitter tonic, diuretic and antilithic given in Chronic Cystitis, fever and in diarrhoea. The powdered root is dusted over ulcers with benefit (*Materia Medica of India—R. N. Khory—II. p. 27.*

नव्यमत—पाठा, तिक्तवला, मूत्रकारक एवं अग्नी प्रतिबन्धक। ईहा, मूत्राशयस्य पुराणप्रदाह, अर एवं अतिसारे प्रयोज्या। मूत्रचूर्ण द्वारा कृत अवमूलित करिने कल नाउ हर (मेटरिया मेडिका अफ् इण्डिया—आर, एन, कोर—२२ पृ २१ पृ:)

पारिभद्र—पारिभद्रः ।

पारिभद्रः. पारिजातः. पालिधा। *Erythrina Indica, E. Corallo-*
dendron.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“कण्टकी” “कण्टकिंशुकः” “रक्त
कुसुमः”, “रक्तकेसरः”, “वहुपुष्पः” । गुणप्रकाशिका संज्ञा—कृमिघ्नः ।

पारिभद्रः कटूष्णः स्यात् कफवातनिघ्नस्तनः । परोक्षकहरः पथ्यो दीपनश्चापि
कीर्तितः । राजनिधण्टः ।

पारिभद्रोऽनिलश्लेष्मशोथमेदःकृमिघ्नः । तत्पत्रं पित्तरोगघ्नं कर्षव्याधि -
विनाशनम् । भावप्रकाशः ।

परिभद्रोऽनिलश्लेष्मशोथमेदकृमिघ्नः । राजवल्लभः ।

उदकमेहे पारिभद्रः—“उदकमेहिनं पारिजातकषायं पायायेत्” (चिः
११ अः) । (२) पूतनाप्रतिषेधे पारिभद्रः—“ * * पारिभद्रकः । * *
वालाणां परिषेचने” (उः ३२ अः) । (३) कृमिघ्नपारिभद्रप्रबन्धम्—पारिभद्रक-
पत्राणां चोद्रेण स्वरसं पिवेत्” (उः ५४ अः) । सुश्रुतः ।

অধোগে অম্লপিত্তে পারিভদ্রঃ—পারিভদ্রদলানীতি আম্লক্যাঃ ফলানি চ ।
ক্লাম্যপানং প্রযোক্তব্যমম্লপিত্তং ব্যপোহতি (চি: ২৫ অ:) । হারীতঃ ।

অববাহুকে পারিভদ্রঃ—“অথ পারিভদ্রাৎ * । স্বরসং পিবেদ্বা “(বাত-
ব্যাদি চি:) । (২) কফোদ্ধূতাচ্ছিয়ূলে পারিভদ্রঃ—“বক্ষলং পারিজাতস্য তৈলং
কাস্মিক সৈম্ববম্ । কফোদ্ধূতাচ্ছিয়ূলপ্লং তবপ্লং কুলিযং যথা (নেত্র চি:) ।
চক্রদন্তঃ ।

পারিভদ্রের ভাবানাম—বাঃ—পান্ডিত্য মাদার, চোর পান্ডিত্য । হিঃ—ফরহদ । মঃ
—পানরো । গুঃ—পাণ্ডুরবো । কঃ—হরিবাল । তৈতঃ—মুল্লমেতিচেট্টু, মোহুগু । দ্রাঃ—
পঞ্জীর । তঃ—মুরাক ।

পারিভদ্রের পিকা সংজ্ঞা—“কণ্টকী” “কণ্টকিংগুক”, “রক্তকেশর” “বহুপুষ্প” ।
গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“কুমিল্ল” ।

বর্ণন—পারিভদ্র ৬—১২ হাত উচ্চ বৃক্ষ । কাণ্ড ও শাখা কণ্টকিত । ত্রিপত্র—
সাদারগবৃন্ত দীর্ঘ, মধ্যস্থ পত্র পার্শ্বস্থ পত্রদ্বয়পেক্ষা চৌড়া এবং ইহার বৃন্তও দীর্ঘতম । পত্র
মসৃণ পত্রপ্রান্ত অখণ্ড । পুষ্প গোহিতবা, অশাখ পুষ্পদণ্ডের চতুর্দিক বেষ্টনপূর্বক
স্থিত । শাখাগ্রে পুষ্প প্রক্ষুটিত হয় । কুণ্ড অসিফলকবঃ—এতদভ্যন্তরে শিঙপুষ্প সুরক্ষিত
থাকে । পুষ্পের দল শিষ্যবায়ী উদ্ভিদের মত—ইহার মধ্যে কোন কোনটা অতিক্রম এবং
কিঞ্চিৎ খেতাভ । মাঝ ফাঙ্কনে বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া থাকে । পুষ্পিতাবস্থায় বৃক্ষ পত্রশূন্য বা
বিরলপত্র হয় । শিষ্যির ভিতর বীজ থাকে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলভুক, পত্র । স্বরূপ—৫—১০ তোলা । পত্র স্বরস
৬—২ তোলা ।

বৈদ্যকে পারিভদ্রের ব্যবহার ।

সুশ্রুত—উদকমেহে পারিভদ্র—যাহার উদক মেহ হইয়াছে তাহাকে, পারিভদ্র
মূলভুকের কাণ্ড পান করাইবে (চি: ১১ অ:) । (২) পুতনাগ্রহ প্রতিষেধে পারিভদ্র—শিঙ
পুতনাগ্রহ হইলে তাহাকে পারিভদ্র মূলের কাণ্ডে স্নান করাইবে (উ: ৩২ অ:) । (৩)

ক্রিমিরোগে পারিভদ্র পত্র—পান্ডিত মাদারের পাতার রস, মধুর সহিত, ক্রিমিয়োগে পান করাইবে (উ: ৫৪ অ:) ।

হারীত—অধোগে অম্লপিত্ত রোগে পারিভদ্র পত্র—অধোগে অম্লপিত্ত রোগে বিরোচনার্থ পারিভদ্র পত্র এবং আমলকীর কাথ পান করিবে (চি: ২৫ অ:) ।

চক্রদত্ত—অববাহুক রোগে পারিভদ্র—পারিভদ্র মূলত্বকের রস কিম্বা কাথ নাসিকা দ্বারা এক মাস পান করিলে, অববাহুক রোগীর বাহু বস্তুর মত দৃঢ় হয় (বাতব্যাধি চি:) ।

বক্তব্য—ধনুস্তরীয় নিবণ্টুতে পারিভদ্রের উল্লেখ নাই। চরকোক্ত “দেশ-মানি”র মধ্যে পারিভদ্র পঠিত হয় নাই। অথবা আমরা যতদূর অন্বেষণ করিয়াছি তদনুসারে বলিতে পারি, চরকে পারিভদ্রের নাম নাই।

Constituents.—The bark contains two resins and a bitter alkaloid erytherine. (*R. N. Khory II. p. 212.*)

Actions and uses.—The leaves are alterative, laxative, diuretic, galactagogue and emmenagogue used in syphilis, fevers, amenorrhœa &c. With cocoanut milk they are used as galactagogue. The bark is astringent and tonic and given in dysentery fevers &c. The leaves made hot (varalians) are applied to disperse buboes. Erytherine has actions antagonistic to those of strychnine, and may be used as an antidote. (*Do II. p. 212*)

নব্যমত—পালিধার পত্র, রসায়ন, মূত্রোচক, মুহকারক এবং স্তন্য ও আর্ন্তব প্রবর্তক। ইহা ক্রিমিরোগে অধোগে ব্যবহৃত হয়। পালিধাপত্র, আর্ন্তব প্রবর্তক এবং আর্ন্তব স্রাববর্ধক বসিয়া, যে সকল নারী নষ্টপুঙ্গা অর্থাৎ অধিক বয়সেও যাহাদের ঋতু হয় নাই, কিম্বা আত্ম ঋতু হইয়া যাহাদের ঋতু বন্ধ আছে, বা যাহাদের আর্ন্তব অল্পপরিমাণে কষ্টের সহিত নির্গত হয়, এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রযুক্ত। পালিধাপত্র, নারিকেল ছেঁড়ের সহিত স্তন্যবর্ধকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পালিধা ঝড়, কষায় ও বলকারক—ইহা অধোগে আম-রক্তাতিসার ও অরাদি রোগে ব্যবহৃত হয়। পালিধাপত্র গরম করিয়া “বাগির” উপর স্থাপন করিলে, “বাগির” শোধ বিলীন হইয়া যায়। পালিধার অন্ততম উপদানের নাম “ইরিথি-রাইন”। ইহা ষ্ট্রিক্‌নাইন বিষের অগ্ন (Antidote) স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। (আর, এন, ফোরি, ২য় খণ্ড ২১২ পৃ:)।

त्रिफली—पिप्पली ।

पिप्पली, मागधी, कृष्णा, उपकुलया, कषा, वैदेही । Chadica Roxburghii, Piper longum, p. officinarum.

पिप्पली कटुका स्वादु हिमा सिग्धा त्रिदोषजित् । तृड्ध्वरोदरजन्ताम—
नायनी च रसायनी । मूलगुणाः—कटुणं पिप्पलीमूलं श्लेष्मसंधातनाशनम् ।
वातोच्छित्तिकरं हन्ति कृमोन् वृद्धिप्रदीप्तिकत् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

पिप्पली उ्वरहा वृषा सिग्धा कटुतिक्तका दीपनी मारुतश्वासकाश
श्लेष्मक्षयापहा । मूलगुणाः—कटुणं पिप्पलीमूलं श्लेष्मकृमिविनाशनम् । दीपनं
वातरोगघ्नं रोचनं पित्तकोपनम् । राजनिघण्टुः ।

पिप्पली दीपनी वृषा स्वादुपाका रसायनी । अनुष्णा कटुका सिग्धा वातश्लेष्म-
हरी लघुः । पिप्पली रेचनी हन्ति श्वासकासोदरुव्वरान् कुष्ठप्रमेहगुल्मार्शः-
श्लीहयूलाममारुतान् । आर्द्रा कफप्रदा सिग्धा शीतला मधुरा गुरुः । पित्त-
प्रशमनी सातुशुष्का पित्तप्रकोपिनी । पिप्पली मधुसंयुक्ता मेदःकफविनाशिनी ।
श्वासकासुव्वरहरा वृषा मेधाग्निवर्द्धिनी । जीर्णुव्वरेऽग्निमान्दे च शस्यते गुड-
पिप्पली कासाऽजीर्णरुचिश्वासहृत् पाण्डुकृमिरोगनुत् । द्विगुणः पिप्पलीचूर्णाद्गुडो-
ऽचभिषजां मतः । मूलगुणाः—दीपनं पिप्पलीमूलं कटूणं पाचनं लघु । रुचं
पित्तकरं भेदि कफवातोदरापहम् । आनाहृशीहगुल्मघ्नं कृमिश्वासक्षयापहम् ।
भावप्रकाशः ॥ भेदनं पिप्पलीमूलं दीपनं कफनाशनम् । राजवल्लभः ।

वासि पिप्पली—“अथवा पिप्पलीकल्कं घृतभृष्टं ससैन्धवम्” (चिः

वातशोणिते पिप्पली—“* पिप्पली र्वा चीरपिष्टा वारिपिष्टा वा पञ्चाभि-
 वृक्ष्या दशाभिवृक्ष्या वा पिवेत् चीरौदनाहारो दशरात्रं । भूयश्चापकर्षयेद्देवं
 यावत् पञ्चदशचेति । तदेतत् पिप्पलीवर्द्धमानकं वातशोणितविषमज्वरारोचक
 पाण्डुरोगघ्नीहोदरार्शःकासश्वासशोकशोवाग्निसादहृद्रोगोदराणुग्रपहन्ति” (चिः
 ५ अः) । (२) अर्शःसु पिप्पली पिप्पलीमूलञ्च—पिप्पली “पिप्पलीमूल
 * * पूर्व्वबदेव, निरजोवा तन्नामहरहर्मासनुपचेवेत” (चिः ६ अः) । (३)
 क्लिमिषु पिप्पलीमूलम्—“पिवेद्या पिप्पलीमूलमजामूत्रेषु संवृतम्” (उः ५४ अः) ।

कफजकासे पिप्पली—“तैलघृष्टञ्च वैदेहीकस्कात्तं ससितोपलं । पायवेत्
 कफकासन्नं कुलत्थसलिला मुतम्” (चिः ३ अः) । (२) प्रवाहिकायां
 पिप्पली—“पिप्पलीयाः पिवतः सूक्ष्मं रजो मरिचजम् वा चिरकालानुवक्ताऽपि नश्य-
 ताशु प्रवाहिका” (चिः ८ अः) । वाग्भटः ।

श्लेष्मज्वरे पिप्पली—“क्षौद्रेण पिप्पलीचूर्णं लिङ्घ्यात् श्लेष्मज्वरापहम् ।
 ग्रीहानाहबिन्धात्ति कासश्वासविमर्दनम्” (चिः ३ अः) । (२) कासादौ
 पिप्पली—“कासजीर्णे श्वासहृत्पाण्डुरोगे । मन्देवाग्नी कामलाऽरोचके च । तेषां
 शस्तं पिप्पली स्याद्गुडेन । हन्यान्प्याम् जीर्णमाह ज्वरञ्च” (चिः २ अः) ।
 (३) स्तन्यवर्द्धनार्थं पिप्पलीमूलम्—“मरिचं पिप्पलीमूलं चीरं चीरविष्टये”
 चिः ५२ अः) । हारीतः ।

वातश्लेष्मज्वरे पिप्पली—“पिप्पलीभिः नृतं तोय मनभिषाग्नि दीपनम् ।
 वातश्लेष्मविकारघ्नं ग्रीहज्वरविनाशनम्” (ज्वर चिः) । (२) रक्तपित्ते पिप्पली
 —“वासकस्वरसे * * सप्तधा परिभाविता । छान्धा वा मधुना लौढा रक्तपित्तं
 द्रुतं जयेत्” (रक्तपित्त चिः) (३) ऊरुस्तम्भे पिप्पली—“* पिप्पलीमूल

নাগরম্ । জরস্তম্ পিবিস্মুত্রৈর্দশমূলীরসেন বা ” (জরস্তম্ চি:) । (৪)

শ্লোথে পিপ্পলী—“* বেদ্যেত পিপ্পলী বা পয়োঃস্বিতা (শ্লোথ চি:) । (৫)

পদ্মপিত্তে পিপ্পলী—“পিপ্পলী মধুসংযুক্তা চান্দ্রপিত্তবিনাশিনী ” (পদ্মপিত্ত
চি:) চক্রদত্ত: ।

শ্লীহি পিপ্পলী—“তথা দুঃক্ষেণ পাতব্যা: পিপ্পলা: শ্লীহশান্তয়ে” (ম: স্ব:
শ মা:) । (২) গৃধস্রাং পিপ্পলী—“গোমূত্রৈরুডতৈলাভ্যাং কৃষ্ণাচূর্ণং পিবিস্মর: ।

দ্রীর্ঘকালোদ্যিতাং হন্তি গৃধস্রীং কফবাতজাম্ । ভাবপ্রকাশ: ।

নিদ্রানাশে পিপ্পলীমূলম্—গুডং পিপ্পলীমূলস্য চূর্ণেনালোড়িতং লিহন্ ।
চিরাদপি চ সপ্তম্ নিদ্রামাপ্নোতি মানব:” (জ্বরাদিকা:) । (২) পরিণাম-
শূলে পিপ্পলী—‘ক্কাথেন কল্কেন চ পিপ্পলীনাম্ । সিদ্ধং চৃতং মাষিকসম্প্র-
যুক্তম্ । শীরানুপানং বিনিহন্ত্যবশম্ । শূলং প্রতুচ্ছং পরিণামসংক্রম্”
(পরিণামশূলাধি:) । হারীত: ।

পিপ্পলীর ভাষানাগ—বা:—পিপ্পলী । হি:—পীপল্ । ম:—পিপ্পলী । শু:—লিঙী
পীপল্ । ক:—হিঙ্গলী । তৈ:—পিপ্পল্ । তা:—পিপ্পলী । ব:—বঙ্গালি পিপ্পলি । ফা:—
পিন্ পিন্ দরাঙ্ । অ:—ডারফিন্ । কোচ ব:—পিপ্পলী ।

পিপ্পলীর ভেদ—ধ্বস্তুরীয়নিঘণ্টুতে চারি প্রকার পিপ্পলীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়—
পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, টৈংহলী ও বনপিপ্পলী । পিপ্পলীর একটী নাম “মাগধী” । যে পিপ্পল
মগধদেশে (দক্ষিণ বেঙ্গাল) জন্মিত নিঘণ্টুকার তাহাকেই পিপ্পলী বুলিয়াছেন । “তস্তাঃ
(চবিকারা:) ফলং বিনিষ্কিষ্টং শ্রেয়সী গজপিপ্পলী” এই ধ্বস্তুরীয় নিঘণ্টুঞ্জি পাঠ করিয়া স্পষ্ট
প্রতীতি জন্মিতেছে—গজপিপ্পলী চবিকার (চক্রেয়) ফল । ডিগ্গক্ বলেন যুরোপের
রাষ্যে বাহ্য পিপ্পলী বুলিয়া পরিচিত, তাহা এতদেশীয় পিপ্পলী অপেক্ষা লম্বা মোটা এবং বেশী

কাল,পিপুলের অগ্রভাগ যেমন ক্রমশঃ কীর্ণদেখায়, ইহা তক্রপ নহে, আগাগোড়া গোল ও মোটা । তবে অগ্রভাগ অতি সামান্য সরু বলিয়া বোধ হয় । ইহার বর্ণ কৃষ্ণাভূবিষ্ণু খেত, মনে হয় যেন কোন শুভ্রচূর্ণ পিপুলটীতে মাখাইয়া লওয়া হইয়াছে । ডিমকের মতে ইহাই গজপিপ্পলী । লোকে যাহাকে জাহাজী পিপুল বলে অর্থাৎ যে পিপুল সিঙ্গাপুর এবং জাভিয়ার হইতে আনীত হয়, তাহাই নিঘণ্টুস্কৃত সৈংহলী পিপুল । আর বঙ্গদেশে গৃহস্থের গৃহে গৃহে পালিত বা অযত্নসম্বৃত যে কীর্ণ, কৃষ্ণ, অন্ন কাল, পিপুল জন্মে তাহারই নাম বনপিপ্পলী ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, কল ।

বৈদ্যকে পিপ্পলীর ব্যবহার ।

চরক—কাসে পিপ্পলী—পিষ্ট পিপ্পলী ঘূতে ভাজিয়া সৈন্ধবলবণ সহ কাসরোগী সেবন করিবে (চি: ২২ অ:) ।

সুশ্রুত—বাতরক্তে পিপ্পলী—বিধিপূর্কক মাত্রা বাড়াইয়া কমাইয়া, পিপ্পলী সেবন করিলে, বাতরক্ত, বিষমজরাদি পীড়া প্রশমিত হয় । ঔষধ সেবনকালে কেবল ছুষ্ণ ও অন্ন ভোজন করিতে হইবে (চি: ৫ অ:) (২) অর্শে পিপ্পলী বা পিপ্পলীমূল—পিপ্পলী কিম্বা পিপ্পলীমূল পেষণ পূর্কক, একটা মৃৎকলসীর অভ্যন্তর লিপ্ত করিয়া ঐ কলসীতে ছুষ্ণ স্থাপনপূর্কক দধি প্রস্তুত হইলে, অর্শোরোগী সেই দধির তক্র, পথ্যের সহিত সেবন করিবে, কিম্বা অন্নাহার পরিত্যাগপূর্কক এক মাস কেবল ঐ তক্র পান করিবে (চি: ৬ অ:) ক্রিমি রোগে পিপ্পলী মূল—ক্রিমিরোগী, পিপ্পলীমূল ছাগীমূত্রে পেষণ পূর্কক পান করিবে (উ: ৫৪ অ:) ।

বাগ্ভট—কফক্রকাসে পিপ্পলী—পিপুলের কক, তিল তৈলে ভাজিয়া, মিছরির সহিত, কুলখ কলায়ের কাথে আপ্রুত করিয়া পান করিবে (চি: ৩ অ:) (২) প্রবাহিকায় পিপ্পলী—পিপুল কিম্বা মরিচের সূক্ষ্ম চূর্ণ সেবন করিলে, প্রবাহিকা নিবৃত্তি পায় (চি: ৯ অ:) ।

হারীত—শ্লেষ্মজ্বরে পিপ্পলী—মধুর সহিত পিপ্পলী চূর্ণ সেবন করিবে । ইহা শ্লেষ্ম-জ্বর । (২) কাসাদি রোগে পিপ্পলী—শুড়ের সহিত পিপ্পলী সেবনে, কাস, অজীর্ণ, খাস ছদ্রোগ, পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অরোচক এবং জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় (চি: ২ অ:) । (৩) প্রসূতির স্তন্যবর্দ্ধনার্থ পিপ্পলী—মরিচ ও পিপ্পলীমূল, ছুষ্ণ সহ সেবন করিলে, স্তন্যবর্দ্ধন বর্ধিত হয় (চি: ৫২ অ:) ।

চক্রদত্ত—বাতশ্লেষ ছুরে পিপ্পলী—পিপ্পলীর কাথ কফনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-শ্লেষস্বর ও গ্ৰীহস্বর নাশক (অর চিঃ)। (২) রক্তপিত্তে পিপ্পলী—বাসক পত্র স্বরূপে পিপ্পলী চূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিয়া মধু যোগে সেব্য। ইহা রক্তপিত্তে হিতকর (রক্ত-পিত্ত চিঃ)। (৩) উরুস্তম্ভে পিপ্পলী—গোমূত্র কিম্বা দশমূলের কাথের সহিত উরুস্তম্ভ রোগী পিপ্পলীকর পান করিবে (উরুস্তম্ভ চিঃ)। (৪) শোথে পিপ্পলী—শোথরোগী ছত্বের সহিত পিপ্পলী চূর্ণ সেবন করিবে (শোথ চিঃ)। (৫) অম্লপিত্তে পিপ্পলী—মধুর সহ পিপ্পলী সেবন করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয় (অম্লপিত্ত চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—প্ৰাহায় পিপ্পলী—প্ৰাহবিবৃদ্ধি শক্তির অত্র ছত্বের সহিত পিপ্পলী চূর্ণ পান করিবে (মঃ ৮: ৩ ভাঃ)। গৃধ্রসীতে পিপ্পলী—গোমূত্র ও এরও তৈল যোগে পিপ্পলী পান করিলে, দীর্ঘকালের গৃধ্রসী নাম কফবাতজ বাতব্যাদি প্রশমিত হয় (বাতব্যাদি চিঃ)।

বঙ্গসেন—নিদ্রানাশে পিপ্পলীমূল—শুড়ের সহিত পিপ্পলীমূল চূর্ণ সেবন করিলে, অনিদ্র রোগীর নিদ্রানাশ হয় (অর চিঃ)। (২) পরিণামশূলে পিপ্পলী—পিপ্পলের কাথ ও কক সহ ষথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া পান করিবে। এই ঘৃত পানান্তে দুগ্ধ পান করিলে, পরিণামশূল নিশ্চিত প্রশমিত হয় (পরিণামশূল চিঃ)।

Constituents.—Resin, volatile oil, starch, gum fatty oil, inorganic matter and an alkaloid. (*R. N. Khory—II. p. 519.*)

Actions and uses.—Stimulant, Carminative laxative and alterative ; given in chest affections, Dyspepsia, Chronic Cough, enlargement of the spleen and other abdominal viscera, gout, lumbago, &c ; as a resolvent they are useful in relieving the symptoms due to obstructions of the liver and spleen. With *pakhanabheda* a paste of them is applied to the breasts as a lactagogue (*Do—II. p. 519.*)

নব্যমত—পিপ্পলী, উষ্ণ বায়ুনাশক, কৃহরেচক ও রসায়ন। ইহা, কাস, গ্রহণী, পুরাণ কফ—রোগ, প্ৰাহবিবৃদ্ধি, আমবাত, কটীবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। পাচাগভেদ সহ স্তনে ইহার প্রলেপ দিলে, স্তনে অধিক পরিমাণে স্তন্য সঞ্চিত হয় (আর, এন, কোরি—১য় খণ্ড ৫১৯ পৃঃ)।

त्रिबल—पियालः ।

पि(त्रि)यालः चारः । Buchanania Latifolia, Chirongia Sapida, Spondias Elliptica.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“बहुलवल्कलः” “श्लेहबीजः” “भक्ष्य बीजः” ।

चारस्य च फलं पक्वं वृष्यं मौल्यप्रदं गुह । तद्बीजं मधुरं वृष्यं पित्त-
दाहार्तिनाशनम् । राजनिघण्टुः ।

वातपित्तहरं वृष्यं पियालं गुह शीतलम् । चारस्य च फलं पक्वं स्वादुत्वं
दुर्जरं प्रियम् । चारमञ्जा समधुरा वृष्या पित्तानिलापहा । धन्वन्तरीय-
निघण्टुः ।

चारः पित्तकफास्रस्तद्वृष्यं मधुरं गुह । त्रिभं सरं मरुत्पित्तदाह-
ज्वरतवापहम् । पियालमञ्जा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः वृष्योऽस्ति
दुर्जरः त्रिभो विष्टभो चामर्षनः । भावप्रकाशः ।

रक्तातिसारे पियालत्वक्—“शक्तकीवदबीजम्पियालाम्राऽर्जुनत्वचः ।
पीताः शीरेच मध्याठ्याः पृथक् शोषितनाशनाः” (चतिसारे चिः) ।
चक्रदत्तः ।

रक्तपित्तं पियालः—“* पियालमधुकेन वा । * रक्तजित् साधितं
पयः” (मः कः २ भाः) । भावप्रकाशः ।

পিয়ালের ভাষানাম—বা: পিয়াল। হি:—চিরোঁজি। ম:—চারোঁঠী। ঙ:—চারোলী। ক:—চারবীজ। তৈ:—সারুপু। তৈ:—কাটমরা। উ:—চরু। কা:—বুক্লে খাজা:। অ:—হবুসমানা:।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“বহল বকল”, “স্নেহবীজ” “ভক্ষ্যবীজ”।

বর্ণন—পিয়ালবৃক্ষ দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতবহুল প্রদেশে জন্মে। পিয়ালের গুঁড়ি সোজা, মোটা এবং অতি উচ্চ হয়। বহু শাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত থাকে। পাতা ১০।১১ আঙুল দীর্ঘ এবং ৬।৭ আঙুল চোড়া। পাতার গঠনশক্ত, চারু মসৃণ; পত্রপ্রান্ত অধস্ত, পত্রোদর কর্কশ, পত্রপৃষ্ঠ কোমল। পত্রবৃত্ত হ্রস্ব। শাখাগ্রভাগে ফুল হয়—বহু-সংখ্যক পুষ্প প্রসব করে—পুষ্প শ্বেতাভ হরিদ্বর্ণ, ক্ষুদ্র। ফল, পাকিলে কাল হয়। বীজের খোসা বাদামের খোসার মত কঠিন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক, ফল, বীজশস্য।

বৈদ্যকে পিয়ালের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—রক্তাতিসারে পিয়ালত্বক—ছাগীর ছন্ধে পিয়ালের ছাল পেষণপূর্বক পান করিলে, রক্তাতিসারের রক্তক্ষতি নিবৃত্তি পায় (অতিসার চি:)।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তে পিয়াল—কীরপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পিয়ালের ফলের কাথ রক্তপিত্তজিৎ (ম: খ: ২য় ভা:)।

বস্তুব্য—চরক বলিয়াছেন “পিয়াল মেধাং (বাতামাতিবুদ্ধাদীনাং) সদৃশং বিদ্যা দৌক্যং বিনা গুণৈ: ” (হৃ: ২৭ অ:)। সুশ্রেষ্ঠত লিখিয়াছেন—“বাতপিত্তহরং বৃষ্যং পিয়ালং শুক্ল শীতলং (হৃ: ৪৬ অ:)। চরক, বাতরক্তের শ্রলেপে পিয়াল ব্যবহার করিয়াছেন—“উত্তে শতাহ্লে মধুকং মধুকং। বলাং পিয়ালঞ্চ কশেকুকঞ্চ (হৃ: ৩ অ:) সুশ্রেষ্ঠত, স্ত্রোগ্রোধাদিবর্গে পিয়াল পাঠ করিয়াছেন।

Constituents.—Albuminoids 28 p. c., mucilage 2.5 p. c., oil 58 p. c., and fibre and ash 3.5 p. c. The expressed oil is straw coloured of a sweet taste and limpid. It congeals into a white semisolid mass at a low temperature. (*Materia Medica of India—R. N. Khory II. p. 163*).

Actions and uses.—Demulcent, nutritive and expectorant, given in Cough and in general debility. The oil is used as an application for baldness. (Do).

नव्यमित—स्निग्ध, पोषक, कफनिःसारक । कफरोग ७ मोर्बोसो अयोबा । ईहाय तैल टाक रोगे अड्यन्तार्थं व्यवहृतं ह्य (आर, एन, कोरि २३ ५७ १७७ पृः ।

पीलू—पीलुः ।

पीलुः । *Salvadora persica*, *S. Indica*, *S. wightiana*, *S. oleoides*.

गुणप्रकाशिका संज्ञा—“गुडफलः” “विरेचनफलः” ।

रक्तपित्तहरः पीलुः फलं स्वादु विपाकि च । अर्शोन्नं वस्तिशमनं सखेहं कफवातजित् । पीलुजं च रसं स्वादु गुल्मार्शोन्नं तु तीक्ष्णकम् । धन्वन्तरीय-निघण्टुः ।

अह्वान्नः कटुकः पीलुः कषायो मधुरामृदुः । खरः स्वादुश्च गुल्मार्शःशमनी दीपनः परः । मधुरसु राहापीलुर्दुष्ठी विषविनाशनः । पित्तप्रशमनी रूच्य आमन्नो दीपनीयकः । रात्रनिघण्टुः ।

पीलु श्लेष्मसमीरन्नं पित्तलं भेदि गुल्मनुत् । आदुतित्तश्च यत् पीलु तत्रा-
तुण्यं चिदोषहत् । भावप्रकाशः ।

মদাত্ম্যস্য পিপাসায়াং পীলু—“পরুক্ষকানাং পীলুনাং রসং #” । (চি: ১২ অ:) । (২) অনাহ্নে পীলু—পীলুকল্কোপসিদ্ধং বা চৃতমানাহ্নেভেদনম্” (চি: ১৮ অ:) । অরক: ।

গুল্মে পীলু—“এবং পীলুনি পিঠানি পিবেত্ সলবণানি তু” (ভ: ৪২ অ:) ।

সুশ্রুত: ।

অর্ষ:সু পীলুফলানি—“# তক্রানুপানানি স্বাদেত্ পীলুফলানি (চি: ৮ অ:) । বাগ্ভট: ।

শীলুর ভাষানাম—পৃথক্ বাঙলা ও হিন্দি নাম নাই। ম:—খোর পিলু, কিকলেচা বৃক। ঙ:—খারীভাণ্য। ক:—মিরিয়ে উগনি। তৈ:—গোলুগুচেট্টু। তা:—কোকু। ফা:—দরখতে মিস্বাক্। অ:—ঈয়াক্।

ঔগপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“গুড়ফল,” “বিবেচনফল” ।

বর্ণন—শীলুবৃক “বাঁগড়ি”, বহুশাখ। কাণ্ড কর্কশ এবং বিদীর্ণ হইয়া থাকে। পত্রের পৃষ্ঠ ও উদর চিকন, পত্র সিরাপ্রতান বর্জিত, সরু ও লম্বা। পুষ্প—অশাখ পুষ্প-বহুস্থিত, ক্ষুদ্র হরিনাত পীতবর্ণ এবং বহু সংখ্যক। ফল—অতি ক্ষুদ্র—এমনকি পিপুলের দানা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর, রক্তবর্ণ ও রসপূর্ণ এবং তীব্র সুগন্ধি। মূলের ডুক্ পেয়ণপূর্বক প্রলেপ দিলে কোষ্ঠা পড়ে। পক শীলু ফল স্বাদু, লোকে খাইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন—
“ধন্যাঃ স্কন্দকলা অপি প্রিয়তমাণ্ডে শীলুবৃকাঃ কিতৌ ।
ক্ষুৎক্ষীণেন জনেন হি প্রতিদিনং যেষাং
কলং ভুজ্যতে ; কিং তৈস্তত্র মহাকলৈরপি পুনঃ
করুমাটৈস্তত্র মৈ । যৈষাং নাম মনাগপি
অমহদে ছারাপি ন প্রাপ্যতে #”

ঔষধার্থ ব্যবহার—কল। মাত্রা—কলকর ১—১ তোলা। বরস—১—২ তোলা।
কাথ—৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে পীলুর ব্যবহার ।

চরক—মদাত্যয়ের পিপাসায় পীলু ফল—মদাত্যয় রোগীর পিপাসা নিবারণার্থ পীলু-ফলের রস পান করাইবে (চি: ১২ অ:) । অনাহে পীলুফল—পীলুফলের কড় দ্বারা পক ঘৃত পান করিলে, অনাহ নিবৃত্তি পায় (চি: ১৮ অ:) ।

সুশ্রুত—শুল্মে পীলুফল—পিষ্টপীলুফল সৈন্ধব লবণযোগে, গোস্বত্র, ছত, মদ্য কিবা দ্রাক্ষা কাথের সহিত পান করিবে । ইহা শুল্মে হিতকর (উ: ৪২ অ:) ।

বাগ্ভট—অর্শোরোগে পীলু—অর্শোরোগী তক্রাহুপানে পীলু ফল সেবন করিবে । (চি: ৮ অ:) ।

বক্তব্য—আর এক প্রকার পীলু আছে । ধর্মসুত্রীয় নিঘণ্টু ইহাকে “বৃহৎ পীলু” বলিয়াছেন । বৃহৎ পীলুর একটা নাম “মহাকল” । আধুনিক উদ্ভিদবেত্তারাও এই মহাকল পীলুর উল্লেখ করিয়াছেন । ওয়াইট্ কৃত “ফিগার্ন অফ ইণ্ডিয়ান প্লান্ট্” নাম পুস্তকের ১৬২১ পৃষ্ঠায় পীলুর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । এবং তিনি এতৎসম্বন্ধে অনেক সুভাবিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ইঁহার মতে মহাকল পীলুর নাম *Salvadora Stocksio* এবং ডিমকের মতে *S. Oleoides*. মহাকল পীলুর ফল পীতবর্ণ । পীলুবৃক্ষ, বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অগরি-চিত । ডুরি বলেন ভারতবর্ষের উত্তর ভূভাগের মুসলমানগণ পীলুশাখা দন্তধাবনকাঠ (দাঁতন) রূপে ব্যবহার করেন । এতদর্থে রাসি রাসি পীলুশাখা সংগৃহীত এবং হানাত্তরে প্রেরিত হয় । সুশ্রুত পীলু তৈলকে শিরোবিরেচক বলিয়াছেন (চি: ৩১ অ:) । চরক বলিয়াছেন, পীলুফল—“পকাশয়গতে দোষে বিরেকার্থং প্রয়োজয়েৎ” (সূ: ২) ।

Actions and uses—“In the *Pharmacopæia of India*, we are told that Dr. Irvine employed the root-bark successfully as a vesicant. In Dr. Imlach's Report on snake bites in sind (Bom. Med. and Phys. Trans. New Ser., iii, p. 80) Several cases are mentined in the tabular record, in which Pilu seeds were administered internally, with good effect. They are also said to be a favorite purgative (Dymock—II. p. 381).

নব্যমত—ডা: ইয়ল্যাচ্, সিদ্ধপ্রদেশে, বহু সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পীলু ফল সেবন করাইয়া দেখিয়াছেন, পীলু ফল সর্পবিষে বিশেষ হিতকর (ডিমক্—২য় খণ্ড ৩৮১ পৃ:) ।

पुत्रञ्जीव—पुत्रञ्जीवः ।

पुत्रञ्जीवः । Putranjiva Roxburghii, Nageia putranjiva.

पुत्रञ्जीवो हिमो वृष्यः श्लेष्मदो गर्भञ्जीवदः । चक्षुष्यः पित्तशमनोदाहृष्टणा-
निवारणः । राजनिघण्टुः ।

पुत्रञ्जीवो गुरुर्हृष्यो गर्भदः श्लेष्मवातहृत् । सृष्टमूत्रमलो रघो हिमः सृष्टः
पटुः कटुः । भावप्रकाशः ।

स्त्रीपदे पुत्रञ्जीवः—“अनेनैव विधानेन पुत्रञ्जीवकजं रसम् । प्रयुञ्जीत
भिवक् प्राञ्चः कालसाक्षरविभागवित् । (चिः १८ अः) । सुश्रुतः ।

विस्फोटे पुत्रञ्जीवफलमज्जा “पुत्रञ्जीवस्य मज्जानं जले पिष्ट्वा
प्रलेपयेत् । कालस्फोटं विस्फोटश्च सद्योहन्ति सवेदनम् । भावप्रकाशः ।

उरोग्रहे पुत्रञ्जीवः—“पुत्रञ्जीवक शिग्रूत्याः** रसा एकैकशो कोष्णा
द्विशो वा रामठान्विताः” (उरोग्रहाधिकारे) । बह्वसेनः ।

पुत्रञ्जीवेषु भाषानाम—हिः—पिठौजिया । मः—पुत्रञ्जीवकवृक्ष । षुः—पुत्रञ्जीवक ।
कः—पुत्रञ्जीव । तैः—नील, कुंवरवृक्षी ।

वर्णन—पुत्रञ्जीव छायाप्रधान उच्च वृक्ष । इहार काष्ठु सरल ७ दीर्घ ह्य । कोला-
पुरे पुत्रञ्जीव वृक्ष प्रचुर ज्ञेये । वक्रदेशे प्रायः दृष्टिगोचर ह्य ना । वसन्ते पुत्रञ्जीवतक्र
पुष्पित ह्य—नीते फल पाके । फूल नीलाभ श्वेतवर्ण । लोके, कर्जाकेरु मत्त पुत्रञ्जीव
बीजेरु माला गंधिया परे ।

उषधार्थं व्यवहार—पत्र, बीज ।

বৈদ্যকে পুন্নাগীবের ব্যবহার।

হৃশ্রুত—শ্লীপদে পুন্নাগীবে—কালসান্নাভিভাগবিৎ বৈদ্য, পুন্নাগীবেপত্রের রস সাধন তৈলের সহিত শ্লীপদ রোগীকে সেবন করাইবেন—(চিঃ ১৯ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—বিক্ষেপটে পুন্নাগীবেমজ্জা—পুন্নাগীবে ফলের খাঁস, জলে পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে, বেদনামুক্ত ক্ষেপটক সত্ত্বঃ বিলীনতা প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গসেন—উরোগ্রহে পুন্নাগীবে—পুন্নাগীবেপত্রের রস হিঙ্গুলহ উরোগ্রহ রোগী পান করিবে (উরোগ্রহাধিকার)।

বক্তব্য—পল্লীগ্রামে, ক্ষুদ্রপৰল সন্নিকটে আর্জভূমিতে, একপ্রকার কুপ, হেমন্ত ঋতুতে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহাকে রাঢ়ে “জিন্নাতা” এবং পূর্ববঙ্গে “বিষকাঠালী” বলিয়া থাকে; অজ্ঞ লোকে ইহাকেই পুন্নাগীবে ভ্রমে প্রয়োগ করিয়া, অনেক স্থলে বিষম অনর্থোৎপত্তি ঘটাইয়াছে। জিন্নাতা বা বিষকাঠালী সেবন করিলে, উদরে অতি তীব্র জ্বালা উপস্থিত হয় এবং বমন ও মল-ধার দ্বারা অল্পস্ব রক্ত নির্গম হওয়ার, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

পুন্নাগ—পুন্নাগঃ।

পুন্নাগঃ। Calophyllum inophyllum, Balasamaria inophyllum.

পুন্নাগীবেচার্যকৃতবর্ষনম্—“পুন্নাগঃ সুরপর্ষিকা সুগন্ধিপুষ্পা দক্ষিণা-
পথে সুরপতিগাম্বা প্রসীতা” (চল্লবঃ)।

পরিচয়স্বাপিকা সংগ্রহা—“তুঙ্গঃ”, “যম্বপুষ্পঃ” “রক্তরেণুঃ”।

পুন্নাগো মধুরঃ শীতঃ সুগন্ধিঃ পিত্তনাশকঃ। মৃতবিদ্রাবচস্বৈব দেবতানাং প্রসাদনঃ।

রাশনিঘণ্টাঃ।

কুমুমনাম নেত্ররোগে পুন্নাগপত্রম্—“সুন্নাগপত্রৈষ পরিভাষিত বারিষা

স্বপ্ননং কুমুমাপহম্ ।” (নেত্ররোগ চিঃ) । চক্রদত্তঃ ।

পুন্নাগের ভাষানাম—উড়িষ্যায় পুন্নাগ বা পুনাং নামে প্রসিদ্ধ । হিঃ—পুন্নাগ, পুলাকে, সুলতান চম্পক । গুঃ—পুন্নাগ, সুরপুন্নাগ । মঃ—গোড়ী উণ্ডীন, কডবী উণ্ডীন । কঃ—স্বরহোস্তেয়ভেদ । তৈঃ—স্বরপোন্নচেট্টু । তাঃ—পিন্নপ ।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“তুঙ্গ”, “শুভ্রপুষ্প”, “রক্তবেণু” ।

বর্ণন—পুন্নাগবৃক্ষ উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রচুর জন্মে । বৃক্ষের কাণ্ড প্রায় সরল হয় না । ইহা বহুশাখ ছায়াপ্রধান তরু । পত্র অণ্ডাকার, সিরাবহুল, অতি মসৃণ ; পত্রবৃন্ত হৃদয় । পুষ্প বৃহৎ, খেতবর্ণ ও সুগন্ধি । কুণ্ড ক্ষুদ্র, আশুপতনশীল । পত্র ফল হরিদাত পীতবর্ণ । বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত হয় । বীজশস্ত্র নিপীড়িত করিলে শতকরা ৬০ ভাগ তৈল পাওয়া যায় । তৈল পীতবর্ণ, তিক্ত এবং সুগন্ধি । উড়িষ্যার দেবায়তন ও ‘ভাগবত ঘর’ আলোকিত করিবার জন্য পুন্নাগতৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, পুষ্প ।

বৈদ্যকে পুন্নাগের ব্যবহার ।

চক্রদত্ত—কুমুম নাম নেত্ররোগে পুন্নাগপত্র -পিষ্ট পুন্নাগপত্র জলে ভিজাইয়া সেই জল নেত্রে সেচন করিলে কুমুম (“ফলিপড়া”) রোগ বিনষ্ট হয় (নেত্ররোগ চিঃ) । চক্রদত্তের টীকা-কার শিবদাস এই পাঠের বাণ্যায় লিখিয়াছেন “পুন্নাগস্ত নাগকেসরস্ত” । পুন্নাগ ও নাগকেসর পৃথক বৃক্ষ । কোন প্রামাণ্য নিঘণ্টু গ্রন্থে নাগকেসরার্থে পুন্নাগ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না । অমরকোষের টীকাকৃত ভাস্করীকৃত পুন্নাগশব্দের অর্থান্তর নির্দেশপ্রস্তাবে লিখিয়াছেন “—পুন্নাগস্ত সিংহাপলে জাতীফলে নগশ্রেষ্ঠে পাণ্ডুনাগে ক্রমাস্তরে” ।

বস্তুব্য—বহুস্তরীয়নিঘণ্টুতে পুন্নাগের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । চরকের “দশো-মানি”তে বেদনাস্থাপনবর্ণে তুঙ্গ পঠিত হইয়াছে । সুশ্রুত—এলাদিবর্ণে পুন্নাগ পাঠ করিয়া ছেন । তৈলঘোনি ফলবর্ণে চরক বা সুশ্রুত কেহই পুন্নাগের নামোল্লেখ করেন নাই । রাজনিঘণ্টুতে, পুন্নাগের পর্যায়সে, এমন কোনও শব্দ নাই, যদ্বারা পুন্নাগের তৈলফল প্রতীকিত হয় ।

Constituents—A resinous substance and oil. The resin is soft of a parsley odour and resembles myrrh. It melts easily and desolves readily in alcohol. Does not yield umbelliferone by dry distillation. (*R. N. Khory—II, p. 82*).

Actions and uses—Only used externally. The oil is rubefacient and irritant; mixed with hyduocarpus oil it is used for rheumatic joints, swollen glands & also in certain skin diseases as scabies and exanthematous eruptions. A paste of the seed is used to hasten maturation of enlarged glands, abscesses and boils. The pounded bark is used as an application for swelled testicles. (*Do—II. p. 83.*)

নব্যমত—পুমাগ তৈল মর্দন করিলে ত্বকের লৌহিত্য জন্মে। ইহা আমবাতেয় বেনমা ও ক্ষীতিতে ব্যবহৃত হয়। বিবিধ চর্ম রোগে হিতকর। ফোটকাদি বিলীনার্থ বীজের প্রলেপ দেওয়া হয়। কুটিত ত্বকের প্রলেপ বৃদ্ধি রোগে প্রযোজ্য (কোবি ২য় খঃ ৮৩ পৃঃ)।

পুনর্নবা—পুনর্নবা ।

পুনর্নবা । *Boerhavia Diffusa, B. Erecta, B. procumbens, B. repens, Trianthema monogyna.*

উৎপত্তিবোধিকা সংগ্রহ—“বর্ষামুঃ” । গুণপ্রকাশিকা সংগ্রহ—
“শৌখলী” ।

পুনর্নবা ভবে দুষ্ণ । তিত্তা.রুচা কফাপহা । সযোফপাঞ্চদ্বয়োগকাসীরঃ-
ষতযুলবুত্ । রক্তা পুনর্নবা তিত্তা সারিষী শৌফনাযিনী । রক্তপ্রদ-
দোষনী পাণ্ডুপিত্তপ্রমর্দনী । ধন্বনরীযনিঘট্টু রাজনিঘট্টুয় ।

श्वेता—पुनर्नवा शोष्णा तिक्ता कफविषापहा । कासहृद्दोगशूलान्न-
पाण्डु शोफानिलार्तिनुत् । नीला पुनर्नवा तिक्ता कटूष्णा च रसायनी ।
हृद्दोगपाण्डुश्चययुष्वासवातकफापहा । राजनिघण्टुः ।

कटुः कषायानुरसा पाण्डुर्नी दीपनी परा । शोफानिलगरश्लेष्महरी वृद्धोदर-
प्रणुत् । कासहृद्दोगदुर्नामशूलानिलनिक्कन्तनी । पुनर्नवाऽरूष्णा तिक्ता कटु-
पाका हिमा लघुः । वातला ग्राहिणी श्लेष्मपित्तरक्तविनाशिनी । भाव-
प्रकाशः ।

पुनर्नवाशाकगुणाः—पुनर्नवा तु बीर्योष्णा भेदिनी च रसायनी ।
कफानिलामदुर्नामवृद्धोदरोदरापहा । राजवल्लभः ।

कुष्ठे पुनर्नवा—“# पुनर्नवा चेति कुष्ठिणो लेपाः । दधिमण्डयुताः सर्वे
देयाः # #” (चिः ७ अः) । चरकः ।

अश्वत्थ्यां वर्षाभूः—“वर्षाभूसिद्धमेव वा” (चिः ७ अः) । (२)
शोथे वर्षाभूः—“वर्षाभूकषायं मूलकल्कं वा समृद्धवेरं पायोऽनुपानम-
हरहर्मासं” (चिः २३ अः) । (३) मूषिकविषे पुनर्नवा—“शौद्रेषु लि-
ङ्गात् # श्वेताश्चापिपुनर्नवा” (कः ६ अः) । (४) अलर्कविषे पुनर्नवा—
“श्वेतां पुनर्नवाश्चास्व दद्यादुत्तूरकायुताम्” (कः ६ अः) । (५) ज्वरे वर्षाभूः
—“# वर्षाभूः पयसोदक मेव च । पचेत् क्षीरावशिष्टम् तच्च सर्वज्वरापहम्”
(उः ३८ अः) सुश्रुतः ।

मदात्थये पुनर्नवा—“पयःपुनर्नवाकाव्यष्टोकल्पप्रसाधितम् । हृतं
पुष्टिकरं पानाभ्यपानहतौजसाम्” # (मदात्थव चिः) । (२) रसायनार्थं

पुनर्नवा—“पुनर्नवस्वार्धपक्षं नवस्य । पिष्टं पिबिष्यः पयसाऽर्धमासम् । मास-
द्वयं तत्पिबुषं समां वा । जीर्णोऽपि भूयः स पुनर्नवः स्यात् ॥ (रसायनप्रधिकारे) ।

वृन्दः ।

शोथे पुनर्नवाहृतं—“पुनर्नवाक्वाथकस्कसिद्धं शोथहरं हृतम्” (शोथ चिः) ।

(२) विद्रवधौ—श्लेतवर्षाभूः—“श्लेतवर्षाभूवोमूलं * जलेन क्वथितं पीत-
मपक्वं विद्रधिं जयेत् ।” (विद्रधि चिः) । (३) विषदोषप्रतिविधार्थं

धवलपुनर्नवा—“धवलपुनर्नवजटया तण्डुलजलपीतया च पुषर्चो । अपहरति
विषधरविषोपद्रव मासम्बत्सहं पुंसां” (विष चिः) । चक्रादत्तः ।

उरःक्षते पुनर्नवा—“यदा सरक्ताः शोफाः स्युः पक्वतां यान्ति मानवे ।
तदा पुनर्नवाक्वाथः सलेयः (?) प्रविधीयते ।” (चिः १० पः) । (२)

निद्राकरत्वे पुनर्नवा—“* * पुनर्नवा । क्वाथो निद्राकरो नृचाम्” । (चिः
१६ पः) । हारीतः ।

श्यामवाते पुनर्नवा—“शटीविश्लोषधिकस्कं वर्षाभूक्वाथसंयुतम् ।
सप्तरात्रं पिवेज्जन्तुरामवातविनाशनम्” (मः खः २भाः) । (२) नेत्ररोगे

पुनर्नवा—“दुग्धेन कण्डूं चोद्रेण नेत्रस्त्रावश्च सर्पिषा । पुष्यं तैलेन तिमिरं काञ्चि
केन निशान्वताम् । पुनर्नवा हरत्याद्य भास्करस्तिमरं यथा” । (मः खः ४भाः) ।

भावप्रकाशः ।

चातुर्यकज्वरे सितवर्षाभूः—“सितवर्षाभूमूलं पयसा पीतञ्च पैत्तिकं
जयति । चातुर्षकं सुचिरजं ताम्बुलेनेव मधुचादयवा” (ज्वर चिः) । (२)

वातकण्डकाख्ये वातव्याधौ श्लेतपुनर्नवा—“पुनर्नवायाः श्लेतायास्तेसं मूलेन

স্বাধয়েৎ । বাতকামাচন্যাৎ পাদাশ্বিনে ন মর্হনাৎ ।” (বাতব্যাধি চি:) ।

(২) আমবাসে : যৌর্নবং যাকং—“যাকং যৌর্নবং হিতম্”(আমবাস চি:) ।

বহুসেন: ।

পুনর্নবার ভাষানাম—বা:—শ্রাপুণ্যা, গাদাপুণ্যে । হি:—(শ্বেতপুনর্নবার) বিষখপরা, (রক্তপুনর্নবার)—সাঁ, গদহপুর্ণা । মং—ষেটুঠী পণ্ডরী । ক:—বিলিয়ছ বেগডকিনু । তৈ:—খাল্জের, অতিকমমেদি । তা:—হুকের্তেকিরে । বম্—পুনর্নবা । অং—হন্দুকী ।

উৎপত্তিজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“বর্ষভূ” । গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“শোথলী” ।

বর্গন—শ্বেতপুনর্নবা, ভুলুগিতা, ফলপাকাস্তা ও প্রতানবতী । নিদাঘের প্রথম বারিপাতে ইহা অঙ্কুরিত, বর্ষার বর্ধিত, ফুল ফলে শোভিত এবং হেমন্তের তুষার পাতে শুষ্ক হইয়া থাকে । এজন্য বর্ষা শরৎ ভিন্ন অগ্র ঋতুতে আর্দ্র শ্বেতপুনর্নবা দুর্লভ । ইহা উচ্চ এবং সরস ভূমিতে জন্মে । তৃণাদিদ্বারা আক্রান্ত না হইলে, একটা পুনর্নবার প্রতান ৩৪ হস্ত পরিমিত স্থান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । শ্বেতপুনর্নবার পত্র, প্রায় চক্রাকার, কোমল ও মাংসল । কোমল শাখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম রোম ব্যাপ্ত । ইহার ফুল শাদা । বীজ নটেশাকের বীজের মত । রক্তপুনর্নবা ফলপাকাস্ত নহে । ফলপাকাস্তে প্রতান শুষ্কতা প্রাপ্ত হইলেও মূল শুষ্ক হয় না—পুনর্নবার বর্ষাসমাগমে ঐ মূল হইতে শাখা নির্গত হইয়া থাকে । অতএব রক্তপুনর্নবাতেই পুনর্নবা শব্দের সার্থকতা দৃষ্ট হয় । ইহার পাতা, ডাঁটা, রক্তবর্ণ ফুল ও লাল । ইহার পাতা শ্বেতপুনর্নবার পাতার মত স্থূল নহে পাংলা, চক্রাকার নহে, ঈষদীর্ঘ । শ্বেতপুনর্নবার শাক কিঞ্চিৎ কষায় । রাঢ়ে অত্য়পি শ্বেতপুনর্নবা শাকার্থে ব্যবহৃত হয় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র উদ্ভিদ, বিশেষতঃ মূল । মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা । কাথ—৫—১০ তোলা । মুসকল্ল ৪—৮ আনা ।

বৈদ্যকে পুনর্নবার ব্যবহার ।

চরক—কুষ্ঠে পুনর্নবা—দধির স্নেহ সহিত পুনর্নবামূল পেষণপূর্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চি: ৭ম অ:) ।

সুশ্রুত—অশ্মরী:রাগে পুনর্নবা—কীর পরিভাবানুসারে সাধিত পুনর্নবাকাথ অশ্মরী ঔষধিক পান করাইবে (চি: ৭ম অ:) । (২) শোথে পুনর্নবা—শোথরোগী প্রত্যহ

পুনর্নবার কাথ কিম্বা পুনর্নবার মূল কঙ্ক এবং আর্দ্রক একত্র সেবনপূর্বক, ছুঁচুপান করিবে এইরূপ একমাস সেবা (চি: ২৩ অ:) । (৩) মুষিকবিষে পুনর্নবা—মুষিকবংশন জন্ত বিষ-
নোষ দূরীকরণার্থ মধুসহ পুনর্নবা মূল চূর্ণ সেবন করিবে । (ক: ৬ অ:) । (৪) ক্ষিপ্ত কুকুরাদি-
বিষে পুনর্নবা—ক্ষিপ্ত কুকুরবংশনজ বিষদোষ দূরীকরণার্থ শ্বেতপুনর্নবার মূল, মৃত্তক বীজসহ সেবা
(ক: ৬ অ:) । (৫) জ্বরে বর্ষাভূ—কীরপবিভাষামুসারে সাধিত পুনর্নবাকাথ সর্বজ্বর
নাশক (উ: ৩৯ অ:) ।

বৃন্দ—মদাত্যয়ে পুনর্নবা—মর্চ্চিত গব্যমৃত, দ্ব্যতসম গব্যচ্ছত, দ্ব্যত ত্রিগুণ বা চতুগুণ
পুনর্নবা কাথ এবং দ্ব্যতচতুর্থাংশ যষ্টীমধু কঙ্ক সহ যথাবিধি পাক করিয়া, প্রত্যহ ১ তোলা হইতে
১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, মত্তপানজন্য যাহাদের ওলোখাতুক্ষর ও দৌর্ভল্য জন্মিয়াছে
তাহারা সুস্থতালাভ করিতে পারে । (২) রসায়নার্থ পুনর্নবা—পুনর্নবামূলক (মিথল্টুমতে
নীলপুনর্নবা, রসায়নী, অভাবে শ্বেতপুনর্নবা গ্রাহ্য ।) উপযুক্ত মাত্রায়, গব্যচ্ছতে পেয়ণপূর্বক
তিন মাস, ছয় মাস কিম্বা এক বৎসর কাল পান করিলে; জীর্ণ ব্যক্তিও পুনর্নবতা প্রাপ্ত হয় ।

চক্রদত্ত—শোথে পুনর্নবামৃত—পুনর্নবার কাথ, কঙ্ক সহ যথাবিধি গব্যমৃত পাক
করিয়া, শোথ রোগীকে সেবন করাইবে (শোথ চি:) । (২) বিদ্রবিত্তে পুনর্নবা—শ্বেত-
পুনর্নবামূলকাথ পান করিলে, অপক্ক বিদ্রবি জয় করা যায় (বিদ্রবি চি:) । (৩) বিষ
প্রতিষেধার্থ শ্বেতপুনর্নবা পুষ্যানক্রে শ্বেতপুনর্নবামূল উদ্ধৃত করিয়া, তুলসেদকের সহিত
পেয়ণপূর্বক পান করিলে, সম্বৎসর সর্পবিষের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় (বিষ চি:) ।

হারীত—উরঃকতে পুনর্নবা—উরঃকতে সরক্ক পুয় নির্গত হইতে থাকিলে, পুনর্নবা-
কাথ পেয় (চি: ১০ অ:) । (২) নিদ্রাকরত্বে পুনর্নবা—অনিদ্র ব্যক্তিকে পুনর্নবার কাথ
সেবন করাইলে, সুনিদ্রা হয় (চি: ১৬ অ:) ।

বঙ্গসেন—চাতুর্থকজ্বরে শ্বেতপুনর্নবা—শ্বেতপুনর্নবার মূল ছয়ে পেয়ণ পূর্বক কিম্বা
তাম্বুলের সহিত সেবন করিলে, দীর্ঘকালের পৈত্তিক চাতুর্থকজ্বর (২ দিন ছাড়া জ্বর) নিবৃতি
পায় (জ্বর চি:) । (২) বাতকণ্টকাপা বাতব্যাধিতে পুনর্নবা—শ্বেতপুনর্নবা মূলপক
তৈল অভ্যঙ্গ করিলে বাতকণ্টক বিনষ্ট হয় (বাতব্যাধি চি:) । (৩) আমবাতে পুনর্নবা-
শাক—পুনর্নবাশাক আমবাত রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (আমবাত চি:) ।

বস্তব্য—চরক, শ্বেদোপগ, অম্বুহাসনোপগ, কাসহর এবং বরঃস্থাপন বর্গে পুনর্নবা
পাঠকরিয়াছেন । চরক শাকবর্গে পুনর্নবাশাকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । শ্বেদোপগ শব্দের অর্থ

যক্ষ্মোৎপাদক। সুশ্রুত, বিদারীগন্ধাদিগণে পুনর্নবা পাঠ করিয়াছে। শাকবর্গে লিখিয়াছেন “ভেষু পৌনর্নবং শাকং বিশেষাচ্ছোকনাশনম্”। তিক্তবর্গে পুনর্নবা পঠিত হইয়াছে (স্বঃ ৪ঃ অঃ)। বামকদ্রব্যের মধ্যে পুনর্নবার উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টতে নীলপুনর্নবার গুণ বর্ণিত হইয়াছে। নীল পুনর্নবা অতাপি মদীর দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

Actions and uses—Stomachic, laxative diuretic, expectorant and emetic; given in asthma, gonorrhœa, dropsy jaundice enlargement of the liver and spleen, ascites anasarca, scanty urine and internal inflammations. As a remedy for scorpion bites it is applied externally and given internally. Pounded leaves are applied over œdematous swellings. (*R. N. Khory*--II. p. 503)

Ainslie in Materia Indica says—“The root is given in powder as a laxative, and in infusion as a vermifuge. The taste is slightly bitter and nauseous.”

E. J. Waring, in Pharmacopœia of India says—It has been found a good expectoant and been prescribed in asthma with marked success, given in form of power, decoction, and infusion. Taken largely, it acts as a emetic.”

নব্যমত—পুনর্নবা, পাচক, মূত্ররেচক, মূত্রল, ককনিঃসারক এবং বামক। ইহা খাস, গণোরিয়া, শোথ, কামলা, প্রাহোদর, যকৃৎদর, জলাদর, অগস্তীর শোথ মূত্রকৃচ্ছ এবং বিজ্রমি রোগে প্রয়োজ্য। ইহার প্রলেপ বিষধর কীট দংশনের মহৌষধ। এতদর্থে ইহা পানালেপন উত্তমতঃ ব্যবহৃত হয়। স্বগুণত শোথে পুনর্নবার প্রলেপ হিতকর (মেটরিয়া মেটিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি—২য় খণ্ড ৫০৩ পৃঃ)।

এন্থি বলেন—পুনর্নবার মূলচূর্ণ মূত্ররেচক এবং ইহার শীতকষার কুমির। ই. জে.

ওয়ালিং বলেন—পুনর্নবা উত্তম ককনিঃসারক। ইহার চূর্ণ, কাথ এবং শীত কষার, খাসে সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। অধিক মাত্রায় পুনর্নবা বামক।

ওয়াট্ সাহেবের সংকলিত “ডিক্লেনারি অফ্ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অফ্ ইণ্ডিয়া” নাম পুস্তকে লিখিত আছে—শুক পুনর্নবার কাথ সোয়ার সহিত শোথরোগীকে সেবন করাইয়া, বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। সামান্ত শোথে, পুনর্নবার শাক সিদ্ধ করিয়া, সৈন্ধবদণ যোগে কটির সহিত সেবন করিলেই উপকার পাওয়া যায়।

पूगवृक्ष—पूगः ।

पूगः, क्रमुकः । Areca Catechu. चिक्कीपूगम्—Peper betel, nut palm.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“दीर्घपादपः,” “दृढवल्कः” । गुणप्रकाशिका संज्ञा—“उद्देगम्”, “क्षंसि” ।

भेदि सम्बोद्धत् पूगं कषायं खादु रोचनम् । कफपित्तहरं रक्षं पक्कक्रेद-
मलापहम् ॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

पूगवृक्षस्य निर्यासो हिमः सम्बोद्धनो शुभः । विपाके सोष्णकषारः सान्धो
वातघ्नपित्तलः । सेरी च मधुरा रक्षा कषायाञ्जा कटुस्तथा । पथ्या च कफ-
वातघ्नी सारिका सुखदोषनुत् । तैल्वनं मधुरं रक्षं कण्ठशुचिकरं लघु ।
त्रिदोषशमनं दीप्यं रसात्मं पाचनं समम् ॥ गीब्यं गुहागरं श्लक्ष्णं कषायं कटु
पाचनम् । विष्टभजठराऽऽधानहरणं द्रावकं लघु । घोष्टा कटु कषायोष्ण
कठिना रक्षिकारिणी । मलविष्टभयमनी पित्तहरीपनी च सा ॥ पूगीफलं
चैडुल्लक्ष्णं यत् । तत् कोह्वेषु प्रथितं सुबन्धि । श्लेषापहं दीपनपाचनम् ।
यस्यप्रदं पुष्टिकरं रसाध्यम् । यत् कोह्वेषु वैशिष्ट्याभिधानकम् । धामोद्भवं
पूगफलं त्रिदोषनुत् । धामापहं रोचनरक्षपाचनम् । विष्टभतुन्दामयहारि
दीपनम् ॥ चन्द्रापुरोद्भवं पूगं कफघ्नं मलशोधनम् । कटु खादु कषायक्ष
रक्षं दीपनपाचनम् । धाम्बूदेयोद्भवं पूगं कषायं मधुरं रवे । वातविद्-
व्यञ्जजाघ्नमीषदक्षं कफापहम् । पूगीफलविशेषगुणाः—पूगं सम्बोद्धत्

सर्वं कषायं स्वादु रेचनम् । त्रिदोषशमनं रुच्यं वक्त्राक्तोदमलापहम् । आमं
पूगं कषायं मुखमलशमनं कण्ठशुचिं विधत्ते । रक्तामश्लेषपित्तप्रशमनमुदराऽऽ-
धानहारं सरच्च । शुष्कं कण्ठामयन्नं रुचिकरमुदितं पाचनं रेचनं स्यात् ।
तत्पर्णेनायुतश्चेत् भटिति वितनुते पाण्डुवातश्च शोषम् । राजनिधण्डुः ।

पूगं गुरु हिमं रुच्यं कषायं कफपित्तजित् । मोहनं दीपनं रुच्यमास्य-
वैरस्यनाशनम् । आर्द्रं तत् गुर्बभिष्यन्दि वङ्गिदृष्टिहरं स्मृतम् । स्निग्धं दोषत्रय-
क्लेदि दृढमध्यस्तदुत्तमम् । भावप्रकाशः ।

रक्तपित्ते क्रमुकम्—“किराततिक्तं क्रमुकं समुत्तं । * * पृथक् पृथक्
चन्दनयोजितानि । तेनैव कल्केन हितानि तत्र” (चिः ४ अः) । (२) वस्ते-
रनुलोमाय क्रमुकम्—“ततः क्रमुककल्काच्चं पाययेताम्लसंयुतम् । औष्ण्यात्
तैष्ण्यात् सरत्वाच्च वस्तिश्चास्यानुलोमयेत्” (सिः ७ अः) चरकः ।

वातव्याधौ क्रमुकत्वक्—“शङ्खकी चिकणीत्वक् च क्वाथस्तैलेन संयुतः ।
कुर्वादातार्द्धितं स्वस्थमेकविंशदिनैर्नरम् (चिः २१ अः) हारीतः ।

उपदंशे क्रमुकं—“लेपः पूगफलेनाश्वमारमूलेन वा तथा” (उपदंश चिः)
(२) मसूरिकाप्रथमाविर्भावे पूगमूलम्—“* माघ्यामूलं * प्रथममघमटे
दृश्यमाने प्रयोज्याः ।” चक्रदत्तः ।

शुग्वृक्षेण परिचयच्छापिका संज्ञा—“दीर्घपादप”, “दृढवक्” । शुग्वृक्षेण शुग्व-
प्रकाशिका संज्ञा—“उष्ण”, “असि” ।

पूगफलैश्च भाषानाम्—वाः—शुपात्रि । हिः—शुपात्रि । मः—शुपात्रि । सुः—
शुपात्रि । कः—अडःकमर । तैः—पाकादा । उः—शुग्व । कोः—शुग्व । काः—
पोपिन् । अः—कोपिन् ।

পূগফলের ভেদ—রাজনিঘণ্টুকার আট প্রকার সুপারির উল্লেখ করিয়াছেন—(১) সৈরী (২) তৈষণা (৩) গুহাগর (৪) ঘোণ্টা (৫) চেডল (৬) বেঙ্গিগুণ (৭) চক্রাপুরোত্তব (৮) আকু-দেশোত্তব। ইহাদের মধ্যে চেডল নাম সুপারি স্তম্ভি ও কোঙ্কণ দেশে প্রসিদ্ধ। ধ্বস্তরীয়-নিঘণ্টু, ভাবপ্রকাশ ও রাজবল্লভে পূগভেদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রুক্মবর্গ বনগুয়া এবং রাম-গুয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। বনগুয়া চট্টগ্রামে এবং রামগুয়া শ্রীহটে জন্মে। বনগুয়া লোহিত বর্ণ। আজকাল বাজারে যে সকল বিভিন্নজাতীয় সুপারি পাওয়া যায়, তাহাদের সংস্কৃত নাম নির্ণয় হ্রষ্ট। বৃহস্মিবণ্টুরত্নাকর নাম গ্রন্থের সংকলনকর্তা শালিগ্রাম বৈষ্ণব বলেন, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বাজারে “জাহাজী” “শ্রীবর্ধনী” “মানগচন্দী” সুপারির বিশেষ প্রচার দৃষ্ট হয়। কোচবিহারের লোকে কাঁচা সুপারি ব্যবহার করে—পূগবৃক্ষবর্জিত গৃহস্থলী কোচবিহারে প্রায় দৃষ্ট হয় না। কোচবিহার রাজ্যে “দেশোয়ালী” নামে যে সুপারি জন্মে, বঙ্গের অন্তর্গত তাহা দৃষ্ট হয় না। এই “দেশোয়ালী” সুপারির গাছ শরতে পুষ্পিত হয় এবং বসন্তে ইহার ফল পরিপক হয়। “কনী-গুয়া” নামে আর একপ্রকার সুপারি আসাম অঞ্চলে জন্মে। ইহার গাছ, বলাগাছের মত “বাড় বাধিয়া” হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল ও ফলস্ক। মাত্রা—ফলকক বা চূর্ণ ১—২ তোলা।

বৈগুকে পূগফলের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে পূগফল—কাঁচা সুপারি ও রক্তচন্দন, চিনি ও শুণ্ণোলোক সহ পেষণপূর্বক পান করিলে, সঙ্ঘর রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) বস্তির অনুলোমার্ধ ক্রমুক—ক্রমুককক ২ তোলা, কাঁজির সহিত সেব্য। ইহা উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও সর বলিয়া, প্রদত্ত বস্তিকে সঙ্ঘর অধঃপ্রবৃত্ত করায় (সিঃ ৭ অঃ)।

হারীত—বাতব্যাধিতে পূগফল স্ক—শল্লকী ও পূগফল দুকের কাণ প্রস্তুত করিয়া, তিল তৈল প্রক্ষেপপূর্বক পান করিলে বাতব্যাধি রোগী বিংশতি দিবসে সুস্থ হয় (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত—উপদংশে পূগফল—অণ্ডক পূগফলের প্রলেপ উপদংশে হিতকর (উপদংশ চিঃ)। (২) মসুরিকা প্রথমাবির্ভাবে পূগমূল—মসুরিকা প্রথমাবির্ভাবে, জলের সহিত পূগ-মূল সেব্য।

বস্তুব্যা—চরক বলেন ক্রমুকের স্ক হইতে আসব প্রস্তুত হয় (২৫ সূঃ)। সুশ্রুত লিখিয়াছেন “ককপিত্তহরং ককং বস্তুক্কদমলাপচম্। কষায়মীষমধুঘং কিকিৎ পূগফলং

সরম্বা^m (নং: ৪৬ অ:)। ভাবপ্রকাশকার—বালিকরণাধিকারে (রতিবল্লভ পূগপাকে) পূগ ব্যবহার করিয়াছেন। বৃন্দ, চক্রপাণি, বঙ্গসেনাদি কৃত ঐসিদ্ধ সংগ্রহগ্রন্থে বালীকরণার্থ পূগ ব্যবহৃত হয় নাই।

Constituents—The kernels contain catechu, tannic and gallic acids, oily matter, gum, arecoline, arecaine and gavacine (*Materia Medica of India R. N. Khory II p. 621.*)

Actions and uses—Fresh nuts are intoxicating and produce giddiness. Dried ones are gentle stimulant astringent and tæniifuge; they increase the flow of saliva, lessen perspiration, sweeten the breath, strengthen the gums, remove bad taste from the mouth and produce mild exhilaration. It is recommended in worms diarrhoea dysentery and as an ingredient in the preparation of a masticatory of great antiquity known as betel. The powder obtained by calcining the nut is known as areca charcoal and used as a tooth powder. The dried expanded leaf stalks are used as splints. The extract is used for the same purpose as that obtained from acacia catechu. Arecoline—its action resembles that of pelletierine, muscarine or pilocarpine; internally it causes vomiting and diarrhoea. It is a sialogogue and diaphoretic; as a myotic it resembles Physostigmine (Do—II. p.621—22)

নব্যমত—কাঁচা সুপারি ভক্ষণ করিলে, মত্ততা ও ঘূর্ণন উপস্থিত হয়। পরিপক শুষ্ক সুপারি, মুহু উত্তেজক, কষায়, কুমিল্ল, লালাস্রাব বর্ধক, এবং ইহা ঘর্মশক্তি হ্রাস, মুগমাকৃত স্নগন্ধি, মাটী দৃঢ় এবং মুখের বিষাদবিনাশ করে। সুপারি, অতিসার, আম ও রক্তাতিসারে এবং কুমিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে তাষুলের সহিত চর্কণার্থ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অন্তর্ধূমদগ্ন সুপারি ভস্ম, উত্তম দস্তধাবন চূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত। সুপারির শুষ্ক, প্রশস্ত, পত্রবৃন্ত, ভয় বা বিস্মিষ্ট অস্থিকে স্বহানে স্থিত রাখিবার জন্য তদ্বকনজব্যাক্রপে (splint) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুপারির “এক্সট্রাক্ট” ষদিরের “এক্সট্রাক্ট” তুল্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেট্রিয়রা-মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ৬২১—২২ পৃ:)।

• पृथ्वीपर्णी—पृथ्वीपर्णी ।

पृथ्वीपर्णी, नृगासविना । *Uraria Logopoides U. Picta.*

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“पृथ्वीपर्णी” (पृथ्वीरस्यं पर्णमज्ञाः—
भानुजिदीहितः), “त्रोटुकपुच्छिका,” “विषपर्णी,” “चक्रपर्णी” ।

पृथ्वीपर्णी रसे स्वादुर्लघूणाऽस्त्रविदोषजित् । कासश्वासप्रशमनी ज्वरदह-
दाहनाग्निनी ॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

पृथ्वीपर्णी कटूणाणां तिक्तातिसारकासजित् । वातरोगज्वरोष्णादत्रचदाह-
विनाग्निनी ॥ राजनिघण्टुः ।

पृथ्वीपर्णी त्रिदोषघ्नी वृषोष्णा मधुरा सरा । इन्ति दाहज्वरश्वासरक्तातिसार
दह्वमीः ॥ भावप्रकाशः ।

शालपर्णी पृथ्वीपर्णी घ्राहिणी कफपित्तजित् । राजवल्लभः ।

अथयान्ये पृथ्वीपर्णी—“पृथ्वीपर्णी संग्राहकवातहरदीपनीयवृषाणाम्”
(सूः २५ पः) । (२) रक्तार्थःसु पृथ्वीपर्णी—“इन्तग्राह रक्तरोगं तथा
वला पृथ्वीपर्णीभ्याम्” (चिः ८ पः) । (३) कफमदात्वयज्ञं वृषाणाम्
पृथ्वीपर्णी—“दृष्यते सलिलघ्राहो * । वलायाः पृथ्वीपर्णा वा * नृतम् ॥”
(चिः १२ पः) । चरकः ।

वातप्रवले वातरक्ते पृथ्वीपर्णी—“अजाशीरघ्राहतेन नृगासविनाधिं वा”
(चिः ५ पः) सुश्रुतः ।

ঐক্যাহিকজ্বরে পৃষ্ণিপর্ণীমূলম্—“ * পৃষ্ণিপর্ণীত্বপামার্গস্তথা মৃগ-
রাজোঃশ্রমঃ । এষামন্যতমং মূলং পুষ্ণেশোভৃত্য যত্নতঃ । রক্তাসূত্রেণ সংবেদ্য বহু-
মৈকাহিকং জয়েৎ ॥ (জ্বর চিঃ) । (২) রক্তাতিসারে পৃষ্ণিপর্ণী—“পয়স্য-
দীর্ঘকো হ্যগ্নিঃ * । পেয়া রক্তাতিসারস্তো পৃষ্ণিপর্ণ্যা চ সাধিতা” ॥ (অতিসার
চিঃ) । (৩) নেত্ররোগে পৃষ্ণিপর্ণী—“তাম্রপাত্রে গুহামূলং সিন্ধুত্বমরিচা-
ম্বিতম্ । আরণ্যালেন সংঘৃষ্টমচ্ছনং পিত্তনাশনম্ ॥ (নেত্ররোগচিঃ) । চক্র-
দত্তঃ ।

অস্থিভগ্নে পৃষ্ণিপর্ণী—মূলং শৃগালবিদ্রায়াঃ পীত্বা মাংসরসেন তু ।
চৃণোক্ত্য ত্রিসপ্তাহাদস্থিভগ্নমপোহতি” । (ভগ্ন চিঃ) ভাবপ্রকাশঃ ।

পুষ্ণিপর্ণীর পরিচয়ক্রোমিক সংজ্ঞা—“পুষ্ণিপর্ণী” (পুষ্ণিয়ন্তঃ পর্ণমন্তাঃ—ভানুজি
দীকিত), “ক্রোষ্টুকপুষ্ণিকা”, “চিষ্ণিপর্ণী” “চক্রপর্ণী” ।

পুষ্ণিপর্ণীর উচ্যনাম—বাঃ—চাকুলে । হিঃ—পিঠবন, পিঠোনী, ডাবড়া, দোলা ।
মঃ—পীঠবন । শুঃ—পৃষ্ণিপর্ণী । কঃ—তোরে মোড়, নরিঘল বোনে । তৈঃ—কোল্ল'কুন্ন ।
উঃ—ক্রোষ্টুকপর্ণী । কোঃ—পিঠোনী, চাকুলে ।

বর্ণন—পুষ্ণিপর্ণী ২২৩ হাত উচ্চ ক্ষুপ । পত্র, গোল, ক্ষুদ্র, রোমন, বর্ণ, বর্ষাকালের নদীর
জলের মত । পুষ্পদণ্ড শাখাগ্রস্থিত, দীর্ঘ এবং শৃগাললাঙ্গুলসদৃশ বলিয়া ইহাকে “ক্রোষ্টুক-
পুষ্ণিকা” বলে । পুষ্ণিপর্ণী, বর্ষার অন্তে অঙ্কুরিত, শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বর্ধিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত
হয় । বর্ষার নিরন্তর বারিপাতে ইহার পত্র ও কোমল শাখাগুলি ক্লিন্ন হইয়া যায় ।
পুষ্ণিপর্ণী আর্জভূমিতে জন্মে না । মুক্তপর্ণী মাঘপর্ণীবৎ প্রতানবতী পুষ্ণিপর্ণীও দৃষ্টিগোচর হয় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল বা সমগ্র ক্ষুপ । মাত্রা—কাথ ৫—১০ তোলা । মূলচূর্ণ—
২—৪ আনা ।

বৈদ্যকে পুষ্টিপণীর ব্যবহার ।

চরক—যত ধারক, বাতহর, দীপনীয় ও কৃষা বস্তু আছে তন্মধ্যে পুষ্টিপণী শ্রেষ্ঠ । (সূঃ ২৫ অঃ) । (২) রক্তাশোষণে পুষ্টিপণী—বেড়লা ও চাকুলের কাথ দ্বারা প্রস্তুত লাজপেয়া রক্তাশোষণ করে (চিঃ ৮ম অঃ) । (৩) কফজমদাত্যয়ের তৃষ্ণায় পুষ্টিপণী—পিপার কফজমদাত্যয় রোগীকে, ষড়ঙ্গপরিভাষামুসায়ে প্রস্তুত পুষ্টিপণীর পানীয়, পানার্থ প্রদান করিবে (চিঃ ১২ অঃ) ।

সুশ্রুত—বাতাধিক বাতরক্তে পুষ্টিপণী—পুষ্টিপণী ২ তোলা জল দেড় পোয়া, ছাগ দুগ্ধ আধপোয়া, তিল তৈল এক ছটাক, একত্র ক্ষীর পরিভাষামুসায়ে কাথ প্রস্তুতপূর্বক, বাত-প্রবল বাতরক্ত রোগী পান করিবে । ইহা অতিক্রুরকোষ্ঠ রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (চিঃ ৫ অঃ) ।

চক্রদত্ত—ঐকাহিকজ্বরে পুষ্টিপণী—ঐকাহিক জ্বর রোগী পুষ্টিপণী মূল যুক্তসূত্র দ্বারা বেষ্ঠনপূর্বক, মস্তকে ধারণ করিবে (জ্বর চিঃ) । (২) রক্তাতিসারে পুষ্টিপণী অর্দ্ধজলমিশ্রিত ছাগদুগ্ধ এবং পুষ্টিপণীর কাথ একত্র করিয়া, তদ্বারা অতীষ্ট বস্তুর পেয়া প্রস্তুত করিয়া, রক্তাতিসারীকে সেবন করাইবে (অতিসার চিঃ) । পিত্তনাম নেত্ররোগে পুষ্টিপণী মূল—পুষ্টিপণী মূলের সূক্ষ্মচূর্ণ কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ ও মরিচচূর্ণ যোগে, কাজির সহিত তাম্রপাত্রে, প্রত্যহ কিয়ৎকণ করিয়া, সাত দিন মর্দন করিবে । ইহা অঙ্গন করিলে, পিত্ত প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—অস্থিভঙ্গে পুষ্টিপণীমূল—পুষ্টিপণীর মূলচূর্ণ ছাগমাংসযুষের সহিত তিন সপ্তাহ সেবন করিলে, ভগ্ন অস্থির সন্ধান হয় (ভগ্ন চিঃ) ।

বস্তুব্য—পুষ্টিপণী লঘুপঞ্চমূলের অন্ততম । চরক, “দশেমানি”তে সন্ধারণ, শোধহর ও অঙ্গমর্দপ্রশমন বর্গে পুষ্টিপণী পাঠ করিয়াছেন । সুশ্রুতের—বিন্দারীগন্ধাদি ও হরিদ্রাদি-গণে পুষ্টিপণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সূঃ ৩৮ অঃ) । ধনুস্তরীয়নিঘণ্টুতে পুষ্টিপণীতেদের উল্লেখ আছে ইহা—“দীর্ঘপত্রা” এবং “বিষরী” । বিন্দারীগন্ধাদিগণের টীকার উল্লেখ লিখিয়াছেন “শৃগালবিগ্রামেকে বিন্দারীগন্ধাদৌ পঠন্তি । তামপঠনীগ্রামেকে মস্তান্তে । অস্তে পৃথকপণীভেদং দীর্ঘপত্রং সিংহপুচ্ছমাহঃ” ।

নব্যমত সমালোচনা—ডাঃ উদয়চাঁদ এবং ডিমক বলিয়াছেন, কেবল পুষ্টিপণী কচিৎ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় । ডিমক লিখিয়াছেন, পুষ্টিপণীর যে সমস্ত গুণ বৈদ্যকে লিখিত হইয়াছে

সেগুলি সম্পূর্ণ অলীক (১ম খণ্ড ৪২০ পৃঃ)। কেবল পুন্নিপনী যে, ঔষধার্থে ছুরিপ্রযুক্ত ইহা আমরা দেখাইয়াছি। পুন্নিপনীর শাস্ত্রোক্ত গুণ অলীক কি সত্য, পাঠক পরীক্ষা করিবেন। আমরা জানি, পূর্বাচার্যের উক্তি কদাচ অমূলক নহে। কোরি ও ডিমক্ উভয়েই পুন্নিপনীর অর্থ লিখিয়াছেন চিত্রপনী (spotted leaf)। পুন্নিপনীর অর্থ অন্নপত্রা, চিত্রপনী নহে।

Actions and uses—Alterative, tonic and astringent; given in fevers, catarrh of the air passages and in general debility. Ranaganja (Prisni parni) is used as an antidote to the poison of Phursa Snake (Echis Cardnata). (*Materia Medica of India—R. N. Khory—II. p. 235*)

নব্যমত—চাকুলে, রসায়ন, বলা ও কষায়। জ্বর, কফরোগ এবং দুর্বলতার প্রয়োগ করা হয়। সর্পবিশেষের বিষ প্রতিকারার্থে পুন্নিপনী ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেট্রিক্স মেডিক্যাল অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, কোরি—২য় খণ্ড ২৩৫ পৃঃ)।

প্রসারণী—প্রসারণী।

প্রসারণী, সরলী। *Pæderia Foetida*.

পূর্বাচার্যকৃতবর্ণনম্—“প্রসারণী গন্ধভাদালিয়া ইতি খ্যাতা” (ইতি বক্রোক্তনারাযচতৈলম্বাখ্যায় শিবদাসঃ)।

পরিচয়স্বাপিকা সংগ্ৰহ—“প্রতানিকা” “সারপর্ষী”। গুণপ্রকাশিকা সংগ্ৰহ—“রাজবলা” (“বলানাং বলপ্রদানাং রাজিব”—ভানুজিদীচিতঃ) “প্রসারণী” (“প্রসারিতৈ ঙ্গমগয়া”—ভানুজিদীচিতঃ) “পুতিগন্ধা”।

প্রসারণী গুরুত্বা সর সন্ধানজন্যতা। বিদৌষমমণী বৃশ্বা তেজঃক্রান্তি-বলপ্রদা। ধন্বনরীযনিঘণ্টঃ।

প্রসারণী গুরুত্বা ব তিত্তা বাতবিণায়নী অর্ষঃস্বয়মুদনী ব মসবিটম্বা-সারিণী। রাজনিঘণ্টঃ।

প্রসারণী গুর্ভাষা বসন্তসন্ধানস্বরূপা । বীর্ষ্যাম্বা বাতহৃত্ত্বা তিলা রাতরস-
কফাপহা । ভাবপ্রকাশঃ ।

বাতপিত্তহরা সৌখ্যা বস্বা হৃষ্যা প্রসারণী । রাজবল্লভঃ ।

বাতব্যাদী প্রসারণী—“কায়কঙ্কপয়োমির্বা বলাদোনা (বলাপ্রসারণা-
স্বগন্ধানা) পচেৎ পৃথক্” (চি: ২৮ অ:) । চরকঃ ।

চামবাতী প্রসারণীসন্ধানম্—প্রসারণ্যাড়কক্কাথে প্রস্বী গুড়রসীনয়োঃ ।
পক্কঃ পশ্বীষস্বরজঃ পাদঃ স্বাদামবাতহা (চামবাত চি:) । চক্রদত্তঃ ।

প্রসারণীর পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“প্রতানিকা” “চাকপনী” । গুণপ্রকাশিকা
সংজ্ঞা—“রাজবলা” (শ্রেষ্ঠবলা), “প্রসারণী” (অস্বিত্তারকারিকা) “পৃতিগন্ধা” ।

প্রসারণীর ভাষানাম—বা:—গাঁদাল, গন্ধাদালে । হি:—গন্ধপ্রসারণী, পসরণ, প্রসা-
রণী । তৈ:—গোস্তমগোকুচেটু, সবিরেলচেটু, । কো:—বন্তাধালে ।

বর্ণন—প্রসারণী, সর্বত্র সুলভ, বৃক্ষাশ্রিত আরণ্য লতা । সমগ্র লতা, বিশেষতঃ পত্র,
নির্দীড়িত করিলে, এক প্রকার দুর্গন্ধ অম্লভূত হয় ; এজন্য ইহার নাম “পৃতিগন্ধা” । গ্রীষ্মে,
প্রসারণী লতা প্রায় পত্রশূন্য হয়—লতাগ্রভাগে কচিং কিকিং পত্র থাকে, বর্ষায় নবপত্র সজ্জিত
হয় এবং শরৎকালে পরিপুষ্ট পত্রসম্বিত্তা প্রসারণী লতা পূর্ণবীর্ষ্য লাভ করিয়া, পুষ্প কল
ধারণোপযোগিনী হইয়া থাকে । পূর্বাচর্যাগণ এই উক্ত শরৎকালেই ঔষধার্থ প্রসারণী সংগ্রহ
করিতে বলিয়াছেন—“সমূলপত্রা যুৎপাট্য শরৎকালে প্রসারণীম্” । লতার ঠিক একই স্থান
হইতে দুই পাৰ্শ্বে দুইটা পত্র নির্গত হয়, নিম্নের বড় পাতা চৌড়া, উপরের ছোট পাতা
কিছু সরু । ফুল ছোট, মিলিতদল—উপরিভাগে প্রসারিত, বৃন্তের দিকে সঙ্কুচিত, ঠিক
“কানেলের” মত ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রলতা । মাত্রা—স্বরস ১—২ তোলা, কাথ ৫—১০ তোলা ।

বৈদ্যকে প্রসারণীর ব্যবহার ।

চরক—বাতব্যাদিতে প্রসারণী—সমূলপত্র আর্দ্র প্রসারণীর কাথ, কক ও চুই সহ
বধাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে বাতরোধি প্রশমিত হয় (চি: ২৮ অ:) ।

চক্রদত্ত—আমবাতে প্রসারণী-সন্ধান—সমূলপত্র আর্দ্র কুটীত প্রসারণী ১৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। বস্ত্রপূত করিয়া, এই ১৬ সের কাথে পুরাণ ইন্ধুগুড় ১ সের এবং নিস্তুম্ভ, ঈষৎকুটীত রসোন ১ সের প্রদানপূর্বক আলোড়িত করিয়া, রুক্ষমুখ মৃৎপাখে সপ্তাহকাল রাখিবে। সপ্তাহান্তে উহাতে পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চবা, চিত্রকমূল ও গুল্লী চূর্ণ মিশ্রিত ৩২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া, পান করিলে, আমবাত বিনষ্ট হয় (আমবাত চিঃ)। চক্রোক্ত এই প্রসারণীসন্ধান, ভাবপ্রকাশকার অবিকল উক্ত করিয়াছেন। প্রমাদপাঠোক্তার জন্য এবং যথার্থ তাৎপর্যাগ্রহবিরহে, ডাঃ উদয়চাঁদ ও ডিম্‌ক্ এই প্রসারণী সন্ধানকে “প্রসারণীলেহ” নামে অভিহিত এবং ইহার কদর্থ প্রচার করিয়াছেন (উদয়চাঁদ ১৭৯ পৃঃ, ডিম্‌ক্ ২য় খণ্ড ২২২ পৃঃ)

বক্তব্য—আমাজীর্ণে পাচকরূপে গাঁদালের পাতা শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। “গাঁদালের ঝোল” “গাঁদালের বড়া” সুপরিচিত উত্তম খাদ্যৌষধ। সৌশ্রুত চিকিৎসিতস্থানের ৫ম অধ্যায়োক্ত বাতন্যাধিচিকিৎসায় প্রসারণীর নাম নাই। চরক ও সুশ্রুতোক্ত বমনোপগ এবং বামক বর্গে (চরক বিঃ ৮ম, সুশ্রুত সূঃ ৩৯ অঃ) প্রসারণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Constituents—A Volatile oil of an offensive odour, 2 alkaloids, namely Alpha Pæderine and Beta pæderine.

Actions and uses—The whole plant is alterative antispasmodic and emetic. The root is an emetic (*Materia Medica of India—R. N Khory—II. p. 338.*)

নব্যমত—সমূলপত্রা প্রসারণী. রসায়ন, আক্ষেপ নিবারক এবং বাস্তিকর, মূল বিশেষতঃ বামক (মেটরিয়া মেডিকা অফ্‌ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ফোরি—২য় খণ্ড ৩৩৮ পৃঃ)।

প্রিয়ঙ্গু—প্রিয়ঙ্গু: ।

প্রিয়ঙ্গু:, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু: । *Aglaia Roxburghiana.*

প্রিয়ঙ্গু: যৌতলা তিলা মোহদাহবিনায়নী । জ্বরবান্ধিহরা বস্তুমুদ্রিতম্ব
প্রসাদয়েৎ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্ট: ।

प्रियङ्गुः शीतला तिक्ता दाहपित्तास्रदोषजित् । वान्तिभ्रान्तिष्वरहरा वक्त्र-
जायविनाशनी । राजनिघण्टुः ।

प्रियङ्गुः शीतला तिक्ता तुवरानिलपित्तहृत् । रक्ताभियोगदौर्गन्ध्यस्वेददाह
ष्वरापहा । वान्तिभ्रान्तिसारघ्नी वक्त्रजायविनाशनी । गुल्मटङ्घ्रिषमोहघ्नी
तद्वद् गन्धप्रियङ्गुका । तत्फलं मधुरं रुच्यं कषायं शीतलं गुरु । विवक्षाऽऽभान-
वलङ्घत् संप्राहि कफपित्तजित् । भावप्रकाशः ।

रक्तपित्ते प्रियङ्गुः—“उशीरकालीयकलोभपद्मकप्रियङ्गुका * * ।
पृथक् पृथक् चन्दनतुल्यभागिकाः । सशर्करास्तण्डुलधावनामृताः । रक्तं सपित्तं
शमयन्ति योगाः ॥ (चिः ४ बः) (२) रक्तातिसारे प्रियङ्गुः—“पीतः
प्रियङ्गुकाकल्कः सक्षौद्रस्तण्डुलान्धसा । रक्तस्त्राव' जयेच्छीघ्रं धन्वमांसरसाग्निः ।
(चिः १० अः) । (३) कफविस्सर्पे गन्धप्रियङ्गुः—शैवालं रु.स.दू.लानि
वीरागन्धप्रियङ्गुकौ । पृथगालेपनं कुर्याद्दन्तुशः सर्बशोऽपिवा । प्रदेहाः सर्व
एवैते, देया स्वल्पवृतामृताः ।” (चिः ११ अः) । (४) अग्रप्रन्थे गन्धप्रियङ्गुः
—“गन्धप्रियङ्गुः शोणितपित्तातियोगप्रशमनानाम् ।” (सूः २५ अः) चरकः ।

रक्तपित्ते प्रियङ्गुपुष्पम्—“खदिरस्य प्रियङ्गुनां * । पुष्पचूर्णन्तु मधुना
क्षौद्रा चारोग्यमश्रुते (रक्तपित्त चिः) । चक्रदत्तः ।

परिणामशूले प्रियङ्गुपत्रम्—“प्रियङ्गुपत्रकाथेन * वमनं परिशस्यते”
(परिणामशूल चिः) । वङ्गसेनः ।

প্রিয়ঙ্গুর ভাষানাম—বাঃ—প্রিয়ঙ্গু, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু। হিঃ—ফুলপ্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গু, ফুলফেন।
মঃ—গহ্বলা। শুঃ—ঘডলা। কঃ—নেপিলগু। তৈঃ—শ্বেতপুচেট্টু। তাঃ—প্রিয়ঙ্গু।
বং—গহনী।

বর্ণন—প্রিয়ঙ্গু বণিক্‌জবা। অধুনা বৈদ্যগণ, যে কলকে প্রিয়ঙ্গু বলিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করেন, তাহা এক প্রকার কটা রঙের ক্ষুদ্র ফল। ফলটির বৃন্তের দিক্‌ ক্রমশঃ সরু, উপরি ফুল-ফলগাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশিধারা বিচিরূপে চিহ্নিত, এজন্য সরুচিত ও বক্র। ভাঙ্গিলে ভিতরে, শীর্ণ, সরুচিত, লম্বা, কৃষ্ণবর্ণ, একটা বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজনিঘণ্টুতে প্রিয়ঙ্গু চন্দনবর্ণে পণ্ডিত হইয়াছে, অমরসিংহ প্রিয়ঙ্গুকে "গন্ধফলী" বলিয়াছেন। রমণীগণ প্রিয়ঙ্গু অমুলেপনার্থ ব্যবহার করিতেন ;—“প্রিয়ঙ্গু কাচন্দনরুষিতানাং স্পর্শাঃ প্রিয়ানাঞ্চ বরাঙ্গনানাম্” (চরক, দাহ চিঃ)। অতএব ইহার প্রিয়ঙ্গু (প্রিয়ং গচ্ছতি) নাম। ডিমক্‌, কোরি নব্য প্রামাণিক গ্রন্থকার, ইহার ঠিক প্রিয়ঙ্গু বীজকে সুগন্ধি বলিয়াছেন (ডিমক্‌ ১ম খণ্ড ৩৩৩ পৃঃ, কোরি ২য় খণ্ড ১১৭ পৃঃ)। কিন্তু এক্ষণে যে ফল প্রিয়ঙ্গু নামে বাজারে বিক্রীত হয় ও বৈদ্যগণ যাহা প্রিয়ঙ্গু বলিয়া ব্যবহার করেন, তাহার বীজ সুগন্ধি নহে। ফলের খোসারও কোন গন্ধ নাই। আমরা বহুফল ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছি, প্রিয়ঙ্গু বীজের অনুভবযোগ্য কোন দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ নাই। আমাদের পরীক্ষার্থ ব্যবহৃত কল জীর্ণ বা কীটদষ্ট নহে। সুতরাং এ প্রিয়ঙ্গু গন্ধপ্রিয়ঙ্গু নহে। (বক্তব্য দেখ)।

ডিমক্‌ ১ম খণ্ডের ৩৪৩ পৃষ্ঠায় প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষের বর্ণন লিখিয়াছেন। ওয়াইট্‌ সাহেব রুত “ফিগাস্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ প্লাটাস্‌” নাম পুস্তকের ১ম খণ্ডের ১৬৬ সংখ্যক চিত্রে প্রিয়ঙ্গুর ফল পুষ্প সমন্বিত শাখা অঙ্কিত হইয়াছে। ডিমকের বর্ণনে এবং ওয়াইট্‌ সাহেবের অঙ্কনে, সাদৃশ্য নাই। ডিমক্‌ বলিয়াছেন প্রিয়ঙ্গুর পুষ্প পীতবর্ণ, আমরা নবগ্রহ স্তোত্রে পড়িয়াছি “প্রিয়ঙ্গু কলিকা-শ্রামং”। বৃহস্পতিবৃন্তু বক্রকারেও প্রিয়ঙ্গুকে “কৃষ্ণপুষ্পী” বলা হইয়াছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কল, পত্র, পুষ্প। মাত্রা—ফলক ২—৪ আনা, পুষ্পক ১—৮ আনা। পত্রকাথ ৫—১০ তোলা, ফলকাথ ১—৫ তোলা।

বৈদ্যকে প্রিয়ঙ্গুর ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে প্রিয়ঙ্গু—রক্তচন্দন ও প্রিয়ঙ্গু সমভাগে লইয়া, তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্বক, শর্করা সহ পান করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) রক্তাতিসারে প্রিয়ঙ্গু—প্রিয়ঙ্গু কক মধু ও তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নিবৃতি পায়। যোগী

আঙ্গু মাংস অর্থাৎ ছাগাদিমাংসের ঘূষ পান করিবে (চি: ১০ অ:) । (৩) ককবিসর্পে শ্রিয়ঙ্গু—কক বিসর্পে, গন্ধশ্রিয়ঙ্গু, পেষণ পূর্বক স্বল্পতাপ্ত করিয়া প্রলেপ দিবে (চি: ১১ অ:) (৪) রক্তপিত্তাতিযোগ প্রশমন জ্বরের মধ্যে শ্রিয়ঙ্গু শ্রেষ্ঠ (সূ: ২৫ অ:) ।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে শ্রিয়ঙ্গুপুষ্প—শ্রিয়ঙ্গুপুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, রক্তপিত্ত হইতে আরোগ্য লাভ করা যায় (রক্তপিত্ত চি:) ।

বঙ্গসেন—পরিণামশূলে শ্রিয়ঙ্গুপত্র—বমনাই পরিণামশূলীকে শ্রিয়ঙ্গুপত্রকাথ সেবন করাইবে ।

বক্তব্য—ধনুস্তরীয়নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন “শ্রিয়ঙ্গুর্গন্ধব্যং ককুশ্চ” । শ্রিয়ঙ্গু শব্দে ককু অর্থাৎ কাটন এবং গন্ধদ্রব্য বুঝায় । ককু হইতে পৃথক্ করিবার জন্তই পূর্বাচাৰ্যগণ কামচার্য্য কৌন কৌন স্থলে শ্রিয়ঙ্গুকেই গন্ধশ্রিয়ঙ্গু বলিয়া উল্লেখ করিতেন । নচেৎ গন্ধ-শ্রিয়ঙ্গু নামে পৃথক্ কৌনও বস্তু ছিল না । অস্ততঃ চক্রপাণির সময় পর্য্যন্ত, শ্রিয়ঙ্গু বলিলে যে গন্ধশ্রিয়ঙ্গুই বুঝাইত, ইহাতে সংশয় নাই । চরকের অগ্র্যগ্রহের টীকার চক্রপাণি লিখিয়াছেন— “গন্ধশ্রিয়ঙ্গুঃ শ্রিয়ঙ্গুরেব” । গন্ধশ্রিয়ঙ্গু পূর্বে প্রসিদ্ধ থাকিলেও সংপ্রতি অপরিচিত । নিঘণ্টু গ্রন্থের মধ্যে ধনুস্তরীয়নিঘণ্টু ও রাজনিঘণ্টু বহু স্তুভাষিতপূর্ণ গ্রন্থ, এই গ্রন্থদ্বয়ে শ্রিয়ঙ্গু ভিন্ন গন্ধশ্রিয়ঙ্গু নামে কৌনও বস্তুর উল্লেখ নাই । কেবল ভাবপ্রকাশকার শ্রিয়ঙ্গু ও গন্ধ-শ্রিয়ঙ্গুর পৃথক্ উল্লেখ ও গুণ নির্দেশ করিয়াছেন । ভাবপ্রকাশে অগ্রে শ্রিয়ঙ্গুর গুণ বর্ণন করিয়া, পশ্চাৎ গন্ধশ্রিয়ঙ্গুর উল্লেখ করা হইয়াছে । নির্গন্ধ শ্রিয়ঙ্গু না থাকিলে আর শ্রিয়ঙ্গু ও গন্ধশ্রিয়ঙ্গু পৃথক্ কপৃথ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হয় না ;—অতএব বোধ হয় পূর্বে কেবল গন্ধশ্রিয়ঙ্গু অর্থে শ্রিয়ঙ্গু শব্দ প্রযুক্ত হইলেও, পারে নির্গন্ধ শ্রিয়ঙ্গুর (যাহাকে আমরা এক্ষণে শ্রিয়ঙ্গু বলিয়া ব্যবহার করি) প্রচার হইলে, ভাবপ্রকাশকার গন্ধশ্রিয়ঙ্গু হইতে উহাকে পৃথক্ করিবার জন্ত, শ্রিয়ঙ্গু ও গন্ধশ্রিয়ঙ্গুর পৃথক্ উল্লেখ আবশ্যিক মনে করিয়াছিলেন । প্রথমেই শ্রিয়ঙ্গু অর্থাৎ নির্গন্ধ শ্রিয়ঙ্গুর উল্লেখ দেখিয়া, আমরা এরূপও অনুমান করিতে পারি যে, ভাবপ্রকাশের সময়ে গন্ধশ্রিয়ঙ্গু অপেক্ষা নির্গন্ধশ্রিয়ঙ্গুই অধিকতর প্রচার ছিল । বঙ্গসেন ভিন্ন, চক্রপাণেকা কৌনও অর্কাটীন গ্রন্থেই শ্রিয়ঙ্গুর ব্যবহার আদর উদ্ধৃত করিনাই— সুতরাং আমরা শ্রিয়ঙ্গু ও গন্ধশ্রিয়ঙ্গু একাধে ব্যবহার করিয়াছি ।

Constituents—Quercitannic acid and ash.

Actions and uses—Refrigerant and astringent; used in fevers, diarrhoea and liver affections; as an alterative it is given in leprosy. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II. p. 117)

ନବ୍ୟାୟତ—ଅଗ୍ରମ୍, ନୀତ ଓ କଷାୟ । ୟହା ଭର, ଅଭିମାର ଓ ବରୁହମରେ ବାବହୃତ ହସ ।
ଅନାୟନ କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣରୋମେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଯାଏ (ମେଡିସିନା ମେଡିକା ଅକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ—ଆର, ଏନ, କୋରି
—୨ମ ଖଣ୍ଡ ୧୧୨ ପୃ: ।

ମୂଳ-ମୂଳ: ।

ମୂଳ: ପର୍କଟୀ । Ficus infectoria.

ପରିଚୟଜ୍ଞାପିକା ସଂଜ୍ଞା—“ସୁପାର୍ଶ୍ଵ:,” “ଚାରୁଦର୍ଶନ:,” “କ୍ଷୀରୀ,”
“ମଫଳଚ୍ଛାୟ:,” “ଋଷ୍ଠପର୍ଣ୍ଣ:” ।

ମୂଳ: କଟୁକାୟସ୍ଵ ଶୀତଳୋ ରକ୍ତପିତ୍ତଜିତ୍ । ମୂର୍ଚ୍ଛାଭ୍ରମପ୍ରଳାପାଂସ୍ଵ ହରେତ୍ ମୂଳୋ
ବିଶୋଷକ: । ଧନ୍ବନ୍ତରୀୟନିଘଣ୍ଟ: ।

ମୂଳ: କଟୁକାୟସ୍ଵ ଶିଶିରୋ: ରକ୍ତଦୋଷଜିତ୍ । ମୂର୍ଚ୍ଛାଭ୍ରମପ୍ରଳାପଂସ୍ଵ ଋଷ୍ଠମୂଳୋ
ବିଶୋଷକ: । ରାଜନିଘଣ୍ଟ: ।

ମୂଳ: କାୟ: ଶିଶିରୋ ବ୍ରଣଯୋନିଗଦାପହ: । ଦାହପିତ୍ତକାଫାମଗ୍ନ: ଶୋଥହା
ରକ୍ତପିତ୍ତହତ୍ । ରକ୍ତଦୋଷହରୋ ମୂର୍ଚ୍ଛାପ୍ରଳାପଭ୍ରମନାଶନ: ଭାବପ୍ରକାଶ: ।

ଯୋନିସ୍ତାବି ମୂଳତ୍ଵକ୍—“ମୂଳତ୍ଵକ୍ଚୂର୍ଣ୍ଣାପିଠ୍ଠଂ ବା ଧାରୟେନ୍ନଧୁନା କ୍ଷତମ୍ । (ଚି:
୩୦ ଷ:) । ଚରକ: ।

ରକ୍ତପିତ୍ତିଣ: ଶାକାର୍ଥଂ ମୂଳପଲ୍ଲବ:—ପଠିଲନିଗ୍ଠବିତାୟମୂଳବିତସପଲ୍ଲବା: ।
ଶାକାର୍ଥଂ: ଶାକସାତ୍ଵ୍ୟାମାଂ ତଞ୍ଜୁଲୀୟାଦୟୋ ହିତା: ॥ ଭାବପ୍ରକାଶ: ।

ମୂଳକ୍ମର ପରିଚୟଜ୍ଞାପିକା ସଂଜ୍ଞା—“ସୁପାର୍ଶ୍ଵ:,” “ଚାରୁଦର୍ଶନ:,” “କ୍ଷୀରୀ” “ସଫଳ-
ଚ୍ଛାୟ:,” “ଋଷ୍ଠପର୍ଣ୍ଣ:” ।

প্লক্ষের ভাষানাম—বাঃ—পাকুড় গাছ, হিঃ—পাথর, পাকড় । যঃ—সিঁপরী ।
 ঙঃ—পিপর্ষ্য । কঃ—বহুরি । কোঃ—পাকড়ী ।

বর্ণন—পাকুড় ‘চাক্ষুর্শন’ ছায়াতরু । শাখা ‘কাঁপড়ি’ বলিয়া ‘সুপাৰ্শ্ব’ নাম । পাকড়
 ও অশ্বখবৃক্ষ দ্বিপিতে একই প্রকার কেবল পাকুড় অশ্বখাপেক্ষা ‘হৃদ্বপর্ণ’ এবং অশ্বখের পত্রাংশ-
 ভাগ যত দীর্ঘ পাকুড়ের তত দীর্ঘ নহে । রাঢ়ে, অশ্বখবৎ পক্কা উলভ নহে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ঝক্, পত্র ।

বৈদ্যকে প্লক্ষের ব্যবহার ।

চরক—যোনিশ্রাবেপ্রক্ষতক্—প্রদরের যোনিশ্রাব প্রশমনার্থ পাকুড়ের ছালচূর্ণ, মধুর
 সহিত পিণ্ড করিয়া, যোনিতে ধারণ করিবে । (চিঃ ৩০ অঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্ত রোগীর শাকার্থ প্রক্ষপন্নব—শাকসাম্য রক্তপিত্তকে
 পাকুড়ের পাতা শাকবৎ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে (রক্তপিত্ত চিঃ) ।

বক্তব্য—প্রক্ষ “পঞ্চবহুলের” অগ্রতম । সুশ্রুত যোগোদ্যোগে প্রক্ষ পাঠ করিয়াছেন,
 যোগোদ্যোগের গুণ—“ন্যোগোদ্যোগো ব্রণাঃ সংগ্রাহী ভয়সাধকঃ । রক্তপিত্তহরো দাহমেদোহে
 যোনিদোষহরঃ (সূঃ ৩৮ অঃ) । চরক, মৃগসংগ্রহণবর্গে প্লক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন (সূঃ ৪ অঃ) ।

বকুল—বকুলঃ ।

বকুলঃ, Mimusops Elengi.

পরিচয়স্বাপিকা সংগ্রহ—“সীধুগন্ধঃ” “মীর্ষকীসরকঃ” “খিরপুষ্পঃ”

“খিরকুমুমঃ” ।

বকুলোন্নবপুষ্পস্তু স্তপক্কাশ্চ স্তগন্ধি চ । মধুরশ্চ কষায়শ্চ স্তিধং স্তয়াশ্চি
 ষাকুলম্ । স্তিরীকরশ্চ দস্তানাং বিঘদং তদফলং গুৰু ॥ ধম্বনরীয-
 নিঘণ্টুঃ ।

বকুল: শীতলো হৃদ্যো বিষদোষविनाशनः । মধুরश्च कषायश्च मदाढ्यो हर्ष-
दायकः । तथा च—वकुलकुसुमञ्च रुच्यं क्षীराढ्यं सुरभि शीतलं मधुरम् ।
स्त्रिधकषायं कथितं मलसंग्राहकञ्चैव । राजनिघण्टुः ।

বকুলসুবরোঃগুণাঃ কটুপাকরসো গুরুঃ । কফপিত্ত বিষখিত্তকামিদন্তগদা-
পহঃ । ভাবপ্রকাশঃ ।

বিপাকো গুরু সম্পক্কং মধুরং কফপিত্তজিত্ । মধুরश्च कषायश्च स्त्रिधं
संग्राहि वाकुलम् । सुश्रुतसंहिता (सू: ४६ अ:—फलवः ।)

तद्बीजं दन्तचालघ्नं नस्याच्छीर्षकरुजापहम् । शोढलनिघण्टुः ।

चलदन्ते वकुलफलम्—“चलदन्तस्थिरकरं कुर्याद्बकुलचर्बणम्—” (दन्त-
रोग चि:) । (2) दन्तचाले वकुलत्वक्—दन्तचाले तु गण्डूषो वकुलत्वक्कृतो
हितः । माक्षिकं पिप्पलीसर्पिमिश्रितं धारयेन्मुखे । दन्तशूलहरं प्रोक्तं
प्रधानमिदमौषधम् “(दन्तरोगचि:) । चक्रदत्तः ।

বকুলের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“সীধুগন্ধ,” “শীর্ষকেশরক,” “চিবপুল,”
“হির কুহুম” ।

বকুলের ভাষানাম—বাঃ—বকুল গাছ । হিঃ—মৌলসিরী, বকুল । মঃ—বকুলী ।
শুঃ—বোলসরী, বরশোলী । কঃ—করক । তৈঃ—পাষা, পোগডচেটু । উঃ—বউডকুড়ি ।
তাঃ—মোগদম্ । দাঃ—ঘোলসরী । কোঃ—বকুল ।

বর্ণন বকুলের গৃহস্থলী, দেবারতন এবং উচ্চানে বকুলবৃক্ষ সবলে পালিত হয় । বকুলের
পত্রের শাখাশিখ শোভা, কুহুমের আমোদ এক স্বরভিষিতল ছাড়া, উপভোগ কবিবার বস্তু ।
বকুলের একটি নাম “অমরানন্দ” । কবি বলিরাছেন—

“আবার বকুলগন্ধানকীকুর্কন পদে পদে ভ্রমরান ।

অন্নমেতি মক্ষমক্ষং কাবেয়োবারিপাবনঃ পবনঃ” ॥

পুষ্প—গুত্র, মিলিত দল, পুষ্পনল, অতি ধর্মাকৃতি, উপরি চূড়াকারে মিলিত । বকুল-
বৃক্ষ, গ্রীষ্ম হইতে শরৎ পর্যন্ত ঋতুভ্রম ব্যাপিয়া পুষ্পিত, এং শুষ্ক কুহুমও অবিকৃত এবং সুগন্ধি
শ্রাবকে বলিয়া ইং “চিরপুষ্প” ও “হির কুহুম” নামে খ্যাত । পত্র-বকুল সিন্দূরবর্ণ, কণারনধূর
অপক্কফল—কষায় ও হৃৎকবৎ গুত্র আঠা বহল ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক, পুষ্প, ফল ।

বৈদ্যকে বকুলের ব্যবহার ।

চক্রদন্ত—চলদন্তে বকুলফল—বকুলফল চর্ষণ করিলে চলিত দন্ত শক্ত হয় (দন্ত
রোগ চি:) । (২) চলদন্তে বকুলত্বক—বকুলত্বকের কাপে পিপ্পলচূর্ণ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত
করিয়া আলোড়নপূর্বক কবল করিলে, চলিত দন্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হয় (দন্তরোগ চি:) ।

বস্তব্য—বকুলের কোমল শাখা, পত্র এবং পুষ্পবৃন্ত ভঙ্গ করিলে আঠা বাহির হয় ;
কিন্তু ইহা ক্ষীরবৃকের মতো পঠিত হয় নাই । চরক, আসব্যোনি ফলবর্গে বকুল পাঠ করিয়া-
ছেন (সূ: ২৫ অ:) । লোকে, শিশুর কোষ্ঠবন্ধে, ঘৃত মিশ্রিত পিষ্ট বকুল ফলশস্ত্রের বস্তি
প্রস্তুত করিয়া, মলদ্বারে প্রয়োগ করিয়া থাকে । বকুলফলশস্ত্রের নস্ত শিরোবিরেচক । পুষ্পচূর্ণ
মলসংগ্রাহক ।

Constituents—Tannin, some caoutchouc, wax, colouring matter,
starch and ash (*Materia Medica of India—R. N. Khory—II. p. 429*)

Actions and uses—The bark is astringent and given in catarrh of the
bladder and urethra ; also used as a gargle in salivation, sore month,
loose teeth and in spongy gums. The unripe fruit when chewed is said
to strengthen loose teeth. A snuff made of the powdered flowers, produces
copious discharge from the nose and relieves headache and fever. (Do)

নব্যমত—বকুলের ত্বক কষায়, মূত্রাশয় এবং মূত্রশ্রোতঃ হইতে স্লেয়াব হইলে, ইহা
সেবনার্থ প্রয়োগ করা হয় । লালশ্রাব, মুখকণ্ড, দন্তের চল এবং মাড়ী হইতে রক্তাশ্রাব
প্রতীকারার্থ বকুলত্বকের কাথ কবল করিতে দিবে । শুষ্ক বকুলপুষ্পচূর্ণের নস্ত গ্রহণ করিলে,
নাসিকা হইতে প্রচুর স্লেয়া নির্গত হইয়া, শিরঃসীড়া ও অর প্রশমিত করে । (মেট্রিয়ার মেডিকাল
অক্ ইতিহা—আর, এন্, কোরি ২য় খণ্ড ৪২৩ পৃ:) ।

वच।—वचा ।

अरुणवर्णाया नाम—“वचा,” “उग्रगन्धा,” “लोमशा ।” Acarus
calamus. श्वेतवर्णाया :—“श्वेतवचा,” “वङ्गन्धा,” “हेमवती ।”

परिचयत्रापिका संज्ञा—वाचाया :—“शुद्धपची” “रुद्धपची”
“लोमशा,” “जटिला” । श्वेतवचाया :—“दीर्घपचिका” “वङ्गन्धा” ।
गुणप्रकाशिका संज्ञा—वचाया :—“उग्रगन्धा” । श्वेतवचाया :—
“मेधा” ।

वामनी कटुतिक्तोष्णा वातश्लेष्मरुजापहा । कण्ठ्या च मेधा क्षमिहृदिवन्धा-
धानशूलनुत् । वचाद्वयन्तु कटुकं रुक्षोष्णं मलमूत्रलम् । दीपनं कफ-
वातघ्नं मेधायुषश्च पाचनम् । जन्तुघ्नं चोद्यगन्धं स्नातु कण्ठास्त्ररोगजित् ।
धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

वचा तिक्ता कटुष्णा च कफामग्रत्रिगोफनुत् । वातज्वरातिसारघ्नो वान्ति-
क्षमाद्भूतनुत् । श्वेतवचाऽतिगुणाष्वा मतिमेधायुःसहृदिदा कफशुभ् ।
वृथा च वातभूतक्षमिदोषघ्नी च दीपनी च वचा । राजनिघण्टुः ।

वचोद्यगन्धा कटुका तिक्तोष्णा वान्तिवह्निघ्नत् । विषन्धोष्णायुष्मन्नी यक्ष-
भूत्रविशोधिनी । अपकारकफोष्माद्भूतजन्तुनिहान् हरेत् । हेमवतुर्दिता
तक्षदातं वान्ति विमेवतः । सुगन्धाद्युद्यगन्धा च तिक्तोष्णत् कफकारकनुत् ।
सुखरत्वकरो वचा इवकश्चुचयोधिनी । भावप्रकाशः ।

वचाऽऽकुचा कफवातघ्नान्नी कृत्तिवर्जिनी । रात्रवद्धमः ।

अग्निर्वापयसाऽऽग्नेन मासमेकमुषेविता । वचा कुर्यान्नरं प्राज्ञं नृत्तिधारण-
संयुतम् । चन्द्रसूर्यग्रहे पीतं पलमेकं पयोन्वितम् । वचाया स्तम्भेषु कुर्या-
न्नाहाप्रज्ञान्वितं गरम् । इन्द्रविघ्नष्टुरभाकरः ।

शुष्कार्णसी खेदनार्थं वचा—* “तेलेनाभयञ्च बुद्धिमान् । * वचा-
यतापिप्लवैर्वा सुखीचैः खेदसंयुतैः । * खेदयेत्—“(चिः ८ प्रः) । (२)
अतिसारे वचा—वचाप्रतिविषाभागां * । * पक्वं वा पाययेज्जलम्” (चिः
१० प्रः) । (३) अपस्मारे वचा—* “वचां वा मधुसंयुताम्” (चिः १६ प्रः)
चरकः ।

मेधार्थुर्लाभाय शुक्ला वचा—“हृतदोष एवाऽऽगारं प्रविष्टं तैमवत्त
वचायाः पिष्टं मामलवमाचमभिद्धतं पयसाऽऽलोच्य पिबेत् । जीर्णे पयःसर्वि-
रोदन इतयाहारः । एवं हादयरात्रमुपयुञ्जीत । ततोऽस्त्रबोत्रं विविचते । चिर-
भयासाद्भुतमादत्ते । चतुर्षादयरात्रमुपयुञ्ज्य सर्व्वं तरति किञ्चिन्नं, ताच्छर्द्वर्ग-
मुत्पद्यते व्रतायुच भवति । (चिः २८ प्रः) । (२) नैगमेवग्रहप्रतिषेधार्थं
वचा—“वचां * * * नापि धारयेत्” (उः ३६ प्रः) । सुश्रुतः ।

वातजारोचकी वचा—“खर्द्येषा वचाभोभिः (चिः ५ प्रः) । वाम्भटः ।

उन्मादे वचा—“वङ्गवङ्गाः * * * खरसाः । उन्मादहती उन्माः *
इन्द्रमहृत्तिनाः” (उन्माद चिः) । (२) अपस्मारे वचा—“यः खादेत्, जीर-
मन्नाग्नी माचिकीच वचारकः । अपस्मारं महाघोरं बुद्धिरोत्रं वनेद् भुञ्ज्य”

(অপস্মার চি:) । (১) বৃদ্ধী বচা—“বচাসধর্ষকস্বেন প্রলিপো হৃদি নাযনম্”
 বক্রদন্ত: ।

মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তে বচা—মূত্ররোধজনিত শীরবারিবচাং পিবেত”

(উদাবর্ত্ত চি:) । ভাবপ্রকাশ: ।

শ্যামাজীর্ণে বচা—“বচালবণতোয়েন বাস্তিরামে প্রশস্যতে” (অজাৰ্ণ
 চি:) । (২) কফজহৃদ্রোগে বচা—বচানিম্বকষায়াভ্যাং বাস্ম্য’ হৃদি কফো-
 ত্যিতে “(হৃদ্রোগ চি:) (৩) চৰ্ম্মদলে শ্বেতা বচা—“বচয়া শ্বেতয়া নাশং
 য়াতি চৰ্ম্মদলং দ্রুতম্” (কুষ্ঠ চি:) । (৪) শিশো: কচ্ছু বিচর্চিকাদিষু
 বচা—“বচাকুষ্ঠবিড়ঙ্গনাং কোণিকাথাবগাহনম্” (বালরোগ চি:) । বঙ্ক-
 সেন ।

মুখরোগে বচা—“দিবারাত্রং বচায়ন্যি’ মুখে সঁধারয়েন্নিষক্ । তেন-
 সৌখ্যং ভবেৎস্ব মুখরোগাদ্বিমুচ্যতে (চি: ৪৫ অ:) । হারীত: ।

অরুণবর্ণ বচের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“কুঙ্গপনী,” “ইকুপনী,” “গোমশা,”
 “জটীলা” । শ্বেতবচের—“দীর্ঘপত্রিকা,” “বড়গ্রহা” । অরুণবচের গুণপ্রকাশিকা
 সংজ্ঞা—“উগ্রগন্ধা” । শ্বেতবচের—“মেধা” ।

সংস্কৃত নাম—অরুণবর্ণবচের—“বচা,” “উগ্রগন্ধা,” “গোমশা” । শ্বেতবচের—
 “শ্বেতবচা,” “বড়গ্রহা,” “হৈমবতী” ।

অরুণবর্ণ বচের ভাষানাম—বা:—বচ্ । শি:—বচ্ । ম:—বেখণ্ড । ঙ:—বোড়া-
 বচ্ । তৈ:—বাসা । তা:—বশচ্ ।

শ্বেতবচের ভাষানাম—বা:—গোরাসানী বচ, শাদা বচ, হি:—ধূয়াসানী বচ, সকেব বচ, ম:—পাণ্ডরে বেপণ্ড, ঙ:—ধূয়াসানী বচ, বালাবজ, তৈ:—বডজ, কা:—সোসনজর্দি, অ:—উদলবজ্জ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—তুফ তহু কল। মাত্রা—চূর্ণ, ৪—৮ আনা মাত্রার ব্যক্তিকর এক আনা মাত্রার কফনিঃসারক ।

বৈদ্যকে বচা ব্যবহার ।

চরক—শুক্রার্শে বচা—অর্শোরোগীর গুহদ্বারে তিলতৈল মাখাইয়া বচা ও শলুকায় ঐষত্বক, মেগাবিত, পিণ্ডারা স্বেন দিবে (চি: ৯ অ:) । (২) অতিসারে বচা—অতিসারীকে অতিবিষা এবং বচা কথ পান করাষ্টবে (চি: ১০ অ:) । (৩) অপস্মারে বচা—অপস্মারীকে বচাচূর্ণ মধুযোগে সেবন করাষ্টবে (চি: ১৬ অ:) ।

সুশ্রুত—মেধায়ুর্ভার্থ গুরুবচা—হৃতদোষ রসায়নকারী ব্যক্তি, গৃহপ্রবেশ পূর্বক, (ইহা কুটী প্রাথমিক রসায়ন। রসায়ন দুই প্রকার কুটী প্রাথমিক ও বাতাতপিক) হোম করিয়া, শ্বেতবচা আমলী প্রমাণ পিণ্ড ব্রাহ্মী ঘৃতের (ইহার কিছু পূর্বেই, মূলগ্রহে এই ব্রাহ্মী ঘৃত পাকের বিধি বলা হইয়াছে) সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে, গব্যরত ৩ দুগ্ধ সহ অন্ন ভোজন করিবে। এইপ্রকার বার দিন সেবা। অতঃপর শ্রোত্রের এমন অপূর্ব শক্তি লভ্যে, যে চুইবার মাত্র আবৃত্তি করিলেই শাস্ত দারণ করিতে পারে। এইরূপ ৪৮ দিন সেবন করিলে গরুড়ের স্থায়ী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শতবর্ষ আয়ু লাভ করা যায় (চি: ২৮ অ:) । (২) নৈগমেয়গ্রহপ্রতিমেধার্থ বচা—নৈগমেয় গ্রহের আক্রমণ হইতে শিশুক রক্ষা করিবার জন্য, বচা ধারণ করাষ্টবে (উ: ৩৬ অ:) ।

বাগ্ভট—বাতজ অরোচকে বচা—বাতজ অরোচক রোগীকে, বচা কথ সেবন করাষ্টবে। ইহাতে বমনদ্বারা ব্যাধি নিবৃত্তি পাষ্টবে (চি: ৫ অ:) ।

চক্রদত্ত উন্মাদে বচা—বচা রস, কুড়চূর্ণ ও মধু সহযোগে সেবন করিলে, উন্মাদ প্রশমিত হয় (উন্মাদ চি:) । (২) অপস্মারে বচা—হৃদয় সেবনপূর্বক, মধুসহ বচা চূর্ণ সেবন করিলে, অপস্মার জর করা যায় (অপস্মার চি:) । (৩) বৃদ্ধিরোগে বচা—বচা ও সর্বপের প্রলেপ বৃদ্ধিনাশক (বৃদ্ধি চি:) ।

ভাবপ্রকাশ—মূত্ররোধক উদাবর্তে বচা—কাঁচা চুধ এবং শীতল জল সহযোগে একত্র

মিশ্রিত করিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ বচের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্ররোধের উদাবর্ত প্রশমিত হয় (উদাবর্ত চিঃ) ।

বঙ্গসেন—আমাজীর্ণে বচা—আমাজীর্ণে, লবণজলের সহিত বচা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে । এতদ্বারা বমন হইয়া আমাজীর্ণ প্রশমিত হয় (অজীর্ণ চিঃ) । কফজ হৃদ্রোগে

বচা—কফজ হৃদ্রোগে, বচা ও নিমছালের কাথ পানপূর্বক বমন করিলে । (৩) চর্ম্মদলে খেত-

বচা—খেতবচা প্রলেপ চর্ম্মদল নাশক (কুষ্ঠ চিঃ) । (৪) শিশুর কচ্ছুবিচর্চিকাদি রোগে

বচা—বচা, কুড় এবং বিড়ঙ্গের ঈষৎকাথে শিশুকে অবগাহন করাইলে, শিশুর কচ্ছু বিচর্চিকাদি বিনাশ পায় (বালরোগ চিঃ)

হারীত—মুখরোগে বচা—মুখে দিবারাত্র বচা টুকরা রাখিলে, মুখরোগ নিবৃতি পায় (চিঃ ৪৫ অঃ) ।

বন্ধব্য—কোচবিহার রাজ্যের সর্বত্র খেতবচা প্রচুর ভায়ে । ধনস্তরীয়নিঘণ্টু ও রাজ-নিঘণ্টুতে খেত এবং অরুণবচা ভিন্ন তৃতীয় প্রকারের বচের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । ভাব-প্রকাশকার এতদতিরিক্ত ‘সুগন্ধাবচা’র উল্লেখ করিয়াছেন । ইহার ভাষানাম কুলিঙ্গন কথিত হইয়াছে । পশ্চিমাঞ্চলে কুলিঙ্গন প্রসিদ্ধ । বাঙলার লোকে অরুণবচাকেই মহাবরীবচ বলে । ভাবপ্রকাশকারের মতে সুগন্ধা বচা ভাষানাম মহাবরীবচা । চরক, লেখনীর, অর্শোর, শীতপ্রশমন ও সংজাহাপন বর্গে বচা পাঠ করিয়াছেন, বমনোপযোগী জ্বাবর্গে (বিঃ ৮ অঃ) বচা উল্লেখ করেন নাই । সুশ্রুত, উর্দ্ধভাগহর বর্গে (সূঃ ৩৯ অঃ) বচা পাঠ করিয়াছেন ।

Constituents.—A volatile oil, acorin—a bitter principle, acorctin (choline), calamine, starch, mucilage &c.

Actions and uses—Bitter aromatic stimulant, tonic and carminative ; usually combined with vegetable bitter tonics and aromatics, and given in agne, habitual constipation, atonic dyspepsia, colic, flatulence and paralytic and nervous affections ; as a stimulant it is given in low fevers, epilepsy, and as a deobstrucut and depurative in parotitis, dropsy and other glandular diseases. It is an ingredient of various apporodisiac confections. As a poultice it is applied to paralysed limbs and rheumatic swellings. Powdered rhizeme, rubbed with casherd spirit is used in chronic rheumatism ; a watery solution is dropped into the ears in noise in the ears. *Balaovacha* is given to children to bite to

promote teething. Its action is similar to that of soothing syrup. It is also given in capillary bronchitis and cough. It acts by setting up emesis; Jora bacha is used as a diuretic in calculous affections and as an anthelmintic in worms in children. As an astringent the drug is given in dysentery and diarrhoea. Like neem it is also burnt as an incense. It is regarded as an insectifuge and insecticide for fleas &c. The volatile oil is used for scenting snuff and preparation of aromatic vinegar. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II. p. 628).

নব্যমত—বচ, তিক্ত, সুগন্ধি, উষ্ণ, বলা ও বায়ুনাশক। ইহা প্রায়শঃ, তিক্তবলময় ও সুগন্ধি মসলার সহিত, কম্পজ্বর, সূচিবোৎপন্ন কোষ্ঠরুদ্ধ, গ্রহণা, শূল, উদরাগ্নান ও বাতব্যধিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উষ্ণ বলিয়া, বচ, সুহৃৎ ও অপম্বারে প্রয়োজ্য। ছুই সঞ্চিত দোষ শরীর হইতে নিঃসারিত করিবর শক্তি আছে বলিয়া, বচ, কর্ণমূগশোধ, অস্ত্রান্ত গ্রন্থিবিসৃদ্ধি ও শোধরোগে সেবা। বচ, বিবিধ বুবা খণ্ডমোদিকাদিতে ব্যবহৃত হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গে কিম্বা আমবাতের ক্ষীণিতে বচের প্রলেপ হিতকর। সুপিষ্ট বচ, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, বিন্দু বিন্দু কর্ণাভ্যন্তরে প্রয়োগ করিলে কর্ণনাশ প্রশমিত হয়। শিশুদিগকে “বালবচ” দংশন করিতে দিলে স্বাভাবিক দস্তাদগম হয়। ইহার জিরা “সুদিং সিরাপে”র তুল্য। কাস বিশেষে (capillary bronchitis) এবং কফরোগেও ইহা প্রয়োজ্য। “বোড়বচ” সুস্বাদু বলিয়া শর্করা অনুরোগে হিতকর, কুমির হেতু শিশুর কুমিরোগে সেবা। ধারক বলিয়া, অতিসারে, জ্বাম ও রক্তাতিসারে ব্যবহৃত হয়। অস্ত্রান্ত সুগন্ধি জ্বাবৎ বচও দগ্ধ করা হইয়া থাকে। বচ, কীট প্রতিবোধক ও কীটনাশক। বচের তৈল বায়ু সংস্পর্শে সর্ব “উবিয়া বায়”। এই তৈল, মস্ত সুগন্ধি করণার্থ ও সুগন্ধি নিকা প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়। আর, এন কোরি ২য় খণ্ড ৩২৮ পৃঃ)।

বচ, অল্প মাত্রার পাচক, অধিক মাত্রার (তিন আনা) বামক। অজীর্ণের সহিত উদরাগ্নান থাকিলে বচ বিশেষ উপকারী। $\frac{1}{2}$ আনা মাত্রার বচচূর্ণ, শিশুর পেটকামড়ানির পক্ষে হিতকর। বচের কাষ্ট বা কাথ কম্পজ্বরে বিশেষ ফল হয়। উৎকাসিতে, মুখে বচের চূর্ণ রাখিলে কাষ্ঠলা-বেগের উপশম হয়। ইহা অনেক “কফলাভেদন” অপেক্ষা কলময়। খাসরোগে বচের চূর্ণ প্রথমে $1\frac{1}{2}$ —২ আনা মাত্রায়, পরে ২।০ বন্টা অন্তর কফনিঃসারক মাত্রায় (১ আনা), বস্তকল বাসের নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ সেবা। করপালের তৈল সেবন করিয়া অস্তি বিসেচন হইলে, তৎ-প্রতীকারার্থ অস্ত্রান্ত বচকার হই আনা মাত্রায় সেবা। শিশুর অজীর্ণনা উদরাগ্নানে নাতিতে বচের প্রলেপ দিবে। বলা ও বিরচক ঔষধের সহকারীরূপে ইহা প্রয়োগ করিলে তৎ-ঔষধের কার্যবিকা অগ্নে। (গুয়াট্ একনমিক্ প্রভাকট্ স্ক্ ইতিয়া)

वट - वटः ।

वटः, न्यग्रोधः । Ficus Bengalensis, F. Indica, Urostigma Bengalensis.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“बहुपादः,” शिफारहः” “जटालः” “ख-
रोही,” “क्षीरो,” “रक्तफलः,” “महाच्छायः” ।

वटः शीतः कषायश्च स्तम्भनी रक्षणात्मकः । तथा दृष्ट्या कूर्द्धिमूर्च्छारक्तपित्त-
विनाशनः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

वटः कषायो मधुरः शिशिरः कफपित्तजित् । अवरदाहदृष्टामिहव्रणशोफाप-
हारकः । बटी (नदोवटः) कषायमधुरा शिशिरा पित्तहारिणी दाहदृष्ट्या-
शमसासविच्छर्दिशमनी परा । राजनिघण्टुः ।

वटः शीतो गुरुर्ग्राही कफपित्तव्रणापहः । वण्यो विसर्पदाहघ्नः कषायो
योनिदोषहृत् । स्वादुदृष्ट्यापहो मूर्च्छामिहाष्टरदरनाशनः । भावप्रकाशः ।

अधोगरक्तपित्तशोविट्प्रथमं प्रवृत्ते शोणिते वटावरोहः शुद्धश्च—
“विशेषतोविट् प्रथमं प्रवृत्ते पयो मतं * । वटावरोहैर्वटशुद्धकैर्ब्या * * ।
(चिः ४ अः) । (२) रक्तातिसारे वटशुद्धः—रक्तं विट्सहितं पूर्वं
पचाद्वा योऽतिसार्यते * । अगुधोदुम्बरास्त्यशुद्धानापोष्य वासवेत् । अहोरात्रं
जले तप्तं दृतं तेनाशसापचेत् । तदूर्ध्वं शर्करायुक्तं लिङ्गात् सञ्जीवपादिकम्” (चिः
१० अः) । (३) व्रणनिर्व्यापके वटपत्रवः—“शाक्यसौत्वन्वसामूखं तथा
अशोधयद्वाः । * चाक्षेपनं निर्व्यापकं— ।” (चिः १३ अः) । (४) वट्युरे

বিঃ ১১ প:)। প্রদরে অগ্নৌধত্বক্—“অগ্নৌধত্বক্কাযায়েষ সৌধকল্লাং তথা
পিবিত্” (বিঃ ১০ প:)। চরকঃ।

রক্তপিত্তে বটপত্রবঃ—“কিচ্ছাচ দুৰ্ঘ্যাবটজাং পত্রবান্। মধুচিতিয়ান্ •
•। (বিঃ ৪৫ প:)। সুশ্রুতঃ।

অতিসাররুজায়াম্ বটাবরোহঃ—“বটারোহন্তু সंपিষা স্নেহং তক্ষুস-
বারিষা। তত্ পিবেত্ তক্রসংযুক্তমতীসাররুজাপহম্ (অতিসার বিঃ)। (২)

শুক্ৰসংক্রমণে রোগে বটশীরঃ—“বটশীরেণ সংযুক্তং স্নেহং কর্পূরজং রজঃ।
ছিপ্রমশ্মনতো হন্তি শুক্রশ্চাপি ঘনোন্নতম্।” (মেত্ররোগ বিঃ)। চক্রদত্তঃ

অধ্যব্ৰুদে বটদুগ্ধং বরকশ্চ—“বটদুগ্ধকুঠরোমকলিত্তং বহুং বটস্ব বরকেন।
অধাশ্চি সপ্তরাচান্ মহদপি শময়েত্ সিদ্ধমিদম্” (অধ্যব্ৰুদ বিঃ)। (২)

শৌচিত্রপ্রদরে বটশুল্কম্—“কায়মর্থ্যবটশুল্কানি পৃথগ্দ্ধ্যাস্ত্যেব চ। চূর্তং সিদ্ধং
মবেচ্ছেষ্টং শৌচিত্রপ্রদরে পিবেত্।” (স্ত্রীরোগ বিঃ) বঙ্কসেনঃ।

ব্যক্কে বটাহুরঃ—“বটাহুরা মসুরাশ্চ প্রলেপাচয়ঙ্গনাশনম্” ভাবপ্রকাশঃ।

বটের পরিচয়স্ভাপিকা সংস্কা—“বটপান,” “শিকারুহ,” “জটাল,” “অবরোহী,”
“কীরী,” “রক্তকল,” “মহাজ্জার”।

বটের ভাষানাম—বাঃ বটগাহ। হিঃ—বড়। মঃ—বড়। গুঃ—বড়। কঃ—আল।
তৈঃ—মরিচেট্টে, মারি, পেড়িমরী। তাঃ—আল। উঃ—বোক। কাঃ—মর্নিংয়েনা, বড়বাই
ঐশায়েবগর্দ। অঃ—কাজুপবারি বধ্, আব্।

বর্ণন—বট হাণ্ডিকার নাম। ইহা পুরাতন বটানিকার প্রধান পত্র। বটশুল্ক চিত্র-
হরিৎ নহে, অর্থাৎ নরংসরের মধ্যে ইহা একবার পত্রমূর্ত্ত হইয়া থাকে। অবরোহ কাণ্ডে
পরিণত হইয়া, বটশুল্ক কি একবার বিশালতা লাভ হইতে পারে, নিবপুর বোটানিকাল
গার্ডেনের বটশুল্ক ভাষায় উক্ত নিবর্ণন। এই বৃক্ষের বয়স একদে ১০১ বৎসর, কেহ কেহ
আরও অধিক বয়স অধুনা করেন। ১৮৯৩ নামে এই বৃক্ষের ৩৭৮টা বৃদ্ধিকাল্পনী এবং

প্রায় ১০০টা ভ্রুভিসাৰী অবরোহ গণনা করা হইয়াছিল। যখন বাগানের অস্তিত্ব ছিল না তখন এই বটবৃক্ষ একটা আরণ্য খজুর বৃক্ষের উপরি জন্মিয়া বর্ধিত হইতেছিল, আর একটা ককির ইহার তলদেশে বাস করিত। উছ্বরের পুষ্প সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে বটপুষ্প বিষয়েও তাহাই বক্তব্য। বর্ষায় বটফল পরিপক হয়। পক বটফল রক্তবর্ণ, ইহা পক্ষিজাতির খাদ্য।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বট, শুঙ্গ (অবিকশিত পত্রমূলকে শুঙ্গ বলে), পত্র, অবরোহ, ফল। মাত্রা—শুঙ্গ ও অবরোহের কঙ্ক—৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে বটের ব্যবহার।

চরক—অধোগ রক্তপিতে বটাবরোহ ও শুঙ্গ—অধোগরক্তপিত্ত রোগীর, মল-
ত্যাগকালে প্রথমে রক্তনির্গম হইয়া পরে মল প্রবৃত্তি হইলে, বটের অবরোহ ও শুঙ্গের ক্ষীর-
পরিভাবানুসারে কাথ প্রস্তুত পূর্বক পান করাইবে (চি: ৪ অ:)। রক্তাতিসারে বটশুঙ্গ
—বট, উছ্বর ও অশ্বখের কুট্টিত শুঙ্গ উষ্ণজলে দিবাগাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। এই জল
বস্ত্রপুত করিয়া লইয়া, এতদ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। পক ঘৃতের অর্দ্ধ চিনি এবং এক-
চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, মলত্যাগের প্রথমে কিম্বা শেষে সরস্ক মলনির্গম জয়
করা যায় (চি: ১০ অ:) (৩) ব্রণনির্কোপণে বটপত্র—ব্রণশোথে বটপত্রের প্রলেপ দিলে
নির্কোপণ হয়, অর্থাৎ ফোটক বিলীন হইয়া যায় (চি: ১৩ অ:)। (৪) পাণ্ডুর প্রদরে
বটবৃক্ষ—শ্বেত প্রদরে, বটবৃক্ষ কৃত কাথের সহিত লোধুকঙ্ক সেবন করিবে (চি: ৩০ অ:)।

শুশ্রুত—রক্তপিতে বটপত্র—রক্তপিত্তী কোমল বটপত্র পেষণপূর্বক মধুসহ সেবন
করিবে (উ: ৪৫ অ:)।

চক্রদত্ত—অতিসারে বটাবরোহ—স্বপিষ্ট বটাবরোহ তুলুলোদকসহ সেবন করিলে
অতিসারজনিত উদরের বেদনা হ্রাস প্রাপ্ত হয় (অতিসার চি:) (২) শুক্র নাম নেত্র-
রোগে বটকীর—কর্পূরচূর্ণ বটের আঠায় পেষণপূর্বক তদ্বারা অঞ্জন করিলে ঘনোন্নত শুক্র স্ফর
বিনাশ পায় (নেত্ররোগ চি:)।

বঙ্গসেন অধার্কুদে বটহৃৎ ও বকল—অধার্কুদের উপরি, বটহৃৎ, কুড়চূর্ণ এবং রোমক-
লবণ লেপনপূর্বক, বটের বকল দ্বারা সপ্তরাত্র বেটন করিয়া রাখিলে, অধার্কুদ নিশ্চিত বিনাশ
প্রাপ্ত হয়—ইহা সিদ্ধ ঔষধ (অর্কুদ চি:)। অর্কুদোপরিজাত অর্কুদকে অধার্কুদ কহে (২)
রক্তপ্রদরে বটশুঙ্গ—বটশুঙ্গের কাথ ও ককসহ ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপ্রদরে
সেব্য (ব্রীষোগ চি:)।

ভাবপ্রকাশ—ব্যস্ত বটাহর—মহু কলার এবং বটাহর একত্র পেষণপূর্বক প্রলেপ
নিমে ব্যস্ত অর্থাৎ “মেছেতা” বিনষ্ট হয় ।

বক্তব্য—চরক—আত্র, কবু, পক, উচ্চর অথবা সহ বটকে মূষসংগ্রহণবর্মে এবং
সুশ্রুত, ইহাকে নাগোপাদিবর্মে পাঠ করিয়াছেন ।

নব্যমত সমালোচনা—ডিম্বক বলেন (৩য় খণ্ড ৩৩২ পৃঃ) “কচিং বট ও অখণ্ডের
নির্গমে বি প্রতিপত্তি বটরা থাকে ; যেহেতু “বহপান” ও “শিখণ্ডিন্” নামে উভয়েরই উল্লেখ দৃষ্ট
হয়” । ধ্বস্তরীষনিবন্টু, রাজনিবন্টু, ভাবপ্রকাশাদি কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থে অখণ্ডের “বহপান”
নাম দৃষ্ট হয় না—সকলেই বটের নাম “বহপান” লিখিয়াছেন । “শিখণ্ডী” শব্দ বৈদ্যকে বট বা
অখণ্ডার্থে প্রযুক্তই হয় না । সুতরাং ডিম্বকের উক্তি নিতান্ত অমূলক । ডিম্বক (৩য় খণ্ড
৩৩২ পৃঃ) ভ্রমবশাৎ নিম্নকে পক বহলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । বহুতঃ
বৈদ্যকে পকবহলের মধ্যে নিম্ন পঠিত হয় নাই ।

Constituents.—The bark contains tannin, wax and caoutchouc.

Actions and uses.—Tonic and astringent ; given in diabetes, dysen-
tery and hæmorrhagic fluxes, and in gonorrhœa and seminal weakness.
Locally the juice is applied as a remedy for toothache and to the soles
of the feet and palms of the hand when cracked. (*Materia Medica of
India*—R. N. Khory—II. p. 557).

নব্যমত—বট, বলা, কলায় । ইহা সোমরোগ, আমরক্তাভিসার, উচ্চাধঃ রক্তপ্রবৃতি,
“গণোরিয়া” এবং শুক্রক্ষীণতার ঔষোজ্য । হস্তপদতলের চর্ক বিদীর্ণ হইলে বট কীষের
প্রলেপ হিতকর । অপিচ ইহা হস্তপূলের মধৌবধ (মেটরিয়া মেডিকা অক্ ইতিয়া ২য়—
খণ্ড ৫৫৭ পৃঃ) ।

বদর—বদরম্ ।

বদরঃ, (বদরী)—Ziziphus Jujuba. সৌবীরবদরম্, রাজবদরম্—Z.
Vulgaris. লম্বুবদরম্, Z. Napeca.

परिचयस्यापिज्ञा संज्ञा—श्रीकवदरयोः—“बलकण्टकः,” इत्यमरः,
“इक्षुवीरः” । राजवदरस्य—“सुमुफलः” “सुगुनीजः” “सुमुफलः” ।

वदर्याः—“वलीवदरी,” “बहुफलिका” । लघुवदरस्य—“बहुकण्टः,”
“सूक्ष्मपत्रकः,” “दुष्पर्यः,” “शवराहारः” ।

कार्कन्धु कोलवदरमामं पित्तकफावहम् । पक्कं पित्तानिलहरं क्षिभं
समधुरं सरम् । पुरातनं दृश्यमनमामन्नं दीपनं लघु । सौवीरवदरं
क्षिभं मधुरं वातपित्तजित् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । सुश्रुतः—सूः ४६ षः
फलवः) ।

वदरं मधुरं कषायममूलं परिपक्कं मधुराम्लमुष्णमेतत् । कफकृत् पचन-
तिसाररक्तश्रमशोषार्तिविनाशनञ्च रुच्यम् । वदरस्य पत्रलेपो ज्वरदाहविनाशनः ।
त्वचा विस्फोटशमनी वीजं नेत्रामयापहम् । राजवदरः सुमधुरः शिशिरो
दाहार्तिपित्तवातहरः । वृष्यश्च वीर्यवृद्धिं कुरुते शोषश्रमं हरते । भूवदरी
मधुरास्त्रा कफवातविकारहारिणी पथ्या । दीपनपाचनकर्त्री किञ्चित् पित्तास्र-
कारिणी रुच्या । लघुवदरं मधुराम्लं पक्कं कफवातनाशनं रुच्यम्
क्षिभं तु जन्तुकारकमीषत् पित्तार्तिदाहशोषघ्नम् । राजनिघण्टुः ।

वदरीफलमज्जा तु सुवरा मधुरा मता । शुक्रदा वलदा वृष्या कासश्लास-
दवापहा । मातृघ्नी हृदिदाहघ्नी पित्तहा मुनिभि मता । निघण्टुरत्नाकरः ।

पच्यमानं सुमधुरं सौवीरं वदरं महत् । सौवीरं वदरं शीतं भेदनं
गुह युक्तलम् । वृंहणं पित्तदाहास्रक्षयदृष्टानिवारणम् । सौवीराक्षु सम्पक्कं
मधुरं कोलमुच्यते । कोलन्तु वदरं ग्राहि रुच्यमुष्णञ्च वातलम् । कफपित्त-
करणापि गुह सारक मीरितम् । कार्कन्धुः शुद्धवदरं कथितं पूर्वसूरिभिः ।
ममूलं स्वात् शुद्धवदरं कषायं मधुरं मनाक् । क्षिभं गुह च तित्ताञ्च वात-

पित्तापहं शृतम् । शुष्कं मेघनिक्षेपं सर्वं बहुकृत्वात्मनापि
भावप्रकाशः ।

कर्कशुकोशवदरमामं पित्तकफावहम् । पक्कं पित्ताग्निहरं क्षिप्तं
समधुरं सरम् । तच्छुष्कं कफवातघ्नं नच पित्ते विवध्यते । पुराणं
वट्प्रशमनं अमन्नं दीपनं लघु । राजवक्त्रभः ।

अर्शःसु कोलम्—“कीलोत्काद्येऽथवा कोषे # । # तं शूलार्त्तसुप-
वेशयेत्” ॥ (चिः ८ अः) । (२) अतिसारे वदरम्—“# यूषेच वादरानामजा-
पिवा । # दधिदाडिमसिद्धेन बहुखेहेन भोजयेत्” ॥ (चिः १० अः) । (३)
मदातयस्व दाहे वदरोपप्लवः—“वदरीपत्रबोधाद्य तथैवारिष्टकोशवाः फेनि-
लायाद्य यः फेन स्तौर्दाहे लेपनं शुभम् ॥” चिः १२ अः) । (४) स्वरभेदे कासे
च वदरीपत्रम्—“वदरीपत्रकण्ठं वा घृतधृष्टं सकेन्भवम् । स्वरभेदे च कासे च
लेहमेतत् प्रयोजयेत् ॥ (चिः २२ अः) । चरकः ।

अतिसारे वदरीमूलम्—तद्वृद्धं मधुयुतं वदरीमूलमेव तु” । (चिः
४० अः) । सुश्रुतः ।

श्रीङ्घ्रि वदरीपत्रम्—तैलोन्मिश्रैर्वदरकपत्रैः सन्निहितैः समुपमद्यः । सुषलेन
पीडितोऽनुयाति श्रीङ्घ्रां पयोभुजो नाशम्” ॥ (चिः १५ अः । वाग्भटः ।
कासे वदरमज्जा—पिवेद्वदरमज्जां वा मदिरादधिमसुभिः (काशचिः)
वृद्धवाग्भटः ।

रक्तातिसारे वदरत्वक्—शङ्खकीवदरी # त्वचः । पीताः चीरेष मध्याब्जाः
पृथक् शोषितनाशनाः” । (अतिसार चिः) । (२) मसूरिकायां वदरम्—

সিহেচা বদরং চূৰ্ণং পাচনার্থং শুভেণ তু । ঘনেমাস্য বিপথ্যন্তে বাতপিত্তকফা-
 স্মিত্তাঃ ॥ (মসুরিকাচি:) । (১) প্রদরে বদরম্—“শুভেণ বদরীচূৰ্ণং* । * পৃথক্
 প্রদরনাশনা” ॥ (প্রদর চি:) । (৪) স্থৌল্যে বদরীপত্রম্—“বদরীপত্রকল্মেণ
 যেষা কাশ্মিকসাধিতা । স্থৌল্যশুভ* ॥” (স্থৌল্যচি:) ॥ চক্রদত্ত: ।

প্রবাহিকায়াং বদরীপত্রম্—“ধাতকীবদরীপত্রং* । একতৌ দধ্না পিবেত্
 প্রবাহিকার্হিত:” ॥ (ম: স: ১ম: ভা:) । ভাবপ্রকাশ: ।

ভস্মকাম্বিনপ্রতীকারার্থং কোলাস্থিমজ্জা—“কোলাস্থিমজ্জকল্মেণ পীতৌ
 বাপুস্কেণ বৈ । অধিরাহ্নিনিহম্বেষ প্রয়োগৌ ভস্মকং নৃশ্যাম্ ॥” (ভস্মকাম্বি চি:) ।
 বহুসেন: ।

বদরাদির ভাষানাম—সং—বদর । বা:—কুল, বরুই । হি:—বের । ম:—বোর ।
 শু:—মোটা বোরডী । ক:—যেরণু । তৈ:—রংঘ । উ:—কুড়ি । তা:—রেবস্তি । ফা:—
 কুনান্ । অ:—সীদরনবক্ ।

সং—রাজবদর, বা:—নারকেলে কুল । সং—ভুবদরী, বা:—বনফুল, লতাবরুই । সং—
 লঘুবদর, বা:—সেয়াকুল । কলের আকৃতি অনুসারে কুলের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত নাম আছে,—
 বড় কুলকে “সৌবীর”, এতদপেক্ষা ক্ষুদ্রতরকে “কোল” এবং সর্ষাপেক্ষা ক্ষুদ্রতমকে “কর্করু”
 বলে । সৌবীর সুমধুর, কোল মধুর এবং কর্করু অম্ল ।

বদরাদির পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—কোল ও বদরের—“বক্রকণ্টক”, “বৃত্তকল”,
 “বৃহবীজ” । রাজবদরের—“পৃথুকল”, “ভম্ববীজ”, “মধুদ্রকল” । ভুবদরীর—“বল্লীবদরী”,
 “বহুকলিকা” । লঘুবদরের—“বহুকণ্টক”, “সুন্দরক”, “ছন্দর্শ”, “শবরাহার” ।

বর্ণন—কুলের গাছ গ্রাম্যজনের নিকট সুপরিচিত । কুলের কাণ্ড রেখাবহুর ও
 বিদীর্ণ । পাতা—গোল, পত্রোদর হরিষর্ণ, পত্রপৃষ্ঠ পাণ্ডুগুণ্ড: ইহা “বক্রকণ্টক”, বৃত্তকল ও
 “বৃহবীজ”—বীজের শত বাদামের মত । প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কুলের গাছের ডাল কাটিয়া
 নিলে প্রচুর ফল জন্মে । “নারকেলে কুল” বং গ্রন্থ—ইহার বর্ণন নিম্নরোজন । গল্পী-

গ্রামের মাঠে, পঞ্চলের নিকটে এক পথিপার্শ্বে যে তুলুই ও অল্প কুলের গাছ দুটো হয়—তাহাকে ভুবদরী বলে ; বদরের মত ইহারও ফল শীতকালে হয়—বসন্ত:ই ইহা “বহুকলিকা”, কলাধিক্য হেতু ইহার শাখা অতি সুন্দর দেখায়। লঘুবদর “বহুকলিক” অতএব “হৃৎপর্ণ,” ইহা “হৃৎ-পত্রক” হৃৎশাখা কুপ। পরাগ্রামে যত্র তত্র জন্মিয়া থাকে। ইহার শাখা গাঢ় বা বসন্তপুষ্ট হইলে সহজে মুক্ত হওয়া কঠিন। রসজ্ঞ বহিমচন্দ্র “রোহিণী”কে সেয়াকুলের কাটা বলিয়াছেন। সেয়াকুলের ফল গোলমরিচাপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলতর। কুলের মত ইহারও ফল শীতকালে হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, মূলমূক, পত্র। মাত্রা—মূলমূক ৪—৮ আনা পত্রক—৮—১৬ আনা। স্বক্কাথ ১০ তোলা।

বৈদ্যকে বদরাদির ব্যবহার।

চরক—অর্শে কোল—রোগী অর্শের যন্ত্রণায় নিতান্ত পীড়িত হইলে, তাহাকে ঈষৎক কোলের কাথে উপবেশন করাইবে (চি: ৯ অ:)। (২) অতিসারে বদর—বদরের যুষ্ প্রস্তুত করিবে। এই যুষ্ দেড় পোয়া, গব্যাদি আধ পোয়া, কুট্টিত দাড়িম ফল ২ তোলা মৃৎপাত্রে পাক করিবে। বসন্তপুত্র করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তম তিল তৈলযোগে পান করিতে দিবে (চি: ১০ অ:)। ইহা বিরচনসাধ্য অতিসারে প্রয়োজ্য। (৩) মদাত্যয়ের দাহে বদরী-পত্রক—সুপিষ্ট বদরী পত্র কাঁজিতে আলোড়িত করিয়া মধুন করিলে যে ফেন উথিত হইবে, তাহা লেপন করিলে মদাত্যয়ের দাহশান্তি হয় (চি: ১২ অ:)। (৪) স্বরভেদে ও কাসে বদরীপত্র—সুপিষ্ট বদরীপত্র সৈন্ধবলবণ যোগে গব্যাম্বুতে ভাজিয়া কিংবা বদরীপত্রের পিষ্টক ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিবে। স্বরভেদ ও কাসেরোগের পক্ষে ইহা প্রশস্ত (চি: ২১ অ:)।

সুশ্রুত—অতিসারে বদরীমূল—অতিসারী বদরীমূলচূর্ণ মধুর স্ফুট লেহন করিবে (উ: ৪০ অ:)।

বাগ্ভট শ্রীহোদরে বদরীপত্র—বদরীপত্র তিল তৈলসহ লিঙ্গায় উত্তমরূপ পেষণ পূর্বক স্নান উপরি মর্দন করিয়া, রোগীর কেশ না হয় একপভাবে দণ্ড বা হস্তধারা প্রাচস্থান টিনিতে থাকিবে। প্রত্যহ এইরূপ করিবে এবং রোগীকে কেবল ছদ্ম মাত্র সেবন করিতে দিবে। কিয়দিন এইরূপ করিলে শ্রীহা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইবে (চি: ১৫ অ:)।

অষ্টাঙ্গসংগ্রহ (বৃদ্ধবাগ্ভট)—কাসে বদরমূলা—কাসরোগী, বৈদ্যকোক্ত মদিরা কিংবা মধির মাতের সহিত বদর বীজের শস্ত সেবন করিবে (কাস চি:)।

চক্রদত্ত রক্তাতিসারে বদরমূক—করীরমূলমূক ছাগমূত্রে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া প্রচুর মধু যোগে পান করিলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চি:)। (২)

মসুরিকায় বদর—বীজহীন বদরচূর্ণ শুড়ের সহিত সেবন করিবে। এতদ্বারা বাতপিড়কফজ মসুরিকা পাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে (মসুরিকা চি:)। (৩) প্রদরে বদর—বীজ বিরহিত বদর চূর্ণ শুড় সহ ভোজন করিবে। ইহা প্রদরনাশক (প্রদর চি:)। (৪) শৌল্যে বদরীপত্র—কাঁজিতে, শিলাপিষ্ট বদরীপত্রের পেয়া প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, অতিস্থূল ব্যক্তি কৃশতাপ্রাপ্ত হয় (শৌল্য চি:)।

ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায় বদরীপত্র—বদরীপত্র দধির সহিত উত্তমরূপ পেষণ-পূর্বক দধিসহ আলোড়িত করিয়া পান করিলে, প্রবাহিকা (“আমাশা”) প্রশমিত হয়।

বঙ্গসেন—ভস্মকাগ্নিতে কোলাস্থিমজ্জা—কোলবীজের শস্ত জলের সহিত পেষণপূর্বক পান করিলে ভস্মকাগ্নি প্রশমিত হয় (ভস্মকাগ্নি চি:)।

বস্তব্য—চরক, হৃৎ ও বিরেচনোপগবর্গে কুবল, বিরেচনোপগবর্গে কর্করু এবং হৃৎ, বিরেচনোপগ, ছর্দিনিগ্রহণ, হিকানিগ্রহণ ও শ্রমহরবর্গে বদর এবং সুশ্রুত, বাতসংশমন বর্গে বদর ও কোল পাঠ করিয়াছেন।

Constituents—The bark and leaves contain tannin and a crystallizable principle, ziziphic acid and sugar.

Actions and uses—The bark is astringent, used in leucorrhœa, diarrhœa and hæmorrhagic fluxes generally combined with Talabija. The paste of the leaves, with those of *Ficus glomerata*, is used locally for scorpion bites; and as a poultice to promote suppuration of boils. With catechu the leaves are given as cooling and refrigerant. The root is used in fevers. (*Materia Medica of India*—R. M. Khory—II. p. 160.)

নবমত—কুলের শুক্ কষায়। ইহা, প্রদর আঁতসার এবং উর্দ্ধাধঃ রক্তপ্রবৃত্তিতে সচগাচর তালবীজ (?) সহ ব্যবহৃত হয়। শিলাপিষ্ট বদর ও যজ্ঞডুমুরের পত্রের প্রলেপ, বিষধর বীটমটে হিতকর। ইহার পুন্টিশ্ দিলে অপক ফোটক পকতাপ্রাপ্ত হয়। কুলের পাতা দধির সহ সেবন করিবে ইহা মিথ ও শ্রমহর। মূলশুক্ করে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মেটিরিয়া মেডিকা অক্ ইতিহা—আর, এন, কোরি—২য় খণ্ড ১৬০ পৃ:)।

वरुण--वरुणः ।

वरुणः तिक्तशाकः । Crataeva Religiosa, Capparis trifoliata, C. Roxburghii.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—“तिक्तशाकः,” “श्लेतपुष्पः,” “श्लेतद्रुमः” ।

गुणप्रकाशिका संज्ञा—“मारुतापहः,” “अश्मरीघ्नः” ।

वरुणः शीतवातघ्न स्तिक्तो विद्रधिजन्तुजित् । तथा च कटुरुष्णश्च रक्तदोषहरः परः । धन्वन्तरोयनिघण्टः ।

वरुणः कटुरुष्णश्च रक्तदोषहरः परः । शोर्षवातहरः क्षिधो दीप्यो विद्रधि-वातजित् । राजनिघण्टुः ।

वरुणः पित्तघ्नो भेदी श्लेष्मन्नक्लृप्समारुतान् । निहन्ति गुल्मवातास्त्रहामी शोणोग्निदीपनः । कषायो मधुरस्तिक्तः कटुको रुचको लघुः । भावप्रकाशः ।

वरुणोऽनिलशूलघ्नो भेदी शोणोश्मरीहरः । पुष्पं वरुणजं प्राहि पित्तघ्न-सामवातजित् । राजवस्त्रभः ।

अर्शःसु वरुणपत्रम्—“*वरुणस्य च * पत्राणि । जन्मेनोत्क्वाप्य शूलार्शं स्वभाक्तं मवगाहयेत् ।” (चिः ८ अः) । चरकः ।

अञ्जने विषससृष्टे वरुणत्वक्—“अञ्जनं * निर्यासो वरुणस्य च” (कः १ अः) । पूतनाप्रतिषेधार्थं वरुणत्वक्—“* वरुणः पारिभद्रकः । * योण्याः सुर्वालानां परिवेचने” (उः ३२ अः) । सुश्रुतः ।

अश्मर्यां वरुणमूलत्वक्—“पिवेद्वरुणमूलत्वक्क्वायं तत्कश्कसंयुतम्” । (अश्मरीचिः) । (२) गण्डमालायां वरुणमूलत्वक्—“माचिकाप्यः सकृत्-

পীতঃ স্নায়ো বরুণমূলজঃ । গণ্ডমালাং হরত্যাশ্চ চিরকালানুবিন্ধিতীম্” ।

(গণ্ডমালাচিঃ) (২) বিদ্রধৌ বরুণমূলত্বক্—“শ্বেতবর্ণাভুবো মূলং মূলং বরুণ-

কস্য চ । জলেণ ক্ৰাথিতং পীতমপক্কং বিদ্রধিঁ জয়েত্” ॥ (বিদ্রধিচিঃ) । (৪)

ব্যঞ্জেষু বরুণত্বক্—“ব্যঞ্জজিহ্বরুণত্বগ্না ছামীক্ষীরপ্রপেখিতা” । (শুদ্ররোগচিঃ) ।

(৫) কিক্লিশরোগে বরুণপত্রম্—জলপিষ্টবরুণপত্রৈঃ সপ্ততৈরুদর্শনলীপী তু ।

কিক্লিশ রোগং হরতোগোময়ঘর্ষাদ্যে বিহিতৌ (স্ত্রীরোগ চিঃ) । চক্রদন্তঃ ।

বাতজবেদনায়াং বরুণত্বক্—“শিগ্রুঃসবরুণঃ কল্কৌ ধান্যাক্তে নানিলার্শি-

জিহ্বেপাত্ । ভবতি নচেতি বিকল্যো ন বিধেয়ঃ সিদ্ধযোগেঽস্মিন্ ॥ (মঃ খঃ ২ভাঃ)

भावप्रकाशः ।

বরুণের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“তিরুশাক,” “শ্বেতপুষ্প,” “শ্বেতক্রম” । গুণ-
প্রকাশিকা সংজ্ঞা—“মারুতাপহ,” “অশ্মরীন্ন” ।

বরুণের ভাষানাম—নাঃ—বরুণগাছ । ঙ্গোঃ—বন্যার গাছ । হিঃ—বরণা । যঃ—
বায়বরণা । ঞ্জঃ—বায়বরণা, বরণো । কঃ—সদবসলে । তাঃ—মবিলিঙ্গ মরম । তৈঃ—
বিবপত্ৰী, উশাক্গম্বু ।

বর্ণন—উচ্চবৃক্ষ, ত্রিপত্র, দীর্ঘবৃন্তের অগ্রভাগে তিনটি পত্র কাছাকাছি থাকে । মধ্যের
পত্রটি দীর্ঘ পার্শ্বের পত্রদ্বয় খর্ষাকৃতি । পত্রোদর মসৃণ, গাঢ় হরিদ্বর্ণ, চিকণ, পত্রপৃষ্ঠ জীবৎ গুত্র
বর্ণ বা কিকে সবুজ । বৃন্তমূলে পত্রভাগ বিষমভাবে অবসিত । কোমল শাখায় গুত্রবর্ণ
রেণাকৃতি চিহ্ন আছে । পুষ্প—পৃথক্ দল, দল ৪টি, জীবদিকসিত দলের বর্ণ হরিদ্রাস্ত গুত্র,
বিকসিত হইলে গুত্র এবং পরিণতাবস্থায় জীবৎ বর্ণাভ । পুষ্প, পুষ্পদণ্ডেস্থিত । পুষ্পবৃন্ত পত্র-
বৃন্তাপেক্ষা হ্রস্বতর, কচিং সমান । পুষ্পধি উত্তান, পুংকেশর লাগ, গর্ভকেশরাপেক্ষা হ্রস্বতর ।
পুষ্পকাল—কান্তন চৈত্র । ফল আকৃতিতে ছোট কয়েদবেলের মত । ফলের উপরিভাগ
টিক কয়েদ বেলের মতই গুত্র, কক্ষ ও বহুর ।

উষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক ও পত্র মাত্রা—১ আনা—২ আনা । মূলত্বকাদি—
৫—১০ ভোলা ।

বৈদ্যকে বরুণের ব্যবহার ।

চরক—অর্শে বরুণপত্র—বোগী অর্শের বেগনার পীড়িত হইলে, তাহাকে তিলতৈল মাখাইয়া বরুণ পত্রের কাথে অবগাহন করাইবে । (চিঃ ৯ অঃ) ।

সুশ্রুত—বিষসংস্রষ্ট অঞ্জনদোষে বরুণত্বক—বিষহৃষ্টে অঞ্জন ব্যবহার করিলে অক্ষয় অন্নিতে পারে । ইহার প্রতীকারার্থ বরুণত্বকের রস দ্বারা কঙ্কণ প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন করিবে (কঃ ১ অঃ) । (২) পুতনা প্রতিষেধার্থ বরুণত্বক—পুতনাগ্রহাতিভূত শিশুকে অতি ক্রম উষ্ণ বরুণত্বকের কাথে স্নান করাইবে (উঃ ৩২ অঃ) ।

চক্রদত্ত—অশ্মরীরোগে বরুণত্বক—বরুণত্বকের কাথে বরুণমূলত্বকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে (অশ্মরী চিঃ) । ইহা সঞ্চিত অশ্মরীর (পাণরীর) ভেদক এবং অশ্মরীসকর নিবারক । (২) গণ্ডমালায় বরুণমূলত্বক—বরুণমূল ত্বকের কাণ, প্রচুর মধুসহ একবারমাত্র পান করিলেই বহুকালের গণ্ডমালা অচিরে প্রশমিত হয় (গণ্ডমালা চিঃ) । (৩) বিদ্রুধি-রোগে বরুণমূলত্বক—শ্বেতপুনর্নবার মূল এবং বরুণমূলের ত্বক সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে । এই কাথ পান করিলে অপক বিদ্রুধি জয় করা যায় (বিদ্রুধি চিঃ) । শরীরাত্যন্তরে যে কোন স্থানে জাত কোড়াকে বিদ্রুধি বলে । লিবার এভেসম্ভ এক প্রকার বিদ্রুধি । (৪) ব্যঞ্জে বরুণত্বক—ছাগীদুগ্ধে উত্তমরূপে পিষ্ট বরুণত্বকের প্রলেপ দিলে ব্যজ্ (মোচতা) বিনষ্ট হয় (সূত্ররোগ চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—বাতজবেদনায় বরুণত্বক—ধাছায়ে (কাণ্ডিতেন) সজিনা ও বরুণের ছাল পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে বায়ুজন্য বেদনা অবশ্য প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২ ভঃ) ।

বস্তুব্য—চরকের “দশেমানি”তে বরুণের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না । ত্রিমন্ত্রীর চিকিৎসিতে অশ্মরী চিকিৎসা লিখিত আছে—কিছু বরুণের ব্যবহার নাই । সুশ্রুতের অশ্মরী কিংবা বিদ্রুধি চিকিৎসায় কেবল বা অন্য একটা বস্তুর সহিতও বরুণের প্রয়োগ নাই—বরুণাদিগণের ব্যবহার আছে । বাগ্ভটও (অষ্টাঙ্গসংগ্রহ এবং অষ্টাঙ্গসংগ্রহে) সুশ্রুতবৎ, অশ্মরী এবং বিদ্রুধিঃ বরুণাদিগণ ব্যবহার করিয়াছেন । প্রচলিত বৈদ্যক গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবন সিদ্ধিবাগেট নবম প্রথম ব্যাপকভাবে, অশ্মরী ও বিদ্রুধিতে বরুণ ব্যবহৃত হইতে দেখি । চক্রোক্তি বৃন্দাবনই

অম্বাদ । ধম্বস্তুরীয়নিঘণ্টু এবং রাজনিঘণ্টুতে অশ্ববীরোগে বরুণের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না । কতকগুলি বস্ত্র ক্ষুদ্রাকৃতি অশ্বরীকে মূত্রমার্গ দ্বারা পাতিত করে ; ইহারা প্রায়ই মূত্রকর । গোকুর, কণ্টকারী, পুনর্নবা, কাঁকুড়বীজ প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত । কতকগুলি বস্ত্র অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অশ্বরীকে চূর্ণ করিয়া পাতিত করিয়া থাকে এবং বস্তিতে পুনঃ অশ্বরীসঞ্চয় নিবারণ করে । বরুণ, তিক্তালাবু বীজ, কয়েদু বেলের পাতা প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত । বরুণ উষ্ণ, অতএব ইহার পত্র ও ত্বকের প্রলেপ ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক এবং ১৫ মিনিটের অধিক রাখিলে, ফোন্স পড়িয়া থাকে । নব্যগণের মধ্যে কাহার মতে হাঁসপাতালের প্রাঙ্গনে ২৪টী বরুণবৃক্ষ রোপণ করিলে, আর যুরোপ হইতে “মার্টার্ড” আনয়নের প্রয়োজন হয় না । বরুণের পত্র বা ত্বক্ গরমজলে পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে ত্রিষ্টাবের কাৰ্য্য করে—ইহা “মার্টার্ড” অপেক্ষা ফলপ্রদ । গ্রাম্যালোকে গবাদির ক্ষতে ক্রিমি জন্মিলে বা ক্রিমিসঞ্চয় নিবারণার্থ পিষ্ট-বরুণপত্রের প্রলেপ দিয়া থাকে । বঙ্গসেন আমগাতের পথ্য নির্দেশ কালে বরুণপত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পুতিকর্মে বরুণের উল্লেখ পূর্বক লিখিয়াছেন “বরুণাহ্বাচপিখাম্বজপল্লবশ্চ সাধিতম্ । পুতিকর্গাপহং তৈলম্ ।”

Constituents.—The bark contains a principle similar to Saponin.

Actions and uses.—Stomachic, tonic, laxative and lithontriptic, given to promote appetite and to increase the secretion of bile. As a diuretic the root bark is used in dropsy and urinary disorders, in calculous affections, combined with tribulus terrestris. Fresh leaves and roots mixed with cocoanut juice and ghee is given in rheumatism also as food to reduce corpulence. A paste of the leaves is applied to soles of the feet to relieve swelling and burning sensation. The leaf is smoked in caries of the bones of the nose. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II p. 60.)

নব্যমত—বরুণত্বক্—পাচক, বল্য, মূত্ররচক এবং অশ্বরীসঞ্চয় নিবারক । ইহা ক্ষুধাবর্ধক, পিত্তনিঃসারক, মূত্রকারক বলিয়া ইহার মূলত্বক্, শোধ, অশ্বরী এবং মূত্রদোষ প্রতি-কারার্থ গোকুরসহ সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বরুণের আর্দ্রপত্র এবং মূল নারিকেল-ত্বক্ ও ঘৃতসহ পেষণপূর্বক, বাতাক্রান্ত অঙ্গে প্রলেপ এবং শৌল্য রোগে পাচুরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পদতলের ক্ষীতি ও দাহ প্রশমনার্থ পিষ্ট বরুণ পত্রের প্রলেপ হিতকর । নাসাঙ্ঘ্রিয় ক্ষতে লোকে বরুণের পাতা কঙ্কতে “নাজিরা পায়” । (মেটরিয়া মেডিকা অফ্ ইণ্ডিয়া—আর, এন্, ফোরি—২য় খণ্ড ৬০ পৃঃ) ।

মুদেন্ সেরিফ্ বলেন, বরুণের ছাল বিষ্ণু, জ্বরয়, অবপানক এবং বলকারী । বরুণের

পত্র এবং মূলভূকের প্রলেপ দিলে ত্বক্ লাল হয় এবং ফোকা পড়ে । যদি বরুণের তাজা পাতা গরম জলের সহিত বাটরা ১০।১৫ মিনিটকাল লেপ দিয়া রাখা যায়, তাহা হইলেই প্রলিপ স্থান লাল হয় এবং এতদধিককাল প্রলেপ রাখিলে ফোকা পড়ে । যুরোপ হইতে আনীত মাষ্টার্ড চূর্ণ অপেক্ষা ইহা অধিক গুণকর । জুই একটি বরুণবৃক্ষ হাঁসপাতালের প্রাঙ্গণে রোপণ করিলে, আর বাহু-প্রয়োগার্থ যুরোপ হইতে আমদানী মাষ্টার্ডের প্রয়োজন থাকে না । মূলের ত্বকেও এই গুণ বেশ আছে, তবে ইহা প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হওয়া চর্যট । বরুণের ছাল কোন কোন প্রকার মূত্র সম্বন্ধীষ পীড়ায় উপকারী, যে সকল চর্মরোগে সাধারণতঃ “সালশা প্যারিলা” ব্যবহারের প্রয়োজন হয় সেই সকল স্থলে বরুণের ত্বক্ প্রয়োজ্য । পাকস্থালীর উত্তেজনা হেতুজাত বমনে ইহার ব্যবহার প্রশস্ত ।

বলাচতুষ্টিয়—বলাচতুষ্টয়ম্ ।

বলা—Sida Cordifolia. অতিবলা কঙ্কতিকা S. Rhombifolia, S. asiatica (Roxb), Abutilon Indicum (Khory). মহাবলা—S. Rhomboidea. নাগবলা—S. Alba, (U. C. Dutt); S. Spinosa, (Watt) S. graveolens.

অন্বর্থসংগ্রহা — বলায়া:—“স্বরকাষ্টিকা,” শীতপাকী । অতি-
বলায়া:—“শীতপুষ্পা” । মহাবলায়া:—“বর্ষপুষ্পী,” “পীতপুষ্পী,” “ভৃঙ্গত-
ফলা” । নাগবলায়া:—“স্বরগন্ধা,” “মহাশাখা,” “মহাপত্রা,” “মহা-
ফলা,” “চতুষ্পফলা” ।

বলা স্নিগ্ধা হিমা স্বাদুর্ভূষা বহুয়া ত্রিটোষনুত্ । রক্তপিত্তদ্বয়ং হন্তি
বলৌজী বর্ষয়ত্বপি ॥ মহাবলা তু হ্রদ্রোগবাতার্যঃশোফনাশনী । যক্ষ্মাভিকরী
হৃদ্যাহিষমম্ববরং নৃশাম্ ॥ গাঙ্কৈ ককী (নাগবলা) মধুরাশ্বা কষা-
যোষা গুহস্বাষা । স্রটুস্থিতা চ বাতশ্চী ব্রহ্মপিত্তবিকারজিন্ ॥ বাতপিত্তম্বহ

ग्राहि बल्यं वृष्यं बलाचयम् । बलाचातिबला चैवःमहाबलावला वला । चन्धा
 राजबला चेति बलायाः पञ्चकं मतम् । तत् पित्तवातजिद् ग्राहि बल्यं वृष्यञ्च
 कृच्छ्रजित् । त्रिधं मधुर मायुष्यं वाताहृद्दरनाशनम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

बलाऽतितित्ता मधुरा पित्तातिसारनाशनी । बलवीर्यप्रदा पुष्टिकफ-
 रोगविशोधिनी ॥ महाबला तु हृद्रोगवातार्शःशोफनाशनी । शुक्रवृद्धिकरी-
 बल्या विषमज्वरहारिणी ॥ मधुरास्त्रा नागबला कषायोष्णा गुरुस्तया ।
 कण्डूतिकुष्ठवातघ्नी व्रणपित्तबिकारजित् । तित्ता कटुश्चातिबला वातघ्नी कृमि-
 नाशनी । दाहदृष्ट्याविषच्छर्दिक्लेदोपशमनी परा ॥ महासमङ्गा मधुरा-
 प्रमूला चैव त्रिदोषहा । यक्तागुधैः प्रयोक्तव्या ज्वरदाहविनाशनी राजनिघण्टुः ।

बलाचतुष्टयम् शीतं मधुरं बलकान्तिकत् । त्रिधं ग्राहि समीरास्र-
 पित्तास्रघतनाशनम् । बलामूलत्वचशूर्णं पीतं सक्षीरशर्करम् । मूत्राति-
 सारं हरति दृष्टमेतन्न संशयः । हरेन्महाबला कृच्छ्रं भवेद्वातानुलोमनी । हन्या-
 दतिबला मेहं पयसा सितया समम् । भावप्रकाशः ।

त्रिधा रूपा बला वृष्या ग्राहिणी वातपित्तजित् । तदन्नागबलस्त्यर्थं
 कृच्छ्रे क्षीणे चते हिता । राजबल्लभः ।

रसायनार्थं नागबलामूलम्—“* नागबलामूलानि * पयसा मधु-
 सर्पिभगां वा संयोज्य भक्षयेत् । जीर्णं च क्षीरसर्पिभगां शालिषष्टिकमश्रीयात् ।
 संवत्सरप्रयोगादस्य वर्षशतमजरमायुस्तिष्ठतीति समानं पूर्व्वे च” (चि. १ अः) ।
 (२) चतस्रवयोर्नागबलामूलम्—“पिबेन्नागबलामूलस्यार्धवर्षविषर्षकम् । पक्षं
 क्षीरयत् सार्धं क्षीरवृत्ति रत्नशुक् । एव प्रयोचः पुढायुर्वजारोम्बकरः परः” ।

(चि: १६ ष:) । (१) वातव्याधौ नागबलामूलम्—कायकल्कपत्रोभि र्वा
 बलादीनां पचेत् पृथक्' (चि: २८ ष:) । (४) रक्तपित्ते बलामूलम् "गवां
 पयः * । * बलानृतं गोक्षुरकैः नृतम्वा" । (चि: ५ ष:) । (५) रक्तार्शःसु
 बलामूलम्—"इत्याद्य रक्तरोगं तथा बलापृथ्विपर्षीभिराम्" (चि: ८ ष:) ।
 (६) कफविसर्पे बलामूलम्—" * बलां । पृथगालेपनं कुर्यात्" । (चि:
 ११ ष:) । (७) मदात्ययस्य पिपासायां बलामूलम्—" तृषते
 सलिलञ्चात्मै दद्यात् * । * बलायाः नृतं * " । (चि: १२ ष:) । (८)
 वृणनिर्वापणार्थं बलामूलम्—" * बलामूलं * । पालेपनं निर्वा-
 पणं * " । चि: १३ ष:) । (९) वृणशोधनार्थं बलामूलम्—" *
 बलाकुशः । * कवायाः शोधना मताः" (चि: १३ ष:) । (१०)
 वातरक्ते बला—बलाकषायकल्काभ्यां तैलं क्षीरसमं तथा । सप्तस्रग्यतपाकं
 वा वातासृग्वातरोगनुत्" । (चि: २८ ष:) । चरकः ।

रसायनार्थं बलामूलम्—"यथोक्तमागारं प्रविश्य बलामूलसार्धपलं
 पलं वा पयसाऽऽलोष्य पिबेत् जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्याहारः । एवं द्वादशरात्र
 सुपुण्य द्वादशवर्षाणि वयस्तिष्ठति । एवं दिवसगत सुपुण्य वर्षगतं वय-
 स्तिष्ठति" । (चि: २७ ष:) । (२) स्वरभेदे बलामूलम्—* बलाचूर्णं
 मद्यापि वा" (उ: ५३ ष:) । (३) रसायनार्थं अतिबला—"विशेषत
 अतिबलाकुदकेन" (चि: २७ ष:) । सुश्रुतः ।

अधरे बलामूलम्—" * बलायाच सेवाः सिद्धा अवरच्छिदः" (चि

१ षः) । (२) राजयन्नि बलामूलम्—बलागर्भं * । सञ्चौद्रं पयसा सिद्धं सर्पिर्दशगुणेन वा" चिः ५ षः) । बाग्भटः ।

हृद्रोगे नागबलामूलम्—“मूलं नागबलायास्तु चूर्णं दुग्धेन पाययेत् । हृद्रोगघ्नासकासघ्नं * । (हृद्रोग चिः) । (२) अववाहुके बलामूलम्—“मूलं बलायाः * विवेहा । मासादसौ वज्रसमानवाहुः” । वातव्याधि चिः) । (३) अन्तवृद्धौ बलामूलम्—तैलमेरण्डजं पीत्वा बलासिद्धं पयोऽन्वितम् । पाथानशूलोपचितामन्त्रहृदि जयेन्नरः” । (वृद्धि चिः । (४) मूत्रकच्छे अतिबलामूलम्—कषायोऽतिबलामूलसाधितः सर्वकच्छेजित्” । (मूत्रकच्छे चिः) । (५) प्रदरे बलामूलम्—“प्रदरं हन्ति बलाया मूलं दुग्धेन मधु-
बुतं पीतम्” (प्रदर चिः) । चक्रदत्तः ।

अर्हिते बलामूलम्—बलाया * क्षीरं वातात्मके हितम् । (वात-
व्याधि चिः) । (३) विषमज्वरे महाबलामूलम्—“महाबलामूलमहौषधि-
भगाम् । काथो निहन्याद्विषमज्वरं हि । सशीतकम्पं परिदाहयुक्तं । विनाश-
येद् द्वित्रिदिनप्रयोगात्” ॥ (ज्वर चिः) । (३) फिरङ्गरोगे बलापत्रम्—
“पीतपुष्पबलापत्ररसैष्ठमितं रसम् । हस्ताभ्यां मर्दयेत् तावद् यावत् सूतो
न दृश्यते । ततः संस्वेदयेद्दस्तावेधं वासरसप्तकम् । त्यजेन्नवणमन्त्रश्च फिरङ्गस्तस्य
नश्यति । (मः खः ४ भाः) । (४) रक्तप्रदरे कङ्कतिकामूलम्—“बला
कङ्कतिकाख्या या तस्या मूलं सुचूर्णितम् । लोहितप्रदरे खादेच्छर्करामधु-
रुंबुतम् । भावप्रकाशः ।

उन्मादे सितकुसुमबलामूलम् — “सितकुसुमबलायाः शार्ङ्ग-
कर्षत्रयं यः । शिखरीचरककोलं क्षीरपाकेन पक्वम् । पिवति तदनुष्ठीतं प्रातः-
रुत्याय निव्वम् । जयति भटिति घोरं वगाधिसुन्मादमुपम्” । (उन्माद चिः) ।

(२) सर्व्ववातविकारे बला — “बला निःक्वायकृत्काभां तैलं पक्वं पयोऽ-
न्वितम् । सर्व्ववातविकारघ्नं # # ” । (वातवगाधि चिः) । (३) उरोपह्ने

बलामूलस्वरसः—“सूर्यावर्त्तवलोद्भवाः । रसा एकैकशः कोष्ठा द्विगो वा

रामठाञ्चिताः ।” (उरोपहचिः) । (४) श्लीपदे सहदेवामूलम् — “असाध-

मपि यास्त्यस्तं श्लीपदं चिरकालजम् । मूलेन सहदेवायास्तालमिश्रेण लेपितम् ।

(श्लीपद चिः) (५) आगन्तुब्रयो बलामूलम् बलाशिखरिकामूलम् ।

पिष्टा तैलं विपाचयेत् । मूलतैलमितिख्यातं # ।” (आगन्तुब्रय चिः)

वङ्गसेनः ।

सद्योवृषे नागबलास्वरसः—“खड्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्कालपुरिती
ब्रह्मः । गङ्गेवकीमूलरसैर्जायते गतवेदनः ।” (२यः खः १ चः) । शार्ङ्गधरः ।

बलाचतुष्टयेर भावानाम—बलार—वाः—बेडेला, खेत बेडेला । कोः—
बाहेडेला, वला बाहेडेला । हिः—धिट्टेला, बरिबारा । आः—सकलाण, बरिबारा । मः—
लक्ष्मिका, बिर शंटी, बोर चिकणा । उः—बलाना, धरेटी । कः—बेणे गरग # अति
बलार—वाः—पेटारि, बाणिपेटारि । कोः—आठार बावुड्कि । हिः—करी, ककडिवा
वा—बिकडती, आठर, बावुली । उः—धपाटी । कः—मुद्दकवे । महाबलार—वाः
बडनीउबेडेला । हिः—सहदेवी । मः—डावुडी । उः—सहदेवी । आः—नेटिणी ।
मः निरिवा । कः—बेडुड्कवे । नागबलार—वाः—गोरक टाकुले । हिः—सहदेव,
उजसकरी । वाः—नाजेटी, नाउ धावण । कः—बट्टेगकडे ।

বলাচতুষ্টয়ের অন্বর্থসংজ্ঞা—বলার—“ধরকাটিকা,” “শীতপাকী” । অতিবলার—“শীতপুষ্পা,” । মহাবলার—“বর্ষপুষ্পী,” “শীতপুষ্পী,” “বৃহৎফলা” । নাগবলার—“ধরগন্ধা,” “মহাশাখা,” “মহাপত্রা,” “মহাফলা,” “চতুফলা” ।

পরিচয়ে মতভেদ—বলার নানাজাতি—তন্মধ্যে বৈভ্যকে “বলাপঞ্চক” ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় । বলাচতুষ্টয়ে রাজবলা যোগ করিলে, বলাপঞ্চক হয় । চক্রপাণি, চারক “দেশ-মানি”র বলাবর্গের টীকার লিখিয়াছেন—“অতিবলা শীতবলা” । ধন্বন্তরীরনিঘণ্টুকার ভদ্রোদনী শব্দ কেবল বলার, এবং রাজনিঘণ্টুকার উহাকে বলা এবং নাগবলার পর্যায়ে পাঠ করিয়াছেন । ধন্বন্তরীরনিঘণ্টুতে—বাট্যাঘনী শব্দ মহাবলার পর্যায়ে পাঠিত হইয়াছে । কিন্তু এই বলাবর্গের টীকাতেই চক্রপাণি লিখিয়াছেন—“বাট্যাঘনী শ্বেতবলা ভদ্রোদনী ‘শীতবলা’” । চক্রসংগ্রহের বাতব্যাধি চিকিৎসার টীকায় “বলাস্তিত্রঃ” পাঠের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিবদাস লিখিয়াছেন—“বলা শীতপুষ্পা,” অতিবলা শ্বেতপুষ্পা” । পুনশ্চ যজ্ঞচিকিৎসোক্ত নাগবলায়তের ব্যাখ্যায় আছে “অতিবলা গোরক্ষতগুলৈব” আবার চরকটীকায় (১৫ অঃ সূঃ) চক্রপাণি লিখিয়াছেন “নাগবলা গোরক্ষতগুল” । পূর্বাচার্য্যাগণের এই বিসম্বাদিত্বের ব্যাখ্যা নিম্নপ্রয়োজন । বলার যে নানা জাতি দৃষ্ট হইয়া থাকে তন্মধ্যে অনেকেরই পুষ্প শীতবর্ণ, সুতরাং “শীতবলা” বা “শীতপুষ্পা” শব্দ বলার ইতরব্যব-চ্ছেদকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না । প্রাচীনগণের মতভেদ প্রদর্শিত হইল । অর্ধাচীনগণও যে বলার ল’টিন্ নাম নির্দেশে অবিসম্বাদী নহেন, ইহা শিরাদেশোক্ত ল’টিন্ নামগুলি পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে । প্রাচীনগণ কর্তৃক সৃষ্ট মতভেদাবর্তে পতিত জনের, বলার পরিচয় তদ্বনির্ণয় হইবে । ইহা হ্রস্বক্ৰম করিয়াই ভাবপ্রকাশকার বলাচতুষ্টয়ের হিন্দী ভাষানাম নির্দেশ করিয়া, উহাদের স্বরূপ নির্ধারণ অন্বেষণসাধ্য করিয়াছেন । ইতর ব্যবচ্ছেদার্থ আমরা বলাচতুষ্টয়ের প্রত্যেকের স্বরূপ বর্ণন, সংক্ষেপে লিখিতেছি ।

বলা—লোকপ্রসিদ্ধ শীতবেড়েলা ও শ্বেতবেড়েলা উভয়ই বলা শব্দবাচ্য । শীত-বেড়েলা, পল্লিগ্রামে পথিপার্শ্বে যত্রতত্র অযত্নসম্বৃত হইয়া থাকে । উত্তম ক্ষেত্রে যত্নপূর্বক পালিত হইলে, ইহা মনুষ্যসমান উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কোচবিহারের আরণ্য বলা, কাটের বন্যবলাপেক্ষা উচ্চতর । সুবর্জিত না হইলে ইহার পাতা প্রায় তুলসীর পাতার মত, পালিত হইলে পাতের বা ধকের গাছের মত ইহাও প্রায় অশাখ হইয়া থাকে । বলা-বহার হ্রস্বশাখাবিত কুপ । পুষ্প, ক্ষুদ্র শীতবর্ণ । ফল, ছোট, বহুবীজপূর্ণ । শ্বেতবেড়েলার ফল শাদা, পত্রফলও শীতবেড়েলার মত নহে—কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে ।

অতিবলা—কাহার মতে বেত বেড়েনাই অতিবলা, ভাবপ্রকাশকার অতিবলার হিন্দি নাম “ককহিয়া” লিখিয়াছেন। “ককহিয়া” বলিলে একজন হিন্দুস্থানের লোক বাহা বুঝিয়া থাকে, বাঙলায় “পেটারি” বলিলে আমরা ঠিক তাহাই বুঝিয়া থাকি। অতএব ভাবপ্রকাশোক্ত ভাবানাম আদৃত হইলে, অতিবলা পেটারি, বেতবেড়েনা হইতে পারে না। বৃন্দ কৃত সিদ্ধ যোগের বাভাধিকারে পঠিত নারায়ণতৈলোক্ত “বলা চাতিবলাচৈব” পাঠের ব্যাখ্যায় শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন “অতিবলা পেটারিকেতি প্রসিদ্ধা”। বাহে “পেটারি” সর্বজন পরিচিত। তথাপি অনেক স্থলতা প্রতীতির জন্য এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। পেটারির ক্ষুপ মনুষ্যের কণী সমান উচ্চ হয়। পাতা চৌড়া, শুভ্র রোমাঙ্কিত, পত্রবৃন্ত বীৰ্য। শরতে পুষ্পিত এবং শীতে ফল পরিপক হয়। দীর্ঘবৃন্ত, এক একটা পুষ্প দায়ণ করে। ফল বিচিত্র চক্রাকৃতি, প্রায় ১৮-২০ টা ভাঁজ মণ্ডলাকারে সন্নিবিষ্ট। প্রতি ভাঁজে বীজ থাকে। বালকেরা ফল লইয়া “ছাপ” বেম। রক্তবর্ণ এবং ফেয়ারি লিখিত অতিবলার লাতিন নামই আমার নিকট সঙ্গত বর্ণনা বোধ হয়।

মহাবলা—হিন্দুস্থানে “সহদেয়ী” বলিলে যে গাছকে বৃকার সেই গাছের পৃথক কোন বাঙলা নাম নাই। ইহাও পীত বেড়েনা নামেই পরিচিত। পূর্ববর্ণিত পীতপুষ্প বলা হইতে ইহাকে পৃথক করিবার জন্য আমরা ইহার বাঙলা নাম “বড় পীত বেড়েনা” লিখিয়াছি। পত্র অস্থূল, কর্কশ, ফল, কুজ, গোল ও কণ্টকব্যাপ্ত; ইহাই মহাবলার ইতরব্যবচ্ছেদক চিহ্ন। মহাবলার পুষ্প পীতবর্ণ এবং ইহা “বর্ণপুষ্পী”।

নাগবলা—হিন্দুস্থানের লোকের নিকট যে গাছ “গাগেরন” বা “শুলসকরী” নামে পরিচিত তাহার সহিত সহদেয়ীর অর্থাৎ মহাবলার সাদৃশ্য আছে। নাগবলার বিশেষত্ব এই—মহাবলার পত্র অস্থূল ও ইহার পত্র স্থূল ও চিরিত এবং ফুল গোলাপী রঙের। মহাবলাপেক্ষা ইহার ফল বৃহত্তর এবং পক্ষ ফল বহু পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহাই বনের ভিষগুণের নিকট গোরক্ষচ'কুলে নামে পরিচিত। অনেক বিভিন্ন প্রদেশে, অত্র লোকে কত কি যে নাগবলা ভ্রমে ব্যবহার করিয়া থাকে, অস্থূলকিংশু অস্থূলকান করিলে, নিঃশব্দ নিশ্চিত হইবেন। নাগগণের মধ্যে কেহ বা S. Alba কেহ বা S. Spinosi কে নাগবলা লিখিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ধর্মসুত্রীয়নিঘণ্টে স্তু নাগবলার অর্থ নামগুলি পাঠ করিলে, প্রেক্ষাবান্ পাঠক, রক্তবর্ণ লিখিত S. Graveslensকেই নাগবলা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মাত্র মূলত্বক্ ও পত্র। তৈলাদির কাথাক্রমে সমগ্র ক্ষুপ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা- মূলত্বক্ কাথ—৫—১০ তোলা। মূলত্বক্ চূর্ণ—২—৮ আনা।

বৈদ্যকে বলাচতুর্ভুজের ব্যবহার।

চরক—রসায়নার্থ নাগবলা—নাগবলা মূলত্বকচূর্ণ গব্যদুগ্ধের সহিত কিম্বা মধু স্তম্ভ যোগে সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, শালি, ষষ্টিক খাত্তের অন্ন ছুগ্ধ স্তম্ভসহ ভোজন করিবে। সংযত হইয়া, এক বৎসর কথিত পথ্য সেবন পূর্বক ঔষধ ব্যবহার করিলে অকরাগ্রস্ত না হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় (চিঃ ১অঃ)। (২) উরঃক্ষত ও ক্ষয়রোগে নাগবলামূল—দেশকাল পাত্রানুসারে ক্রমে মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া নাগবলামূল, ত্বকচূর্ণ গব্যদুগ্ধ যোগে এক মাস সেবন করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্ন পরিত্যাগপূর্বক কেবল ছুগ্ধ পান করিবে। এই নাগবলারসায়ন, পুষ্টি, বল এবং আরোগ্য দান করে (চিঃ ১৬অঃ)। (৩) বাতব্যাধিতে নাগবলামূল—বলার কাথ, বলার কক্ক এবং গব্যদুগ্ধ সহ বিধিপূর্বক গরু তিল তৈলের অভ্যঙ্গ, বাতব্যাধির পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৮ অঃ)। (৪) রক্তপিত্তে বলামূল ক্ষীরপরিভাষানুসারে বলামূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া, রক্তপিত্তরোগীকে পান করাইবে (চিঃ ৫ অঃ)। (৫) রক্তার্শোরোগে বলামূল—বলামূল এবং পুষ্টিপর্ণীর কাথদ্বারা সধিত খৈয়ের পেয়া। যে অর্শোরোগীর রক্তস্রাব হইতেছে তাহাকে পান করাইলে, রক্তস্রাব নিবৃত্তি পাইতে পারে (চিঃ ৯ অঃ)। (৬) কফজ-বিসর্পে বলামূল—কফজ বিসর্পে বলামূল পেষণপূর্বক প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৭) মদাত্যয়ের পিপাসায় বলামূল—তৃষিত মদাত্যয় রোগীকে বলামূল দ্বারা কথিত জল পান করিতে দিবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৮) ব্রণনির্কোপণে বলামূল—শেতবেড়েলার আর্দ্র মূলত্বক পেষণপূর্বক ব্রণে প্রলেপ দিলে, ক্ষেটকের দাহ লৌহিত্যাদি নিবৃত্তি পাইয়া ফোড়া “বসিয়া যায়” (চিঃ ১৩ অঃ)। (৯) ব্রণশোধনার্থ বলামূল—বলামূলের কাথদ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে, ক্ষতের কদর্ঘ্যস্রাব নিবৃত্তি পাইয়া ক্ষত শুষ্কি হয় (চিঃ ১৩ অঃ)। (১০) বাতরক্তে বলামূল—বলার কাথ, কক্ক ও তৈলসম ছুগ্ধ সহ তিলতৈল ষথাবিধি, শত বা সহস্রবার পাক করিয়া, অভ্যঙ্গ করিলে বাতরক্ত ও বাতন্যাধি নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৯ অঃ)।

সুশ্রুত রসায়নার্থ বলামূল—কুটী প্রবেশপূর্বক যোগ্যমাত্রায় শেতবেড়েলার মূলচূর্ণ ছুগ্ধসহ পান করিবে, ঔষধ জীর্ণ হইলে ছুগ্ধ স্তম্ভযোগে অন্ন ভোজন করিবে। এইরূপ ষাট দিবস ঔষধ সেবনে ১২শ বর্ষ এবং শত দিবস সেবনে শত বর্ষ অকরাগ্রস্ত থাকা যায় (চিঃ ২৭ অঃ)। রসায়ন ছইপ্রকার কুটীপ্রবেশিক এবং বাতাতপিক। কক্কবার গৃহে বাসপূর্বক

বস্ত্রধারা সর্কাদ আচ্ছাদিত রাখিরা, যে রসায়ন ঔষধ সেবন করিতে হয়, তাহাকে কুটীপ্রবেশিক এবং বাহা সেবনকালে বাতাতপ সেবন নিবিদ্ধ নহে তাহাকে বাতাতপিক বা সৌখ্যমাক্তিক রসায়ন বলে। চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশাদি ঔষধ কুটীপ্রবেশিক রসায়ন। কুটীপ্রবেশিক রসায়ন বিস্তারিত অযোগ্য। এতদ্বিবরণ চরক চিকিৎসিত স্থানের প্রথমাধ্যয়ে অঙ্গুসঙ্ঘের।

(২) স্বরভেদে বলামূল—যাহার স্বরভঙ্গ হইয়াছে তাহাকে বলামূলকর্ষণ মধুগব্যায়তধারা আঙ্গুত করিয়া পান করাইবে (উঃ ৫৩ অঃ)। (৩) রসায়নার্থ অতিবলা—কুটীপ্রবেশ-পূর্বক যোগ্য মাত্রার অতিবলার মূলকর্ (পেটারি মূলকর্) ঐষকুলের সহিত পান করিবে। এবং বলা সেবনকালে যে প্রকার আহার বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাই অঙ্গুসরণ করিতে হইবে (চিঃ ২৭ অঃ)। সুশ্রুত বলিয়াছেন “বলকামানাং শোণিতচ্ছর্দয়তাং বিস্মিত্যমানা নাঞ্চোপদিষ্টতে” সুতরাং ইহা কেবল রসায়ন নহে।

বাগ্ভট জীর্ণজ্বরে বলামূল—বলার কাথকক্কারা পক্ গব্যায়ত, যোগ্যমাত্রার সেবন করিলে জীর্ণজ্বর প্রশমিত হয় (চিঃ ১০ অঃ)। (২) রাজযক্ষ্মায় বলামূল—বলার কক্ এবং ঘৃতের দশগুণ গব্যায়ত ধারা, পক্ ঘৃত, যক্ষ্মরোগীর পক্ষে হিতকর (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্রদত্ত হৃদ্রোগে নাগবলামূল—গোরকচাকুলের মূলকর্ষণ ঐষকুল গব্যায়তের সহিত পান করিবে। ইহা কাসশ্বাসান্নিত হৃদ্রোগে হিতকর (হৃদ্রোগ চিঃ)। (২) অববাহকে বলামূল—অববাহকনাম বাতব্যাধিতে বলামূলের স্বরস বা কাথ নাসিকাধারা, অসমর্থপক্ষে মুখধারা পান করিবে (বাতব্যাধি চিঃ)। (৩) অঙ্গুসঙ্ঘিরোগে বলামূল—কীরপরিভাষামুসারে বলামূলককের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে এরও তৈল প্রাক্বেপপূর্বক ঐষকুলবস্তায় পান করিবে। ইহা সেবনে অচিরোৎপন্ন অঙ্গুসঙ্ঘি জয় করা যায় (বৃদ্ধিরোগ চিঃ)। (৪) মূত্রকুলে অতিবলামূল—অতিবলা (পেটারি) মূলককের কাথ পান করিলে, সর্গপ্রকার মূত্রকুল প্রশমিত হয় (মূত্রকুল চিঃ)। (৫) প্রদরে বলামূল—বলামূলকর্ ছুড়ে পেষণ পূর্বক মধুযোগে ছুড়ের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে। ইহা প্রদরে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ—অর্দ্ধিত বাতব্যাধিতে বলামূল—কীরপরিভাষামুসারে প্রস্তুত বলাকাথ, বাতাতপ অর্দ্ধিত হিতকর (বাতব্যাধি চিঃ)। (২) বিষমজ্বরে মহাবলামূল—মহাবলা-মূলক ও গুটীর কাথ দুই তিন দিন সেবন করিলেই নীতকম্পপরিদাহযুক্ত বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)। (৩) কিরঙ্গরোগে পীতবলাপত্র—পীতগুণ বলার পত্ররস এবং অর্দ্ধ তোলা পারদ পাণিতলে স্থাপনপূর্বক, পারদ বাবৎ অঙ্গু না হয় তাবৎ পাণিতলে পরস্পর ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। মৃগাহকাণ এইরূপ করিবে। জ্বর ও লংগ ত্যাগ করিয়া জোজন

করিবে। ইহা কিরক রোগ (সিকিলিশ্) নাশক (মঃ খঃ ৪ ভঃ) । (৪) লোহিতপ্রদরে কঙ্কতিকা—রক্তপ্রদরে, অতিবলা অর্থাৎ পেটারির মূলবর্ষে স্বল্পচূর্ণ চিনি ও মধু যোগে সেবন করিবে। (প্রদর চিঃ) ।

বঙ্গসেন—উন্মাদে শ্বেতপুষ্প বলা—(প্রয়োগ বিধি ১ খণ্ড ২৮ পৃঃ দেখ) । (২) সর্ষ্ববাতবিকারে বলা—বলার কাথ, কক্ক এবং তৈলসম গব্যচূর্ণ যোগে যথাবিধি পক্ক তিল তৈলের অভ্যঙ্গ, সর্ষ্ববাতবিকারে হিতকর (বাতব্যাদি চিঃ) । (৩) উরোগ্রহে বলামূল-স্বরস—উরোগ্রহগ্রস্ত রোগী বলামূলের রস ছিঙ্গুসহ পান করিবে (উরোগ্রহ চিঃ) । (৪) শ্লীপদে সহদেবামূল—মহাবলার আর্দ্রমূলত্বক্ এবং হরিতাল কিঞ্চিৎ জলসহ একত্র উত্তম-রূপ পেষণপূর্বক লেপন করিলে, চিরকালজ অসাধ্য শ্লীপদঃ (গোদ) প্রশমিত হইয়া থাকে। (শ্লীপদ চিঃ) । (৫) আগস্তুরেণে বলামূল—বলামূল এবং অপামার্গে মূলের কক্কসহ যথা-বিধি পক্ক তিলতৈল আগস্তুরেণে (অর্থাৎ অগ্নিশস্তাদি কৃতকৃত) হিতকর (আগস্তুরেণ চিঃ) ।

শাস্ত্রধর—সন্তোব্রণে নাগবলা স্বরস—খজুরাদি দ্বারা কোন অঙ্গ ছিন্ন হইবামাত্র নাগবলা মূল স্বরস সেচন করিলে, বেদনা জন্মিতে প রে না (২য় খঃ ১ অঃ) ।

বক্তব্য—বক্তব্যে “বলাচয়ঃ” “বলাস্তিস্রঃ” শব্দের প্রয়োগ আছে। টীকাকারগণ বলাচয়, বলাস্তিস্রের অর্থ যেদপ নির্দেশ করিয়াছেন, পাঠকের অবগতির জন্ত এস্থলে তাহাই উদ্ধৃত হইতেছে। “বলাচয়ঃ বলাস্তিস্রঃ চ” (অকরণ—সূঃ ১৫ অঃ) । বলাস্তিস্রঃ ইতি বলা, অতি-বলা, নাগবলা ইতি খ্যাতা—(শিবদাস—বাতব্যাদি চিঃ) ।

Constituents—of *Sida Cardifolia*—The root contains asparagin and gelatine.

Actions and uses—The roots are cooling, astringent, bitter tonic, febrifuge, demulcent, and diuretic. Given with ginger in fevers and urinary diseases; also in rheumatism. As a demulcent the juice is given in gonorrhœa, leucorrhœa and chronic diarrhœa. The root of *S. Carpinifolia* is locally used by the Hindoos as a paste, with Sparrows dung to burst, boils. The leaves of *S. Cordifolia* are made into varalians and applied to the eyes in ophthalmia. (*Materia Medica of India*—*R. N. Khory*—II. p. 100).

Constituents—Of *Abutilon Indicum*—The leaves contain mucilage, tannin, organic acid and traces of asparagin and ash containing alkaline sulphates, chlorides, magnesium phosphate and calcium carbonate.

Actions and uses—Seeds demulcent; the bark diuretic and cooling, used like althæa, in gonorrhœa, Strangury, &c. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II. p 92).

নব্যমত—বলামূল—শীত, কষায়, তিক্তবলা, জ্বর, মিষ্ণ এবং মূত্রল। গুঁঠের সহিত ইহা, জ্বর, মূত্ররোধ এবং বাতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মিষ্ণতা সম্পাদক বলিয়া, ইহার বন “গণোরিয়া”, প্রদর এবং প্রদঙ্গী রোগে সেব্য। কপোত বিষ্ঠার সহিত বলামূলক পেষণ-পূর্বক, তদ্বারা পক ফোটক প্রসিদ্ধ করিলে, বিদীর্ণ হইয়া যায়। “চোক উঠিলে” চকুর উপরি অখণ্ড পেটারির পত্র স্থাপন করিবে। (মেটেরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর, এন, ফোরি—২য় খণ্ড—১০০ পৃ:)।

পেটারির মূলক—শীত ও মূত্রকর, অতএব ইহা “গণোরিয়া”, মূত্ররোধ প্রভৃতি পীড়ার হিতকর। ইহার বীজ, মিষ্ণ। (ঐ ২য় খণ্ড ২২ পৃ:)।

বব্বুল—বব্বুল: ।

বব্বুল:, বব্বুর:, বব্বোল:—Acacia Arabica, Mimosa Arabica.

পরিচয়স্বাপিকা সংস্থা—“বুম্বুলকঃ” “দৌর্ভকপতকঃ,” “নীল-
কপতকঃ,” “স্বল্পপত্রঃ,” “পীতপুষ্পঃ” “বট্‌পদ্মোদিনী,” “সাদাক্ষরঃ,” “পল্লি-
বীজঃ,” “হৃৎবীজঃ” “অজমচাঃ”। গুণপ্রকাশিকা সংস্থা—“অক্ষয়কঃ”।
আলবব্বুরসা—“কষায়ঃ,” “স্বল্পমাষঃ” “তলুক্ষায়ঃ” “সূক্ষ্মকপতকঃ”
“সূক্ষ্মকপতঃ”।

বব্বুরসু কষায়কঃ সূক্ষ্মকষায়কঃ। কষায়কঃ। কষায়কঃ। কষায়কঃ। কষায়কঃ।
দাহার্শিণায়নঃ। আলবব্বুরসৌ বব্বৌ বাতাময়বিনায়কত্। পিত্তাশয়

कषायोष्णः कफहृद्वाहकारकः । राजनिघण्टुः ॥ वष्पुलः कफनुदघाही
कुष्ठकामिविषापहः । भावप्रकाशः ।

वष्पुलस्य तु निर्यासो ग्राही पित्तानिलापहः । रक्तातिसारपित्तास्रमेह
प्रदरनाशनः । भ्रमसन्धानकः शीतः शोणितश्रुतिवारणः । चात्रियसंहिता ॥
वष्पुलस्य फलं रुचं विशदं स्तम्भनं गुरु । कषायं मधुरं शीतं लेखनं कफ-
पित्तहृत् । बृहन्निघण्टुरत्नाकरः ।

अतिसारे वष्पोलदलः—“कल्कः कोमलवष्पोलदलात् पीतोऽति-
सारहा” (अतिसार चिः) । (२) उपदंशे वष्पोलदलः—वष्पोलदलचूर्णेन *
* गुण्डनं * उपदंशहरं परम् । (उपदंश चिः) । चक्रदत्तः ।

स्नायकरोगे वष्पोलबीजम्—तद्वद् वष्पुलजं बीजं पिष्टं हन्ति प्र ले-
पनात्” (स्नायुक चिः) । (२) नेत्रस्त्रावे वष्पोलदलः—“वष्पोलदलनिःक्वाथो
लेहीभूतस्तदक्षणात् । नेत्रस्त्रावो व्रजेच्छीषं मधुयुक्तावसंशयः” (नेत्ररोग चिः) ।
(३) अस्थिभग्ने वष्पोलत्वक्—“आभाचूर्णं मधुयुतमस्थिभग्नेस्त्राहं पिबेत् ।
पीते चास्थि भवेत् सम्यग् वज्रसारनिभं दृढम् । (भग्ने चिः) । भावप्रकाशः ।

अतिसारे स्थूलवष्पोलदलः—स्थूलवष्पोलपत्रस्य रसः पानाद्वापोहति ।
सर्व्वातिसारान् । शार्ङ्गधरः ।

अलोदरे वष्पोलत्वक्—“वष्पोलस्य त्वचं श्रेष्ठां क्वाथयेत् सलिलेन तु ।
पुनः पचेत् कषायन्तु यावत् सान्द्रत्व मागतम् । तत् पिबेत् तत्रसंभुतं तत्रभीजी-
मितांशनः । निहन्वादाद्य योमोऽयं अलोदरमपि भ्रुवम्” । (उदररोग चिः) ।
वज्रसेनः ।

বকুলের ভাষানাম—বা:—বাবলাগাছ। হি:—ববুল, কীকর। ম:—বাকুইঠ, বাবুইঠ
কীকর। গু:—বাবল। ক:—পুলই। তৈ:—বলবতু, নমতু। উ:—ওইডা। বনু—
রোমকডি। দাকি—কলি কিকর। কা:—মুগিলাং। অ:—অমুগিলাং।

বকুলের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“যুগকন্ট,” দীর্ঘকন্টক,” তীক্ষকন্টক
“সুন্দপত্র,” “পীতপুষ্প,” ঘটপদমেদিনী,” “মালাফল,” পংক্তিবীজ,” দৃঢ়বীজ “অমৃতফল”।
গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“কফাত্তক”। জ্বালবকুলের—“ছত্রাক,” “সুন্দপত্র,”
তমুচ্ছায়,” “হুলকন্টক,” “রকু কন্টক”।

বর্ণন—বকুলবৃক্ষ পশ্চিমপাশ্বে ও জলাশয়সম ভূমিতে স্বয়ং জন্মিয়া থাকে। উপরি
লিখিত অর্থ নামগুলিই ইহার বর্ণে পরিচয় প্রদান করিতেছে। তথাপি ব্যাখ্যাস্বরূপ কিঞ্চিৎ
লিখিতেছি। পত্র, আমলকীর পত্রাপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর। সাধারণ বৃক্ষে প্রায় ১৫ বোড়া পাতা
থাকে। কন্টক—দৃঢ়, তীক্ষ্ণ এবং শুভ্রবর্ণ। পুষ্প,—বহুলাকৃতি, পীতবর্ণ, দীর্ঘকোণ
বৃক্ষে স্থিত এবং কিঞ্চিৎ সুগন্ধি। শীতকালে পুষ্পিত হয়। শিম্বি, দীর্ঘ ধূসরবর্ণ এবং বীজঘরের
অধোভাগে সঙ্কচিত। বকুলনির্ব্যাস (বাবলার আঠা) গ্রীষ্মকালে সংগ্রহ করিতে হয়।
বৈশাখে, পুষ্টবকুলবৃক্ষের কাণ্ডের স্থানে স্থানে অগ্ন্যঘাত করিলে, শুভ্রবর্ণ নির্ব্যাস নির্গত
হইয়া থাকে। আর এক প্রকার বকুলবৃক্ষ দৃষ্ট হয়, ইহার কন্টক ক্ষুদ্র এবং অল্প। শিম্বী,
অতিহুল লঙ্কার মত, অগ্রভাগে কিঞ্চিৎবক্র। ইহাই নিম্নটুকু জ্বালবকুলের বিনা নিস্তর
জানা যায় না। তবে ইহাকে বুল বকুল বলা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত বকুল আমি কোচ-
বিহারে দেখি নাই। শেষোক্ত বকুল স্থানে স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা কোচবিহারে
“জগন্নাথ পাগল” পূর্ববঙ্গে “কাটা নাগেশ্বর” নামে খ্যাত। ইহার পুষ্প দেখিতে বকুলতুল্য কিন্তু
তদপেক্ষা সুগন্ধি। বাহা লোকতঃ “গুয়ে “বাবলা” নামে প্রসিদ্ধ তাহা বস্তুতঃ বকুল নহে
উহা এক প্রকার বদির। (“বদির” দেখ)। কবি বকুল বৃক্ষকে সর্বোৎকৃষ্ট পূর্বক
বলিয়াছেন—

“গাত্রঃ কন্টকসংকটং প্রবিরলচ্ছায়া ন চায়ামকুং ।

নির্গন্ধঃ কুম্বোৎকটঃ শুভকলং ন কুহিনাশকমম ॥

বকুলত্রয়! মূলমেতি ন জন স্তম্ভাবদাত্তামহো ।

হস্তেযামপি শাখিনাং কলবতাং গুণৈশ্চ বৃতির্জায়তে” ॥

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, বক, নির্ব্যাস, বীজ। মাত্রা—পত্রক—৫—৮ আনা

বকুল—১—১০ তোলা। আঠা—৪ আনা—১ তোলা। বীজক—২—৪ আনা। বকুল
৪—৮ আনা।

বৈদ্যকে বকুলের ব্যবহার।

চক্রদন্ত—অতিসারে বকুলপত্র—কোমল পিষ্ট বকুলপত্র শীতল জলের সহিত মিশ্রিত
করিয়া সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) উপদংশে বকুলদল
—শুক বকুলপত্র চূর্ণ করিয়া তদ্বারা উপদংশের ক্ষত পূরণ করিবে। (উপদংশ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—শ্বাসরোগে বকুলবীজ—বকুলবীজ জলে পেষণপূর্বক প্রলেপ দিলে
শ্বাসরোগ প্রশমিত হয় (শ্বাস চিঃ)। (২) নেত্রশ্রাবে বকুলদলফাগিত—বকুলপত্রের
কাথ পুনঃ পাক করিয়া লেহবৎ করিবে, ইহা মধুসহ নেত্রে অঞ্জন করিলে, চক্ষু হইতে জলশ্রাব বিনষ্ট
করে (নেত্ররোগ চিঃ)। (৩) অস্থিতগ্নে বকুলক—অস্থি ভগ্ন হইলে বকুলকচূর্ণ মধুযোগে
তিন দিন সেবন করিলে তথাস্থির সন্ধান হইয়া থাকে (ভগ্ন চিঃ)।

শাৰ্দধর—অতিসারে স্থলবকুলিকাপত্র—স্থল বকুলের (কাঁটা নাগেশ্বর) পত্ররস অতি-
সার নাশ করে।

বঙ্গসেন—জলোদরে বকুলক ফাগিত—বকুলকের কাথ গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ
পাক করিবে। এই ফাগিতাকার কাথ তক্রের সহিত পান করিয়া, মিতানী হইয়া তক্র পান
করিলে, জলোদরও প্রশমিত হয় (উদর চিঃ)। (উদররোগ চিঃ)।

বস্তব্য—চরকে বকুলের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। আরবদেশজাত বকুল বৃক্ষের
নির্যাস “আরবিগদ” নামে খ্যাত। ফেরি বলেন “মকই” এক “মসোয়াই” গদের মধ্যে,
মকই গদই উত্তম। বঙ্গদেশের সর্বত্র, বিশেষতঃ রাঢ়ের এঁটেল মাটিতে বকুলবৃক্ষ বিনা যত্নে অতি
সব্বর উত্তমরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রাঢ়ের বকুলবৃক্ষের নির্যাস “আরবিগদ” অপেক্ষা কোন
অংশে হীন নহে। কিন্তু ইহা সংগ্রহ করিবার জন্য লোকের আগ্রহ না থাকায়, এই গদ বাজারে
পাওয়া যায় না। বকুল, সারবান্ কাঠের জন্য আদৃত, ইহার বৃক্ষ চরিত্রনার্থ ব্যবহৃত হয়,
আঠা ঔষধার্থ নিয়োজিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উপকারী হইলেও ইহা অল্পকালের ভূমিতে
অতি সামান্য ফল পরিপুষ্ট হয়।

Constituents—The gum contains arabic acid, combined with calcium
magnesium and potassium; also small quantity of malic acid, sugar,
moisture 14 p.c., ash 3—4 p.c.

Actions and uses—The bark is astringent and tonic, a substitute for oakbark. The decoction is used as a gargle in some Sore throat, in copious salivation, and as a wash for ulcers; externally applied it allays irritation of excoriations of sores and ulcers by forming a coating. The gum is used as a food for diabetic patients, as it is not convertible into sugar. In pharmacy it is used to suspend heavy insoluble powders in mixtures and in making pills. Powdered bark with gingelly oil is used externally in cancerous affections. Pods are given in cough. Leaves are local stimulant; poultices of bruised tender leaves, are, applied to ulcers with sanious discharges. The gum is also demulcent emollient and nutritive and used for irritated condition of the mucous membranes, as in cough, sore throat, catarrh of the stomach and intestines, as diarrhoea dysentery, leucorrhoea, cystitis, urethritis, &c.; also in irritant poisons. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II. p. 183).

নব্যমত—বকুলত্বক—কষাধ, বলা, এবং “ওক্‌বার্কের” প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ককের কাথ, গলকত ও জ্বরী লালাত্রাবে কবলার্ধ এবং কত ঘোতিভক্ত ব্যবহৃত হয়। কত বিদীর্ণ বা কতের মাংস অপসারিত হইলে, একপ্রকার আলা উপস্থিত হইয়া থাকে, এই অবস্থায় বকুলকাথ সেচন করিলে, কতে ত্বরের মত আবরণ জন্মিয়া বেদনা প্রশমিত হয়। বকুলনির্ঘ্যাস (আঠা) অঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া, শর্করারূপে পরিণত হয় না বলিয়া, সোমরোগ ও মধুমেহগ্রস্ত রোগীর পক্ষে ইহা উত্তম ঔষধ। বাবুলার আঠা মিষ্টি, শীত এবং পোষক। অতএব ইহা শ্লেষধরা কলার উত্তেজনহাত যোগে যথা—উৎকাসি, গলকত এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রগত শ্লেষদোষ অর্থাৎ আম ও রক্তাভিসার, বেতগ্রন্থ, মূত্রাশাত ও মূত্রকৃচ্ছাদি পীড়ায় সেব্য। বিষ উদরস্থ হইয়া অতিমন ও অতি বিষেচন জন্মাইলে, ইহা সেবনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। “মিক্‌চারে” যদি এমন কোন ভেদন থাকে যাহা অজ্ঞানীর এবং গুরু, তবে তাহা প্রায় পাত্রেয় তলার জন্মিয়া যায়, কিন্তু ঐ “মিক্‌চারে” যদি গদ মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ ঘটতে পারে না, এতদর্থে এবং ঘটনা প্রসূত করিবার ক্ষমতা ঐরূপে গদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বকুল শিশুী কালে হিতকর। পিষ্ট বকুলপত্রের লেপ কর্ণাভ্যন্তরী কতে প্রয়োজ্য। (মেট্রিয়ার যেডিকা অক্ ইতিয়া—আর, এন্, কোরি—২য় বও ১৮৩ পৃ.)।

বাবুলার ছাল ওক্‌বার্কের প্রতিনিধিরূপে গর্ভমেন্টে হাসপাতালে ব্যবহৃত হয়। তাঃ কনিইমান বকুল, ওক্‌বার্ক অপেক্ষা ইহা অধিকতর কলপ্রদ। তাঃ মহাপ্রাণীদ সোম বকুল,

ভিন্ন ভিন্ন প্রদর রোগে বাব্বার ছালের কাথ ব্যবহার করিয়া, “এসাম্ ও জিক্ লোশন” অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা, উক্ত লোশন অপেক্ষা ফলপ্রদ অথচ উত্তেজক নহে। অতিমারে যখন সম্বরনী বলির দৌৰ্ব্বল্য হেতু রোগীর অজ্ঞাতসারে মল নিঃসৃত হয়, তখন বাব্বার কাথের পিচকারী বড় উপকারী। মুখরোগে ও দাঁতের গোড়া ফুলায় বাব্বার ছালের কাথ দ্বারা কবল করিয়া, ফল পাওয়া গিয়াছে। শুষ্ক ছাল চূর্ণ করিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত আরাম হয়। বাব্বার পিষ্টে কচি পাতা সেবন করিলে আমাশীসার ও প্রমেহ পীড়ার উপশম হয়।

বহুবার ও ভূকৰ্ব্দার—বহুবারমুকৰ্ব্দারী ।

বহুবার:, শ্লেষ্মাতক:, কৰ্ব্দার:, শৈলু:—*Coroia latifolia*. শুষ্কশ্লেষ্মাতক:
মুকৰ্ব্দার:, মূশৈলু:—*Cordia Myxa*.

পরিচয়নাপিকা সন্না—বহুবারসা—“পিচ্ছল:” “সিতফল:”
“গন্ধপুষ্প:” “শ্লেষ্মাতক:” (“শ্লেষ্মাণমততি”)। মুকৰ্ব্দারস্য—সূক্ষ্মফল:”।

শ্লেষ্মাতকো হিম: শ্বাদু: স্যাদ্ভুহ: পিচ্ছল: শুচি:। ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু:।

শ্লেষ্মাতক: কটুহিমো মধুর: কষায়:। শ্বাদুশ্চ পাচনকর: কামিশূল-
হারী। শ্বাসাস্রদোষফলরোধবহুব্রণার্শি:। বিস্কোটশান্তিকরণ: কফকারকশ্চ ॥
মুকৰ্ব্দারো মধুর: কামিদোষবিনাশন:। বাতপ্রকোপন: কিঞ্চিৎ সশীত: স্বর্ণ-
মারক:। রাজনিঘণ্টু:।

বহুবারো বিষস্কোটব্রণবিসর্পকুঠনুত্। মধুরস্তুকরস্তিক্ত: কেশ্যশ্চ কফপিত্তহত্।
ফলমামন্তু বিষ্টম্ভি রুহ্মপিত্তকফাস্রজিত্। তত্ পক্কং মধুরং স্নিগ্ধং
শ্লেষ্মকং শীতকং গুরু। ভাবপ্রকাশ:।

কক্ষজবিসর্পে স্নেহাতকত্বক্—“# স্বচ' স্নেহাতকত্ব চ । পৃথগাধিপনং
কুর্যাত্ #” । (চি: ১১ অ:) চরক: ।

দশবিধলুতাবিধে শেলুত্বক্—“রুর্ঝাসামেব যুঞ্জীত বিধে স্নেহাতক-
ত্বচম্” । (ক: ৮ অ:) । (২) রক্তপিত্তে শাকার্থে শেলুদলম্—“পটোলমৌ-
চুনিপণ্ণ # । হিতম্ শাকং হৃতসংস্কৃতং সদা” । (উ: ৪৫ অ:) । সুশ্রুত: ।

মসুরিকায়াং শেলুত্বক্—“শেলুত্বক্শীতান্ধ: সেকং বা কাযশৌখণি” । (২)
শৌখে বারি প্রযুঞ্জীত গায়ত্রীবহুব্রহ্মজম্ ” (মসুরিকা. চি:) । (১) কেশ-
ক্লেশীকরণে শেলুফলমজ্জা—“কাশ্মিকপিষ্টশেলুফলমজ্জনিসচ্ছিদ্ধলীহগে । তদ-
কর্তাপাত্ পততি তৈলং তন্নস্বস্বক্ষণাত্ কেশা নীলালিসংকাশা: সখ্য: স্নিগ্ধা ভবন্তি
চ । নয়নশ্রবণশ্রীবাদন্তরোগাংশ্চ হন্যদ:” । (শুদ্ররোগ চি:) । চক্রদত্ত: ।

দৃগ্জাতায়াং মসুর্যাং বহুব্রহ্মকর্ষক্—প্রলেপশ্চক্ষুর্দোষাদ্ভ্রহ্মকর্ষক্ বহুব্রহ্মকর্ষক্:

(মসুরিকা চি:) । ভাবপ্রকাশ: ।

বিস্ফোটে বহুব্রহ্মকর্ষক্—“স্নেহাতকত্বকৌ বাপি প্রলেপশ্চক্ষুর্দোষাদ্ভ্রহ্মকর্ষক্

(বিস্ফোট চি:) । বহুব্রহ্মকর্ষক্: ।

বহুব্রহ্মকর্ষক্ ভাবানাম—ইহার এবং ভ্রহ্মকর্ষক্ দ্বারের ঠিক বাঙলা নাম নাই—বেহেতু
ইহা কক্ষ বা কক্ষে জন্মে না । হি:—গিসোড়া । ম:—ভোঁকর, শেঠঠকট । ঙ:—গুণমোটো
ক—চেলু গোলিনী । তৈ:—নাকেকর । তা:—বিড়ি । উ:—অড় । কা:—সিপিত্তান্ । অ:
সেকিত্তান্ । দবক্ ।

ভ্রহ্মকর্ষক্ দ্বারের ভাবানাম—হি:—গতেড়া । ম:—গোলিনী । ঙ:—গুণীনারী ।
তৈ:—মুককেকর । অন্যান্য ভাবানাম বহুব্রহ্মকর্ষক্ ভাবানামে লঘুস্বরোধক পদ যোগ করিয়া ইহার
পৃথক্ করা হয় ।

অম্বর্ষসংজ্ঞা—বহুবারের—“পিচ্ছিল,” “শ্লেষাতক,” “সিতকল,” “গন্ধপুষ্প” । ভুকর্বিদারের—“হৃদয়কল” ।

বর্ণন—দশ দ্বাদশ বৎসরের একটি বহুবার বৃক্ষ ১২।১৩ হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার কাণ্ড, হৃদয় ও কুল। শাখা, বহু, বিস্তৃত এবং ভূমির দিকে আনত। পত্র, প্রায় গোলা। পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ, পাণ্ডুবর্ণ ও কর্কশ। পুষ্প, শুভ্র, ক্ষুদ্র, বহুসংখ্যক এবং গুচ্ছাকারে হিত। শীতে পুষ্পিত হয়, বর্ষায় ফল পরিপক হইয়া থাকে। ইহার ফল ভুকর্বিদারের ফলাপেক্ষা বৃহত্তর, বর্ণ, অপকাবেস্থায় পীতাত শুভ্র, পক হইলে পীত, শুষ্ক হইলে অতি সঙ্কুচিত ও কৃষ্ণ। বীজ অতি পিচ্ছিল ফলশস্ত্রে নিমজ্জিত এবং শাঁস হইতে সহজে পৃথক করা যায়। ভুকর্বিদারের বৃক্ষ, বহুবার বৃক্ষাপেক্ষা হৃদয়তর। অপরাংশে ইহা সর্বথা বহুবারের তুল্য। বিশেষত এই—ইহার ফল ক্ষুদ্রতর, প্রায় জায়ফলের মত, শাঁসে বীজ সংশ্লিষ্ট, শাঁস বহুবারাপেক্ষা পিচ্ছিল এবং মধুরতর।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, শুষ্ক, ফল ও ফলমজ্জা। মাত্রা—১৬ ও ফলের কাথ—আধ ছটাক হইতে ১ ছটাক।

বৈদ্যকে বহুবারের ব্যবহার ।

চরক—কফজবিসর্পে বহুবারভুক—অন্নঘৃতসংযুক্ত পিষ্ট বহুবার ভুকের প্রলেপ কফ-বিসর্পে হিতকর (চি: ১১ অ:) ।

শুশ্রূত—দশবিধলুতাবিষে শেলুভুক—বাহু ও আভ্যন্তর দশবিধলুতাবিষের পক্ষেই বহুবারভুকের প্রয়োগ হিতকর (ক: ৮ অ:) । (২) রক্তপিত্তে শাকার্থ শেলুদল—ঘৃতভর্জিত কোমল বহুবার পত্র রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (উ: ৪৫ অ:) ।

চক্রদত্ত—মসুরিকায় শেলুভুক—মসুরিকা রোগীর ক্ষীণ প্রত্যয় প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য বহুবার ভুকের শীতকষায় ভদ্রে সেচন করিবে (মসুরিকা চি:) । (৩) কেশকৃষ্ণীকরণে বহুবারকলমজ্জা—একটি ছিদ্রবহুল লৌহপাত্র কাশ্মিরকপিষ্ট বহুবারকলমজ্জা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া, যোড়ে রাখিবে। সূর্যোত্তাপ পাইয়া উহা হইতে যে তৈল, পণ্ডিত হইবে, সেই তৈল অঙ্গুলে ক্রমিলে শুভ্রকশ নীলক্রমরতুল্য হয়। এই তৈল, নয়ন, শ্রবণ ও দন্ত রোগের পক্ষেও প্রশস্ত (সূর্যোত্তাপ চি:) ।

ভাবপ্রকাশ—দৃগ্জাত মসুরিকায় বহবার—চক্ষুতে মসুরিকা জন্মিলে তৎপ্রতীকারার্থে কিংবা চক্ষুতে মসুরিকা বির্জাব প্রতিবোধার্থে, চক্ষুতে শেলুকের প্রলেপ দিবে (মসুরিকা চিঃ) ।

বঙ্গসেন—বিস্ফোটে বহবারত্বক—বহবারত্বকের প্রলেপ কিংবা কাথসেচন বিস্ফো-
টের পক্ষে হিতকর (বিস্ফোট চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, বিষয়বর্গে বহবার পাঠ করিয়াছেন । দ্রাঃ অনুবাদকেরা বহবারকে
“চালুদা” বলিয়া বিষয় প্রসাদ ঘটাইয়াছেন ।

Constituents.—The pulp of the fruit contains sugar, Gum, extractive matter, ash ; the bark contains a principle allied to cathartin.

Actions and uses.—Demulcent and mucilaginous, used in coughs, chest affections and in irritation of the urinary passages, and as a laxative in bilious affections. The bark is mild astringent and tonic, and used in general debility and convalescence. The decoction also is used as a gargle in sore mouth. (*Materia Medica of India—II.—p. 421.*)

নব্যমত—বহবার ফল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল ; ইহা, কফ, কাস, মূত্রকঙ্ক, রক্তমূত্রতা, এবং মূত্রবেচক হেতু পিত্তবিকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ত্বক্, মূত্র কথার (সঙ্কোচক), বলা, ইহা দৌর্ভাগ্য এবং পীড়াবসানক দৌর্ভাগ্য সেব্য । কফের কাথ মুখকণ্ঠে কবলার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । (কোরি—২য় খণ্ড ৪২১ পৃঃ) । অধিক মাত্রায় মূত্র বেচক । কলের পত্র দ্রব্র ভাল ঔষধ । মিঃ বেডেন্ পাউয়েল বলেন, ইহার পাতা কণ্ঠে ও শিরঃশূলে প্রযোজ্য । আবার হীপের লোকে বহবারের ত্বক্ বলকারক এবং অরয় বলিয়া ব্যবহার করে । ডাঃ ডিমক্ বলেন ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দের ছুর্ভিক্ষে নাসিক জেলার লোকে বহবারের ফল খাইয়াছিল ।

বংশ—বর্ষা :

বর্ষা: বৈষ্ণু: — *Bambusa arundinacea.*

परिचयस्यापिज्ञा संज्ञा—“अक्षारः,” “शतपर्णा,” “यवधन्वः”

“अथको,” “हृदयार्कः” “दृढमनि” “सुचिरन्धुः” । व्यवहारस्यापिज्ञा

संज्ञा—“धनुर्धुमः” ॥ कीचक—“दन्धुर्वधः” ।

वंशस्तुक्तः कषायश्च कटुतिक्तश्च शीतलः । मूत्रकृच्छ्रप्रमेहार्शःपित्तदाहास्र-
नाशनः । वंशो व्रणस्रसंहारो भेदनः सकषायकः । वंशाश्च शूलकफकृद्धिदृष्टी
श्लेष्मवातलः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः । करीरगुणाः—पित्तास्रदाहकृच्छ्रं
रुचिकृत् पर्व्वं निर्गुणम् ।

वेणुरन्ध्रवंशयोगुणाः—वंशौ त्वक्त्तौ कषायौच किञ्चित्तिक्तौ च शीतलौ ।
मूत्रकृच्छ्रप्रमेहार्शःपित्तदाहास्र नाशनौ । विशेषो रन्ध्रवंशस्तु दीपनोऽजीर्णनाशनः ।
रुचिकृत् पाचनो हृद्यः शूलघ्नो गुल्मनाशनः । करीरं कटुतिक्ताल्पं कषायं
लघु शीतलम् । पित्तास्रदाहकृच्छ्रं रुचिकृत् पर्व्वं निर्गुणम् । राजनिघण्टुः ।

वंशः सरः हिमः स्यादुः कषायो वस्तिशोधनः । छेदनः कफपित्तघ्नः कुष्ठास्र-
व्रणदोषजित् । तत्करीरः कटु पाके रसे रुचो गुरुःसरः । कषायः कफकृत् खादुः-
विदाही वातपित्तलः । तदयवास्तु सरा रुक्षाः कषायाः कटुपाकिनः । वातपित्तकरा
उष्णा वद्धमूत्राः कफापहा । भावप्रकाशः । त्वाचिसारशिफा ज्ञेया मूत्र-
कृच्छ्रनिवारिणी । कश्चित् ।

वंशरोचनगुणाः— कषाया मधुरा तिक्ता कासघ्नी वंश लोचना । मूत्र-
कृच्छ्रस्रयश्वासहिता वल्ग्या च वृंहणी ॥ धन्वन्तरीयनिघण्टुः ॥ स्याद्वंश-
रोचना रुक्षा कषाया मधुरा हिमा । रताशुद्धिकरी तापचित्तोद्रेकहरा शुभा ।
राजनिघण्टुः ॥ वंशजा वृंहणी वृष्णा वल्ग्या स्वाही च शीतला । रुक्षकषाय
पित्तघ्नी दुष्टशोषितशोधिनी । वृष्णाकासज्वरश्वासस्रयपित्तास्रकामलाः । हरेत्
कुष्ठं वृषं पाण्डुं दाहमुद् वातकृच्छ्रजित् । भावप्रकाशः ।

বংশরোচনবিষেবস্ব পলাশিগন্ধায়া গুণাঃ—তব্বচীরী মধুরা রুচা কণায়া-
স্মারচিত্রশান্। পিত্তশ্বাসশয়ান্ হন্তি কাশদাহনিষুদনী। ধ্বন্বন্তরীয-
নিঘণ্টুঃ ॥ তব্বচীরং তু মধুরং শিথিরং দাহপিত্তগুণ্। শয়কাশকফশ্বাস-
নাশনং বাসুদৌষগুণ্। রাজনিঘণ্টুঃ।

অর্শঃসু বংশপত্রম্—“* বেণুনা *। * পতান্যুক্ত্বাশ্ব শূলার্তী স্বভয়া
মবগাহয়েত্” (চি: ৫ প:)। চরকঃ।

পুত্রবিষে বংশমূলম্—“* শিফা পেয়া শীরেণ পরিপেযিতা। অহোটবংশজা
বাপি শ্রবিষণী প্রযত্নতঃ” (বিষ চি:) ভাবপ্রকাশঃ।

বংশের ভাষানাম—বা: বাস। হি:—বীশ। ম:—বেহুঁ, পোকহুঁ বেহুঁ। ঞ:—
বীশ। ক:—বরভূবী দীক। তৈ:—কচিকই, বনক। তা:—মনগিল। ব:—মাওগার। কা:
—কসব্।

বংশের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“ত্বক্কার,” “শতপক্ষী” “ঘবকল,” “কণ্টকী,”
“নৃচকাও,” “নৃচগ্রহি,” “কুকিরক্” “ফলাভক”। ব্যবহারজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“ধলুক্রম”
কৌচকেব—“রক্ বংশ”।

বংশের ভেদ ও বর্গন—বংশের নানা জাতি আছে। ইহাদের সাধারণ নাম বংশ।
তল্লা বাশ, বাওগা বাশ, বাশিনী বাস ও বেউড় বাশ রাঢ়ে প্রসিদ্ধ। পর্কতে বিচিত্র প্রকারের
বাশ জন্মিয়া থাকে। পর্কতে এক প্রকার ছিদ্রযুক্ত বাশ জন্মে, ইহার নাম কৌচক। কালিদাস
হিমালয় বর্গনে লিখিয়াছেন—

“ব: পুরয়ন্ কৌচকরক্ তাগান্
ধরীমুখোবেন সমীরনেন
উদগাস্যতা মিচ্ছতি কিম্বয়ানাম্।
তানপ্রদারিকিমিবোপগতম্” ॥ কুমার।

বংশ কাণ্ডজ, একটা বাশ রোপণ করিলে কালে তাহা হইতেই “কাড়” হয়। বর্ষার প্রথমে

বংশের "কোঁড়" (বংশাঙ্কুর) কাছির হয়। দীর্ঘকালান্তে বংশ পুশিত হয়। লোকের বিবাস কেশের পুশোদগম দেশব্যাপী কোন ভাবিহীনতার নিদর্শন। পুশিত বংশ সুন্দর। বংশের ফল (বেণুব) সেথিতে ঠিক ছোলায় মত। অরুণীর উদ্ভিদাত্মিকের কালে, লোকে বেণুব ভোজন করিয়াছিল। বংশবিশেষ দ্বারা বাদনার্থ বীণী রচিত হইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন—“ছিন্নঃ স্তুনিশিতৈঃ শব্দৈঃ বিক্ৰম নবমপুধা। তথাপি হি স্তুংশেন বিরসং নাপত্রমিতম্”।

বংশলোচন—বংশলোচন বংশের ভিতর থাকে। সকল বংশে পাওয়া যায় না—কএক জাতীয় ক্রীবংশের পক্ষ হইতে স্মরিত রসবিশেষে ইহা প্রস্তুত হয়। কথিত আছে কোন এক মহাজন এই প্রাকৃতিক বংশলোচন প্রস্তুত প্রণালী অনুকরণ পূর্বক প্রচুর বংশলোচন উৎপাদন করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন, কীট বিশেষ বংশভাঙ্গরে প্রবেশ পূর্বক বংশপর্ক হইতে স্রুত রস দ্বারা বংশলোচন প্রস্তুত করে। এতদনুকরণার্থ তিনি সম্ভ্রাতরস বংশের স্থানে স্থানে ছিদ্র করিয়া কীট প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে, তত্তৎবংশে প্রচুর বংশলোচন জন্মিয়াছিল। বঙ্গে প্রদেশের ধানা নগরে পূর্বে বংশলোচনের বিপুল বাণিজ্য ছিল এক্ষণে ইহা বঙ্গে সহরেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের অরণ্যগুলি রাজরক্ষিত বলিয়া, এ দেশের বংশ হইতে বংশলোচন লাভের সুবিধা নাই। বঙ্গের বাজারের তাবৎ বংশলোচন সিঙ্গাপুর হইতে আনীত। সম্ভবতঃ ইহা জাভা এবং ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ (Eastern Archipelago)—জাত বংশ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বঙ্গের বংশলোচনবাণিজ্য এক জনমানুষ মুসলমানের স্বাধিকারভুক্ত। বাজারে যে বংশলোচন পাওয়া যায় ঠিক তদবস্থাতেই ইহা বংশ হইতে নিষ্কাশিত হয় না। পাক বিশেষ (Calcination) দ্বারা বংশলোচন এতাদৃশ সূক্ষ্মতর প্রাপ্ত হয়। এই পাক বিশেষের বিবরণ অজ্ঞাত, যে হেতু ইহা “বাণিজ্য রহস্য”। বাজারে দুই প্রকার বংশলোচন পাওয়া যায় নীলাভ-শ্বেত এবং শ্বেত। শ্বেত আবার দুই প্রকার—কক ও স্তম্ভচ্ছিন্নযুক্ত এবং মসৃণ ও অচ্ছিন্ন। বলা বাহুল্য পূর্বকথিত পাক-বিশেষের গুণেই এই পার্থক্য ঘটিয়া থাকে মসৃণ অচ্ছিন্ন শ্বেত বংশলোচনই প্রশস্ত। শিরো-মোহিত নিষক্টপাঠে পলাশগন্ধা বংশরোচনার উল্লেখ আছে। ইহা সম্ভবতঃ কাঁচা বংশলোচন। বাজারে অধুনা যে পাক করা বংশলোচন পাওয়া যায় তাহা নির্গন্ধ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—অঙ্কুর, পত্র, কাণ্ড, মূল, কল।

বৈদ্যকে বংশের ব্যবহার।

চরক—অর্শে বংশপত্র—শূলার্শে অর্শোরোগীকে তৈলবর্জন করাইয়া, বংশপত্রের কাথে অবগাহন করাইবে (চিঃ ১ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—কুক্কুরবিবে: কুশম্বল—অকোট ও বংশমূল মোহনে গেষণশূন্যক পান করিলে কুক্কুরবিব প্রশমিত হয় (বিব চি:) ।

Constituents—Tabashir contains silica 70 or silicium as hydrate of silicic acid, per oxide of iron, potash, lime and alumina.

Actions and uses—The leaves are emmenagogue. Tabashir is stimulant, tonic, cooling and pectoral, and used in cough, consumption, asthma and fever. In combination with other astringent medicines it is given in chronic dysentery and internal hæmorrhages. The young shoots are used as a vegetable and made into pickles. A decoction of bamboo joints is said to increase the flow of lochia after delivery. The juice of leaves with aromatics is given in hæmatemesis. Older and dried stems of bamboo are used as splints in fracture. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II. p. 639.)

নব্যমত—বংশপত্র, আর্ন্তব রজ:শ্রাবকারী সুগন্ধি ভেবনসহ বংশপত্রবন, রক্তধমনে সেবা । বংশলোচন,—উষ্ণ, বল্য, শীত এবং উরোগত স্নেহরোগে হিতকর । ইহা, ককরোগ করকাস, শ্বাস এবং জরে ব্যবহৃত হয় । অশ্রান্ত ধারক স্রবোর সহিত ইহা, প্রংবী এবং রক্তপতাদি রোগে সেবিত হইয়া থাকে । বাণেশ কোমলপত্র পাকার্ধ কিংবা লবণাক্ত জলে সিক্ত রাগিয়াও সেবিত হইয়া থাকে । বাণেশ গাঁইটের কাণ “লোকিয়া” শ্রাববর্ধক (প্রসবেব পর প্রসূতির বোনিমার্গ হইতে বে মলবৎ পাকার্ধ কৃত হইয়া থাকে তাহাকে “লোকিয়া” বলে) বংশবও অস্থিতরে বন্ধনদ্রব্যরূপে (splint) ব্যবহৃত হয় (কোরি—২য় খণ্ড—৬৩৯ পৃ:) ।

বালক—বালকম্ ।

বালকম্, ভোবিরম্, উদীচম্—*Valeriana officinalis*, *Povonia odorata*.

ব্যবহারবোধিকা সংস্থা—“বালকামিয়ম্,” “ভূমতীভীরম্,” “অবা-
সৌম্” । সুস্বাদুকাষিকা সংস্থা—“কিয়ম্” ।

वालेकं शीतलं तिक्तं पित्तश्लेष्मबिसर्पजित् । कफासृक्कणूकुष्ठानि उवर-
दाहो च नाशयेत् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

वासकं शीतलं तिक्तं पित्तवान्तिदृषापहम् । उवरकुष्ठातिसारघ्नं केश्यं
श्लेष्मघ्नापनुत् । राजनिघण्टुः ।

वालेकं शीतलं रुक्षं लघु दीपनपाचनम् । हृत्सासाऽरुचिबिसर्पहृद्द्रोगा-
मातिसारजित् । भावप्रकाशः ।

श्लेवेरं हृद्दिहृत्सासदृष्यातिसारनाशनम् । राजवल्लभः ।

रक्तपित्ते—वाला—“श्लेवेरमूलानि * । * एते समस्ता गणशः पृथग्वा
रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः” । (चिः ४ अः) । (२) अतिसारे वाला—
“श्लेवेरश्लेवेराभगां पक्वं वा पाययेज्जलम्” (चिः १० अः) । (३) विसर्पे
वाला—“प्रपौण्डरीकं श्लेवेरं, * । पृथगालेपनं कुर्याद्दृग्दृशः सर्वशोऽपिवा । प्रदेहाः
सर्वं एवैते देयाः स्वल्पवृतायुताः” । (चिः ११ अः) । (४) मदात्ययस्य पिपा-
सायां वाला—“दृश्यते सलिलश्चास्मै दद्याद् श्लेवेरसाधितम्” (चिः १२ अः)
(५) वमने वाला—“ * सवालेकं तण्डुलधावनेन” “(चिः २३ अः) । चरकः ।
श्लेवेरे वाला—“* दग्धं श्लेवेरं वा तदाशुतम्” (चिः २० अः) ।

वाग्भटः ।

पित्तजे अर्शसि वालेकम्—“वालेकं श्लेवेरञ्च पाययेत् तण्डुलाम्बुना ।
मधुयुक्तं प्रशमयेदर्शः पित्तसमुद्भवम्” । (अर्शसि । (२) शिशोरतिसारे
वालेकम्—“श्लेवेरशर्करासौद्रं पीतं तण्डुलवारिणा । शिशोः सर्वातिसारघ्नं ।
वङ्गसेनः ।

বালকের ভাষানাম—বাঃ—বালা, গন্ধবালা। হিঃ—সুগন্ধবালা। মঃ—বাঠা।
শুঃ—বালো। কঃ—বালাবেক, ধসমুষ্টিবান। তৈঃ—বাটবেলু। বং—বালা। কাঃ—অলাক।

ব্যবহারজ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“ললনাগ্রিষ”, “কুম্বলোশীর”, “কচামোদ”। গুণপ্রকা-
শিকা সংজ্ঞা—“কেশু”।

বর্ণন—বালার “ললনাগ্রিষ,” “কুম্বলোশীর,” “কচামোদ” ও “কেশু” নাম
পাঠ করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, পূর্বে এভদেশীয় ললনাগণ অপর চন্দনাদি
যেমন অঙ্গে অমুলেপন করিতেন, মস্তকে তদ্রূপ বালা লেপন করিতেন। বালা ক্ষুদ্র
ক্ষুপ ইহা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, সিন্ধু ও ব্রহ্ম দেশে জন্মে। পুষ্প ক্ষুদ্র গোলাপবর্ণ।
কন্দ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মূল নির্গত হইয়া থাকে। কন্দের গাত্র কৃষ্ণবর্ণ অভ্যন্তর যেতাত
পীত। মূলগুলিও বর্ণতঃ কন্দতুল্য এবং পীড়ন করিলে ভাঙ্গিয়া যায়, কন্দ ও মূল উভয়ই
কস্তুরীবৎ সুগন্ধি। চর্ষণ করিলে কাল লাগে। বণিক্‌দোকানে সচরাচর যে সমূল ক্ষুদ্র ক্ষুপ
বালা নামে বিক্রীত হইয়া থাকে তাহা প্রায়ই অতি পুরাতন, এক্ষণ চর্ষণ করিলে বিশেষ
কোন স্বাদ অনুভূত হয় না এবং যাদৃশ সুগন্ধি হওয়া উচিত তাদৃশ গন্ধও থাকে না। এতাদৃশ
সুজীর্ণ বালা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ—বিশেষতঃ মূল : মাত্রা—১ আনা হইতে ৩ আনা।

বৈদ্যকে বালকের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে বালা—রক্তচন্দনসহ বালার কঙ্ক, ফাণ্ট, শীতকষায় বা কাথ সেবন
করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অতিসারে বালা—বালা ও গুঁঠের
কাথ, অতিসার হইলে পান করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) বিসর্পে বালা—বালা পেষণপূর্বক
কিকিৎ দ্রুতসহ মিশ্রিত করিয়া বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) মদাতায়ের
পিপাসায় বালা—মদাতার রোগীর পিপাসা থাকিলে, তাহাকে বড়লপরিভাবাসুসারে প্রস্তুত
বালার পানীয় পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৫) বমনে বালা—তুলসীকে পিষ্ট বালা
বমনের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৩ অঃ)।

বাগ্‌ভট—শ্বিত্রে বালা—বালা অস্তর্ধ্বমদ্য করিয়া বহেড়ার তৈলের সহিত মিশ্রিত
করিয়া শ্বিত্রে লেপন করিলে তদ্রূপ গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় (চিঃ ২০ অঃ)।

বঙ্গসেন—পিত্তার্শে বালা—বালা ও গুঁঠের কাথ পিত্তার্শ নাশক। শিশুর অতি-

সারে বাল্য—বাল্য, চাঁদ ও মধু, তুলসীদলের সহিত পান করিলে শিশুর অতিসার নিবৃত্তি পায় (বালরোগ টিঃ)।

বস্তু—চরক, তৃকামিগ্রহণ ও দাহপ্রশমনবর্গে এবং সুশ্রুত এলাদিগণে বাল্য পাঠ করিয়াছেন। ডিম্বক বলেন ঠংলও হইতে আমদানী ক্রমশঃ কীণ—সর্পাকৃতি এক প্রকার মূল, যথেষ্ট লোকে বাল্য প্রতিনিধিরূপ ব্যবহার করে।

Constituents—A volatile oil 2 p. c., valerianic acid, formic, acetic and malic acids, chatinine, tannin, starch, sugar, resin, gum and extractive.

Actions and uses—General stimulant, anodyne, hypnotic, antispasmodic vermifuge and diaphoretic. It often stimulates sexual powers. As a sedative to reflex excitability, its action is opposed to that of brucine, thebaine, and strychnine. In full doses it stimulates the heart, raises the temperature, and produces exhilaration of spirits. If long continued it leads to melancholia. In very large doses it is a powerful irritant of the brain and of the gastro-intestinal tract, leading to nausea. Vomiting, diarrhoea, frequent passage of urine containing lithates. The oil paralyses the brain and the spinal chord, lowers the blood pressure and slows the pulse. *Valerian* is used in epilepsy, hysteria, hemicranial nervous cough and hiccough. As a tonic it is given in fevers and low states of the system; also given in whooping cough, diabetes dysmenorrhœa, convulsions, worms and flatulence in children. In coma of typhus fever the oil is very efficient. As an antispasmodic it is inferior to assafetida.

Validol is used in asthma, hysteria, and as a preventive against sea sickness, as a stimulant, antispasmodic, anodyne it surpasses valerian in energy and rapidity of action, and besides it has anæsthetic properties. As an hypnotic it produces sleep like morphia, and chloral hydrate, 5 minims are sufficient to produce tranquil sleep without any depressing action of the heart. It has been found very serviceable in biliary colic. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II. p. 346.)

বস্তু—বাল্য, উষ্ণ, বেদনাহর, মূত্রিকারক, আক্ষেপনিবারক, বর্ণোৎপাদক এবং বৃদ্ধ। পূর্ণ মাত্রায় সেবিত হইলে, ইহা হৃদয়ের গতি বৃদ্ধি ও শারীরোন্নতির মাত্রাধিক্য জন্মায় এবং শক্তি বর্ধিত করে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে মনোবিকার উপস্থিত হয়, অত্যধিক মাত্রায় ভুক্ত হইলে, মস্তিষ্কের উত্তেজনা এবং আমাশয় ও অস্ত্রের উত্তেজনা ঘটাইয়া বিবসিধা, বমন, অতিসার, পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধ্যাগেছা এবং সুশ্রুত কর্তৃক পণ্ডিত হইয়া থাকে। বাল্যের অন্যান্য উপাদানের গুণ ইত্যাদি মূলে আবেষ্টব্য।

वागक—वासकः ।

वासाः, वृषः, षट्शुषकः—Adhatoda Vasica, Justicia Adhatoda.

परिचयज्ञापिका संज्ञा — श्वेतपुष्पस्य—“विंशतुली” (विंशत्य-
सदृशपुष्पत्वात्—भानुजिदौचितः,) “वाजिदन्ता” “(वाजिदन्ताभकेसरत्वात् ”
—भानुजिदौचितः,) “वृषः” (“वर्षतिमधु” भाः दौः) । तावपुष्पस्य—
“तामूः”, “पसितपर्षी” ।

षाटशुषो हिमस्त्रिक्तः पित्तश्लेष्मास्रकासजित् । वयश्चूर्णिकुठली ज्वर-
दृष्ट्याविनाशनः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

वासा तिक्ता कटुः शीता कासघ्नी रक्तपित्तजित् । कासस्य कासवैकल्याज्वर-
श्वासत्रयापहा । राजनिघण्टुः ।

वासको वातहृत् स्वर्धः कफपित्तास्रनाशनः । तिक्तसुवरको वृषो वधुः
शीतसुहृत्तिहृत् । श्वासकासज्वरश्चूर्णिकुठत्रयापहः । भावप्रकाशः ।

वासकस्य च पुष्यानिः । कटुपाकानि तिक्तानि कासत्रयहराणि च । वासकः
कासवैकल्याज्वररक्तपित्तकफापहः । राजवल्लभः ।

“वृषपुष्पादिः * । कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपचरते” । चरकः

—शाः वः—सुः—२७ पः । “षट्शुषकवैशाद्य * तिक्ताः पित्तकफापहाः”

सुश्रुतः—शाः वः—(सुः ४६ उः) । “वृषामस्तययोः पुष्यादि तिक्तानि कटु

विषाकानि त्रयकासापहानि” सुश्रुतः—(पुः वः—सुः ४६ पः) ।

रक्तपित्ते वासकः—“वासां वयासां सपसायभुसां । ज्ञाना वयासं

कुसुमानि चास्य । प्रदाय कर्कं विपचेद् दृप्तं तत् । सद्यैव मास्येव निहन्ति
रक्तम् ॥ (चिः ४ षः) । चरकः ।

शोषे वासकः—“कृत्स्ने वृषे तत्कुसुमैश्च सिद्धम् । सर्पिः पिबेत् क्षौद्र-
युतं हिताशी । यद्भाणमेतत् प्रवलञ्चकासं श्वासश्च हन्यादपि पाण्डुतां च ॥

(भः ४१ षः) । रक्तपित्ते वासकपत्रस्वरसः—पिबेत् सिताक्षौद्रयुतं वृषस्य
वा” । (उः ४५ षः) । (३) पूवासि वासकः—“कृत्स्ने वृषकषाये वा पचेत्

सर्पिस्तुर्गुणे । तन्मूलकुसुमावापशीतं क्षौद्रेण योजयेत्” । (उः ५१ षः)

(४) कासे वासकदृप्तम्—“रसेन वा वासकजेन पक्क” (उः ५२ षः) ।

सुश्रुतः ।

पित्तश्लेष्मज्वरे वासकः—“सपत्रपुष्पवासायाः रसः क्षौद्रसितायुतः ।

पित्तश्लेष्मज्वरं हन्ति साम्लपित्तं सकामलम्” । (ज्वरचिः) (२) गात्र-

दौर्गन्धे वासकदलस्वरसः—“वासादलरसो लेपाच्छूचूर्णेन संयुतः । गात्र-

दौर्गन्धनाशनः । (मः खः ३यः) । भावप्रकाशः ।

जीर्णज्वरे वृषः—“* वृषस्वच । * सिद्धाः श्लेहा ज्वरच्छिदः” (ज्वरचिः)

(२) कुष्ठे वासा—“कोमलसिंहास्यदलं सनिशं सुरभिजलेन पिष्टम् । दिवस-

त्रयेण नियतं क्षपयति कच्छुं विलेपनतः” (कुष्ठचिः) । (३) मुखप्रसवार्थं

वासामूलम्—“वासामूले ध्रुवं तद्वत् कटीवष्टे सूते द्रुतम्” । “अट्रुषकमूलेन

नाभिवस्तिभगालेपः कर्त्तव्यः” (स्त्रीरोगचिः) । चक्रादत्तः ।

गुदकीले वृषः—“रुगतं कफवातेन पत्त्यर्थं गुदकीलकम् । स्वेदयेद् वा वृषा-

“যিষ্ণুঃ রাস্নয়া বাস্য যিষ্ণুভিঃ” (অর্থঃ চিঃ) । (২) মসুরিকাসু বৃষঃ—

“বৃষস্য স্বরস’ দ্ব্যাদু সৌদ্রয়ুক্ত’ কফাক্রমকে” (মসুরিকা চিঃ) । বঙ্কসেনঃ ।

বাসকের ভাষানাম—বাঃ—বাকস । হিঃ—বাসা, অড়ুসা । কোঃ—মধুবাকসা, হাড়বাকসা (তাম্রপুষ্প, বাসকের) । মঃ—অড়ুঠঠসা । গুঃ—অরডুশো । কঃ—আডসোণে । তৈঃ—আডাসারং । তাঃ—অঘডোডে । আঃ—বাহক ।

পরিচয়ক্রাপিকা সংজ্ঞা—শ্বেতপুষ্পের—“সিংহমুখী” (সিংহাশ্রু তুলা পুষ্প বার), “বাজিনস্থা” (বাজিনস্তাত কেশব বার), “বৃষ” (মধু বর্ষণকারী) । তাম্রপুষ্পের—“তাম্র”, “অসিতপনী” ।

বর্ণন—শ্বেত ও তাম্রপুষ্প ভেদে বাসক দুই প্রকার । শ্বেতপুষ্প বাসক, অনুচ্চ গুল্ম । কাণ্ড সরল, অকর্কশ ; শাখা, প্রায় গোল, ক্ষুদ্র অর্কুদাকৃতি চিহ্নযুক্ত, পত্রহীন শাখায় চ্যুত-পত্রের অবস্থিতিজ্ঞাপক চিহ্ন নিহিতমান থাকে, শাখাগ্রস্থি স্ফীত । পত্র—দীর্ঘ, কিঞ্চিৎ চৌড়া, বৃন্ত হ্রস্ব, পত্রাগ্র সূক্ষ্ম, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড, পত্রোদর ও পত্রপৃষ্ঠ মসৃণ । পুষ্প—শাখাগ্রবর্তী পুষ্পদণ্ডে স্থিত, মিলিত দল, এবং দলাগ্র অবরোষ্ঠানুকরণে চিরিত, অতএব পূর্বাচার্য্য ইহাকে “সিংহাশ্রু” বলিয়াছেন । অবরোষ্ঠানুকরণী দলাগ্রভাগে বেগুনে রঙের চিহ্ন আছে । তাম্রপুষ্প বাসক সর্ষথা ইহার তুলা—কেবল উহার পত্র গাঢ় হরিদবর্ণ ও সূল এবং শাখা বিশেষতঃ শাখাগ্রস্থি স্থানে স্থানে সিন্দূরাভ । ইহা শ্বেতপুষ্পাপেক্ষা স্বাদে তিক্ততর । রাঢ়ে তাম্রপুষ্প বাসক দুর্লভ, কোচবিহারে ইহা প্রচুর, লোকে ইহাকে “হাড় বাকসা” বলে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ঔষক, পত্র, পুষ্প । মাত্রা—ঔষকার্থ—৫—১০ তোলা । পত্র-স্বরস—১—২ তোলা । মূলত্বক্ চূর্ণ—১—৪ আনা ।

বৈজ্ঞকে বাসকের ব্যবহার ।

চরক—রক্তপিত্তে বাসক—বাসকের মূল, শাখা, পত্র ও পুষ্পের কঙ্কহার। যথাবিধি পক্কাই, মধুরোগে সেবন করিলে, রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ) ।

সুশ্রুত—শোষে বাসক—মূল, শাখা, পত্র ও পুষ্প সহ বাসক কুট্টিত করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, এই কাথ এবং বাসক পুষ্পের কফদ্বারা যথাবিধি পক ঘৃত সেবন করিলে, ফলা, প্রবলকাস, শ্বাস এবং পাণ্ডু প্রশমিত হয় (উ: ৪১ অ:) । রক্তপিত্তে বাসকপত্র-স্বরস—রক্তপিত্ত রোগী, শর্করা এবং মধুযোগে বাসকের পত্ররস সেবন করিবে (উ: ৪৫ অ:) ।
 (৩) শ্বাসে বাসক—বাসকের সমূলপত্রপুষ্প শাখা কুট্টিত করিয়া কাথ করিবে । ঘৃতচতুর্গ এই কাথ এবং বাসাকুসুমের কফদ্বারা পক ঘৃত, মধু যোগে সেবন করিলে, শ্বাস প্রশমিত হয় (উ: ৫১ অ:) । কাসে বাসকঘৃত—বাসাপত্রস্বরসে পক ঘৃত কাসহর (উ: ৫২ অ:) ।

ভাবপ্রকাশ—পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে বাসক—বাসাপত্র ও পুষ্পের রস, শর্করা ও মধু যোগে পান করিলে অম্লপিত্ত ও কাসযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর প্রশমিত হয় (জ্বর চি:) । (২) গাত্রদৌর্গন্ধে বাসাপত্রস্বরস—বাসাপত্রের রসে শঙ্খভস্ম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে লেপন করিলে, গাত্র-দৌর্গন্ধ্য বিনাশ পায় (ম: খ: ঞ্চ স্তা:) ।

চক্রদত্ত—জীর্ণজ্বরে বাসক—বাসার কাথে যথাবিধি পক ঘৃত পান করিলে বিষমজ্বর প্রশমিত হয় (জ্বর চি:) । (২) কুষ্ঠে বাসকদল—কোমল বাসক পত্র গোমূত্রে পেষণপূর্বক লেপন করিলে, তিন দিনে কুষ্ঠ নিশ্চিত বিনষ্ট হয় (কুষ্ঠ চি:) । (৩) সুখপ্রসবার্থ বাসক মূল—বাসকের মূল কটিদেশে বাধিয়া দিলে, এবং ইহা পেষণপূর্বক নাভিবন্তি ও যোনিতে লেপ দিলে, সুখপ্রসব হইয়া থাকে ।

বঙ্গসেন—অর্শে বাসক—কফবাতজ্ব অর্শের বলিতে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে, বাসক-জ্বকের পিণ্ড দ্বারা স্বেদ প্রশস্ত (অর্শ: চি:) । (২) কফাত্মিক মসূরিকায় বাসকপত্র—বাসক পত্র স্বরস মধুযোগে, কফাত্মিক মসূরিকাগ্রস্ত রোগী পান করিবে (মসূরিকা চি:) ।

বক্তব্য—চারক “দশেমানি”তে বাসক পঠিত হয় নাই ।

Constituents—An odorous principle, fat, resin, a bitter alkaloid vasicine, an organic acid, adhatodic acid, sugar, gum, colouring matter, salts.

Actions and uses—Expectorant, antispasmodic, and alterative; the flowers and roots with ginger and sitab are given in ague, rheumatism, consumption, asthma, chronic bronchitis and other chest affections; the root is a fair substitute for senega. Leaves are often smoked in asthma. (*Materia Medica of India*—R. N. Khory—II. p. 464.)

“Strong testimony in favour of the remedial properties of the drug was furnished to the authors of the *Pharmacopœia of India* by Drs. Jackson and Dutt, who employed it with marked success in bronchitis,

asthma, and other palmonary and catarrhal affections. Cases illustrative of its effects in catarrh bronchitis and phthisis have been published, by Mr. O. C. Dutt. (Indian annals of Med. Sci., 1865, Vol. X., p. 156). In Bengal the leaves are smoked in asthma; good evidence of their value when thus used has been collected by Dr. G. Watt in the "Dict. of the Economic Products of India". Dr. Watt has also brought to notice the use of Adhatoda leaves in rice cultivation in the sutlej valley. The fresh leaves are scattered over recently flooded fields prepared for the rice crop, and the native cultivators say that they not only act as a manure but also as a poison to kill the aquatic weeds that otherwise would injure the rice. Experiments conducted by us show that the infusion acts upon the cells of those plants in the same manner as certain chemical reagents, by contracting their contents and causing their disintegration; it also proves poisonous to any animalcules, frogs, leeches, &c, present in the water; on the higher animals the leaves do not have this effect." (*Pharmacographia Indica—Dymock—III. p. 54.*)

নব্যমত—বাসক, কফনিঃসারক, আক্ষেপনিবারক ও রসায়ন। ইহার ফুল এবং মূল, গুণী ও "সিতাব" (*Ruta Graveolens*) সহ, কম্পজ্বর, বাত, ক্ষয়কাস, শ্বাস, পুরাণ কাস এবং অন্যান্য উরোগত শ্লেষ্মরোগে সেব্য। বাসকমূল "সিনেগার" উত্তম প্রতিনিধি। শ্বাসরোগে শুষ্ক বাসক পত্র "ককেতে সাজিয়া" খায় (কোরি—২য় খণ্ড ৪৬৪ পৃঃ)।

"ফার্মাকোপিয়া ইণ্ডিয়া" নাম পুস্তকের ৪৮৪তম পৃষ্ঠায় ডাঃ জ্যাকসন্ এবং ডাঃ উদয়চাঁদের নিকট হইতে বাসকের রোগনির্ধারক শক্তির বলবৎ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রোক্ত ডাক্তার ষয়, কাস (*Bronchitis*), শ্বাস এবং অন্যান্য উরোগত শ্লেষ্মরোগে (*Pulmonary and Catarrhal affections*) বাসক প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। শ্লেষ্মরোগ (*Catarrh*), কাস (*Bronchitis*), এবং যক্ষ্মায় (*Phthisis*) বাসকের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, "ইণ্ডিয়ান এনালিস অন্ড মেডিক্যাল সোসাইটি" ১৮৬৫ সালের ৫ম খণ্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায়, ডাঃ উদয়চাঁদ কর্তৃক লিখিত একটা রোগীর বিবরণ অবশ্য পাঠ করা উচিত। বাসকের পাতা "ককেতে সাজিয়া" খাইলে শ্বাসের "টান" প্রশমিত হয়। ডাঃ গুয়াট্‌ বীর অভিধানে এতদ্বিবরণক বহু প্রমাণ সংগ্ৰহন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, পঞ্জাব প্রদেশের কৃষকেরা বর্ষাজলপ্রাপ্তি খালক্রমে বাসকের পাতা ছড়াইয়া দেয়। তাহারা জানে যে বাসকের পাতা সাবের কার্য করে এবং কেত্রে "আগাছা" জন্মিতে দেয় না। পরীক্ষাধারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বাসক পত্রের কাণ, তেঁক, জলৌকাদি জলস্থিত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বিষ। কিন্তু এতদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষে বিষ নহে। (ডিমক ৩য় খণ্ড ৫৪পৃঃ)।

ডাঃ ওয়াট্ বলেন, পানীয় জল রোগোৎপাদক বীজাণু বিবর্জিত করিবার জন্ত (to destroy the germs of disease) ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। কফনিঃসারণরূপে ইহার মূল “সেনেগা”র প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইণ্ডিয়া ফার্মাকোপিয়ার রচয়িতা বলেন, বাসক পুরাতন কাস ও শ্বাসে যে বিশেষ ফলপ্রদ, ইহা আমার পরীক্ষাসিদ্ধ। ডাঃ আর্, এল্, দত্ত বলেন রক্ত ও খেতপুষ্প ভেদে বাসক দুই প্রকার। প্রথমটাই অধিক গুণদায়ক। বাসকের শুষ্ক পাতা কল্কেতে সাজিয়া ধূম পান করিলে শ্বাসের টান দূর হয়। ছালচূর্ণ ১০-২০ গ্ৰেণ্ মাত্রায় পুরাণ ব্রঙ্কাইটীস্ ও শ্বাসে উৎকৃষ্ট কফনিঃসারক। কাথের ঘেব দিলে বাতের বেদনা এবং শোথ উপশমিত হয়। রক্তহীন অবস্থায় শোথ হইলে, বাসকের পাতার রস দেশীয় চিকিৎসকে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মূলচূর্ণ ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রয়োগ করা হয়। পাতার রস উদরাময়ে ও রক্তাতিসারে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। জ্বরের পিপাসায় পাতার কাথ সেব্য। ইহা পিপাসাগ্ন। বাসকের পুষ্পেরও কাসঘ্নী শক্তি আছে।

বিড়ঙ্গ বিড়ঙ্গঃ ।

বিড়ঙ্গ—*Embelia Ribes*, *E. Glandulifera*, *E. Ribesioides*.

পরিচয়নাপিকা সংজ্ঞা—“চিত্রতण्डुला” । গুণাপ্রকাশিকা সংজ্ঞা

“কুমিছা” “বাতারিঃ” “রসায়নম্” ।

রক্তোষ্ণা কটুকং পাক্কে লঘু বাতকফাপহম্ ।
ইষতিকং বিষান্ হন্তি বিড়ঙ্গং
কুমিনাশনম্ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টঃ ।

বিড়ঙ্গা কটুরূপা চ লঘুর্বাতকফার্চিনুত্ ।
অগ্নিমান্দ্যাহুচিভ্রান্তিকৃমি-
দৌষবিনাশিনী । রাজনিঘণ্টঃ ।

বিড়ঙ্গং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং রক্তং বহুকরং লঘু ।
অতিকং বিষহংহারি ভ্রান্তি-
দৌষনিক্তননম্ । শূলাধ্যানৌদরশ্লেষ্মকুমিবাৎবিবন্ধনুত্ ।
ভাষপ্রকাশঃ ।

ক্রিমিষু বিড়ঙ্গম্—“বিড়ঙ্গং ক্রিমিঘ্নানাম্” (সুঃ ২৫ অঃ) । (২)

ক্রিমিকুষ্ঠে বিড়ঙ্গম্—“পানাহারবিধানেন প্রসেচনে ধূপনে প্রদেহে চ । ক্রিমি-
নাশনং বিড়ঙ্গং * ” (চি: ৩ অ:) । চরকঃ ।

রসয়ানার্থং বিড়ঙ্গম্—“বিড়ঙ্গতণ্ডুলচূর্ণমাহৃত্য যষ্টিমধুযুক্তং যথাবলং
শীততোয়েনোপযুক্তীত শীততোয়ং চানুপিবিত্ব । এবমহরহর্মাঙ্গং * । জীর্ণং মুদ্গা-
ম্নলকযূপেনালবণেনাল্পস্নেহেন চূতবন্ত মোদন মশ্নীয়াৎ । এতে খল্বর্শাসি
ক্ষপয়ন্তি ক্রমীনুপপ্নন্তি । গ্রহণধারণশক্তিং জনয়ন্তি । মাসে মাসে প্রয়োগে
বর্ষশত মাযুষোঃমিষ্টবৃদ্ধির্মবতি (চি: ২৩ অ:) । সুশ্রুতঃ ।

অর্দ্ধাবভেদকী বিড়ঙ্গম্—“বিড়ঙ্গানি তিলান্ কৃষ্ণান্ সমং কৃত্বাতু
পেষয়েৎ । নস্য কৰ্ম্মণি দাতব্য মর্দ্বভেদং ব্যপোহতি ॥” (শিরোরোগ চি:) ।
বঙ্গসেনঃ ।

বিড়ঙ্গের ভাষ্যানাম—বঃ—বিড়ঙ্গ । হিঃ—বায়বিড়ঙ্গ । মঃ—বাবড়িঙ্গ । গুঃ—
বাবড়ীঙ্গ । কঃ—বায়ুবিড়ঙ্গ । তৈঃ—বায়ু বিড়ঙ্গম্ । তাঃ—বায়বিলং । ফাঃ—বরঙ্গ্ কাবলী ।
অঃ—বরঙ্গ্ কাবলী ।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“চিত্রতণ্ডুলা” । গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“কুমিহা”,
“বাতারি”, “রসায়ন” ।

বর্ণন—বিড়ঙ্গের লতা বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্কক প্রতান বিস্তার করে । শীহটে প্রচুর
জন্ম । সম্যক পরিবর্জিত বিড়ঙ্গলতার কাণ্ড মনুষ্যের উরুতুল্য স্থল হয় । শাখাপ্রশাখা
বহু, কোমলশাখা শুভ্রবর্ণ । পত্র সূক্ষ্ম সিরি বাস্ত ও মসৃণ । পুষ্প, গুচ্ছাকারে স্থিত, অতি
ক্ষুদ্র, বহুসংখ্যক, হরিদাভ পীতবর্ণ ; দল ক্ষুদ্র, কোমল, শুভ্র রোমে বাস্ত । বসন্তে পুষ্পিত
এবং বর্ষায় ফল পরিপক হইয়া থাকে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল । মাত্রা—ফলশত অর্থাৎ তণ্ডুলচূর্ণ ৪ আনা হইতে ১৬
তোলা ।

বৈদ্যকে বিড়ঙ্গের ব্যবহার ।

চরক—ক্রিমিরোগে বিড়ঙ্গ—কুমিহর ভেষজের মধ্যে বিড়ঙ্গ শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)

সুশ্রুত—রসায়নার্থ বিড়ঙ্গ—যষ্টিমধু চূর্ণ সহ বিড়ঙ্গচূর্ণ শীতল জলের সহিত পান করিয়া পশ্চাৎ শীতল জল পান করিবে। এইরূপ এক মাসকাল প্রত্যহ সেবন করিবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে অলবণ অন্ন স্নেহান্বিত মুদগামলক্ষীর যুষ এবং প্রচুর গব্য ঘৃতসহ অন্ন ভোজন করিবে। ইহা অর্শোগ্ন, কুমিনাশক এবং মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধক। এই বিড়ঙ্গ রসায়ন মাসে মাসে একবার মাত্র সেবন করিলে শত বর্ষ আয়ু অভিবর্দ্ধিত হয় (চিঃ ২৭ অঃ)।

বঙ্গসেন অর্দ্ধাবভেদকে বিড়ঙ্গ—বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে চূর্ণ বস্ত্র পুত করিয়া, নশ্র গ্রহণ করিলে “আধকপালে” নিরুত্তি পায় (শিরোরোগ চিঃ)।

বক্তব্য চরক,—তৃপ্তি, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও শিরোবিরেচনোপগ বর্গে বিড়ঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত বলিয়াছেন বিড়ঙ্গের তৈল শিরোবিরেচক (চিঃ ৩১ অঃ)। চারক তৈলযোনিবর্গে বিড়ঙ্গের উল্লেখ নাই (সূঃ ১৩ অঃ)।

Constituents—Embelic acid, a volatile and fixed oil, colouring matter, tannin, a resinoid body and an alkaloid called christembine.

Actions and uses—The pulp is purgative, the fresh juice cooling, diuretic and laxative. The fruit is carminative, anthelmintic, alterative and stimulant ; mixed with ervados and pipili, the pulp is given to children in habitual constipation and in acute capillary bronchitis ; as a carminative the fruit is given in dyspepsia and flatulence, as an alterative in skin disease and rheumatism. When taken for a long time it is found to turn the urine acid and red. *Materia Medica of India R. N. Khory*—II. p. 426.)

নব্যমত—বিড়ঙ্গচূর্ণ রেচক। আর্দ্র বিড়ঙ্গস্বরস, স্নিগ্ধ, মূত্রকর এবং মূত্ররেচক। বিড়ঙ্গ, আখ্যানহর, কুমি, রসায়ন এবং উষ্ণ। বিড়ঙ্গ, মৌরী ও পিপুল যোগে, শিশুর চিরজাত কোষ্ঠবদ্ধে এবং তরুণ কাসবিশেষে (Acute capillary bronchitis) ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আখ্যানহর ও বায়ুনাশক বলিয়া বিড়ঙ্গ, গ্রহণী এবং আখ্যান রোগে প্রযোজ্য। রসায়ন বলিয়া ইহা বাত এবং বিবিধ চর্মরোগে সেব্য। দীর্ঘকাল বিড়ঙ্গ সেবন করিলে মূত্র কটু ও রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। (ফোরি—২য় খণ্ড ৪২৬ পৃঃ)।

विदारौ—विदारौ ।

विदारौ – Ipomæa Digitata, Batatas paniculata.

पूर्वाचार्य कृत वर्णनम्—“विदारौ विदारौकन्दः स द्विविधः एको दीर्घकन्दो बहुक्षीरः क्षीरविदारौ वावद्भियते । अन्यो हस्तिपादकोऽल्प क्षीरः”—
(चक्रपाणिः—चः टीः सूः ३८ अः) ।

परिचयज्ञापिका संज्ञा—विदार्याः—“गजेष्ठा” क्षीर-
विदार्याः—“इक्षुगन्धा” । गुणप्रकाशिका संज्ञा—विदार्याः—
“खादुकन्दा,” “बृथकन्दा,” “खादुलता” । क्षीरविदार्याः—“क्षीरवल्ली,”
“क्षीरकन्दा,” “क्षीरशुक्ला” ।

विदारौ शिशिरा खादुर्गुरुः त्रिधा समीरजित् । पित्तास्रजित् तथा
बलया वृथा चैव प्रकीर्तिता । विदारिकन्दो (क्षीरविदारौ) बलयाश्च वात-
पित्तहरश्च सः । मधुरो वृंहणो वृथः शीतस्पर्शोऽतिमूत्रकः । स्तनदोषस्य
हरणो गूढवृथविषूदनी । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

विदारौ मधुरा शीता गुरुः त्रिधोऽस्रपित्तजित् । ज्ञेया च कफघ्नात् पुष्टि-
वत्या वीर्यविवर्द्धनी । ज्ञेया क्षीरविदारौ च मधुरास्त्रा कषायका । तिक्ता च पित्त-
शूलघ्नी मूत्रमेहामयापहा । क्षीरकन्दो द्विधा प्रोक्तो विनालस्तु सनालकः ।
विनालो रोगहर्ता स्याद्वयस्तम्भी सनालकः । राजनिघण्टुः ।

* सा त्रिधा मधुरा द्विधा । गुर्वी बलासजननी पुष्टिदा वीर्यवर्द्धनी ।
रक्तपित्तभ्रमशान्तिदृष्ट्यामूर्च्छापनोदिनी । वातपित्तप्रशमनी बलया वृथा रसायनी ।
भावप्रकाशः ।

विदारी वातपित्तघ्नी वृथा वला रसायनी । राजवल्लभः ।

विसर्पे विदारी—“शतावर्या विदार्याश्च कन्दौ धीतघ्ताङ्गती । (चिः ११ अः) । (२) मूत्रस्य वैवर्ण्यं कृच्छ्रे च विदारी—“विदारीभिः * तथा शृतम् । घृतं पयश्च मूत्रस्य वैवर्ण्यं कृच्छ्रे एव च” । (चिः २२ अः) । चरकः ।

बाजीकरणार्थं विदारी—“चूर्णं विदार्याः सुकृतं स्वरसेनैव भावितम् । सर्पिर्मधुयुतं लीढा दशस्त्रीरधिगच्छति” (चिः २६ अः) । मुश्रतः ।

विषमज्वरे विदारी—“पयस्तैलं घृतञ्चैव विदारीक्षुरसं मधु । संमृच्छ्य पाययेदेतत् विषमज्वरनाशनम्” । (ज्वर चिः) । (२) पित्तशूले विदारी—“धात्र्या रसं विदार्या वा * । पिबेत् सशर्करं सद्यः पित्तशूलनिसूदनम्” । (शूल चिः) । (३) स्तन्यवर्द्धनार्थं विदारी—“विदारीकन्दं सुरया पिवेद्वा स्तन्यवर्द्धनम्” । (स्त्रीरोग चिः) । चक्रदत्तः ।

विदारीर भाषानाम—वाः—भूमिकुशाण्ड, भूँइकुम्भो । कोः—बड़ भूँराज । हिः—बिल्लेया कन्द, बिलाईकन्द । मः—भूँइ कोहूँठा । ङुः—फगबेलानोकन्द । कः—नेल-कुषल । तैः—नेलकुषुडू । उः—भूँइकरवारु । आः—पठालिकुम्भो ।

परिचयज्ञापिका संज्ञा—विदारीर—“गच्छेष्टा” । कीरविदारीर—“इक्षुगङ्गा” । गुणप्रकाशिका संज्ञा—विदारीर—“स्वाहकन्दा”, “वृष्टकन्दा”, “स्वाहलता” । कीर-विदारीर—“कीरबल्ली”, “कीरकन्दा”, “कीरगुला” ।

वर्णन—विदारीर सुदीर्घ लता। भूलुठित हईया वा वृति प्रवृत्ति आश्रयपूर्वक प्रतान विस्तार करे। पत्र हस्तिपदाकार वा पानितुल्या ओ पक्षचिहित, नितान्त तनु, हिनयात्रई मलिन हईया वार। पुष्प, कृष्णत रक्तवर्ण। वर्षार पुष्पित हर। प्रतान गुह हईजे ओ वृहं कन्द अविकृत थाके एवं यथाकाले पुनः प्रतान विस्तार करिया थाके। कन्दाभाण्डर गुहवर्ण। कन्द खादे मधुसवण् ।

লতা নাতিদীর্ঘ। পাতা ঠিক শশার পাতার মত। কন্দ প্রায় ১।১ ইঞ্চি সেরের অধিক হয় না। কন্দভ্যন্তর পীতবর্ণ। কন্দ স্বাদে তিক্ত। এষ্প্রকার লতার এবিধ কন্দকেই, বরিশাল, চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোকে ভূমিকুয়াও বলিয়া ব্যবহার করে, এবং আমরা যাহাকে ভূমিকুয়াও বলিলাম তাহাকে ক্ষীরবিদারী বলে। প্রোক্ত পীতবর্ণ তিক্তকন্দ বিদারী নহে। কিন্তু ক্ষীরবিদারী কি? বৃদ্ধ পূর্বাচার্যগণ ক্ষীরবিদারীর পরিচয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার সার মর্ম এই—ক্ষীরবিদারীর কন্দ বৃহৎ, কন্দের বর্ণ শুক্ল, কন্দে প্রচুর ক্ষীর (আঠা) আছে এবং উহা স্বাদে অতিমধুর। বৃদ্ধ আচার্য্যের এই মত আদৃত হইলে আমাদের বর্ণিত বিদারী, ক্ষীরবিদারী বলিয়া গ্রাহ হইতে পারে না—যেহেতু বর্ণিত বিদারীকন্দে প্রচুর আঠা নাই এবং উহা স্বাদে “ভৃশংমধুরা” নহে। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার, ক্ষীরবিদারীভেদের উল্লেখ করেন নাই। রাজনিঘণ্টুকার, বিনাল এবং সনাল ভেদে দুইপ্রকার ক্ষীরবিদারীর গুণ বর্ণন করিয়াছেন। অনেকে এই বিনাল সনাল ক্ষীর বিদারীর পরিচয় দিতে গিয়া “একজা তীয়” “বিশেষ” প্রভৃতি অজ্ঞতাপ্রচ্ছাদক নিরর্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া বিদ্যার্থীগণকে প্রতারিত করিয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে সন্দেহ প্রকাশ করিলে তদ্ব্যঙ্গবর্ণের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সনাল ও বিনাল ক্ষীরবিদারী আমার অজ্ঞাত। ক্ষীরবিদারী সম্বন্ধে পরবর্তী আচার্য্যগণের স্পষ্ট মত হুজ্জের। ভাবপ্রকাশকার ও রাজবল্লভ ক্ষীরবিদারীর উল্লেখই করেন নাই। ভাবপ্রকাশকার কি বারাহীকন্দ এবং ক্ষীরবিদারী এক বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন? নচেৎ তিনি বারাহীকন্দের পর্যায়ে ক্ষীরবিদারীর নাম (ক্ষীরকন্দা, ক্ষীরশুক্লা) লিখিলেন কেন? নিঘণ্টুশ্রেষ্ঠ রাজনিঘণ্টুতে গৃষ্টির (বারাহীকন্দের) “বস্তুনেত্রমিত” পর্যায়ে লিপিত হইয়াছে কিন্তু এই পর্যায়মালার “ক্ষীরকন্দা” “ক্ষীরশুক্লা”র উল্লেখ দূরের কথা, যদ্বারা বারাহীকন্দের ক্ষীরবৎ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এমন একটি শব্দও নাই। নিঘণ্টুবিরুদ্ধ হইলেও ভাবপ্রকাশে “বিদারী” শব্দ, বারাহীকন্দের পর্যায়ে পঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেকে বারাহীকন্দ ও বিদারী এক বলিয়া কল্পনা করেন। বৃহন্নিঘণ্টুব্রহ্মাকর নাম নিঘণ্টুর সম্বলন-কর্তা শালিগ্রাম বৈশ্য লিখিয়াছেন, “উস্কে (বিদারীকন্দ) কোই কোই চর্মকারালুক্ণী কহতে হৈ।” ভাবপ্রকাশের পর্যায় পাঠে বাহাই প্রতীত হউক, বস্তুতঃ বারাহীকন্দ, বিদারী বা ক্ষীরবিদারী নহে। চর্মকারালুক ও বারাহীকন্দ পৃথক বস্তু। বারাহীকন্দের অভাবে চর্মকারালুক ব্যবহৃত হয় মাত্র। এ বিষয়ে শিবদাসের উক্তি “বারাহীকন্দস্ত দুর্লভতয়া চর্মকারালুকমেব গোড়ীমৈবারাহীকন্দসংজ্ঞয়া গৃহ্যতে। বস্তুতঃ বারাহীকন্দচর্মকারালুকং দ্রব্যাজবং। তল্লকণাভাবাৎ” (বৃহৎসংস্কৃতিকারোক্ত “নারসিংহচূর্ণের” টীকা)। এক্ষণে ক্ষীরবিদারীর পরিচয় সম্বন্ধে বর্ণনাকরণের মত আশঙ্কিত হইতেছে। শালিগ্রাম বৈশ্য বলেন “দূস্রে ক্ষীর বিদারীকন্দ-

কীৰ্তী বেগনী চাৰী হৈ । ইন্কা কন্দী মূৰ্তীকে সমান্ হোতাৰ্হৈ, পাত্ৰ এক এক শাখামে সাত্ সাত্ আঠ্ আঠ্ হোতে হৈ । কন্দকা ব্ৰংগ লাল ঔন্ সফেদ হোতেহৈ”—অৰ্থাৎ যাহাৰ কন্দ মূলাৰ মত, কন্দেৰ বৰ্ণ ব্ৰহ্ম ও শ্বেত এবং যাহাৰ প্ৰতি শাখায় ৭৮টা কৰিয়া পাত্ৰ থাকে তাহাই কীৰবিদারী । ইহাতে পূৰ্বাচাৰ্যেৰ সহিত বিৰোধ ঘটিতেছে । ফোৰি ও ডিমক্, বিদারীৰ পৰ্য্যায়েই “কীৰবিদারী” শব্দ পাঠ কৰিয়াছেন—পৃথক্ কীৰবিদারীৰ উল্লেখ কৰেন নাই এবং বিদারীৰ বৰ্ণনপ্ৰস্তাবে লিখিয়াছেন—“বিদারীৰ কন্দেৰ স্বাদ কষায়, কিঞ্চিৎ কটু (কাল) ও তিক্ত, কাঁচা আলুৰ মত কলা কাইতে পারে (ফোৰী—১য় খণ্ড ৪১৬পৃঃ, ডিমক্—২য় খণ্ড ৫৩৫ পৃঃ) । বলা বাহুল্য বিদারী ও কীৰবিদারী পৃথক্ বস্তু—এক ইহাদেৰ কোনটোৰই কন্দ কষায়, কটু, তিক্ত নহে ।

ঔষধাৰ্থ ব্যবহার—কন্দ ।

বৈদ্যকে বিদারীৰ ব্যবহার ।

চরক—বিসৰ্পে বিদারী—বিদারীকন্দ ধোত গব্যঘৃত সহ পেষণপূৰ্বক বিসৰ্পে প্ৰলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ) । (২) মূত্ৰেৰ বৈবৰ্ণ্যে ও ক্লষ্ণতায় বিদারী—বিদারীকন্দ সহ যথা-বিধি ঘৃত পাক কৰিয়া, কিম্বা কীৰপৰিভাষামুসাৰে পক্ বিদারীকথ পান কৰিলে মূত্ৰেৰ বিবৰ্ণতা কিম্বা মূত্ৰক্লষ্ণ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ) ।

সুশ্ৰুত—বাজীকৰণাৰ্থ—বিদারী—ভূমিকুয়াণ্ডেৰ চূৰ্ণ, ভূমিকুয়াণ্ডেৰ রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূৰ্ণ কৰিবে । এই চূৰ্ণ গব্যঘৃত এবং মধুসহ সেবন কৰিলে বাজীকৰণ নিৰ্বাহ হয় (চিঃ ২৬) ।

চক্ৰদত্ত—বিষমজ্বরে—বিদারী—জাল দেওয়া ছক্, তিল তৈল, গব্যঘৃত, ভূমিকুয়াণ্ড ও ইন্ধুরস এক মধু একত্ৰ মছনপূৰ্বক বিষমজ্বৰী পান কৰিবে (অৰ চিঃ) । পিত্তশূলে বিদারী—ভূমিকুয়াণ্ডেৰ রস চিনি সহ পিত্তশূলে সেব্য (শূল চিঃ) । (৩) স্তন্যবৰ্দ্ধনাৰ্থ—বিদারী—আম্বুৰ্কদোক্ সূৰাৰ সহিত বিদারীকন্দচূৰ্ণ সেবন কৰিলে স্তন্যভিৰ স্তন্য বৰ্দ্ধিত হয় (ক্ৰীৰোগ চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, বৃহস্পী, বৰ্ণা, কৰ্ণা এবং শ্লেহোপগৰ্গে বিদারী পাঠ কৰিয়াছেন ।

Constituents—A resin, sugar and starch. (*Materia Medica of India—R. N. Khory—II. p. 416*).

Actions and uses—Tonic, alterative, largely used in several restorative aphrodisiac and demulcent preparations. It checks menstrual discharges. As a lactagogue given with wine, it promotes the secretion

of milk in women after delivery. The confection is recommended for emaciated children suffering from debility, diarrhoea and want of digestion. (Do—II. p. 416).

নব্যমত—বিদারীকক, বলা ও রসায়ন। ইহা পোষক, বৃষ্য এবং স্নিগ্ধ, খণ্ড মোহকা-
দিতে ভূবি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্তব রক্তের অতিক্রান্তিতে ইহা সেবন করিলে রক্তস্রাব
নিবৃত্তি পায়। মস্তকের সহিত সেবন করিলে প্রস্থতির স্তম্ভ বন্ধিত করে। গোষ্ঠ, ঘৃত, মধুসহ
বিদারীককের প্রাশ প্রস্তুত করিয়া, ক্লীণ, দুর্বল, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যগ্রস্ত শিশুকে সেবন
করান হইয়া থাকে। (কোরি—২য় খঃ ৪১৬ পৃঃ)।

বিভীতক—বিমীতকঃ ।

বিমীতকঃ, বন্যঃ—Terminalia Bellerica.

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“তিলপুষ্পকঃ,” “কর্ষফলঃ । গুণ-

প্রকাশিকা সংজ্ঞা—“অনিলগ্নকঃ,” “কাসগ্নঃ,” “বিষগ্নঃ” ।

বিমীতকঃ কটুঃ পাকে লঘুর্বেস্বর্যজিত্ সরঃ । কাশাচ্ছিবল্লরোমধঃ কেশ-
হৃদিকরঃ পরঃ । অন্যান্য—বিমীতকং কষায়শ্চ কামিবেস্বর্যজিত্ সরম্ । শুষ্কশ্চ
কটুরূচীণ্যং পাকে স্বাদু কফাস্রজিত্ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টুঃ ।

বিমীতকঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োণ্যঃ কফাপহঃ । শুষ্কশ্চ পলিতগ্নশ্চ বিপাকে
মধুরো লঘুঃ । রাজনিঘণ্টুঃ ।

বিমীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ । উষ্ণবীর্যং হিমশর্শং ভেদনং
কাশনাশনম্ । বন্যং নেত্রহিতং কেশ্যং কামিবেস্বর্যনাশনম্ । বিমীতমজ্জা
তট্চ্ছর্দিকফবাতহরী লঘুঃ । কষায়ো মদক্কাষ্য ধানীমজ্জাঃপি তদগুণঃ ।

भावप्रकाशः ।

विभीतं भेदि तीक्ष्णोष्णं वैखर्यकामिनाशनम् । चक्षुषं स्वादुपाणि च कषायं
कफपित्तनुत् । राजवल्लभः ।

ग्रन्थिविसर्पं विभीतकम् “विभीतकस्य वा ग्रन्थिं कल्केनोष्णेन सेचयेत्”
(चिः ११ अः) । (२) शोथे विभीतकमज्जा—“विभीतकानां फलमध्य-
लेपः । सर्वेषु दाहार्त्तिहरः प्रलेपः” (चिः १७ अः) । चरकः ।

अश्मर्यां विभीतकमज्जा—“अक्षवीजञ्च सुरया कल्कीकृत्य पिवेन्नरः ।
मूत्रदोषविशुद्ध्यर्थं तथैवाश्मरीनाशनम् । (उः ५८) । सुश्रुतः ।

सर्वेषु प्रवासकासेषु विभीतकम्—“सर्वेषु श्वासकासेषु केवलं वा विभी-
तकम्” (चिः ३ अः) । (२) शुक्ले (तद्वान्नि अक्षिरोगे) विभीतकमज्जा—
मज्जा वाक्षात् समाक्षिकात् “(उः ११ अः) । वाग्भटः ।

कासे—विभीतकः—“विभीतकं घृताभक्तं गोशकृतपरिवेष्टितम् । खिन्न
मग्नौ हरेत् कासं ध्रुवमास्यविधारितम् । (कास चिः) । (२) प्रवासे उद्धं
सिकायां च विभीतकम्—“कषं कलिफलचूर्णं लीढं चात्यन्तमधुना मिश्रितम् ।
अचिराद्हरति श्वासं प्रवला मुहुंसिकाञ्चैव । (श्वास चिः) । चक्रदत्तः ।

अतिसारे विभीतकम्—“विभीतकरुलं दधं हन्यान्नवणसंयुतम् ।
महान्तमप्यतीसारं चक्रपाणि रिवासुरान्” । (अतिसार चिः) । हृद्गते
वायौ विभीतकम्—“पिवेदुष्णाश्रसा पिष्टं साश्वगन्धं विभीतकम् । गुडयुक्तं
प्रयत्नेन हृदयानिलनाशनम्” । (वातव्याधि चिः) । वङ्गसेनः ।

বিভীতকের ভাষানাম—বাঃ—বহড়া, বহেড়া । হিঃ—বহেড়া । মঃ—হেবেড়া
ঘাটিকরুক । ঙ্—বেড়াং । কঃ—তোরে । তৈঃ—বল্লাতাওচেট্ট । তাঃ—তনি, তণ্ডি,
তোঅণ্ডি । ফাঃ—বলেংলে । অঃ—বলেলজ্ ।

পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“কর্ষফল”, “ভিলপুঙ্গিকা” । গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা
—“অনিলম্বক”, “কাসন্ন”, “বিষন্ন” ।

বর্ণন—বহেড়ার বৃক্ষ উচ্চ হয় । পর্ষতে এবং অরণ্যে স্বয়ং জন্মিয়া থাকে । বনে
ইহা উদ্ভানে যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে । কেবল ফলের জন্তু নহে, ছায়াতরু বলিয়াও ইহা
আদৃত হওয়া উচিত । বহেড়া গাছের পাতা প্রায় বটের পাতার মত । পুষ্প অতি ক্ষুদ্র ।
বহেড়ার ফল দুই প্রকার দৃষ্ট হয়—বর্জুলাকৃতি হ্রস্ব এবং অণ্ডাকৃতি বৃহত্তর । শেষোক্তকে লক্ষ্য
করিয়াই নিঘণ্টুকারগণ বিভীতককে “কর্ষফল” (কর্ষশব্দের অর্থ ২ তোলা) বলিয়াছেন ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফলত্বক্ ও মজ্জা । মাত্রা—ফলত্বক্ চূর্ণ ২—৪ আনা । মজ্জা—
২—৬ আনা ।

বৈদ্যকে বিভীতকের ব্যবহার ।

চরক—গ্রন্থিভিসর্পে বিভীতক—গ্রন্থিভিসর্পে ঈষদ্বক্ষ বিভীতক কঙ্কের প্রলেপ
দিবে (চিঃ ১১ অঃ) । (২) শোথে বিভীতকমজ্জা—বহেড়ার শাঁস পেষণপূর্বক প্রলেপ
দিলে ত্রিদোষজ শোথের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয় (চিঃ ১৭ অঃ) ।

সুশ্রুত—অশ্মরীতে বিভীতকমজ্জা—আয়ুর্কৌদোক্ত কোন প্রকার মণ্ডের সহিত
বহেড়ার শাঁস পেষণ পূর্বক পান করিলে, মূত্র বিশুদ্ধতাপ্রাপ্ত হয় এবং অশ্মরী প্রশমিত হয়
(উঃ ৫৮ অঃ) ।

বাগ্ভট—শ্বাসকাসে বিভীতক—শ্বাসকাসে বিভীতক সেবন িতকর (চিঃ ৩ অঃ) ।
(২) গুরু নাম অকিরোগে বিভীতকমজ্জা—বহেড়ার শাঁস মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ
করিয়া অঙ্গন করিলে, গুরু নাম নেত্ররোগ বিনাশ পায় (উঃ ১১ অঃ) ।

চক্রদত্ত—কাসে বিভীতক—বিভীতকে গব্য ঘৃত মাখাইয়া, গোহরের হুলির ভিতর
রাখিয়া, ঘূটের আঙণের উপরি স্থাপন করিবে । কিছু পরে উদ্ধৃত করিয়া ঐ বহেড়ার ছাল
মুখে ধারণ করিবে । ইহা উৎকাসির উত্তম ঔষধ । (কাস চিঃ) । (৫) শ্বাসেও উৎ-
কাসিতে বিভীতক—কিঞ্চিৎ মাত্রায় বিভীতকচূর্ণ মধুর দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া পান করিলে
প্রাণ উৎকাসি এবং শ্বাস অচিরাতঃ প্রশমিত হয় (শ্বাস চিঃ) ।

বহুসেন—অতিসারে বিভীতক—দধি বিভীতক সৈন্ধব যোগে সেব্য করিলে প্রথম

অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ) । (২) হৃদয়গত বায়ুরোগে বিভীতক—অখগন্ধা-
চূর্ণসহ বিভীতক চূর্ণ, পুষ্ণাণ ইক্ষুগুড় যোগে, ঈষৎ জলের সহিত পান করিলে অস্বাভাবিক
হৃদয়স্পন্দন প্রশমিত হয় (বাত ব্যাধি চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, বিরেচনোপগবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন । চরক ও সুশ্রুত
তৈলযোনিফলবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন । সুশ্রুত বলিয়াছেন বিভীতক তৈল কৃষ্ণীকরণ
—অতএব ইহা ঋত্র এবং অগ্ন্যাদিদগ্ধ অঙ্গের অসবর্ণত্ব দূরীকরণার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে ।

Constituents.—Gallic-tannic acid, colouring matter, resins and a greenish yellow oil.

Actions and uses.—Astringent, tonic and laxative ; with a salt and long pepper it is given as an expectorant in the form of electuaries in cough, hoarseness of voice, sore throat and dyspepsia. The dried pulp roasted is kept in the mouth as lozenges in sorethroat. The fruit is given in diarrhoea, dropsy, piles, leprosy, &c, also in enlargement of the spleen. (*Materia Medica of India R. N. Khory—II. p. 259.*)

নব্যমত—বহেড়া, কষায়, বলায় এবং রেচক । সৈন্ধব লবণ পিপ্পলীযোগে, বহেড়াচূর্ণ
লেহন, কফরোগ, স্বরভেদ গলকৃত এবং গ্রহণীরোগীর পক্ষে প্রশস্ত । গলকৃত রোগী যত
ভর্জিত বহেড়া “মুখে রাখিয়া” খাইবে । বহেড়া, অতিসার, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ এবং প্লীহ-
বিবৃদ্ধি রোগে সেবা । (ফোরি—২য় খণ্ড ২৫৯ পৃঃ) ।

বিল্ব—বিল্বঃ ।

বিল্বঃ, শ্রীফলঃ—*Ægle Marmelos, Crataeva marmelos.*

পরিষয়স্বাপিকা সংগ্ৰহ—“মহাফলঃ,” “সদাফলঃ,” “স্বয়ংগন্ধঃ,”

“ত্রিপত্রঃ,” “গন্ধপত্রঃ,” “কণ্টকাণ্ডঃ” ।

বিল্বমূলং বিদৌষস্বং ছর্দিগ্নং মধুরং লঘু । বিল্বস্য চ ফলং বাস্বৎ স্নিগ্ধং
সংগ্রাহি দীপনম্ । কাটুতিককষায়োণ্যং তীক্ষ্ণং বাতকফাপহম্ । বিদ্যাস্তদেব
পত্রং তু মধুরানুরসং গুরু । বিদাহি বিষ্টম্ভকারং দৌষহত্ব পূতিমাকৃতম্ । ধন্বন্ত-
রীষনিঘণ্টঃ ।

विल्वंसु मधुरो हृद्यः कषायः पित्तजिद् गुरुः । कफज्वरातिसारघ्नो रुचि-
 क्लीपनः परः । विल्वमूलं त्रिदोषघ्नं मधुरं लघु वातनुत् । फलन्तु कोमलं
 क्षिप्तं गुरु संग्राहि दीपनम् । तदेव पक्वं विज्ञेयं मधुरं सरसं गुरु । कटुतिक्त
 कषायोष्णं संग्राहि च त्रिदोषजित् । राजनिधण्टुः ।

श्रीफलसुवरस्त्रित्तो ग्राही रुक्षोऽग्निपित्तजित् । वातश्लेष्महरो वल्यो लघुवृणश्च-
 पाचनः । भावप्रकाशः ।

विल्वं बालं कषायोष्णं पाचनं वृद्धिदीपनम् । संग्राहि तिक्तकटुकं तीक्ष्णं
 वातकफापहम् । पक्वं सुगन्धि मधुरं दुर्जरं ग्राहि दोषलम् । कफवाताम-
 शूलघ्नो ग्राहिणी विल्वपेषिका । विल्वमूलं मरुच्छे भर्द्दिघ्नं रक्तपित्तजित् ।
 फलेषु परिपक्वेषु ये गुणाः समुदाहृताः । विल्वादन्यत्र विज्ञेया विल्वमामं गुणो-
 त्तरम् । राजवज्रभः ।

तत्पत्रं कफवातामशूलघ्नं ग्राहि रोचनम् । निहन्त्याद् विल्वजं पुष्प
 मतिसारं तृषां वमिम् । विल्वमज्जाभवं तैलमुष्णं वातहरं परम् । काञ्चिके
 संस्थितं विल्व मग्निसन्दीपनं परम् । हृद्यं रुचिहरं प्रोक्त मामवातविना-
 शनम् । बृहन्निघण्टुरत्नाकरः । द्राक्षाविल्वशिवादीनां फलं शुष्कं गुणाधिकम् ।

ज्वरे विल्वशलाटुः—“ * तद्विल्वशलाटुभिः” । (चिः ३ अः) । (३
 अर्शःसु विल्वमूलत्वक्—“विल्वोत्काथे * * सुखोष्णे । तं शूलार्त्तं सुपदेश-
 येत्” (चिः ८ अः) । (३) प्रवाहिकायां विल्वशलाटुः—“कल्कः स्याद्बाल-
 विल्वानां तिलकश्च तत्समः । दध्नः सरोऽन्तरेहाश्वः खड्गो हन्त्यात् प्रशाहिकाम्
 (चिः १० अः) । चरकः ।

स्कन्धग्रहप्रतिषेधार्थं विल्वकण्टकम्—“* विल्वस्य कण्टकान् । * ग्रथि-
तान्येव धारयेत् । (उः २८ अः) । (२) पित्तरक्तोत्थिते अतिसारे विल्व-
शलाटुः—विल्वमध्यं समधुकं शर्कराक्षौद्रमयुतम् । तण्डुलाम्बुयुतो योगः पित्त-
रक्तोत्थितं जयेत्” । (चिः ४० अः) । सुश्रुतः ।

गात्रदौर्गन्धे विल्वपत्रम्—“विल्वपत्ररसैर्ब्बापि गात्रदौर्गन्धनाशनः ।
(स्थूल चिः) । (२) ग्रहणां विल्वशलाटुः—“श्रीफलशलाटुकल्को नागरचूर्णेण
मिश्रितः सगुडः । ग्रहणीगदमतुग्रं तक्रभुजा शीलितो जयति ॥ (ग्रहणोचिः) ।
(३) वमने विल्वमूलम्—“श्रीफलस्य * कषायो मधुस युतः । पेयं च्छर्दित्रये
शोतः *” ॥ (छर्दि चिः) । (४) रक्तार्शसि विल्वशलाटुः * किंवा विल्व-
शलाटवः । योज्याः *—” ॥ (अर्शः चिः) । (५) शोथे विल्वपत्रम्—
“विल्वपत्ररसं पूतं सोषणं श्वयथौ त्रिजि । विट्सङ्गे चैव दुर्नाम्नि विदध्यात्
कामलास्त्रपि ॥ (शोथ चिः) । (६) वाधिर्ये विल्वशलाटुः—फलं विल्वस्य मूत्रेण
पिष्टा तैलं विपाचयेत् । साजाक्षोरं तडि हरेडाधिर्यं कर्णपूरणे” । (कर्ण-
रोग चिः) । चक्रदत्तः ।

श्यामशूले वालविल्वम्—“गुडेन भक्षयेद् विल्वं रक्तातिसारनाशनम् ।
श्यामशूलविवन्धनं कुक्षिरोगहरं परम्” (मः खः १२ भाः) । भावप्रकाशः ।
शिशोष्कृद्यं तिसारयो विल्वमूलम्—“विल्वमूलकषायेन लाजाश्चैव सशर्कराः ।
पालोच्य पाययेद्दालं छर्दिप्रतिसारनाशनम् । बह्मसेनः ।

विल्वेण भाषानाम्—वाः—वेण । हिः—वेण । मः—वेण, वेणकण्ठे । उः—
विनोविन् । कः—वेणु । तैः—वाकेडी, चाकुलि । ताः—विद्यपत्नाम् ।

বিষের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“কণ্টকাড”, “ত্রিপত্র”, “পত্রপত্র”, “বহাকল”, “সনাকল”, “ছত্তগন্ধ” ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক, পত্র, আমকল । মাত্রা—ত্বক কাথ—৫—১০ তোলা ।
পত্র স্বরস ১—২ তোলা । বেলগুঁঠ কঙ্ক ৮ আনা ।

বৈদ্যকে বিষের ব্যবহার ।

চরক—জ্বরে বিষশলাটু—জ্বর রোগীর মলদ্বারে যদি কঠিনবৎ পীড়া থাকে তবে তাহাকে, কীরপরিভাষানুসারে পক, বেলগুঁঠের কাথ পান করাইবে (চিঃ ৩ অঃ) । (২) অর্শে বিষমূলত্বক—অর্শোরোগী বলির শূলে কাতর হইলে তাহাকে, ঈষৎ বিষমূলের কাথে উপবেশন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ) । (৩) প্রবাহিকায় বিষশলাটু—বেলগুঁঠ ও তিল সমভাগে লইয়া পেষণ করিবে । ইহাতে দধির সর, দাড়িমের রস এবং তিলতৈল যোগ করিয়া তক্রদ্বারা তরল করিয়া ঋতুযু পাক করিবে । শীতল হইলে, প্রবাহিকা (“আমাশয়”) রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১০ অঃ) ।

সুশ্রুত—কন্দগ্রহ প্রতিষেধার্থ বিষকণ্টক—কন্দগ্রহাক্রান্ত শিশুকে বিষকণ্টকের মালা ধারণ করাইবে (উঃ ২৮ অঃ) । (২) পিত্তরক্তোখিত অতিসারে বিষশলাটু—বেলগুঁঠ ও ষষ্টিমধু তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্বক চিনি ও মধুযোগে তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে পিত্তরক্তোখিত অতিসার প্রশমিত হয় (উঃ ৪০ অঃ) ।

চক্রদত্ত—গাত্রদৌর্গন্ধ্যে বিষপত্র—বিষপত্র রস গাত্রে মর্দন করিলে কুল্যাক্তির অতিরিক্ত জ্বর গাত্রদৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হয় (স্থৌল্য চিঃ) । (২) গ্রহণীতে বিষশলাটু—বেলগুঁঠ চূর্ণ কিঞ্চিৎ গুণ্ডীচূর্ণ যোগে পুরাণ ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবনপূর্বক কেবল তক্র পান করিবে । ইহা দ্বারা অত্যাগ্র গ্রহণী প্রশমিত হয় (গ্রহণী চিঃ) । (৩) বমনে বিষমূলত্বক—বিষমূলত্বকের কাথ, শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দি চিঃ) । (৪) রক্তার্শে বিষশলাটু—রক্তার্শোরোগীকে বেলগুঁঠের কঙ্ক সেবন করাইবে (অর্শ চিঃ) । (৫) শোথে বিষপত্র—ত্রিদোষজাত শোথে বিষপত্রের রস মরিচচূর্ণ যোগে পান করিবে (শোথ চিঃ) । (৬) বাধির্যে বিষশলাটু—বেলগুঁঠ গোমুত্রে পেষণপূর্বক তৎকঙ্ক এবং ছাগীদুগ্ধযোগে যথাবিধি তিলতৈল পাক করিলে, এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে বাধির্য প্রশমিত হয় (কর্ণরোগ চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—আমশূলে বালবিষ—কাঁচা বেল (পেঁড়াইয়া) গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে, আমাতিসার প্রশমিত হয় । অপিচ ইহা বিবকয় ।

বঙ্গসেন—শিশুর বমন ও অতিসারে বিষ্ণুমূলত্বক—বিষ্ণুমূলত্বকের কাথ প্রস্তুত করিবে, ইহার সহিত খৈচূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিবে। ইহা সেবন করাইলে শিশুর বমন ও অতিসার নিবৃত্তি পায় (শিশুরোগ চিঃ)।

Constituents—The pulp contains mucilage, pectin, sugar, tannin, a volatile oil, bitter principle and ash 2 p.c. The wood ash contains potassium and sodium compounds, phosphates of lime and iron, calcium carbonate, magnesium carbonate, silica, sand &c. The fresh leaves, on distillation, yield an oil of a yellowish green colour and neutral reaction, of an aromatic odour and bitter taste; soluble in alcohol and miscible with carbon bisulphide.

Actions and uses—The ripe fruit is nutritious, delicious, aromatic alterative and laxative. It is given with sugarcandy to prevent the growth of piles and to remove habitual constipation. A decoction of unripe or half ripe fruits, or unripe fruit baked for 6 hours, is astringent digestive, stomachic and given in diarrhoea and dysentery. When taken in excess it often cause flatulence, Syrup of ripe fruits is used in dyspepsia. The root bark is refrigerant and is given in fevers, asthma with palpitation of the heart. In native practice a poultice of the leaves is applied to the chest in acute bronchitis. The decoction of the leaves is given in asthma. A marmalade of bael fruit is a household remedy for diarrhoea and dysentery. *Materia Medico of India*—*R. N. Khory*—III. p. 128.)

নব্যমত—পকবিষ্ণু, স্বাদু, স্নিগ্ধ, পোষক, রসায়ন এবং মুহুরেচক। অর্শোরোগী ইহা সেবন করিলে অর্শঃ যাপ্য থাকে। কুরকোষ্ঠ হেতু যাহাদের কোষ্ঠ প্রায়ই পরিষ্কার থাকে না তাহাদের পক্ষে পকবিষ্ণু ভক্ষণ অতি প্রশস্ত। কাঁচা কিম্বা অর্দ্ধপক বেলের কাথ বা অগ্নিদগ্ধ কাঁচা বেল, ধারক, ও পাচক এবং ইহা অতিসার, আম ও রক্তাতিসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পক বিষ্ণুর “সিরাপ” গ্রহণী রোগে হিতকর। বিষ্ণুমূলত্বক, জ্বর এবং খাস-রোগীর অস্বাভাবিক স্বেপ্নদানে সেব্য। এতদেশীয় ভিষকগণ, জ্বর রোগীর প্রলাপ থাকিলে শিরোদেশে এবং তরুণ প্লেয়রোগে বক্ষোদেশে বিষ্ণুপত্রের প্রলেপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বেলের মোরব্বা, অতিসার ও রক্তাতিসারের গার্হস্থ্য ঔষধ। (কোরি—২য় খণ্ড—১২৮ পৃঃ)।

वृद्धदारुकद्वय—वृद्धदारुकद्वयम् ।

वृद्धदारुकः—Argyrea Speciosa, Lettsomia Nervosa. जीर्णदारुक
फल्गु— Lettsomia argentea.

परिचयज्ञापिका संज्ञा—जीर्णदारुः—“सुपुष्पिका” “सूक्ष्म-
पत्रा” (राः निः) ।

वृद्धदारुकः कटुस्तिक्तस्तथोष्णः कफवातजित् । श्वयथुक्कामिमेहास्रवातोदरहरः
परः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

वृद्धदारुकद्वयं गौल्यं पिच्छिलं कफवातहृत् । बल्यं कासामदोषघ्नं द्वितीयं
स्वल्पवीर्यदम् । राजनिघण्टुः ।

रसायनी वृद्धदारुः शोथवातामवातजित् । कासश्वासज्वरहरो बल्यः पिच्छिल
एव च ॥ भावप्रकाशः ।

रसायनी वृद्धदारुः शोथामवातरोगजित् । राजवल्लभः ।

क्रोष्टुशीर्षे वातव्याधौ वृद्धदारुकमूलम्—“* पिवेद्वावृद्धदारुकम्” (वात
व्याधि चिः) । (२) श्लेष्मिपदे वृद्धदारुकमूलम्—“काञ्जिकेन पिवेच्चूर्णं मूत्रैर्बुध्या
वृद्धदारुकम्” (श्लेष्मिपद चिः) । (३) रसायनार्थं वृद्धदारुकमूलम्—“वृद्धदारुक-
मूलानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् । शतावर्था रसेनैव सप्तरात्राणि भावयेत् ।
अक्षमात्रं तु तच्चूर्णं सर्पिषा सह भोजयेत् । मासमात्रोपयोगेन मतिमान् जायते
नरः । मीधावी सृष्टिसाधैव बलिपलितवर्जितः” । (रसायनाधिः) चक्रदत्तः ।

पञ्चकामार्थं वृद्धदारुकमूलम्—“वृद्धदारुकमूलेन घृतं पक्वं पयोऽन्वितम् ।

एतद्गुण्यतमं सर्पिः पुञ्जकामः पिवेच्चरः” । (स्त्रीरोगाधिः) बह्मसेनः ।

বৃদ্ধদারকঙ্করের ভাষানাম—বৃদ্ধদারকঙ্কর—বাঃ বিজ্‌তাড়ক্, বিক্‌ড়ক্ । হিঃ—
বিধারা, কাল বিধারা । মঃ—শ্বেতবরধারা । গুঃ—বরধারো । কঃ—এড়ডুমুটে । তৈঃ—
চক্রপুড়ী । কোঃ—বিক্‌দারক । দ্বিতীয় বৃদ্ধদারকঙ্কর অর্থাৎ জীর্ণদারকঙ্কর—বাঃ—ছোট বিজ্‌-
তাড়ক্ । হিঃ—কঞ্জী । মঃ—কাজী । গুঃ—কান্য ।

বর্ণন—বৃদ্ধদারকঙ্কর সুদীর্ঘ লতা অতুল বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে । লতার কোমল
প্রত্যঙ্গ, শুভ্র রেশমী রোমব্যাপ্ত । পত্র—বৃহৎ, পানের মত, কিন্তু শিরাবহুল, পত্রোদর
মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ কোমল, শুভ্র, রেশমী রোমাবৃত, পত্রবৃন্ত, পত্রাপেক্ষা হ্রস্বতর, পত্রবৃন্তাগ্রভাগে,
চ্যাপটা, বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ দুইটি গ্রন্থি পরিলক্ষিত হয় । পুষ্পদণ্ড পত্রবৃন্তাপেক্ষা দীর্ঘতর, অগ্রভাগে
ছত্রাকারে স্থিত পুষ্পগুচ্চকে উর্দ্ধে ধারণ করিয়া থাকে । পুষ্প, —বৃহৎ, বর্ণ ঘোর গোলাপী ।
কুণ্ড, —বহু, বৃহৎ, প্রায় গোল, শুভ্র, তরঙ্গায়িত, সূক্ষ্মগ্র ও আশুপতনশীল । ফল
বর্ধলাকৃতি ও মসৃণ । পকফল কোন বিশিষ্ট প্রণালী অনুসারে ভিন্ন হয় না, কিন্তু খণ্ড খণ্ড
হইয়া ফাটিয়া যায় ।

জীর্ণদারকঙ্কর অর্থাৎ ছোট বিজ্‌তাড়কঙ্কর লতা আশ্রয়বৃক্ষ পরিবেষ্টন পূর্বক অবস্থিতি
করে । ইহার পত্র বৃদ্ধদারকাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, পত্রোদর ফিকে সবুজবর্ণ, রোম আছে বটে,
কিন্তু যেন পত্রাঙ্গে মিলাইয়া থাকে । পত্রপৃষ্ঠ, উজ্জলতর, রৌপ্যবর্ণ রোমাবৃত । পত্র-
বৃন্ত পত্রসম দীর্ঘ, গোল, দণ্ডায়মান ও রোমাবৃত । ইহারও গ্রন্থি বৃদ্ধদারকবৎ, কেবল বর্ণতঃ
হরিৎ । পুষ্প, বৃদ্ধদারকাপেক্ষা বৃহত্তর, বর্ণ—ফিকেলাল । কুণ্ড, ছুরির ফলার মত এবং
তরঙ্গায়িত নহে । ফল—কোমল, শাঁসাস এবং বীজচতুষ্টয় সমন্বিত ।

বৃদ্ধদারকঙ্করগত পার্থক্যের সুলভ প্রতীতির জন্ম আমরা সংক্ষেপে পার্থক্যবোধক লক্ষণ
লিখিতেছি—

(১) জীর্ণদারকঙ্কর পুষ্প বৃহত্তর, বৃদ্ধদারকঙ্কর পুষ্প ক্ষুদ্রতর । (২) জীর্ণ দারকঙ্কর পত্র
ক্ষুদ্রতর বৃদ্ধদারকঙ্কর পত্র বৃহত্তর । (৩) বৃদ্ধদারকঙ্কর কুণ্ড প্রায় গোল এবং তরঙ্গায়িত,
জীর্ণদারকঙ্কর ছুরির ফলার মত এবং প্রান্ত তরঙ্গায়িত নহে । (৪) জীর্ণদারকঙ্কর পত্রে
সিরা অল্পতর, বৃদ্ধদারকঙ্কর পত্রে সিরা অধিকতর । জীর্ণদারকঙ্কর ফল কোমল, বৃদ্ধদারকঙ্কর
ফল সম্পূর্ণ শুষ্ক ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, বীজ । মাত্রা—মূলচূর্ণ—১—৪ আনা । বীজচূর্ণ—১—২
আনা ।

বৈদ্যকে বৃদ্ধদারকের ব্যবহার ।

চক্রদত্ত—ক্রোমীশীর্ষ বাতব্যাধিতে বৃদ্ধদারকমূল—যাহার “শিবামুণ্ড” বাতব্যাধি হইয়াছে তাহাকে বৃদ্ধদারক মূল চূর্ণ যোগ্যামুপানে পান করাইবে (বাতব্যাধি চিঃ) । (২) শ্লীপদে বৃদ্ধদারকমূল—যাহার “গোদ” হইয়াছে তাহাকে কাঁজি বা গোমূত্রের সহিত বৃদ্ধদারকমূল চূর্ণ পান করাইবে (শ্লীপদ চিঃ) । (৩) রসায়নার্থ বৃদ্ধদারকমূল—বৃদ্ধদারকমূলের সূক্ষ্মচূর্ণ শতমূলীর রসে সাতটা ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে । এই চূর্ণ গব্যঘৃত সহ যোগ্যমাত্রায় এক মাস সেবন করিলে, মানুষ মেধাবী এবং বলীপলিত বর্জিত হইতে পারে (রসায়নাধিঃ) ।

বঙ্গসেন—পুত্রকামার্থ বৃদ্ধদারকমূল—পুত্রকাম মনুষ্য, বৃদ্ধদারকমূলের কঙ্ক এবং ছন্ধ যোগে, গব্যঘৃত যথাবিধি পাক করিয়া যোগ্য মাত্রায় সেবন করিবে । এই দ্রব্য শ্রেষ্ঠবৃষ্য ।

বক্তব্য—চারক “দশেমানি” বা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়ে বৃদ্ধদারক বা জীর্ণদারক উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । রাজনিঘণ্টুতে বৃদ্ধদারকমূল সমগুণাধিত, কেবল জীর্ণদারক, বৃদ্ধদারক অপেক্ষা স্বল্পবীৰ্য্য । কোচবিহারে যে লতা “ডাকিনী” নামে প্রসিদ্ধ, অজ্ঞলোকে তাহাকেই বৃদ্ধদারকমূলে ব্যবহার করে ।

Constituents—Tannin, amber, coloured acid, resin which is soluble in ether, benzole and partly soluble in alkalies. (*Materia Medica of India R. N. Khory—II. p. 414*).

Actions and uses—Alterative, tonic, given in rheumatism, and syphilis. The under surface of the leaf is irritant and is used to hasten maturation and suppuration, it sometimes acts as a vesicant—the upper surface is cooling and supposed to possess healing properties. (*Do—II. p. 414*).

নব্যমত—বৃদ্ধদারক, রসায়ন ও বল্য । ইহা বাত ও ফিরঙ্গরোগে সেব্য । পত্রপৃষ্ঠ কণ্ডুপাদক, ফোটকের উপরি পত্রপৃষ্ঠ সংশ্লিষ্ট রাখিলে দীর্ঘ ফোটক পকতা প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রয়োগ করিলে কচিং ফোকা পড়িয়া থাকে পাত্ৰোদর, স্নিগ্ধ এবং সম্ভবতঃ ইহার ত্রণ রোপণী শক্তি আছে । (কোরি—২য় খণ্ড ৪১৪ পৃঃ ' ।

वृहती ও বৃহতী—बृहतीवृन्ताक्यौ ।

बृहती—Solanum Indicum. तद्भेदाः—(१) सर्पतनुः क्षविका—S. diffusum. (२) श्वेतबृहती, श्वेतवृन्ताकम्, श्वेतवार्त्ताकिनी—S. Insanum. वृन्ताकी, वार्त्ताकी, S. Melongena. तद्भेदाः—(१) बनजा, वार्त्ताकिनी - S. Hirsutum. (२) गोष्ठवार्त्ताकुः—S. Stramoni folium.

अन्वर्थसंज्ञा—बृहत्याः—“कण्टतनुः,” बहुपत्री । क्षविकायाः—“बहुफला,” “पीततण्डुला,” “पुत्रप्रदा” । श्वेतबृहत्याः—“श्वेतफला” । बनजायाः—“चन्द्रपुष्पा,” कटुवार्त्ताकिनी” । वृन्ताक्याः—“कण्टपत्रिका,” “मांसलफला,” “वृक्षफला,” “नीला,” “मिश्रवर्षफला,” “रक्तफला,” “नृप-प्रियफला” “निद्रालुः” ।

सिंहिका कफवातघ्नी श्वासशूलज्वरापहा । छर्द्दिहृद्भोगमन्दग्नि—
मामदोषांश्च नाशयेत् । बृहती ग्राहिनी सोष्णा वातघ्नी पाचनी तथा ॥
क्षविका बृहती तिक्ता कटुरुष्णा च तत्समा । युक्ता द्रव्यविशेषेण धारासंस्तम्भ-
सिद्धिदा । वृन्ताकं स्वादु तीक्ष्णं कटुपाकमपिक्तलम् । कफवातहरं हृद्यं
दीपनं शुक्लं लघु । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

बृहती कटुतिक्तोष्णा वातजिज्ज्वरहारिणी । परीचकामकासघ्नी श्वास-
हृद्भोगनाशिनी । विषेया श्वेतबृहती वातश्लेष्मविनाशनी रुष्णा चास्त्रनयोगेन
नानानिचामयापहा । वार्त्ताकी कटुकी रुष्णा महुरा पिक्तनाशिनी । बलपुष्टिकारी
हृद्या गुरुर्धातेषु निन्दिता । राजनिघण्टुः ।

वृहती ग्राहिणी हृद्या पाचनी कफवातहृत् । कटुस्त्रिक्तास्यवैरस्य-
मलारीचकनाशनो । उष्णा कुष्ठज्वरश्वासशूलकासाग्निमान्द्रजित् । वृन्ताकं
स्नादु तिक्तोष्णं कटुपाक मपित्तलम् । ज्वरवातवलासघ्नं दीपनं शुक्रघ्नं लघु ।
तद्बालं कफपित्तघ्नं वृद्धं पित्तकरं गुरु । वृन्ताकं पित्तलं किञ्चिद्द्वार-
परिपाचितम् । कफमेदोऽनिलामघ्न मत्थयं लघु दीपनम् । तदेव हि
गुरु स्निग्धं सतैलं लवणान्वितम् । अपरं पूर्वे तवृन्ताकं शुक्कुटाखडसमं
भवेत् । तदर्शःसु विधेयेषु हितं हीनञ्च पूर्वतः । भावप्रकाशः ।

फलानि वृहतीनाञ्च कटुतिक्तलघूनि च । कण्डूकुष्ठकमिन्नानि कफ-
वातहराणि च । वृहन्निघण्टुरत्नाकरः ।

वृहती पाचनोऽशोष्णा ग्राहिणी वातनाशिनो । वृहत्याः कण्टकार्याश्च
फलं पित्तकफापहम् । कण्डूकुष्ठकमिन्नञ्च लघूणां कटुतिक्तकम् ॥ अग्नि-
प्रदा मारुतनाशिनो च । शुक्रप्रदा शोणितवर्धनो च । हृत्सासकासारुचि-
नाशिनो च । वार्त्ताकु रेवा गुणसमयुक्ता । सा बाला कफपित्तघ्नी यक्त्वा
सञ्चारपित्तला । सदाफला विदोषघ्नी रक्तपित्तप्रसादनी । कण्डूकच्छु हरी
चैव वार्त्ताकी शुक्वत्तरा । राजवल्लभः ।

तथा वृहतीफलमेव शस्तं । सन्दोपनं स्यात् कफवातनाशनम् । कण्डू-
विसर्पज्वरकामलादी तथाश्चौ शस्तमिदं वदन्ति ॥ निद्राकरं प्रीतिकरं
तथैव । सवातलं श्वासविमर्गं हि । वलासकासारुचिनाशनञ्च । न वृन्ताकं
पित्तकरं फलं स्यात् । शारीतः ।

अश्वत्थ्यां वृहतीत्रयम् — “* वृहतीत्रयञ्च । चात्तोद्य दध्ना मधुरेण पेयम् ।

दिनानि समाश्मरी भेदनाय” । (चिः २६ अः) । (२) कासे वार्त्ताकुः—“*
वार्त्ताकुजाः रसाः सक्षौद्राः कफकासघ्नाः” (चिः २२ अः) । (३) सर्व्वविषे
वार्त्ताकुशाकम्—“* वार्त्ताकुसुनिषण्णकाः । * विषार्त्तामां भिषग्जितम् ।
(चिः २५ अः) । चरकः ।

शकुनियुहप्रतिषेधार्थं वृहतीफलम्—“वृहतीश्चापि धारयेत् । (उः
३० अः) । (२) योनिरोगे वृहतीफलम्—“वृहतीफलकल्कस्य द्विहरिद्रा-
युतस्य च । कण्डूमती मपस्पर्शां पूरयेद्दधूपयेत्तथा” । (उः ३८ अः) । सुश्रुतः ।

इन्द्रलुप्ते क्षुद्रवार्त्ताकम्—सक्षौद्र क्षुद्रवार्त्ताकस्वरसेन * (उः २४ अः) ।

वाग्भटः ।

शिशोर्वमने वृहतीफलम्—पीतं पीतं वमेद् यस्य स्तन्यं तन्मधुसर्पिषा ।
द्विवार्त्ताकीफलरसं * लेहयेत्” । (बालरोग चिः) । (२) ज्वरे वार्त्ताकु-
फलम्—“पटोलपत्रं वार्त्ताकुं * । * ज्वरिताय प्रदापयेत्” (ज्वर चिः) ।
(३) अशःसु वार्त्ताकुफलम्—“स्त्रिन्नं वार्त्ताकुफलं घोषायाः चारजेन सस्त्रि-
लेन । तदष्टतभृष्टं युक्तं गुडेनाढ्यमितो योऽस्ति । पिवति च तन्नं नूनं तस्मा-
श्चेवाऽतिवृष्टगुदजानि । यान्ति विनाशं पुंसां सहजान्यपि समरात्रेष” ।
(अशः चिः) । (४) गृध्रसां वार्त्ताकुः—योऽग्रातिं नरः सिद्धामिरण्डतैल
साधिताम् । वार्त्ताकुं गृध्रसीस्त्रिन्नः पूर्व्वामाप्रोत्तयसी गतिम् । (वातवशाधि
चिः) । (५) क्लामिकर्षे वार्त्ताकुः—“वार्त्ताकुधूमश्च हितः” । (क्लामरोग चिः) ।
चक्रदत्तः ।

সন্নিপাতজ্বরে নস্যার্থম্ বৃহতীফলপিপ্পলীকম্—“একং বৃহত্বাঃ
ফলপিপ্পলীকম্ । শুষ্কৌযুতং চূর্ণমিদং প্রয়স্কম্ । প্রক্ষাপয়েৎ স্নানপুটে
তু সংস্রাম্ । বেষ্টাং করোতি স্রবথোঃ প্রবোধম্” । (চি: ২ ষ:) । হারীত: ।

জ্বরিশো নিদ্রালাভার্থম্ বার্তাকু:—“সায়ং স্ত্রিমমশেষং ক্রত্বা বার্তা-
কুমিষ পূর্বাঙ্কে । মধুযুতমশ্রব চিরান্ধষ্টামপ্যাপ্রুয়ান্নিদ্রাম্” (জ্বরাদি:) ।
(২) সংগ্রহগ্রহণ্যাং বৃহতী—“সংগ্রহগ্রহণী হন্তি তক্রেষ বৃহতী তথা”
(গ্রহণ্যাদি:) । বঙ্গসেন: ।

বৃহতীর ভাষানাম—বা:—বাকুড়: হি:—কটাই, বরহটা । কো:—বিত্তি ।
আ:—তিতাভেকুড়ি, হাতিভেকুড়ি । ম:—খোরভোরলী । শু:—উভীভোরিন্দনী । ক:—
হেগুগু । তৈ:—পেদামুলকা, কুকমাচী । তা:—চেকুট । ফা:—উত্তরগার, বান্দজানু
জঙ্গলী । অ:—বালুজানু জঙ্গলী । ইং—ইণ্ডিয়ান নাইট-সেড্ ।

বৃশ্চিকীর ভাষানাম—বা:—বেগুন । হি:—বৈগুন । কো:—বাইগুণ্ । ম:—
বান্দে । শু:—রিঙ্গনা । ক:—বদনে । তৈ:—বঙকায়া, বঙ্গনহিরিবঙ্গু । তা:—কুঠিরেকই ।
ফা:—বান্দগান্ । অ:—বাদজান্ । ইং—ব্রিঞ্জল্ ।

বৃহতীর ভেদ—(১) কুদ্রফলা, (২) বৃহৎফলা, (৩) কবিকা, (৪) শ্বেতবৃহতী ।

বৃশ্চিকীর ভেদ—(১) “মাংসলফলা”, “বৃন্তফলা,” “নীলা” বার্তাকু, (২) শ্বেত-
বার্তাকু (কুকুটাওসম), (৩) সদ্ভূফলা বার্তাকু, (৪) বনজা, (৫) গোষ্ঠবার্তাকু ।

অন্বর্থসংক্রা—বৃহতীর—“কণ্টতনু,” “বহুপত্রী,” “রক্তফলা” । কবিকার—
“বহুফলা,” “নীলতণ্ডুলা,” “পুত্রপ্রদা” । শ্বেতবৃহতীর—“শ্বেতফলা” । বনজার—
“চন্দ্রপুলা,” “কটুবর্তাকিনী” । বার্তাকুর—“নৃপপ্রিয়ফলা,” “নিদ্রালু” ।

বর্ণন—ফলভেদে বৃহতী দুই প্রকার—কুদ্রফলা বৃহতী ও বৃহৎফলা বৃহতী । কুদ্রফলা
বৃহতী সর্বত্র সুপরিচিত । বৃহৎফলা বৃহতীর গুল্ম ৪।৫ হাত উচ্চ । কুদ্রাপেক্ষা অল্পকণ্টক,
কণ্টক কুদ্রাপেক্ষা দীর্ঘতর কিন্তু ভদ্রপেক্ষা অল্প বক্রাগ্র । ইহার পত্র কুদ্র বৃহতীর পত্রা-
পেক্ষা প্রশস্ততর । পুষ্পাদি কুদ্রাপেক্ষা অধিক পুষ্পধারী ও বহুশাখ । পুষ্প—কুদ্রের পুষ্প
নীল, ইহার পুষ্প শুভ্র । ফল—কুদ্রবৃহতীর ফল গোল, শ্বেতাভহরিষর্গ তদুপরি গাঢ়-
হরিষর্গের রেখাঙ্কিত । ইহার ফল বৃহৎতর, জীবৎ লঘা ও রেখাবিবর্জিত । কুদ্রবৃহতীর

পুষ্পকাল—বিশেষতঃ ফাল্গুন । বৃহৎফলা বৃহতী দেশভেদে সর্ব ঋতুতে পুষ্পিত থাকে । শ্বেতবৃহতী সুলভ নহে । কবিকা অধুনা সুপরিচিত নহে ।

“গোষ্ঠবার্তাকু”—গোষ্ঠবেগুন, “শ্বেতবার্তাকু”—শাদা ছোট বেগুন, “সদাফলাবার্তাকু” বারমেসে কুলিবেগুন । অধুনা কৃষ্যাৎকর্ষবশাৎ নানাপ্রকার বার্তাকুর আবির্ভাব হইয়াছে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র গুল্ম, বিশেষতঃ মূল ও ফল ।

মাত্রা—সমগ্ররূপ ও মূলের কাথ ৫—১০ তোলা । মূলত্বকচূর্ণ ১—২ আনা । ফলচূর্ণ ২—৩ আনা ।

বৈদ্যকে বৃহতী ও বার্তাকুর ব্যবহার ।

চরক—অশ্মরীতে বৃহতীষয়—অনল্প দধির সহিত আলোড়িত বৃহতীষয়ের মূলত্বকচূর্ণ সাতদিন সেবন করিলে, অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী চূর্ণ হইয়া যায় (চিঃ ২৬ অঃ) । (২) কাসে বার্তাকু—বার্তাকুর রস মধুর সহিত সেবন করিলে কফজকাস বিনাশ পায় (চিঃ ২২ অঃ) । (৩) সর্ববিষে বার্তাকু শাক—বিষার্ভের পক্ষে বেগুনের পত্রশাক হিতকর । (চিঃ ২৫ অঃ) ।

সুশ্রুত—শকুনিগ্রহ প্রতিষেধার্থ বৃহতীফল—শিশু শকুনিগ্রহকর্তৃক আক্রান্ত হইলে, তৎপ্রতীকারার্থ শিশুকে বৃহতীফল ধারণ করাইবে । (উঃ ৩০ অঃ) । (২) যোনিরোগে বৃহতীফল—পিষ্ট বৃহতীফল, পিষ্ট হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রাসহ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা যোনি পুরণ করিলে কিংবা ইহার ধূম যোনিতে প্রদান করিলে, যোনির কণ্ডু এবং অপস্পর্শতা নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ) ।

বাগ্ভট—ইন্দ্রলুপ্তে ক্ষুদ্রবৃহতীফল—ক্ষুদ্রবৃহতীফলের রস মধুযোগে টাকের উপর লেপন করিবে । (উঃ ২৪ অঃ) ।

চক্রদত্ত—শিশুর বমনে বৃহতীফল—যে শিশু স্তন্যপান করিয়াই বমন করে তাহাকে ক্ষুদ্রফলা ও বৃহৎফলা বৃহতীফলের রস মধু ও গব্যঘৃতযোগে লেহন করাইবে । (বালরোগ—চিঃ) । (২) জ্বরে বার্তাকু—পলতা ও বেগুন জ্বররোগীর পথ্য (জ্বর—চিঃ) । (৩) অর্শে বার্তাকু—ঘোষালতার যথাবিধি কারোদক প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বার্তাকু সিদ্ধ করিয়া, সেই বার্তাকু গব্যঘৃতে ভাজিয়া, শুড়ের সহিত তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ভোজন করিয়া তক্রপান করিলে সাত দিনের মধ্যে অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত সহজ অর্শও বিনাশ পায় (অর্শ—চিঃ) । (৪) গৃধ্রসীতে বার্তাকু—বেগুন সিদ্ধ করিয়া বিগুন্ধ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসীপীড়িত রোগী সুস্থবৎ গতিশক্তি লাভ করে । (বাতব্যাদি—চিঃ) ।

(৫) কুমিকর্ণে বার্তাকু—কর্ণে কুমিজন্মিলে বার্তাকু দধ্ব করিয়া সেই ধূম কর্ণে প্রদান করিবে । (কর্ণরোগ—চিঃ) ।

হারীত—সন্নিপাতজ্বরে বৃহতীফলবীজ—বৃহতীফলবীজ চূর্ণ করিয়া শুষ্কচূর্ণ যোগে নাসিকারন্ধ্রে ফুৎকারযোগে প্রবেশ করাইলে রোগী সংজ্ঞালাভ করে এবং তাহার হাঁচি হয় (চিঃ ২ অঃ) ।

বঙ্গমেন—জ্বররোগীর নিদ্রালাভার্থ বার্তাকু—চিরভুক্ত জ্বরের অবসানে রোগীর স্ননিদ্রা না হইলে, তাহাকে পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে জলে স্নসিক্ত বার্তাকু পরদিন প্রাতে মধুর সহিত ভোজন করাইবে । (জ্বর—চিঃ) । (২) সংগ্রহগ্রহণীতে বৃহতী—তক্রের সহিত বৃহতীমূলচূর্ণ সেবন করিলে সংগ্রহগ্রহণী নিবৃত্তি পায় । (গ্রহণী—চিঃ) ।

বক্তব্য—বৈদ্যকে বৃহতীদ্বয় শব্দের ভূয়ি প্রয়োগ দৃষ্ট হয় । বৃহতীদ্বয় কি ? সূত্রতোক্ত “বৃহত্যোশ্চকশঃ পৃথক্” (সূঃ ৪৪ অঃ) এই পাঠ ব্যাখ্যায় উল্লুণ লিখিয়াছেন— “বৃহত্যোরিতি স্থূলবৃহতী লঘুবৃহতী চেতি হে বৃহত্যৌ” । সূত্রতোক্ত বিদারীগন্ধাদিগণ ব্যাখ্যায় চক্রপানি লিখিয়াছেন - “হে বৃহত্যৌ ইতি একা বৃহৎফলা অপরা ত্বলফলা” (ভানুমতী, সূঃ ৩৮ অঃ) । অষ্টাঙ্গহৃদয়োক্ত “বৃহৎ বৃহত্যংমতীদ্বয়গোকুরকৈঃ স্মৃতম্” (সূঃ ৬ অঃ) পাঠ ব্যাখ্যায় অরুণ লিখিয়াছেন—“বৃহতীদ্বয়ঃ ক্ষুদ্রবৃহতী মহাবৃহতী” । এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে টীকাকারগণের মতে বৃহতীদ্বয় শব্দের অর্থ ক্ষুদ্রফলা ও বৃহৎফলা বৃহতী । কোন কোন টীকাকার বৃহতীদ্বয় শব্দের অর্থ বৃহতী ও কণ্টকারী নির্দেশ করিয়াছেন—“বৃহতীদ্বয়ঃ কণ্টকারিকয়া সহ বৃহতী” (সূ, সূঃ ৩৮ অঃ ভানুমতী) সিদ্ধযোগের টীকাকৃৎ শ্রীকণ্ঠ লিখিয়াছেন “বৃহতীদ্বয়মিতি বৃহতীকণ্টকার্যৌ এবং সর্বত্র” (সিঃ যোঃ জ্বর চিঃ) । প্রথম মতের পোষকতার পক্ষে বক্তব্য এই যে, বৃহতীর ভেদ বধন শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ এবং কোন প্রামাণ্য নিঘণ্টু বধন কণ্টকারীর পর্যায়ে বৃহতীশব্দ পাঠ করেন নাই তখন করঞ্জদ্বয়, কুটজদ্বয় তুল্য বৃহতীদ্বয় শব্দে দুই প্রকার বৃহতী এই অর্থই সাধু । দ্বিতীয় মতের প্রতিকূলে বক্তব্য এই যে, বহুজনসমাদৃত মতের যদি গৌরব থাকে, তাহা হইলে বৃহতীদ্বয় শব্দে স্থূলফলা ও সূক্ষ্মফলা বৃহতীই গৃহীত হওয়া উচিত, কেননা এক শ্রীকণ্ঠ ভিন্ন উপরিউক্ত টীকাকারগণের মধ্যে কেহই বৃহতীদ্বয় শব্দের বৃহতী ও কণ্টকারী অর্থ করেন নাই । চক্রপানি দুই অর্থই লিখিয়াছেন । ভাবমিশ্রের “উভে চ বৃহত্যৌ যত্র আহ সূত্রতঃ—“ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে” এই উক্তি, হয় লিপিকরপ্রমাদ না হয় অমূলক । যেহেতু প্রচলিত সূত্রত সংহিতার কুত্রাপি “ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং” ইত্যাদি পাঠ দৃষ্ট হয় না । রসপ্রধান দ্রব্য খাদ্য এবং বীর্ষপ্রধান বস্তু ঔষধ । বার্তাকু

খাদ্য অথচ ঔষধ । চরকে, কণ্ঠা, হিকানিগ্রহণ, শোধহর ও অঙ্গমর্দপ্রশমনবর্গে বৃহত্তী পঠিত হইয়াছে ।

Constituents.—Wax, fatty acids and an alkaloid, solanin.

Actions and uses.—Diaphoretic, stimulant, diuretic and expectorant ; used in fevers, coughs and dysuria.

নব্যমত ।—ষর্ষকারক, উষ্ণ, মূত্রকারক ও কফনিঃসারক । জ্বর, কফরোগ ও মূত্রকুচ্ছে ব্যবহৃত হয় ।

বেতস—বেতসঃ ।

বেতসঃ, বানীরঃ, বঙ্গুলঃ—Calamus Rotang. জলবেতসঃ,
নিকুল্লকঃ—Calamus Fasciculatus.

বেতসস্য দ্বয়ং শীতং রক্ষোন্নং ব্রণশোধনম্ । রক্তপিত্তহরং তিত্তং সকাষায়ং
কফাপহম্ । ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ ।

অন্বর্থ সঞ্জাঃ—বেতসস্য—“দীর্ঘপত্রকঃ,” “মঞ্জুরীমন্ত্রঃ,” “গন্ধ-
পুষ্পকঃ,” “অম্বপুষ্পঃ” । জলবেতসস্য—“নদীকুলপ্রিয়ঃ,” “মেঘপুষ্পঃ,”
“পরিব্যাদঃ,” “নিকুল্লকঃ” ।

বেতসঃ কটুকঃ স্বাদুঃ শীতো ভূতবিনাশনঃ । পিত্তপ্রকোপনোরুচ্য
বিশ্লেয়ো দীপনঃ পরঃ । বেতসঃ পঞ্চবিধঃ শ্যৈত্বকষায়ো ভূতপিত্তহত্ ।
রাজনিঘণ্টুঃ ।

বেতসঃ শীতলো দাহশোথার্শীয়োনিরুক্ষপ্রণত্ । হন্তি বিসর্পজঙ্ঘাস্র-
পিত্তাস্মরোকফানিলান্ । জলজো বেতসঃ শীতঃ কুষ্ঠহৃদাতকোপনঃ ।
भावप्रकाशः ।

বেতায়ং দীপনং রুচ্যং বাতপিত্তকফাপহম্ । ফলং বেতস্য বাতঘ্ন মন্ড-
পিত্তবলাসহম্ । রাজবল্লভঃ ।

तिल वेतसशाकञ्च * । वातलं कटुतिक्तास्त्रमधोमार्गप्रवर्त्तकम् ।
मण्डूकपर्णीवेत्त्रायं * । कफपित्तहरं तिक्तं शीतं कटु विपच्यते ।
(सू: २७ अ:) । चरकः ।

षट्शकवेत्त्राय—* । तिक्ताःपित्तकफापहाः * । सुश्रुतः
(सू: ४६ अ:) ।

रक्तपित्ते वेतसः—“धनञ्जयोदुम्बरवेतसत्वक् * निशि स्थिता
वा स्वरसीकता वा । कल्कीकता वा मृदिता शृता वा । एते समस्ता गणशः
पृथग्वा । रक्तं सपित्तं शमयन्ति योगाः” । (चि: ४ अ:) । (२) शीथे-
वेत्त्रशाकम्—“सवायसीमूलकवेत्त्रनिम्बम् । शाकार्थिणां शाकमति
प्रशस्तम्” (चि: १७ अ:) । (३) ऊरुस्तम्भे वेत्त्रशाकम्—“शाकैर-
लवणै रद्याज्जलतैलोपसाधितैः । सुनिषसकनिम्बार्कवेत्त्रारग्वधपल्लवैः” ।
(चि: २७ अ:) । चरकः ।

पुराणज्वरे वेतसमूलम्—“नलवेतसयोर्मूले * । कषायं विधिवत्
कृत्वा पीयमेतज्ज्वरापहम्” । (उ: ३६ अ:) । सुश्रुतः ।

योनिदाहो वेतसमूलम्—“वेतसमूलनिःक्वाथक्षालनेन तथैवच” ।
(योनिव्यापद—चि:) । चक्रदत्तः ।

रक्तपित्तिषः शाकार्थं वेतसपल्लवः—“—प्लक्षवेतसपल्लवाः । शाकार्थं
शाकसाम्प्रानां *” । (रक्तपित्त—चि:) । भावप्रकाशः ।

अलर्काविषे जलवेतसमूलम्—“जलवेतसवृक्षस्य मूलं कुष्ठं पचेज्जले ।
स क्वाथः शीतलः पीयः परञ्च विषनाशनः” । (विष—चि:) । वङ्गसेनः ।

वेतसेर भाषानाम—वाः—वेत् । हिः—वेत् । मः—धोरवेत् । षः—
नेत्तर । कः—वेत्तिव । तैः—पीपाकवा । काः—वेत् । अः—धनाक् ।

বেতসের ভেদ—প্রধানতঃ বেত্র পাঁচ প্রকার—বেত বা সাঁচিবেত (C. Rotang), জলবেত (C. Fasciculatus), ছহমবেত (C. Polygamus), বান্ধারিবেত (C. Tenuis), মাপুরিবেত (C. Gracilis). প্রথমোক্ত দুইপ্রকার বঙ্গের প্রায় সর্বত্র, দাক্ষিণাত্যে এবং শেষোক্ত তিন প্রকার চট্টগ্রামে প্রচুর জন্মে। কোন কোন বেতস অতি বর্ধিত হইয়া বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্বক প্রতান বিস্তার করে। বেতসলতাগৃহ কাব্যঙ্গসিদ্ধ।

অম্বর্থসংজ্ঞা—বেতসের—“দীর্ঘপত্রক,” “মঞ্জরীনম্র,” “গন্ধপুষ্পক,” “অল্পপুষ্প”।

জলবেতসের—“নদীকুলপ্রিয়,” “মেঘপুষ্প,” “পরিব্যাধ,” “নিকুঞ্জক”।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, শাখাগ্র ও ফল।

মাত্রা—মূলকাথ ৫—১০ তোলা। শাখাগ্র, স্বরস ১—২ তোলা।

বৈদ্যকে বেতস ও জলবেতসের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে বেতসমূল—বেতসমূল রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল, বেতসমূলত্বকের রস, বেতস মূলত্বক্ জলে বাটিয়া কিংবা বেতসমূলের কাথ পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) শোথে বেত্রশাক—শোথরোগীর পক্ষে বেত্রাগ্র শাকস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। (চিঃ ১৭ অঃ)। (৩) উরুস্তম্ভে বেত্রশাক—কোমল বেতস পল্লব তিলতৈল মিশ্রিত জলে পাক করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভ রোগী সেবন করিবে। (চিঃ—২৭ অঃ)।

সুশ্রুত—পুরাণজ্বরে বেতসমূল—নল এবং বেতস মূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পুরাণজ্বর প্রশমিত হয় (উঃ ৩৯ অঃ)।

চক্রদত্ত—যোনিদার্টে বেতসমূল—মুহু অগ্নিতে বেতসমূলের কাথ প্রস্তুত পূর্বক তদ্বারা যোনি প্রক্ষালিত করিলে শ্লথযোনি দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় (যোনিব্যাপদ্—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তীর শাকার্থ বেতসপল্লব—বেতসপল্লব রক্তপিত্তরোগীর শাকার্থ প্রশস্ত। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।

বঙ্গমেন—অলর্কবিষে জলবেতসমূল—কুড় ও জলবেতসমূলের কাথ সুশীতল হইলে পান করিবে। এই কাথ, ক্ষিপ্ত কুকুরাদি বিষনাশক। (অলর্কবিষ—চিঃ)।

বক্তব্য—বেতস, চরকে, ছত্ৰ, খাসহর ও বেদনাস্থাপনবর্গে পঠিত হইয়াছে। সুশ্রুত ইহাকে ত্রোগ্রোধাদিবর্গে পাঠ করিয়াছেন। বট, অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতসকে পঞ্চবকল বা পঞ্চবেতস বলে। বেতস, পঞ্চবকলের সহিত ত্রণশোধবিসর্পাদি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ब्राह्मी ७ मण्डूकपर्णी—ब्राह्मीमण्डूकपर्णी ।

ब्राह्मी, ब्रह्मसुवर्चला—Bramia Indica, Gratiola Monniera ;
मण्डूकपर्णी—Hydrocotyle Asiatica.

ब्राह्मी सीमा रसे तिक्ता शोफपाण्डुज्वरापहा । दीपनी कुष्ठकण्डूघ्नी
प्रीहवातवलासजित् । अन्यञ्च—ब्राह्मायुष्या हिमा मेध्या कषाया तिक्तका
लघुः । स्वर््या स्मृतिप्रदा कुष्ठपाण्डुमेहास्रकासजित् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

ब्राह्मी हिमा कषाया च तिक्ता वातास्रपित्तजित् । बुद्धिं प्रज्ञाञ्च
मेधाञ्च कुर्यादायुष्यवर्द्धनी । क्षुद्रपत्रा ब्राह्मी गुणाः—ब्राह्मीतिक्तरसोष्णा
च सरा वातामशोफजित् । राजनिघण्टुः ।

ब्राह्मी हिमा सरा तिक्ता लघु मेध्या च शैतला । कषाया मधुरा
खादुपाकायुष्या रसायनी । स्वर््या स्मृतिप्रदा कुष्ठपाण्डुमेहास्रकासजित् ।
विषशोथज्वरहरी तद्वत् मण्डूकपर्णीनी । भावप्रकाशः ।

मण्डूकपर्णी कासघ्नी खादुपाकरसायनी । ब्राह्मी तु भेदिनी गुर्वी
मेध्या पित्तकफापहा । राजवल्लभः ।

कषाया तु हिता पित्ते खादुपाकरसा हिमा । लघ्वी मण्डूकपर्णी-
तु * । सुश्रुतः । (सूः ४६ अः) ।

अपस्मारे ब्राह्मी—“* पयसा वा ब्राह्मीरसम्” (चिः १६ अः) ।
(२) रसायनार्थम् मण्डूकपर्णी—“मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोष्यः क्षीरेण
*” (चिः १ अः) । (३) पुष्ट्यायुर्वलारोग्यकरत्वे मण्डूकपर्णी—
“मण्डूकपर्ण्याः कल्पोऽथ शुण्ठोमधुकयोस्तथा” (चिः १६ अः) । (४) उदरे
मण्डूकपर्णी—“त्रिष्टम्भमण्डूकपर्ण्याश्च शाकं * स्वरसोदकसाधितम् ।
निरञ्जलवणखेहं खिन्नाखिन्नमनमभुक् । मासमेकं ततश्चैव तृषितः स्वरसं
पिवेत्” (चिः १८ अः) । चरकः ।

मेधायुष्कामौये ब्राह्मी—“हृतदोष एवागारं प्रविश्य प्रतिसंस्पृष्टभक्तो ब्राह्मीस्वरस मादाय सहस्रसम्पाताभिद्धुतं कृत्वा यथावल मुपयुञ्जीत । जीर्णौषधश्चापराह्णे यवागूमलवणां पिवेत् । क्षीरसात्मो वा पयसा भुञ्जीत । एवं सप्तरात्र मुपयुञ्ज्य ब्रह्मवर्चसी मेधावी भवति । द्वितीयं सप्तरात्रं उपयुञ्ज्य ग्रन्थमीप्सित मुत्पादयति । नष्टश्चास्य प्रादुर्भवति । तृतीयं सप्तरात्रं उपयुञ्ज्य हिरुश्चारितं शतमप्यवधारयति । एवमेकविंशति रात्र मुपयुञ्ज्या-लक्ष्मीरपक्रामति । मूर्त्तिमतौ चैनं वाग्देवी अनुप्रविशति । सर्वाश्चैनं श्रुतय उपतिष्ठन्ति” । (चिः २८ अः) । (२) मेधायुष्कामौये मण्डूक-पर्णी—“हृतदोष एव प्रतिसंस्पृष्टभक्तः यथाक्रममागारं प्रविश्य मण्डूकपर्णी-स्वरस मादाय सहस्रसम्पाताभिद्धुतं कृत्वा यथावलं पयसा आलोच्य पिवेत् पयोऽनुपानं वा तस्यां जीर्णायां यवान्नं पयसोपयुञ्जीत तिलैर्व्या सह भक्षयित्वा त्रीण् मासान् पयोऽनुपानं जीर्णेपयः सर्पिरोदन इत्याहारः । एवमुपयुञ्जन् ब्रह्मवर्चसी श्रुतिनिगादी भवति शतवर्षमायुरवाप्नोति । त्रिरात्रोपोषितश्च त्रिरात्रमेनां भक्षयेत् त्रिरात्रादूर्ध्वं पयः सर्पिरिति चोपयुञ्जीत । विश्वमात्रं पिण्डं वा पयसालोच्य पिवेत् । एवं दशरात्रमुपयुञ्ज्य मेधावी वर्षशतायु-र्भवति” । सुश्रुतः ।

उन्मादे ब्राह्मी—ब्राह्मीकुष्माण्डो * स्वरसाः उन्मादहृतो दृष्टाः पृथगीते कुष्ठमधुमिश्राः” (उन्माद—चिः) । चक्रदत्तः ।

मसूरिकायां ब्राह्मीस्वरसः—“सक्षीद्रं पाययेद् ब्राह्म्या रसं *” । (मसूरिका—चिः) । वङ्गसेनः ।

ब्राह्मीर भाषानाम—वाः—विर्मि । हिः—ब्रह्मी । मः—ब्राह्मी । ङः—ब्राह्मी । कः—उद्वेग । तैः—मञ्जूनीचट्टे । ताः—वीमी । वम्—वामब्रह्मी । काः—कर्णव ।

मञ्जू कपर्णीर भाषानाम—वाः धून्कूडि, धान्कूनि । हिः—चरणी, ब्रह्माङ्की । ङः—विष्ठाब्राह्मी, षड्भरामि । तैः—मञ्जूकब्रह्मी । ताः—ब्रह्मीकब्रह्मी । काः—दोना-मानामि ।

বর্ণন—ব্রাক্ষী, পুকুরের বগচর বা ততুল্য আর্দ্রভূমিতে স্বয়ং জন্মে । সরস ভূমিতে যত্নপূর্বক রক্ষা করিলে, ব্রাক্ষী দীর্ঘ প্রতান বিস্তার করিয়া থাকে । এবং একবার একস্থানে জন্মিলে, সহজে বিনষ্ট হয় না । ব্রাক্ষী, ক্ষুদ্র, ভুলুষ্ঠিত ক্ষুপ । বর্ষায় বিশেষ যত্নপূর্বক রক্ষা না করিলে পচিয়া যায়, শরৎকালে পুনঃ প্রতান বিস্তারপূর্বক, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া থাকে । ব্রাক্ষীর পত্র, ক্ষুদ্র, মাংসল ; পত্রাগ্রভাগ মণ্ডলাকার এবং বৃন্তসন্নিধানে পত্রাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ, অর্থাৎ মনসার (সিজের) পাতাকে অত্যতিক্ষুদ্র করিলে যেমন দেখায় ব্রাক্ষীর পত্র সেইরূপ । বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, পত্রোদরে অতিসূক্ষ্ম চিহ্ন দৃষ্ট হয় । ব্রাক্ষীর পত্রের বৃন্ত নাই । কাণ্ডের প্রতি গ্রন্থি হইতে সূত্রাকৃতি শিফা নির্গত হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করে । পুষ্প, ক্ষুদ্র, শ্বেত বা ঈষদীলাভশ্বেত, মিলিতদল, দলাগ্র পাঁচভাগে চিরিত । পুংকেশর চারিটা দলে সন্নিবিষ্ট. তন্মধ্যে দুইটা ক্ষুদ্রতর, দুইটা বৃহত্তর । সমগ্র ক্ষুপ স্বাদে তিক্ত ।

মণ্ডুকপর্ণী—থুলকুড়ি, যত্রতত্র, তৃণসমাচ্ছাদিত ভূমিতেও জন্মিয়া থাকে । ইহাও ব্রাক্ষীর মত ভুলুষ্ঠিত থাকে । ইহারও প্রতি গ্রন্থি হইতে মূল নির্গত হয় । বিশিষ্ট এই—ইহার পত্র বৃহত্তর, গোল, কতকটা ঠোঙার মত, পত্রবৃন্ত অতিদীর্ঘ এবং পুষ্প লোহিতবর্ণ । পত্র চর্কণ করিলে একপ্রকার বিচিত্র গন্ধ অনুভূত হয় । সমগ্র ক্ষুপ স্বাদে কষায়তিক্ত । আর একপ্রকার মণ্ডুকপর্ণী আছে, ইহা কোচবিহারে অতি সুলভ, কিন্তু রাঢ়ে নিতান্ত সুলভ নহে । ইহাকে কোচবিহারের লোকে “ক্ষুদেমানামানি” বলে । ক্ষুদেমানামানি, ব্রাক্ষীরই মত, কেবল ইহার পত্র ক্ষুদ্রতর, গোল ও সমতল, পত্রপ্রান্ত—বিচিত্ররূপে চিরিত, পত্রোদর তৈলাক্তবৎ চিহ্ন, পত্রবৃন্ত, মণ্ডুকপর্ণী অপেক্ষা দীর্ঘতর কিন্তু ক্ষীণতর এবং প্রায়ই বক্র হইয়া থাকে । পত্রের স্বাদ কষায়মধুর । কোচবিহারে ইহা শাকার্ব ও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় । টীকাকারগণ থুলকুড়ি ও মানামানি উভয়ার্থেই মণ্ডুকপর্ণীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন । শিবদাস ও শ্রীকৃষ্ণ “ধানকুনীতি লোকে, মণিমানীতে লোকে” বলিয়া দ্বিবিধ মণ্ডুকপর্ণীর পরিচয় দিয়াছেন ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র ক্ষুপ । মাত্রা—ব্রাক্ষীস্বরস ১—২ তোলা । মণ্ডুকপর্ণী স্বরস ১—২ তোলা । মূলচূর্ণ—৩ আনা—২ আনা ।

বৈদ্যকে ব্রাক্ষী ও মণ্ডুকপর্ণীর ব্যবহার ।

চরক—রসায়নার্থ মণ্ডুকপর্ণী—রসায়নার্থী, মণ্ডুকপর্ণীর স্বরস ছন্ধের সহিত পান করিবে (চিঃ ১ অঃ) । (২) অপস্মারে ব্রাক্ষীস্বরস—অপস্মারী, মধুসহ ব্রাক্ষীস্বরস পান করিবে (চিঃ ১৫ অঃ) । (৩) ক্ষতক্ষীণে মণ্ডুকপর্ণী—মণ্ডুকপর্ণী মূলচূর্ণ, ক্রমশঃ

মাত্রা বর্জিত করিয়া, ছুঙ্কের সহিত পান করিবে। ঔষধ সেবনকালে অন্নাহার বর্জনপূর্বক কেবল ছুঙ্কপান করিতে হইবে। ক্ষতক্ষীণ-রোগগ্রস্ত মনুষ্য ইহা সেবন করিলে বলারোগ্য-পুষ্টিলাভ করিবে (চিঃ ১৬ অঃ)। (৪) উদররোগে মণ্ডু কপণী—উদররোগী, মণ্ডু কপণী-শাক, মণ্ডু কপণী স্বরসে কিংবা জলে সুসিক্ত বা অর্কসিক্ত করিয়া, অন্ন, লবণ ও স্নেহ বিনা ভোজন করিবে। অন্নাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৃষিত হইলে জলপান না করিয়া মণ্ডু কপণীর স্বরস পান করিবে। এই বিধি একমাস কাল পালনীয়। (চিঃ ১৮ অঃ)।

সুশ্রুত—মেধা ও আয়ুঃকামনার্থ ব্রাহ্মী—মেধা ও আয়ুঃকামী হৃতদোষ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্বক কুটী প্রবেশ করিয়া সহস্র সম্পাত্তিহৃত ব্রাহ্মীর স্বরস গ্রহণ করিয়া বলানুসারে সেবন করিবে। অপরাহ্নে ঔষধ পরিপাক হইলে লবণ বর্জিত যবাগু পান করিবে। যদি নিত্য ছুঙ্কপানের অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে ছুঙ্কের সহিত যবাগু সেবন করিবে এবং এই প্রকার সপ্তরাত্র সেবন করিলে ব্রহ্মবর্চসী ও মেধাবী হওয়া যায়। দ্বিতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে অভীষিতগ্রহ উৎপাদন করিতে পারা যায়, এবং বিস্মৃত বিষয় স্মৃতিপথে উদ্ভূত হয়। তৃতীয় সপ্তরাত্র সেবন করিলে শতবাক্যমাত্র উচ্চারিত হইলে তাহা ধারণা করা যায়। এইরূপ একবিংশতি রাত্র সেবন করিলে মূর্তিমতী সরস্বতী শরীরে আবির্ভূত হইবেন এবং সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র আয়ত্ত করিতে সমর্থ হওয়া যায়। (চিঃ ২৮ অঃ)। (২) মেধা ও আয়ুঃকামনার্থ মণ্ডু কপণী—মেধা ও আয়ুঃ-কামী হৃতদোষ ব্যক্তি অন্নাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্বক কুটী প্রবেশ করিয়া, সহস্র সম্পাত্তিহৃত মণ্ডু কপণীর স্বরস ছুঙ্কের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে কিংবা স্বরস পানান্তর পশ্চাৎ ছুঙ্ক পান করিবে। তাহা পরিপাক পাইলে ছুঙ্ক অথবা তিলের সহিত যবান্ন তিনমাস ভক্ষণ করিবে। ঐ যবান্ন পরিপাক পাইলে দধিছুঙ্ক ও অন্ন আহার করিবে। এইরূপ করিলে ব্রহ্মবর্চসী শ্রুতিনিগাদী ও শতবর্ষজীবী হওয়া যায়। পিষ্ট মণ্ডু কপণীর বিষ-ফলাকার পিণ্ড, ছুঙ্কের আলোড়ন পূর্বক দশরাত্র সেবন করিলে মেধাবী ও শতবর্ষজীবী হইতে পারা যায়।

বঙ্গসেন—মসুরিকায় ব্রাহ্মীস্বরস—যাহার বসন্ত হইয়াছে সে মধু-যোগে ব্রাহ্মীরস পান করিবে (মসুরিকা—চিঃ)।

চক্রদত্ত—উন্মাদে ব্রাহ্মী—কুড়চূর্ণ এবং মধুসহ ব্রাহ্মীরস সেবন করিলে যে উন্মাদরোগ প্রশমিত হয় ইহা পরীক্ষা সিদ্ধ। (উন্মাদ—চিঃ)।

বক্তব্য—হংসপাদীর ভাষানাম খুলকুড়ি নহে। পূর্বাচার্য্য কথিত “হংসপাদী মধুশ্রবা হংসপাদাকারপত্রা পীতপুষ্পা বলসুভদ্রেশজাতা হংসপাদী ইতি লোকে প্রসিদ্ধা”

এই পরিচয় পাঠ করিলে, ব্রাহ্মীমূলকপর্ণী কৰ্জুক কৰ্জাপি খুলকুড়ি হংসপাদী বলিয়া প্রচারিত হইত না। চক্রক, সংজ্ঞাহাপনবর্গে ব্রাহ্মী পাঠ করিয়াছেন। চক্রপাণি লিখিয়াছেন—
“ব্রাহ্মী ব্রাহ্মী” ।

Constituents of *Bramia Indica*.—A trace of oily matter which is soluble in alcohol and of an acid reaction; tannin, an alkaloid, soluble in ether and chloroform; an organic acid, 2 resins, both soluble in alkaline solutions and one readily soluble in ether.

Actions and uses of *Bramia Indica*.—Diuretic, aperient and tonic; given in stoppage of urine with costiveness; also in nervous debility, seminal weakness, epilepsy &c. The plant is applied hot to the chest in bronchitis and cough in children. (R. N. Khory, Part II., p. 456).

Constituents of *Hydrocotyle Asiatica*.—An oleaginous substance vellarine, having the odour and bitter persistent taste of the fresh plant, resin, and some fatty aromatic body, gum, sugar, albuminous matter, salts mostly alkaline sulphates and tannin.

Actions and uses of *Hydrocotyle Asiatica*.—An alterative tonic, diuretic and local stimulant. It has a special influence on the urino-genital tract. It sets up urinary and ovarian irritation and itching over the whole body. The root is given with milk and liquorice, in fever and dysentery. As a stimulant and alterative the powder is given in chronic skin-diseases, such as eczema, lupus, psoriasis, secondary syphilitic sores or skin eruptions; also in anæsthetic leprosy, elephantiasis and Scrofula. As a snuff, it is used in ozæna. The poultice or cataplasm is applied in syphilitic and other forms of ulcerations. The powder is dusted over ulcers. (R. N. Khory, Part II., p. 293).

নব্যমত—ব্রাহ্মী, মূত্রকর, মূহুরেচক এবং বলা। মূত্রাঘাত রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ব্রাহ্মী সেবন করাইবে। অপিত ইহা বাতজদৌৰ্বলা, ক্ষীণশুক্ৰতা, অপস্মার প্রভৃতি গীড়ায় সেব্য। কাস ও শিশুর কফরোগে, বন্ধোদেশে ব্রাহ্মীর ঈষৎ প্রলেপ হিতকর। (আম্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৪৫৬ পৃঃ)।

মণ্ডুকপর্ণী—রসায়ন, বলা, মূত্রকর ও ইহার প্রলেপ উষ্ণ। মূত্রপেশির এবং জননেত্রির উপর ইহার বিশেষ ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। মণ্ডুকপর্ণী অত্যধিক মাত্রায় সেবিত হইলে, মূত্রাঘাত ও অণ্ডাধারের (ovary) উত্তেজনা, এমন কি সমস্ত শরীরে কণ্ডুরন জন্মিয়া থাকে। বটমধুসহ খুলকুড়ির মূল, জর এবং রক্তাতিসারে প্রয়োগ করা

ହସ । ଥୁଳକୁଡ଼ିର ମୂଳ ଓଷ୍ଠ ଏବଂ ରସାୟନ ବଳିଆ, ପାଚଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ଚର୍ମରୋଗେ, କିରକ୍-
କ୍ଷତେ ବା କଞ୍ଚୁରୁନେ (Secondary syphilitic sores or skin eruptions), କୁଟ୍ଟବିଶେଷେ
(anæsthetic leprosy), ଶ୍ଳୀପଦ ଏବଂ ଗଲଗଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜମାଳାଦି ରୋଗେ ବାବହତ ହିସା ପାକେ ।
ପୀନସରୋଗେ ଥୁଳକୁଡ଼ିର ମୂଳଚୂର୍ଣ୍ଣେର ନଷ୍ଟ ହିତକର । ଇହାର ପୁଲ୍ଟିଶ୍ କିଷ୍ଠା ପ୍ରଲେପ କିରକ୍ଷକ୍ଷତ
ବା ଅଗ୍ରବିଧ କ୍ଷତେ ବାବହତ ହିସା ଥାକେ । ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରାଓ କ୍ଷତ ଅବଧୂଳିତ କରା ହିସା ଥାକେ ।
(ଆର୍, ଏନ୍, କ୍ଲୋରି, ୨ୟ ଖଞ୍ଜ, ୨୨୩ ପୃ: ।)

ଭଲ୍ଲାତକ—ଭଲ୍ଲାତକ: ।

ଭଲ୍ଲାତକ:, ଅରୁଞ୍ଚକ:—Semecarpus Anacardium. Marking
Nut.

ପରିଚୟଜ୍ଞାପିକା ସଂଜ୍ଞା:—“ଶୈଳବୀଜ:” (ଶୈଳପ୍ରଭବ:), “ତୈଳବୀଜ:,”
“ପୃଥଗ୍ବୀଜ:,” “ଧନୁର୍ବୀଜ:,” “ବୀରତରୁ:,” (“ବୀର ଛବ ବୃତ୍ତୋ ଦୁ:ସ୍ପର୍ଶତ୍ଵାତ୍,” ଭୂରି-
ଶୌରତ୍ଵେନ) ।

ଗୁଣାପ୍ରକାଶିକା ସଂଜ୍ଞା:—“ଅରୁଞ୍ଚକ:,” (“ଅରୁ ବ୍ରଣଂ କରୋତି”),
“ବାତାରି:,” “କ୍ଷମିଧ୍ଵନ:,” “ଅଶୌହିତ:,” “ଶୋଥକ୍ଷତ” ।

ଭଲ୍ଲାତକ: କଟୁତିକ୍ତକୋଷ୍ଠୋ ମଧୁର: କ୍ଷମିନାଶନ: । ଗୁଲ୍ମାଶୌଘ୍ରହଣୀକୁଞ୍ଚାନ୍
ହନ୍ତି ବାତକଫାମୟାନ୍ । ଧନ୍ଵନ୍ତରୀୟନିଘଣ୍ଟୁ: ।

ଭଲ୍ଲାତକ: କଟୁସ୍ଥିକ୍ତ: କଫାୟୋଷ୍ଠ: କ୍ଷମୀକ୍ଷୟେତ୍ । କଫବାତୋଦରାନାହ-
ମିହଦୁର୍ନାମନାଶନ: । ଅନ୍ୟତ୍ଵ—ଭଲ୍ଲାତକସ୍ୟ ଫଳଂ କଫାୟମଧୁରଂ, କୋଷ୍ଠଂ କଫାର୍ତ୍ତି-
କ୍ଷୟମ୍ । —ଶ୍ଵାସାନାହାହାବିବନ୍ଧଶୂଳଜଠରାଧ୍ଵାନକ୍ଷମିଧ୍ଵଂଶନମ୍ । ତନ୍ମଞ୍ଜା ଚ
ବିଶୋଷଦାହଶମନୀ, ପିତ୍ତାପହା ତର୍ପଣୀ । ବାତାରୋଚକହାରିଦୀମିଜନନୀ,
ପିତ୍ତାପହା ତ୍ଵକ୍ଷୟା ॥ ରାଜନିଘଣ୍ଟୁ: ।

ଭଲ୍ଲାତକଫଳଂ ପକ୍ଠଂ ଶ୍ଵାଦୁପାକରଂ ଶୁଷ୍କଂ । କଫାୟଂ ପାଚନଂ କ୍ଷିଗ୍ଧଂ
ତୀକ୍ଷ୍ଣକୋଷ୍ଠଂ ହେଦି ମିଦନମ୍ । ମିଧ୍ଵଂ ବଞ୍ଚିକରଂ ହନ୍ତି କଫବାତବ୍ରଣୋଦରମ୍ ।

कुष्ठार्शोग्रहणीगुल्मशोफानाहज्वरकमौन् । तन्मज्जा मधुरो वृष्यो वृंहणो
वातपित्तहा । वृन्त मारुष्करं स्वादु पित्तघ्नं केश्यमग्निहृत् । भस्मातकः
कषायोणः शुक्रलो मधुरो लघुः । वातश्लेष्मोदरानाहकुष्ठार्शोग्रहणीगदान् ।
हन्ति गुल्मज्वरखिलं वङ्गिमान्यकृमिव्रणान् । भावप्रकाशः ।

भस्मातकफलं स्निग्धं कृमिदुर्नामनाशनम् । दन्तस्थैर्यकरं ग्राहि
कषायं मधुरञ्च तत् । भस्मातवृन्तं मधुरं कषायं वातकोपनम् । विष्टग्भि
दुर्जरं शीतं रक्तपित्तप्रदूषणम् । राजवल्लभः ।

भस्मातकानि तीक्ष्णानि पाकीन्यग्निसमानि च । भवन्त्यमृतकल्पानि
प्रयुक्तानि यथाविधि । कफजो न स रोगोऽस्ति न विवन्धोऽस्ति कश्चन । यं न
भस्मातकं हन्याच्छौघं मेधाग्निवर्द्धनम् । चरकः—(चिः १ अः) ।

रसायनार्थं भस्मातकफलम्—भस्मातकानि अनुपहतानि अनामयानि
आपूर्णरसप्रमाणवीर्याणि पक्वजाम्बवप्रकाशानि शुची शुक्ले वा मासे संगृह्य
यवपल्लवे माषपल्लवे वा निधापयेत् । तानि चतुर्मासस्थितानि सहसि सहस्ये
वा मासे प्रयोक्तुमारभेत । शीतस्निग्धमधुरोपस्कृतशरीरः पूर्वं दशभस्मात-
कान्यापोथ्याष्टगुणेनाम्भसा साधु साधयेत् । तेषां रसमष्टभागावशिष्टं पूतं
सपयस्कं पिवेत् सर्पिषान्तमुखमभ्यज्य । (चिः १ अः) । चरकः ।

अर्शःसु भस्मातकफलम्—“भस्मातचूर्णयुक्तं वा शक्तुमन्यमलवणं तक्रेण”
(चिः ६ अः) । अर्शःसु भस्मातकविधानम्—“भस्मातकानि परि-
पक्वानि अनुपहतानि आहृत्यैकमादाय द्विधा त्रिधा चतुर्धा वा छेदयित्वा
कषायकल्पेन विपाच्य कषायस्य शुक्ति मनुष्यां घृताभ्यक्ततालुजिह्वौष्ठः प्रातः
प्रातरुपसेवेत् । ततोऽपराह्णे क्षीरं सर्पिरोदन इत्याहारः । एवमेकैकं
वर्द्धयेत् यावत् पच्येति” । (चिः ६ अः) । (२) सर्वकुष्ठेषु भस्मातक-
फलम्—“भस्मातकाभयाविडङ्गसिद्धं वा सर्वेषाम् । भस्मातकतैलं वेति” ।

(চি: ৫ ষ:) । (২) পল্লনে বিপ্রসংসৃষ্টে ভল্লাতকপুষ্পম্—“* পুষ্পং ভল্লাতকস্য বা” (ক: ১ ষ:) । সুশ্রুত: ।

কাফগুলমে ভল্লাতকচূতম্—“ভল্লাতকাৎ কল্ককষায়পক্কম্ । সর্পি: পিবেৎ শর্কারয়া বিমিশ্রম্ । তদ্রক্তপিত্তং বিনিহন্তি পীতম্ । বলাসগুল্লম্ মধুনা সমেতম্ । (গুল্ল—চি:) । (২) কুষ্ঠে ভল্লাতকফলম্—“পল্ল ভল্লাতকাংস্কৃত্বা সাধয়েদ্বিধিবজ্জলে । তং কষায়ং পিবেচ্ছীতং চূতেনাক্ষৌষ্ঠ- তালুক:” । (কুষ্ঠ—চি:) (২) দুন্দুলুমে ভল্লাতকফলরস:—“ভল্লাতক- বৃহতী * ফলেভ্য একেন । মধুসহিতেন বিলিসং সুরপতিলুপং শমং য়াতি” (কুষ্ঠরোগ—চি:) । চক্রদত্ত: ।

শ্লীহোদরে ভল্লাতকবীজম্—“ভল্লাতকাভয়াজাজীগুড়েন সহ মৌদক: । সমরাত্রান্নিহন্ত্যাশ্ব শ্লীহাণমতিদারুণম্” । বহুসেন: ।

ভল্লাতকের ভাষানাম—বা:—ভেলা । হি:—ভিলাবা । ম:—বিববা, বিক্বা, বিক্বে । গু:—ভিলামাং । ক:—কেরবীজ । তৈ:—নাল্লাজীড়ী । উ:—ভল্লিপ । তা:—শোনকোট্টই । ফা:—বিলাহুর । অ:—হবুল্ কল্প ।

ভল্লাতকের পরিচয়জ্ঞাপিকা সংজ্ঞা—“শৈলবীজ” (শৈলপ্রভব), “তৈলবীজ,” “পৃথবীজ,” “ধনুর্বীজ,” “বীরতরু” (বহুকীরতহেতু ইহার কাষ্ঠ ছেদকের ত্পর্শ) । গুণপ্রকাশিকা—“অরুক্ষর,” “(ত্রণজনক),” “বাতারি,” “কুমিষ্ম,” “অর্শোহিত,” “শোককৃৎ” ।

বর্ণন—বীরভূম, হাজারিবাগ, বালেশ্বর অঞ্চলে ভল্লাতকবৃক্ষ প্রচুর জন্মে । ইহার বৃক্ষ অতি উচ্চ হয় । কাণ্ড সরল, কাণ্ডত্বক্ ধূসরবর্ণ, কুদ্রশাখা বহুসংখ্যক, পত্র কুদ্রশাখায়ে দলবদ্ধ, লম্বাচোড়া, পত্রাগ্র গোল, পত্রপৃষ্ঠ খেঁতাভ । পুষ্প, দীর্ঘ পুষ্পদণ্ডস্থিত, কুদ্র, হরি- দাভ পীতবর্ণ । ফল ত্রুপিণ্ডাকৃতি উজ্জলকৃষ্ণবর্ণ, ভিতরে রস থাকে—এই রস ফলের অপকাবস্থায় তৃষ্ণবৎ শুভ্র এবং পকাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ । ফলবৃন্তাগ্র, মাংসল, প্রায় ফলতুল্যাকৃতি, মন্থন, পকাবস্থায় পীতবর্ণ, ইহার উপরি ফল অধিষ্ঠিত থাকে । বৈদ্যকে ইহাই ভল্লাতক- বৃক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে । ভল্লাতকের কাষ্ঠে প্রচুর আঠা থাকে বলিয়া ইহার ছেদন- কার্য নিরাপদ নহে । ভল্লাতকপুষ্পপরাগ মদকারক এবং শোধ ও কণ্ডুপাদক ।

পুষ্টিত ভল্লাতকবৃক্ষতলে শয়ন করিলে কিম্বা পুষ্পপরাগবাহী বায়ু সেবন করিলে মুখ ও হস্তপদ ক্ষীত হইয়া থাকে। এবং কচিং মূত্বেয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইজন্য লোকে “ভেলার হাওয়া” কে ভয় করে। পুষ্পকাল—বর্ষা, শীতে ফল পরিপক হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প, ফল, ফলবৃন্ত। শোধন প্রণালী—কুটীত ভল্লাতক-ফল ইষ্টকচূর্ণসহ ঘর্ষণ করিয়া স্নাতস্থলে স্থাপন করিলে বিশুদ্ধ হয়। নব্যোরা বলেন—ভল্লাতকফল জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল জলে ধোত করিয়া লইলেই শুদ্ধ হয়। ভল্লাতককাথ—সুপক ভল্লাতকফলের কাথ প্রস্তুত করিয়া অতিস্থূল বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলেই সেবনোপযোগী হইয়া থাকে। পরীক্ষা—যে ভল্লাতকফল জলে নির্মাজ্জিত হয় তাহাই উত্তম।

চরক—রসায়নার্থ ভল্লাতকফল—কীটাদি দ্বারা অনাক্রান্ত, পূর্ণরস, পূর্ণপ্রমাণ, পূর্ণবীৰ্য্য, পক্জম্বুফলতুল্য কৃষ্ণবর্ণ, ভল্লাতকফল জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে সংগ্রহ করিয়া যবরাশি বা মাঘরাশিতে স্থাপন করিবে এবং অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে উদ্ধৃত করিয়া প্রয়োগ করিবে। রোগী, শীত, স্নিগ্ধ, মধুর বস্তু সেবন করিবে। মুখকুহরে ঘৃত লেপন পূর্বক, ভল্লাতক কাথ ছন্ধের সহিত সেবন করিতে হইবে। কাথপ্রস্তুত প্রণালী—কুটীত ভল্লাতক ষত, তাহার ষোড়শগুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিবে। প্রথমে একটী হইতে আরম্ভ করিয়া (রোগীর শক্তি অনুসারে) মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। (চি: ১ অ:)। চরক সহস্র ভল্লাতক প্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অধুনা ২ তোলাই পূর্ণমাত্রা।

সুশ্রুত—অর্শে ভল্লাতক ফল—ভল্লাতকচূর্ণ শক্তুমূত্বেয় (যবাদিচূর্ণের নাম শক্তু, শক্তু গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া শীতলজলে তরলীকৃত হইলে, শক্তুমূত্বেয় বলে) সহিত মিশ্রিত করিয়া তক্রযোগে বিনালবণে পান করিবে। ইহা অর্শের হিতকর। (চি: ৬ অ:)। অর্শে ভল্লাতক বিধান—খণ্ডশঃকৃত ভল্লাতক ফলের শীতল কাথ ৪ তোলা, রোগী ঘৃতাভ্যক্ততালুজিহ্বোষ্ঠ হইয়া প্রাতে সেবন করিবে। অপরাহ্নে ছন্ধ, ঘৃত ও অন্ন সেবন করিবে। (চি: ৬ অ:)। সুশ্রুত একটী হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী ভল্লাতক সেবনের উপদেশ দিয়াছেন। (২) কুষ্ঠে ভল্লাতকফল—ভল্লাতক, হরিতকী ও বিড়ঙ্গের কাথ কিম্বা ভল্লাতক তৈল সর্বপ্রকার কুষ্ঠের পক্ষে হিতকর। (চি: ৯ অ:)। (৩) বিষমংসৃষ্ট-অঞ্জনে ভল্লাতকপুষ্প—ভল্লাতকপুষ্পের অঞ্জন, বিষহৃষ্ট অঞ্জন ব্যবহারজাত অকৃৎসাদি প্রশমিত করে। (কর: ১ অ:)।

চক্রদত্ত—কফগুল্মে ভল্লাতকঘৃত—ভল্লাতকফলের কাথ এবং কক দ্বারা পক গব্য-ঘৃত শর্করাযোগে রক্তপিত্তে এবং মধুযোগে ককগুল্মে সেব্য। (গুল্ম—চি:)। (২) কুষ্ঠে

ভল্লাতকফল—পাঁচটি ভল্লাতকের কাথ প্রস্তুত করিয়া, রোগী ঘৃতাভ্যক্তোষ্ঠতালু হইয়া পান করিবে। (৩) ইন্দ্রলুপ্তে ভল্লাতকরস—ইন্দ্রলুপ্তাক্রান্ত অঙ্গে মধুসহ ভল্লাতকরস লেপন করিবে। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—প্লাহোদরে ভল্লাতকফল—ভল্লাতকফল, হরীতকী ও কৃষ্ণজীরা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া, প্লীহরোগী সেবন করিবে। (উদর—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক বলিয়াছেন “ভল্লাতকানি তীক্ষ্ণানি পাকীন্যগ্নিসমানি চ। ভবন্ত্যমৃত-কল্পানি প্রযুক্তানি যথাবিধি”। ভল্লাতক অগ্নিতুল্য, কিন্তু যথাবিধি প্রযুক্ত হইলে ইহা অমৃত-কল্প। ভল্লাতক ফলের প্রলেপ ও তৈলের অভাঙ্গ ফোঁকা উৎপাদন করে। চরক, ভল্লাতক-পুষ্প, ফল ও রসকে আগস্ত শোথের হেতু বলিয়াছেন (সূঃ ১৮ অঃ)। ভেলার আঠা বাহির করিতে গিয়া, ভেলার ধূম গায়ে লাগিয়া, অনেকের গাত্রদাহ, শরীর শুষ্ক ও কৃষ্ণ এবং চর্ম লোল হইতে দেখা গিয়াছে। ভল্লাতক অতিমাত্রায় সেবিত হইলে রোগীর অতিঘর্ম, প্রবল পিপাসা; অত্যধিক দাহ, মূত্রকৃচ্ছ কচিং রক্তমিশ্রিত মূত্র, সদাহ কণ্ডুয়মান, কোঠোৎপত্তি (erythematous eruptions) এবং অতিসার জন্মিয়া থাকে। ঘর্ম, পিপাসা, দাহ, ভল্লাতকেরমাত্রা হ্রাস করিলেই প্রায় প্রশমিত হইয়া থাকে। কিন্তু রক্তমূত্রতা ও কোঠপ্রকাশ পাইলে ভল্লাতক সেবন বন্ধ রাখিতে হইবে। এবং ইহার প্রতিকারার্থ রোগীকে নারিকেল-ছূক্ষ বা নেম্বাপাতি ডাবের শাঁস শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করাইবে। তিল, ত্রিফলার জলও এতদর্থে সেবিত হইয়া থাকে।

নারিকেল তৈল গায়ে মাখিয়া ভল্লাতকের কাথাদিপাককার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলে আর বিপদের আশঙ্কা থাকে না। ভল্লাতকসেবীর বর্জ্য বস্তু—ভল্লাতকসেবী রৌদ্রসেবা, ব্যায়াম এবং আমিষ ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে। প্রচুর ঘৃত ছূক্ষ ব্যবহার এবং লবণ ও জল পরিত্যাগপূর্বক ভল্লাতক সেবনে অল্পকালের মধ্যে অধিক ফল পাইতে দেখা গিয়াছে। রসায়নার্থ ভল্লাতক সেবনের পক্ষে শীতকালই প্রশস্ত।

চরক—ভেদনীয়, দীপনীয়, কুষ্ঠঘ্ন এবং মূত্রসংগ্রহণবর্গে ভল্লাতক পাঠ করিয়াছেন। ভল্লাতকতৈলের গুণোল্লেখ প্রসঙ্গে রাজনিঘণ্টুকার লিখিয়াছেন—“ভৃশোষণে তিক্ত-কটুনী তুষ্ণরাক্করোদ্ভবে”।

Constituents.—The almonds contain a small quantity of sweet oil; the pericarp contains a vesicating oil 32 p. c., soluble in ether, which blackens on exposure to the air. It resembles the oil obtained from *Anacardium occidentale*,

Actions and uses.—The black thick juice of Bhilamo, is chiefly used as a stimulant; locally caustic and vesicant. As a local stimulant it is applied for the relief of rheumatic pains, leprosy affections, inflammation of bones and joints, bruises and sprains. When applied over the skin it causes intense pain and swelling, its thin epidermis causes deep bluish coloured vesicles and intractable sore. The mark does not disappear for many months or even for life. The pain of the application is best relieved by salines internally and lead lotion externally; the whole fruit or the seed is edible, like that of the cashew. It is boiled and then washed with cold water before use. The oil obtained from it mixed with butter or oil, is used by the natives as stimulant, narcotic, digestive, alterative and nervine tonic, and given in dyspepsia, worms, nervous debility, asthma and epilepsy. As an alterative it is given in scrofula, venereal diseases and leprosy, and to relieve asthmatic attacks. Sometimes the fruit is heated in the flame of a lamp and the oil allowed to drop in milk. This is given in cough due to the relaxed uvula and palate. Its internal use requires great caution. It is used locally to procure abortion. The vapour of the burning pericarp is applied to cold swelling and to cure piles. The mature receptacle is fleshy and sweetish-sour; boiled and eaten with cocoanut and charonji as an aphrodisiac. (R. N. Khory, Part II., p. 171).

নব্যমত—ভল্লাতকের কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় রস তীক্ষ্ণ, ইহার প্রলেপে ফোকা ও ক্ষত জন্মে। আমবাতরোগীর ক্ষীত অঙ্গে, কুষ্ঠে, অস্থি ও অস্থিসন্ধির প্রদাহে এবং ঘৃষ্ট পিষ্ট ও বেদনারিহিত অঙ্গে, স্থানীয় উত্তেজক বলিয়া ইহার প্রলেপ ব্যবস্থা করা হয়। অঙ্গ এতদ্বারা প্রলিপ্ত হইলে তীব্রবেদনা এবং ক্ষীতি জন্মিয়া থাকে। ভল্লাতকফলের তনুত্বকের প্রলেপ দিলে গাঢ়নীলবর্ণ ফোকা পড়ে এবং যে ক্ষত হয় তাহা সহজ আরাম হয় না এবং ক্ষতরোপণ হইলেও বহুকাল অথবা যাবজ্জীবন ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। ভল্লাতক প্রলেপজাত যন্ত্রণা প্রশমনার্থে ক্ষারসেবন এবং “লেডুলোশন” দ্বারা তদঙ্গ সেচন করিবে। জলে সিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ নীতলজলে ধোত করিয়া লইলে, বৃন্তসহিত ভল্লাতক বা ভল্লাতকফল ভক্ষণযোগ্য হইয়া থাকে। ভল্লাতক তৈল মাখম বা তিলতৈলযোগে, উষ্ণ, মাদক, পাচক, রসায়ন এবং নার্ভের বলপ্রদ বলিয়া ঐক্যেন্দ্রীয় লোকে সেবন করিয়া থাকে। ইহা গ্রহণী, কৃমি, নার্ভের দুর্বলতা, শ্বাস এবং অগ্নিস্বারেও সেবিত হয়। রসায়নরূপে ইহা গণ্ডমালা, রক্তছটি, কুষ্ঠ এবং শ্বাসের ক্লেশ নিবারণার্থে প্রযুক্ত হয়। তালু ও “আল্জিবু” ক্ষীত এবং লঘিত হইলে যে কষ্টগ্রস্ত উৎকাসি জন্মে তাহাতে ভল্লাতকতৈল বিশেষ ফলপ্রদ। একটা সুপক ভল্লাতকফল হুচে কিছু করিয়া দীপশিখার দহ করিলে, তাহা হইতে যে তৈলবিন্দু করিত হইবে, তাহা হৃৎকের উপরি

পাতিত করিয়া সেই ছুঁ পান করাইবে। অতিসাবধানে চিকিৎসক ভল্লাতক সেবন করাইবেন। গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ভল্লাতকের বহিঃপ্রয়োগ কার্যকর। শোথগ্রস্ত শীতলঅঙ্গে এবং অর্শের বলিতে দক্ষ ভল্লাতক ফলের ধূম হিতকর। পরিপক ভল্লাতকবৃন্ত (receptacle) মাংসল এবং মধুরান্ন। জলে সিদ্ধ ভল্লাতকবৃন্ত, নারিকেল এবং “চরোঞ্জি” (charonji) সহ বৃষ্য খাণ্ডোষধরূপে সেবিত হইয়া থাকে। (আর, এন্, ফোরি, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃঃ)।

ভার্গী—ভার্গী ।

ভার্গী, ব্রাহ্মণ্যষ্টিকা—Siphonanthus Indica. Clerodendron Serratum.

অন্বর্থসংজ্ঞা:—“সুরূপা,” “কাসজিত্,” “বাতারি:,” “গর্দভশাকম্” ।

ভার্গী স্যাৎ স্বরসে তিত্তা চৌষা শ্বাসকফাপহা । গুল্মজ্বরাসৃগ্বাতপ্তী
যক্ষ্মাণং হন্তি পীনসম্ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু: ।

ভার্গী তু কটুতিত্তোষা কাসশ্বাসবিনাশনী । শোফত্রয়কমিগ্নী চ
দাহজ্বরনিবারিণী । রাজনিঘণ্টু: ।

ভার্গী রুচ্যা কটুস্তিত্তা রুচৌষা পাচনী লঘু: । দোপনী তুঘরা গুল্ম—
রক্তনুশাশযেদধুবম্ । শোথকাসকফশ্বাসপীনসজ্বরমারুতান্ । ভাব-
প্রকাশ: । ভার্গীতু শ্বাসকাসপ্তী । রাজবল্লভ: ।

প্রাণীমস্ব জ্বরং দাহং হিকাং দৌষত্রয়ং হরেৎ । নিঘণ্টুরলাকার: ।

প্ৰবাসে ভার্গীমূলত্বক্—“ভার্গীনাগরয়ো: কল্ক’ * । * অম্বুনা
পিবিত্” । (চি: ২১ প:) । “লিঙ্গাত্ শীত্রেণ ভার্গী বা সর্পির্মধুসমায়ুতাম্” ।
সুশ্রুত: । (উ: ৫১ প:) । (২) কাসে ভার্গীমূলত্বক্—“* কৌষেণ
ভার্গীনাগরমম্বুনা” । (চি: ২২ প:) । চরক: ।

অপস্মারি ভার্গীমূলত্বক্—“ভার্গীশৃতে পচেৎ শীরে শালিতণ্ডুল-
পায়সম্ । ত্রাহং শুভায় তদ্বোজ্যং বরাহায়োপকল্যেৎ । জ্ঞাত্বা চ
মধুরৌভূতং তং বিষস্য তদুৎতরিত্ । ত্রৌণ্ভাগান্তস্য চূর্ণস্য কিণ্বভাগেন
সংসৃজিত্ । মণ্ডোদকার্থং দেয়শ্চ ভার্গীকাথঃ সুশীতলঃ । শুভেকুম্ভে নিদ-
ধ্যাশ্চ সম্ভারং তং সুরাং ততঃ । জাতগন্ধাং জাতরসাং পায়য়েদাতুরং ভিষক্” ।
(উঃ ৬১ অঃ) । সুশ্রুতঃ ।

গণ্ডমালায়াং ভার্গীমূলত্বক্—“পিষ্টং ঞ্চেষ্টিম্বুনা মূলং লেপাত্
ব্রাহ্মণযষ্টিজম্” (গণ্ডমালা—চিঃ) । চক্রদত্তঃ ।

বাতকাসে ভার্গীমূলত্বক্—“ভার্গীকল্কৈর্ঘৃতশ্চাথ পচেৎপি চতুর্গুণে
ভার্গীরসং দ্বিগুণিতং বাতকাসহরং পরম্” । (কাস—চিঃ) । (২) কুরণ্ডে
ভার্গীমূলম্—“যবাম্বুনা তু সপিষ্টং মূলং ভার্গীয়াঃ প্রলেপনাৎ । কুরণ্ড
গণ্ডমালাশ্চ হন্যবশ্যং ন সংশয়ঃ” । (কুরণ্ড—চিঃ) । (৩) ব্রধ্বে
ভার্গীমূলম্—“ভার্গীমূলমখণ্ডন্তু পানাৎকুরণ্ডাৎ বাতজিত্” (ব্রধ্বে—চিঃ) ।
বঙ্গসেনঃ ।

ভার্গীর ভাষানাম—বাঃ—বামুনহাটী, ব্রহ্মযষ্টি । কোঃ—ভাম্ণী । হিঃ—ভারঙ্গী,
ব্রহ্মনেটী । মঃ—ভারঙ্গী । শুঃ—ভারঙ্গী । কঃ—কির্দেগু । তৈঃ—ভণ্টভারঙ্গী ।
নেপাঃ—চূয়া ।

ভার্গীর অর্থসংজ্ঞা—“স্বরূপা,” “কাসজিৎ,” “বাতারি,” গদভাষক” ।

বর্ণন—ভার্গী বস্তুর সর্বত্র প্রচুর জন্মে । কাণ্ড সরল, অশাখ অথবা অত্যন্ন সূক্ষ-
শাখাবিত । পত্র,—কাণ্ডের চতুর্দিকে স্তরে স্তরে বিস্তৃত, প্রতি স্তরে চারিটা পত্র থাকে,
অপ্রশস্ত, দীর্ঘ, পত্রোদর গাঢ়হরিৎ, পত্রপৃষ্ঠ কিকেসবুজ, পত্রপ্রান্ত তরঙ্গাক্রিত, পত্রবৃন্ত, কাণ্ড
গ্রাস করিয়া থাকে । পুষ্প, বিকসিত মাঝে শুভ্র, পরে নবনৌতবর্ণ । ফল, প্রশস্ত, রক্তিত
কুণ্ডোপরি স্থিত, চারিভাগে বিভক্তাবয়ব, প্রতি বিভাগে মটরের মত বীজ থাকে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্ । মাত্রা—চূর্ণ—১—৪ আনা । কাথ ৫—১০ তোলা ।

বৈদ্যকে ভার্গীর ব্যবহার।

চরক—শ্বাসে ভার্গীমূল—শ্বাসরোগী ভার্গীমূলত্বক্ ও শুঁঠের চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। (চি: ২১ অ:)। শ্বাসরোগী মধু ও গব্যঘৃত সহ ভার্গীমূলত্বক্চূর্ণ সেবন করিবে। (স্মৃশ্রুত—উ: ৫১ অ:)। (২) কাসে ভার্গীমূলত্বক্—কাসরোগী ভার্গীমূলত্বক্ এবং শুঁঠচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। (চি: ২২ অ:)।

স্মৃশ্রুত—অপস্মারে ভার্গীমূলত্বক্—ক্ষীরপরিভাষানুসারে ভার্গীমূলত্বকের কাথ করিয়া, এই কাথে শালিতগুলের পায়স পাক করিবে। একটা বরাহকে তিন দিন উপবাস করাইয়া, এই পায়স ভোজন করাইবে। ভোজনাশ্তে বরাহের শরীরে লাল-স্রাবাদি বিষলক্ষণ প্রকাশ পাইলে, বাস্ত পায়সান গ্রহণ করিবে। এই অন্ন ৩ ভাগ, সুরাবীজ ১ ভাগ, স্নীতল চতুর্দশগুণ ভার্গীকাথসহ মিশ্রিত করিয়া শুদ্ধকুণ্ডে স্থাপন করিবে। অনন্তর জাতগন্ধ জাতরস এই সুরা অপস্মাররোগীকে সেবন করাইবে। (উ: ৬১ অ:)।

চক্রদত্ত—গণ্ডমালায় ভার্গীমূলত্বক্—তুল্লোদকে পিষ্ট ভার্গীমূলত্বকের প্রলেপ গণ্ডমালার পক্ষে হিতকর। (গণ্ডমালা—চি:)।

বঙ্গসেন—বাতকাসে ভার্গীঘৃত—দ্বিগুণ ভার্গীমূল স্বরস এবং ভার্গীকক্‌সহ যথাবিধি পক গব্যঘৃত বাতকাসহর। (কাস—চি:)। (২) কুরণ্ডে ভার্গীমূল—যবকাথে পিষ্ট ভার্গীমূলত্বকের প্রলেপ অবশ্য কুরণ্ড নাশ করে। (কুরণ্ড—চি:)। (৩) বধ্নে ভার্গীমূল—ভার্গীর সূক্ষ্ম মূল ও শাখা খণ্ড খণ্ড করিয়া কিম্বা ভার্গীমূল টুকরা টুকরা করিয়া সেবন করিলে “কুঁচ্কি ফুলা” আরাম হয়। (ব্রথ—চি:)।

বক্তব্য—ভার্গীর ল্যাটিন নাম নির্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয় (ডিমক্ ৩য় খণ্ড, ৬৯ পৃ:)। বক্তের কবিরাজগণ যে উদ্ভিদ ভার্গীনামে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা ব্লকসূবর্গ বর্ণিত *Siphonanthus Indica* ভিন্ন আর কিছুই নহে।

Constituents.—Strach, a peculiar bitter principle, acrid resin and fatty matter.

Actions and uses.—Stimulant, tonic and alterative; given in dyspepsia, catarrhal affection of the lungs, scrofula and rheumatism. (R. N. Khory, Part II., p. 470).

নব্যমত—বায়ুনহাটীর মূল, উষ্ণ, বল্য ও রসায়ন। ইহা গ্রহণী, কৃপ-কৃসগত কফ-রোগ, গণ্ডমালা এবং আমবাতে সেব্য। (আনু. এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃ: ।)

भूनिम्ब—भूनिम्बः ।

किराततिक्तकः, अनार्यतिक्तः—Swertia Chirata, Gentiana Cherayta.

अस्य भेदः—नैपालः ।

अन्वर्थसंज्ञाः—भूनिम्बस्य—उत्पत्तिवोधिका—“पार्वतः” ; परिचयज्ञापिका—“हैमकाण्डः” ; गुणप्रकाशिका—“छर्दिन्नः” । नैपालस्य—गुणप्रकाशिका—“नाडीतिक्तः” ; “अर्द्धतिक्तः,” “ज्वरान्तकः,” “सन्निपातहा,” “निद्रारिः” ।

किरातकः रसे तिक्तो सरः शीतोलघुस्तथा । श्लेष्मपित्तास्रशोफादिकासदृशाज्वरापहः । धन्वन्तरौयनिघण्टुः ।

भूनिम्बो वातलस्तिक्तः कफपित्तज्वरापहा । व्रणसंरोपणः पथ्यः कुष्ठकण्डूतिशोफनुत् । नैपालनिम्बः शीतोष्णो योगवाहो लघुस्तथा । तिक्तोऽतिकफपित्तास्रशोफदृशाज्वरापहः । राजनिघण्टुः ।

किरातः सारको रुक्षः शीतलस्तिक्तको लघुः । सन्निपातज्वरखासकफपित्तास्रदाहनुत् । कासशोथदृषाकुष्ठज्वरव्रणक्षमिप्रणुत् । भावप्रकाशः ।

भूनिम्बो वातलो रुक्षः कफपित्तज्वरापहः । राजवल्लभः ।

रक्तपित्ते भूनिम्बः—“किराततिक्तं क्रमुकं * । पृथक् पृथक् चन्दनयोजितानि । तेनैव कल्पेन हितानि तत्र” । (चिः ४ अः) ।

(२) शोथे भूनिम्बः—“हन्यात् त्रिदोषं चिरञ्च शोफं । कल्कश्च भूनिम्बमहीषधस्य” (चिः १७ अः) । (३) स्तन्यशुद्धये भूनिम्बः—“स्तन्यशुद्धये * किराततिक्तकजायं * । (चिः ३० अः) । चरकः ।

গর্ভোপদ্রবভূতে বমনে ভূনিষ্বঃ—“পৌতৌ ভূনিষ্বকল্লম্ব শর্করা-
সমভাগতঃ । ছর্দিং হরৈষ্ব হৃত্ক্লেশং মধুনা বা সমন্বিতঃ” । (চি: ৫ অ:) ।
হারীতঃ ।

ভূনিষ্বের ভাষানাম—বাঃ—চিরেতা । হি—চিরায়তা । মঃ—কিরাইত, কাড়ে-
কিরাইত, ফলকিরাইত । গুঃ—করিয়াতু । কঃ—নেলবং উচু । তৈঃ—নেলানেয়ু । ফাঃ
—নেনিহাদ । অঃ—কস্ববুঝ্ ঝারিরঃ ।

ভূনিষ্বের অন্বর্থসংজ্ঞা—উৎপত্তিবোধিকা—“পার্কত” । পরিচয়জ্ঞাপিকা
—“হৈমকাণ্ড” । গুণপ্রকাশিকা—“ছর্দিয়” । নৈপালের—গুণপ্রকাশিকা—
“নাড়ীতিক্ত,” “অর্দ্ধতিক্ত,” “জরাস্তক,” “সন্নিপাতহা,” “নিদ্রারি” ।

ভূনিষ্বের ভেদ—নিঘণ্টুতে দুই প্রকার ভূনিষ্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—ভূনিষ্ব এবং
নৈপাল । নৈপালজাত ভূনিষ্বকে নৈপাল বলে । নৈপাল “অর্দ্ধতিক্ত,” “জরাস্তক,”
“সন্নিপাতহা” এবং “নিদ্রারি” । ভাবপ্রকাশাদি পরবর্তী সংগ্রহকারগণ ভূনিষ্বের ভেদস্বীকার
করেন নাই ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্ররূপ । মাত্রা—চূর্ণ—১—৪ আনা । কাথ—৫—১০ তোলা ।

বৈদ্যকে ভূনিষ্বের ব্যবহার ।

চরক—রক্তপিত্তে ভূনিষ্ব—চন্দন ও ভূনিষ্বের কাথাদি বিবিধ কল্পনা রক্তপিত্ত
প্রশমক (চি: ৪ অ:) । (১) শোথে ভূনিষ্ব—ভূনিষ্ব ও গুঁঠের কক ত্রিদোষজ শোথ
নষ্ট করে (চি: ১৭ অ:) । (২) স্তন্যশুদ্ধার্থ ভূনিষ্ব—ভূনিষ্বের কাথ প্রসূতিকে পান
করাইলে প্রসূতির স্তনের বিশুদ্ধতা জন্মে । (চি: ৩০ অ:) ।

হারীত—গর্ভোপদ্রবভূতবমনে ভূনিষ্ব—চিনি ও চিরতাচূর্ণ সমভাগে লইয়া
সেবন করিলে কিম্বা চিরতাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে, গর্ভাবস্থায় বমন প্রশমিত
হয় (চি: ৫০ অ:) ।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয়, স্তন্যশোধন এবং তৃক্ষানিগ্রহণবর্গে এবং সূক্ষত
আরম্ভাদিগণে ভূনিষ্ব পাঠ করিয়াছেন । জীর্ণজরহর তৈলে এবং সূদর্শনচূর্ণে ভূনিষ্বের ভূরি
প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ।

Constituents.—Ophelic acid, an amorphous bitter principle, chiratin,
a yellow bitter glucoside; resin, gum, carbonates and phosphates of
potash, lime and magnesia; ash 4—6 p. c.; no tannin.

Actions and uses.—Like Cinchona and other bitter tonics it is bitter stomachic, laxative, anthelmintic and febrifuge. It excites the appetite, strengthens digestion, but does not constipate; it diminishes flatulence and hyperacidity; removes biliousness; given in atonic dyspepsia, liver troubles, acidity of the stomach and flatulence, gout in intermittent and other fevers. In combination with acids, alkalies and aromatics, it is given in bilious affections, and in burning heat of the body. The compound powder Sudarshana Churna is a popular native remedy for chronic fevers; as a laxative and alterative it is given in Scrofula and general malaise. (R. N. Khory, Part II., p. 413).

নব্যমত—সিঙ্কোনা এবং অন্যান্য তিক্তবল্য ভেষজের মত চিরতাও পাচক, মূত্র-
রেচক, কৃমিঘ্ন এবং জ্বরঘ্ন। ইহা কুধাবর্দ্ধক, পরিপাকশক্তি-দাতা কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধকারী নহে।
চিরতা আধানহর এবং অন্নবিদাহের আতিশয্য হ্রাস করে। ইহা পিত্তদোষনাশক এবং যকৃৎ,
গ্রহণী বিশেষ (Atonic dyspepsia), অন্নপিত্ত, আধান, বাত, জীর্ণজ্বর এবং অন্যান্য জ্বরে
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিরতা, ক্লার এবং সুগন্ধি ভেষজসহ পিত্তবিকার এবং দাহে সেব্য।
“সুদর্শনচূর্ণ” পুরাণজ্বরের সর্বজনপরিচিত মহৌষধ। এই ঔষধ রেচক এবং রসায়ন।
সুদর্শনচূর্ণ গণ্ডমালা এবং ধাতুভৈষম্যেও সেবিত হইয়া থাকে। (আর, এন্, কোরি,
২য় খঃ, ৪১৩ পৃঃ)।

ভৃঙ্গরাজত্রয়—মৃঙ্গরাজত্রয়ম্ ।

মৃঙ্গরাজঃ, মার্কাবঃ, কেশরাজঃ—Eclipta Alba, E. Prostata,
E. Erecta (শ্বেতপুষ্পঃ)। Wedelia Calendulacea (পীতপুষ্পঃ)।

ভেদাঃ—শ্বেতপীতনীলপুষ্পভেদাত্ ত্রয়োমৃঙ্গরাজাঃ সন্তি ।

সামান্যান্বর্থসংজ্ঞা—“কেশরাজনঃ,” “কুন্তলবর্দ্ধনঃ”। শ্বেতপুষ্পস্য
—“পিত্তপ্রিয়ঃ”।

মৃঙ্গরাজঃ সমাখ্যাতস্তিক্তোণী হৃদয় এব চ । কফশোফামপাণ্ডু-
ত্বগৃহ্মদ্রোগবিঘ্ননাশনঃ । ধন্বন্তরীযনিঘ্নস্তুঃ ।

মৃঙ্গরাজাসু চতুষ্টয়াস্তিক্তোণীঃ কেশরাজনাঃ । কফশোফবিঘ্ননাশ তত্র
নীলো রসায়নঃ । রাজনিঘ্নস্তুঃ ।

शृङ्गारः कटुकस्तीक्ष्णो रुक्षोष्णः कफवातनुत् । केश्यस्त्वच्यः क्षामिष्वास-
कासशोथामपाण्डुनुत् । दन्त्यो रसायनो वल्यः कुष्ठनेत्रशिरोर्त्तिनुत् ।
भावप्रकाशः ।

शृङ्गराजस्तु चक्षुष्यः केश्यः पाण्डुकफापहः । तद्गुणः केशराजोऽपि
वञ्चिकश्चरसायनः । राजवल्लभः ।

कफजकासे शृङ्गराजः—“* शृङ्गराजवार्त्ताकुजाः रसाः । सक्षौद्राः
कफकासघ्नाः *” (चिः २२ अः) । चरकः ।

कासप्रवासयोः शृङ्गराजः—“तैलं दशगुणे सिद्धं शृङ्गराजरसे शुभे ।
सेव्यमानं यथान्यायं श्वासकासौ व्यपोहति” (उः ५१ अः) । सुश्रुतः ।

रसायनार्थं शृङ्गराजः—ये मासमेकं स्वरसं पिवन्ति । दिने दिने
शृङ्गरजः समुत्थम् । क्षीराग्निनस्ते वलवीर्ययुक्ताः । समाः शतं जीवित
माप्नुवन्ति ॥ (उः ३६ अः) । (२) शिवले शृङ्गराजः—“मार्कवमथवा
खादेद्भृष्टं तैलेन लोहपात्रस्थम् । वीजकमृतञ्चदुग्धं तदनु पिवेच्छिव-
नाशाय । (चिः २० अः) । वाग्भटः ।

अम्लपित्ते शृङ्गराजः—“पथ्याशृङ्गरजसूर्णं युक्तं जीर्णगुडेन तु ।
जयेदम्लपित्तजन्यां छर्द्दिमन्त्रविदाहजाम्” । (अम्लपित्त—चिः) । (२) वराह-
दशनाब्दे विसर्पे शृङ्गराजमूलम्—“रजनौमार्कवमूलं पिष्टं शोतेन वारिषा-
तुखम् । हन्ति विसर्पं लेपाद्दराहदशनाह्वयं घोरम्” ॥ (शुद्धरोग—चिः) ।
(३) केशानां कृष्णीकरणे शृङ्गराजपुष्पम्—“शृङ्गपुष्पं जवापुष्पं मेवी-
दुग्धप्रपेषितम् । तेनैवालोडितं लोहपात्रस्थं भूम्यधःकृतं । सप्ताहादुद्धृतं
पश्चाद्शृङ्गराजरसेन तु । आलोष्याभ्यज्य च शिरो वेष्टयित्वा वशीविशाम् ।
प्रातस्तु चालनं कार्थमेवं स्यात्सूर्द्धरक्षणम्” ॥ (शुद्धरोग—चिः) ।
(४) पलिते शृङ्गराजः—“क्षीरात् समार्कवरसाद्द्विप्रस्थे मधुकात् पले ।
तैस्य कुडवं पक्षं तत्रस्थं पलितापहम्” । (शुद्धरोग—चिः) ।

(৫) নক্তান্ম্যে কেশরাজঃ—“কেশরাজান্বিতং সিদ্ধং মত্‌স্বাণ্ডং হস্তি ভঞ্চিতম্ ।
নক্তান্ম্যং নিয়তং নৃশাং সমাহাত্‌ পথ্যসেবিনাম্” । (নেত্ররোগ—চি) ।
চক্রদত্তঃ ।

সাস্ত্রামাতিসারে কেশরাজঃ—“কেশরাজসমুদ্ভূতা জলেণ মুটিকা-
ক্ৰতা । স্নেহেৎ সামমতীসারং সশূলং সাস্ত্রমাশু চ । (স্নেহিতসার—চি:) ।
(২) প্রসবান্তয়োনিশূলে ভৃঙ্গরাজমূলম্—“বিল্বমার্করজং মূহং কল্কং
মধ্যেণ পায়য়েৎ । তেন যোনিগতং শূল মাশু শাম্যতি যোষিতাম্” । (স্নী-
রোগাধিকার:) । বঙ্কসেনঃ ।

উপদংশে ভৃঙ্গরাজঃ—“* ভৃঙ্গরাজরসেন বা । ব্রহ্মপ্রদ্বালনং কার্য্য
সুপদংশপ্রশান্তয়ে ॥ (উপদংশ—চি:) । (২) সূর্য্যাবর্ত্তে ভৃঙ্গরাজঃ—
ভৃঙ্গরাজরসস্ফাঙ্গীক্ষীরতুল্যস্ফাঙ্গীকৃতাপিতঃ । সূর্য্যাবর্ত্তে নিহন্ত্যাশু মস্বেনৈব
প্রয়োগরাট্ ॥

ভৃঙ্গরাজের ভেদ— নিঘণ্টুতে ভৃঙ্গরাজের পর্যায়ে কেশরাজ শব্দ পঠিত হইয়াছে ।
ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ পৃথক্ উদ্ভিদ নহে । পুষ্পের বর্ণভেদে ভৃঙ্গরাজ তিন প্রকার—শ্বেত,
পীত এবং নীল । শ্বেতপুষ্প-ভৃঙ্গরাজই কেশরাজ (কেশুভে) নামে খ্যাত । রাজবল্লভ
ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজের গুণ পৃথক্ নির্দেশ করিয়াছেন । তাবপ্রকাশে ভৃঙ্গরাজের ভেদের
উল্লেখ নাই । পীতপুষ্প ভৃঙ্গরাজ ভীমরাজ্ নামে প্রসিদ্ধ । নিঘণ্টুতে নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ
রসায়ন । নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ আমি প্রত্যক্ষ করি নাই । কোরি বলেন—“শ্বেতপুষ্পভৃঙ্গরাজের
ডাঁটা কাল হইলেই কৃষ্ণভৃঙ্গরাজ নামে কথিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ নাই ।
শ্বেতপুষ্পভৃঙ্গরাজের পুষ্পের গুল্ল দলগুলি পতিত হইলে, উহার নীল বা কৃষ্ণবর্ণ ফলকেই
লোকে পুষ্প মনে করিয়া, শ্বেতপুষ্পভৃঙ্গরাজকেই নীলপুষ্পভৃঙ্গরাজ বলিয়া কল্পনা করে” ।
কোরির এই সিদ্ধান্ত নিঘণ্টু বিক্রম ।

ভৃঙ্গরাজের ভাবানাম—বাঃ—ভীমরাজ্, কেশুভে । কোঃ—ছোটভৃঙ্গরাজ,
কালাকেশুরি । হিঃ—ভাঙ্গরা, ভঙ্গরা, ভেঙ্গরিয়া, ভঙ্গরৈয়া, কুকুরভাঙ্গরা । মঃ—মাকা ।
শুঃ—ভাঙ্গরো । কঃ—গরুগমক । তেঃ—গুটকলগরচেট্ট, ভৃঙ্গরাজগুচেট্ট । উঃ—কলা-
কেশরাজ । কাঃ—কম্বর । জঃ—হজীজ ।

ভৃঙ্গরাজের অন্বর্থসংজ্ঞা—“কেশরজন,” “কুস্তলবর্জন” । শ্বেতপুষ্পের—
“পিতৃপ্রিয়” ।

বর্ণন—ভৃঙ্গরাজদ্বয় (ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ) দণ্ডারমান বা ভুলুষ্ঠিত কুপ । সরস ভূমিতে জন্মে । উভয়েরই কাণ্ড ও পত্র অতিসূক্ষ্ম শুভ্র রোম আছে । রোমবাহ্য-
হেতু কেশরাজাপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র কর্কশতর । কেশরাজাপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পত্র
চৌড়া, কেশরাজের পত্রাংশ বৃন্তসন্নিকটে ক্রমশঃ অবসিত, ভৃঙ্গরাজের হঠাৎ অবসিত, উভয়েরই
পত্রবৃন্ত কাণ্ডগ্রাসী । কেশরাজাপেক্ষা ভৃঙ্গরাজের পুষ্পবৃন্ত দীর্ঘতর—ভৃঙ্গরাজের পুষ্প
হরিদ্রাবর্ণ, কেশরাজের শ্বেতবর্ণ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রকুপ । মাত্রা—স্বরস—১-২ তোলা । চূর্ণ—১-৪ আনা ।

বৈদ্যকে ভৃঙ্গরাজের ব্যবহার ।

চরক—কফজকাসে ভৃঙ্গরাজস্বরস—মধুসহ ভৃঙ্গরাজের রস কফকাসে হিতকর ।
(চি: ২২ অ:) ।

সুশ্রুত—কাসশ্বাসে ভৃঙ্গরাজ—তৈলের দশগুণ ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত
যথাবিধি পক তিলতৈল সেবন করিলে কাসশ্বাস প্রশমিত হয় । (উ: ৫১ অ:) ।

চক্রদত্ত—অগ্নিপিত্তে ভৃঙ্গরাজ—ভৃঙ্গবৃন্তের বিদাহ পাক হইয়া, যে অগ্নিপিত্তরোগীর
আহারান্তে বমন হয়, তাহাকে হরীতকী ও ভৃঙ্গরাজচূর্ণ সমভাগ পুরাণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন
করাইবে । (অগ্নিপিত্ত—চি:) । (২) বরাহদশনাহ্ব বিসর্পে ভৃঙ্গরাজ—ভৃঙ্গরাজমূল ও
হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে, ঘোর বরাহদশনাহ্ব বিসর্প প্রশমিত হয় ।
(কুদ্ররোগ—চি:) । (৩) পলিতে ভৃঙ্গরাজ—হৃৎ ও ভৃঙ্গরাজরস মিলিত ৮ সের এবং যষ্টিমধু
কক ৮ তোলা সহ এক সের তিলতৈল যথাবিধিপাক করিবে । এই তৈলের নস্য গ্রহণ
করিলে কেশের অকালপকতা নিবৃতি পায় । (কুদ্ররোগ—চি:) । (৪) নক্তাক্ষ্যে
কেশরাজ—কেশরাজসহ কাজিকসিদ্ধ মৎস্যভিষ ভক্ষণ করিলে রাতকাণা আরাম হয় ।
(নেত্ররোগ—চি:) ।

বঙ্গসেন—আমরক্তাতিসারে কেশরাজ—আমরক্তাতিসারে কেশরাজজলের সহিত
উত্তমরূপ পেষণ-পূর্বক পান করিবে । (অতিসার—চি:) । (২) প্রসবাস্ত্রযোনিশূলে
ভৃঙ্গরাজমূল—আয়ুর্কোদোক্ত কোন মদ্যের সহিত বিষ্ণুমূলস্বক্ এবং ভৃঙ্গরাজমূল সমভাগে
লইয়া, পেষণপূর্বক পান করিলে, প্রসবাস্ত্রের যোনিশূল প্রশমিত হয় । (স্ত্রীরোগ—চি:) ।

ভাবপ্রকাশ—উপদংশে ভৃঙ্গরাজস্বরস—ভৃঙ্গরাজস্বরসে উপদংশকৃত ধোত করিবে। (উপদংশ—চিঃ)। (২) সূর্য্যাবর্ত্তে ভৃঙ্গরাজ—মৌহ বা প্রস্তর পাत्रে ছাগীছন্ধ ও ভৃঙ্গরাজের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যাপক করিবে। ইহার নশু সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগের প্রশমক। বেলা বৃদ্ধির সহিত যে শিরোরোগ বর্দ্ধিত হয়, তাহার নাম সূর্য্যাবর্ত্ত।

Constituents.—A large amount of resin and alkaloidal principle, ecliptine.

Actions and uses.—Cholagogue similar in action to taraxacum. The expressed juice of leaves is tonic and alterative, and given with ajowan seeds in catarrh, cough, and enlargement of the liver and spleen. A paste of the plant is locally applied to chronic glandular swellings and to elephantiasis and in skin diseases. The expressed juice is dropped into the ears in earache. Mixed with castor oil, it is given to expel worms; also used to dye hairs black. (R.N.Khory, Part II., p. 361).

নব্যমত—ভৃঙ্গরাজস্বরস (কেশরাজ ও ভৃঙ্গরাজ) পিত্তনিঃসারক এবং “টারাক্সাকম্” তুল্য গুণবিশিষ্ট। পত্রের রস বল্য ও রসায়ন, যমানীর সহিত ইহা প্রতিশ্রায়, কাস এবং প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার প্রলেপ গ্রন্থিস্ফীতি, শ্লীপদ এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে উপকারী। ইহার রস বিন্দু বিন্দু কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয় এবং এরও তৈল সহ সেবন করিলে কোষ্ঠস্থিত কুমি পাতিত করে। শুভ্রকেশ কৃষ্ণীকরণার্থও ভৃঙ্গরাজস্বরস ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ৩৬১ পৃঃ।)

মঞ্জিষ্ঠা—মঞ্জিষ্ঠা ।

মঞ্জিষ্ঠা, লোহিতলতা—Rubia Munjistha.

অন্বর্থসংজ্ঞা:—পরিচয়জ্ঞাপিকা—“রক্তযষ্টি:,” “যৌজনবল্লী” ।

গুণপ্রকাশিকা—“রাগাঙ্ঘা,” “স্বরহন্দ্রী” । ব্যবহারজ্ঞাপিকা—
—“বস্ত্রভূষণা” ।

মঞ্জিষ্ঠা মধুরা স্বাদে কষায়োষ্মা গুরুস্তথা । কফোপত্রণমিহাস্ত-
বিষনেত্রামযাশ্চযেৎ । ঘন্বন্তরীযনিঘণ্টু রাজনিঘণ্টুশ্চ ।

মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বরবর্ণকাত্ । গুরুবর্ণাষা বিপন্নোন্মথীয়-
যোন্যদ্বিকর্ণকক্ ।—রক্তাতিসারকুষ্ঠাস্রবিসর্পত্রয়মেহনুত্ । ভাবপ্রকাশঃ ।

মঞ্জিষ্ঠা কুষ্ঠবৈষ্মর্যমথীয়নৌ মূত্রকচ্ছজিত্ । রাজবল্লভঃ ।

• মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠা—“মঞ্জিষ্ঠাচন্দনকষাযং মঞ্জিষ্ঠামেহিনং ।
(চি: ১১ অ:) । সুশ্রুতঃ ।

অঙ্গেষু মঞ্জিষ্ঠা—“অঙ্গেষু * মঞ্জিষ্ঠা বা সমাচ্চিকা” (শুদ্র-
রোগ—চি:) । চক্রদত্তঃ ।

মঞ্জিষ্ঠার ভাষানাম—বাঃ—মঞ্জিষ্ঠা । হিঃ—মঞ্জীঠ । মঃ—মংজিষ্ঠ । ঙঃ—মজীঠ ।
কঃ—মঞ্জিষ্ঠা । তৈঃ—মঞ্জিষ্ঠতিঠি, ভাববল্লী । তাঃ—মঞ্জিঠি । ফাঃ—কুনাস্ । অঃ—কুবহতু
দিবগ্ উরুকুস্ত্ বাগীন্ ।

মঞ্জিষ্ঠার অম্বর্থসংজ্ঞা—পরিচয়জ্ঞাপিকা—“ রক্তঘটি, ” “ যোজনবল্লী ” ।
গুণপ্রকাশিকা—“রাগাঢ্যা,” “অরহন্ত্রী” । ব্যবহারজ্ঞাপিকা—“বস্ত্রভূষণা” ।

বর্ণন—পর্বতময় ভূভাগ মঞ্জিষ্ঠার উৎপত্তিস্থান । নেপালে প্রচুর জন্মে । ইহার সুদীর্ঘ
লতা বৃক্ষাদি আশ্রয়পূর্বক প্রতানবিস্তার করে । পত্র দেখিতে অতি সুন্দর, পত্রশিরায় কুদ্র
বক্রাঙ্ককণ্টক আছে । পুষ্প অতিকুদ্র ও বহুসংখ্যক । ফল, পিঙ্গলীতুলের মত কুদ্র ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র লতা । মাত্রা—চূর্ণ ১—৪ আনা । কাথ—৫—১০
তোলা ।

বৈদ্যকে মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার ।

সুশ্রুত—মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিষ্ঠা—মঞ্জিষ্ঠামেহী খেতচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার কাথ পান
করিবে । (চি: ১১ অ:) ।

চক্রদত্ত—ব্যঞ্জে মঞ্জিষ্ঠা—মধুর সহিত পিষ্ট মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ ব্যঞ্জে (মেহেতার)
হিতকর । (কুদ্ররোগ—চি:) ।

বক্তব্য—চরক, বর্ণা, বিষ্ণু ও অরহরবর্ণে এবং সুশ্রুত প্রিয়ঙ্গুদিগণে মঞ্জিষ্ঠা
পাঠ করিয়াছেন ।

मदन—मदनः ।

मदनः—Randia Dumetorum. The Emetic Nut.

अन्वर्थसंज्ञाः—परिचयज्ञापिका—“शल्यकः,” “गोलफलः,”
“धाराफलः ।” गुणप्रकाशिका—“छर्दनः,” “विषपुष्पकः” । उत्-
पत्तिवोधिका—“श्वसनः” (“निर्जलेऽपि श्वसिति”) ।

मदनः कटुकस्तिक्तस्तथा चोष्णो व्रणापहः । श्लेष्मज्वरप्रतिश्यायगुल्मेषु
विद्रधीषुच । शोफस्यापि हरो वस्तौ वमने चेह शस्यते । धन्वन्तरीय-
निघण्टुः ।

मदनः कटुतिक्तोष्णः कफवातव्रणापहः । शोफदोषापहश्चैव वमने च
प्रशस्यते । राजनिघण्टुः ।

मदनोमधुरस्तिक्तो वीर्योष्णो लेखनो लघुः । वान्तिकृद् विद्रधिहरः
प्रतिश्यायव्रणान्तकः । रक्तः कुष्ठकफानाहशोथगुल्मव्रणापहः । भाव-
प्रकाशः ।

वमने मदनफलम्—“मदनफलं वमनास्थापनानुवासनोपयोगिनाम्”
(सूः २५ अः) । (२) अधोभागे रक्तपित्ते मदनफलपिप्पली—“फल-
पिप्पलीक्षीरं तेन वा क्षीरयवागूमधोभागे रक्तपित्ते” (कल्पः १ अः) ।
प्रयोगविधिः—“वमनद्रव्यानां मदनफलानि श्रेष्ठानि चाचक्षतेऽनपायि-
त्वात् । तानि वसन्तश्रीषयोरन्तरे पुष्याश्वयुग्भ्यां मृगशिरसा वा गृह्णीयात्
मैत्रे मुहूर्त्ते । यानि पक्वानि प्रहरितानि पाण्डूनि चक्रीनि चक्रीनि
चक्रीनि चक्रीनि तानि प्रगृह्य कुशपुटे वद्ध्वा गोमयेनालिप्य यवतुष-
माषशाखिकुसुमसुहृपर्णीनामन्यतमे निदध्यादष्टरात्रम् । अत उर्ध्वं मृदु-
भूतानि तानि मध्विष्टगन्धानि उद्धृत्य शोषयेत् । सुशुष्कानां फलानां
पिप्पली रक्षरेत् । तासां घृतदधिमधुपक्ष्मविष्टदितानां पुनः शुष्कानां

তাঙ্গাং নবকলসং সুপ্রস্তুতবালুক মরজস্ক্রমাঙ্কণং পূরয়িত্বা স্ববচ্ছন্নং স্বনুগুপ্তং
শিক্যে'বসজ্য স্থাপয়েৎ । (কল্য: ১ অ:) । দৃঢ়বলঃ ।

শুলে মদনফলম্—“নাভিলিপাক্ষয়েচ্ছূলং মদনঃ কাঙ্ক্ষিকান্বিতঃ”
(শুল—চি:) । চক্রদত্তঃ ।

মদনের ভাষানাম—বাঃ—ময়নাকাঁটার গাছ । কোঃ—ময়না । আঃ—কোং-
কোড়া । হিঃ—মৈনফল, করহর । ম—গেঠঠ । গুঃ—চোল । কঃ—বোনগরে রণয়,
বোনগরে এরু । তৈঃ—বসন্তকডিমিচেটু । তাঃ—মডুককরয় । উঃ—পাতর ।
নেপাঃ—মৈদল । ইং—এমিটিক্ নট । অঃ—জোজুকৈ ।

মদনের অর্থসংজ্ঞা—পরিচয়জ্ঞাপিকা—“শলাক,” “গোলফল,” “ধারা-
ফল” । গুণপ্রকাশিকা—“ছর্দন,” “বিষপুষ্পক” । উৎপত্তিবোধিকা—“মদন”
(নির্জল দেশেও জীবিত থাকে) ।

বর্ণন—মদনের বৃক্ষ নাতিশীত, শাখায় দৃঢ়, সরল কণ্টক বিদ্যমান । পত্র, প্রায়
অপমার্গতুল্য, পত্রবস্ত হ্রস্ব পত্রপ্রান্ত অথও কিঞ্চিৎ তরঙ্গায়িত । পুষ্প ক্ষুদ্র, হরিদাভ-
শ্বেত ; পুষ্পকাল জ্যৈষ্ঠ, শীতে ফল পরিপক হয় । ফল—গোল, আকারে নাশপাতির মত,
ভিতরে ৪ ভাগে ৪টা বীজ থাকে, পকফল পীতবর্ণ । কোচবিহারে মদনবৃক্ষ প্রচুর জন্মে ।
পক, পীতবর্ণ, ভূরিফলভারে অবনতশাখ মদনবৃক্ষ নিতান্ত নেত্রতৃপ্তিকর । কোচবিহারের
লোকে মদনফল আহার করে । পক মদনফল একটা খাইলেই গা ঘোরে এবং মনে হয়
যেন বমন হইবে । একত্র লোকে পক মদনফল কর্তন করিয়া বীজ পরিত্যাগপূর্বক ২১দিন
রোদ্রে রাখিয়া শুকন করে । রোদ্রে জ্বলন্ত শুকীকৃত মদনফল ৪ । ৫টা শুকন করিলেও যে
কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় না ইহা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছে । এমন কি ইহা বিরেচকও নহে ।

ঔষধার্থে ব্যবহার—বিশেষতঃ ফলপিপ্লী (ফলবীজ) । চরক মতে পক মদন-
ফলবীজ, এবং সুশ্রুত মতে মদনের পুষ্প, শলাটু এবং ফলপিপ্লী, বাস্তিকর । মদনফল-
বীজের সংগ্রহ ও সংস্কারবিষয়ক প্রস্তাবে দৃঢ়বল বলিয়াছেন—পক, পাণ্ডুবর্ণ, বৃহৎ, কীটাদি-
কর্তৃক অনাক্রান্ত মদনফল শুভদিনে সংগ্রহ করিয়া কুশপুটে বাধিয়া উপরি গোময়
লেপনপূর্বক লেপ শুক হইলে, যব, মাষকলায় বা কুলথকলায়ের রাশির ভিতর আট রাত্রি
রাখিবে, ফলগুলি কোমল এবং মধুগন্ধি হইবে । অতঃপর কুশপুট হইতে নিষ্কাশিত করিয়া
রোদ্রে শুক করিবে । শুক হইলে ফলের বীজ গ্রহণ করিবে । ঘৃত, দধি, মধু ও পিষ্টিকসহ
বীজগুলি উত্তমরূপ ঘর্ষণ করিয়া, পুনঃ শুক করিয়া, সূক্ষ্মত ধূলিবিবর্জিত মৃৎকলসের
আকর্ষণ পূর্ণ করিয়া শিকায় তুলিয়া রাখিবে এবং কার্যকালে এই ফলবীজ ব্যবহার করিবে ।

মতভেদ—নব্যেরা বলেন মদনফলের খোসা (thick shell) এবং বীজ (hard seed) বমনকারক নহে কেবল বিবিমিষাজনক—শুকফলশস্ত্রই (pulp or mucous)ই বাস্তিকর। শুকত দূরের কথা কিঞ্চিন্মাত্র আতপতপ্ত মদনফলশস্ত্র ভোজন করিলেও কোন উদ্বিগ্ন জন্মে না, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

মাত্রা—ফলবীজ ১—২ আনা।

বৈদ্যকে মদনফলের ব্যবহার।

চরক—বমনে মদনফল—বাস্তিকর ভেষজের মধ্যে মদনফল শ্রেষ্ঠ (কঃ ১ অঃ)।
যে যে রোগে মদনফলবীজ সেব্য তদ্বিবরণ চরক কল্পস্থানের ১মঃ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

চক্রদত্ত—শূলে মদনফল—কাঁজির সহিত পিষ্ট মদনফলে শূল রোগীর নাভি প্রলিপ্ত করিলে শূল প্রশমিত হয়। (শূল—চিঃ)।

Constituents.—An active principle, saponin, valerianic acid, wax, resin, and colouring matter.

Actions and uses.—A good substitute for Ipecacuanha. The dry pulp is emetic, the thick shell and hard seeds are not emetic at all. The native hakims give the pulp in combination with aromatics in dysentery, fever (ague), headache &c. It contains valerianic acid hence the tincture (ethereal tincture 1 in 5.—Dose 15—60 ms.) is used as a nervine calmative and antispasmodic in whooping cough and mania. The shell and seeds are cathartic and antelmintic, and used to remove biliousness and worms in children. The fruit is used to procure abortion and as a fish poison like coculus. A paste of it is locally applied as a discutient to disperse swellings and abscesses. (R. N. Khory—Part II., p. 342).

নব্যমত—মদন ইপিকাকুয়ানার উত্তম প্রতিনিধি। শুক ফলশস্ত্র (dried pulp) বাস্তিকর। ফলের খোসা বা বীজ বমনকারক নহে। দেশীয় হাকিমেরা মদনফলশস্ত্র অস্ত্রান্ত্র সুগন্ধিভেষজসহ, আম বা রক্তাতিসার, কম্পজ্বর ও শিরঃপাড়ায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে “ভেলেরিয়ানিক্” এসিড আছে অতএব ইহার বীজের টাংচার নাভের উত্তেজনপ্রশমক ও আক্ষেপহররূপে ঘুংড়িকাসি এবং মনোবিকারে ব্যবহৃত হইতে পারে। খোসা ও বীজ বিরেচক এবং কুমিঘ্ন—শিশুর পৈত্তিকপীড়া এবং কুমিতে প্রদেয়। কল গর্ভপ্রাব করণার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ফল মৎস্যের পক্ষে বিষ। ক্ষীতি কিম্বা ফোটেকে ফলের প্রলেপ দিলে উহা বিলীন হইয়া যায়। (আর, এন, ফোরি—২য়ঃ খঃ, ৩৪২ পৃঃ)।

मधुयष्टि—मधुयष्टिः ।

मधुयष्टिः, मधुकम्—Glycyrrhiza Glabra.

भेदः—कौतनकम्, कौतिका । “तल्लक्षणं कौतनकं कौतनं कौतिका
च सा । खलजा जलजाऽन्यातु मधुपर्णी मधूलिका” । धन्वन्तरीय-
निघण्टुः । आनूपस्थलजश्चैव कौतकं द्विविधं स्मृतम्” । (सूः १ षः) ।
चरकः ।

मधुयष्टिः स्वादुरसा शीतपित्तविनाशनी । वृथा शोषक्षयहरा विष-
च्छर्दिविनाशनी । यष्टिकायुगलं स्वादु तृष्णापित्तास्रजित् समम् ।
धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

“मधुरं यष्टिमधुकं किञ्चित् तिक्तञ्च शीतलम् । चक्षुष्यं पित्तहृद्यं शोष-
हृत्त्रणापहम् । कौतनं मधुरं रुच्यं वल्यं वृथं त्रणापहम् । शीतलं गुरु
चक्षुष्यमस्रपित्तापहं परम् । राजनिघण्टुः ।

यष्टिर्हिमा गुरुः स्वादी चक्षुष्या वलवर्णकत् । सुस्निग्धा शुक्रला केश्या
स्वर्द्या पित्तानिलास्रजित् । त्रणशोथविषच्छर्दिहृत्त्रणाग्निक्षयापहा ।
शोषदाहारुचिघ्नी च कासानाशु विनाशयेत् । भावप्रकाशः ।

रसायनार्थं यष्टौमधुकम्—“क्षीरेण यष्टौमधुकस्य चूर्णम्” । (चिः
१ षः) । (२) क्षतक्षीणे मधुकम्—“कल्पोऽथ शुण्ठीमधुकयोस्तथा”
(चिः १६ षः) । (३) हृद्रोगे मधुकम्—“यद्याह्निकातिक्तकरोहिणीभ्यां ।
कल्कं पिवेच्चापि सिताजलेन” । (चिः २६ षः) । (४) गर्भे शुष्के
शुष्यति बाले च मधुयष्टिः—“सिताकाशस्य मधुकैर्हितमुत्यापने पयः”
(चिः २८ षः) । (५) वातरक्ते मधुकम्—“सिद्धं (तैलं) मधुककाशस्य रसेर्व्या
वातरक्तशुत्” (चिः २९ षः) । चरकः ।

अर्द्धभेदके मधुकम्—“मधुकीनावपीडोवा मधुना सह संयुतः” (उः २६ अः) । (२) पाण्डुरोगे मधुकम्—“हितस्ययष्टीमधुकं कषायं । सूर्णं समं वा मधुनावलिच्छात्” (उः ४४ अः) । (३) अधोगे रक्तपित्ते मधुकम्—“यष्टीमधुकयुक्तञ्च सक्षौद्रं वमनं हितम्” (उः ४५ अः) । “पिवेदक्ष-समं कल्कं यष्टीमधुकमेव वा” (उः ४५ अः) । सुश्रुतः ।

रुधिरवमने मधुकम्—“यष्ट्याह्वचन्दनोपेतं सम्यक् क्षीरप्रपेषितम् । तेनैवालोष पातव्यं रुधिरच्छर्दिनाशनम्” । (छर्दि—चिः) । (२) सद्यो-व्रणे मधुकम्—“सद्यःक्षतव्रणं वैद्यः सशूलं परिसेचयेत् । यष्टीमधुक-कल्केन किञ्चिदुष्णेण सर्पिषा” । (व्रणशोथ—चिः) । (३) उदरे मधुकम्—“* भिषगत्वापि योजयेत् । सितां मधुकसंयुक्तां *” । (उदरे—चिः) । चक्रदत्तः ।

मूत्ररोधजे उदावर्त्ते मधुकम्—“* क्षीरं द्राक्षायष्टीमथाऽपिवा” (उदावर्त्त—चिः) । (२) सर्वेषु शिरोरोगेषु मधुकम्—“यष्टीमधुक-माषः स्यात् तुर्यांशं तु विषं भवेत् । तयोसूर्णं सुसूक्ष्मं स्यात् तस्यूर्णं सर्षपोन्मितम् । नासिकाभ्यन्तरे न्यस्तं सर्वान् शीर्षव्यथां हरित् । दृष्टप्रयोगो योगोऽय मनुभाविभिरादृतः” । (शिरोरोग—चिः) । भावप्रकाशः ।

अपस्मारि मधुकम्—“कुष्माण्डकफलोत्पेन रसेन परिपेषितम् । अपस्मारविनाशाय यष्ट्याह्वं स पिवेत् त्रयहम्” । (अपस्मार—चिः) । (२) पित्तजे कर्णरोगे मधुकम्—“द्राक्षायष्टिमृतं क्षीरं शस्यते कर्णपूरणे (कर्णरोगाधिः) । (३) तिमिररोगे मधुकम्—“मधुकामलकस्नानं पित्तघ्नं तिमिरापहम्” । (नेत्ररोग—चिः) । (४) उपपक्ष्मनाम्नि नेत्ररोगे मधुकम्—“यष्टिसिद्धं घृतं सेकात् सद्योहरति वेदनाम्” (नेत्ररोग—चिः) । वङ्गसेनः ।

মধুযষ্টির ভাষানাম—বাঃ—যষ্টিমধু। কোঃ—যেষ্টিমধু। হিঃ—মূলহটা, মিঠি-লক্কা, মূলৈঠিকা। মঃ—জ্যেষ্ঠমধু। গুঃ—জ্যেষ্ঠোমধনোমূল, জ্যেষ্ঠোমধনো শীর্ষী। কঃ—যষ্টিমধু, বল্লিযষ্টিমধু। তৈঃ—যষ্টিমধুকমু। ফাঃ—বেধমেহেকুম্বু। অঃ—অস্-উশ্-সশ্, কোবেসশ্।

মধুযষ্টির ভেদ—ক্লীতনক এক জাতীয় যষ্টিমধু, ক্লীতনক দুই প্রকার—আনুপ ও স্থলজ। নিষণ্টুঘ্নে ক্লীতনকযুগল এবং মধুযষ্টির গুণপর্যায় পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। চংকেও লিখিত আছে—“আনুপং স্থলজক্ণৈব দ্বিবিধং ক্লীতকং স্মৃতম্” (স্বঃ : অঃ)। মধুযষ্টি, আনুপক্লীতক ও স্থলজ ক্লীতকের সাধারণ নাম যষ্টিমধু হইলেও ক্লীতক শব্দের অর্থ যষ্টিমধু লিখিলে (কোভের বিষয় চক্রপাণি এইরূপই লিখিয়াছেন) সূক্ষ্মার্থ নির্দেশ করা হয় না। মধুযষ্টি অবশ্য স্থলজ, তথাপি স্থলজ ক্লীতকের বিশেষোল্লেখ দ্বারা বুঝিতে হইবে এস্থলে স্থলশব্দের অর্থ স্থল বা মরু প্রায় দেশ। তদ্রূপ আনুপ শব্দের অর্থ জলবহুল দেশ। অর্থাৎ মরুপ্রায়-প্রদেশজাত যষ্টিমধু স্থলজক্লীতক এবং জলবহুল প্রদেশোৎপন্ন যষ্টিমধু আনুপক্লীতক। রাজনিষণ্টুক ক্লীতকের পর্যায়ে “মধুবল্লী,” “মধুরলতা” “মধুপর্ণী,” “মধুরসা,” “অতিরসা” ও “শোষাপহা” শব্দ পঠিত হইয়াছে। উপসংহারে নিষণ্টুক্যর বলিয়াছেন “সামান্যেন মতেষু দ্বাদশসংজ্ঞা বহুজ্জখিয়া” স্মৃতরাং দ্বিবিধ ক্লীতকই মধুযষ্টি অপেক্ষা মধুরতর বলিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে। গুণবর্ণন প্রস্তাবেও লিখিত আছে “মধুরং যষ্টিমধুকং কিঞ্চিত্তিক্তং” এবং “ক্লীতনং মধুরং ক্লীতকং।” যষ্টিমধু মধুর ও কিঞ্চিত্তিক্ত এবং ক্লীতক মধুর। যুনানী গ্রন্থকারগণ উৎপত্তিস্থানভেদে তিন প্রকার যষ্টিমধুর উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—(১) মিসরীয়, (২) আরবীয়, (৩) তুরকীয়। এই প্রদেশত্রয়ে এবং পারস্যে যষ্টিমধু অবত্বসমুত্ত হইয়া থাকে। আনীত হইয়া পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে বংশ বিস্তার করিয়াছে। যুনানী গ্রন্থকারের মতে মিসরীয় যষ্টিমধু শ্রেষ্ঠ, আরবীয় মধ্যম এবং তুরকীয় অধম। তুরক ও পারস্যীয় যষ্টিমধু অল্পমধুর এবং মিসর ও আরবজাত যষ্টিমধু মধুরতর। অতএব প্রেক্ষাবান্ পাঠককে বোধ হয় বলিতে হইবে না যে বৈদ্যোক্ত স্থলজ ক্লীতক আরবদেশোৎপন্ন এবং আনুপক্লীতক মিসরদেশজাত যষ্টিমধু। অধুনা ভারতবর্ষের বাজারে যে যষ্টিমধু পাওয়া যায় তাহা পারস্য, পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশজাত স্মৃতরাং অধম যষ্টিমধু বলিয়া গণ্য। ইহা ক্লীতকশব্দ বাচ্য নহে। মিসরীয় ও আরবীয় যষ্টিমধু অর্থাৎ দ্বিবিধ ক্লীতকের আমদানী বোধ হয় অনেক দিন হইতে লোপ পাইয়াছে। নব্যসংগ্রহকার ভাবমিশ্র স্থলজ ও আনুপ ক্লীতকের উল্লেখ না করিয়া কেবল “অস্মৎ ক্লীতনকং” এইমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন। চিকিৎসাক্ষেত্রে আমরা ক্লীতক অপেক্ষা যষ্টিমধুরই তুরি উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু আমি টীকাকারোক্ত ক্লীতকশব্দার্থ (“ক্লীঃ ক্লীবৎ তকতি বৃষ্যৎ”), ক্লীতকঘ্নের “শোষাপহা” সংজ্ঞা এবং “অস্পিত্তাপহং পরম্” গুণ চিত্তাপূর্বক, রক্তপিত্ত, কক্কাস এবং বস্মাধিকারোক্ত কিম্বা রসায়নার্থ প্রযুক্ত যষ্টিমধু

শব্দে ক্লীতকব্ধের অর্থাৎ মিসরীয় বা আরবীয় যষ্টিমধুর অন্ততর গ্রহণ করাই গ্রহণকারের অভিপ্রেত বলিয়া মনে করি। সৌশ্রুত মূলবিষবর্গে পঠিত ক্লীতকের স্বরূপ অজ্ঞাত। কেহ বলেন (বৈদ্যকশঙ্কসিদ্ধ দেখ) ইহা নীলমূল যষ্টিমধু।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল ও ফল। মাত্রা—মূলচূর্ণ ১২—৪ আনা। চরক, কলিনীবর্গে ক্লীতকব্ধর পাঠ করিয়া বলিয়াছেন “দশ যান্যবশিষ্টানি তান্যুক্তানি বিরেচনে” (সুঃ অঃ)। সুতরাং ক্লীতকব্ধের ফল বিরেচক। বৈরেচনিক যোগোক্ত যষ্টিমধু শব্দে উৎফল গ্রহণ করা উচিত; কিন্তু অধুনা যষ্টিমধুর মূলই ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যকে মধুযষ্টির ব্যবহার।

চরক—রসায়নার্থ যষ্টিমধুক—মিসর বা আরবদেশজাত যষ্টিমধুচূর্ণ ছফের সহিত পান করিলে আয়ুর্বাণিবর্গস্বর বৃদ্ধিত হয়। (চিঃ ১ অঃ)। (২) ক্ষতক্ষীণে যষ্টিমধু—ক্ষতক্ষীণরোগী কেবল ছফপান করিয়া একমাস ছফযোগে শুষ্ঠী ও মিসর বা আরবজাত যষ্টিমধুচূর্ণ পান করিলে পুষ্টিবল ও আরোগ্যলাভ করিবে (চিঃ ১৬ অঃ)। (৩) হৃদ্রোগে যষ্টিমধু—হৃদ্রোগগ্রস্ত মনুষ্য চিনি ও জলের সহিত যষ্টিমধু এবং কটকীর কঙ্ক পান করিবে। (চিঃ ২৬ অঃ)। (৪) গর্ভেণ্ডকে এবং শিশুর কাশের্য যষ্টিমধু—(“গস্তারী দেখ”)। (৫) বাতরক্তে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু এবং গস্তারীফলের কাথদ্বারা যথাবিধি পকু তৈল বাতরক্তনাশক। (চিঃ ২৯ অঃ)।

সুশ্রুত—অর্দ্ধভেদকে যষ্টিমধু—যষ্টিমধুর বস্ত্রপুত সূক্ষ্মচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে আধ-কপালে আরাম হয়। (উঃ ২৬ অঃ)। (২) পাণ্ডুরোগে যষ্টিমধু—মধুযোগে যষ্টিমধুর কাথ কিম্বা চূর্ণ পান বা লেহন পাণ্ডুরোগে হিতকর। (উঃ ৪৪ অঃ)। (৩) অধোগ রক্তপিত্তে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু ও মধুযোগে অধোগরক্তপিত্তীকে বমন করাইবে। (উঃ ৪৫ অঃ)। কিম্বা যষ্টিমধুর কঙ্ক ২ তোলা সেবন করাইবে। (উঃ ৫৭ অঃ)।

চক্রদত্ত—রুধিরবমনে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু ও খেতচন্দন ছফে পেষণ পূর্বক ছফেই আলোড়িত করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্তি পায়। (ছর্দি—চিঃ)। (১) সদ্যোত্রণে যষ্টিমধু—পিষ্টযষ্টিমধু ঈষৎক স্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, শজ্জাদি দ্বারা সদ্যশিহ্ন অঙ্গে সেচন করিবে। (ত্রণশোধ—চিঃ)। (৩) উদর্দে যষ্টিমধু—উদর্দরোগীকে যষ্টিমধুচূর্ণ ও চিনি সেবন করাইবে। (উদর্দ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—মূত্ররোধক উদাবর্তে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু এবং কিস্মিন্ ছফসহ পান করিবে। মূত্রবেগধারণকর উদাবর্তে ইহা হিতকর। (উদাবর্ত—চিঃ)।

(১) সর্ষপশিরোরোগে যষ্টিমধু—বস্ত্রপুত স্তম্ব যষ্টিমধুচূর্ণ যত, তাহার চতুর্থাংশ মিঠাবিষ-চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, সর্ষপপরিমিত এই চূর্ণ নাসিকাভ্যন্তরে ঞ্জিত করিলে সর্ষপপ্রকার শিরোরোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা দৃষ্টকল ঔষধ।

বঙ্গসেন—অপস্মারে যষ্টিমধু—কুম্ভাণ্ডফলের রসে পিষ্ট যষ্টিমধু তিন দিন পান করিলে অপস্মার (মৃগী) প্রশমিত হয়। (অপস্মার—চি:)। (২) পিত্তজকর্ণরোগে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু এবং কিস্মিস্ফোকে পকু দুগ্ধদ্বারা কর্ণ-পূরণ করিলে পিত্তজ কর্ণরোগ প্রশমিত হয়। (কর্ণরোগ—চি:)। (৩) তিমিররোগে যষ্টিমধু—যষ্টিমধু ও আমলকী-সাধিত জলে স্নান করিলে তিমির নামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয়। (নেত্ররোগ—চি:)। (৪) উপপক্ষ্মনাম নেত্ররোগে যষ্টিমধু—যষ্টিমধুসিক্ত ঘৃত সেচন করিলে বেদনার সন্তোনিবৃত্তি ঘটে। (নেত্ররোগ—চি:)।

বক্তব্য—চরক কণ্ডুর, স্নেহোপগ, বমনোপগ, আশ্রাপনোপগ, ছর্দিয়, পুরীষ-বিরজনীয়, মূত্রবিরজনীয়, দাহপ্রশমন এবং শোণিতাশ্রাপনবর্গে মধুযষ্টি পাঠ করিয়াছেন। চরকের ফলিনীবর্গে ক্লীতকফল এবং স্কানীয়বর্গে মধুক পঠিত হইয়াছে সুতরাং চরকের মতে ক্লীতকফল রেচক এবং মধুযষ্টি ভগ্নসংযোজক।

Constituents.—The glucoside—glycyrrhizin 6 p. c, glycyramarin, sugar, starch, resin, gum, mucilage and asparagin.

Actions and uses.—Demulcent, expectorant and a mild laxative, also local stimulant. When chewed or sucked it increases the flow of saliva and mucous, hence acts as a throat emollient. It stimulates the mucous membrane, especially of the air passages where its action is more local than general. It is given in inflammatory affections, catarrhs, cough, hoarseness of voice, asthma and in irritation of the larynx and of the urinary passages. (R. N. Khory, Part II., p. 214).

নব্যমত—যষ্টিমধু, স্নিগ্ধ, কফনিঃসারক, মূহুরেচক ও স্থানীয় উত্তেজনোৎপাদক। চিবাইয়া কিম্বা চুষিয়া খাইলে লালাস্রাব বর্ধিত করে সুতরাং ইহা কঠস্নিগ্ধকারী। ভক্ষিত যষ্টিমধু শ্লেষ্মধরা কলার উত্তেজনা জন্মায়। যষ্টিমধু, প্রদাহমূলক পীড়া, প্রতিশ্রাব, কাস, স্বরভেদ, শ্বাস এবং বাগেল্লিয় (larynx) ও শ্বাসনাড়ী প্রত্যানের উত্তেজনজাত রোগে উপকারী। (আর, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ২১৩ পৃ:।)

शशुकद्वय—मधुकद्वयम् ।

जलमधुकः—Bassia Longifolia. मधुकः—B. Latifolia,
B. Butyracea, Indian Buttertreetree.

अन्वर्थसंज्ञाः—मधुकस्य—प्रभवबोधिका—“वानप्रस्थः” (“वनप्रस्थे
वनैकदेशे भवः”)। परिचयज्ञापिका—“गुडपुष्पः” (“गुड इव पुष्प
मस्य”), “मधुष्ठौलः” (“मधु ठौले गर्भेऽस्य”), “लोध्रपुष्पः”। जल-
मधुकस्य—“दौर्घपत्रकः,” “ऋस्वपुष्पः,” “मधुपुष्पः,” “फलस्वादुः,”
“कोरिष्टः”।

मधुकं मधुरं शीतं पित्तदाहश्रमापहम् । वातलं नतु दोषघ्नं वीर्यपुष्टि-
विवर्द्धनम् । वृंहणीयमह्वयञ्च मधुककुसुमं गुरु । वातपित्तोपशमनं
फलं तस्योपदिश्यते । धन्वन्तरीयनिघण्टु राजनिघण्टुश्च ।

मधुकपुष्पं मधुरं शीतलं गुरु वृंहणम् । बलशुक्रकरं प्रोक्तं वातपित्त-
विनाशनम् । फलं शीतं गुरु स्वादु शुक्रलं वातपित्तनुत् । अह्वयं हन्ति
दृष्ट्यास्रदाहश्वासक्षतक्षयान् । भावप्रकाशः ।

ज्ञेयो जलमधुकस्तु मधुरो व्रणनाशनः । वृथो वान्तिहरः शीतो
बलकारो रसायनः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

मधुकपुष्पं मधुरं च वृथं । ह्वयं हिमं पित्तविदाहहारि । फलञ्च
वातामयपित्तहारि । ज्ञेयं मधुकद्वयमेव मेतत्” । राजनिघण्टुः ।

रक्तपित्ते मधुकत्वक्क्षारः—“तथा मधुकस्य तथासनस्य । क्षाराः
प्रयोष्या विधिर्नैव तेन” । (चिः ४ अः) । (२) ग्रहण्यां मधुकपुष्पम्—
मधुकपुष्पस्वरसं शृतमर्द्धयौक्तम् । शौद्रपादशुतं शीतं पूर्ववत् (कुम्भे

মাসস্থিতং জাতমাসবং) সন্নিধাপয়েৎ । তং পিবন্ বৃহস্পীদৌষান্ জয়েৎ
সর্বান্ হিতাশ্বিনঃ” । (চি: ১৫ অ:) । চরক: ।

হিঙ্কাসু মধুকপুষ্পম্—“মধুকং মধুসংযুক্তং * । * হিঙ্কান্ন
নাবনং *” । (হিঙ্কা—চি:) ; ভাবপ্রকাশ: ।

মধুকের ভাষানাম—বা:—মৌসাকুলের গাছ । হি:—মহুয়া । ম:—মোহাচাবুক,
মোহবুক । গু:—মহুডো । ক:—মহুইপ্পে । তৈ:—ইপা, পিন্না । তা:—কটইলুপি ।
ফা:—দরখত-ই গুলন চকাং । ইং—ইণ্ডিয়ান বাটার টি ।

জলমধুকের ভাষানাম—হি:—জলমহুয়া । ক:—জলমহুয়ে, তোরেইপ্পে ।

মধুকের সম্বন্ধসংক্রান্ত—প্রভববোধিকা—“বানপ্রস্থ” (বনৈকদেশে জাত) ।
পরিচয়ক্রোপিকা—“গুড়পুষ্প, “মধুপুষ্প” (মধু পুষ্পগর্ভে ধার), “লোভপুষ্প” ।
জলমধুকের—“দীর্ঘপত্রক,” “ব্রহ্মপুষ্প,” “মধুপুষ্প,” “ফলবাহু,” “কৌরেট” ।

বর্ণন—ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে জলমধুক বৃক্ষের আবাদ হয় । জলমধুকবৃক্ষ
উচ্চ বালুকামিশ্রিত ভূমিতে বর্ধিত হইলে, ইহার কাণ্ড তাদৃশ দীর্ঘ হয় না বটে, কিন্তু
বহুশাখ এবং প্রচুর ফলশালী হয় । ব্রহ্মকাণ্ড, ইত্যন্ত: বিক্ষিপ্ত ভূরি শাখাসম্বিত মধুকবৃক্ষ
উত্তম ছায়াতরু । কর্দমবহুল নিম্নভূমিতে জন্মিলে জলমধুকবৃক্ষ, দীর্ঘকাণ্ড, অল্পশাখাযুক্ত
এবং তাদৃশ ফলবান্ হয় না । কর্দমাক্রম সজল ভূমিই ইহার স্বনির্বাচিত আবাসভূমি ।
এইজন্য নিম্নটুকুর ইহাকে জলমধুক বলিয়াছেন । উচ্চ বালুকাময় ভূমিতে রোপিত
শিশু জলমধুকবৃক্ষকে জীবিত রাখিতে হইলে, বর্ষের ঋতুতে, দুই বা তিন বৎসর পর্যন্ত
কিঞ্চিৎ জলসেকের প্রয়োজন হয় । পত্র—শাখাগ্রভাগে দলবদ্ধ, ইহা “দীর্ঘপত্রক” অর্থাৎ
মধুকাপেক্ষা ইহার পত্র লম্বা । পুষ্পদণ্ড—দীর্ঘ, আনত এবং একপুষ্পধারী । পুষ্প—
নবনীতবর্ণ মিলিতদল—নলাকার, পুষ্পনল কুণ্ডলমদীর্ঘ, বক্র, স্থূল, দৃঢ় এবং মাংসল ;
পুষ্পনলাগ্রভাগ আটভাগে চিরিত । ইহার অল্পমধুর পুষ্প, পেচক, কাঠবিড়াল, শৃগাল
এবং কুকুরে ভক্ষণ করিয়া থাকে । নিম্নটুকুর “কৌরেট” নাম দ্বারা এই তত্ত্ব প্রকাশ
করা হইয়াছে । ফল বড় কুলের মত, ফলগাত্র কোমল রোমাবৃত, ফল শাঁসে ভরা,
পকফল পীতবর্ণ । পুষ্পকাল—জ্যৈষ্ঠ, শরতে ফল পরিপক হয় ।

মধুকবৃক্ষের কাণ্ড হ্রস্ব এবং মন্থন, ভিতরে লাগ, বাহিরে পাণ্ডটে রঙের স্থূল কবায়-
বাদ হকে আচ্ছাদিত ; পত্র—শীতে বৃক্ষ পত্রবর্জিত হয় এবং বসন্তে পুষ্পাবির্ভাবের সহিত

নবপত্রে সজ্জিত হয় ; জলমধুকের পত্রাপেক্ষা চৌড়া, পত্রোদর মসৃণ, পত্রপৃষ্ঠ খেতাভ, পত্রবৃন্ত জলমধুকাপেক্ষা হ্রস্বতর। পুষ্পদণ্ড—জলমধুকাপেক্ষা বহুহ্রস্ব। পুষ্প—বহুসংখ্যক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগ্রভাগে দলবদ্ধ, সর্বদা ভূমির দিকে নতমুখ পুষ্পনল, জলমধুকবৎ কেবল পুষ্পনলাগ্র বহুখাচিরিত। ফল—ক্ষুদ্র এপেল তুল্য। পুষ্পকাল—বসন্তঋতু। বর্ষা বা শরতে ফল পরিপক হয়। তত্ত্বজ্ঞ কবি বলিয়াছেন—“তত্ত্বজ্ঞস্তরণে নিদাঘদময়ে, যদ্বারি মেঘাগমে। তজ্জাড্যাং শিশিরে যদেকশরণৈঃ, সোঢুং পুরা যৈর্দলৈঃ। আয়াতোহপ্যধুনা ফলস্ত সময়ঃ, কোহয়ং বিনা তৈরিতি। স্মৃত্বা তানি শুচেব রোদিতি গলং, পুষ্পৈর্মধুকক্রমঃ ॥ মূলাদেব যদস্ত বিস্তুতিভঃ চ্ছায়াপানত্বাদৃশী। তে যস্ত প্রসবাঃ সুমঞ্জুলরসৈরানন্দয়ন্তঃ প্রজাঃ। স্নেহঞ্চ প্রকটীকরোতি পরমং ভূয়ঃ ফলানাং গুণৈঃ। হিতৈত্বকৈবগুণাংস্তরুন্ ভজ সখে! তস্মান্নমধুকক্রমম্ ॥

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্. পুষ্প, তৈল, বীজ, (মধুকসার)। পুষ্প—খাণ্ডৌষধ।

বৈদ্যকে মধুকের ব্যবহার।

চরক—রক্তপিত্তে মধুকঙ্কর—মধুকঙ্কের অন্তর্ধূমদগ্ধকার রক্তপিত্তী ঘৃত-মধুযোগে সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) গ্রহণীতে মধুকপুষ্প—মধুকপুষ্পের রস মৃৎপাত্রে জাল দিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে উহার ঠুংখাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া আবৃতমুখ মৃৎপাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। এই আসব পান করিয়া পথ্যসেবন করিলে গ্রহণীদোষ জয় করা যায়। (চিঃ ১৯ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—হিকায় মধুকপুষ্প—মধুকপুষ্প মধুযোগে উত্তমরূপ পেষণপূর্বক নস্ত করিলে হিকা প্রশমিত হয়। (হিকা—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক স্বাবরতৈলযোনিবর্গে মধুক পঠিত হইয়াছে (সূঃ ১৩ অঃ)। সুশ্রুত বলিয়াছেন—“মধুককাশ্যাপলাশতৈলানি মধুরকষায়ানি কফপিত্তপ্রশমনানি” (সূঃ ৪৫ অঃ)। রাজনিঘণ্টুতে মধুকতৈলের গুণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—“বাতপিত্তহরং কেশুঃ স্নেহলং গুরু শীতলম্। কফবাতহরং রুক্ষং কষায়ং নাতিপিত্তকুৎ”। পকমধুকফল পীড়ন পূর্বক যে তৈল নিষ্কাশিত হয়, তাহা গাঢ়, অল্প তৈল অধিককণ জলে, আলোক অসুজ্জল, অল্প ধূমোদগীরণ করে এবং গন্ধ অল্প। লোকে পাককার্যে মধুকতৈল ব্যবহার করে। মধুকতৈল কণ্ডুর। সন্তোনিষ্কাশিত মধুকতৈল স্বেতবর্ণ, পরে হরিদান্তপীতবর্ণ হয়। শীতকালে মধুকতৈল জমাট বাধিয়া শুভ্র হয়। জলমধুকাপেক্ষা মধুকফলে অধিক পরিমাণ তৈল থাকে। চারক আসবযোনি পুষ্পবর্গে মধুক পঠিত হইয়াছে। অধুনা মৌরাকুলের মধুপরিমিত। যে যে দেশে মধুকবৃক প্রচুর জন্মে তত্তৎদেশের লোকে মধুকপুষ্পের রস

খায় এবং আমবাতাক্রান্ত ক্ষীতসন্ধিতে মধুকপুষ্পের রুটী বাঁধিয়া রাখে। রায়বেরিলী-নিবাসী মদীয় ছাত্র কাহ্নাইয়ালালের নিকট শুনিয়াছি—“মিঠা” ও “ঘুম্নি” ভেদে মধুকপুষ্প দ্বিবিধ। জলমধুকের পুষ্প মিঠা এবং মধুকের পুষ্প “ঘুম্নি” অর্থাৎ ইহার মাদকতা আছে।

Constituents.—Flowers contain cane-sugar, cellulose, albuminous substance, and ash. The seeds contain oil, fat, tannin, extractive matter, bitter principle, probably saponin, albumen, gum, starch and ash. The ash contains silicic acid, phosphoric acid, lime and iron, potash and traces of soda. The juice contains caoutchouc from which gutta-percha can be manufactured, tannin, starch, calcium oxalate, gum, resins, formic and acetic acids and ash. The oil is yellowish, but becomes colourless after exposure to the light. It has a faint agreeable odour. The oil is used in the preparation of country soap. (R. N. Khory—Part II., p. 428).

Actions and uses.—The fresh juice is alterative and given in scrofula, and rheumatic affections. The fermented juice of sugary flowers is stimulant and appetizing and may be substituted for rum. The fruit serves as food to man and is cooling and refrigerant. The flowers are nutritive, tonic and demulcent and also intoxicating, and form a vehicle in many cooling and demulcent mixtures. By distillation they yield an alcoholic spirit. They are largely used in India in diarrhoea and dysentery, and as food. An infusion of the flowers is given with sugar, for the relief of thirst, burning of the body and giddiness. They are also used in coughs. The concrete oil is used as an application to the head in headache, to wounds and as a lubricant in rheumatism and contraction of the limbs, in cutaneous affections, and also as an ointment base like kakam butter. (R. N. Khory—Part II., p. 428).

নব্যম্—মৌর্যফুলের রস রসায়ন এবং গণ্ডমালা ও বাতে প্রশস্ত। ইহার মিষ্টফুলের উদ্ভিক্ত রস, উষ্ণ, ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং রস্ নামক মদ্যের প্রতিনিধিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। লোকে ইহার ফল ভক্ষণ করে, মৌর্যফল শীত ও স্নিগ্ধ। পুষ্প, পোষক, বল্য, স্নিগ্ধ অপিচ মাদক। মধুকপুষ্পের মদ্য এদেশে পীত হইয়া থাকে। ইহা অতিসার ও গ্রহণীরোগীর পক্ষে প্রশস্ত। পুষ্পের কাথ শর্করাসহ পান করিলে পিপাসা, গাত্রদাহ, কাস এবং জড়তা নাশ করে। তৈল, শিরঃপীড়া, ক্ষত, বাত এবং হস্তপদাদির সঙ্কোচে এবং চর্মরোগে প্রয়োগ করা হয়। (আন্, এন্, ফোরি, ২য় খঃ, ৪২৮ পৃঃ)।

शरिष्ठ—मरिचम् ।

मरि(रौ)चम्, जषणम्—Piper Nigrum.

अन्वर्थसंज्ञाः—प्रभववोधिका—“धर्मपत्तनम्” (“धर्मपत्तने जातम्”); परिचयज्ञापिका—“श्यामम्,” “वल्गोजम्,” “वृत्तफलम्” । गुणप्रकाशिका—“मरिचम्” (“म्रियते विषमनेन”), “जषणम्” (“जष् दाहे”), “कटुकम्,” “कफविरोधि” ।

मरिचं कटुतिक्तोष्णं पित्तकृत् श्लेष्मनाशनम् । वायुं निवारयत्येव जन्तुसन्ताननाशनम् । धन्वन्तरौयनिघण्टुः ।

मरिचं कटुतिक्तोष्णं लघु श्लेष्मविनाशनम् । समोरकमिहृद्रोगहरञ्च रुचिकारकम् । राजनिघण्टुः ।

मरिचं कटुकं तीक्ष्णं दीपनं कफवातजित् । उष्णं पित्तकरं रुक्षं श्वासशूलकामौन् हरेत् । तदार्द्रं मधुरं पाके नात्युष्णं कटुकं गुरु । किञ्चित्तौक्ष्ण्यगुणं श्लेष्मप्रसेकि स्यादपित्तलम् । भावप्रकाशः ।

कासे मरिचम्—“लिङ्गान्मरिचचूर्णम्वा सष्टतक्षौद्रशर्करम् । सर्व्यकासहरं श्रेष्ठं लेहं कासार्हितो नरः” । (चिः २२ अः) । चरकः ।

अपतानके मरिचम्—“अभुक्तवता पीतमन्त्रं दधि मरिचवचायुतं अपतानकं हन्ति” (चिः ५ अः) । सुश्रुतः ।

प्रवाहिकायां मरिचम्—“* पिवतः सूक्ष्मं रजो मरिचजम् वा । चिरकालानुसक्तापि नश्यत्याशु प्रवाहिका” । (चिः ६ अः) । (२) रात्र्याभ्ये मरिचम्—“दध्ना विष्टुष्टं मरिचं रात्र्याभ्याञ्जनं सुत्तमम्” । (उः १३ अः) । वाग्भटः ।

রসত্বার্থ মরিচম্—“মরিচৈঃ কথিতং দুগ্ধং পানি রাস্তী প্রযস্যতি ।
রসানাং তেন বৃদ্ধিঃ স্যাৎ *” । (চি: ১০ ষ:) । হারীত: ।

মুক্তস্য সর্পিষ: পাকার্থ মরিচম্—“* সর্পির্জম্বীরকাচম্ভাৎ ।
মরিচাদপি তচ্ছৌণ্ডং পাকং যাত্যেব *” । (অগ্নিমান্দ্য—চি:) ।
(২) অতিনিদ্রাপ্রশমনার্থ মরিচম্—“সৌদ্রাশ্বলালাসংষ্ট্রৈর্মরিচৈর্নেত্র
মস্জনাৎ । অতিনিদ্রাশমং য়াতি তম: সূর্যোদয়াদিব” । (নেত্ররোগ—চি:) ।
(৩) সর্বেষু পৌনসরোগেষু মরিচম্—“সর্বেষু সর্বকালং পৌনসরোগেষু
জাতমাত্রেষু । মরিচং গুড়েন দধ্না মুচ্ছতো নর: সুখং লভতে” । (নাসারোগ—
চি:) । ভাবপ্রকাশ: ।

নিদ্রালাভার্থ মরিচম্—“মরিচং লালয়া চৃষ্টং কস্তুর্যাঙ্কনমিষ্যতি ।
ত্রিরাত্রাদপি সত্রষ্টাং নিদ্রামপ্রোতি মানব:” । (জ্বর—চি:) । (২) শিশো:
শোথৈ মরিচম্—“মরিচং নবনোতাঙ্ক্য শোথঘ্নং মচ্ছয়েচ্ছিশু:” । (বালরোগ
—চি:) । বঙ্কসেন: ।

মরিচের ভাষানাম—বা:—গোলমরিচ । আ:—জালুক । হি:—কালীমরিচ ।
ম:—চোকাবিরিচ । ক:—মেগসু । তৈ:—মরিয়া । তা:—মিলাশুভনী । কা:—ফিল্-
ফিল্-ই-সিরা । অ:—ফিল্ফিলি অস্বদ । ইং—ব্ল্যাক্‌পিপার ।

মরিচের অন্বর্থসংজ্ঞা—প্রভববোধিকা—“ধর্মপতন ” (ধর্মায়তনে জাত) ।
পরিচয়জ্ঞাপিকা—“শ্রাম,” “বল্লীজ,” “বৃহৎকল” । গুণপ্রকাশিকা সংজ্ঞা—“মরিচ”
(বিষদোষনাশক), “উষণ” (দাহকারী), “কটুক,” “ককবিরোধি” ।

বর্ণন—মরিচের লতা তুলুষ্ঠিত থাকিয়া বা বৃক্ষাদি আশ্রয় পূর্কক দীর্ঘ এতান বিস্তার
করে । লতাকাণ্ড ও শাখা গ্রহিযুক্ত, প্রতি গ্রহি হইতে শিফা নির্গত হইয়া আশ্রয় বৃক্ষাদিকে
বেষ্টন করে । পত্র, চোড়া, ৫টা সিরা স্পষ্ট লক্ষিত হয়, পত্রোদয় মসৃণ, চিক্কণ, পত্রপৃষ্ঠের
বর্ণ ফিকে । কোন মরিচলতার কেবল পুং-পুন্প কোনটোতে বা কেবল স্ত্রী-পুন্প থাকে,
একটা লতার পুং স্ত্রী বিবিধ পুন্প থাকে না । কচিং কোন লতার উত্তরগল পুন্প এবং
স্ত্রী-পুন্প থাকিতে দেখা যায় । কোচবিহার এবং আসাম অঞ্চলে মরিচের লতা অস্মিয়া থাকে,

কিন্তু তাদৃশ ফলপ্রসব করে না। আমরা পূর্বে বলিয়াছি ("কেতকীঘর" দেখ) এরূপ স্থলে বায়ু বা পতঙ্গ পুষ্পের গর্ভাধানের উত্তরসাধকতা করে। মরিচের পুষ্প। সুগন্ধি বা শোভনবর্শন নহে, সুতরাং পতঙ্গসমাগম হুঙ্কর। কোচবিহার এবং আসামাঞ্চলে প্রায় সকল ঋতুতেই পূর্ববায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। যদি ঘটনাক্রমে পূর্বদিকে পুং-পুষ্পধারিণী এবং পশ্চিমে স্ত্রী-পুষ্পাধিতা মরিচলতা অবস্থিত থাকে, তাহা হইলেই যথেষ্ট ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। যদি লোকে এই তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মরিচলতা রোপণ করে, তাহা হইলে প্রচুর ফললাভে সংশয় থাকে না। লোকে এই তত্ত্ব অবগত নহে, সুতরাং এতদঞ্চলের মরিচলতা আশাহুরূপ ফলদান করে না, কিম্বা যে মরিচ হয় তাহা ক্ষুদ্রাকৃতি এবং তাদৃশ কটু হয় না।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল। মাত্রা—১—২ আনা।

বৈদ্যকে মরিচের ব্যবহার।

চরক—কাসে মরিচ—ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত মরিচচূর্ণ লেহন করিলে সর্ষকাস প্রশমিত হয়। (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত—অপতানকে মরিচ—অপতানক নামক বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগী অস্ত্র কোন বস্ত্র ভোজনের পূর্বে মরিচ এবং বচচূর্ণসহ অন্নদধি পান করিবে। (চিঃ ৫ অঃ)।

বাগ্ভট—প্রবাহিকায় মরিচ—মরিচচূর্ণ জলের সহিত পান করিলে চিরকালজ প্রবাহিকা (আমালয়) প্রশমিত হয়। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) রাত্ৰ্যাক্ষে মরিচ—দধিতে মরিচ ঘর্ষণ করিয়া সেই দধির অন্নন করিলে রাতকণা ভাল হয়। (উঃ ১৩ অঃ)।

হারীত—রসবৃদ্ধার্থ মরিচ—ক্ষীরপরিভাষাভূসারে প্রস্তুত মরিচের কাথ রাত্ৰিতে পান করিলে রসধাতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ১০ অঃ)।

ভাবপ্রকাশ—ভূকৃষ্ণতের পরিপাকার্থ মরিচ—ঘৃত পরিপাক করিবার জন্ত জ্বী-রাদি অন্ন কিম্বা মরিচ সেব্য। (অগ্নিমান্দ্য—চিঃ)। এইজন্ত আমাদের দেশে মরিচচূর্ণযোগে ঘৃতপানের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (২) অতিনিদ্রা প্রশমনার্থ মরিচ—মধু এবং অশ্বের লালাসহ মরিচ ঘর্ষণ পূর্বক নেত্রে অন্নন করিলে অতিনিদ্রা প্রশমিত হয়। (নেত্র-রোগ—চিঃ)। (৩) সর্বপীনসরোগে মরিচ—পীনসরোগ জন্মিবামাত্র পুরাণ শুক এবং দধির সহিত মরিচচূর্ণ পান করিবে। (নাগারোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—নিদ্রাশমনার্থ মরিচ—মাছের লালার মরিচ ঘর্ষণ করিয়া নেত্রাঙ্গন

করিলে ত্রিরাত্র নষ্ট নিজা পুনরাগত হয় । (জ্বর—চিঃ) । (২) শিশুর শোথে মরিচ—
শোধগ্রস্ত শিশুকে নবনীতের সহিত মরিচচূর্ণ লেহন করাইবে । (বালরোগ—চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, শিরোবিরেচন, দীপনীম্ব, কুম্বিন্দ্র, এবং শূলপ্রশমনবর্গে মরিচ পাঠ
করিয়াছেন । মরিচ ত্রিকটুর অন্ততম কটু । ত্রিকটু বহু ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয় ।

Constituents.—A volatile alkaloid piperina 2 to 8 p.c., piperidin 5 p.c.,
a balsamic volatile oil 1 to 2 p. c., fat 7 p.c., mesocarp contains chavicin,
a green acrid concrete oil, a balsamic volatile oil, starch, lignin gum,
fat 1 p. c., proteids 7 p. c. and ash containing inorganic matter 5 p. c.

Actions and uses—It is a local irritant, causing intense burning on
the skin. In medicinal doses it stimulates the heart, the kidneys, and
the mucous membrane of the urinary and intestinal tracts. It is
eliminated in the urine and fæces. In large doses it causes abdominal
pain, vomiting, irritation of the bladder and urithra and urticaria on
the skin. As a gastric stimulant it is chiefly used in flatulence, dys-
pepsia, and atony of the stomach; like cubeb it is given in gonorrhœa,
gleet and hæmorrhoids and other rectal disorders. Piperin acts as an
antiperiodic and antipyretic. It relieves intermittent fevers, by causing
perspiration; in neurosis and in congestion of the spleen it is of
benefit.* In toothache a paste of it is applied with benefit. The
infusion is used as a gargle in relaxed saliva, sore-throat &c. with vinegar
the powder is applied over the bites of venomous reptiles. Mixed with
onions and salt it is rubbed over bald head in alopecia. The oil
is applied to muscular rheumatic pains, headache and to pain of
hæmorrhoids. R. N. Khory—Part II., p. 521).

নব্যমত—মরিচের প্রলেপ তীব্র দাহকারী । ইহা মাত্রাবৎ সেবিত হইলে, হৃদয়,
বৃক্কদ্বয় এবং মূত্রপথ ও অস্ত্রের শ্লেষ্মধরাকলাকে উত্তেজিত করে । ভক্ষিত মরিচ মূত্র ও
মলের সহিত বাহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে । অতিমাত্রায় সেবিত হইলে উদরে বেদনা, বমন,
মূত্রাশয় ও মূত্রস্রোতের উত্তেজন, কোঠাঘ্নিত জ্বর (urticaria) জন্মাইয়া থাকে । মরিচ,
উদরাখ্যান, গ্রহণী ও পাকস্থালীর পেনীদৌর্ভল্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কাবাবচিনির মত
ইহাও “গণোরিয়া,” গুক্রমেহ এবং অর্শঃ প্রভৃতি গুহদেশজাত রোগে সেব্য । দস্তশূলে মরিচের
প্রলেপ হিতকর । গলকৃত এবং “আল্জিব্,” বর্জিত হইলে মরিচের কাথে কবল করিবে ।
বিষাক্ত কীটাদি দংশনে দষ্টস্থান “ভিনেগার” মিশ্রিত মরিচচূর্ণ দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে । টাকে
পিরাক ও লবণের সহিত মরিচের প্রলেপ দিবে । (আব্, এন্, ফোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫২১ পৃঃ) ।

भाणक—माणकः ।

स्थलपद्मः, माणकः, महापत्रः—Alocasia Indica, A. Montana.

पूर्वाचार्यकृतवर्णनम्—“माणकः महापत्रः यथापूर्वमधःपत्रत्यागी”
(सूः टीः डल्लणः) ।

स्थूलसूरणमाणकप्रभृतयः कन्दा ईषत्कषायाः कटुका रुक्षा विष्टम्भिनी
गुरवः कफवातलाः पित्तहराश्च । माणक स्वादु शीतश्च गुरु चापि
प्रकोर्तितम् । सुश्रुतः (सूः ४६ अः) ।

माणकः शोथहृच्छीतः पित्तरक्तहरो लघुः । भावप्रकाशः ।

माणकं स्वादुशीतश्च गुरु शोथहरं कटु । राजवल्लभः ।

उदररोगे माणकः—“पुराणं माणकं पिष्ट्वा द्विगुणीकृततण्डुलम् ।
साधितं क्षीरतोयाभ्यामभ्यसेत् पायसन्तु तत् । हन्ति वातोदरं शोथं ग्रहणीं
पाण्डुतामपि । सिद्धो भिषग्भिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरत्ययः” । (उदर
—चिः) । (२) ग्रीहोदरे शोथे च माणककल्कः—“स्थलपद्ममयं कल्कं
पयसाऽऽलोष्य पाययेत् । ग्रीहामयहरश्चैव सर्वाङ्गैकाङ्गशोथजित्” ।
(शोथ—चिः) । (३) शोथे माणकघृतम्—“माणकक्वाथकल्काभ्यां
घृतप्रस्थं विपाचयेत् । एकजं द्वन्द्वजं शोथं त्रिदोषश्च व्यपोऽति” । (शोथ
—चिः) । (४) जिह्वारोगे माणकभस्म—“जिह्वाजाढ्यं चिरजं माणक-
भस्मलवणतैलघर्षणं हन्ति । (जिह्वारोग—चिः) । चक्रदत्तः ।

भाणकेर भाषानाम्—वाः—मान । हिः—मानकम् । मः—कम्बुम् । कोः—
कोमलम् ।

उपेक्षार्थं व्यवहार—कम्बु, पत्ररश्मि । मात्रा—कम्बुर्ग ३—१ तोला । परिपुष्ट
भाणकम् काठिया रौद्रे चक्रदत्तः कश्चिन्ना त्राधिते हर, ईशहै उपेक्षार्थं व्यवहृत इहैवा धाके ।

বৈদ্যকে মাগকের ব্যবহার ।

চক্রদত্ত—উদররোগে মাগ—পুরাণ মাগচূর্ণ ৮ তোলা, জ্বং কুটিত তণুল ১৬ তোলা, ১/১ সের দুগ্ধ ১/১ সের জলসহ পায়স প্রস্তুত করিয়া পাচক অগ্নির বল বিচার পূর্বক উদর-রোগীকে এই পায়স ভোজন করাইবে । (উদররোগ—চিঃ) । (২) প্লীহোদরে ও শোথে মাগ—পুরাণ মাগচূর্ণ আধতোলা, অধপোয়া জ্বং দুগ্ধের সহিত পান করিলে, প্লীহাবৃদ্ধি বিনাশ পায়—ইহা সর্বাঙ্গ কিংবা একাঙ্গশোথের পক্ষেও হিতকর । (শোথ—চিঃ) । (৩) শোথে মাগকঘৃত মাগের কাথ ও কঙ্কযোগে যথাবিধি ঘৃতপাক করিয়া সেবন করিবে । এই মাগকঘৃত একজ, দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষজ শোথে হিতকর । (৪) জিহ্বারোগে মাগভস্ম—মাগ অস্তধূমে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম সর্ষপতৈল এবং সৈন্ধব লবণযোগে জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয় । (জিহ্বারোগ—চিঃ) ।

Constituents.—Contains a circular crystals of oxalate of lime to which its acidity is due.

Actions and uses.—The juice of the petioles is styptic and astringent as is dropped into the ears of children in otorrhœa. Tubers made hot are locally applied to painful parts in rheumatism. In anasarca, canjee made of the root-stock is given with benefit. It is a mild laxative and diuretic and is given in piles and habitual constipation. The ash is used as a local application for aphthæ in the mouth. (R. N. Khory, Part II., p. 628.)

Its root-stock is a valuable and important article of diet in Bengal, and often grows to an immense size, being from 6 to 8 feet in length, and as thick as a man's leg. When dried it can be kept for a considerable time and affords a large supply of starchy food. In Western India it is much cultivated as an ornamental plant in gardens, but is little known as an article of diet. The acrid juice of the petioles is however, much used as a common domestic remedy on account of its styptic and astringent properties. The petiole is slightly roasted and the juice expressed. We have seen purulent discharge from the ears in children stopped by a single application. The tubers chopped fine, tied in a cloth and heated are used as a fomentation in rheumatism. Dr. D. Basu remarks : "I have never used it solely as a medicine ; but as food taken frequently, it seems to act as a mild laxative and diuretic. In piles and habitual constipation it is useful." Surgeon-Major R. S. Dutt (*idem*) states that it is a very agreeable vegetable during convalescence of natives from bowel complaints ; it is light and nutritious and somewhat

mucilaginous. The ash of the root-stocks mixed with honey is a popular remedy for aphthæ. (Dymock, Part III, pp. 544-45.)

নব্যমত—মান উপাদেয় পথ্য। শুষ্ক করিয়া রাখিলে ইহা দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশের লোকে উদ্যানের শোভার্থ মানের আবাদ করে, কিন্তু ইহাকে ষাণ্ডস্বরূপ ব্যবহার করিতে জানে না। মানের পত্রবৃন্তের কটুবস স্ফোচক এবং রক্তরোধক রূপে সচরাচর গৃহস্থগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ডাঁটাটা আণ্ডে সেকিয়া রস লইতে হয়। এই রস একবারমাত্র কাণে দেওয়াতেই শিশুর পুতিকর্ণপ্রাব নিবৃত্তি পাইতে দেখা গিয়াছে। মানকে সরু টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বস্ত্রে বাধিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তদ্বারা বাতরোগীকে স্বেদ দেওয়া হয়। ডাঃ ডি বন্স বলেন—আমি কেবল মান কদাচ ঔষধার্থে ব্যবহার করি নাই; কিন্তু পণ্যরূপে প্রায়শঃ সেবিত হইয়া থাকে ইহা মূত্ররেচক এবং মূত্রকারক বলিয়া বোধ হয়। অর্শ এবং চিরজ কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে ইহা প্রশস্ত। সার্জ্জন মেজর আর্, এন্স, দত্ত বলেন—কঠিন উদরাময় প্রায় নিবৃত্তি পাইয়াছে অথচ রোগী সম্পূর্ণ বললাভ করিতে পারে নাই, এইরূপ অবস্থায় মাগ এতদংশীয়ের পক্ষে উত্তম পথ্য। ইহা লঘু, পুষ্টিকর এবং কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধকর। মধুর সহিত মানভক্ষ্য, মুখকতের সর্বজনপ্রিয় ঔষধ। (ডিমক্, ৩য় খণ্ড, ৫৪৪-৪৫ পৃঃ)। ফোরি বলেন অগস্তীর শোথে মাগকসহ প্রস্তুত কাঁজি বিশেষ হিতকর।

মাধবীমালতীমল্লিকা—মাধবীমালতীমল্লিকা: ।

মাধবীমালতী, বাসন্তী—*Gærtnera Racemosa* Rox. মালতী-
মালতী, অতিমুক্তক:—*Echites Caryophyllata* Rox. মল্লিকা—
Jasminum Zambac and its Varieties. বৃহত্তমল্লিকা—
Tuscan Jasmine.

অন্বর্থসংজ্ঞা:—মাধব্যা:—“সুগন্ধা,” “অমরোৎসবা,” “ভূমি-
মণ্ডপমুখশী” । মল্লিকায়া:—“শ্যোতমৌর,” “নারীশা,” “গিরিজা” ।
বৃহত্তমল্লিকায়া:—“বটপত্রা,” “সুগন্ধায়া,” “বৃহত্পুষ্পা,” “সুস্বাদা” ।
মালত্যা:—“সুগন্ধা,” “জনেশা,” “সুস্বাদুয়া,” “তৈলমালিনী” ।

माधवी कटुका तिक्ता कषाया मदगन्धिका । पित्तकासत्रणान् हन्ति
 दाहशोफविनाशनो । मालती शैततिक्ता स्यात् कफघ्नौ मुखपाकनुत् ।
 कुङ्कुलं नेत्ररोगघ्नं व्रणविस्फोटकुष्ठनुत् । मल्लिका कटुतिक्ता स्यात्
 चक्षुष्या मुखपाकनुत् । कुष्ठविस्फोटकण्डूतिविषव्रणहरा परा । नेत्ररोगा-
 पहन्त्री स्यात् कटूणा वृत्तमल्लिका । व्रणघ्नौ गन्धवंहला दारयत्यास्यजान्
 गदान् । वासन्ती शिशिरा हृद्या सुरभिः अमहारिणी । धन्मिल्लामोदिनी
 मन्दमदनोन्माददायिनी । राजनिघण्टुः ।

मालती कफपित्तास्यरुक्पाकव्रणकुष्ठजित् । चक्षुष्यो मुकुलस्तस्या
 तत् पुष्पं कफवातजित् । सुगन्धि च मनोज्ञञ्च सर्वश्रेष्ठतमं मतम् ।
 मल्लिकोष्णा कटुः स्वादे दारयत्यास्यजान् गदान् । सन्दासयति नेत्रोत्थरुजः
 पित्तसमीरजित् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

माधवी मधुरा शैता लघ्वी दोषत्रयापहा । मल्लिकोष्णा लघुर्वृष्या
 तिक्ता च कटुका हरेत् । वातपित्तास्यदृग्व्याधिकुष्ठारुचिविषव्रणान् ।
 भावप्रकाशः ।

कुष्ठेषु मालतीपुष्पम्—“* कल्कञ्चमालतीनां कुष्ठेषूद्वर्त्तनालेपः”
 (चिः ७ अः) । (२) गर्भिण्याः स्तनकण्डूयने मालतीपुष्पम्—“परिषेकः
 पुनर्मालतीमधुकसिडेनाऽम्भसा जातकण्डूया” (शारी ८ अः) । चरकः ।

रक्तपित्तिणः शाकाथं अतिमुक्ताङ्गुरः—“वटातिमुक्ताङ्गुरसिन्धुवारजम् ।
 हितञ्च शाकं वृत्तसंस्कृतं सदा” । (उः ४५ अः) । सुश्रुतः ।

रक्तपित्ते मदयन्तिकामूलम्—“मदयन्त्यङ्गिजः काथस्तद्वत् समधु-
 शर्करः” । (रक्तपित्त—चिः) । (२) पूतिकर्णे मालतीदलस्वरसः—
 “मालतीदलरसं मधुना पूरितमथवा गवां मूत्रैः । दूरेण परित्यज्यते च
 अवणयुगलं पूतिरोगेण” । (कर्णरोग—चिः) । (३) मध्यं सुतनूकरणे

মাধবীমূলম্—“সুতনু করোতি মধ্যং পীতং মথিতেন মাধবীমূলম্” (স্বীরোগ—
—চি:) । চক্রদত্ত: ।

যক্ষ্মাণি মদ্যন্তিকা—“সমূলপত্রচ্ছদপল্লাবায়া । রস: প্রযোজ্যো
মদ্যন্তিকায়া: । মাসোপযোগীন সমস্তলিঙ্গং । যক্ষ্মাণে মুখং হৃদয়ং প্রসঙ্গ ॥
(রাজয়ক্ষ্ম—চি:) । (২) প্রসূতবনিতাবর্ধিতকুচ্ছিক্রাসায় মাধবী-
মূলম্—“সূতায়া: কুম্ভসুদরং পীতং তক্রোণ মালতীমূলম্” । (স্বীরোগ—
—চি:) । বহুসেন: ।

মাধবীর ভাষানাম—বা:—মাধবীলতা । হি:—মাধবী । গু:—মাধবীলতা,
রক্তপিপ্তি । ম:—পীতবেল । ক:—ইন্দ্রগোষ্ঠে, বিববস্ত্রিগে । তৈ:—মাধবতোগে, পল্লুল-
গুরিবিন্দ । মালতীর ভাষানাম—বাঙলা, হিন্দি, মহারাষ্ট্রী ও গুজরাটী ভাষায় মালতী
নামে খ্যাত । মল্লিকার ভাষানাম—হি:—মোতিয়া । গু:—ডোলর । ম:—রানমোগর ।
ক:—বল্লিমল্লিগে । তৈ:—মল্লিপুপ্পানু ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—মাধবীর—“সুগন্ধা,” “ভ্রমরোৎসব,” “ভূমিমণ্ডপভূষণী” ।
মল্লিকার—“শীতভীক,” “নারীষ্টা,” “গিরিজা” । বৃন্তমল্লিকার—“বটপত্রা,”
“সুগন্ধাঢ্যা,” “বৃন্তপুপ্পা,” “মুক্তাভা” । মালতীর—“হৃদয়গন্ধা,” “জনেষ্টা,” “সন্ধ্যাপুপ্পা,”
“তৈলভাবিনী” ।

বর্ণন—মাধবীর লতা স্থূল ও দীর্ঘ । ইহার পত্র চম্পক পত্রবৎ । পুপ্প তিলপুপ্পতুল্য,
কিন্তু গুচ্ছাকারে স্থিত । মাধবীর পুপ্প কেবল সুগন্ধি নহে, মাধবীলতাও অতীব প্রিয়দর্শন ।
মদনক্লিষ্টা শকুন্তলার বর্ণনে কালিদাস বলিয়াছেন—“পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা
লতামাধবী” । “ভূমিমণ্ডপভূষণী” মাধবীর একটি নিঘণ্টু নাম, কাব্যে ও মাধবীমণ্ডপের
উল্লেখ দৃষ্ট হয় । পূর্বে নারীগণ কবরীতে মাধবীফুল ধারণ করিতেন, অতএব ইহার নাম
“ধম্মিল্লামোদিনী” ।

জাতী ও মালতী—নিঘণ্টুদ্বয়ে মালতীর উল্লেখ নাই । জাতীর পর্ষ্যায়
মালতী শব্দ পঠিত হইয়াছে । আয়ুর্বেদে কৃতশ্রমজনের বিদিত আছে যে ঢীকাকারগণ
পর্বত জাতীর প্রতিশব্দ মালতী এবং মালতীর প্রতিশব্দ জাতী নির্দেশ করিয়াছেন, তবে
মালতী ও জাতী কি একই পুপ্প? মালতী মালতী নামেই প্রসিদ্ধ, ভাবমিশ্রও জাতীর পর্ষ্যায়
মালতীশব্দ পাঠ করিয়াছেন, মালতীর পৃথক উল্লেখ করেন নাই এবং জাতীর ভাষানাম

চামেলী লিখিয়াছেন। এতদ্বারা প্রতীতি জন্মিতেছে, নিষণ্টু কারগণ জাতী ও মালতী একই পুষ্প বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা মালতীর কোন ভেদেরও উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে লোকতঃ যাহা মালতী নামে প্রসিদ্ধ তাহাই নিষণ্টু জাতী, এবং মালতী উহার পর্যায়। কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে জাতী মালতীর একজ্ঞোলেখ পাঠ করি নাই। এক্ষণে যাহা চামেলী নামে খ্যাত তাহার নিষণ্টু নাম হুজ্জের। ভাবমিশ্র জাতীর ভাষানাম চামেলী লিখিয়া এবং জাতীর পর্যায়ের মালতী শব্দ পাঠ করিয়া বিষয়টা আরও জটিল করিয়াছেন। মালতী এবং চামেলী পৃথক পুষ্প, জাতী যদি চামেলী হয়, মালতী তাহার পর্যায় হইতে পারে না, কেন না তাহা হইলে চামেলী ও মালতী এক হইয়া পড়ে। আমরা মালতীশব্দ লোকপ্রসিদ্ধ মালত্যাৰ্থে এবং জাতীশব্দ ভাবমিশ্রবৎ চামেলী অর্থে গ্রহণ করিয়া জাতী বিষয়ক পৃথক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

বর্ণন—মালতীলতাকাণ্ড মনুষ্যের জজ্বাতুলা স্থূল হইয়া থাকে। পত্রের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম, পত্রপ্রান্ত অধঃ, পত্রবৃন্ত হৃদয়, পত্রের বৃন্ত ও শিরা রক্তবর্ণ। পুষ্প—সংখ্যার বহু, বর্ণে শুভ্র, আকারে ক্ষুদ্র, গন্ধে মনোরম। বর্ষায় পুষ্পিত হয়—ধীর প্রদোষবায়ু প্রবাহিত হইলে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে থাকে; অতএব “সন্ধ্যাপুষ্পা” নাম সার্থক। প্রাচীনকালে বিলাসিগণ উত্তরীয় বসন মালতীপুষ্পাধিবাসিত করিয়া ব্যবহার করিতেন। মৃচ্ছকটিকোক্ত চারুদত্ত প্রতি, চূর্ণবৃদ্ধের “জাতিকুম্ভমবাসিত প্রাবারক” উপহারের কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। ভাবমিশ্রাপেক্ষা প্রাচীনতর গ্রন্থকারোক্ত জাতীশব্দ মালতীর পর্যায়স্বরূপ গৃহীত হওয়া উচিত। বায়ীকি, কিঙ্কিঙ্কাকাণ্ডের প্রথম সর্গোক্ত বসন্ত বর্ণনে “মালতীমল্লিকা পদ্মকরবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ” লিখিয়াছেন। কিন্তু নবীন কবি বসন্তে মালতী বিকসিত হইতে না দেখিয়া কোভ পূর্বক বলিয়াছেন—“অস্মিন্ কেলিবনে, স্তগন্ধপবনে, ক্রীড়ৎপুরুদ্বীজনে। শুভ্রভূজকুলে বিশালবকুলে, কুঞ্জংপিকৌসকুলে উন্নীলবপাটলাপরিমলে, মুল্লীপ্রসূনাকুলে। যদ্যেকাপি ন মালতী বিকসিতা, তৎ কিং ন রম্যো মধুঃ” ?। বসন্ততঃ মালতী বসন্তে নহে বর্ষায় পুষ্পিত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পুষ্প, পত্র।

বৈদ্যকে মাধবী প্রভৃতির ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে মালতীপুষ্প—পিষ্ট মালতীমূল কুষ্ঠরোগী গাঙ্গে, মর্দন করিবে কিম্বা তদ্বারা গাত্র প্রলিপ্ত করিবে। (চিঃ ৭ অঃ)। (২) গর্ভিণীর স্তনকণ্ডুয়নে মালতীপুষ্প—গর্ভিণীর স্তনকণ্ডুতি উপস্থিত হইলে মালতীমূল ও ষষ্টিমধুর কাথ স্তনে পরিবেচন করিবে। (শাঃ ৮ অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তীর শাকার্থ অতিমুক্তা—রক্তপিত্তরোগী ঘৃতভর্জিত মালতীপত্র শাকরূপে সেবন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—রক্তপিত্তে বনমল্লিকামূল—রক্তপিত্তরোগী বনমল্লিকার মূলকাথ মধু ও চিনিযোগে পান করিবে। (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (২) পূতিকর্মে মালতীপত্রস্বরস—মালতীপত্র কিম্বা পুষ্পদলের রস মধু বা গো-মূত্রসহ কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ (“কাণপাকা”) নিবৃত্তি পায়। (কর্ণরোগ—চিঃ)। (৩) কটীদেশতনুদরণার্থ মাধবী-মূল—তক্রের সহিত মাধবীমূল পান করিলে রমণীগণের কটীদেশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বঙ্গসেন—যক্ষ্মায় বনমল্লিকা—মূল, শাখা ও পত্র সহিত কুট্টিত বনমল্লিকার কাথ বা স্বরস এক মাসকাল সেবন করিলে একাদশালিঙ্গাত্মক যক্ষ্মা প্রশমিত হয়। (রাজযক্ষ্ম—চিঃ)। (২) প্রসূতবনিতার বর্দ্ধিতকুক্ষিহ্রাসার্থ মালতীমূল—ঘোলের সহিত মালতীমূল পান করিলে নারীগণের অতিপ্রসবজনিত বর্দ্ধিতায়ন কুক্ষি হ্রাস পাইয়া থাকে। (স্ত্রীরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক শাকবর্গে (চরকের পৃথক পুষ্পবর্গ নাই) মালত্যাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সৌশ্রুত পুষ্পবর্গে লিখিত আছে—“মালতীমল্লিকে তিক্তে সৌরভ্যাৎ পিত্তনাশনে” (স্বঃ ৪৬ অঃ)। কিন্তু মাধবী সম্বন্ধে আচার্য্য কিছুই বলেন নাই। চরক, কুষ্ঠবর্গে “জাতি-প্রবাল” (মালতীপত্র) পাঠ করিয়াছেন।

মাষপর্ণীমুদগপর্ণী—মাষপর্ণীমুদগপর্ণী ।

মাষপর্ণী—Teramnus Labialis. মুদগপর্ণী—Phaseolus Mungo.

অন্বর্থসংগ্রহাঃ—মাষপর্ণীঃ—“মুলভা,” “আম্বোরবা,” “পাঙ্ক-
সোময়া,” “মাষপত্রিকা,” “বহুফলা,” “কৃষ্ণপুস্তা,” “অম্বপুচ্ছিকা”।
মুদগপর্ণীঃ—“মিন্ধী,” “মার্জারগন্ধিকা,” “বনজা,” “বনমুদগ,”
“মুদগপর্ণী”।

माषपर्णीरसे तिक्ता शौतला रक्तपित्तजित् । कफपित्तशुक्रकरी
हन्ति दाहज्वरानिलान् । मुद्गपर्णी हिमा खादु वातरक्तविनाशनी ।
पित्तदाहज्वरान् हन्ति कृमिघ्नी कफशुक्रनुत् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

माषपर्णी रसे तिक्ता वृथा दाहज्वरापहा । शुक्रवृद्धिकरी वल्वा
शौतला पुष्टिवर्द्धनी । मुद्गपर्णी हिमा कासवातरक्तक्षयापहा । पित्त-
दाहज्वरान् हन्ति चक्षुष्या शुक्रवृद्धिकत् । राजनिघण्टुः ।

माषपर्णी हिमा तिक्ता रुक्षा शुक्रवलासकत् । मधुरा ग्राहिणी
शोथवातपित्तज्वरास्रजित् । मुद्गपर्णी हिमा रुक्षा तिक्ता खादुष
शुक्रला । चक्षुष्या क्षतशोथघ्नी ग्राहिणी ज्वरदाहनुत् । दोषत्रयहरो लघ्वी
ग्रहण्यर्शीऽतिसारजित् । वातरक्तं क्षयं कासं नाशयत्यविकल्पतः । भाव-
प्रकाशः ।

माषपर्णी महावृथा चक्षुष्या मुद्गपर्णीका । राजवल्लभः ॥ माषपर्णी-
महावृथा वृंहणी वल्लवर्णकत् । स्तन्यकेशहिता क्षिग्धा वातपित्तापहा
हिमा । शोढलनिघण्टुः ।

वाजीकरणार्थं माषपर्णी—“माषपर्णभृतां धेनुं गृष्टिं पुष्टां चतुः-
स्तणीम् । समानवर्णवत्साञ्च जीवत्वत्साञ्च बुद्धिमान् । * इच्छा-
दामर्जुनादां वा सान्द्रक्षीराञ्च धारयेत् । केवलन्तु पयस्तस्याः शृतं वा शृत-
मेव वा । शर्करामधुसर्पिभिर्युक्तं तद्वृष्य मुत्तमम् । (चिः २ अः) । चरकः ।

कुलिङ्गनाममूषिकविषे माषपर्णीमुद्गपर्णी—“सहे ससिन्धुवारे च
लिङ्गात् तत्र समाचिके” (कः ६ अः) । सुश्रुतः ।

वातासृग्दरे माषपर्णी—“माषपर्णीविपक्वेन तैलेन पिबुधरिषम् ।
कर्त्तव्यं रक्तनाशाय माईवाय सुखाय च” (असृग्दर—चिः) । वङ्गसिन्धुः ।

মাষপর্ণীর ভাষানাম—বাঃ—মাষানি । হিঃ—মষবন্, বনউর্দী । মঃ—রানউর্দী ।
 ঞঃ—অডবাড, অডদবেল । কঃ—রানোডিগুকা উট্টু । তৈঃ—কারমীমুর । মুদগপর্ণীর
 ভাষানাম—বাঃ—মুগানি । হিঃ—মুগবন । মঃ—রানমুগ । ঞঃ—অডবাড মগবেল্য ।
 কঃ—কোহসর । তৈঃ—কারপেসারা ।

অনুর্থসংজ্ঞা—মাষপর্ণীর—“সুলভা,” “আয়োদ্ভবা,” “পাণ্ডুলোমশা,” “মাষ-
 পত্রিক,” “বহুফলা,” “কৃষ্ণবৃন্তা,” “অশ্বপুচ্ছিকা” । মুদগপর্ণীর—“শিষী,” “মার্জ্জার-
 গন্ধিকা,” “বনজা,” “বনমুদগা,” “শূর্পপর্ণী” ।

বর্ণন—মাষপর্ণী সুদীর্ঘ আরণ্যলতা । লতাকাণ্ড নাই, মূল হইতেই বহুরোমাস্থিত,
 কৌণ, ইতস্ততঃ লুষ্ঠিত প্রতান নির্গত হইয়া থাকে । ইহা ত্রিপর্ণী—পত্রোদর অতিসূক্ষ্ম রোমাবৃত-
 হেতু ঈষৎশুভ্র, পত্রপৃষ্ঠ লোমশ । পুষ্প—রক্তাভ বেগুণেরঙের । শিষী—মাষশিষিবৎ,
 বীজসংখ্যা ৫—৬ । মুদগপর্ণীর শাখা ও পত্র বহুরোমাস্থিত । ইহা ত্রিপত্র, পার্শ্বস্থ পত্রদ্বয়ের
 আকৃতিবৈচিত্র্য লক্ষিত হয় । পুষ্প—বৃহৎ, হরিদাভ পীতবর্ণ, প্রায় অবস্কক । শিষী চ্যাপ্টা,
 রোমাস্থিত, সূক্ষ্মগ্র । বীজসংখ্যা ১০—১৫ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রশুল্ক । মাত্রা—২—৪ আনা ।

বৈদ্যকে মাষ ও মুদগপর্ণীর ব্যবহার ।

চরক—বাজীকরণার্থ মাষপর্ণী—মাষপর্ণীভোজী সমানবর্ণবৎসা ও জীবৎবৎসা
 ধেনুর দুগ্ধ শূত বা অশূত, চিনি, ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে বাজীকরণ নির্বাহ হয় ।
 (চিঃ ২ অঃ) ।

সুশ্রুত—কুলিঙ্গনাম মূষিকবিষে মাষ ও মুদগপর্ণী—কুলিঙ্গনাম মূষিক কর্তৃক দষ্ট
 হইলে মাষপর্ণী, মুদগপর্ণী এবং সিন্দূবার মূলচূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন করিবে । (কঃ ৬ অঃ) ।

বঙ্গমেন—বাতজরক্তপ্রদরে মাষপর্ণী—মাষপর্ণীর কাথযোগে পকু তিলতৈলে
 বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া ঘোনিত্তে ধারণ করিলে রক্তক্ষতি নিবৃত্তি পায়, অপিচ ইহা মার্দিকর এবং
 সুধদ । (অঙ্গুর চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, জীবনীমবর্গে মাষ ও মুদগপর্ণী পাঠ করিয়াছেন । পর্ণিনীম্বর
 জীবনীমগণাস্তর্গত হইয়া বিবিধ পীড়ার ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

মুচকুন্দ—মুচকুন্দ:

মুচকুন্দ:—Pterospermum Suberifolium, Rox.

অন্বর্থসংজ্ঞা:—“বহুপত্র:,” “ছত্রবৃক্ষ:,” “সুদল:,” “সুপুষ্প:,”

“রক্তপ্রসব:” (রা নি:), “দীর্ঘপুষ্প:” ।

মুচকুন্দ: কটুতিক্ত: কফকাসবিনাশনশ্চ কণ্ঠদৌষহর: । ত্বগ্দৌষ-
শোফশমনো ব্রণপামাবিনাশনশ্চৈব ॥ রাজনিঘণ্টু: ।

মুচকুন্দ: শির:পীড়াপিত্তাস্রবিষনাশন: । ভাবপ্রকাশ: ।

মুচকুন্দ: কটুস্বীণাস্তিক্ত: স্বর্য: কফাপহ: । কাসত্বগ্দৌষশোফহ্ন:
শীর্ষপীড়ানিবারক: । ত্রিদৌষরক্তপিত্তহ্ন: পিত্তরক্তবিকারহ্ন: । নিঘণ্টু-
রত্নাকর: ।

শির:পীড়ায়াং মুচকুন্দপুষ্পম্—“শিরোঽর্চিঁ নাশয়ত্যাশু পুষ্পং বা
মুচকুন্দজম্” (শিরো—চি:) । চক্রদত্ত: ।

মুচকুন্দের ভাষানাম—বা:—মুচকুন্দচাঁপা । হি:—মুচকুন্দ । ম:—মুচকুন্দ ।
শু:—মুচকুন্দ । ক:—মুচকুন্দ । তৈ:—লোলমুগু । তা:—টডেডা । উ:—বইলো ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—“বহুপত্র,” “ছত্রবৃক্ষ,” “সুদল,” “সুপুষ্প,” “রক্তপ্রসব,” “দীর্ঘপুষ্প” ।

বর্ণন—সুগন্ধি পুষ্পের অল্প মুচকুন্দ বৃক্ষ যত্নে পালিত হইয়া থাকে । প্রশস্ত পত্র-
সম্বিত মুচকুন্দ বৃক্ষ “ছত্রবৃক্ষ” বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য । উপরি লিখিত মুচকুন্দের
অন্বর্থনামগুলি দ্বারাই ইহা উত্তমরূপে বর্ণিত হইয়াছে । মুচকুন্দ বৃক্ষ বসন্তে পুষ্পিত হয় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পুষ্প । মাত্রা—৩-২ আনা ।

বৈদ্যকে মুচকুন্দের ব্যবহার ।

চক্রদত্ত—শিরোরোগে মুচকুন্দপুষ্প—মুচকুন্দপুষ্প কাঁড়িতে পেষণ পূর্বক কপালে
প্রলেপ দিলে শির:পীড়া সত্ত্বর প্রশমিত হয় । (শিরোরোগ চি:) ।

বক্তব্য—চারক “দশেমানিতে” কিংবা শাকবর্গে (চরকে পৃথক পুষ্পবর্গ নাই)
এবং নৌশত পুষ্পবর্গে মুচকুন্দ পঠিত হয় নাই । ধনুস্তরীর নিঘণ্টু ও রাসবলভে মুচকুন্দের
উল্লেখ নাই ।

शुण्डितिका—मुण्डितिका ।

मुण्डितिका, अलम्बुषा, भूकदम्बः, महाश्रावणिका ।—Sphaeranthus Indicus.

अन्वर्थसंज्ञा—“कदम्बपुष्पिका” ।

मुण्डिका कटुतिक्ता स्यादनिलास्रविनाशिनौ । आमारुचिघ्नपक्ष्मार-
गण्डश्लोपदनाशिनौ । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

श्रावणौ तु कषाया स्यात् कटूणाकफपित्तनुत् । आमतीसारकासघ्नी
विषच्छर्दिविनाशिनौ । महामुण्डाण्डोण्डितिका च ईषद् गौल्या मरुच्छिदा ।
स्वरक्तद्रोचनौ चैव मेहकृच्च रसायनौ । राजनिघण्टुः ।

मुण्डितिका कटुः पाके वीर्योष्णा मधुरा लघुः । मेध्या गण्डापची-
कच्छकामियोन्यर्त्तिपाण्डुनुत् । श्लोपदारुच्यपक्ष्मारघ्नीहमेदोगुदार्त्तिहृत् ।
महामुण्डा च तत्तुल्या गुणैरुक्ता मर्षिभिः । भावप्रकाशः ।

वातरक्ते मुण्डितिका - “लौढा मुण्डितिकाचूर्णं मधुसर्पिःसमायुतम् ।
द्विजाकाथं पिवन् हन्ति वातरक्तं सुदुस्तरम्” । (वातरक्त—चिः) ।

(२) गात्रदौर्गन्ध्ये अलम्बुषा—“विमलारणालसहितं पीतमिवालम्बुषा-
चूर्णम्” (स्थौल्य—चिः) । (३) अपचीगण्डमालासु अलम्बुषादल-
स्वरसः—“अलम्बुषादलोद्भूतात् स्वरसाद्दे पले पिवेत् । अपथा गण्ड
मालायाः कामलायाश्च नाशनः” । (गलगण्ड—चिः) । चक्रदत्तः ।

पतितयोः स्तनयोः अलम्बुषा—“अलम्बुषाकणाकणैः सिद्धं तैलं
करोति वनितायाः । पिचुधारणस्यदानात् कुचद्वयं श्रीफलाकारम्” ।
(स्त्रीरोगोधिः) । (२) शिशोर्विच्छिन्नामचर्मरोगे अलम्बुषा—
“अलम्बुषाजटाकणः सर्लचूर्णसमन्वितः । वपुषा कटुतैलेन मिश्रयित्वा च

পাচিতম্ । সন্দ্যাস্তমুলীভাৰং গতে বিস্ফাঃ প্রলেপনম্” । (বালারোগাধিঃ) ।
বন্ধসেনঃ ।

শামবাতী শলম্বুধা—“বিশ্বালম্বুধয়োঃ কল্কমধ্যাত্” । (শ্যামবাত
—বিঃ) । ভাবপ্রকাশঃ ।

“অলম্বুধা,” “ভুকদধ,” “মহাশ্রাবণিকা” ও “মুণ্ডিতিকা” এই গুলি একার্থবাচক শব্দ ।

মুণ্ডিতিকার ভাষানাম—কাহার মতে মুণ্ডিতিকার বাঙলা নাম মুড়মুড়িয়া, কেহ বলেন বড়খুলকুড়ি ও মুণ্ডিরী । রাঢ়ে এবং পূর্ববঙ্গে যাহা মুড়মুড়িয়া নামে খ্যাত তাহা মুণ্ডিতিকা নহে । বড়খুলকুড়ি এবং মুণ্ডিরী বাঙলার কোন অঞ্চলের ভাষানাম জানি না । স্বরূপতঃ যাহা মুণ্ডিতিকা, রাঢ়ের ধাতুক্লেদ্রে ধাতুক্লেদনের পর তাহা প্রচুর দৃষ্ট হইলেও, রাঢ়ে ইহার কোন নাম নাই । কোচবিহারের লোকে মুণ্ডিতিকাকে “বনকুড়ক্” বলে ।
হিঃ—গোরখমুণ্ডী । মঃ—বোড়থরা । গুঃ—গোরখমুণ্ডি । কঃ—হিরীপবোডতর ।
তৈঃ—বোড়সরপুচেটু । তাঃ—কোটক । অঃ—কমানরীযুস্ ।

অম্বুধসংক্রা—“কদম্বপুন্পিিকা” ।

বর্ণন—মুণ্ডিতিকা ফলপাকান্ত ক্ষুদ্র গুল্ম । ধানজমির জল শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিলে ইহা অঙ্কুরিত হয়, ধান কাটিবার সময় গাছ বেশ বড় দেখা যায় । পৌষ মাঘ মাসে ইহা পুন্পিত হয়—পরে রোদ্র যত তীক্ষ্ণ হইতে থাকে গুল্ম ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে । পত্র—ক্ষুদ্র, দীর্ঘ, রোমব্যাগু, বৃন্তবর্জিত, পত্রপ্রান্ত করাতের মত দস্তমুক্ত । ডাঁটার হই ধারে পক্ষবৎ প্রবর্তন দৃষ্ট হয় । পুন্পদণ্ড অশাখ, তদগ্রভাগে প্রায় গোলাকার এক একটী বেগুনেরঙের পুন্প থাকে । পুন্প দেখিতে ছোট কদমফুলের মত ; অতএব ইহাকে “ভুকদধ” বলে । পত্র ও শাখাদিতে এক প্রকার তীব্র গন্ধ আছে । মূল চর্কণ করিলে যেন “চুয়ার” গন্ধ পাওয়া যায় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র গুল্ম, বিশেষতঃ বর্জলাকৃতি পুন্প ও মূল । মাত্রা—
কাথ—৫—১০ তোলা, চূর্ণ ৩—২ আনা । পত্ররস—৩—২ তোলা ।

বৈদ্যকে মুণ্ডিতিকার ব্যবহার ।

চক্রদত্ত—বাতরক্তে মুণ্ডিতিকা—গব্যামৃত ও মধুসহ মুণ্ডিতিকাচূর্ণ সেবনপূর্বক শুষ্কীর কাথ পান করিলে বৃহত্তর বাতরক্ত বিনাশ পায় (বাতরক্ত—চিঃ) । গাত্র-
দৌর্গন্ধে শলম্বুধা—বিষল কাঞ্জির সহিত মুণ্ডিতিকাচূর্ণ সেবন করিলে গাত্রের দুর্গন্ধ

বিনাশ পায় (হোল্য—চিঃ) । (৩) অপচী ও গণ্ডমালারোগে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা পত্রের রস পান করিলে অপচী ও গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় । (গলগণ্ড—চিঃ) ।

বঙ্গমেন—পতিতস্তনে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা ও পিঙ্গলীর কঙ্কসহ বখাবিধি পক্ তিল তৈলে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা স্তনে ধারণ এবং এই তৈলের নস্ত লইলে, বনিতাদিগের পতিত স্তন শ্রীকলাকৃতি প্রাপ্ত হয় (স্ত্রীরোগ—চিঃ) । (২) শিশুর বিচ্ছিন্নাম চর্মরোগে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকার মূল এবং ধুনার কঙ্কসহ সার্ষপ তৈল পাক করিবে । বখন গাঢ় হইয়া তারের মত হইবে তখন পাকসিদ্ধ হইয়াছে জানিবে । এই তৈল বিচ্ছিতে প্রলেপ দিবে । (বালরোগাধিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—আমবাতে মুণ্ডিতিকা—মুণ্ডিতিকা ও শুঠ সমভাগে পেষণ-পূর্বক উষ্ণজল সহ পান করিবে । ইহা আমবাতের পক্ষে হিতকর । (আমবাত—চিঃ) ।

বক্তব্য—চারক “দশমনি”তে কিংবা সৌশ্রুত দ্রব্যসংগ্রহণীয়াধ্যায়ে মুণ্ডিতিকা পঠিত হয় নাই । চরকের বিমানোক্ত মধুরবর্গে অলম্বুধার উল্লেখ দৃষ্ট হয় ।

Constituents.—The herb yields a deep cherry-coloured essential oil. The stems, leaves and flowers contain a bitter alkaloid—sphæranthine.

Actions and uses.—As an alterative it is given in syphilis, rheumatism and boils ; as a demulcent in urethritis, frequent micturition, &c. externally a paste is applied to piles and swollen glands. (R. N. Khory—Vol. II., p. 370).

“The seeds are considered as anthelmintic and are prescribed powders. The root powdered is stomachic ; and the bark of the same, ground small and mixed with whey, is a valuable remedy for piles. In Java the plant is reckoned a useful diuretic.” (Ainslie) “The flowers are employed in cutaneous diseases and in purifying the blood. The roots are reckoned anthelmintic.” (Powell’s Punj. Prod.)

“The distilled water is mentioned as one of the best preparations ; it is directed to be made in the same manner as rose water. • Experiments with the distilled water show that it is not diuretic ; in the case of a cachectic native suffering from frequent micturition caused by chronic prostatitis it afforded much relief. A European suffering from boils derived decided benefit from taking a wine-glassful three times a day. (Dymock, Vol. II., p 258).

নব্যমত—মুণ্ডিতিকা কসায়ন বলিয়া, ফিরঙ্গরোগ, বাত এবং স্কোটিক প্রশমনার্থে সেব্য। স্নিগ্ধ বলিয়া মূত্রমার্গের প্রদাহ, পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগেচ্ছা প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য। ইহার প্রলেপ অর্শ এবং গ্রন্থিস্ফীতিতে ব্যবহৃত হয়। (স্কোরি, ২য় খঃ, ৩৭০ পৃঃ)।

এন্থ্রি বলেন—মুণ্ডিতিকার বীজচূর্ণ কুমিষ। মূলচূর্ণ পাচক। মূলত্বকে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত পান করিলে অর্শ প্রশমিত হয়। জাবাদ্বীপের লোকে মুণ্ডিতিকাকে মূত্রকারক বলিয়া জানে।

বেভেন্ পাউয়েল্ বলেন—মুণ্ডিতিকার পুষ্প, বিবিধ চর্মরোগে এবং রক্তশোধনার্থে ব্যবহৃত হয়। মূল, কুমিষ বলিয়া খ্যাত।

ডিমক্ বলেন—যেমন গোলাপফুল হইতে গোলাপ জল প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ মুণ্ডিতিকার জল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। মুণ্ডিতিকার এই জল ব্যবহার করাইয়া জানা গিয়াছে যে, ইহা মূত্রকারক নহে। Cachexia রোগে পীড়িত একজন এতদেশীয় লোক প্রেট্টে গ্রন্থির প্রদাহ জন্ম কর্তৃক মূত্রকচ্ছুরোগে পীড়িত হইয়াছিলেন, ইহাকে মুণ্ডিতিকার জল পান করাইয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছিল। একজন ইংরাজ স্কোটিকরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, মদ্য পানের প্রাণেশের এক গ্রাশ করিয়া মুণ্ডিতিকার জল দিনে তিনবার পান করিয়া তিনি বিলক্ষণ উপকার পাইয়াছিলেন। (ডিমক্, ২য় খঃ, ২৫৮ পৃঃ)।

মুঘলী—মুঘলী ।

জাখা মুঘলী—Curculigo Orchioides.

অন্য মীদ:—মোতা, অপর (জাখা) ব।

অন্বর্থসংস্রা:—“ইমপুখী,” “দীর্ঘকন্ডিকা,” “মুতালী” ।

পূর্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—“তালমূলিকা মুঘকপুচ্ছাকারা যিফা”

(উল্লেখ:—বি: ৩ ব:) ।

মুঘলী মধুরা যীতা হৃষা পুষ্টিবলপ্রদা। পিচ্ছিকা কফদা পিত্তদাহ-
অমহরা পরা। মুঘলী স্যাধিধা প্রোক্তা মোতা অপরসংস্রকা মোতা স্নায়ুগুণো-
ধিতা অপর ব রসায়নো। রাজনিঘণ্টু: ।

शीता स्वल्पगुणा प्रोक्ता त्वपरा च रसायनी । मुषली मधुरा वृथा
बीर्योष्णा वृंहणी गुरुः । तिक्ता रसायनी हन्ति गुदजाम्बनिलम्बया ।
भावप्रकाशः ।

तालमूली हिता वाते ग्राहिणी च रसायनी । राजवल्लभः ।

मुशलो रसपाकाभ्यां स्वादुः शीताग्निवर्धनौ । वातपित्तहरा वृथा
स्थैर्यमार्हवदायिनौ । शोढ़लनिघण्टुः ।

मुशलो मधुरा वृथा धातुवृद्धिकरो गुरुः । तिक्ता पृष्टिवलकरी
पिच्छिला श्लेष्मला मता । रसायनी शीतला च पित्तदाहहरो मता ।
रक्तदोषं श्रमश्चैव नाशयेदिति कार्त्तिकम् । कृष्णाऽधिकगुणा प्रोक्ता
पूवेताचाण्डगुणा मता । वृहन्निघण्टुरत्नाकरः ।

मुखकान्तिकरत्वे मुशली—“पिष्टा वा छागपयसा सञ्जीव्या मीशली
जटा” (उः ३१ षः) । वाग्भटः ।

वाधिर्ये मुशली—“मुशलीवाकुचीचूर्णं खादेद्वाधिर्यशान्तये (कर्णरोग-
—चिः) । (२) कर्णपालौवर्द्धनार्थं मुशलीकन्दः—“माहिषनवनीतयुतं
सप्ताहं धान्यराशिपर्युषितम् । नवमुशलिकाकन्दचूर्णं वृद्धिकरं कर्णपाली-
नाम्” । (कर्णरोगे—चिः) । वङ्गसेनः ।

शुक्लीर भाषानाम—वाः—तानमूली । कोः—कुवागचि । हिः—शुक्ली । वः—
तानमूली । मः—शुक्ली । षः—शुक्ली । कः—नेमताडो । तैः—निमरतनिगण्टुम् ।

अन्वर्थसंज्ञा—“श्वेत्शुक्ली”, “दीर्घकन्दिका”, “तूतानी” ।

शुक्लीर भेद—राजनिघण्टुचरित्रा नरहरि एवम् भावमिश्र उक्तरेवै चेत ७ कक
भेदे ह्ये प्रकारं शुक्लीर उल्लेख करिवाहेन । एहै चेतकक भेद शुक्लीर पुनर्वर्णाशुनारे
नहे किञ्च कनर्वर्णाशुनारे वृद्धिते ह्येवे । वङ्गरे मर्कट हाराचित आर्ज कृमिभे आति पित्त
तानवृकाकृति वे उडिन् तानमूली नामे शुर्गरिचत ताहाई ककामुक्ली । हेशर पुन
नीतवर्ण । शुक्ल अशुनिशुना शुक्ल एवम् कृत्त माधामुन मवचित, हेहाई शुक्लीकन्द नामे

খাত । কন্দের উপরিভাগ কৃষ্ণাভ বর্ণ, অভ্যন্তর শুভ্রবর্ণ । শ্বেতা মুঘলীর পরিচয় মত-
তেম দৃষ্ট হয় । বহু অঞ্চলের বাজারে বাহা শ্বেতমুঘলী নামে বিক্রীত হয় তাহা *Asparagus*
Adscendens নামক উদ্ভিদের মূল । এই কণ্টকিত উচ্ছ্রিত উদ্ভিদ, রোহিলখণ্ড, গুজরাট
এবং মধ্যপ্রদেশে প্রচুর জন্মে । ইহার শুষ্ক, পাকান, ভঙ্গপ্রবণ এবং হস্তিদন্ত তুল্য শুভ্র, ৩:৪
আঙ্গুল লম্বা মূল, শ্বেতমুঘলীনামে বিক্রীত হইয়া থাকে । জলে ভিজাইয়া রাখিলে ইহা
ফুলিয়া মাকুর মত হয় এবং সুলভম অংশ পেসিলের মত মোটা হয় । ডাঃ উদয়চাঁদ বলেন
“কৃষ্ণামুঘলীর শুষ্কমূল বর্ণান্তরিত প্রাপ্ত হয়—এই বর্ণান্তরিতপ্রাপ্ত মূলকেই প্রাচীনগণ
শ্বেতমুঘলী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।” প্রাচীনগণ এতাদৃশ অসম্যকদর্শী ছিলেন বলিয়া
বোধ হয় না ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ । যে মুঘলীর বয়স দুই বৎসর তাহার কন্দ উত্তোলন
পূর্বক, কন্দকে উত্তমরূপে ধোত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখামূল বর্জিত করিয়া বাশের “চিরাড়ী”
খায়া টুকরা টুকরা করিয়া টুকরাগুলিকে সূতা দিয়া গাঁথিয়া ছায়াশুক করিবে । শুষ্ক হইলে
চূর্ণ করিয়া লইবে । পূর্ণ মাত্রা—১ তোলা ।

বৈদ্যকে মুঘলীর ব্যবহার ।

বাগ্ভট—মুখকান্তিকরত্বে মুঘলী—ছাগীছক্ষপিষ্ট তালমুলীর প্রলেপ মুখকান্তি-
কর । (ডঃ ৩২ অঃ) ।

বঙ্গসেন—বধিরতায় মুঘলী—মুঘলীকন্দ ও সোমরাজচূর্ণ সমভাগ, জলের সহিত
সেবন করিবে । ইহা বধিরতার পক্ষে হিতকর । (কর্ণরোগ চিঃ) । (২) কর্ণপালীবর্দ্ধনার্থ
মুঘলীকন্দ—নব মুঘলীকন্দচূর্ণ মাছিষ নবনীতসহ মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন ধাত্তরাশির তিতর
রাখিবে । সপ্তাহান্তে উচ্ছ্রিত করিয়া কর্ণে মর্দন করিলে কর্ণপালী অর্থাৎ কাণের পাতা
বর্দ্ধিত হয় । (কর্ণরোগ চিঃ) ।

বক্তব্য—নিম্নলিখিত মুঘলী “বৃষা পুষ্টিবলপ্রদা” ও “ধাতুবৃদ্ধিকরী” বলিয়া কথিত
হইয়াছে । চরকের “দশেমানি”তে বা অস্তর মুঘলীর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না । সুলভতের দ্রব্য-
সংগ্রহণীর অধ্যায়ে বা কৌণবলীর বাজীকরণ চিকিৎসিতে মুঘলীর উল্লেখ নাই । বাগ্ভটোক্ত
রসায়ন বাজীকরণযোগেও মুঘলী পঠিত হয় নাই । চক্রপাণি, অর্শ্চিকিৎসিতোক্ত ভ্রাতাক-
লৌহে, ব্রহ্মনিস্তোক্ত খণ্ডকান্ত লৌহে, তালমুলী প্রয়োগ করিয়াছেন । ভাবপ্রকাশকার
রসাধনাধিকারে ।

“শতাব্দীভূতিকা ওফুচী । সহস্রিকণা সহতালমুলী ।

এতানি কৃষ্ণা সমভাগমূলানু । আয়োজন কিংবা মধুনাবলিবাৎ”

এই বোগে ভালমূলী ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব দেখা বাইতেছে যে নিষট্ণুকারগণ মুবলীকে একবাক্যে বৃষা, পুষ্টিবলপ্রদা এবং ধাতুরক্ষিকরী বলিয়া ঘোষণা করিলেও, প্রাচীন উত্তরকারগণ ও ভাবমিশ্রের পূর্ববর্তী সংগ্রহকারগণের মধ্যে কেহই মুবলীকে, রসায়ন বা কী-করণার্থ প্রয়োগ করেন নাই।

Constituents.—Resin, tannin, mucilage, starch and ash containing exalate of calcium, &c.

Actions and uses.—Bitter, aromatic, tonic and demulcent; used in general debility, in affections of the urino genital system as impotence; also in asthma, piles, jaundice, dysuria, diarrhoea, menorrhagia and gonorrhoea. As a tonic it is generally mixed with aromatic bitters and aphrodisiac medicines. (R. N. Khory—Vol. II., p. 605.)

নব্যমত—ভালমূলী, তিরু, স্নগন্ধি, বলা এবং স্নিগ্ধ। ইহা দৌর্বল্য, ধ্বস্তভঙ্গাদি-রোগ, খাস, অর্শ, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ, অতিসার, অতিরিক্ত রক্তস্রাব এবং গণোরিয়া পীড়ার ব্যবহৃত হয়। বলাক্রমে ইহা প্রায়ই স্নগন্ধিতিরুভেদক এবং বৃষাদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়। (কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৬০৫ পৃঃ)।

মুস্তক—মুস্তকঃ ।

মুস্তকঃ—Cyperus Rotundus. **ভদ্রমুস্তকঃ**, কান্তকামুকম্—Cyperus Tuberosus. **নাগরমুস্তকঃ**—Cyperus Pertenuis. **কৌবর্তমুস্তকঃ**—Cyperus Tenuiflorus.

অন্বর্থসংক্রা:—ভদ্রমুস্তকস্য—“সুগন্ধিঃ,” “অম্বিলা”। নাগর-মুস্তকস্য—“নগরোত্যা,” “বক্রাঙ্গা,” “দুড়াল্লা,” “পিণ্ডমুস্তা,” “কচ্ছ-বহা”। কৌবর্তমুস্তকস্য—“জলমুস্তম্,” “জলজম্”।

মুস্তাতিক্তকষায়াঃস্বিমিথিরা স্নেহরক্তজিত্। পিত্তজ্বরাতিসারদৌ
দৃশ্যামিথিনায়নো। জলজং তিক্তকটুকং কষায় কান্তিদে হিমম্।
মিথং বাতাভ্যবিসর্পকচ্ছুভবিষায়ম্। অন্বনরৌয়নিঘণ্টঃ।

भद्रमुस्ता कषाया च तिक्ता शौता च पाचनी । पित्तज्वरकफघ्नी च
श्रेया संग्रहणी च सा । तिक्ता नागरमुस्ता कटुः कषाया च शौतला
कफनुत् । पित्तज्वरातिसाराकृच्छिणादाहनाशनी श्रमहृत् । राज-
निघण्टुः ।

मुस्तं कटु हिमं ग्राहि तिक्तं दीपनपाचनम् । कषायं कफपित्तास्र-
ज्वरातिसारजन्तुहृत् । भावप्रकाशः ।

मुस्तकं तिक्तकटकं वातघ्नं ग्राहिदीपनम् । राजवल्लभः ।

अथाग्रन्थे मुस्तम् -मुस्तं संग्राहकदीपनीयपाचनीयानाम् (सूः
२५ अः) । (२) अतिसारे भद्रमुस्तकः—क्रीवेरभद्रमुस्तानि * ।
तिस्रःप्रमथ्या विहिता श्लोकार्द्धेषतिसारिणाम्” । (चिः १० अः) ।
(१) अतिसारे मुस्तकः—* मुस्तपर्पटकेषु वा । * पक्वं वा पाययेत्
जलम् । (चिः १० अः) । (४) कफपित्तमदात्यये भद्रमुस्तकः—
गुडूचीभद्रमुस्तानां * । रसं सनागरं दद्यात् तत्तिरिप्रतिभोजनम्” ।
(चिः १२ अः) । (५) मदात्ययस्य पिपासायां मुस्तम्—“जलं मुस्तैः
शृतं वापि दद्याद्दोषविपाचनम् । एतदेव च पानीयं सर्वत्रापि मदात्यये” ।
(चिः १२ अः) । (६) कफपित्तजे कासे मुस्तः—“पैत्ते समुस्तमरिचः
सकफे—* । (चिः २२ अः) । (७) कफज्वंमने कौवर्त्तमुस्तकः
मुस्तकः—* विडङ्गप्रवयोरयो वा । “मुस्तयुतां कर्कटकस्य शृङ्गीम्”
(चिः २३ अः) । चरकः ।

आमातिसारे मुस्तकम्—पयस्युत्काथ्य मुस्तानां विंशतिं त्रिगुणै-
श्चसि । क्षीरावशिष्टं तत् पीतं हन्वामं शूलमेव च । (उः ४० अः) ।
(२) पक्वातिसारे मुस्तकम्—“मौस्तं कषायं एकं वा पियं मधुसमायुतम्” ।
(उः ४० अः) । सुश्रुतः ।

বিসূচ্যা: পিপাসায়াং ভদ্রমুস্তকম্—“* শৃতং ভদ্রমুস্তকস্য বা” ।
(অগ্নিমাম্ব্য—চি:) । (২) আগন্তুব্রণো ভদ্রমুস্তকম্—কাম্ব্যক্রাসুকমীকং
সুশ্লক্ষং গব্যসর্পিষা পিষ্টম্ ; শময়তি লেপান্নিয়তং ব্রণমাগন্তুজং ন সন্দেহ: ।
(ব্রণশোধ—চি:) । চক্রদন্ত: ।

অগ্নিবিষর্পে মুস্তকঃ—“সেচয়েৎ * । সিতাম্ব্যসাম্ব্যজজদৈ:” ।
(চি: ১৮ প:) । বাগ্ভট: ।

অপস্মারে মুস্তকম্—“উত্তরদিগ্গতমুস্তকমূলং বুধয়া সমুদৃতং পৈষ্য ।
পৌতং পয়সা হন্যাৎপস্মৃতিং গো: সর্বাণ্যবত্সায়া: । বহুসেন: ।

মুস্তকের ভেদ ও পরিচয়—মুস্তক চারি প্রকার—মুস্তক, ভদ্রমুস্তক, নাগরমুস্তক
এবং কৈবর্তমুস্তক । ইহার মধ্যে ভদ্রমুস্তক মুস্তকের ভেদমাত্র । মুস্তক যত্নতর
অগ্নিলেও আর্দ্রবানুকামিশ্রিত ভূমিতেই আনন্দে বর্ধিত হয় । নাগরমুস্তক নিম্ন আর্দ্র
ভূমিতে জন্মে । ২।-৩ হাত উচ্চ ডাঁটা বাহির হয়, ইহা ক্রমশ: সরু এবং ইহার অগ্রভাগ
ছত্রাকৃতি । মূল কন্দাকৃতি অশ্লিষৎ স্থল, অশ্লুরীক তুল্য রেখাবৃত্ত অতএব “চক্রাক্ষা”
এবং কৃষ্ণবর্ণ রোমাঙ্কিত । কৈবর্ত মুস্তক জলে জন্মে । নাগরমুস্তকপেক্ষা ইহার ডাঁটা
দীর্ঘতর এবং ত্রিকোণ ।

মুস্তকের ভাষানাম—বা:—মুস্তা । কো:—কেস্তা । হি:—মোথা । ম:—মোথে ।
শু:—মোথ্য । ক:—মুস্তা । তৈ:—ভূমুস্ত । তা:—কোরয় জা:—গরমোটা । কা:—
শাদকফী । অ:—মুস্তকমীন্ ।

নাগরমুস্তকের ভাষানাম—বা:—নাগরমুস্তা । হি:—নাগরমোথা । ম:—নাগর-
মোথে । শু:—নাগরমোথ্য । ক:—নাগরমুস্তা । তৈ:—সকহত্ব ।

কৈবর্তমুস্তকের ভাষানাম—বা:—কেউদমোস্তা, কেশুরিমোস্তা । হি:—কেবটি-
মোস্তা । ম:—কেবড়ীমোথ্য । শু:—কৈবর্তমোথ্য ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—ভদ্রমুস্তক—“শুগন্ধি,” “গ্রহিণী” । নাগরমুস্তকের—
“নগরোথা,” “চক্রাক্ষা,” “চূড়ালী,” “পিণ্ডমুস্তা,” “কঙ্করহা” । কৈবর্তমুস্তকের—
“অলমুস্ত,” “অলম” ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দাকৃতি মূল । মাত্রা—চূর্ণ ২-৪ আনা । কাথ—৫-১০
তোলা ।

বৈদ্যকে মুস্তাদির ব্যবহার ।

চরক—অগ্রাগ্রহে মুস্তক—সংগ্রাহক দীপনীয় পাচনীয় দ্রব্যের মধ্যে মুস্তক শ্রেষ্ঠ । (সূ: ২: অ:) । (২) অতিসারে ভদ্রমুস্ত—বালা এবং ভদ্রমুস্তকের কাথ প্রস্তুত করিবে, এতদ্বারা প্রমথ্য প্রস্তুত করিয়া অতিসারীকে সেবন করাইবে । (চি: ১০ অ:) । (৩) অতিসারে মুস্তক—মুস্তক এবং কেংপাপড়ার কাথ অতিসারে প্রশস্ত । (চি: ১০ অ:) । (৪) কফপিত্তমদাতায়ে ভদ্রমুস্তক—মদাতায়রোগীর কাসের সহিত রক্তনির্গম, পার্শ্ব ও স্তন সন্নিহিত স্থানে বেদনা, তৃষ্ণা, হৃদয় ও বক্ষে বিদাহ এবং উৎক্লেশ অর্থাৎ উপস্থিত বমনত্ব বিজ্ঞমান থাকিলে গুড়ুচী এবং ভদ্রমুস্তার কাথ শুষ্কীচূর্ণযোগে পান এবং তিস্তির মাংসের যুষসহ অন্ন ভোজন করিবে । (চি: ১২ অ:) । (৫) মদাতায়েয় পিপাসায় মুস্ত—ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত মুস্তকের পানীয় তৃষ্ণার্ক্ত মদাতায়রোগীর পক্ষে প্রশস্ত । (চি: ১২ অ:) । (৬) কফপিত্তজকাসে মুস্ত—কফপিত্তজকাসরোগী মুস্তচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধুযোগে লেহন করিবে । (চি: ১২ অ:) । (৭) কফজবমনে কৈবর্তমুস্ত ও মুস্তক—কফজবমন প্রশমনার্থ বিড়ঙ্গ ও কৈবর্তমুস্তক চূর্ণ মধুসহ লেহন করিবে কিংবা কাঁকড়াশুণী ও মুতাচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে ।

সুশ্রুত—আমাতিসারে মুস্তক—কুটিত মুস্তক ২০টা, জল দেড়পোয়া, ছাগীছূর্ণ আধ-পোয়া, কাথ প্রস্তুত করিয়া ছূর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । এই কাথ পান করিলে আমদোষ ও বেদনা প্রশমিত হয় । (২) পকাতিসারে মুস্তক—একমাত্র মুতারকাথ মধুসহ পান করিলে পকাতিসার প্রশমিত হয় ।

চক্রদত্ত—বিসূচীকার পিপাসায় ভদ্রমুস্তক—ভদ্রমুস্তকের ষড়ঙ্গপরিভাষানুসারে প্রস্তুত পানীয় বিসূচীকার পিপাসা ও অহুৎক্লেশে প্রশস্ত (অগ্নিমান্দ্য—চি:) । (২) আগন্তু ব্রণে ভদ্রমুস্তক—ভদ্রমুস্তক গব্যস্বত্রযোগে উত্তমরূপ পেষণপূর্বক লেপ দিলে আগন্তু ব্রণ (শত্রাদিহারাজাত কত) নিঃসন্দেহ প্রশমিত হয় । (ব্রণশোধ—চি:) ।

বাগ্ভট—অগ্নিবিসর্পে মুস্তক—মুস্তককাথ অগ্নিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গে সেচন করিবে (বিসর্প—চি:) ।

বঙ্গসেন—অপস্মারে মুস্তক—উত্তরদিকস্থিত মুস্তার মূল উত্তোলন পূর্বক সর্ষপবৎসা গোকুর (যে গোকুর বাছুর গোকুর সমানবর্ণ) ছুঁড়ের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে অপস্মার বিমোচন পায় (অপস্মার—চি:) ।

বক্তব্য—চরক, লেখনীয়, তৃপ্তিয়, কণ্ডূর, শুভশোধক এবং তৃষ্ণামিগ্রহণ বর্ধে মুস্তক পাঠ করিগাছেন । সুশ্রুতে, মুস্তক, বচনি ও মুস্তাদিগণে পঠিত হইয়াছে । মুতার

মূল বরাহগণের প্রিয় খাদ্য । যুগসাবিরাম বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন—“বিষকঃ ক্রিয়তাং বরাহততিভিমুক্তাকতিঃ পবলে” ।

Actions and uses of *Cyperus Rotundus*.—Diaphoretic, diuretic, demulcent, stimulant and galactagogue ; given in fevers, dyspepsia, diarrhoea and cholera ; also in urinary calculi and amenorrhœa. As a galactagogue the fresh tubers are applied to the breasts. (R. N. Khory—Vol. II., p. 632.)

Actions and uses of *Cyperus Pertenuis*.—Refrigerant, aromatic and stomachic ; also alterative ; given in torpid liver, chronic fevers, dyspepsia and derangements of the bowels. In chronic fevers it relieves thirst and heat of the body. It is also useful in ascitis and as anthelmintic in lumbrici. (R. N. Khory—Vol. II., p. 632).

নব্যমত—মুস্তক ষর্ষকারক, মূত্রকর, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং স্তন্যস্রাবকারী । ইহা জ্বর, গ্রহণী, অতিসার, বিস্ফীকণ, পাথরী এবং বিলম্বিত ঋতু কিংবা ঋতুরোধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সন্যঃ উদ্ধৃত মুস্তকমূল পেষণ পূর্ষক স্তনদেশে প্রলেপ দিলে স্তন্যস্রাব বর্ধিত হয় । (স্কোরি, ২য় খঃ, ৬৩২ পৃঃ) ।

নাগরমুস্তক—শীত, স্নিগ্ধ, পাচক এবং রসায়ন । ইহা যকৃৎদোষ, জীর্ণজ্বর, গ্রহণী ও অজীর্ণরোগে ব্যবহৃত হয় । জীর্ণজ্বরে ইহা সেবিত হইলে পিপাসা এবং দাহ নিবারণ করে । উদরগত শোথে মুস্তক হিতকর । টহার কীট-বিনাশিনী শক্তি আছে । (স্কোরি, ২য় খঃ, ৬৩২ পৃঃ) ।

মূলক—মূলকম্ ।

মূলকম্—*Raphanus Sativus*. অস্র মীদাঃ—বাষাষ্যমূলকম্, যক্ষ্মনকম্, পিচ্ছমূলকম্ ।

অন্বর্ষসংগ্রাঃ—মূলকস্য—“দীর্ঘমূলকম্,” “দীর্ঘপত্রকম্,” “মহামূলকম্,” “বধিষম্,” “মিষ্বীফলম্” । বাষাষ্যমূলকস্য—“স্রসমূলকম্,” “মহাকন্দম্,” “মবসখম্” । যক্ষ্মনস্য—“যবমীদম্,” “বসুম্” ।

मूलकं गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णमामत्रिदोषनुत् । तदेव खिन्नं खिग्धञ्च
कटूष्णं कफवातनुत् । त्रिदोषशमनं शुष्कं विषदोषहरं लघु । चाणाख्यं
मूलकं तिक्तं कटूष्णं रुच्यदीपनं । कफवातकृमौन् गुल्मं नाशयेद् ग्राहकं
परम् । आटवीमूलकम् तिक्तं विपाके कटुकं तथा । पित्ताविरोधि
कफहा गुरुः स्याद्वातनाशनम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

मूलकं तीक्ष्णमुष्णञ्च कटूष्णं ग्राहिदीपनम् । दुर्णामगुल्महृद्द्रो-
वातघ्नं रुचिदं गुरु । चाणाख्यमूलकम् सोष्णं कटुकं रुच्यदीपनम् ।
कफवातकृमौन् गुल्मं नाशयेद् ग्राहकं परम् । गृञ्जनं कटुकोष्णञ्च
कफवातरुजापहम् । रुच्यं दीपनहृद्यञ्च दुर्गन्धं गुल्मनाशनम् । पिण्डमूलं
कटूष्णञ्च गुल्मवातादिदोषनुत् । मूलकविशेषगुणाः—सोष्णं तीक्ष्णं च
तिक्तं मधुरकटुरसं, मूत्रदोषापहारि । श्वासाशःकासगुल्मक्षयनयनरुजा,
नाभिशूलामयघ्नम् । कण्ठं वल्यञ्च रुच्यं मलविकृतिहरं, मूलकं वालकं
स्यात् । उष्णं जीर्णञ्च शोफप्रदमुदित मिदं, दाहपित्तास्रदायि । आमं
संग्राहि रुच्यं कफपवनहरं, पक्वमेतत् कटूष्णम् । भुक्तेः प्राग्भक्षितं चेत्
सपदि वितनुते, पित्तदाहास्रकोपम् । भुक्त्या सार्द्धं तु जग्धं हितकर-
वलकत्, वेश्वारेणा तच्चेत् । पक्वं हृद्द्रोगशूलप्रशमनमुदितम्, शूलरुग्धारि
मूलम् । राजनिघण्टुः ।

लघुमूलं कटूष्णं स्यात् रुच्यं लघु च पाचनम् । दोषत्रयहरं स्वर्णं
खरकासविनाशनम् । नासिकाकण्ठरोगघ्नं नयनामयनाशनम् । महत्
तदेव रुच्योष्णं गुरु दोषत्रयप्रदम् । स्नेहसिद्धं तदेव स्याद् दोषत्रय-
विनाशनम् । भावप्रकाशः ।

मूलकं गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णमामत्रिदोषनुत् । तदेव स्नेहपक्वं चेत्

कफकृदातपित्तजित् । शुष्कं त्रिदोषशमनं शोथघ्नं गरजिप्लवु । तत्पुष्पं
कफपित्तघ्नं तत्फलं कफवातजित् । राजवल्लभः ।

वालं दोषहरं वृद्धं त्रिदोषं मारुतापहम् । स्निग्धसिद्धं विशुष्कान्तु
मूलकं कफवातजित् । ग्राहो गृह्णनक स्तीणो वातश्लेष्मार्यमां हितः ।
स्वेदनेऽभ्यवहार्ये च योजयेत् तदपित्तिनाम् । चरकः—सूः २७ षः ।

शुष्कार्शःसु मूलकम्—“शुष्कमूलकपिण्डैर्वा * स्वेदयेत् पीडली-
कतैः” । (चिः ६ षः) । (२) अर्शःसु शुष्कमूलकम्—“शुष्कमूलकयूषं
वा * छागलं वा रसं दद्याद् यूषैरेतैर्विमिश्रितम्” (चिः ६ षः) ।
(३) प्रवाहिकायां मूलकम्—“तं मूलकानां यूषेण * भोजयेत्” ।
(चिः १० षः) । (४) ग्रन्थिविषर्पे मूलकम्—“सुखोणया प्रदिग्धादा
* शुष्कमूलककल्केण” (चिः ११ षः) । (५) शोथे शाकार्यं गृह्णनकम्
—“* गूह्ननकं पटोलं * शाकार्यिनां शाकमतिप्रशस्तम्” । (चिः
१७ षः) । कफशोथे मूलकम्—“* शस्तस्तथामूलकतीयसेकः”
(चिः १७ षः) । (६) हिक्काप्रवासयोः शुष्कमूलकम्—“शुष्कमूलक-
यूषश्च हिक्काप्रवासनिवारणः” (चिः २१ षः) । (७) वातकासिणः
पथ्यायं मूलकम्—“* मूलकं सुषिषसकं * शस्यते वातकासेतु
*” (चिः २२ षः) । चरकः ।

कार्णाशूले मूलकम्—“* मूलकस्य च * स्वरसः श्रेष्ठः कदुष्णः
कार्णपूरणे” । (उः २१ षः) । सुश्रुतः ।

कफवातात्मके ज्वरे मूलकम्—शुष्कमूलकयूषसु कफवातात्मके
हितः । (ज्वर—चिः) । (२) सिध्ने मूलकवीजम्—“शिशिरिरेण
सुषिष्टं मूलकवीजं प्रलेपतः सिध्ने * नाशयति” (कुष्ठ—चिः) ।

(৬) শীতপিত্তে শুষ্কমূলকাম্—“শুষ্কমূলকায়ুপেষ # । ভোজনং সৰ্ব্বদা
কার্যম্” । (শীতপিত্ত—বি:) । চক্রদত্ত: ।

বিসূচ্যাং বালমূলকাম্—“বালমূলস্য তু কাথ: পিপ্পলীচূর্ণসংযুত: ।
বিসূচীনাশন: শ্ৰেষ্ঠ: জঠরাগ্নিবিবর্ধন: । (অজীর্ণ—বি:) । ভাবপ্রকাশ: ।

মূলকের ভাষানাম—বা:—মূল। হি:—মুরই। ম:—মুঠা। ঙ:—মূল।
ক:—মূলকী। তৈ:—শুভিদম্পা। কা:—তুখ। অ:—ফজল বজ্রল। ইং—গার্ডেন
র্যাডিশ।

গৃঞ্জনের ভাষানাম—হি:—জঙ্গলীগাজর। ম:—রাণগাজর। ঙ:—পতালু-
গাজর। অ:—জজারবীরং। ফা:—গজরেদন্তি।

অনুর্ধসংজ্ঞা—মূলকের—“দীর্ঘমূলক,” “দীর্ঘপত্রক,” “শঙ্খমূল,” “কুচিষ,”
“শিথীফল” । চাণাখ্যমূলকের—“স্থূলমূল,” “মহাকন্দ,” “মরুসম্ভব” । গৃঞ্জনের
—“ববনেষ্ট,” “বর্তুল” ।

মূলকের ভেদ—ধনুস্তুরীঘনিঘণ্টুতে মূলক, চাণাখ্যমূলক এবং গৃঞ্জন ভেদে
তিন প্রকার, রাজনিঘণ্টুতে মূলক, চাণাখ্যমূলক, গৃঞ্জন এবং পিণ্ডমূলক ভেদে চারি
প্রকার এবং ভাবপ্রকাশে লঘুমূলক এবং নেপালমূলক ভেদে দুই প্রকার মূলকের উল্লেখ
দৃষ্ট হয়। গৃঞ্জন এবং গৃঞ্জর এক নহে—গৃঞ্জন মূলকভেদে ধনুস্তুরি বলিরাছেন—“তৃতীয়
মূলকং চাণ্ডং নিদ্রিষ্টং তচ্চ গৃঞ্জনম্” । গৃঞ্জরকে গাজর বলে। নিঘণ্টুঘরে গৃঞ্জরের
শুণপর্যায় পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, কন্দ (মূলক), পুস্প ও বীজ ।

মাত্রা—পত্র শাকার্থ ব্যবহৃত হয়। শুষ্কমূলকের কাথ ৫—১০ তোলা। আর্দ্র-
মূলকের গরম ২—৪ তোলা। পুস্পচূর্ণ ১—৪ আনা। বীজ প্রারম্ভে: প্রলেপার্থ ব্যবহৃত
হয়। গৃঞ্জনের মাত্রা প্রায় মূলকবৎ ।

বৈজ্ঞকে মূলকের ব্যবহার ।

চরক—শুষ্কার্থে মূলক—শুক মূলক জলে বা কাষিতে পেষণপূর্বক উক করিয়ে
—ইহা পোটলীবদ্ধ করিয়া তদ্বারা শুষ্কার্থে অর্থাৎ যে অর্শের বসি হইতে রক্তস্রাব হয় না,

তাহাতে বেদ দিবে। (চি: ৯ অ:)। (২) অর্শে শুক্রমূলক—অর্শোরোগীকে শুক্র-
মূলকের যুষ কিংবা ছাপলমাংসের যুষের সহিত শুক্রমূলক যুষ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।
(চি: ৯ অ:)। (৩) প্রবাহিকায় মূলক—আম পরিপক হইলেও বাহার কুহন এবং
বেদনার সহিত পিচ্ছিল ও অন্ন অন্ন বারম্বার আম নির্গত হয় তাহাকে মূলকযুষের সহিত
পথ্য দিবে (চি: ১০ অ:)। (৪) গ্রীষ্মবিসর্পে মূলক—শুক্রমূলক জলের সহিত পেষণ
করিবে। ইহাকে ঈষৎক করিয়া এতদ্বারা গ্রীষ্মবিসর্পীক্রান্ত অঙ্গ প্রাণ্ডি করিবে।
(চি: ১১ অ:)। (৫) শোথে গৃঞ্জনক—গৃঞ্জনক নামক মূলক বিশেষ শোথরোগীর
পক্ষে শাকার্য প্রযুক্ত। (চি: ১৭ অ:)। (৬) কফশোথে মূলক—কফশোথ
রোগীর শোথযুক্ত অঙ্গে শুক্রমূলকের কাথ সেচন করিবে। (চি: ১৭ অ:)। (৭) হিকা-
শ্বাসে শুক্রমূলক—শুক্রমূলকের যুষ হিকাশ্বাস নিবারণ করে। (চি: ২১ অ:)।
(৮) বাতজকাসে মূলক—বাতকাস রোগীর পক্ষে মূলক প্রযুক্ত। (চি: ২২ অ:)।

সুশ্রুত—কর্ণশূলে মূলক—মূলকের ঈষৎক তরঙ্গ দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণের
বেদনা প্রশমিত হয়। (উ: ২১ অ:)।

চক্রদত্ত—বাতকফাত্মক জ্বরে মূলক—বাতজ্বরে অরোগীর পক্ষে শুক্রমূলকের
যুষ হিতকর। (অর—চি:)। (২) সিধো মূলকবীজ—অপামার্গের মূলের রসে মূলক-
বীজ পেষণপূর্বক সিধে (ছুলিতে) প্রলেপ দিলে ছুলি আরাম হয়। (কুঠ—চি:)।
(৩) শীতপিত্তে শুক্রমূলক—শীতপিত্তরোগীকে শুক্রমূলকের যুষের সহিত অন্নাদি ভোজন
করিতে বলিবে। (শীতপিত্ত—চি:)।

বক্তব্য—পূর্বে বলিয়াছি ধনস্তুরি এবং নরহরির মতে গৃঞ্জন একপ্রকার মূলকভেদ।
গৃঞ্জর এবং গৃঞ্জন পৃথক উভয়, গৃঞ্জরকে লোকে গাজর বলে। তাবমিশ্র কিন্তু এই ভেদ
রক্ষা করেন নাই তিনি বলিয়াছেন “গাজরং গৃঞ্জনং প্রোক্তং”। এক্ষণে প্রসঙ্গবশাৎ
গাজরের গুণ লিখিত হইতেছে গাজরের লাটিন্ নাম Dancus Carota. গুণসম্বন্ধে
ধনস্তুরি বলেন—“গর্জরং মধুরং রুচ্যং কিকিৎ কটু কফাপহম্। আশ্বানকমিশূলয়ং বাহ-
পিত্তজরাপহম্”। নরহরি বলেন—“গর্জরং মধুরং রুচ্যং কিকিৎ কটুকফাপহম্। আশ্বান-
কমি শূলয়ং বাহপিত্তত্বাপহম্”। তাবমিশ্র বলেন—“গাজরং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোক্তং
দীপনং লঘু। সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শো গ্রহনীকফবাতজিৎ”।

Constituents of Ramphanus Sativus.—Seeds and root contain a fixed oil, a sulphuretted volatile oil, resembling mustard-seed oil. The

oil is colourless and has the taste of radishes. It contains sulphur and phosphoric acid.

Actions and uses.—The seeds and leaves are diuretic, laxative and lithontriptic. The root is used as an edible vegetable. All parts of the plant are used in urinary diseases and in cases of gravel. (R. N. Khory - Vol. II., p. 63).

Constituents of *Daucus Carota*.—The root contains carotin, hydro-carotin oil, sugar, pectin, nitrogen compound and volatile oil. The fruit contains volatile oil and a fixed oil.

Actions and uses —Fruit stimulant laxative, emollient, antiseptic, diuretic and emmenagogue. As a diuretic it is given in nephritic affections, dropsy, strangury and amenorrhœa. This property is due to its containing the volatile oil which acts locally upon the nervous structures of the kidney during the excretion ; as an antiseptic a poultice of the root is used to correct foetid discharges from eczema, unhealthy sores, carcinoma, &c, the root is saccharine and edible. The seeds are said to cause abortion. (R. N. Khory—Vol. II., p. 286).

নব্যমত—মূলাৰ বীজ ও শাক, মূত্রকারক, মূত্ৰেচক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক । ইহাৰ কি মূল, কি পত্র, কি বীজ সমস্তই মূত্রসম্পর্কীয় পীড়ায় এবং পাথরীরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । (আর, এন্, ফোরী, ২য় খণ্ড, ৬৩ পৃঃ) ।

গাজর—ফল, উষ্ণ, মূত্ৰেচক, স্নিগ্ধ, পচননিবারক, মূত্রকারক এবং স্তন্যস্রাববর্ধক । মূত্রকারক বলিয়া ইহা বৃক্কের (kidneys) উত্তেজন হেতু জাত পীড়া, শোথ, মূত্রকৃচ্ছ এবং বিলম্বিত ঋতু কিম্বা রজোরোধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গাজরে যে তৈল আছে তাহারই গুণে গাজর এবংবিধ গুণবিশিষ্ট । পচননিবারক বলিয়া গাজরের পুষ্টিশ, পাচকা এবং কদম্ব্য ক্রতের স্রাব হ্রাস ও ক্রত শোধন করে । মূল—শর্করাবহুল এবং ভক্ষণীয় । বীজ—গর্ভস্রাবকারী বলিয়া প্রচার । (আর, এন্, ফোরী, ২য় খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ) ।

মূর্ধা—মূর্ধা ।

মূর্ধা, মধুরসা—Sansevieria Zeylanica.

পূর্বাচার্য্যকৃতবর্ণনম্—“মূর্ধা ধনগুণোপযোগ্যা দূবচড় ইতি
লোকে” (উল্লেখ:—সু: সূ: ৩৮ প:) ।

মূর্ধা স্বাদুরসা চোশা হৃদ্রোগকফবাতজিত্ । কুষ্ঠকণ্ডূবমীমিহ-
বিষমজ্বরনাশিনী । ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু: ।

মূর্ধা তিক্তা কষায়োশা হৃদ্রোগকফবাতজিত্ । বমিপ্রমেহকুষ্ঠারি বিষম-
জ্বরহারিণী । রাজনিঘণ্টু: ।

মূর্ধা সরা গুরু: স্বাদুস্তিক্তা পিত্তাস্রমেহনুত্ । ত্রিদোষতৃণাহৃদ্রোগ-
কণ্ডূকুষ্ঠজ্বরপহা । ভাবপ্রকাশ: ।

মূর্ধা তু বৃহণী বস্যা কফবাতাময়ান্ জয়েত্ । রাজবল্লভ: ।

পিত্তজবমনে মূর্ধা—“মূর্ধা তথা তণ্ডু লধাবনেন” (চি: ২৩ প:) ।
চরক: ।

সর্বজ্বরে মূর্ধা—“* মূর্ধায়া দেবাদারুণি । কষায়ং বিধিবত্
কৃৎবা পৈয়মেতজ্বরপহম্” । (উ: ৩৫ প:) । সুশ্রুত: ।

নেত্ররোগে মূর্ধা—“সীবীরং সৈম্বধং তৈলং মূর্ধামূহং তথৈবচ । কাস্যপাত্রে
বিষ্টষ্টং স্যাদক্ষ্যো: শুল্কনিবারণম্ । (নেত্ররোগ—চি:) । বঙ্কসেন: ।

মূর্ধার ভাষানাম—বা:—শ্চীমুখী, বোড়াচক্ । হি:—চূর্ণহার, মর্হনী । ম:—
মোরবেল । ক:—মুহুরসি । তৈ:—বাগচেট্টু । তা:—মরুজ্ । কা:—মোরহরী ।

বর্ণন—মূর্ধার কাণ্ড নাই । মূল—কোষাকৃতি শঙ্কবৎ পদার্থে আবৃত, শাখামূল
কনিষ্ঠামূলিবৎ মূল এবং মৃত্তিকাত্যন্তরে দূর গমন করে । পত্র—দীর্ঘ, অগ্রশূন্য, পত্রের
ছই ধার সমুচিত হওয়ার পত্র সমতল নহে, যেন কিঞ্চিৎ ঠোকার ধরণ, পত্রের অগ্রভাগ
কণ্টকাকৃতি, গোলাকার এবং ক্রমে শূন্য, এইকর্তৃক শ্চীমুখী নাম, গাঢ় ও ক্রিষ্ণে হরিষর্গের
যেখাঙ্কিত । পুষ্প—মধ্যমাকৃতি হরিদাত্তবৎ । ফল—কলাকাকৃতি এবং পক্ নিম্নবৎ
শীতল ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কঙ্ক ।

মাত্রা—কাথ—৫—১০ তোলা । কঙ্ক—১—৪ আনা । স্বরস—৩—২ তোলা ।

বৈদ্যকে মূর্ক্বার ব্যবহার ।

চরক—পিত্তজ্বমনে মূর্ক্বা—তড়ুগোদকের সহিত পেষণপূর্বক মূর্ক্বামূল পান করিলে পিত্তজ্বমন প্রশমিত হয় । (চিঃ ২৩ অঃ) ।

সুশ্রুত—সর্বজ্বরে মূর্ক্বা—মূর্ক্বার কাথ সর্কবিধজ্বরনাশক । ইহা বিশেষতঃ বিষম-জ্বরে প্রশস্ত । (উঃ ৩৯ অঃ) ।

বঙ্গসেন—নেত্ররোগে মূর্ক্বা—সৌবীর (কাঁজি বিশেষ) সৈন্ধবলবণ, তিল তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া কাংশপাত্রে স্থাপন করিয়া মূর্ক্বা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে । এই ঔষধ নেত্রোপরি প্রলেপ দিলে চক্ষুর বেদনা নবুত্তি পায় । (নেত্ররোগ—চিঃ) ।

বস্তুব্য—পূর্ক্বাচার্যগণ “ধনুগুণোপযোগ্যা” (ইহা হইতে ধনুকের গুণ প্রস্তুত হয়) বলিয়া মূর্ক্বার পরিচয় দিয়াছেন । চরক মূর্ক্বাকে স্তম্ভশোধনবর্গে পাঠ করিয়াছেন । সুশ্রুত ইহাকে আরগুখাদি, পিপ্পল্যাদি এবং পটোলাদিগণে পাঠ করিয়াছেন ।

Chemical composition—An alcoholic extract from the fresh roots was mixed with water acidulated with sulphuric acid, and agitated with petroleum ether, ether, then rendered alkaline and reagitated with ether.

The petroleum ether left on spontaneous evaporation a viscid slightly greenish-yellow residue, with a ginger-like odour. Similar to that of the fresh roots. The extract was partly soluble in absolute alcohol, the solution possessing a pungent ginger like taste and acid reaction. The portion insoluble in alcohol was white and had the properties of a wax.

The acid ether extract had a fragrant vanilla-like odour and was yellowish green. It contained salicylic acid, a yellow neutral bitter resin, a greenish acid resin, traces of an alkaloid, and a white neutral principle slightly soluble in cold absolute alcohol : the nature of this principle was not ascertained. The alkaline ether extract contained a crystallizable white alkaloid, affording a slight yellowish-red colour with Fröhde's reagent in the cold, changing to blue on warming and, with nitric acid, a faint yellow coloration. We provisionally name this alkaloid *Sansevierine*. (Pharmacographia Indica, Vol. III. p. 495).

मेषशृङ्गी—मेषशृङ्गी ।

अजशृङ्गी, मेषशृङ्गी—Gymnema Sylvestre, Asclepias Geminata.

अस्य भेदः—दृष्टिकालो—Asclepias Montana. ईषद्रोमशा ज्योत-
पुष्पगुच्छा दक्षिणावर्त्तवल्ली मेषशृङ्गी भेदः (उखणः) ।

अन्वर्थसंज्ञाः—“तित्तादुग्धा,” “चक्षुष्या,” “सर्पदंष्ट्रा” ।

अजशृङ्गी हिमा स्वादुः शोफदृष्ट्यावमीर्जयेत् । चक्षुष्या स्वादुदृष्टीग-
विषकासार्त्तिकुष्ठगुत् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

अजशृङ्गी कटुस्निग्धा कफार्घःशूलशोफजित् । चक्षुष्या श्वासदृष्टीग-
विषकासार्त्तिकुष्ठजित् । राजनिघण्टुः ।

मेषशृङ्गी रसे तित्ता वातला श्वासकासदृष्ट् । रक्षा पाके कटुस्निग्धी
व्रणश्लेष्माच्छिशूलगुत् । मेषशृङ्गी फलं तित्तां कुष्ठमेहकफप्रणत् । दीपनं
संसर्गं कासकृमिव्रणविषापहम् । भावप्रकाशः ।

अञ्जने विषसंसृष्टे मेषशृङ्गी—“अञ्जनं मेषशृङ्गस्य #” (कः १ अः) ।
(२) कफोत्थिते शिरोरोगे मेषशृङ्गे—“इन्द्रदस्यत्वचा वापि मेषशृङ्गा च
वा मिषक् । आभ्यामेव कृता वर्त्ती धूमपाने प्रयोजयेत्” । (उः २६ अः) ।
सुश्रुतः ।

अर्घ्यसु मेषशृङ्गी—“अजशृङ्गीजटाकस्त मजामूत्रेष यः पिबेत् । शुङ्-
घार्त्तिकुष्ठस्य मखन्त्वाद्यु गुदाद्दुराः” । (चिः ८ अः) । वारुभटः ।

मेषशृङ्गेर भाषानाम्—वाः—वेदनिजे । हिः—वेदनिनी । मः—वेदकंठी ।
उः—वेदनिजि । कः—वेदनिज । काः—वेद । अः—वेदनिज ।

मेषशृङ्गेर अन्वर्थसंज्ञा—“तित्तादुग्धा,” “चक्षुष्या,” “सर्पदंष्ट्रा” ।

বর্ণন—মেঘশৃঙ্গী আসন্ন বৃক্ষাদি পরিবেষ্টন পূর্বক বর্দ্ধিত হয়। শুক্লেভেদ করিলে আঠা বাহির হয়—ইহা “তিক্তদুগ্ধা” নামে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। পত্র—লম্বা, গোড়ায় চৌড়া, অগ্রে সরু, গাঢ় সবুজবর্ণ, উপরি চিক্ণ, নিম্নে ফিকে রঙের। পুষ্প—সুন্দর, পীতবর্ণ, শ্বেতবর্ণ পুংকেশরের বর্জলাকৃতি অগ্রভাগ পীতবর্ণ পুষ্পের উপরি অবস্থিত থাকিয়া যেন স্বর্ণের উপর মুক্তার মত শোভা পায়। মূল—কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুলা স্থূল, দেখিতে অনন্তমূলের মত। স্বাদ কটু ও লবণাক্ত। আর এক প্রকার মেঘশৃঙ্গী আছে যাহাকে বৃশ্চিকালী বলে। ধনুস্তুরি বলিয়াছেন “দ্বিতীয়া দক্ষিণাবর্তী বৃশ্চিকালী বিষাগিকা”। পূর্বে বলিয়াছি মেঘশৃঙ্গী আশ্রয়তরুকে বেষ্টন করিয়া থাকে। মেঘশৃঙ্গীতে এই বেষ্টন বামাবর্ত অর্থাৎ মেঘশৃঙ্গী আশ্রয়তরুর বামদিক দিয়া তাহাকে বেষ্টন করে এবং বৃশ্চিকালী দক্ষিণাবর্তবর্তী। অপিচ বৃশ্চিকালীর পুষ্প শুভ্রবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক্।

মাত্রা—চূর্ণ ১—২ আনা।

বৈদ্যকে মেঘশৃঙ্গীর ব্যবহার ।

সুশ্রুত—বিষসংসৃষ্ট অঞ্জনে মেঘশৃঙ্গী—অঞ্জন বিষদূষিত হইলে উহার ব্যবহারে অক্ষয় পর্য্যন্ত অন্মিতে পারে। এই দোষ দূরীকরণার্থ মেঘশৃঙ্গীর মূলের রসে নেত্রে অঞ্জন করিবে। (কঃ ১ অঃ)। (২) কফজাত শিরোরোগ মেঘশৃঙ্গী—মেঘশৃঙ্গীর মূলত্বকে বর্দ্ধি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিলে কফজাত শিরোরোগ নিবৃত্তি পায়।

বাগ্ভট—অর্শে মেঘশৃঙ্গীমূল—সিদ্ধবার্তাকু গুড়ের সহিত ভোজন করিয়া পশ্চাৎ মেঘশৃঙ্গীমূলের শুক্লেচূর্ণ ছাগীমূত্রের সহিত পেষণ পূর্বক পান করিলে অর্শ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৮ অঃ)।

বক্তব্য—চারক “অশেমানি”তে মেঘশৃঙ্গী পঠিত হয় নাই। সুশ্রুত ইহাকে বক্রগাদিগণে পাঠ করিয়াছেন। নিষণ্টুঘরে মেঘশৃঙ্গীর পর্য্যায়েরই অজশৃঙ্গী শব্দ পঠিত হইয়াছে; ইহার পৃথক উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু সুশ্রুত বক্রগাদিগণে মেঘশৃঙ্গী ও অজশৃঙ্গী পৃথক পাঠ করিয়াছেন—টীকাকারগণও পৃথক অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে অজশৃঙ্গী সম্ভবতঃ Odina Wodiar. আমরা নিষণ্টুঘরানুসারে অজশৃঙ্গী শব্দ মেঘশৃঙ্গীর পর্য্যায়রূপে পাঠ করিয়াছি। এবং বৈষ্ণবে ব্যবহারও এতদনুসারে সংগ্রহ করিয়াছি। টীকাকারগণ কচিং মেঘশৃঙ্গীর অর্থ কর্কটশৃঙ্গী নির্দেশ করিয়াছেন বটে কিন্তু এতদন্তর পৃথক বস্তু। প্রামাণ্য নিষণ্টুতে কুত্রাপি মেঘশৃঙ্গীর পর্য্যায়ের কর্কটশৃঙ্গী কি কর্কটশৃঙ্গীর পর্য্যায়ের মেঘশৃঙ্গী পঠিত হয় নাই।

Constituents —The sun-dried leaves contain resin; a bitter neutral principle; albuminous and colouring matters; pararabin, glucose, carbo-hydrates, tartaric acid, gymnemic acid 6 p. c. and ash. The bark contains starch and a large amount of calcium salts and other crystalline concretions.

Actions and uses.—Astringent, stomachic, tonic, and refrigerant; given in fever, cough. The root powder mixed with castor-oil is applied externally like Ipecacuanha to snake and insect bites. The leaves are applied like varalians to enlarged liver or spleen; the leaves when chewed benumb for a time the taste for sweets and bitters such as sugar and quinine. (R. N. Khory—Vol. II., p. 399).

নব্যমত—যেষশৃঙ্গী কষায়, দীপন, পাচন এবং স্নিগ্ধ। ইহা জ্বর ও কফরোগে ব্যবহৃত হয়। মূলত্রকচূর্ণ এরও তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া সর্প এবং কীটদষ্ট অঙ্গে প্রলেপ দেওয়া হয়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যকৃৎ ও প্লীহার উপর যেষশৃঙ্গীর পত্র পটীর মত স্থাপন করা হয়। পত্র চর্ষণ করিলে কিয়ৎকালের জন্য চর্ষণিতার জিহ্বা শর্করাতুলা মধুর এবং কুইনাইন তুল্য তিক্তবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না।

যবানৌত্রয়—যবানৌত্রয়ম্ ।

যবানৌ, দীপ্যকঃ—Ptychotis Ajowan, Carum Copticum. অজমোদা, বন্যযবানৌ—Seseli Indicum. যাবনী যবানৌ, খুরাসানী যবানৌ—Conium Maculatum.

ধন্বর্থ সঞ্জাঃ—যবান্যাঃ—“দীপনী,” “বাতারিঃ,” “শূলহন্বী,” “তীব্রগন্ধা,” “অম্বির্ভিনী” । অজমোদায়াঃ—“উষগন্ধা,” “গন্ধদশা” । যাবনীযবান্যাঃ—“তুরষ্কা,” “মদকারিণী” ।

যবানৌ কটুতিক্তোণ্যা বাতশ্লেষ্মাহিজাময়ান্ । হন্তি গুল্মোদরং শূলং দীপয়ত্বাশ্চ চানলম্ । যবানৌ যাবনী বন্যা যাহিণী মাদিনী কটুঃ । অজমোদা চ শূলশ্চী তিক্তোণ্যা কফবাতজিত্ । হিজাঃশ্চানার্বিঁ হন্তি ক্রিমিজিত্ বহ্নিদীপনী । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টুঃ ।

यवानी कटुतिक्तोष्णा वातार्शःश्लेष्मनाशनी । शूलाभानकामिच्छर्दि-
र्शनो दीपनी परा । अजमोदा कटुरूष्णा रुक्षा कफवातहारिणी
वचिञ्जत् । शूलाभानारोचकजठरामयनाशिनी चैव । राजनिघण्टुः ।

यवानी पाचनी रुच्या तौक्ष्ण्योष्णा कटुका लघुः । दीपनी च तथा
तिक्ता पित्तला वान्तिशूलहृत् । वातश्लेष्मोदरानाहगुल्मघ्नोहृत्कामिप्रणुत् ।
अजमोदा कटुस्तीक्ष्णादीपनी कफवातनुत् । उष्णा विदाहिनो हृद्या वृष्या
वसकरी लघुः । नेत्रामयकफच्छर्दिहृत्क्वावस्तिरुजो हरेत् । पारसीक-
यवानी तु यवानीसदृशी गुणैः । विशेषात् पाचनी रुच्या ग्राहिणी
मादिनी गुरुः । भावप्रकाशः ।

यवानो कोष्ठशूलघ्नो हृद्या पित्ताग्निकारिणी । समीरणवलासघ्नी
जमोनाश्चैव नाशिनो । राजवल्लभः ।

अर्थःसु यवानो—“* शीघुसंयुक्तमजाजीदौष्यकं पिवेत्” । (चिः
८ पः) । चरकः ।

दन्तरोगे यवानी—“यवानीश्च वचां रात्री दन्तमूले च धारयेत्” ।
(चिः ४५ पः) । (२) गलशुण्डिकायां यवानो—“दिवा रात्री यवान्याश्च
मुञ्चे संधारणं हितम्” । (चिः ४५ पः) । हारीतः ।

श्रीतपित्ते यवानी—“सगुहं दौष्यकं यस्तु खादेत् पश्चात्सुहृन्तरः ।
तस्य नम्यति सप्तहादुदर्हः सर्वदेहजः । (श्रीतपित्त—चिः) । (२) कृमिषु
पारसीकयवानो—“पारसौ यवानिका पीता पर्युषितवारिषा प्रातः ।
गुहपूर्वा कृमिजातं कोष्ठगतं पातयत्याशु । (कृमि—चिः) । अक्रदत्तः ।

यवानौत्र छाशानात्र—वाः—वाशान् । कोः—वाहेन् । हिः—अर्वाहेन् । वाक-
वान् । वः—उवा । उः—अववा । कः—उक् । देः—वात् । ताः—अवन् । वाः—
वाशान् । जः—कम्न्यूती ।

অজমোদার ভাষানাম—বাঃ—বনযোরান্ । কোঃ—বোড়বহ্ । হিঃ—অজ-
মোদ । মঃ—অজমোদা । শুঃ—বোডি অজমোদ । কঃ—অজমোদা । তৈঃ—আজ-
মোদা । ফাঃ—কর্পন্ । অঃ—হবুলকর্তুকেরফন্ ।

খুরাসানী যবানীর ভাষানাম—বাঃ—খোরাসানী যোরান্ । হিঃ—খুরাসানী
অজবায়ন, খুরাশানী ঔবা । শুঃ—খুরাশানী অজমা । তৈঃ—খুরসান বায়ু । ডাঃ—খুরশানী
ওনাম । ফাঃ—বহ্ । অঃ—বজ্জুল্ বহ্ ।

যবানৌত্রয়ের অর্থসংজ্ঞা—যবানীর—“দীপনী,” “বাতারি,” “শূলহস্তী,”
“তীব্রগন্ধা,” “অগ্নিবন্ধিনী” । অজমোদার—“উগ্রগন্ধা,” “গন্ধদলা” । পারসীক-
যবানীর—“তুরফা,” “মদকারিণী” ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ ।

মাত্রা—অজমোদা ও যবানীর ১—৪ আনা । পারসীক যবানীর—½—১ আনা ।
ইহা মাদক । অতএব সাবধানে ব্যক্তিবিশেষে মাত্রা নির্দেশ করিতে হইবে ।

চরক—অর্শে যবানী—অর্শোরোগীকে শীধু নামক আয়ুর্কোদোক্ত মল্ল বিশেষের
সহিত অজমোদা ও যবানীচূর্ণ পান করাইবে । (চিঃ ৯ অঃ) ।

হারীত—দস্তুরোগে যবানী—দস্তমূল হইতে রক্তস্রাব হইলে পিষ্টযবানী রাজিতে
দস্তমূলে ধারণ করিবে । (চিঃ ৪৫ অঃ) । (২) গলশুক্ণিকায় যবানী—গলশুক্ণিকা
হইলে দিবারাত্র মুখে যবানী রাখিবে । (চিঃ ৪৫ অঃ) ।

চক্রদত্ত—শীতপিত্তে যবানী—পথ্যভোজনপূর্বক পুরাণশুড়ের সহিত যবানীচূর্ণ
সেবন করিলে সপ্তাহে উদর্দ প্রশমিত হয় । (শীতপিত্ত—চিঃ) । (২) কোষ্ঠগত ক্রিমি-
রোগে পারসীক যবানী—প্রথমতঃ শুড় সেবন করিয়া পরে বাসী জলের সহিত পিষ্ট
পারসীক যবানী পান করিলে কোষ্ঠগত ক্রিমি নির্গত হয় । (ক্রিমি—চিঃ) ।

Constituents of *Ptychotis Ajowan*.—An aromatic volatile oil and a
crystalline substance which collects on the surface of the distilled water.
This stearopten, known under the Hindustanee name of Ajawankaphul,
flowers of Ajowan or Ajowan Camphor, is identical with English
thymol contained in *thymus vulgaris*.

Actions and uses.—Diffusible, stimulant, stomachic, carminative,
antispasmodic and antiseptic. The fruit combines the powerful stimu-
lant qualities of mustard or capsicum, the bitter property of Chiretta

and the antispasmodic virtues of asafetida, and is of great service in cholera. As an antiseptic, it removes offensive smell from foul ulcers. As a stomachic it increases the flow of saliva, augments eructations, heart-burn, &c. As an antispasmodic it is given in flatulency, colicky pains, hysteria, stoppage of urine and tympanitis. In bronchitis, with profuse expectoration, it lessens the septum. A poultice of crushed fruits is applied to painful rheumatic joints, and fomentation of hot seeds to the chest in bronchitis, asthma and to the cold hands and feet in cholera, fainting and syncope. Ajma-na-phula, is antiseptic and germicide. With camphor and other antispasmodics it is given in cholera, diarrhœa, intestinal colic, spasm of the stomach, asthma and dysmenorrhœa. The oil is applied as a stimulant embrocation for the relief of pains in the limbs or rheumatism, and also given internally for colic tympanitis &c. Aqua ptychotis is used to disguise the taste of nauseous drugs. (R. N. Khory—Vol II., p. 297).

Constituents of *Conium Maculatum*.—The leaves contain a volatile oil to which the smell is due. The leaves and fruit contain 3 alkaloids known as Coniine ($\frac{1}{5}$ to $\frac{1}{2}$ p. c.) liquid and volatile ; methylconiine, and conhydrine, both solid and volatilizable and pseudo conhydrine ; a volatile oil, fixed oil, conic acid or malic acid, and ash 6 p c. Conine or coniine, cicutine or conicine.*

Physiological actions.—Sedative, antispasmodic, anodyne, soporific, and antaphrodisiac. Like curare it paralyses the end organs of motor nerves, without affecting sensation or consciousness. If given for sometime it afterwards paralyses the motor centres in the brain and spinal cord. The muscular irritability remains intact. It is a direct sedative to the respiratory centres, and death is due to paralyses of the respiratory muscles. (R. N. Khory—Vol. II., p. 285).

নব্যমত—যমানী—বাবাগ্নী, উষ্ণ, পাচক, বায়ু-প্রশমক, আক্ষেপনিবারক ও পচননিবারক । যমানীতে সর্বপ ও লঙ্কার অতি তীক্ষ্ণতা, চিরতার তিক্তগুণ এবং হিন্দুর আক্ষেপনিবারক ধর্ম একত্র সম্মিলিত এবং ইহা বিষুচীকার পক্ষে বিশেষ হিতকর । পচন-নিবারক বলিয়া ইহা ক্লিন্ন কদম্ব্য ক্রান্তের দুর্গন্ধ নাশ করে । পাচক বলিয়া ইহা লালাত্মা, উদগার ও হৃদয়বিদাহ বৃদ্ধিত করিয়া থাকে । আক্ষেপনিবারক বলিয়া উদরাগ্নান, শূকরং বেদনা, মূর্ছা, মূত্ররোধ এবং উদাবর্ত ও আনাহ পীড়ার ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পুরাণ কালে অতিরিক্ত মেঘা নির্গত হইলে ইহা সেবনে মেঘস্রাব হ্রাস পায় । যমানীর প্রলেপ আমবাতের স্ফীতি ও বেদনার পক্ষে হিতকর । কাস ও শ্বাসরোগে বন্ধোদেশে, এবং মূর্ছা,

খাসরোধ ও বিস্ফটীকারোগীর শীতল হস্তপদে, যমানীর পোট্টলী দ্বারা বেদ হিতকর। আয়োওরান কা ফুল (stearoptin) পচননিবারক এবং কীটনাশক। কর্পূর এবং অস্ত্রাঙ্গ আক্ষেপনিবারক দ্রবোর সহিত ইহা বিস্ফটীকা, উদরাময়, বায়ুশূল, পাকস্থলীর আক্ষেপ, খাস, এবং রক্তকৃচ্ছুরোগে প্রযোজ্য। যমানীর তৈল মর্দন, বাতের বেদনার পক্ষে হিতকর। ইহা শূল এবং উদাবর্ত্তরোগীর সেব্য। যমানীর জল বিষমিষাজনক ঔষধের সাদ আচ্ছাদনার্থে ব্যবহৃত হয়। (আর্ এন্, ফ্লোরি, ২য় খণ্ড, ২৯৭ পৃঃ)।

পারসীক যবানী—অবসাদক, আক্ষেপহর, বেদনানিবারক, নিদ্রাজনক ও রতি-স্পৃহা হ্রাসকারী। সংজ্ঞনাশ না করিয়া ইহা মোটর নাভের অবসাদ জন্মায়। অধিককাল সেবিত হইলে, মস্তিষ্কস্থ মোটর নাভের কেন্দ্র এবং পৃষ্টবংশীয় নাভের অবসাদ আনয়ন করে এবং তৎসহ পৈশিক উত্তেজনা বিঘ্নমান থাকে। ইহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে খাসপ্রখাস ক্রিয়ার অবসাদক। ইহা নিঃখাদোচ্ছ্বাস নির্বাহকারিণী পেশীগণের অবসাদ জন্মাটয়া মৃত্যু ঘটায়।

রসোন—রসোনঃ ।

রসোনঃ, লগুনঃ—Allium Sativum.

ভেদঃ—মহারসোনঃ ।

অন্বর্থসংজ্ঞাঃ—রসোনস্য—“শুক্ককন্দঃ,” “শ্লেচ্ছকন্দঃ,” “মহী-
ষধঃ,” “সয়গন্ধঃ,” “শীতমর্দকঃ,” “বাতারিঃ” । মহারসোনস্য—
“পৃষপত্রঃ,” “দীর্ঘপত্রকঃ,” “মহাকন্দঃ,” “স্থূলকন্দঃ,” “বলেহিতঃ” ।

কুমিকুষ্ঠকিলাসন্নো বাতন্নো গুল্মনাশনঃ । দ্বিগন্ধযৌগ্যস্য বৃথস্য রসোনঃ
কটুকৌগুরঃ । চরকঃ—(সূঃ ২৩ অঃ) ।

বৃথস্য মেধাস্বরবর্ষণচক্ষু ।—ভঙ্গাস্থিসম্ভানকরো রসোনঃ । হৃদ্রোগ-
শীর্ষজ্বরকুচ্ছিশূল ।—বিবম্বগুস্ত্যাহুচিকাসযোফান্ । দুর্নামকুষ্ঠানসম্বাদ-
বন্তু ।—সমৌরষম্বাসকফাশ হন্তি । মুশ্রুতঃ—(সূঃ ৪৫ অঃ) ।

पित्तरक्तविनिर्मुक्तसमस्तावरणावृते । शुद्धे वा विद्यते वायौ न द्रव्यं
लशुनात् परम् । वाग्भटः—(उः ४६ षः) ।

रसोन उष्णः कटुपिच्छिलश्च । स्निग्धो गुरुः स्वादुरसोऽतिवस्यः ।
वृष्यश्च मेधास्वरवर्णचक्षु ।—भ्रमसन्धानकरः सुतीक्ष्णः । हृद्रोगजीर्ण-
ज्वरकुक्षिशूलविवन्धगुल्मारुचिकृच्छ्रशोफान् । दुर्नामकुष्ठानिलसादजन्तु ।—
कफामयान् हन्ति महारसोनः । धन्वन्तरौयनिघण्टुः ।

रसोनोऽम्बरसोनः स्याद् गुरुणाः कफवातनुत् । अरुचिकृमिहृद्रोग-
शोफघ्नश्च रसायनः । राजनिघण्टुः ।

पञ्चभिश्च रसैर्युक्तः रसेनाम्बेन वर्जितः तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां
गुणवेदिभिः । कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः । नाले कषाय
उद्दिष्टो नालाग्रे लवणः स्मृतः । बीजे तु मधुरः प्रोक्तो रसस्तद्गुणवेदिभिः ।
रसोनो वृंहणो वृष्यः स्निग्धोष्णः पाचनः सरः । रसपाके च कटुकोस्तोक्ष्णो
मधुरको मतः । भ्रमसन्धानकृत् कण्ठगो गुरुः पित्तास्रवृद्धिदः । वलवर्ण-
करो मेधाहितो नेत्रगो रसायनः । * मद्यं मांसं तथाक्लृप्तं हितं लशुन-
सेविनाम् । व्यायाममातपं रोषमतिनीरं पयो गुडम् । रसोनमश्रन् पुरुष
स्तजेदेतन्निरन्तरम् । भावप्रकाशः ।

लशुनः क्षारमधुरः कण्ठगो वृष्यो गुरुः सरः । भ्रमसन्धानकृद् वस्यो
रक्तपित्तप्रदूषणः । राजवल्लभः ।

विषमज्वरे रसोनः—“रसोनस्य सतैलस्य प्राग्भक्तं सुपसेवनम् ।
मेध्याना सुषुष्वीर्याना मामिधानाश्च भक्षयन्” । (चिः ३ षः) ।
(२) वातगुल्मे रसोनः—“साधयेत् सिद्धशुक्लस्य रसोनस्य चतुष्यसम् ।
क्षीरे जलाष्टगुणिते क्षीरशेषश्च नापिबेत् । वातगुल्ममुदावर्त्तं मूत्रसौं विषम-
ज्वरं । हृद्रोगं विद्वधिं शोथं साधयत्यायु तत् पयः । (चिः ५ षः) ।

(१) अपस्मारे रसोमः—“प्रबुद्ध्यात् तैलस्युनम्” । (चिः १५ अः) ।

चरकः ।

विषमज्वरे रसोमः—“प्रातः प्रातः सप्तर्षिर्स्त्रं रसोम सुपयोजयेत्” ।

(उः ३६ अः) । (२) शोषे रसोमः—“रसोमयोगं विधिवत् चयार्त्तः”

(उः ४१ अः) । सुश्रुतः ।

वातश्लेष्मभवे शूले रसोमः—“रसोमं मद्यसंमिश्रं पिवेत् प्रातः
प्रकाङ्क्षितः । वातश्लेष्मभवं शूलं निहन्तुं वज्रिदीपनम्” । (शूल—चिः) ।

चक्रदत्तः ।

वातव्याधौ रसोमः—“पिप्पला सुसुखं लघुनख कन्दं । हृतेन सिद्ध्यात्
हृतभोजनाद्यौ । तस्य प्रणश्यन्ति हि वातरोगाः । संस्कारहीनात् पुष्या
दिवार्यः । (वातव्याधि—चिः) । वङ्गसेनः ।

व्रणक्रिमिनाशार्थम् रसोमः—“# इत्याद् व्रणजमीन् । लघुनखा-
द्यवा श्लेषः” । (व्रण—चिः) । भावप्रकाशः ।

रसोमनेर भाषानाम—वाः—रसन । हिः—लसन, लहनन् । मः—पाण्डुरी लहन ।
शुः—लसन । कः—विनीर वेल्गली । तैः—तेला उलीगाता । ताः—बसई पाणु ।
काः—गीर । अः—सुम ईरुदि वून ।

रसोमनेर उक्त—रसोमं ३ महारसोमं तेषु रसोमं ह्ये अकारं । ये रसोमनेर
पत्रं छोड़ा ३ दीर्घं एव महारं कन् हूलं ताहाई महारसोमं ।

रसोमनेर अर्थ संज्ञा—“उरुकन्,” “सेरुकन्,” “महोवध,” “उएवध,”
“नीतवर्धक,” “वातारि” । महारसोमनेर—“पुष्पक,” “दीर्घक,” “महाकन्,”
“सुनकन्,” “बलेहित” ।

उपार्थ व्यवहार—कन् । यात्रा—योगाहासान रसोमं २—४ आना ।

বৈদ্যকে রসোনের ব্যবহার ।

চরক—বিষমজ্বরে রসোন—পিষ্টরসোন, তিলতৈল সহ, ভোজনের পূর্বে সেবন করিবে । এবং মেধা, উষ্ণবীৰ্য্য জ্বা ও মাংস ভোজন করিবে । (চিঃ ৩ অঃ) ।
 (২) বাতশূল্যে রসোন—সুপক সুশুক রসোন ৫২ তোলা, ১২ সের জল এবং গোহৃৎ ১৮০ মিশাইয়া মৃৎপাত্রে মুহূর্ত্তালে পাক করিবে—হৃৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রসোন ফেলিয়া হৃৎ লইয়া বাতশূল্যকে পান করিতে দিবে । (চিঃ ৫ অঃ) । (৩) অপস্মারে রসোন—তিল তৈলের সহিত রসোন, অপস্মার রোগীকে সেবন করাইবে । (চিঃ ১৫ অঃ) ।

সুশ্রুত—বিষমজ্বরে রসোন—বিষমজ্বরীকে প্রাতঃকালে গব্য ঘূতের সহিত খোসাছাড়ান রসোন সেবন করাইবে । (উঃ ৩৯ অঃ) । (২) শোষে রসোন—ক্ষয়রোগী, রসোন সেবনের নিয়ম পালনপূর্ব্বক রসোন সেবন করিবে । (উঃ ৪১ অঃ) ।

চক্রদত্ত—বাতশ্লেষ্মাজশূলে রসোন—বাহার বাতশ্লেষ্মা শূল্যরোগ হইয়াছে তাহাকে প্রাতঃকালে আয়ুর্কোদোক কোন মন্তের সহিত রসোন সেবন করাইবে । ইহা বাতশ্লেষ্মা শূল্য নাশক এবং অগ্নিদীপ্তিকর । (শূল—চিঃ) ।

বঙ্গসেন—বাতব্যাদিতে রসোন—গব্য ঘূতের সহিত সুপিষ্ট রসোন সেবন করিয়া, শূল্য শূল্য অন্ন ভোজন করিবে । ইহা বিবিধ বাতরোগনাশক ।

ভাবপ্রকাশ—কতের কুমিনাশার্থ রসোন—কতে পিষ্ট রসোনের প্রলেপ দিলে কতকি কুমি বিনষ্ট হয় (ত্রণ—চিঃ) ।

বক্তব্য—রসোনের মূলে কচু (ঝাল), পত্রে তিক্ত, নাগে কষায়, নাগাঙ্গে লবণ এবং বীজে মধুর রস আছে । কেবল অন্ন রসের অভাব, অতএব রসোন নাম । আয়ুর্কোদোক বহু, মাংস এবং অন্ন রসোনসেবীর পক্ষে হিতকর । ব্যাঘ্রাম, রৌত্রসেবা, ক্রোধ, অতি-জলপান, হৃৎপান এবং শুষ্কত্ব রসোনসেবীর পক্ষে অহিতকর । রসোন শ্রেষ্ঠ রসায়ন । বাগ্ভট বলেন—“সাকামানুতসমুত্তেগ্রামিণী স রসায়নম্” । কে কোন্ কালে রসায়নার্থ রসোন সেবন করিবে ? হৃদয়ে কথিত হইয়াছে—“শীতবায়ুশুনঃ শীতে বসন্তেপি ককৌৰ্ণঃ । বনৌহরেৎপি বাতর্ভঃ সন্য বা গ্রীষ্মলীলয়া । শিষ্ণুত্বতঃ শীতবায়ুরোগত্যাগঃ । রসায়নকারী রসোনসেবীর অহুচরেরা পর্য্যন্ত মতক ও কপে রসোন ধারণ করিবে এবং তাহার উঠানেও রসোন বিকিষ্ট থাকিবে—তদুত্তমসাম্যত্যাং চচ্চিত্তাহুচরাভিরঃ । রসোনের সম্পূর্ণ রসায়নগুণ লাভ করিতে হইলে, রসোনসেবীর পক্ষে হিতকর বহু ভোজন এবং অহিতকর বহু পরিভোজন করিতে হইবে, বাহাতে রোগীর অধীর্ণ না হয় তৎপ্রতি ভীত

দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং “পিত্তকোপভয়াদন্তে বৃক্ষান্ধুবিরেচনম্” (বাগ্ভট) পিত্তকোপের ভয় পরীহারার্থ যুহু বিরেচন দিতে হইবে ।

Constituents.—An acrid volatile oil, starch, mucilage 35 p. c., albumen, sugar, &c.

Oil of Garlic.—A volatile oil, obtained by distillation; it contains allyl, propyl disulphide, diallyl disulphide and other sulphur compounds. It is clear limpid liquid of a dark brown or yellow colour; odour very repulsive; taste repungent, the medical properties are due to this oil. Dose, $\frac{1}{4}$ to 2 ms.

Actions and uses.—As a gastric stimulant, it aids digestion, and is given in flatulence; as an expectorant it has a special influence over the bronchial and pulmonary secretions; as an emmenagogue it promotes the flood of menses. It is a tonic, carminative and stimulant of the skin and kidneys. In large doses it is an irritant and produces flatulence, headache, nausea, vomiting, diarrhoea, &c. As a local stimulant and irritant, it reddens the skin and causes vesication. Like kanda, it is applied to the nose of hysterical girls when in a state of swooning. Given with common salt it relieves colic and nervous headache. As a vermifuge it expels round worms. Like onion it causes copious diuresis and is hence used in dropsy, or anasarca. Locally in bronchitis and in cold catarrh in children; bruised garlic and onions are applied to the chest as a poultice or liniment. Applied to the perineum it relieves strangury. It is also applied to the bites of venomous reptiles. Mustard powder is added to promote its rubefacient effects. It is rubbed over ring-worm with relief. Garlic juice slightly warmed, or the bulb is boiled with salad oil and the oil when cool is dropped into the ear for the relief of ear-ache. (R. N. Khory -- Vol. II., p. 607).

নব্যমত—রসোন, পাকস্থলীর উত্তেজন অম্বাইয়া পরিপাক ক্রিয়া নির্বাহের উত্তর-সাধকতা করে। ইহা উদরাগ্নানে প্রযুক্ত হয়। কফনিঃসারকরূপে উরোগত স্নেহ সঞ্চার উপর রসোনের বিশেষ শক্তি লক্ষিত হয়। আর্ন্তবস্রাবকারী বলিয়া, রসঃস্রাব পরিস্রিত মাত্রায় আনয়নার্থ ইহা সেবিত হইয়া থাকে। ইহা বলকারক, বায়ুপ্রশমক এবং বৃক ও বৃকের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। অধিক মাত্রায় রসোন সেবন করিলে উদরাগ্নান, শিরঃস্রাব, বিবম্বিষা, বমন এবং অতিসারাদি আনয়ন করে। রসোনের প্রলেপ উক ও উত্তেজক, ইহা স্নেহকে লাল করে এবং কোষ্ঠা পড়ায়। সূক্ষ্মায়োগপীড়িত বাণিকায় সূক্ষ্মতাৰ্থায় শিরঃস্রাবের যত পিটরসোনের পোটলী বাসায়ছে, প্রবৃষ্ট করান হইয়া থাকে। লবণের

সহিত রসোন, শূন এবং বায়ুপ্রধান শির:পীড়া প্রশমিত করে। কুশিনি:সারক বলিয়া
অনুচিত কুশিপাতনার্থ রসোন সেবিত হইয়া থাকে। পিরাঞ্জের মত রসোনও সেবিত হইলে
বৃহস্পতি বর্ধিত করে মতএব ইহা :শোধ এবং অগস্তীর শোধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।
শিশুগণের "ব্রহ্মাইটীশ্ কিংবা শৈতাজ তরুণ প্রতিষ্ঠায় (cold catarrh) বক্ষোদেশে
শিষ্টরসোন ও পিরাঞ্জের প্রলেপ কিম্বা রস মর্দন করা হইয়া থাকে। উলপেটে রসোনের
প্রলেপ দিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। বিষধর সরীসৃপের দংশনে দষ্টস্থানে রসোনের প্রলেপ
দেওয়া হয়। অধিক লাল বা ফোঙ্কা পড়ানর জন্য রসোনের সহিত সর্ষপ মিশ্রিত করা হয়।
দক্ষর উপর রসোন ঘর্ষণ করিলে আরাম হয়। রসোনের ঐষৎ উষ্ণ রস কিংবা রসোন
তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল, কর্ণে বিন্দু বিন্দু করিয়া দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (আর,
এন, কোরি—২য়: খ:, ৬০৭ পৃ:)।

রাজাদন—রাজাদন: ।

শীতী, রাজাদন:(নী)—Mimusops Indica, Mimusops
Hexandra.

অর্থসংগ্রহ:—“শীতীক্কা:,” “শীতীক্কা:,” “হৃৎক্কা:,” “প্রিয়দর্শন:,”
“শুক্রফল:,” “মধুফল:,” “কপীষ্ট:,” “নিম্ববোজ:,” “মাধবোদ্ধব:” ।

রাজাদনো রসে স্বাদু: পাকোষ্ণ: শীতল স্তথা। বচিকারী ভবেছাত-
নাশনশ্চ প্রকৌর্চিত:। ধম্বন্তরীযনিঘণ্টু: ।

রাজাদনী তু মধুরা পিত্তহৃদ্ গুবতর্পণী। হৃৎকা শীত্বকরী হৃৎকা
হৃৎকিন্ধা মেহনাশক্। রাজনিঘণ্টু: ।

শীতিকায়া: পলং হৃৎকং বসং ক্লিগ্ধং হিমং গুহ। হৃৎকা মূর্ছামদভ্রান্তি-
শযদোষত্রবাসখিত্। ভাবপ্রকাশ: ।

ক্লিগ্ধং স্বাদু কষায়শ্চ রাজাদনফলং গুহ। সুশ্রুত:—ঘ: ৪৬ খ: ।

* রাজাদনফলানি চ। স্বাদূনি স্ককষায়ানি ক্লিগ্ধশীতগুরুষি চ।
শরক: (ঘ: ২৩ খ:)।

পিত্তপ্রদরে রাজাদনপত্রম্—“পত্রকল্কো হৃতে ধৃষ্টী রাজাদনকপি-
ত্যযোঃ । পিত্তানিলসহরৌ পৈত্তে #” । (চি: ২০ অ:) । চরকঃ ।

ন্যচ্ছৈ ব্যঙ্কে চ রাজাদনঃ—“কপিত্যরাজাদনযোঃ কল্কং বা হিত
মুচ্যতে” (চি: ২০ অ:) । সুশ্রুতঃ ।

ভাষানাম—হিঃ—ধিন্নী, ধিন্নী । মঃ—ধিন্নী । গুঃ—রায়ণ । কঃ—খেণে
মারিলে । তাঃ—পন্ন ।

অন্বর্থসংক্রা—“কীরবৃক্ষ,” “কীরগুরু,” “দৃঢ়বৃক্ষ,” “প্রিয়দর্শন,” “শুঙ্খফল,”
“মধুফল,” “কপীষ্ট,” “নিম্ববীজ,” “মাধবোত্তব” ।

বর্ণন—রাজাদন সুন্দর ছায়াতরু মধো গণ্য হইতে পারে । কাণ্ড—সরল, বৃদ্ধ
বৃক্ষের কাণ্ড কোটিরবহুল দৃষ্ট হয় । বৃক্ষের তিনটি স্তর—বাহ্যস্তর অকর্কশ, পাণ্ডটে
রঙের ; মাধ্য স্তর সবুজবর্ণ ; আন্তর স্তর রক্তবর্ণ এবং ছগ্বৎ আঠায় পূর্ণ । পত্র—লম্বা
চৌড়া, উভয়পৃষ্ঠ চিকণ সবুজ বর্ণ, পত্রবৃত্ত—দীর্ঘ, গোল । পুষ্পদণ্ড সশাখ—প্রত্যেক শাখা
একপুষ্পধারী । পুষ্প—সূত্র, পুষ্পকাল—বসন্ত । ফল—জলপাইয়ের মত, পকাবস্থায়
নীতবর্ণ, গুল্মাকারে স্থিত । বেগুলি পকাবস্থাতেও সবুজবর্ণ, থাকে সেইগুলি কীরবহুল ।
বীজ—কৃষ্ণ, ময়ূণ ও চিকণ, বীজত্বক পীড়ন করিলে, শলপূর্কক ভাঙ্গিয়া যায়, বীজশস্ত
কিঞ্চিং লাল এবং তৈলগর্ভ । ত্বকের স্বাদ তিক্তকটু । পেষণ করিয়া, বীজ হইতে তৈল
বাহির করা যায় । রাঢ়ে বা পূর্ববঙ্গে রাজাদন বৃক্ষ জন্মে না ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, ফল । মাত্রা—পত্রকক—১—৪ আনা ।

বৈদ্যকে রাজাদনের ব্যবহার ।

চরক—পিত্তপ্রদরে রাজাদনপত্র—রাজাদন ও কয়েদের পাতা সমতানে পেষণ
পূর্কক গব্য ঘৃতে ভাঙ্গিয়া পিত্ত প্রদর রোগীকে সেবন করাইবে । (চি: ৩০ অ:) ।

সুশ্রুত—রাজাদন ফল এবং কয়েদ একত্র পেষণপূর্কক লেপন করিলে, মুখের
কেহেতা আশ্রয় হয় । (চি: ২০ অ:) ।

বক্তব্য—শাস্ত্র “কশেয়ানি”তে রাজাদন পণ্ডিত হয় নাই । সুশ্রুত ইহাকে পন্নবকাদি
বর্ণে পাঠ করিয়াছেন । রাজাদন শব্দের অর্থ রাজতোজন বোধ্য । ইহার ফলকে লক্ষ্য

করিয়াই রাজদন নাম রাখা হইয়াছে । রাজাদনের ঠিক বাঙ্গালা নাম নাই । কেহ কেহ কীরথেশ্বর বলেন ।

Constituents.—The bark contains tannin, resin, wax, a colouring matter, starch and mineral matters. The seeds contain a fixed oil. The fruits contain sugar, caoutchouc, pectin, colouring matter and tannin.

Actions and uses.—The bark is astringent and used for the same purposes as mohvara and bakuli. A paste of the seeds is used to procure abortion. The oil from the seeds is demulcent and emollient. The ripe fruit is deliciously sweet and restorative. (R. N. Khory—Vol I., p. 430.).

নব্যমত—রাজাদনের ত্বক্ কষায়, বকুল প্রভৃতি কীরিবৃক্ষের ত্বক্ যেরূপ ব্যবহৃত হয়, ইহাও তদ্রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহার বীজের প্রলেপ গর্ভশ্রাব করায় । বীজের তৈল স্নিগ্ধ এবং মার্দবকারী, পাকফল সুস্বাদু এবং ধাতুসাম্যকর ।

রাস্নাত্রয়—রাস্নাস্তিস্নঃ ।

মূলরাস্না, পত্ররাস্না, ত্বরাস্না ।—Inula Helenium (?) Eng. Elecampane.

অন্বর্থসংজ্ঞা:—“সুগন্ধমূল্লা,” “এলাপর্ণী” ।

রাস্না তিক্তোষ্ণগুর্বিষ্বাতিষ্বাতাস্নকাসজিত্ । শোফবাতোদরশ্লেষ্মশমন্যা-
মস্ব পাচনী । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টুঃ ।

রাস্না তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং ত্বয়ং তথা : শ্রেণে মূলদলে শ্রেষ্ঠে
ত্বরাস্না চ মধ্যমা । রাস্না গুরুষ তিক্তোষ্ণা বিষ্বাতাস্নকাসজিত্ ।
শোফকম্পোদরশ্লেষ্মশমনী পাচনী চ সা । রাজনিঘণ্টুঃ ।

রাস্নাঃসমপাচনী তিক্তা গুরুষা কফবাতজিত্ । শোফশ্বাসশমনীরাশ্ন-
বাতশূলোদরাপহা । কাসস্বরবিষায়ীতিবাতিকাময়সিদ্ধত্ । ভাব-
প্রকাশঃ ।

“রাস্না শোথামবাতপ্লী—” রাজবল্লভঃ ।

শায়ুগ্রন্থে রাস্না—“রাস্না বাতহরাণাম্,” “রাস্নাঃগুরুষী শীতা-
পনয়নপ্রলেপানাম্” (সু: ২৫ অ:) । (২) অর্ধ:সু রাস্না—“রাস্নাপিষ্টে:
সুখোণ্ডোর্ঝা” * স্বেদয়েৎ । (চি: ৫ অ:) । (৩) বাতব্যাধৌ রাস্না—
“রাস্নাসহস্রনির্যুহে তৈলদ্রোণং বিপাচয়েৎ । গন্ধেইমবতৈ: পিষ্টৈরিত্যন্তে
শানিলান্টিগুৎ । (চি: ২৮ অ:) । চরকঃ ।

বাতব্যাধৌ রাস্না—“রাস্নায়াস্তু পলশ্চেকম্ । কর্ষান্ পঞ্চ ব
গুগ্গুলী: । সর্পিষা বটিকাং কৃৎবা ছাদেহা গৃধ্রসীহরাম্ । (বাতব্যাধি
—চি:) । চক্রদত্তঃ ।

রাস্নার পরিচয়ে সন্দেহ—আম্র, তিস্তিড়ী কিম্বা অশ্বকুরের কাণ্ড ও শাখার যে
উদ্ভিদ বর্ধিত হয়, তাহার কাণ্ড নাই—কেবল সরু লম্বা, স্থূল পত্রের মূলগুলি কোষাকৃতি
প্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার পত্ররচিত কাণ্ড রচনা করে মাত্র, বৃক্ষকাণ্ডে বা শাখার তাহার
কোন, সবুজ ও শুভ্রবর্ণের মূলগুলি সুদূর বিস্তৃত হয়, বর্ষার আদিতে যাহা হইতে সশাখ,
দীর্ঘ পুষ্পদণ্ড নির্গত হইয়া কিকে বেগুনে রঙের পুষ্প ধারণ করে, যাহা, অর্জুনের ফল বা
কাষরাণাকে অভ্যতি ক্ষুদ্র করিলে যেমন দেখায় সেইরূপ ফল ধারণ করে, সেই উদ্ভিদকেই
অধুনা বঙ্গের চিকিৎসকগণ রাস্না বলিয়া ব্যবহার করেন । কিন্তু ইহা বৈজ্ঞানিক রাস্না
নহে । রাস্নাকে ধবস্তরি এবং নরহরি উভয়েই “সুগন্ধমূল্য” এবং ভাবমিশ্র ও অমরসিংহ
“এলাপনী” বলিয়াছেন । অধুনা যাহা রাস্না নামে প্রচলিত, তাহার মূলে কিকিমাত্র গন্ধ
নাই, সুগন্ধ ত দূরের কথা । এবং পর্ণ ও এলাপ তুল্য নহে । প্রাচীনকালে অশ্বকুর রাস্নাও
অনুলেপনার্থ ব্যবহৃত হইত । চরকে লিখিত আছে (সু: ২৫ অ:) শীতাপনোদক প্রলেপ
ক্রমের মধ্যে রাস্না ও অশ্বকুর শ্রেষ্ঠ ।

রাস্নার ভেদ—নরহরি বলিয়াছেন—“রাস্নাত্ত্রিবিধা শ্রোত্ৰা মূলং পত্রং ত্বণং
তথা” রাস্না তিন প্রকার মূলরাস্না, পত্ররাস্না ত্বণরাস্না । নিফটুতে রাস্নাকরের ইতর
ব্যবচ্ছেদক কোন লক্ষণের উল্লেখ নাই সুতরাং বরূপ নির্ধারণ হ্রস্বট । Qunla Hele-
niumকে পারস্য ভাষায় “রাস্ন” বলে, রাস্নার সহিত রাসনের বর্ণসাদৃশ্য দেখিয়া এবং
ইহার মূল সুগন্ধি বলিয়া, ডিম্বক্ অনুমান করেন হরত ইহাই যথার্থ নিফটু রাস্না ।
যদি তাহারই হয়, তাহা হইলে ইহা মূলরাস্না, কিন্তু পত্র ও ত্বণরাস্না কি? ডিম্বক্ তাহা বলেন

নাই। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় তিনি বোধ হয় বৈদ্যকোক্ত ত্রিবিধ রাস্নার কথা অবগত ছিলেন না। ভাবমিশ্র নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলিয়াছেন। নাকুলী রাস্নাভেদ এ সিদ্ধান্ত নিবন্ধটু বিকৃত। কোন নিবন্ধটুতেই নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলা হয় নাই। নিবন্ধটু যে ত্রিবিধ রাস্না স্বীকার করিয়াছেন তন্মধ্যে নাকুলীর উল্লেখ নাই। নিবন্ধটুতে রাস্নার পর্যায়ে নাকুলী, কি নাকুলীর পর্যায়ে রাস্না শব্দই পঠিত হয় নাই। কোন কোন অমর কোষের পাঠে নাকুলীর পর্যায়

“নাকুলী সুরমা রাস্না স্নগন্ধা গন্ধনাকুলী।

নকুলেষ্ঠা ভূষঙ্গাকী ছত্রাকী সুরমা চ মা ॥

এইরূপ আছে বটে কিন্তু প্রামাণ্য টীকাকারগণ (ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি) এই পাঠ স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা “রাস্না স্নগন্ধা” স্থানে “সর্পস্নগন্ধা” পাঠ করেন। ধনুস্তুরি ও নাকুলীকে সর্পস্নগন্ধা বলিয়াছেন সূত্রাং সর্পস্নগন্ধা পাঠ নিবন্ধটু সন্মত, অতএব সাধু। নাকুলী এবং রাস্না এক বর্ণেও পঠিত হয় নাই। প্রথমটীকে ধনুস্তুরি করবীরাদিবর্ণে এবং নরহরি মূলকাদিবর্ণে, দ্বিতীয়কে ধনুস্তুরি গুড়ুচ্যাদিবর্ণে এবং নরহরি পর্পটাদিবর্ণে পাঠ করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে ও অমরকোষে নাকুলী ও গন্ধনাকুলী পৃথক্ পঠিত হয় নাই—নাকুলীর পর্যায়েই গন্ধনাকুলীশব্দ পঠিত হইয়াছে। ধনুস্তুরি ও নরহরি উভয়েই নাকুলী ও গন্ধনাকুলীর গুণ পর্যায় পৃথক্ পৃথক্ লিখিয়াছেন। নাকুলীশব্দ শব্দের অর্থ নাকুলী গন্ধনাকুলী। চক্রোক্ত মহাটৈশাচিক ঘৃতের ব্যাখ্যায় শিবদাস লিখিয়াছেন “নাকুলীশব্দং রাস্নাশব্দং—রাস্না গন্ধরাস্না চ” শিবদাস এস্থলে নিশ্চয়ই নাকুলী অর্থে রাস্না শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, নচেৎ কোন অর্থই হয় না। রাস্না শব্দের অর্থ নির্দেশ স্থলে ডব্বগাদি টীকাকারগণ বলিয়াছেন “রাস্না সুরভিঃ” এতদ্ভিন্ন “স্নগন্ধমূল্য” রাস্নার একটা পর্যায়। সূত্রাং রাস্নাশব্দেই গন্ধরাস্না, যখন নির্গন্ধ রাস্না নাই তখন “গন্ধরাস্না চ” ইহার কোন অর্থই হয় না, কিন্তু নাকুলী অর্থে প্রযুক্ত হইলে, নাকুলী, গন্ধনাকুলী এই সঙ্গত অর্থ করা যায়। ডিম্বক ও উদয় চাঁদ নাকুলী ও গন্ধনাকুলী শব্দ রাস্নার পর্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। রাস্না শব্দ নাকুলী অর্থে বা নাকুলী শব্দ রাস্না অর্থে প্রযুক্ত হয় হউক, কিন্তু নাকুলী ও রাস্না এক নহে কিংবা নাকুলীকে রাস্নাভেদ বলাও সঙ্গত নহে।

রাস্নার ল্যাটিন নাম—বঙ্গদেশে বাহা রাস্না নামে প্রচলিত, তাহা *Vanda Roxburghii* বা *Saccolabium Papillosum* কছন দেশের রাস্না—*S. wightianum* ও *S. Præmorsum*. বঙ্গের বাজারে *Tylophora asthmatica* রাস্না নামে পরিচিত।

বৈদ্যকে রাস্নার ব্যবহার।

চরক—অগ্রাগ্ৰহে রাস্না—বাতহর ত্রব্যের মধ্যে রাস্না শ্রেষ্ঠ। পিত্তাপনোদক প্রলেপ ত্রব্যের মধ্যে রাস্না ও অশ্বক শ্রেষ্ঠ (হঃ ২৫ অঃ)। (২) অর্থে রাস্না—স্বথোক

রান্নাপিণ্ড দ্বারা স্বেদ, অর্শের পক্ষে হিতকর। (চি: ৯ অ:)। (৩) বাতব্যাধিতে রান্না—রান্নার যথোক্ত কাথের সহিত, হৈমবতী হইতে এলা পর্যন্ত লিখিত কক সহ যথাবিধি পক তিগঠন বাতব্যাধি নাশক। (চি: ২৮ অ:)।

চক্রদন্ত—বাতব্যাধিতে রান্না—রান্না ৮ তোলা, বিণ্ডক শুগণ্ডলু ৪০ তোলা একত্র গব্যসূতযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। ইহা গৃধ্রসী নামক বাতব্যাধিহর। (বাতব্যাধি চি:)।

রোহিতক—রোহিতক: ।

রোহিতক:—Amoora Rohituka ; Andersonia Rohituka, Roxb.

অস্য ভেদ:—শুক্লরোহিতক: (The male tree).

অন্বর্থসংজ্ঞা—রোহিতকস্য—“গ্নীহঘাতী,” “সদাপ্রসূন:,” “দাড়িমপুষ্পসংস্রক:” । শুক্লরোহিতকস্য—“সিতপুষ্প:” ।

রোহিতকৌ যজ্ঞতৃণীহগুল্লীদরহর: সর: । শুক্লরোহিতকশ্চৈব কটুশ্চাসুভয়ং স্মৃতম্ । কৰ্ষরোগহরশ্চৈব বিষবৈগবিনাশনম্ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু: ।

রোহিতকৌ কটুস্কিণ্ডৌ কষায়ৌ চ সুশীতলৌ । ক্লমিদোষত্রয়গ্নীহরক্স-
নেত্রাময়াপহৌ । রাজনিঘণ্টু: ।

রোহিতক: গ্নীহঘাতী বৃক্ষৌ রক্তপ্রসাদন: । কষায়: শীতল: স্কিণ্ডৌ
যজ্ঞদৃগুল্লীহরৌ মত: । নেত্ররোগপ্রশমন: ক্লিমিন্তৌ ব্রশনাশন: । ভাব-
প্রকাশ: ।

রোহিতকৌ যজ্ঞতৃণীহগুল্লীদরহর: সর: । রাজবল্লভ: ।

কফপিত্তমেহে রোহিতকপুষ্পম্—“বৈভীতরৌ হীতকক্বীটকানি ।
কপিত্তপুষ্পাশি চ পুর্নিতানি । শৌদ্রেণ সিন্ধ্যাত্ কফপিত্তমহৌ । (চি:

৬ অ:) । (২) শ্লীহীদরকামলাদিষু রোহিতক:—“রোহিতকলতানান্তু
কাণ্ডকা: সাভযাজলে । মূত্রে বা শৃতমেতশ্চ সপ্তরাত্রস্থিতং পিবেত্ । কামলা-
গুল্মমিহার্য: শ্লীহীসর্ব্বীদরক্লমীন্ । তদ্বন্যাৎ জাঙ্গুলরসৈর্জীর্ণৈ স্যাচ্ছাত্র
ভোজনম্” । (চি: ১৮ অ:) । শ্বেতপ্রদরে রোহিতক:—“রোহিতকা-
মূলকল্কং পাণ্ডুরে প্রদরে পিবেত্” । (চি: ২০ অ:) । চরক: ।

রোহিতকের ভাষানাম—বা:—রোড়া, রঘনা, হরিণহাড়া, পিত্তরাজ । হি:—
রোহেড়া । ম:—রোহিডা । গু:—রোহিডো । ক:—যরডুমলু, মুত্তলু । তৈ:—মুলু-
মোহগচেট্টু ।

রোহিতকের ভেদ—নিঘণ্টুতে দুই প্রকার রোহিতকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । একের
অনুভব নাম “দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক” অর্থাৎ ইহার পুষ্পের বর্ণ দাড়িম ফুলের মত । অপরের
নাম “সিতপুষ্প” অর্থাৎ ইহার পুষ্প শুভ্র । প্রথমোক্ত রোহিতকের ফল হইয়া থাকে
অর্থাৎ ইহা Female Hermaphrodite or Fertile tree. অপর সিতপুষ্প রোহিতকের
ফল হয় না, ইহা Male tree.

অম্বর্ধসংজ্ঞা—রোহিতকের—“শ্লীহীঘাতী,” “সদাপ্রসূন,” “দাড়িমপুষ্পসংজ্ঞক” ।
শুক্লরোহিতকের—“সিতপুষ্প” ।

বর্ণন—ফরিদপুর জেলার রোহিতক বৃক্ষ প্রচুর জন্মে । এই উচ্চ বৃক্ষ আর্দ্র মৃত্তিকার
উত্তমরূপ বর্ধিত হয় । ইহার কাণ্ড সরল ; ভূতলান্তিমুখী শাখাগুলি ইহাকে উত্তম ছায়া-
তরুতে পরিণত করে । পত্র—সাধারণ বৃক্ষে ৪—৮ ছোড়া থাকে এবং সর্ব্বাগ্রে একটি
অম্বুগ্নপত্র বিদ্যমান । নিম্নের যুগ্মপত্রগুলি উপরের যুগ্মপত্রাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর । অবস্কক,
ক্ষুদ্র, বহু পুষ্প গুচ্ছাকারে স্থিত । পুষ্পকাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয় । নিঘণ্টুকার ইহাকে
“সদাপ্রসূন” বলেন । রক্তবর্ণ বলেন, ইহা বর্ষাকালে পুষ্পিত হয় । আমরা প্রত্যক্ষ
করিয়াছি রোহিতকবৃক্ষ আশ্রবৎ বসন্তকালে পুষ্পিত হইয়া থাকে । ফল—গোল, পীতবর্ণ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ড ও মূলের স্বক্ । মাত্রা—কাথ ৫—১০ তোলা । স্বক-
কক ১—৪ আনা । স্বকের স্বাদ কষার ও তিক্ত ।

বৈদ্যকে রোহিতকের ব্যবহার ।

চরক—কফপিত্তমেহে রোহিতক—কফপিত্তমেহী রোহিতক-পুষ্পচূর্ণ মধুর সহিত
লোপন করিবে । (চি: ৬ অ:) । (২) শ্লীহীদরে রোহিতক—রোহিতকের শাখা বগু

খণ্ড করিয়া হরীতকীর কাপে কিংবা গোমূত্রে সপ্তরাত্র স্থাপন করিবে। এই মূত্র বা কাথ সপ্ত রাত্রির পর উকৃত ও বস্তপূত করিয়া পান করিলে, কামলা, গুল্ম, মেহ, অর্শ, প্লীহোদর, সর্ষপ্ৰকার উদররোগ এবং কৃমি বিনষ্ট হয়। (চিঃ ১৮ অঃ)। শ্বেত প্রদরে রোহিতক—রোহিতক বৃক্ষের মূলত্বক্ শীতল জলে পেষণপূর্বক শ্বেত প্রদররোগাক্রান্তা নারী পান করিবে। (চিঃ ৩০ অঃ)।

বক্তব্য—চারক “দশেমানি”তে রোহিতক পঠিত হয় নাই। সৌশ্রুত জবাসংগ্রহণীমা-
ধায়েও ইহার উল্লেখ নাই। চারক কিংবা সৌশ্রুত স্থাবরনেহস্যোনিবর্গে রোহিতক পঠিত
না হইলেও, রোহিতকের ফল হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইয়া থাকে। যে অঞ্চলে রোহিতকবৃক্ষ
প্রচুর জন্মে সেই অঞ্চলের লোকে রোড়ার তৈল প্রদীপে পোড়াইয়া থাকে। নিষ্কটুতে
রোহিতক-তৈলেও গুণের উল্লেখ নাই।

Constituents.—Two yellow resins, starch, colouring matter, tannin and salts; both resins are soluble in ether, but one is insoluble in alcohol and alkaline solutions the other is soluble in both these liquids, and is of an acid nature.

Actions and uses.—Alterative, astringent and tonic, given in enlarged glands, as liver and spleen, in corpulence and in general debility. (R. N. Khory, Vol. II., p. 118).

নব্যমত—রোড়ারছাল—রসায়ন, কষায় ও বল্য। প্লীহয়কৃৎবিবৃদ্ধি, হৌলা এবং
চূর্ণলভায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। (আর, এন্, ফোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৮)।

লবঙ্গ—লবঙ্গম্ ।

লবঙ্গম্, দেবকুমুমম্—Caryophyllus Aromaticus.

লবঙ্গং কুমুমং হৃদয়ং শীতলং পিত্তনাশনম্ ।
চক্ষুশ্চ বিষহৃত্ত্বা মাঙ্গল্যং
মূৰ্ছরোগহত্ ।
ধন্বন্তরীযনিঘণ্টুঃ ।

লবঙ্গং শীতলং তিক্তং চক্ষুশ্চ মুক্তরোচনম্ ।
বাতপিত্তকফপ্লব্ধ তীক্ষ্ণং
মূৰ্ছক্কাপহম্ ।
অপিচ—লবঙ্গং সৌখ্যকং তীক্ষ্ণং
বিপাকী মধুরং হিমম্ ।
বাতপিত্তকফামলং
অয়কাসাস্রদৌষনুত্ ।
রাশনিঘণ্টুঃ ।

লবঙ্গং কটুকং তিত্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্ । দীপনং পাচনং রুচ্যং
কফপিত্তাস্রনাশকম্ । নৃণাং হৃদীং তথাঃস্থানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ । কাশ-
শ্বাসঞ্চ হিকাঞ্চ শয়ং শপয়তি ধ্রুবম্ । ভাবপ্রকাশঃ ।

আধানানাহশূলগ্নং লবঙ্গং পাচনং লঘু । রাজবল্লভঃ ।

পিপাসায়ামনুত্ক্লেশে চ লবঙ্গম্—“পিপাসায়ামনুত্ক্লেশে লবঙ্গ-
স্বাম্বু শস্যতে” (অগ্নিমান্দ্য—বিঃ) । চক্রদত্তঃ ।

লবঙ্গের ভাষানাম—বাঃ—লবঙ্গ । কোঃ—লঙ্ । হিঃ—লোজ । মঃ—লবঙ্গ ।
শুঃ—লবঙ্গ । কঃ—লবঙ্গকলিকা । তৈঃ—লবঙ্গনু । তাঃ—কিরম্বের । ইং—ক্রোবস্ ।
ফাঃ—মেহক্ । অঃ—করণ্ফুল্ ।

বর্ণন—জাঞ্জির ও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জে লবঙ্গবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে । নয় বৎসরে
লবঙ্গবৃক্ষ প্রথম মুকুলিত হয় । লবঙ্গবৃক্ষ চিরহরিৎ অর্থাৎ কদাপি ইহা সম্পূর্ণরূপে পত্র-
বিবর্জিত হয় না । আমরা যাহাকে লবঙ্গ বলি তাহা লবঙ্গবৃক্ষের কুণ্ডনল মাত্র । লবঙ্গের
উপরি যে ক্ষুদ্র বর্জুলাকার পদার্থ থাকে তাহা লবঙ্গপুষ্পের সঙ্কুচিত ৪টি দল মাত্র, ইহার
ভিতর অনেকগুলি পুংকেশর (stamen) এবং একটীমাত্র গর্ভতন্তু (style) থাকে । লবঙ্গের
ত্রীপুংভেদ আছে । লবঙ্গবৃক্ষের কুণ্ডনল (calyx tube) গুলি যখন উজ্জল লোহিতবর্ণ হয়
তখন উহাদিগকে বৃক্ষ হইতে হস্তের দ্বারা চয়ন করে এবং ২৩ দিন মাহুরের উপরি রাখিয়া
রৌদ্রশুক করে । অতঃপর বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—লবঙ্গ (লবঙ্গ বৃক্ষের শুক্লীকৃত কুণ্ডনল) । মাত্রা—চূর্ণ
৩—২ আনা । অর্ধশূতপানীয়—৩—৪ ছটাক । বাজারে সচরাচর যে লবঙ্গ বিক্রীত হয়
তদ্ব্যধো কতকগুলি অতি জীর্ণ হেতু সংশুক্নেহ, এবং কতকগুলি নিকাশিতৈল, স্তত্রাং
ভেদার্থ ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য ।

বৈদ্যকে লবঙ্গের ব্যবহার ।

পিপাসা ও উৎকাসিতে লবঙ্গ—পিপাসা ও উৎকাসি প্রশমনার্থ লবঙ্গের অর্ধশূত
পানীয় পান করিতে দিবে । অর্ধশূতপানীয় প্রস্তুত বিধি—কুটীত লবঙ্গ ২ তোলা, জল
১/৫ সের, পের ১/২ ।

বক্তব্য—আনুর্বেদে লবঙ্গ শব্দে লবঙ্গকুস্থম অর্থাৎ লবঙ্গবৃক্ষের কুণ্ডনল । লবঙ্গের
কণ্ড আছে—ইদ্রিতে এই কথা একাধার্থ ব্যবহারি,—“লবঙ্গং কুস্থমং শব্দং” বলিয়াছেন ।

লবঙ্গের নিষণ্টুক্ একটা নাম “বারিসম্ভব,” দীপে জন্মিয়া থাকে বলিয়াই বোধ হয় লবঙ্গকে “বারিসম্ভব” বলা হইয়াছে। এখানে বারি শব্দে বারিবেষ্টিত ভূমি। অতি প্রাচীনতম বৈদ্যকগ্রন্থেও লবঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব জানা যাইতেছে অতি প্রাচীনকালেও মালক্কা, জাঞ্জির প্রভৃতি দীপের সহিত ভারতের বাণিজ্য ব্যবহার ছিল। ধবন্তরি, লবঙ্গের অন্ততম নাম “চন্দনপুষ্প” লিখিয়াছেন। সুগন্ধিহেতু এই নাম রক্ষিত হইয়াছিল কি? লবঙ্গে তৈল আছে। কিন্তু চারক বা সৌশ্রুত স্থাবরতৈলযোনিবর্গে কিংবা রাজনিষণ্টুক্ তৈলযোনিবর্গে লবঙ্গ পঠিত হয় নাই। আত্রেয়সংহিতায় লবঙ্গ তৈলের গুণ লিখিত আছে—“দেবপুষ্পোদ্ভবং তৈলং অগ্নিকুৎ বাতনাশনং। দস্তবেষ্টককার্তিসং গর্তিগ্যা বমনাপহম্।” এদেশে যাহা লবঙ্গতৈল বলিয়া বিক্রীত হয় তাহা লবঙ্গ হইতে নিকাশিত নহে। লবঙ্গ “সুহৃৎ অয়েণে” ভিজাইয়া রাখিয়া এই তৈল প্রস্তুত করে। লবঙ্গ ষত পুরাণ হয় তাহার তীক্ষ্ণতা এবং তৈল তত হ্রাস পায়।

Constituents.—A heavy volatile oil 18 p. c., Caryophyllin—a camphor, resin 6 p. c. Caryophyllic acid or eugenic acid ; eugenin, a crystallin body, tannin, woody fibre, gum &c.

Physiological Action.—Antiseptic, local anæsthetic, general stomachic, carminative, aromatic, antiemetic and anti-spasmodic ; externally rubefacient, anæsthetic and antiseptic ; internally it increases the circulation and raises blood heat, promotes digestion and nutrition, and relieves gastric and intestinal pain and spasm. It stimulates the skin, salivary glands, kidneys, liver and bronchial mucous membrane. It is excreted in the breath, perspiration, bile, milk and urine.

Therapeutics.—Given as a flavouring agent to correct griping caused by purgatives, to relieve flatulence and to increase the flow of saliva. In combination with other spices and rock salt it is given to relieve colic, indigestion, vomiting and thirst. Externally it is used as an application in rheumatic pains, sciatica, lumbago, to the head in headache, and to the tooth in toothache ; roasted in the flame of a candle and kept in the mouth it improves the breath, relieves sore-throat and strengthens the gums. The powdered clove is a chief ingredient of a native preparation—lavanga-di-churna, which is given in cough, asthma &c. A paste of them is applied to the forehead and to the nose is a popular remedy among the natives in headache, coryza &c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 265).

নব্যমত্—লবঙ্গ পচননিবারক, প্রলেপে, শুষ্কতার স্পর্শজনহারী, পাচক, বায়ুনাশক, সুগন্ধি ; বমননিবারক ও আক্লেপহর। বহিঃপ্রয়োগে কলের লৌহিত্যোগ্যাদক

এবং কোষ্ঠা জন্মায়, অপিচ স্পর্শজ্ঞানহর এবং পচননিবারক । সেবিত হইলে, ইহা রক্তসঞ্চয়নক্রিয়া ও রক্তের উত্তাপ বর্ধিত করে, পরিপাক ও পোষণক্রিয়ার উপকারী, আমাশয় ও অস্থোখিত শূল এবং আক্ষেপ প্রশমিত করে । ইহা ত্বক্, লালাগ্রন্থি, বৃক্কষয়, যকৃৎ, এবং শাখাস্বাসনাড়ীর (Bronchi), শ্লেষ্মধরাকলায় (Mucous membrane) উত্তেজন জন্মায় । সেবিত লবঙ্গ, মুখমারুত, ঘর্ম্ম, পিত্ত, স্তন্থ এবং মূত্রের সহিত বহিঃক্রিষ্ট হইয়া থাকে ।

লবঙ্গ, বিরেচক ভেষজদ্রবোর পরিকল্পিকা (griping) নিবারক স্নগন্ধি ভেষজ । ইহা উদরাধানহর ও লালাস্রাববর্ধক । অণ্ণাণ্ড মসলা এবং সৈক্কবলবণের সহিত সেবিত হইলে শূল, অজীর্ণ, বমন এবং তৃষ্ণারোগে হিতকর । বাতের বেদনা, গৃধ্রণী, (sciatica) কটীশূল (lumbago), শিরঃশূল ও দন্তশূলে, লবঙ্গ, প্রলেপাদিক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । দীপশিখায় ভর্জিত লবঙ্গ মুখে ধারণ করিলে, মুখমারুত স্নগন্ধি, গলক্ষত প্রশমিত এবং দন্তমাটী দৃঢ়ীভূত হয় । “লবঙ্গাদিচূর্ণ”—লবঙ্গ যাহার প্রধানতম উপাদান, কাসস্বাসাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হয় । শিরঃপীড়ায় কপালে এবং ঘ্রাণরোগে (Coryza) নাসিকায় এতদ্দেশীয় লোকে ইহার প্রলেপ ব্যবহার করিয়া থাকে । (ক্ষৌরি, ২য়ঃ খঃ, ২৬৫ পৃঃ) ।

লাঙ্গলী—লাঙ্গলী ।

লাঙ্গলী, কালিকারী হলিনী—Gloriosa Superba (?)

অন্বর্থসংজ্ঞা:—“ বিশল্যা,” “ গর্ভপাতিনী,” “ নক্কেন্দুপুষ্পিকা,” “ ব্রহ্মহত,” “ পুষ্পসীরমা,” “ স্বর্ণপুষ্পা,” “ সারিণী” ।

লাঙ্গলী কটুগুণা চ কফবাতবিনাশনী । তিক্তা সারা চ স্বয়ম্ভুগর্ভ-
শল্যব্রণাপহা । ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ ।

কালিকারী কটুগুণা চ কফবাতনিহন্তনী । গর্ভান্তঃশল্যনিষ্কাশ-
কারিণী সারিণী পরা । রাজনিঘণ্টুঃ ।

কালিকারী সরা কুষ্ঠমৌফায়াব্রহ্মশূলজিত্ । সসারা শ্লেষ্মজিত্ তিক্তা
কটুকা তুঘরাপিচ । তোষ্মীষ্মা ক্রিমিজিত্ সচী পিত্তলা গর্ভপাতিনী ।
भावप्रकाशः ।

हस्तिनीकरवीरस्य कुष्ठदुष्टव्रणापहौ । राजवल्लभः ।

उम्पान्यनाम्नि कर्णरोगे लाङ्गली—“सुरसा लाङ्गलीभ्याश्च सिद्धं
तीक्ष्णञ्च नावनम्” (उः १८ अः) । (२) इन्द्रलुप्तौ लाङ्गली—“इन्द्रलुप्तौ
* प्रलेपयेत् । तथा लाङ्गलिकामूलैः” (उः २४ अः) । (३) रसायना-
र्थम् लाङ्गली—“लाङ्गलीत्रिफलालोहपलपञ्चाशतीकृतम् । मार्करस्वरसे-
त्रद्या गुटिकानां शतत्रयम् । छायाविशुष्कं गुटिकाईमद्यात् । पूर्व-
सप्तस्तामपि तां क्रमेण । भजेद्विरक्तः क्रमशश्च मण्डम् । पेयां विलेपीं
रसकौदनञ्च । सपिः स्निग्धं मासमेकं यतात्मा । मासादूर्ध्वं सर्वथा
स्वैरवृत्तिः । वर्ज्यं यत्नात् सर्वकालं त्वर्जिणं । वर्षेणैव योगमेवोपयुञ्ज्यात् ।
भवति विगतरोगो योऽप्यसाध्यामयात्तः । प्रवलपुरुषकारः शोभते योऽपि
वृद्धः । उपचितपृथुगात्रश्रोत्रनेत्रादियुक्तम् । तरुणइव समानां पञ्च जीवे-
च्छतानि । वाग्भटः—(उः ३६ अः) ।

गण्डमालायां लाङ्गली—“निर्गुण्डीस्वरसेनाथ लाङ्गलीमूलकल्कितम् ।
तैलं नस्याच्चिह्न्याशु गण्डमालां सुदारुणाम् । (गलगण्ड—चिः) ।
(२) पक्वशोथप्रभेदने लाङ्गली—“चिरविस्वाम्बिकौ * दारुणः परः”
(व्रणशोथ—चिः) । (३) नष्टशल्यनिर्हरणार्थम् लाङ्गली—“* नष्टशल्यं
विनिःसरेत् * । लाङ्गली मूललेपाद्वा” । (व्रणशोथ—चिः) ।
चक्रदत्तः ।

अमरापातनार्थं लाङ्गली—“लाङ्गलीमूलकल्केण पाणिपादतलानि
हि । प्रलिम्पेत् सूतिका योषित् अमरापातनाय वै” । (मूढगर्भ—चिः) ।
भावप्रकाशः ।

लाङ्गली लाङ्गली—वाः—विषनाजना । रिः—कनिशात्री, कनिशात्री । वः—
बडानात्र, -चगबोडा । उः—दुधिरा, बहनात्र, कनशात्री । कः—राजाशात्री । मना—
मेहरात्रि, का७न ।

লাঙ্গলীর অম্বর্থমঞ্জা—“বিশল্যা”, “গর্ভপাতিনী”, “নক্তেন্দুপুষ্পিকা,” “ব্রহ্মণ,”
“পুন্সমোরতা,” “স্বর্ণপুষ্পা,” “সারিণী” ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ । মাত্রা—৫ আনা—২ আনা । তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট হেতু
সাবধানে প্রযোজ্য ।

বর্ণন—কলিহারীর গুল্ম দেখিতে হরিদ্রার গুল্মের মত । ইহার কন্দ আদার মত ।
কন্দের উপরের বৃক পীতাত । শীতঋতুতে গুল্ম শুষ্ক হয় এবং বর্ষার প্রথম বারিপাতে
কন্দ হইতে পুনঃ অতিনব গুল্ম জন্মিয়া থাকে । আদার মত ইহার কন্দ রোপণ করিলে
গাছ হয় । অতি নিম্ন ও আর্দ্র স্থানে ইহা জন্মে না—কন্দ পচিয়া যায় । কলিহারীর
গুল্ম হইতে শীর্ষ বাহির হইয়া তাহাতে ফুল হয় । নব্যগণ,—Gloriosa Superbar বর্ণনে
লিখিয়াছেন “This very ornamental creeper is common on hedges during
the rainy seasons.” কলিহারীতে এ বর্ণন আরোপিত হইতে পারে না । সুতরাং
কলিহারীর লাটিন নামে সন্দেহ আছে । “ঈশলাঙ্গলে” ও “বিষলাঙ্গলে” অনেকে কলিহারীর
বাঙ্গালা নাম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ঈশলাঙ্গলে ঈশের মূল, কলিহারী নহে—ইহা
পৃথক উদ্ভিদ ।

বৈদ্যকে লাঙ্গলীর ব্যবহার ।

বাগ্ভট—উন্মূহ নামক কর্ণরোগে লাঙ্গলী—সুরসাতুলসী এবং লাঙ্গলীর
কঙ্কযোগে পক তৈলের নস্ত গ্রহণ করিবে । ইহা উন্মূহরোগে দৃষ্টফল । (উঃ ১৮ অঃ) ।
(২) ইন্দ্রলুপ্তে লাঙ্গলী—টাকে লাঙ্গলীর প্রলেপ হিতকর । (উঃ ২৪ অঃ) ।
রসায়নার্থ লাঙ্গলী—লাঙ্গলীকন্দ, ত্রিফলা, জারিত লৌহ, সমুদায় মিশ্রিত ৫০ পল অর্থাৎ
মিশ্রিত ৪০০ তোলা লইয়া ভূঙ্গরাজের রসে পিষিয়া ৩৬০ টী বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াতক
করিবে । প্রথমে অর্ধবটী, ক্রমশঃ সমস্ত বটী সেবন করিবে । এবং একমাসকাল, মণ্ড, পেয়া,
বিলেপী, মাংসরসসহ অন্ন, ঘৃত, স্নিগ্ধবস্ত্র যথাক্রমে সেবা করিয়া এক মাস অতীত হইলে
আহার বিষয়ে যথেষ্টাচার অবলম্বন করিতে পারা যায়, কেবল অর্জীর্ণ না হয় ইহার প্রতি
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে এবং অর্জীর্ণজনক দ্রব্য পরীহার করিতে হইবে ; একবৎসর এই ঔষধ
সেবন করিতে হইবে । ইহা সেবন করিলে অসাধ্য পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিও নিরাময় হইতে
পারে । (উঃ ৩৯ অঃ) ।

চক্রদত্ত—গণ্ডমালায় লাঙ্গলী—নিসিন্দার সুরস এবং লাঙ্গলীর কঙ্কযোগে বধা-
বিধি পক তৈলের নস্ত লইলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয় । (মলমণ্ডি—চিঃ) । (২) পকশোধ
প্রভেদে লাঙ্গলী—লাঙ্গলীর প্রলেপ দিলে পাকা কোড়া কাটিয়া যায় । (ব্রহ্মলোথ—চিঃ) ।

(৩) নক্টশল্যানির্হরণার্থ লাজলী—শরীরের কোন স্থলে লৌহ পাবাণাদি কুটির থাকিলে, যদি তদক্ষ লাজলীর কন্দ দ্বারা প্রলিপ্ত করা যায় তাহা হইলে সেই লৌহ পাবাণাদি বাহির হইয়া থাকে। (ত্রণশোধ—'চ:)।

ভাবপ্রকাশ—অমরাপাতনার্থ লাজলী—প্রসবের পর যদি “কুল” না পড়ে তাহা হইলে প্রসূতির হস্ত ও পদতল লাজলীর পিষ্ট মূলদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে সক্ষর কুল পড়িবে।

বক্তব্য—চারক “দশেমানি”তে লাজলী পঠিত হয় নাই। বিবচিকিৎসার (চি: ২৫ অ:) এবং কুষ্ঠচিকিৎসার লাজলীর উল্লেখ আছে। সৌশ্রুত কন্দহানের ২য় অধ্যায়ে স্থাবরবিষবর্গের বিবরণ লিখিত আছে। ইহাতে অষ্ট মূলবিষের মধ্যে বিছাঙ্কালার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিছাঙ্কাল লাজলীর নাম। “লাজলী শুদ্ধিযাত্রাতি দিনং গোমূত্রসংহিতা”—একদিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে লাজলী শুদ্ধ হয়। বৃশ্চক, শ্বেদ-সংশমনবর্গে (মু: ৩৯ অ:) লাজলী পাঠ করিয়াছেন।

লৌধ্র—লৌধ্রঃ ।

লৌধ্রঃ, ধিল্লী, তিস্বকঃ, তিরৌটকঃ—Symlocos Racemosa.

অস্য ভেদঃ—শাবরলৌধ্রঃ (বল্করৌধ্রঃ) ।

ধন্বর্যসংহ্রা—লৌধ্রস্য—“কাঙ্কহীনঃ,” “ইমপুচ্চকঃ” । শাবর-লৌধ্রস্য—“শ্বেতলৌধ্রঃ,” “স্বলবল্কলঃ,” “জীর্ষপর্যঃ,” “ভৃগুত্পর্যঃ,” “স্বাশ্বাপ্রসাদনঃ,” “অশ্বিমিবজঃ,” “মার্জনঃ,” “গালবঃ” (গালং নিত্রস্বয়ং বায়তি) ।

লৌধ্রঃ শীতঃ কষায়ক্ হন্তি তৃণামরৌচকম্ । বিষবিধ্বংসনঃ শ্রীক্লী
হসী শাহী কফাপহঃ । লৌধ্রয়ুগমং কষায়ন্তু শীতং বাতকফাসজিত্ ।
বহুত্বং বিষহত্ তন্ন বিষিষ্টৌ বল্করৌধ্রকঃ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টুরাশ-
নিঘণ্টুশ্চ ।

লৌধ্রো শাহী কশুঃ শী [অ: কফপিত্তশুন্ । কষায়ৌ রক্ষাশাস্তান্-
জ্বরাসৌহারশৌধ্রশ্চ । ভাবপ্রকাশঃ ।

लोध्रोऽसृक्कफपित्तघ्नश्चक्षुष्यः शोथजित् सरः । तदच्छ्रावरलोध्रोऽपि
चक्षुष्योऽमृदुरेचनः । राजवल्लभः ।

रक्तपित्ते लोध्रः—“उशीरकालोयकलोध्रपद्मक * । पृथक् पृथक्
चन्दनतुल्यभागिकाः । सशर्करास्तण्डुलधावनाप्नुताः । रक्तं सपित्तं *
शमयन्ति सद्यः । (चिः ४ अः) । (२) कुष्ठेषु लोध्रः—“लोध्रस्य *
कल्कः * कुष्ठेषूहर्त्तनालेपः” (चिः ७ अः) । (३) व्रणो लोध्रः—“*
लोध्रजाम्बवकट्फलैः । त्वच माश्वेव गृह्णन्ति त्वक्चूर्णैश्चूर्णिता व्रणाः” (चिः
११ अः) । (४) कासामातीसारयोः तिखकपत्रम्—पत्रकल्कं घृतै-
र्भृष्टं तिखकस्य सशर्करं । पेया चोत्कारिका च्छर्दिस्तृट्कासामाति-
सारनुत् । (चिः २२ अः) । (५) प्र्वेतप्रदरे लोध्रः—“न्यग्रोधत्वक्
कषायेण लोध्रकल्कं तथा पिवेत्” । (चिः ३० अः) । चरकः ।

अनागतावाधप्रतिषेधनीये लोध्रः—“भिन्नप्रदककषायेण तथैवा-
मलकस्य वा । प्रक्षालयेन्मुखं नेत्रे स्वस्थः शीतोदकेन वा । निलीकां
मुखशोषश्च पीडकां व्यङ्गमेव च । रक्तपित्तकृतान् रोगान् सद्य एव विना-
शयेत् । (चिः २४ अः) । सुश्रुतः ।

शुद्धशुक्ररोगे लोध्रः—“सेचनं रोध्रपोदृष्या कोणान्धोमन्मयाऽथवा”
(चिः ११ अः) । वाग्भटः ।

चलितगर्भे लोध्रः—“षष्ठमे मासि लोध्रं मधु मागधिकाश्च सह दुग्धेन
पीतवतीनां चलिते गर्भे स्त्रीणां सुखं सम्पद्यते” (चिः ४८ अः) । हारीतः ।

अश्लेषाक्षिरोगहरत्वे लोध्रः—“तथा शावरकं लोध्रं घृतभृष्टं विहासकः”
(नेत्र—चिः) । चक्रदत्तः ।

प्रवाहिकायां लोध्रः—“सलोध्रमिकतो दध्ना पिवेत् प्रवाहिकार्हितः”
(प्रवाहिका—चिः) । (२) प्रसूतायाः योनिश्चते लोध्रः—“तुम्बीपत्रं

তথালৌঘু' সমভাগং সুপেষয়েৎ । তেন লেপী ভগী কার্ঘ্যঃ শীঘ্র' আত্
 যোনিরক্ষতা । (স্নায়ুরোগ—চিঃ) । **भावप्रकाशः ।**

লোধের ভাষানাম—বাঃ—লোধকাঠ (ইহা যদিচ ছাল, তথাপি কাঠ শব্দেই
 প্রসিদ্ধ) । হিঃ—লোধ্ । মঃ—লোধ । শুঃ—লোধর । কঃ—লোধ । তৈঃ—
 তেরলোধগচেট্টুগ । অঃ—মুগাম্ ।

অর্থসংজ্ঞা—লোধের—“কাণ্ডহীন,” “হেমপুষ্পক,” বন্ধলোধের—“শেত-
 লোধ,” “সুলবন্ধল,” “জীর্ণপর্ণ,” “বৃহৎপর্ণ,” “মার্জ্জন,” “লাকাপ্রসাদন,” “অক্ষিতেষজ” ।
 “গালব” (নেত্রস্রাব নাশক) ।

লোধের ভেদ—লোধ দুই প্রকার, লোধ ও বন্ধলোধ (শাবরলোধ) । নিঘণ্টু মতে
 তিরী, তিব্বক ও তিরীট, লোধের এবং পটিকালোধ বন্ধলোধের পর্যায় । টীকাকারগণকে
 কুত্রাপি নিঘণ্টু মতের বিরুদ্ধবাদী দেখা যায়, যথা—চক্রোক্ত নেত্ররোগ চিকিৎসায় শিবদাস
 লিখিয়াছেন “তিরীটঃ পটিকালোধঃ” । লোধত্বক্ বণিক্ দ্রব্য । অধুনা বাজারে লোধ ও
 শেত লোধ (শাবর লোধ) পৃথক্ বিক্রীত হয় না । বাজার হইতে ক্রীত লোধ রাশি
 নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় উহার মধ্যে কতকগুলি ইষ্টক বর্ণের এবং কতকগুলি স্নান
 শুভ্র । এই স্নানশুভ্রগুলিই শাবর লোধ । শাবর মালবাস্তর্গত একটা দেশ । এই দেশজাত
 লোধ শাবর লোধ নামে খ্যাত ছিল । লোধত্বক্ বস্তুে সুলভ নহে । লোধবয়ের
 অর্থসংজ্ঞাই উহার যথেষ্ট পরিচয়সাধিকা ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ত্বক্ ও পত্র । মাত্রা—ত্বক্চূর্ণ—২—৮ আনা । কাথ
 ৫—১০ তোলা । বন্ধলোধ অর্থাৎ শেতলোধ অক্ষিরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর ।
 অতএব বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও অক্ষিরোগ চিকিৎসায় উক্ত লোধ শব্দে শেতলোধ
 গ্রহণ করিতে হইবে । লোধ রেচক এবং বন্ধলোধ গ্রাহী, অতএব বিশেষ উল্লেখ না
 থাকিলেও অতিসারোক্ত লোধ শব্দে বন্ধলোধ এবং বৈরেচনিক যোগোক্ত লোধ শব্দে
 লোধ গ্রাহ ।

বৈদ্যকে লোধের ব্যবহার ।

চরক—রক্তপিত্তে লোধ—লোধকাঠ ও শেতচন্দন সমভাগ, শর্করাসহ পেষণপূর্বক
 তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৮ অঃ) । (২) কুষ্ঠে
 লোধ—লোধকাঠ পেষণপূর্বক, কুষ্ঠরোগী গাত্রে বর্দন করিবে বা প্রলেপ দিবে । (চিঃ
 ৭ অঃ) । (৩) ত্রণে লোধ—লোধকাঠচূর্ণদ্বারা ত্রণ অবধূলিত করিলে সত্বর ত্রণ পুরিয়া

উঠে। (চি: ১৩ অ:)। (৪) কাস ও আমাতীসারে লোথপত্র—আর্জ লোথপত্র পেষণ-পূর্বক গব্যস্বতে ভাজিবে পরে শর্করা ও জলসহ পেয়া বা উৎকারিকা (কাই) প্রস্তুত করিয়া কাস ও আমাতীসারী সেবন করিবে। ইহা হৃদি ও তৃষ্ণারোগেও প্রশস্ত (চি: ২২ অ:)। (৫) শ্বেতপ্রদরে লোথ—বটবৃক্ষের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তৎসহ পিষ্ট লোথত্বক পান করিবে। ইহা শ্বেতপ্রদরে হিতকর। (চি: ৩০ অ:)।

সুশ্রুত—অনাগতা বাধপ্রতিষেধনৌয়ে লোথ—লোথ কাঠের কাথ প্রস্তুত করিয়া, তদ্বারা মুখ ও নেত্র ধৌত করিলে, বাঙ্গাদি রোগ এবং নেত্রবিকার জন্মে না। (চি: ২৪ অ:)।

বাগ্ভট—শুদ্ধশুক্লরোগে বকলোথ—বকলোথের ত্বক্ কুড়িত করিয়া পোটলী বন্ধ করিবে। এই পেটলী ঈষৎ জলে নিমজ্জিত করিয়া তন্নিঃসৃত জল চক্ষুতে সেচন করিবে। (চি: ১১ অ:)।

হারীত—চলিতগর্ভে লোথ—অষ্টম মাসে গর্ভ নষ্ট হইবার আশঙ্কা হইলে গর্ভিনীকে লোথকাঠ পিপুল এবং মধু গব্যস্বতসহ পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভশ্রাবের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া স্বস্থতা জন্মিবে। (চি: ৪৯ অ:)।

চক্রদত্ত—অশেষ অক্ষিরোগহরত্বে লোথ—শারব লোথ গব্যস্বতে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ জলসহ পেষণ পূর্বক চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা বিবিধ নেত্ররোগে হিতকর। (নেত্ররোগ—চি:)।

ভাবপ্রকাশ—প্রবাহিকায় লোথ—যাহার প্রবাহিকা (“আমাশয়”) হইয়াছে, সে লোথত্বক দধির সহিত পেষণ পূর্বক পান করিবে। (প্রবাহিকা—চি:)। (২) প্রসূতির যোনিক্রান্তে লোথ—লাউয়ের পাতা এবং লোথকাঠ সমভাগে নইয়া জলের সহিত উত্তম রূপ পেষণ পূর্বক যোনিতে প্রলেপ দিলে, প্রসূতির যোনিক্রান্তের রোগণ হয়। (স্ত্রীরোগ—চি:)।

বক্তব্য—চরক সফানীর, পুরীষসংগ্রহণীর এবং শোণিতাহাপনবর্ষে লোথ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, লোথাদি ও ভ্রামাদিবর্ষে লোথ এবং অরুচাদি ও ভ্রামোথাদিবর্ষে লোথ ও শারবলোথ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, সংশোধন সশেষসীম বর্ষে অযোতাপহর ত্রব্যের মধ্যে তিবক পাঠ করিয়া বলিয়াছেন “তত্র তিবকাদীনাং পাটসাত্বানাং ত্বচ:”; সুতরাং লোথত্বকের যেচনও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নিখটুকার বলিয়াছেন “লোথো গ্রাহী” এবং শারবলোথ “চক্ষুয়ো বৃহরেচন:” সুতরাং সুশ্রুতের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। চরকোক্ত

তিব্বককর (কলহান ৯ অঃ) পাঠেও তিব্বকের রেচকত্ব অবগত হওয়া যায়। অন্যদৃষ্টে কোনও নিষিদ্ধিতে শাবর লোত্রের পর্যায়ে তিব্বক ও তিল্লীটক শব্দ পঠিত হয় নাই।

Constituents.—Three alkaloids laturine, colloturine and loturidine ; and ash, which contains carbonate of soda.

Actions and uses.—Astringent and tonic ; with Bael and Nuxvomica given in diarrhoea, dysentery, menorrhagia and other chronic discharges. The decoction is used as a gargle, in relaxed uvula and bleeding gums ; as a plaster it is used to promote maturation of boils. (R. N. Khory, Vol. II., p. 433).

নব্যমত—লোধকাষ্ঠ—কষায় এবং বলা। বেল এবং নক্কভমিকার সহিত ইহা অতিসার, আম ও রক্তাতিসার, রক্ত ও শ্বেতপ্রদরে বাবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাথের কবল, বদ্ধিত আলজিবে এবং দস্তমাটী হইতে রক্তস্রাবের পক্ষে হিতকর। পিষ্ট লোধকাষ্ঠের প্রলেপ দিলে ফোড়া পাকিয়া যায়। (আর. এন্. কোরি, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃঃ)।

ডাঃ চার্লস বলেন—দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আর্ন্তবরজঃ অতিরিক্ত মাত্রায় স্রাব হইতে থাকিলে লোধকাষ্ঠচূর্ণ ২০ গ্রেণ প্রতিদিন চিনির সহিত ৩৪ বার, খাইলে তিন চারি দিনেই পীড়া নিবৃত্তি পায়।

শঙ্খপুষ্পী—যক্ষপুষ্পী ।

যক্ষপুষ্পী (যক্ষপুষ্পা)—*Pladera Decussata*, *Canscora Decussata*.

অস্যা মেদী—(১) নোলপুষ্পী, বিষুক্কান্না । (২) যক্ষপুষ্পী—*Pladera Sessiliflora* or *P. Virgata*.

অন্বয়সংস্রা—যক্ষপুষ্পাঃ—“মৈখা” ।

যক্ষিণী কটুতিস্তীষা কাষপিত্তবসায়িত্ব । বিষাপস্মারমূলাদৌন্
হসি মৈখা রসায়ণো । বিষুক্কান্না কটুস্তিষ্ঠা কক্ষবাতাসমধাপহা ।
ঘন্বনরৌবনিঘন্থঃ ।

শঙ্খপুষ্পী দ্বিমা তিক্তা মেধাক্ত স্বরকারিণী । গ্রহভূতাদিদোষত্রী
বশীকরণসিদ্ধিদা । রাজনিঘণ্টঃ ।

শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যা বৃষ্যা মানসরোগহৃত্ । রসায়নী কষায়োণ্যা
স্মৃতিকান্তিবলাগ্নিদা । দোষাপস্মারভূতাশ্রীকুষ্ঠক্রিমিবিষপ্রণুত্ । ভাব-
প্রকাশঃ ।

শঙ্খপুষ্পী তু তৌক্ষণ্যোণ্যা মেধ্যা ক্রিমিবিষাপহা । রাজবল্লভঃ ।

—রক্তা নীলা গুণৈঃসমা । নিঘণ্টুরত্নাকরঃ ।

মেধাবর্জন্যার্থ' শঙ্খপুষ্পী—“মেধ্যা বিশেষেণ তু শঙ্খপুষ্পী” (চি:
১ প:) : চরকঃ ।

উন্মাদে শঙ্খপুষ্পী—“* শঙ্খপুষ্পিকা স্বরসা: । উন্মাদহৃতৌ দৃষ্টা:
পৃথগীতে কুষ্ঠমধুমিশ্রা:” । (উন্মাদ—চি:) । চক্রদত্তঃ ।

শুক্ল শঙ্খপুষ্পীর ভাষানাম—বাঃ—ডানকুণী । হিঃ—শঙ্খাহনী, শংখাবলী ।
শুঃ—শংখাবলী । কঃ—শঙ্খপুষ্পী ।

শঙ্খপুষ্পীর ভেদ—যদিও পুষ্পের বর্ণভেদে শঙ্খপুষ্পী তিন প্রকার, যথা—শুক্লপুষ্পী,
রক্তপুষ্পী এবং নীলপুষ্পী, তথাপি শঙ্খপুষ্পী বলিলে শুক্লপুষ্পীকেই বুঝাইয়া থাকে । শুক্ল-
পুষ্পী শঙ্খপুষ্পীর ইতর ব্যবচ্ছেদক চিহ্ন সম্বন্ধে ধর্মস্তুরি বলিয়াছেন—“শুক্লপুষ্পী ভূমিলগ্না
হুয়া সা শঙ্খপুষ্পিকা” অর্থাৎ শুক্লপুষ্পী শঙ্খপুষ্পীর কুপ অন্তাপেক্ষা হৃৎতরা এবং ইহার
পুষ্প শঙ্খবৎ আবর্তাঙ্কিত ও শুভ্র । রক্তপুষ্পী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—“সূক্ষ্মপত্রাঙ্করা জেয়া
সর্পাকী রক্তপুষ্পিকা” যাহার পত্র অন্তাপেক্ষা হৃৎতরা তাহা রক্তপুষ্পী, সর্পাকী ইহার
নামান্তর ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতপুষ্পার—“মেধ্যা” ।

বর্ণন—শ্বেতপুষ্পী শঙ্খপুষ্পীর কুঞ্জ কুপ আর্দ্র বা জলাসর ভূমিতে জন্মিয়া থাকে ।
কুপকাণ্ড একহস্তও উচ্চ হইয়া, কাণ্ডে ৪টা আড়া আছে, আড়াগুলি পক্ষবৎ বর্জিত ও
বহুনাখাঙ্কিত । পত্রগুলি,—সক, লম্বা, সূক্ষ্মাঙ্গ, তিনটি শিরাবৃত্ত, অবৃত্তক এবং নানা
আকৃতির । ফুল—শাখাঙ্গে ও শাখাপার্শ্বে হিত । বিশেষত্ব এই—শাখাঙ্কিত ফুলগুলি

তিন তবক, উভয়ই শুভ্র। কুপের কাণ্ড এবং শাখার যেমন চারিটা আড়া থাকে, পুষ্পবস্ত্রও তক্রপ। ইহা বর্ষায় পুষ্পিত হয়। শ্বেতপুষ্পা শজাপুষ্পীই ভেষজার্থে ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অতএব তাহাই বর্ণিত হইল।

ঔষধার্থে ব্যবহার—সমগ্র কুপ। মাত্রা—স্বরস ৩—২ তোলা।

বৈদ্যকে শজাপুষ্পীর ব্যবহার।

চরক—মেধাবর্দ্ধনার্থে শজাপুষ্পী—শজাপুষ্পী বিশেষরূপ মেধাবর্দ্ধক (চিঃ ১ অঃ)।

চক্রদত্ত—উন্মাদে শজাপুষ্পী—শজাপুষ্পীর স্বরস, কুড়চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয়। (উন্মাদ—চিঃ)।

বক্তব্য—চারক “দশেমানি”তে কিংবা সৌত্রত দ্রবাসংগ্রহনীয়াধ্যায়ে শজাপুষ্পী পঠিত হয় নাই।

Actions and uses.—Laxative, alterative and nervine tonic. Fresh juice is given in insanity, general debility, scrofula, dyspepsia &c. (R. N. Khory, Vol. II., p 409.)

নব্যমত—মূহুরেচক, রসায়ন এবং নাভের বলপ্রদ। ইহার স্বরস, উন্মাদ, দৌর্বল্য, গণ্ডমালা এবং গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়। (কোরি, ২য় খঃ. ৪০২ পৃঃ)।

শতপুষ্পা—শতপুষ্পা ।

শতপুষ্পা, শতপুষ্পা—Pencedanum Graveolens. *The fruits*
—Anethum Sowa.

অন্বর্থসংজ্ঞা—“অতিচ্ছত্রা,” “সংঘাতপত্রিকা,” “সূক্ষ্মপত্রিকা,”
“মূরিপুষ্পা,” “শতপুষ্পা,” “অবাকপুষ্পী,” “পীতপুষ্পা”।

শতপুষ্পা কটুকা তিক্তা স্নিগ্ধা স্নেহবাতজিত্। জ্বরনেত্রব্যান্
হন্তি বস্ত্রিকর্ম্মণি শস্যতি। শতপুষ্পাদ্রলং ঘোক্তং ত্বয় মধুর গুণজিত্।
বাতপ্লং দীপনং স্নান্যং কফজ্জটুচিদায়কম্। ধন্বরীযনিঘণ্টুঃ।

শতপুষ্পা তু কটুস্নিগ্ধা স্নিগ্ধা স্নেহাতিষারমুত্। জ্বরনেত্রব্যান্
বস্ত্রিকর্ম্মণি শস্যতি। রাজনিঘণ্টুঃ।

শতপুষ্পা লঘু স্তৌষ্যা পিত্তকৃত্ত দীপনী কটু: । উষ্যা জ্বরানিলস্নেহ-
ব্রশূলান্ধিরোগহত্ । ভাবপ্রকাশ: ।

শতপুষ্পাঃনিলদাছাঃমশূলতট্ছর্দিনাশনী । রাজবল্লভ: ।

শুদ্ধকার্ষ:সু শতপুষ্পা—“স্তম্বানি স্বেদয়েৎ পূৰ্ব্ব শোফশূলান্বিতানি
চ । * বচাশতপুষ্পাপিণ্ডীর্বা সুখোণী: স্নেহসংযুতৈ: ।” (চি: ১ ৫:) ।
(২) বাতাধিকে বাতরক্তে শতপুষ্পা—“ক্ষীরপিষ্টং * লেপং । কুর্যাচ্চুল-
নিবৃত্তার্থং শতপুষ্পং বানিলেধিকে” । (চি: ২১ ৫:) । চরকসংহিতায়াং ।
দৃঢ়বল: ।

মল্লিকাবিধে শতপুষ্পা—“শতপুষ্পাসমায়ুক্তং সৈন্ধবং পরিপেষিতম্ ।
সমুত্তং লেপনং দধাত্ মল্লিকাবিধনাশনম্ ॥ বঙ্কসেন: ।

শতপুষ্পার ভাষানাম—বা:—শলুকা । কো:—শলুক্ । হি:—সোয়া, সোয়েকে
বীজ । ম:—বাঠ্ঠশোপ । গু:—গুবাদানা । ক:—সঙ্গসীগে । তৈ:—সদাপা । কা:—
৩৭ । অ:—বজ্রল সীক্সৎ । ইং—কমনডিল্ কুট্ ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—“অতিচ্ছদা”, “সংঘাতপত্রিকা”, “হৃদ্রপত্রিকা”, “ভূরিপুষ্পা”, “শত-
পুষ্পা”, “অবাকপুষ্পী”, “পীতপুষ্পা” ।

বর্ণন—শীতকালে শলুকায় আবাদ হয় ; ইহা সর্বত্র সুপরিচিত । উপরি লিখিত
সার্থক সংজ্ঞাগুলিই শলুকায় পত্রপুষ্পের পরিচয়গকে বধেট্ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও বীজ ।

মাত্রা—বীজচূর্ণ ১—৪ আনা ।

বৈদ্যকে শতপুষ্পার ব্যবহার ।

চরক—শুদ্ধকার্ষে শতপুষ্পা—বচ ও শলুকা যের্যোগে পেষণ পূর্বক (কাঁজিয়ারা)
ঔষধক করিবে । এই পিণ্ড গোষ্ঠীবিদ্ধ করিয়া এতদ্বারা বেদনা ও কীটিকৃত্ত কটু অর্শে
যেহ দিবে । (চি: ১ ৫:) । (২) বাতাধিকবাতরক্তে শলুকা—শলুকায় বীজ
পেষণযোগে পেষণপূর্বক বাতাধিক বাতরক্তাক্রান্ত অর্শে লেপন করিবে । (চি: ২১ ৫:) ।

মক্ষিকাধিষে শতপুষ্পা—শলুকা ও মৈত্রব জলের সহিত পেষণ পূর্বক গব্য-
স্বত যোগে প্রলেপ দিলে মক্ষিকাধিষ বিনাশ পায়। বঙ্গসেন ।

বক্তব্য—চরক, অম্বুভাসনোপগবর্গে শতপুষ্পা পাঠ করিয়াছেন। ডিমক্ (২য় খণ্ড
১২৮ পৃঃ) । মিশ্রেরা শক শতপুষ্পার পর্যায়ে পাঠ করিয়াছেন। মিশ্রেরা মৌরীর নাম
শতপুষ্পার নহে।

Constituents.—Volatile oil 3 or 4 p. c., and fixed oil. The volatile
oil is composed of anethene, carvol and another hydrocarbon.
(R. N. Khory, Vol. II., p. 294).

"Carminative, stomachic, stimulant, and galactagogue, women use
it as a cordial drink after confinement to stop a tendency to vomiting
and hiccough and in indigestion and flatulent colic ; it is also given in
amenorrhœ. With methi the seeds are fried in butter and used to
check diarrhœa. (R. N. Khory, Vol. II., p. 294).

Actions and uses.—Dell-seed is much esteemed by the natives of
India, who use it as a condiment and medicine. An infusion of it is
given as a cordial drink to women after confinement. The leaves
moistened with oil are used as a stimulating poultice or suppurative.
(Dymock, Vol. II., p. 128).

নব্যমত—এতদেশীয়ের মধ্যে শলুকার বহু আদর—তাহারা ইহাকে চাটুনি এবং
ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করে। গর্ভাবস্থার স্ত্রীলোকেরা ছনরের বলপ্রদ বলিয়া শলুকার কাথ
পান করে। শলুকার পত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়া উক্ত প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হইয়া
থাকে। এই প্রলেপে অপক ফোটক পকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ডিমক, ২য় খণ্ড,
১২৮ পৃঃ) ।

শলুকা, বায়ুনাশক, পাচক, উষ্ণ এবং স্তম্ভবর্ধক। গর্ভাবস্থার বিঘনিষা এবং হিকা
নিবারণার্থ স্ত্রীলোকগণ ইহার কাথ পান করে। অকীর্ণ এবং উদরাগ্নানবৃদ্ধ শূল, বিলম্বিত
রক্ত: কিম্বা রক্তোষে রোগেও ইহার ব্যবহার প্রযুক্ত। (আর, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড,
২৯৪ পৃঃ) ।

शतावरीद्वय—शतावरीद्वयम् ।

शतावरी बहुपुत्रा, अभीरुः—Asparagus Racemosus. महा-
शतावरी सहस्रवीर्या—Asparagus Sarmentosus.

अन्वर्थसंज्ञाः—शतावर्याः—“शतमूला,” “जटामूला,” “सूक्ष्म-
पत्रा,” “जङ्घकण्टका,” “दुर्मरा” । महाशतावर्याः—“बहुपुत्रिका,”
“जङ्घकण्टा” ।

शतावरी हिमा तिक्ता रसे स्वादुः क्षयास्त्रजित् । वातपित्तहरा
वृष्या रसायनवरा स्मृता । सहस्रवीर्या मेध्या तु हृद्या वृष्या रसायनी ।
शीतवीर्या निहन्त्यशीघ्रहृषीनयनामयान् । तदङ्कुर स्त्रिदोषघ्नो लघुरर्शः-
क्षयापहः । धन्वन्तर्रीयनिघण्टुः ।

शतावर्यो हिमे वृष्ये मधुरे पित्तजित् परे । कफवातहरे तिक्ते महाश्रेष्ठे
रसायने । शतावरीद्वयं वृष्यं मधुरं पित्तजिद्विमम् । महती कफवातघ्नी
तिक्ता श्रेष्ठा रसायने । कफपित्तहरास्त्रिक्तास्तस्या एवाङ्कुराः स्मृताः ।
राजनिघण्टुः ।

शतावरी गुरुः शीता तिक्ता स्वाद्वी रसायनी । मेधाग्निपुष्टिदा स्निग्धा
मेत्रया गुह्यातिसारजित् । महाशतावरी मेध्या हृद्या वृष्या रसायनी ।
शीतवीर्या निहन्त्यशीघ्रहृषीनयनाऽऽमयान् । भावप्रकाशः ।

शतावरी वातपित्तमेहरत्नहरा घरा । राजवस्त्रभः ।

शतावर्या अङ्कुरस्तु तिक्तो वृष्यो लघुः स्मृतः । हृद्यस्त्रिदोषपित्तघ्नो
वातरत्नार्घसा हरः । अयसंप्रहृषीरोगनाशनस्त्रिक्ताको लघुः । निघण्टु-
रत्नाकरः ।

मूत्रमार्गात् रक्तस्रुतौ शतावरी—“शतावरीगोक्षुरकैः शृतं वा * ।
 रक्तं निहन्त्याशु विशेषतस्तु यन्मूत्रमार्गात् सरुजं प्रयाति । (चिः ४ अः) ।
 (२) रक्तातिसारे शतावरी—“पौत्वा शतावरीकल्कं पयसा क्षीरभुग्जयेत् ।
 रक्तातिसारं पौत्वा वा तथा सिद्धं घृतं नरः” । (चिः १० अः) ।
 (३) वातपित्तोल्बणे विसर्पे शतावरीकन्दः—“शतावर्या विदार्याश्च
 कन्दौ धीतघृताद्भुतौ * । * तैरिवास्त्रेपनं हितम्” । (चिः ११ अः) ।
 (४) अपस्मारे शतावरी—“प्रयुञ्ज्यात् * पयसा वा शतावरीम्” ।
 (चिः १६ अः) । चरकः ।

अदृश्येषु अर्शःसु शतावरी—“शतावरीमूलकल्कं वा क्षीरिच”
 (चिः ६ अः) । (२) कर्णतैलगते—शतावरी—“* तत्राशु कर्णव्यं
 प्रतिपूरणं । स्वरसो बहुपुत्रायाः सघृतः क्षौद्रसंयुतः । (कल्प—१ अः) ।
 (३) शकुनीप्रतिषेधार्थं शतावरी—“शतावरी * धारयेत् । (उः
 ३० अः) । (४) वातज्वरे शतावरी—“गुडूच्याः स्वरसोप्राशः शतावर्याश्च
 तत् समः । निहन्त्यात् सगुडः पीतः सद्योऽनिलकृतं त्वरम्” । (उः ३८
 अः) । (५) स्वरभेदे शतावरी—“शतावरीचूर्णयोगं * । पिबेत् *
 मूत्रेषु कफजे स्वरसंचये” । (उः ५३ अः) । सुश्रुतः ।

राल्याम्ब्ये शतावरीपत्राणि—“घृते सिद्धानि * पत्रवाणि च
 भक्षयेत् । तथातिमुक्त * अभौहजानि च” । (उः १३ अः) ।
 (२) रसायनार्थं महाशतावरी—“शतावरीकल्ककषायसिद्धम् । ये सर्पि
 रश्रन्ति सिताद्वितीयम् । तान् क्षौबिताध्वानमभिप्रपद्यान् । न विप्र-
 लुम्पन्ति विकारक्षीराः । (उः ३८ अः) । वाग्भटः ।

मूत्रकृच्छ्रे शतावरी—“पिबेच्छतावरी मूत्रं चूर्णितं शीतवारिचा”
 (चिः २८ अः) । हारीतः ।

বাতরক্তে শতাবরী—“শতাবরী কল্কগর্ভে রসে তস্যাষতুর্গুণে । দ্বোর-
তুষ্যং চৃতং পক্বং বাতশোথিতনাশনম্ । (বাতরক্ত—চি:) । (২) পিত্তশূলী
শতাবরী—“শতাবরীরসং স্কোদ্রয়ুতং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ । দাহশূলোপশান্ত্যর্থং
সর্ব্বপিত্তাঃ সময়াপহম্” (শূল—চি:) । চক্রদত্তঃ ।

রক্তপিত্তে শতাবরী—* “শতাবরী রক্তজিত্ সাধিতং পয়ঃ” ।
(রক্তপিত্ত—চি:) । ভাবপ্রকাশঃ ।

শতাবরীর ভাষানাম—বাঃ—শতমূলী । কোঃ—হাড়গাজী । হিঃ—সতাবর ।
মঃ—লঘুশতাবরী, আসবলী । গুঃ—শতাবরী, একলকণ্টো । কঃ—কিরিপআসড়ী ।
তৈঃ—এছমট্টীটেঙাচল্ল । ফাঃ—গুর্জরস্তি । অঃ—শকা কুলমিচী ।

ভেদ—শতাবরী, মহাশতাবরী ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—শতাবরীর—“শতমূলী”, “জটামূলী”, “হৃদ্রপত্রা”, “উর্ককণ্টকা”,
“হৃদ্রা” । মহাশতাবরীর—“বহুপত্রিকা”, “উর্ককণ্টা” ।

বর্ণন—শতাবরীর কাণ্ড ও শাখা ক্ষীণ । ইহা নদীতীরবর্তী আল্গা ও উর্কর মৃত্তিকায়
উত্তমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । ইহার পত্র অতি ছোট, শাখা কণ্টকিত । প্রান্তের প্রথম
বারিপাতে পুরাণ কাণ্ড হইতে নবীন শাখা নির্গত হইয়া পুষ্পে শোভিত হয়—পুষ্প অতি
ক্ষুদ্র, খেতবর্ণ এবং সুব্রতি । মহাশতাবরী সর্ব্বথা শতাবরীতুল্য কেবল ইহার ক্ষুদ্র দীর্ঘতর
মূল সংখ্যার অধিক এবং স্থূল ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, অঙ্গুর ।

মাত্রা—মূলবরস ১—২ তোলা ।

বৈদ্যকে শতমূলীর ব্যবহার ।

চরক—মূত্রমার্গ হইতে রক্তস্রাবে শতমূলী—কাঁচা শতমূলী ১ তোলা, গোকুর
১ তোলা, জল বেড় পোরা, গব্যছত্র আধ পোরা, কীরপরিভাষাসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া
পান করিলে, প্রস্রাবকার হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় । (চিঃ ৪ অঃ) ।
(২) রক্তাতিসারে শতাবরী—রক্তাতিসারী, শতাবরী উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক গব্যছত্রের
সহিত সেবনপূর্ব্বক হৃদ্রমাজ ভোজন করিবে কিংবা শতাবরী কড়সাবিত ঘৃত বধাযাত্রার
পান করিবে । (চিঃ ১০ অঃ) । বাতপিত্তোদ্বগণবিসর্পে শতাবরীকক—শতমূলী ঘৃতে
শতাবরীকক পেষণপূর্ব্বক তদ্বারা কিসর্ণাকান্ত অঙ্গ সেপন করিবে । (চিঃ ১১ অঃ) ।

(৪) অপস্মারে শতাবরী—ছন্ধের সহিত পিষ্ট শতাবরী সেবন, অপস্মারে হিতকর। (চি: ১৫ অ:) ।

সুশ্রুত—অদৃগ্‌অর্শে শতাবরী—ছন্ধের সহিত শতাবরী পেষণপূর্বক পান করিলে অদৃগ্‌ অর্শ প্রশমিত হয়। (চি: ৬ অ:) । (২) কর্ণতৈলগতে শতাবরী—তৈল কর্ণগত হইলে কর্ণে ক্ষীতি, বেদনা, শ্রবণশক্তির বৈশুণ্য এবং কর্ণস্রাব ঘটয়া থাকে। ইহার প্রতীকারার্থে সত্বর ঘৃতমধুযুক্ত শতাবরীর রসে কর্ণ প্রতিপূরণ করিবে। (কল্প: ১ অ:) । (৩) শকুনীপ্রতিষেধার্থে শতাবরী—শকুনীগ্রহাক্রান্ত শিশুকে শতাবরীমূল ধারণ করাইবে। (উ: ৩০ অ:) । (৪) বাতজ্বরে শতাবরী—গুড়ুলী ও শতমূলীর রস সমভাগে লইয়া পুরাণগুড়যোগে সেবন করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হয়। (উ: ৩৯ অ:) । (৫) স্মরণভেদে শতাবরী—কফজন্য স্বরভঙ্গ হইলে গোমূত্রের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিবে। (উ: ৫৩ অ:) ।

বাগ্‌ভটি—রাত্র্যাক্ষে শতাবরী—শতমূলীর পত্র গব্যঘৃতে ভাজিয়া, রাতকর্ণা-রোগী ভোজন করিবে। (উ: ১৩ অ:) । (২) রসায়নার্থে মহাশতাবরী—মহাশতাবরীর কক ও কাথযোগে ঘৃত পাক করিয়া মাত্রানুসারে পান করিলে, বিকারচৌর জীবিতাপহারণ করিতে পারে না। (উ: ৩৯ অ:) ।

হারীত—মূত্রকৃচ্ছে শতমূলী—শীতল জলের সহিত শতমূলীচূর্ণ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ প্রশমিত হয়। (চি: ২৯ অ:) ।

চক্রদত্ত—বাতরক্তে শতমূলী—ঘৃতে চতুর্থাংশ শতমূলীকক, সমভাগ গব্যঘৃৎ এবং চতুর্গুণ শতমূলীর রসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। (২) পিত্তশূলে শতমূলী—প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমূলীর রস পান করিলে পিত্তশূল দাহ এবং সর্ষপিত্তবিকার প্রশমিত হয়। (শূল—চি:) ।

ভাবপ্রকাশ—রক্তপিত্তে শতাবরী—শতমূলী ২ তোলা, জল দেড় পোয়া, গব্যঘৃৎ আধ পোয়া, কীর পরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়।

বক্তব্য—চরক, বরঃস্থাপনবর্গে “অতিরসা” পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত, বাতসংশমন বর্গে (স্ব: ৩৯ অ:) শতাবরী পাঠ করিয়াছেন। বিবিধ তৈলঘৃতে শতমূলীর তুলি ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

Constituents.—Contains large amount of saccharine matter and mucilage.

Actions and uses.—Nutritive, tonic, demulcent and galactagogue, given in biliousness, rheumatism, dyspepsia and diarrhoea, in combina-

tion with other diuretics it is given in scanty urine ; as a tonic it is used in seminal debility and pulmonary complaints. (R. N. Khory, Vol. II, p. 613.)

नवामृत—शतमूली, पुष्टिकर, बला, शीत एवं सुशुक्रवर्द्धक । ईहा पित्तविकार, वात, ग्रहणी ও উদরাময়ে প্রযুক্ত হয় । শতমূলী, অগ্ন্যান্ন মূত্রবর্দ্ধক ভেষজের সহিত মূত্রাশ্রিতায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বলকারকরূপে ইহা শুক্রকয়জ দৌৰ্বল্যে এবং ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয় । (ফোরি, ২য় খঃ, ৬১৩ পৃঃ) ।

শরপুষ্पात्रय—शरपुष्पात्रयम् ।

रक्तशरपुष्पा—Tephrosia Purpuria or Galega Purpurea, T. Lancifolia. सितशरपुष्पा—Galega Incana, G. Villosa. कण्टपुष्पा—Galega Spinosa.

भेदाः—(१) रक्तशरपुष्पा, (२) सितशरपुष्पा, (३) कण्टपुष्पा च ।
पूर्वाचार्यकृतवर्णनम्—“नीलवृक्षाकृतिश्च सः” ।

अन्वर्थसंज्ञा—रक्तायाः—“ग्रीहशत्रुः” ।

शरपुष्पाः कटूष्णाश्च कृमिवातरुजापहाः । प्रवेतात्वासु गुणाष्वा-
स्यात् प्रशस्ता च रसायने ॥ कण्टपुष्पा कटूष्णा च कृमिशूलविनाशनी ।
राजनिघण्टुः ।

शरपुष्पो यक्षत्ग्रीहगुल्मत्रयविषापहः । तिक्तः कषायः कासास्त्रयास-
ज्वरहरो लघुः । भावप्रकाशः ।

अलर्कविधि शरपुष्पा—“मूलस्य शरपुष्पायाः कर्षं धुस्तूरकार्दिकम् ।
तच्छुद्धोदकमादाय पेषयेत्तच्छुद्धैः सह । उष्णतकस्य पत्रेषु संवेष्ट्याऽऽपू-
ष्णं पचेत् । सादेदोषधकाले तदलर्कविषदूषितः” । (कल्पः—६ अः) ।
सुश्रुतः ।—“धुस्तूरकार्दिकमिति धुस्तूरकवटायाः कर्षादि देयं । उष्णत-

কস্য পত্রৈসু বৃথাদি ধুসুরকস্য সসপত্রাষি শাষ্ণাষি তন্মান্তরদর্শনাৎ”
—উল্লেখঃ ।

শ্লীলি শরপুষ্কা—“শ্লীহজিচ্ছরপুষ্কায়াঃ কল্ককস্তক্লেষ সেবিতঃ” ।
(শ্লীহ—চি:) । (২) ব্রণে শরপুষ্কা—“মধুযুক্তা শরপুষ্কা সর্জ্বব্রণরোপণী
কথিতা” (ব্রণশোধ—চি:) । চক্রদন্ত: ।

গুল্মে শরপুষ্কালবণম্—“শরপুষ্কস্য লবণং পথ্যচূর্ণং সমং দ্বয়ম্ ।
শাখ্যপ্রমাণমশ্রীয়াচূর্ণং গুল্মগদাপহম্” । (গুল্ম—চি:) । ভাবপ্রকাশঃ ।

অপচীবিষক্রমিষু শরপুষ্কা—শরপুষ্কোন্নবং মূলং পিষ্টং তক্ষুলা-
বারিষা । নস্যাক্লেপাশ্চ দুষ্টাকরপচীবিষজন্তুজিত্” । (উ: ২০ অ:) ।
(২) আত্মবিষে শরপুষ্কাবীজম্—“তক্লেষ শরপুষ্কায়াঃ বীজং সস্বূর্ণ্যং বা
পিবিত্” । (উ: ২৮ অ:) । বাগ্ভট: ।

শরপুষ্কারিয়ার ভাষানাম—বা:—বননীল, শরপুষ্কা । হি:—সরফোকা । ম:—
উন্হাটি । ক:—এরডুকোগ্গী । তৈ:—প্রাম্পোরাকেট্টু । তা:—কোম্বুকবকেলপি ।
ইং—পার্পেল গোটস্ রিউ ।

শরপুষ্কারিয়ার ভেদ—রাজনিঘণ্টুমতে শরপুষ্কা ত্রিবিধ—বেতশরপুষ্কা, রক্তশরপুষ্কা
ও কণ্টপুষ্কা । ভাবমিশ্র কেবল শরপুষ্কারিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং পরিচয়ার্থ লিখিয়া-
ছেন—“নৌলুব্ধাকৃতিশ্চ মঃ” সূত্ররাং ভাবমিশ্রের শরপুষ্কা রক্তশরপুষ্কা ব'লিয়া প্রতীতি
হইতেছে ।

বর্ণন—Tephrosia Purpuria ও T. Lancifoliaকে রক্তশরপুষ্কা, Galega
Incana এবং G. Villosaকে বেতশরপুষ্কা এবং G. Spinosাকে কণ্টপুষ্কা বলা
যাইতে পারে । রক্তশরপুষ্কারিয়ার সূত্র হস্তাধিক উচ্চ হয় । ইহা বহুশাখ । বেত-
শরপুষ্কাগেফকা ইহার পত্র বৃহত্তর । এই প্রকার রক্তশরপুষ্কারিয়ার মধ্যে আবার একের
(T. Lancifolia) পত্র অস্ত্রাগেফকা (T. Purpuria) বৃহত্তর । এক কাণ দীর্ঘবৃন্তে ৫—৯
ঝোড়া পাতা থাকে । T Lancifoliaর সর্বাঙ্গে একটা বেজোড় পাতা থাকে ।
Purpuriaর পত্রের উত্তর পৃষ্ঠই মন্থন কিংবা Lancifoliaর পত্রের অধঃপৃষ্ঠ কিংবা গোমলী ।
এখমোকের ত'টা সরল, বীজসংখ্যা ৬—৭, বিতীরের ত'টা বক্র, বীজবরের মধ্যভাগ

সঙ্কুচিত, বীজসংখ্যা—৩—৫টি। উভয়েরই শুঁটীতে রোম নাই। প্রথমটির পুষ্প বেগুনে রঙের, দ্বিতীয়টির পুষ্প উজ্জল গাঢ়বেগুনে রঙের। খেঁতশরপুঙ্খাত্র বিশেষত্ব এই—ইহার কাণ্ড নাই—ভুলুঠিত প্রতানমালা ক্ষিতি আবৃত করিয়া থাকে। প্রতানের কোমলাংশ, উচ্চ, শুভ্র রোমব্যাগুহেতু শুভ্র দেখায়। Incanaর পুষ্পদণ্ডে ৩টি এবং Villosaর ২টি পুষ্প থাকে। প্রথমটির শুঁটী বক্র, অধিক রোমান্বিত, বীজসংখ্যা ৬—৮টি। দ্বিতীয়টির শুঁটী অল্প রোমান্বিত, বীজ সংখ্যা ৫—৬টি। কণ্টপুঙ্খাত্র পত্র ক্ষুদ্রতম, প্রায় ৯ জোড়া, শুঁটী রোমান্বিত নহে—অর্ধচক্রাকৃতি, বীজসংখ্যা প্রায় ৬টি।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, মূল, বীজ। মাত্রা—পত্র স্বরস ৩—১ তোলা। আর্দ্র মূল, শুষ্ক ও বীজকক ৩—২ আনা। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে, বিষদোষ, প্লীহা, শুন্ধ্য ও ত্রণরোগে, রক্ত শরপুঙ্খাত্র, রসায়নার্থ খেঁত শরপুঙ্খাত্র এবং শূলরোগে কণ্টপুঙ্খাত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈদ্যকে শরপুঙ্খাত্র ব্যবহার।

সুশ্রুত—উন্নত কুকুরবিষে রক্তশরপুঙ্খাত্র—রক্তশরপুঙ্খাত্র মূল ২ তোলা, ধুতুরার মূল ১ তোলা, তণ্ডুল ২৪ তোলা চেলোনীর সহিত পিষিয়া ৭টি ধুতুরার পাতার দ্বারা বেটন পূর্বক অঙ্গারের তাপে পিঠা প্রস্তুত করিবে। উন্নতকুকুর কর্তৃক দষ্টব্যক্তিকে এই পিঠা সেবন করাইবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দষ্টব্যক্তির অশ্রান্ত বিকার জন্মিবে। ইহার প্রতিকারার্থ রোগীকে বারিবিবর্জিত শীতল গৃহে বাস করাইবে। অতঃপর বিকার শান্ত হইলে পরদিন রোগীকে স্নান করাইয়া শালি বা ষষ্টিক ধাতুর অল্প উষ্ণ গব্যাহুয়ের সহিত ভোজন করাইবে। অতঃপর তিন কিংবা পাঁচ দিন পরে উপরি উক্ত পিঠা অর্ধ মাত্রায় পুনঃ সেবন করাইবে। ইহাতে উন্নত কুকুর দংশন জন্ম বিষ নষ্ট হইবে। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। শরপুঙ্খাত্র অধুনা অর্ধমাত্রায় লইতে হইবে। (কল্প—৬ অঃ)।

চক্রদত্ত—প্লীহায় শরপুঙ্খাত্র—রক্ত শরপুঙ্খাত্র মূলশুক্ণে ঘোলের সহিত পেষণপূর্বক পান করিলে প্লীহাবিরুদ্ধি জর করা যায়। (প্লীহ—চিঃ)। (২) ত্রণে শরপুঙ্খাত্র—শরপুঙ্খাত্র মূলশুক্ণে চূর্ণ করিয়া মধুসহ মিশ্রিত করিবে। এতদ্বারা কত লেপন করিলে কত পুরিয়া উঠে। (ত্রণ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—শুল্ক্রে রক্তশরপুঙ্খাত্রলবণ—সম্বলপত্রশাখ রক্ত শরপুঙ্খাত্র কুণ্ড উত্তোলন পূর্বক খণ্ড খণ্ড ও রৌদ্রওক করিবে। এইগুলি একটা নূতন হাঁড়িতে রাখিয়া সরা দিয়া মূখ আঁচিয়া দিবে—জাল দিতে হইবে। ইহাতে শরপুঙ্খাত্র শুষ্ক হইবে। হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে খুলিবে। এই অস্তধূমে তন্ন শরপুঙ্খাত্র চূর্ণ করিয়া চূর্ণের ৬ ভাগ জলের সহিত তাহা

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, এই জল মোটা কাপড়ে বাধিয়া কুলাইয়া রাখিবে। ইহা হইতে যে জল পতিত হইবে তাহা প্রস্তুতপাত্রে গ্রহণ করিবে। এই জল স্থির হইলে ইহার নিম্নে যে বস্তু সঞ্চিত হইবে, উপরের জল আন্তে আন্তে ফেলিয়া দিয়া তাহা লইবে। ইহাই শরপুখালবণ। এই লবণ যত, হরীতকীচূর্ণ তত লইয়া একত্র মিশাইবে। ১—২ আনা মাত্রের অবস্থা বুঝিয়া গুণ্যরোগীকে দিবসে ২ বার সেবন করাইবে।

বাগ্ভট—অপচৌবিষকৃমিতে রক্তশরপুখা—রক্তশরপুখার মূল চেলোনীতে পেষণ পূর্বক নম্র লইলে বা প্রলেপ দিলে অপচৌবিষ ও কৃমি জয় করা যায়। (উঃ ৩০ অঃ)।
(২) ইন্দুরের বিষে শরপুখাবীজ—রক্তশরপুখার বীজ চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত সেব্য। ইহা সর্বপ্রকার ইন্দুরবিষ প্রশমক। (উঃ ৫৮ অঃ)।

বক্তব্য—চরক শরপুখার উল্লেখ নাই। ধমস্তরীয় নিঘণ্টুতেও শরপুখার গুণ বর্ণিত হয় নাই। সূত্রতসংহিতায় উন্নত কুকুরবিষ চিকিৎসায় শরপুখা ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সূত্রতপরবর্তী বাগ্ভট, বৃন্দ, চক্রপাণি বা ভাবমিশ্র কেহই শরপুখা চিকিৎসায় শরপুখা ব্যবহার করেন নাই। রাজনিঘণ্টুতেও শরপুখার বিষয়ী শক্তির উল্লেখ নাই।

Constituents.—The extract contains chlorophyll, brown resin, a trace of wax, a cystalline principle, allied to quercitrin, gum, a trace of albumen and coloring matter, ash 6 p. c., containing a trace of manganese.

Actions and uses.—Alterative tonic and diuretic; used in cough, derangements of liver, spleen and kidneys. As a diuretic it is given with black pepper in gonorrhœa, in bleeding piles it is administered with *Canabis Indica* leaves. An infusion of it is given in fevers. The juice of the leaves is used over swollen hands and feet and also over swelling and puffiness of the face. Decoction is given in dyspepsia and tympanitis. (R. N. Khory, Vol. II, p. 232.)

নব্যমত—শরপুখা, রসায়ন, বলা ও মূত্রকারক। ইহা কাস, বহুং, গ্ৰীহা এবং বৃক্কযন্ত্রের (kidneys) পীড়ার ব্যবহৃত হয়। “গণোরিয়া” রোগে মূত্রকারকরূপে ইহা গোল-মরিচের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তস্রাবী অর্শে ইহা সিদ্ধির সহিত প্রযুক্ত হয়। ইহার শীতকষায় (infusion) অনরোগেও সেব্য। হস্ত, পদ ও মুখমণ্ডলের শোথে শরপুখার পাতার রস হিতকারী। শরপুখার কাষ, গ্রহণী ও উদাবর্ত রোগেও প্রশস্ত। (আর, এন, কোরি, ২ খঃ, ২৩২ পৃঃ)।

শাখোট—শাখোট:

শাখোট: কৌশিক্য:—Ficus Asperima.

অন্বর্থসংজ্ঞা:—“কর্কশচ্ছদ:,” “পীতফল:,” “কীরনাশ:” ।

কৌশিক্যোঃজকীরনাশসূক্ত: । তিক্তোণ্যোঃযং পিত্তক্লহাতহারী । রাজ-
নিঘণ্টু: ।

শাখোটো রক্তপিত্তাশোঁবাতশ্লেষ্মাতিসারজিত্ । ভাবপ্রকাশ: ।

অপচ্যাং শাখোটক:—“শাখোটকস্য স্বরসেন সিদ্ধং । তৈলং হিতং নস্য-
বিরচনেষু । সুশ্রুত:—(চি: ১৮ অ:) ।

জর্ডুগে রক্তপিত্তে শাখোটক:—“ভদ্র: শাখোটকত্বগ্রসবিন্দুদ্বিতয়যুতো
হৃৎকিগুণ: । ভূনিম্বকল্ক জর্ডুগপিত্তাস্রকাসশ্বাসঘ্ন:” । (রক্তপিত্ত
—চি:) । (২) বাতশোঁথে শাখোটক:—কল্ক: কাশ্চিকসংপিষ্ট: স্কিগ্ধ:
শাখোটকত্বচ: । সুপর্ণ ইব নাগানাং বাতশোঁথবিনাশন: । (ব্রণশোঁথ—
চি:) । চক্রদত্ত: ।

শ্লীপদে শাখোটক:—“শাখোটকল্কমিশ্রং তৌয়ং গৌমূত্রসংযুতং পৌত্বা ।
হন্যাৎ শ্লীপদমুখম্—” (শ্লীপদ—চি:) । বঙ্কসেন: ।

শাখোটকের ভাষানাম—বা:—শেওড়া । হি:—মহোড়া । ম:—মহোড়া ।
ক:—মহোড়া । ক:—আখোড়মরগু । তৈ:—ভারিণিকচেট্টু ।

শাখোটকের অন্বর্থসংজ্ঞা—“কর্কশচ্ছদ:,” “পীতফলা,” “কীরনাশ,”—ইহার
পক্ষ ভোজন করিলে হাগীর চক্ষু হ্রাস পায় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ডক, মূল এবং পত্রবরস । মাত্রা—মূল ও কাণ্ডক,
১—৪ আনা । বরস—১—২ তোলা ।

বৈদ্যকে শাখোটকের ব্যবহার ।

সুশ্রুত—ছষ্ট অপচীরোগে শেওড়া—পাতার বা মূলের রসের সহিত পক তিল তৈলের নস্ত ও বিরেচনার্থ প্রয়োগ হিতকর । মতান্তরে শাখোটক কক ও যোজা । (চি: ১৮ অ:) ।

চক্রদত্ত—উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে শাখোটক—তরুণ শাখোটকের ছালের রস ২ ফোঁটা, গব্যঘৃত ৪ ফোঁটা চিরতাচূর্ণসহ সেবন করিলে উর্দ্ধগরক্তপিত্ত ন্যাসকাম বিনষ্ট হয় । (রক্তপিত্ত চি:) । (২) বাতশোথে শাখোটক—তরুণ শাখোটকের ছাল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক পান করিলে বাতশোথ বিলীনতা প্রাপ্ত হয় (ত্রণশোথ—চি:) ।

বঙ্গসেন—শ্লীপদে শাখোটক—শাখোটকের ছাল জলের সহিত পেষণ পূর্বক গোমূত্রযোগে পান করিলে উগ্র শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায় (শ্লীপদ—চি:) ।

Constituents.—A crystalline principle, soluble in alcohol an inorganic acid, white calcareous matter and ash 18 p. c. (R. N. Khory Vol. II., p. 556.)

Actions and uses.—Alterative ; used in glandular enlargement of the liver and spleen. The juice is applied to cracks and fissures on the palms of hands and soles of feet. The leaves are used to polish the ivory. The bark which is mildly acrid, is used as a tooth brush to remove the tartar or to cleanse the teeth. (R. N. Khory, Vol. II., p. 556).

নব্যমত—শাখোট, রসায়ন । ইহা শ্লীপা ও যকৃতের বিবৃদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহার রস হস্ত ও পদতলের বিদারণে (ফাটায়) হিতকর । শেওড়াপাতা হস্তমস্ত পালিশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় । দন্তগতমল (tartar) অপসারণার্থ কিংবা দন্তপরিষ্করণার্থ ইহার ত্বক্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । (আর, এন্, ফোরি, ২য়: খ: ৫৫৬ পৃ: ।)

শাল্মলী—মাল্ললী (লি:) ।

রক্তমাল্ললী, মৌচা—Bombox Malabaricum, Bombox Heptaphylla. স্নেহমাল্ললী—B. Pentandrum. কুটমাল্ললী—B. Gosypinum.

অন্বয়ী সংস্কার—“দীর্ঘদ্রুমঃ,” “শিরসী,” “কণ্ঠকদ্রুমঃ,” “নুল-
দ্রুমঃ,” “রক্তপুষ্পা,” “স্বপ্নফলঃ” ।

शास्त्रज्ञान शीतला स्निग्धा शुक्रश्लेष्मविवर्धनी । तद्रसस्तद्गुणी ग्राही
 लघु मोचरसः स्मृतः । शास्त्रज्ञान पिच्छला वृष्या वल्यो मधुरसा तथा ।
 कषायस्तद्रसो ग्राही पुष्पं तद्वत्तथा फलम् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

शास्त्रज्ञानः पिच्छलो वृष्यो वल्यो मधुरशीतलः । कषायश्च लघुः स्निग्धः
 शुक्रश्लेष्मविवर्धनः । तद्रसस्तद्गुणी ग्राही कषायः कफनाशनः । पुष्पं
 तद्वत् निर्दिष्टं फलं तस्य तथाविधम् । मोचरसस्तु कषायः कफवातहरो
 रसायनो योगात् । बलपुष्टिवर्णवीर्यप्रज्ञायुर्देहसिद्धिदो ग्राही । राज-
 निघण्टुः ।

शास्त्रज्ञान शीतला स्वाही रसे पाके रसायनी । श्लेष्मला पित्तवातास्र-
 हारिणी रक्तपित्तजित् । मोचास्त्रावो हिमो ग्राही स्निग्धो वृष्यः कषायकः
 प्रवाहिकातिसारामकफपित्तास्रदाहनुत् । शास्त्रज्ञानपुष्पशाकन्तु घृत-
 सैन्धवसाधितम् । प्रदरं नाशयत्येव दुःसाध्यञ्च न संशयः । भावप्रकाशः ।

ब्रह्मनिर्वृत्तपणो शास्त्रज्ञानोत्वक्—“शास्त्रज्ञानोत्वक् वलामूलं * आले-
 पनं निर्वृत्तपणम्” । (चिः १३ अः) । चरकः ।

पक्वातिसारे शास्त्रज्ञानोवृन्तम्—“कृतं शास्त्रज्ञानोवृन्तेषु कषायं हिम-
 संश्रकम् । निशापर्युषितं पेयं सक्षौद्रं मधुकान्वितम् । विवहवात-
 विट्शूलपरीतः सप्रवाहिकः । सरक्तपित्तञ्च पयः पिवेत् तृष्णासमन्वितः” ।
 (उः ४० अः) । सुश्रुतः ।

शुक्रवृद्धार्थं शास्त्रज्ञानमूलम्—“शुक्रवृद्धये * विदारौकन्दशास्त्रज्ञान
 * गन्धकं मधुरादि च” । (चिः १० अः) । हारीतः ।

रक्तपित्ते शास्त्रज्ञानपुष्पम्—“* शास्त्रज्ञानः । पुष्पचूर्णन्तु मधुना क्षीर-
 चारोप्यमन्त्रते” । (रक्तपित्त—चिः) । (२) अग्निदग्धे व्रसे शास्त्रज्ञान-

তুল্যকাম্—পিষ্টা শাল্মলীতুল্যকৈর্জলগতা সেপাততয়া বাসুকা । (ব্রহ্মসিদ্ধি—
চি:) । (১) ব্যঞ্জে শাল্মলীকণ্টকম্—“কেবলান্ পয়সা পিষ্টা তীক্ষ্ণান্
শাল্মলীকণ্টকান্ । খালিপিং ত্যুহমেতেন ভবেৎ পশ্যোপমং মুখম্” । (সুহ্র-
রোগ—চি:) । চক্রদত্ত: ।

প্রদরে শাল্মলীপুষ্পম্—“শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু চৃতসৈন্দবসাধিতম্ ।
প্রদরং নাশয়ত্যেব দু:সাধ্যঞ্চ ন সংশয়:” । (২) শ্লীঙ্কি শাল্মলীপুষ্পং সুস্থি-
শাল্মলীপুষ্পং নিশাপয়ুঁষিতং নর: । রাজিকাঘূর্ণসংযুক্তং খাদেৎ শ্লীঙ্কোপ-
শান্তয়ে” । (শ্লীঙ্ক—চি:) । ভাবপ্রকাশ: ।

শাল্মলীর ভাষানাম—বা:—শিমুল গাছ । হি:—সেমল । ম:—সাধরী । শু:—
শেমলো । ক:—যবল বদমর । তৈ:—রুগচেট্টু । উ:—বোন্রী । তা—পুলা । ইং—
রেড্ সিক কটন ট্রী ।

শাল্মলীর অর্থ সংজ্ঞা—“দীর্ঘক্রম”, “চিরজীবী” “কণ্টকক্রম” “তুল্যবৃক্ষ”
“রক্তপুষ্পা” “ফুলফল” ।

শাল্মলীর ভেদ—শাল্মলী তিন প্রকার—রক্তশাল্মলী, শ্বেতশাল্মলী ও কূটশাল্মলী ।

বর্ণন—রক্তপুষ্প শাল্মলী বৃক্ষে প্রচুর জন্মে, এই সুদীর্ঘ তরু শীতকালে পত্র বিবর্জিত
এবং বসন্তের প্রারম্ভে পুষ্পিত হইয়া থাকে । পত্রশূন্য শাখায় বহু রক্তবর্ণ পুষ্প প্রস্ফুটিত
হইলে, এই বৃক্ষ দর্শনীয় শোভা ধারণ করে । ইহার পুষ্পে এক প্রকার গাছ তরল
পদার্থ সঞ্চিত হয় । পক্ষিগণ ইহা পান করিবার জন্য সমাগত হইয়া পুষ্পিত শাল্মলী তরুকে
মুখরিত করে । পল্লীগ্রামের লোকে শুক শিমুল ফুল পোড়াইয়া ফার প্রস্তুত করে এবং
এতদ্বারা মলিনবস্ত্র পরিষ্কৃত করিয়া থাকে । গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পক শিমুলফল গরং বিদীর্ণ
হইয়া তুল উদগীরণ করে । শ্বেত শাল্মলী বৃক্ষ ফুলতার রক্তশাল্মলী বৃক্ষের তুল্য ।
কেবল ইহার কাণ্ডে, শাখায়, কোমলাবহারে গুল কণ্টক থাকে, পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং
অধোমুখে িত । ইহার বৃক্ষের অগ্রভাগ জাহাজের মাস্তুলের মত ক্রমশঃ সর ।
কূটশাল্মলীর বৃক্ষ কূটে অর্ধাৎ পর্কতশূদ্রে জন্মে । দক্ষিণাত্যের সমুদ্রতীরবর্তী পর্কত-
মালায় প্রচুর দৃষ্ট হয় । কাণ্ড ও শাখা কণ্টকবর্জিত, পুষ্প বৃহত্তম ও উজ্জল পীতবর্ণ ।
ত্রিবিধ শাল্মলীর কলেই তুলা থাকে । শিমুলের তুলার বাণিশ হয় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—তরুণ বৃক্ষের মূল, পুষ্পদল, পুষ্পবৃন্ত ও বৃক্ষস—মোচরণ ও

তুলা । মাত্রা—মূলম্বরস ১-২ তোলা ; পুষ্পদলকক ১-২ তোলা ; পুষ্পবৃন্ত ৪—১৬ আনা ; মোচরস—১.৪ আনা । শাল্মলী পুষ্পের সবুজবর্ণ বাটির মত প্রত্যঙ্গকে (Calyx) শাল্মলী বৃন্ত বলা হইয়াছে । বিশেষউল্লেখ না থাকিলে, শাল্মলী শব্দে রক্তশাল্মলী বুঝিতে হইবে ।

বৈদ্যকে শাল্মলীর ব্যবহার ।

চরক—ব্রণনির্বাপণে শাল্মলীত্বক—শিমূল ছালের প্রলেপ দিলে ব্রণের দাহ নিবৃত্তি পায় । (চিঃ ১৩ অঃ) ।

সুশ্রুত—পক্কাতিসারে শাল্মলীবৃন্ত—যে প্রবাহিকা রোগী বিবন্ধবাতবিট, শূল, ও ভৃষ্ণা সমন্বিত তাহাকে শাল্মলীবৃন্তের শীতকষায় পান করাইবে । (উঃ ৪০ অঃ) ।

হারীত—তরুণশাল্মলী বৃক্ষের মূল, শুক্রবৃদ্ধিকর বস্তুর অন্ততম । (চিঃ ১০ অঃ) ।

চক্রদত্ত ।—রক্তপিত্তে শাল্মলীপুষ্প—রক্তপিত্তী শিমূলফুল চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে । (রক্তপিত্ত—চিঃ) । (২) অগ্নিদগ্ধব্রণে শিমূলতুল—জলনিম্নগত বালুকা ও শিমূল তুল একত্র পেষণপূর্বক অগ্নিদগ্ধব্রণে লেপ দিবে । (ব্রণশোধ—চিঃ) । (৩) ব্যঞ্জে শাল্মলী-কণ্টক—কেবল গব্যছন্ধের সহিত পিষ্ট শাল্মলীকণ্টক মুখে তিন দিন লেপন করিলে মুখের ব্যঙ্গ (মেছেতা) নিবৃত্তি পাইয়া মুখ পদ্মোপম হয় । (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ প্রদরে—শাল্মলীপুষ্প—শিমূল ফুল গব্য ঘৃত ও সৈন্ধব সহ ভাজিয়া সেবন করিলে হ্রঃসাধা প্রদরও প্রশমিত হয় । (২) প্লীহায় শাল্মলী পুষ্প—পূর্বদিন রাত্ৰিতে শিমূলফুল ঝলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া রাখিবে । পরদিন প্রাতে কিঞ্চিৎ সর্ষপ সহ ভোজন করিলে প্লীহাবিবৃদ্ধি বিনাশ পায় । (প্লীহ—চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, শোণিতাস্থাপন ও বেদনাস্থাপনবর্গে মোচরস পাঠ করিয়াছেন । সুশ্রুতে প্রিয়ঙ্গুদিবর্গে মোচরস পঠিত হইয়াছে । কোন কোন নিষণ্টুকারের মতে পুং-পুষ্প মোচরসের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে । রোহিতকের পর্যায়ের কূটশাল্মলী পঠিত হইতে দেখিয়া, কেহ কেহ কূটশাল্মলীর অর্থ রক্তরোহিতক এবং কেহ বা কাশমল্লা (জিওল) অর্থ করিয়াছেন । উভয়ই ভ্রান্ত । ভাবমিশ্র কূটশাল্মলী ও রোহিতক পৃথক পাঠ করিয়াছেন ।

Constituents.—The seeds yield 25 p. c. of a sweet mondrying oil, of a light yellowish brown colour which contains crystalline insoluble fatty acids 92.8 p. c. The cake of the seeds contain nitrogenous

compounds, fat, extractive matter, wooly fibre and ash. (R. N. Khory, Vol. II., p. 103.)

Actions and uses.—The root is astringent, alterative, demulcent, and restorative, used in diarrhœa dysentery and menorrhœgia ; also in high coloured urine with copious deposit. As an alterative and restorative the native use a path (confection in tuberculosis of the lungs and other wasting diseases. The gum is used as an astringent and demulcent for the same purposes but more especially in dysentery menorrhœgia and in diarrhœa of children. Native women use it largely after delivery to stop menses during lactation. It is a chief ingredient in various restorative expectorant and aphrodisiac confections. Found to be a valuable substitute for gum kino, red gum &c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 103.)

নব্যমত—শিমুলের কচি মূল সঙ্কোচক, রণায়ন, স্নিগ্ধ ও ধাতুসাম্যকর ইহা, অতিসার রক্তাতিসার ও অতিরিক্ত রক্তঃস্রাবে ব্যবহৃত হয়। মূত্র যখন অতিরঞ্জিত হয় এবং ধরিলে তলানি পড়িতে দেখা যায় তখন শিমুলের মূল হিতকর। এতদেশীয় লোকে উরঃকৃতে (tuberculosis of the lungs) এবং অণ্ডাণ্ড ক্রয়রোগে ছোট শিমুল গাছের মূলের, ধণ্ড মোদকাদি, ঘৃতচিনি যোগে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। সঙ্কোচক ও নীতবীৰ্য্য বলিয়া মোচরস ও এতদর্থে এবং বিশেষতঃ রক্তাতিসার, অতিরক্তঃস্রাব এবং শিশুর উদরাময়ে, ব্যবহৃত হয়। স্তন্যদানকালে (during lactation) ঋতু বন্ধ রাখিবার জন্ত এতদেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসবের পর প্রায়শঃ মোচরস সেবন করে। মোচরস বিবিধ ধাতুসাম্যকর, কফনিঃসারক এবং বাজীকরণ মোদকের প্রধান উপকরণ স্বরূপ প্রযুক্ত হয়। মোচরস—“গম্কাইনো” “রেড্‌গম্” প্রভৃতির উত্তম প্রতিনিধি। (আম্, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ১০৩ পৃঃ)।

শিংশপা—শিংশপা ।

শিংশপা (কপিতা) Dalbergia Sissoo.

ভেদাঃ—শ্যামা শিংশপা—D. Latifolia. কপিতা শিংশপা, স্নেহা শিংশপা ।

কটুৰ্ষং কষু দৌষলং বহ্নিরোগবিনায়নং । শিংশপায়ুগলং বর্ষং হিলায়ীফী
বিসর্জয়েৎ । পিত্তদাহপ্রশমনং বর্ষং হৃদিকরং পরম্ । ধন্বন্যরীষনিঘণ্টুঃ ।

श्यामादिशिंशपा तिक्ता कटूणा कफघातनुत् । नष्टाजीर्णहरा दीघ्या
शोफातिसारहारिणी । कपिला शिंशपा तिक्ता शीतवीर्या अमापहा ।
वातपित्तज्वरघ्नी च चूर्द्धिहिक्काविनाशनी । शिंशपात्रितयं वष्यं हिमशोफ-
विसर्पजित् । पित्तदाहप्रशमनं वष्यं रुचिकरं परम् । राजनिघण्टुः ।

शिंशपा कटुका तिक्ता कषाया दोषहारिणी । उष्णवीर्या हरिन्नेदः-
कुष्ठश्चित्तवमिक्रिमौन् । वस्तिरुग्त्रणदाहास्रवलासान् गर्भपातिनी ।
भावप्रकाशः ।

वसामेहे शिंशपामूलत्वक्—“वसामेहिनं शिंशपाकषायम्” (चिः
११ अः) । (२) सर्व्वज्वरे शिंशपासारः—“उदकाद्दिगुणं क्षीरं शिंशपासार-
संयुतम् । तत् क्षीरशेषं कथितं पेयं सर्व्वज्वरापहम्” । (उः ३६ अः) ।
सुश्रुतः ।

नेत्ररोगे शिंशपापल्लवः—“वातपित्तकफदोषसम्भवान् । नेत्रयोर्वहुव्यथां
हरते क्षयात् । एक एव हरति प्रयोजितः । शिशुपल्लवरसःसमाक्षिकः” ।
(चिः ४४ अः) । हारीतः ।

गृध्रस्यां शिंशपात्वक्—“शिंशपात्वक् तुलां क्षयां जलद्रोणद्वये पचेत् ।
षष्टभागावशिष्टञ्च पूतं लेहञ्च कारयेत् । पायसं सहविषान्नं तत्कर्षेण च
मिश्रितम् । भक्षयेदेकविंशहं गृध्रसीनाशनं परम् । वङ्गसेनः ।

शिंशपार भेद—श्यामशिंशपा, कपिलशिंशपा, वेतशिंशपा ।

शिंशपार भाषानाम्—वाः—निग्राह । हिः—मिम् । मः—काष्ठानिभवा ।
शुः—मिश्र । कः—करिषहेविडु । तैः—बिष्टरेणुचेष्टु । ता—जाहकू कटुहे ।
अः—गाम् ।

वर्णन—कृष्णकपिलादि काष्ठ वर्णासुगारे निवर्णु कान्तगण शिंशपार भेद श्रीकार
करिषाहेन । एहमे कपिला शिंशपा वर्णित रहेतेहे । ईशर काष्ठ असरन, आरहे हुन उ
वीर्ष हर, बहनाथ, काष्ठकू विवीर्ष रहेता वाके । पत्र—वीर्षरुहे जोका जोका विवत,

কোমলাবহার—বেণাবৃত, পরিণতাবহার মসৃণ ও উজ্জল। পূজা—পীতাত্তর, কুড়।
শিশু—কীণ, দীর্ঘ। বীজসংখ্যা—৩।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কাণ্ড ও মূলত্বক, পত্র, সারবান্ কাঠ। মাত্রা—কক—১—৪
আনা। কাথ—১—১০ তোলা। স্বরস—১—৪ তোলা।

বৈদ্যকে শিংশপার ব্যবহার।

সুশ্রুত—বসামেহে শিংশপা—বাহার বসামেহ হইয়াছে তাহাকে শিংশপা মূলের
ছালের কাথ পান করাইবে। (চি: ১১ অ:)। (২) সর্বজ্বরে শিংশপাসার—জলের
ষিগুণ দুগ্ধসহ শিংশপাসারের কাথ, দুগ্ধমাজা বিশিষ্ট অবস্থায় অবতারিত করিয়া পান করিলে,
বিষম ও অবিষম জ্বর প্রশমিত হয়। (উ: ২ অ:)।

হারীত—নেত্ররোগে শিংশপাপল্লব—শিশু গাছের পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত
করিয়া চক্ষুতে দিলে বাতপিত্তককদোষ চক্ষুবাধা নিবৃত্তি পায়। (চি: ৪৪ অ:)।

বঙ্গসেন—গৃধ্রসীতে শিংশপাত্বক—শিশু গাছের ছাল সাড়ে বার সের, ৬৪ সের
জলে পাক করিয়া আট সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, লেহবৎ না হওয়া পর্যন্ত
পুনঃপাক করিবে। ইহার ২ তোলা, ঘৃতযুক্ত পায়সের সহিত একুশ দিন সেবন করিলে
গৃধ্রসী নাম বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

বক্তব্য—চারক “দশেমানি”তে শিংশপার উল্লেখ নাই। সুশ্রুত সালনারাদি ও মুক-
কাদিবর্ণে শিংশপা পাঠ করিয়াছেন।

শিগুত্রয়—যিয়ুব্রয়ন্ ।

শ্বেতযিযু: জ্যগন্ডা—Hyperanthera Moringa. রক্তযিযু:—
A red flowered variety.

যিয়ুব্রয়ন্, যথা—(১) শ্বেতযিযু: (যিযু:), (২) রক্তযিযু: (মধুযিযু:),
(৩) নীলযিযু: (জ্যযিযু:), যোমাস্তন: ।

অন্বয়সংস্থা—শ্বেতযিযু:—“যাকপত্র:,” “তীক্ষ্মমূল:,” “শ্বেত-
মরিচ:”। রক্তযিযু:—“বহুসচ্ছদ:,” “সুমন্বকীষট:,” “মৃগাদি:”।
নীলযিযু:—“সুখামৌদ:,” “বহুব:”।

शोभाञ्जनद्वयं तीक्ष्णं कटु स्वादूष्णपिच्छलम् । सन्नारं वातशोफघ्नं
दृष्टिमान्द्यहरं सरम् । शियुस्तिक्तः कटुस्योष्णः कफशोफसमीरजित् ।
कम्यामविषमेदोघ्नो विद्रधिघ्नोहृगुल्लनुत् । धन्वन्तरौयनिघण्टुः ।

शियुश्च कटुतिक्तोष्णस्तीक्ष्णो वातकफापहः । मुखजाद्यहरो रुच्यो
दीपनो व्रणदोषनुत् । शोभाञ्जनः (नोलशियुः) तीक्ष्णकटुः स्वादूष्ण-
पिच्छलस्तथा । जन्तुवातार्त्तिशूलघ्नश्चक्षुष्योरोचनः परः । श्वेतशियुः
कटुस्तीक्ष्णः शोफानिलनिकन्तनः । अङ्गव्यथाहरो रुच्यो दीपनो मुख-
जाद्यनुत् । रक्तशिग्रुर्महावीर्यो मधुरश्च रसायनः । शोफाघ्नान-
समारोर्त्तिपित्तश्लेष्मापसारकः । राजनिघण्टुः ।

शियुः कटुः कटुः पाके तीक्ष्णोष्णो मधुरो लघुः । दीपनो रोचनो
रुच्यः चार स्तिक्तो विदाहकृत् । संपाही शुक्रलो हृद्यः पित्तरक्तप्रकोपनः ।
चक्षुष्यः कफवातघ्नो विद्रधिश्चयथुक्रिमीन् । मेदोऽपचीविषघ्नोहृगुल्ल-
गण्डव्रणान् हरेत् । श्वेतः प्रोक्तगुणो ज्ञेयो विशेषाहाहकृद् भवेत् । श्लेहानं
विद्रधिं हन्ति व्रणघ्नो पित्तरक्तहृत् । मधुशिग्रुः प्रोक्तगुणो विशेषाहोपनः
सरः । शियुवल्कलपत्राणां स्वरसः परमार्त्तिहृत् चक्षुष्यं शियुजं वीजं
तीक्ष्णोष्णं विषनाशनम् । अहृद्यं कफवातघ्नं तन्नस्येन शिरोऽर्त्तिनुत् ।
भावप्रकाशः ।

शुष्कार्शःसु शियुपत्रम्—“* शियोश्च पत्राणि । जलेनोत्काष्य
शूलार्त्तं स्वभ्यक्तमवगाहयेत्” । (चिः ६ अः) । (२) गृन्थिविसर्पे कृष्णगन्धा-
त्वक्—“सुखोष्णया प्रदिच्छाहा पिष्टया कृष्णगन्धया” (चिः ११ अः) ।
(३) हिक्काप्रवासयोः शोभाञ्जनपत्रम्—“—पत्राणां यूषः शोभाञ्जनस्य
च” । * हिक्काप्रवासनिवारणः” (चिः २१ अः) । (४) अश्मरी-
शर्करयोः शोभाञ्जनमूलम्—“जलेन शोभाञ्जनमूलकककः शृतो हितः
—” (चिः २६ अः) । चरकः ।

कुष्ठक्षते शिशुतैलम्—“—क्षतेषु क्षेप्यं तैलं शिशुकोशाम्त्रयोर्वा”
(चिः ८ षः) । (२) श्लीहोदरे शोभाञ्जनमूलम्—“शोभाञ्जनकषायं
वा पिप्पलीसैन्धवचित्रकयुक्तं” (चिः १४ षः) । (३) अपच्यां शिशुफल-
वोजम्—“हितोऽवपोडे फलानि शिशोः—” (चिः १८ षः) । सुश्रुतः ।

अपक्वे विद्रधौ रक्तशिशुः—“पानभोजनलेपेषु मधुशिशुः प्रयोजितः ।
दत्तावापो यथादोष मपक्वं हन्ति विद्रधिम् (चिः १३ षः) । (२) वात-
पित्तकफसन्निपातजायां नेत्रव्यथायाम् शिशुपल्लवरसः—“वातपित्तकफ-
सन्निपातजां नेत्रयो र्बहुविधामपि व्यथां । शोघ्नमेव जयति प्रयोजितः शिशु-
पल्लवरसः समाक्षिकः” । (चिः १६ षः) । वाग्भटः ।

सन्निपातञ्चरिणो बोधनाश्वम् शोभाञ्जनमूलम्—“शोभाञ्जनक-
मूलस्य रास्त्रा समरिचान्वितम् । विसंज्ञितानां नस्यं स्याद्बोधनं चाशु रोगि-
णाम् । (चिः २ षः) । (२) श्लेष्मशूले शोभाञ्जनमूलम्—शोभाञ्जनक-
मूलस्य रसश्च मरिचान्वितम् । सक्षारमधुनोपेतः श्लेष्मशूलनिवारणः । (चिः
८ षः) । (३) शिरःशूले शोभाञ्जनत्वक्—“गुडशोभाञ्जनरसै र्नस्ययोगात्
पृथक् पृथक् * शिरोऽर्त्तिं शोपशाम्यति” (चिः ३६ षः) । हारीतः ।

अन्तर्विद्रधौ शिशुमूलस्वरसः—“शिशुमूलं जले धीतं दरपिष्टं
प्रगालयेत् । तद्रसं मधुना पीत्वा हन्त्यन्तर्दिद्रधिं नरः” । (विद्रधि—
चिः) । (२) कर्णशूले शोभाञ्जनमूलस्वरसः—“* सूर्यावर्त्तशोभाञ्जन-
मूलकस्वरसाः । मधुतैलसैन्धवयुताः पृथगुक्ताः कर्णशूलहराः” । (कर्ण-
रोग—चिः) । चक्रदत्तः ।

कृमिषु शिशुत्वक्—“सर्षपः कृमिजिद्धिः पीतः कृमिहरशिशुत्वक्
कायः” । (कृमि—चिः) । (२) वातरक्ते शिशुत्वक्—“शिशुत्वक्
कल्को धान्याब्जेनानिलार्त्तिजिद्धेपात् । भवति नवेति विकल्पो न विधेयः
सिद्धयोगेऽस्मिन्” । (वातरक्त—चिः) । (३) उरोगृहे शिशुत्वक्—“पुत्र

জীবকশিগুত্যা: * । রসা একৈকশ: কীণা দ্বিশী বা রামঠান্বিতা:”
(উরোগ্রহ—চি:) । (৪) দ্রুতী শিগুমূলত্বক্—“দ্রুত্নং লেপনং কুর্য্যাক্শিগু-
মূলত্বচৌশ্ববা” । (কুষ্ঠ—চি:) । (৫) স্নায়ুরোগে শিগুমূলদলে—
“শিগুমূলদলে: পিষ্টৈ: কাঙ্ক্ষিকেন সসৈম্বৈ: । লেপনং স্নায়ুকব্যাধে: শমনং
পরমং মতম্ । (স্নায়ুরোগ—চি:) । (৬) নবহৃক্কোপি শিগুমূলম্
—“নবহৃক্কোপশমন: সৌদ্রয়ুত: শিগুমূলরসসেক:” । বহুসেন: ।

শজিনার ভেদ—পুষ্পবর্ণভেদে শজিনা তিন প্রকার—(১) শ্বেতশিগু, কৃষ্ণগন্ধা
ইহার নামান্তর । (২) রক্তশিগু, মধুশিগু ইহার পর্যায় । (৩) নীলশিগু বা কৃষ্ণশিগু,
শোভাজন ইহার অপর নাম । কেবল শিগু বলিলে শ্বেতশিগু বুঝিতে হইবে ।

শজিনার অম্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতশিগুর—“শাকপত্র,” “তীক্ষ্মমূল,” “শ্বেতমরিচ” ।
রক্তশিগুর—“বহুলক্ষদ,” “সুগন্ধকেশর,” “মৃগারি” । নীলশিগুর—“মুখামোদ,”
“চক্ষুশ্ব” ।

শজিনার বৃক্ষ সর্বত্র সুপরিচিত । শ্বেতপুষ্প শজিনার গাছ বঙ্গের সর্বত্র সুলভ ।
রক্তপুষ্প শজিনা মালদহ অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে । নীল বা কৃষ্ণপুষ্প শজিনার গাছ নিতান্ত
দুলভ । শজিনার পত্র, পুষ্প এবং ফল (খাড়া) শাকার্ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বৃক্ষত্বক্ ও মূলত্বক্ কক, বৃক্ষত্বক্করস ও মূলত্বক্করস, পুষ্প, পত্র
এবং বীজ । মাত্রা—বৃক্ষ ও মূলত্বকের রস—২—৮ আনা ওজন । বৃক্ষ ও মূলত্বক্ কক—
১—২ আনা । বৃক্ষ ও মূলত্বক্ কাথ—২—৫ তোলা । শ্বেতশজিনা অত্যন্ত দাহক্, অতএব
সাবধানতার সহিত সেবনার্থ প্রয়োগ করা উচিত । রক্তশজিনা দীপনহেতু, শূলাদি ব্যাধিতে
ইহার বিশেষ উপযোগিতা আছে । শোভাজন শব্দে নীলশজিনা । কেহ কেহ শ্বেতশজিনা
অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন । নীলশজিনা দুলভ বলিয়া তদভাবে শ্বেতশজিনা গ্রাহ্য ।

বৈদ্যকে শিগুত্রয়ের ব্যবহার ।

চরক—শুক্রার্শে শ্বেতশজিনাপত্র—শ্বেতশজিনার পত্রের কাথ প্রস্তুত করিবে ।
অর্শের বন্ধনার কান্তর রোগীকে তিলতৈল উত্তমরূপে মাখাইয়া, জীবত্বক্ ঐ কাথে অবগাহন
করাইলে বন্ধনা নিবৃত্তি পায় । (চি: ৯ অ:) । (২) গ্রহিবিসর্পে শ্বেতশজিনার ছাল—
শ্বেতশজিনার ছাল পেষণ ও উক করিয়া তদ্বারা গ্রহিবিসর্পাক্রান্ত অঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে ।
(চি: ১১ অ:) । (৩) হিকাশ্বাসে নীলশজিনার পত্র—নীলশজিনার পত্রের ঘূষ পান

করিলে হিকাশাস প্রশমিত হয়। (চিঃ ২১ অঃ)। (৪) অশ্মরী ও শর্করায় নীলশজিনার মূল—পিষ্ট নীলশজিনার মূল, জলের সহিত পাক করিয়া পান করিবে। ইহা পাথরী ও শর্করারোগে হিতকর। (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত—কুষ্ঠকৃতে শজিনাবীজতৈল—শজিনার বীজের তৈল, কুষ্ঠের কৃতে পাক হিতকর। (চিঃ ২ অঃ)। (২) প্লীহোদরে নীলশজিনার মূল—প্লীহরোগী নীলশজিনার মূলের কাথ, পিপুলচূর্ণ, সৈন্ধব লবণ এবং চিতামূলচূর্ণযোগে পান করিবে। (চিঃ ১৪ অঃ)। (৩) অপচীতে খেতশজিনার ফলবীজ—খেতশজিনার ফলের বীজচূর্ণ অপচী রোগীকে নশ্ত করাইবে। (চিঃ ১৮ অঃ)।

বাগ্ভট—অপক বিদ্রুধিতে রক্তশজিনা—বিদ্রুধির অপকাবস্থায় রোগীর পান ভোজন ও লেপাৰ্ধ রক্তশজিনার মূলক ব্যবহার করাইলে অপক বিদ্রুধি জয় করা যায়। (চিঃ ৩ অঃ)। (২) বাতপিত্তকফ ও সন্নিপাতজ নেত্রব্যথায় খেতশজিনার পাতার রস—মধুযুক্ত খেতশজিনার পাতার রস নেত্রে পাতিত করিলে, বাতপিত্তকফসন্নিপাতজ বহুবিধ নেত্রব্যথা নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ১৬ অঃ)।

হারীত—সন্নিপাতজ্বরীর প্রবোধার্থ নীলশজিনার মূল—নীলশজিনার মূল, রাঙ্গা ও মরিচ সংযোগে নশ্ত করাইলে, সন্নিপাতজরে যাহার জ্ঞানহীনতা জন্মিয়াছে তাহার সংজ্ঞা পুনরাগত হয়। (চিঃ ২ অঃ)। (২) শ্লেষ্মশূলে নীলশজিনার মূল—যবকার, মধু এবং মরিচচূর্ণযোগে, নীলশজিনার মূলের রস পান করিলে শ্লেষ্ম শূল প্রশমিত হয়। (চিঃ ৮ অঃ)। (৩) শিরঃশূলে নীলশজিনার ছাল—নীলশজিনার ছালের রস ও পুরাণ শুড়ের নস্য লইলে শিরঃশীড়া বিনাশ পায়। (চিঃ ৩৯ অঃ)।

বঙ্গদেন—কুমিরোগে খেতশজিনার ছাল—বিড়ঙ্গ ও খেতশজিনার ছালের কাথ পান করিলে কুমি নষ্ট হয়। (কুমি—চিঃ)। (২) বাতরক্তে খেতশজিনার ছাল—খেতশজিনা ও বরুণছাল কাঁড়ির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তাক্রান্ত অঙ্গের বেদনা প্রশমিত হয়। ইহা সিদ্ধযোগ, হইবে কি না হইবে একপ সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। (বাতরক্ত—চিঃ)। (৩) উরোগ্রহে খেতশজিনার ছাল—হিন্দুক খেতশজিনার ছালের কাথ উরোগ্রহে হিতকর। (উরোগ্রহ—চিঃ)। (৪) দন্দ্রতে খেতশজিনার মূলের ছাল—খেতশজিনার মূলের ছালের প্রলেপ, দন্দ্রতে হিতকর। (কুষ্ঠ—চিঃ)। (৫) স্নায়ুরোগে খেতশজিনার মূল ও পত্র—খেতশজিনার মূলের ছাল এবং পত্র সৈন্ধব লবণসহ কাঁড়িতে পেষণ পূর্বক লেপ দিবে। ইহা পরম দায়ুরোগ প্রশমক। (দায়ু—চিঃ)। (৬) নবদুক্কোপে খেতশজিনার মূল—খেতশজিনার মূলের রস কএক মিশ্র চকুতে প্রদান করিলে নবদুক্কোপ অর্থাৎ নুতন “চোক উঠা” প্রশমিত হয়।

চক্রদন্ত—অন্তর্বিদ্রুধিতে খেতশজিনার মূল—খেতশজিনার মূল জলে উত্তমরূপে ধোত করিয়া ঈষৎ পেষণ পূর্বক রস গালিয়া লইবে । এই রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, অপক বিদ্রুধি বিলীন হইয়া যায় । (বিদ্রুধি—চিঃ) । (২) কর্ণশূলে নীলশজিনার মূল—নীলশজিনার মূলের রস, মধু তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ সহ কর্ণে পাতিত করিলে কর্ণশূল (কাণ কটুকটানি) প্রশমিত হয় । (কর্ণরোগ—চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, কুমিল্ল, শ্বেদোপগ এবং শিরোবিরেচন বর্ণে শিগু পাঠ করিয়াছেন ।
সুশ্রুতসংহিতাতেও—“করবীরপূর্বাণাং কলানি” (স্থঃ ৩৯ অঃ) বাক্যে শিগুবীজের শিরো-বিরেচন স্বীকৃত হইয়াছে ।

Constituents.—The root yields an essential oil which is very pungent and has a very offensive odour. The husked seeds yield oil 36 p. c. The bark contains a white crystalline alkaloid, resins, an organic acid mucilage and ash 8 p. c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 235).

Actions and uses.—Antispasmodic, stimulant, expectorant, and diuretic. The root is very irritating to the skin. The decoction is a stimulant given with asafetida and rock salt in internal deep seated inflammations, in calculous affection, in hysteria, epilepsy, paralysis, rheumatism, dropsy, in cough and in flatulence in children also in ascites due to the enlargement of the liver. As a diuretic it is given in uric acid diathesis. The pods are taken as preventive against worms. Externally the oil from the seeds is used as a stimulant application to rheumatic joints and to gouty and other painful parts. The bark is acrid. With cumin seeds it is applied locally to gumboils and toothache with relief. It is applied to the temples in headache, and on the venereal nodes and syphilitic buboes. The decoction of the root is used as a gargle in sore-throat. The bark is abortifacient, and is used to procure abortion, and is a good substitute for laminaria to dilate the os. The gum with milk or sweet oil is poured into the ear in earache. The poultice of the leaves is used in reducing glandular swellings. It always produces a blister. (R. N. Khory, Vol. II., p. 236).

“The gum of the tree, mixed with sesamum oil is recommended to be poured into the ears for the relief of otalgia. It is also rubbed with milk and applied in headache to the temples. The juice of the root with milk is diuretic, antilithic and digestive, and is useful in asthma. A poultice made with the root reduces swellings, but is very irritating and painful to the skin. The pods are a wholesome vegetable and act as a preventive against intestinal worms.

Rumphius and *Loureiro* state that the bark is emmenagogue and even abortifacient. In Bengal half ounce doses of the bark are said to be used to procure abortion. According to *Fleming* the oil of the seeds is used as an external application for rheumatism in Bengal. In India the root is generally accepted by Europeans as a perfect substitute for Horse-Radish. A decoction of the root-bark is used as a fomentation to relieve spasm. (*Dymock*, Vol. I., pp. 397-98.)

নব্যমত—আক্ষেপনিবারক, উষ্ণ, কফনিঃসারক এবং মূত্রকারক। মূলের প্রলেপ ত্বকের উত্তেজন জন্মায়। ইহার ত্বকের কাথ, উত্তেজক। সৈন্ধব লবণ এবং হিঙ্গুর সহিত ইহা, অস্ত্রবিদ্রুধি, অশ্মরী, শর্করাদি রোগ, মুচ্ছা, অপস্মার, বাতব্যানি, বাত, শোথ, কাস এবং শিশুর উদরাধানে এবং বক্রংবিবৃদ্ধিহেতুজাত শোথে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রের ইউরিক এসিড্‌ দ্বিগুণিত পীড়ায় (uric acid diathesis) মূত্রকারক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শজিনার ডাঁটা, ক্রিমি প্রতিষেধক, শজিনার বীজের তৈল, আমবাত, গোটোবাত ও অস্ত্রাশ্র বেদনায় অভ্যঙ্গার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীৱার সহিত শজিনার ছালের প্রলেপ দস্তশূল ও দস্তমাতী ক্ষীতির পক্ষে হিতকর। ইহা শিরঃশূল, শিরাক্ষীতি (venereal nodes), বাগীতেও (syphilitic buboes) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মূলের কাথ গলকৃত রোগে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। স্বক্ গর্ভপাতনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শজিনার আঠা, ছুগ বা স্নাইট অয়েলের সহিত কণ্ঠশূল নিবারণার্থ কর্ণে প্রদান করা যায়। পাতার পুন্টিশ দিলে গ্রন্থিফীতি (glandular swelling) নিবৃত্তি পায়। ত্বকের প্রলেপ দিলে প্রায় কোম্বা পড়ে। (*আনু, এনু, কোরি, ২য় খঃ, ২৩৭ পৃঃ*)।

শিরীষ—শিরীষ: ।

শিরীষ:—Mimosa Sirissa.

অনুর্থ সন্না—“মৃদুপুষ্ণ:,” “সুপুষ্ণক:,” “সৌময়পুষ্ণক:,” “উত-
পুষ্ণ:,” “বিষহস্তা” ।

তিক্তীষ্যী বিষহা বর্ষস্নিহৌষমনৌ লঘু: । শিরীষ: কুষ্ঠকক্কুর-
স্বন্দৌষ্যাসকাসহা । ধনুন্তরীযনিঘণ্ট: ।

শিরীষ: কটুক: যীতো বিষবাতহর: পর: । পামাসকুষ্ঠকক্কুর-
স্বন্দৌষ্যস বিলায়ন: । রাশনিঘণ্ট: ।

শিরীষী মধুরোঃসুণ্ণাঃ তিক্তাশ্চ তুবরোলঘুঃ । দৌষশৌথবিসর্পন্নঃ কাশ-
ত্রণবিষাপহঃ । ভাবপ্রকাশঃ ।

অগ্ন্যগ্ন্যে শিরীষ:—“শিরীষী বিষন্নানাং” (সূ: ২৫ অ:) । কুণ্ঠে
শিরীষত্বক্—“শেরীষৌ ত্বচং * পিষ্টা চতুর্বিধঃ কুণ্ঠনুলেপঃ” । (চি:
৩ অ:) । (২) কফজে বিসর্পে শিরীষকুসুমম্—“* শিরীষকুসুমানি চ ।
* পৃথগালোপনং দद्याद्দ্বন্দ্বশঃ সর্ব্বশৌঃপিবা । প্রদেহাঃ সর্ব্বং এবৈতে দেয়া:
স্বল্পষ্টতায়ুতাঃ” (চি: ১১ অ:) । (৩) কফপিত্তানুগে শ্বাসে শিরীষ-
পুষ্পম্—“শিরীষপুষ্পস্বরসঃ সপ্পর্ণস্য বা পুনঃ । পিপ্পলীমধুসংযুক্তা:
কফপিত্তানুগে মতঃ” । (চি: ২১ অ:) । সর্পবিষে শিরীষপুষ্পম্—
“রসে শিরীষপুষ্পস্য সপ্পাছং মরিচং সিতম্ । ভাবিতং সর্পদষ্টানাং নস্য-
পানাস্তনে হিতম্” । (চি: ২৫ অ:) । চরকঃ ।

চাতুর্থকজ্বরে শিরীষপুষ্পম্—“শিরীষপুষ্পস্বরসৌ রজনীহয়সংযুতঃ ।
নস্যং সর্পিঃ সমাযোগাচ্চাতুর্থকজ্বরং জয়েত্” । (জ্বর—চি:) । চক্রদত্তঃ ।

শিরীষের ভাষানাম—বা:—শিরীষগাছ । হি:—শিরস । ম:—শিরসী । শু:—
শিরীষ, শরশাড়া । ক:—শিরসু । তৈ:—শিরসন । কা:—শরশত্, জক্রিসা । অ:—
সুগতান্-উল-অসকার ।

শিরীষের অনূর্ধসংজ্ঞা—“বৃহগুণ্ণ,” “সুগুণ্ণক,” “লোমশগুণ্ণক,” “বৃহগুণ্ণ,”
“বিবহতা” ।

বর্ণন—শিরীষের উচ্চ ও বৃহৎ বৃক্ষ বনে জন্মে । কাণ্ড স্থল, কাণ্ডক পীণ্ডটে রঙের,
হাল অন্নকষার । পত্র প্রায় আমলকীর পাতার মত । একবৃন্তে ৪—৮ ছোড়া পত্র থাকে ।
শীতকালে বৃক্ষ প্রায় পত্রবর্জিত হয় । পত্রবৃন্ত অর্ধবৃক্ষ । পুষ্ণ শীতাতপ্ত, অতি
সুগন্ধি, ইহার সুসুয়ারস কাব্যপ্রসিদ্ধ । গুণকাল—গ্রীষ্ম । শিথ্যো বীৰ্য । বীৰ্যসংখ্যা—
৮—১০টী ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পকশিরীষ অর্থাৎ কল, মূল, বৃক্ষ, গুণ্ণ ও পত্র । মাত্রা—বৃক্ষ
১—৪ আনা । বস—১—২ তোলা । কাথ—৫—১০ তোলা ।

বৈদ্যকে শিরীষের ব্যবহার ।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে শিরীষ—বিষনাশক ভেষজের মধ্যে শিরীষ শ্রেষ্ঠ । (স্বঃ ২৫ অঃ) । (২) কুষ্ঠে শিরীষত্বক—শিরীষগাছের মূলের ছাল পেষণ পূর্বক কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে । (চিঃ ৭ অঃ) । (৩) কফজ্ববিসর্পে শিরীষকুসুম—পিষ্টশিরীষ-ফুল স্বল্প গবাস্ততযোগে কফজ্ববিসর্পে প্রলেপ দিবে । (চিঃ ১১ অঃ) । (৪) সর্পবিষে শিরীষকুসুম—খেতশজিনার পকবীজ শিরীষফুলের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া বর্ত্তি করিবে । এই বর্ত্তি শিরীষ ফুলের রসে ষসিমা, নস্ত্র কিম্বা অঞ্জন বা সেবন, সর্পদষ্টের পক্ষে হিতকর । (চিঃ ২৫ অঃ) । (৫) কফপিত্তানুগ শ্বাসে শিরীষকুসুম—শিরীষফুলের রস পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে, কফপিত্তানুগ শ্বাস প্রশমিত হয় । (চিঃ ২১ অঃ) ।

চক্রদত্ত—চাতুর্থকজ্বরে শিরীষপুষ্প—শিরীষ ফুলের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ ও কিঞ্চিং ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্ত্র লইলে, চাতুর্থকজ্বর নিবৃত্তি পায় । (জ্বর—চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, বিষ স্নবর্গে এবং সুশ্রুত সালসারাদিবর্গে শিরীষ পাঠ করিয়াছেন । বৈদ্যকে কণ্টকী শিরীষ এবং অম্বু শিরীষের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । চক্রপাণি বিষ চিকিৎসায় “প্রত্যঙ্গিরা” ব্যবহার করিয়াছেন । টীকাকার শিবদাস বলেন “প্রত্যঙ্গিরা কণ্টকী শিরীষঃ” । নিবন্টুঘ্নে অম্বু বা কণ্টকী শিরীষের উল্লেখ নাই ।

Constituents.—Bark contains tannin, resin 7.5 p. c. and ash 9 p. c.

Actions and uses.—The seeds are astringent, tonic and used in diarrhoea and in seminal debility. Leaves are used as poultices over boils, skin eruptions and swelling. The powdered bark is used as anjana in eye diseases. A decoction of the bark is used as a gargle in sore-mouth. Internally it is a tonic and alterative. (R. N. Khory, Vol. II., p. 188).

“The author of the *Makhzan-el-adwiya*, states that the juice of the leaves is applied to the eyes to cure night-blindness, a decoction being at the same time given internally. A decoction of the bark is used as a mouth-wash to strengthen the gums. One masha of the powdered bark with three or four tolas of melted butter taken daily is an excellent tonic and alterative. The flowers are supposed to be retentive of the seminal fluid. One dirhem of the powdered seeds with two dirhem of sugar-candy in a glass of warm milk taken daily is said to thicken the seminal fluid. A paste made with the seeds is applied to reduce enlarged cervical glands. (Dymock, Vol. I., p. 562).

নব্যানত—শিরীষের বীজ, সঙ্কোচক ও বলপ্রদ। ইহা উদরাময় ও শুক্রদৌর্বল্যে ব্যবহৃত হয়। স্ফোটক, কণ্ডু এবং ক্ষীত স্থানে পাতার পুষ্টিশু দেওয়া হয়। ত্বক্ চূর্ণ চক্ষুরোগে অঞ্জনার্থ প্রযুক্ত হয়। ত্বকের কাথ, মুখকুতে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়—এবং বল্য ও রসায়নরূপে সেবিত হইয়া থাকে। (আর্. এন্. ফোরি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৮) ।

কোন য়ুনানী জব্যশুণ বেত্তার মতে শিরীষের পত্রের রস চক্ষুতে সেচন ও কাথ পান করিলে “রাতকাণা” আরাম হয়। ছালের কাথ দ্বারা কবল করিলে দন্তমাটী দৃঢ় হয়। শিরীষের ছাল চূর্ণ ১ মাষা ঘৃত ৩৪ তোলা প্রত্যহ সেবন করিলে বললাভ ও রসায়ন ক্রিয়া নিকাহ হয়। শিরীষ পুষ্প সেবিত হইলে শুক্রক্ষরণ নিবৃত্তি পায় বলিয়া প্রবাদ। ১ ভাগ শিরীষ বীজচূর্ণ, ২ ভাগ মিছরির শুঁড়া, এক গ্লাশ গরম ত্বকের সহিত দৈনিক পান করিলে, তরল শুক্র গাঢ় হয়। শিরীষ বীজের প্রলেপ, গ্রীবাদেশীয় গ্রন্থিস্ফীতি বিলীন করিতে পারে। (ডিমক্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬২) ।

শিলাভেদ—শিলামেদা: ।

অস্য মেদা:—(১) বটপত্রী (২) শিলাবল্কম্ (৩) চতুষ্পত্রী, শুদ্রা
পাষাণমেদা ।

শিলামেদ:, পাষাণমেদ:—Plectranthus Aromaticus Eng.
Country Borage. বটপত্রী—P. Secundus. শুদ্রপাষাণমেদ:—
P. Monadelphus, P. Strobiliferus.

পাষাণমেদক: শূলক্কমেহত্রিদোষজিত্ । হৃদ্রোগপ্লীহগুল্মার্শোবস্তি-
শুদ্ধিকর: পর: । অশ্মমেদো হিমস্তিক্ত: শর্করা শিম্বশূলজিত্ ।
ধনুন্তরীযনিঘণ্টু: ।

পাষাণমেদী মধুরস্তিক্তো মেহবিনাশন: । বৃহদাহমূত্রক্কম্ন:
শীতলশ্যামরীহর: । বটপত্রী হিমা গৌল্যা মেহক্কম্বিনাশনী বলদা
ব্রহ্মহন্বী চ কিচ্ছিহীপনকারিণী । শিলাবল্কম্ হিমং স্নাদু মেহক্কম্ব-
বিনাশনম্ । মূত্ররোধামরীশূলশ্যপিত্তাপহারকম্ । শুদ্রপাষাণমেদা
চ ব্রহ্মক্কামরীহরা । রাজনিঘণ্টু: ।

অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ । ভেদনো বস্তিদৌষার্যো-
 গুল্মক্কচ্চাশ্মহৃদ্রুজঃ । যোনিরোগান্ প্রমেহাঞ্চ শ্লীহশূলব্রণানি চ ।
 ভাবপ্রকাশঃ ।

গুর্বিণ্যামূত্ররোধে শিলাভেদঃ—“শিলাভেদং সিতাক্ষয় পিবেৎ তণ্ডুল-
 বারিণা । মূত্ররোধী গুর্বিণ্যীনাং বারয়ত্যাশু নিশ্চিতম্ । হারীতঃ ।
 (চিঃ ৫০ অঃ) ।

শিলাভেদের ভাষানাম—বাঃ—ঠিক্ বাঙলা নাম নাই । হিঃ—পাষণভেদ
 পাথরচুর । তাঃ—কপূরবল্লী । কাঃ—গোশাদ্ । অঃ—জিস্তিয়ানা । ইং—কাণ্টু বোরেজ্ ।

শিলাভেদের ভেদ—(১) বটপত্রী (২) শিলাবক (৩) চতুশ্রী ।

বর্ণন—পাষণভেদ যত্র তত্র অঘনদ্রুত হয় না—ইহা উত্তানে পালিত হয় । অনেকে
 টবে করিয়া রাখে । কুপ কুদ্র—কাণ্ড লুণ্ঠিত, শাখা উচ্ছিত ও রোমান্বিত । পত্র, পুষ্ক,
 মাংসল, রোমান্বিত, পত্রপ্রান্ত খাঁজকাটা, টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, অতি সুগন্ধি, গন্ধ প্রায়
 যমানীর মত—কেবল পত্র নহে, সমগ্র উদ্ভিদই সুগন্ধি । কদাচিৎ পুষ্পিত হইতে দেখা
 যায় । পুষ্পকাল—নিদাঘের অন্ত, বর্ষার প্রথম ভাগ । পাষণ ভেদের জন্মস্থান পর্বতমালা—
 নিম্নভূমিতে ইহাকে যত্নে রক্ষা করিতে হয় । বঙ্গদেশের যত্রতত্র জাত “হিমসাগর” বা
 “পাথরকুচি” নামে প্রসিদ্ধ এক প্রকার উদ্ভিদকে অত্র লোকে পাষণভেদ ভ্রমে ব্যবহার
 করে । এ ভ্রম নিরাকৃত হওয়া উচিত । “পাথর কুচি” এবং বৈদ্যকোক্ত পাষণভেদে
 মহৎ অন্তর ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র । পত্র কক । মাত্রা—২—৮ আনা ।

বৈদ্যকে শিলাভেদের ব্যবহার ।

হারীত—গর্ভিণীর মূত্ররোধে শিলাভেদ—প্রচুর শর্করাযোগে পাষণভেদের পত্র-
 কক, তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে গর্ভিণীর মূত্ররোধ প্রশমিত হয় । (চিঃ ৫০ অঃ) ।

বক্তব্য—চরক, মূত্রবিরেচনীষবর্গে এবং সুশ্রুত বীরতর্কাদিগণে পাষণভেদ পাঠ
 করিয়াছেন । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাজারে দেশান্তর হইতে আনীত এক প্রকার মূল
 পাষণভেদ নামে বিক্রীত হয় । ইহার লাতিন নাম—Saxifraga Ligulata, Wall. এই
 মূল বৈদ্যকোক্ত পাষণভেদ নহে ।

Actions and uses.—Antispasmodic, stimulant and stomachic, used in colic in children, asthma dyspepsia ; also as a local application to the head in headache, and to relieve the pain and irritation caused by the stings of centipedes. It is also given in chronic cough, fever, asthma, epilepsy and other convulsive affections. (R. N. Khory, Vol. II., p. 480).

नव्यायुत—पाषाणभेद आक्षेपहर, उष्णं च पाचक । ईहा शिथिल पेटकामडानि, एवं खास, अजीर्ण, ग्रहणी, पुराण काम, ज्वर, अपन्नाय एवं तडकादिरोगे प्रयुक्त इहमा थाके । शिरःपीडाया गस्तुके एवं कौटादिदृष्ट स्थाने इहार प्रलेप यज्ञगाहर । (आर, एन्, फ्लोरि, २४ ख७, पृ: ४८०) ।

शूरगद्वय—शूरणद्वयम् ।

शू(सू)रणः—Amorphophallus Campanulatus, Arum Campanulatum.

भेदः—रक्ताभश्चेतः श्वेतश्च । अन्वर्थसंज्ञा—रक्ताभश्चेतस्य—
“रुच्यकन्दः,” “स्थूलकन्दः,” “दुर्नामारिः,” “वातारिः” । द्वयोः—
“कण्डूलः” ।

शूरणः कटुको रुच्यो दीपनः पाचनस्तथा । कृमिदोषहरो वातशूल-
गुल्मास्रदोषनुत् । कासं श्वासश्च हर्द्दिश्च निवारयति सेवितः । धन्वन्त-
रीयनिघण्टुः ।

शूरणः कटुक रुच्यदीपनः पाचनः कृमिकफानिलापहः । श्वासकास-
वमनार्थसां हरः शूलगुल्मशमनोऽस्रदोषनुत् । पूतेतशूरणको रुच्यः कटूष्णः
कृमिनाशनः । गुल्मशूलादिदोषघ्नः स चारोचकहारकः । राजनिघण्टुः ।

सूर्यो दीपनो रुच्यः कषायः कण्डूकृत् कटुः । विष्टम्भी विशदी रुच्यः
कफार्थःकृन्तनो सधुः । विशेषादर्शसे पथ्यः प्रीहगुल्मविनाशनः । सर्वेषां
कन्दशाकानां सूर्यः श्रेष्ठ उच्यते । दद्रुषां रक्तपित्तिनां कुष्ठिनां न हितो
हि सः । सन्धानयोगसंप्राप्तः शूर्यो गुणवत्तर । भावप्रकाशः ।

স্থূলকন্দস্থ মাতৃষ্ণা: শূরণো গুদকীলহা । সুশ্রুত:—সু: ৪৬ অ: ।

দীপন: শূরণো কথ্য: কফপ্লোবিষদো লঘু: । বিশেষাদর্শসাং পথ্য: শ্লীহ-
গুল্মবিনাশন: । হারীত:—প্র: স্যা:--১০ অ: ।

অর্শ:সু শৌরণ: কন্দ:—“মৃল্লিপ্তং শৌরণং কন্দং পল্লাঙ্গনী পুটপাকবত্ ।
অঘাত্ সতৈললবণং দুর্গমিবিনিষ্টতয়ে । (অর্শ—চি:) । চক্রদত্ত: ।

বল্মীকশ্লীপদ্যো: শূরণকন্দ:—“পিষ্টা শূরণকন্দস্ত্ মধুনা চ
ঘৃতেন ন চ । লেপনস্ত্ দ্বিতন্তস্য বল্মীকশ্লীপদাপহম্ । (চি: ২৬ অ:) ।

(২) অর্শ্বদে শূরণকন্দ:—“শৌরণং কন্দকং দগ্ধ্বা ঘৃতেন চ গুড়েন চ ।
লেপনস্ত্ অর্শ্বদানাশ্চ নাশনস্ত্ মিষগ্বর । হারীত: । (চি: ২৬ অ:) ।

শূরণের ভেদ—রাজনিঘণ্টুকারের মতে ওল দুই প্রকার—একের কন্দ রক্তাভ-
শ্বেত, অপরের কন্দ শ্বেত । এই দুই প্রকার ওলই আবার গ্রাম্য ও বন্য ভেদে দ্বিবিধ ।
যাহার আবাদ করা হয় তাহাকে গ্রাম্য এবং যাহা বনে অযত্নসম্মত হয় তাহাকে বন্য বলে ।
প্রথম ভেদ স্বরূপগত, দ্বিতীয় ভেদ কৃষিগত ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—শ্বেতাভরক্তের—“কচাকন্দ,” “স্থূলকন্দ,” “হুর্নামারি,”
“বাতারি” । উভয়ের—“কণ্ডুল” । রাজনিঘণ্টুকার সিতেতর (রক্তাভশ্বেত) শূরণের
পর্যায়ের “বাতারি” ও “হুর্নামারি” শব্দ পাঠ করিয়াছেন । স্মৃতরাং রক্তাভশ্বেত ওলকেই
বাতায় ও অর্শোনাশক বলা আচার্য্যের অভিপ্রেত ।

শূরণের ভাষানাম—বা:—ওল । হি:—শূরণ, জিমিফন্দ । ম:—গোড়াসূরণ,
খাজেরাসূরণ । শু:, ক:—সূরণ । তৈ:—মঞ্চাকন্দা । কা:—ওল ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ । কি রক্তাভশ্বেত, কি শ্বেত উভয় শূরণেরই যাহা
বন্যজাতীয় তাহাই ভেষজার্থে প্রযুক্ত হওয়া উচিত । গ্রাম্য অপেক্ষা বন্যশূরণ অধিক
কণ্ডুল । অর্শ ও বাতব্যাধি চিকিৎসায় ভেষজার্থে রক্তাভশ্বেত বন্যশূরণ এবং আহারার্থে
রক্তাভশ্বেত গ্রাম্য শূরণ ব্যবহৃত হইবে । দক্ষ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগীর পক্ষে ওল হিতকর
নহে । মাত্রা—কন্দচূর্ণ ৩—৪ আনা ।

বৈদ্যকে শূরণের ব্যবহার ।

চক্রদত্ত—অর্শে শূরণ—রক্তাভশ্বেত বন্য ওলকে মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া ঘুঁটের
আঙুণে পাক করিয়া সৈন্ধব লবণ এবং তিলের বা সরিষার তৈলের সহিত শুষ্কণ করিবে ।
ইহা অর্শোহর । (অর্শ—চি:) ।

হারীত—বল্মীক ও শ্লীপদে শূরণ—বন্য শূরণকন্দ ঘৃত ও মধুসহ পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে বল্মীক ও গোদ নিবৃত্তি পায়। (চিঃ ৩৬ অঃ)। (২) অর্কুদে শূরণ—ওলকে পোড়াইয়া ঘৃত ও মধুসহ লেপন করিলে অর্কুদ (আব) বিনাশ পায়। (চিঃ ৩৬ অঃ)।

বক্তব্য—চারক কন্দশাকবর্গে শূরণের উল্লেখ নাই। মন্বন্তরি বা ভাবমিশ্র শূরণের ভেদ স্বীকার করেন নাই। শূরণের একটি নাম “রুচ্যকন্দ”—সুতরাং ইহা মন্দাগ্নির পক্ষে সুপথ্য। কোন অঙ্গ বিশেষে বন্যশূরণের প্রলেপ দিলে তদঙ্গে স্পর্শজানরাহিত্য জন্মিয়া থাকে ; সুতরাং শূল-নিবারণের পক্ষে ইহার প্রয়োগ প্রশস্ত। দস্তশূলে পিষ্টশূরণের প্রলেপ কিম্বা পরিণামাদি শূলরোগে শূরণচূর্ণ সেবন, হিতকর ।

Actions and uses.—Stomachic and tonic ; used in piles and given as a restorative in dyspepsia, debility &c. (R. N. Khory, Vol II., p. 62g.)

নব্যমত—ওল, পাচক, বলকারক। অর্শে হিতকর। ইহা বলারোগ্য প্রদ বলিয়া গ্রহণী ও দৌর্ভাগ্যে প্রযুক্ত হয়। (আব, এন্, কোরি, ২য় খঃ, ৬২৯ পৃঃ)।

শেফালিকা—শিফালিকা ।

শিফালিকা, যুক্তাক্ষী—*Nyctanthes Arborescens*.

শিফালিঃ কটুতিক্তাষ্ণা রুচ্যা বাতদ্রযাপহা । স্যাৎসন্ধিবাৎস্নী
গুদবাতাদিদৌষণুত্ । রাজনিঘণ্টুঃ ।

বিষমাবিষমজ্বরেষু শিফালিদলঃ—“মধুনা সর্ব্বজ্বরনুচ্ছেফালিদল-
জীরসঃ” (জ্বর—চিঃ)। (২) গৃধ্রস্যাং শিফালিকা দলঃ—শিফালিকা—
দলৈঃ ক্షাথো মৃহ্মনিপরিষাধিতঃ । দুর্ঝারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্ৰং
সমুছরিত্” । (বাতব্যাধি—চিঃ) । চক্রদত্তঃ ।

শেফালিকার ভাষানাম—বাঃ—শিউলী। কোঃ—শিউলী। হিঃ—হরশিঙ্গার।
ওঃ—গরবুটী। তৈঃ—পগলমুলী। পঞ্জঃ—পহরবুটী। ইং—নাইট জেস্মাইন।

বর্ণন—পুষ্পাৰ্ধ শেফালিকা বৃক্ষ উদ্ভানে পালিত হয়। ইহার পত্র সূক্ষ্মাণ্ড ও কর্কশ।
শীতের শেষে বৃক্ষ পত্রবর্জিত হয় এবং নিদাঘের বারিপাতে নবপত্রশোভিত হইয়া, শরৎ
হইতে হেমন্ত পর্য্যন্ত পুষ্পিত থাকে। পুষ্প শুভ্র এবং পুষ্পবৃত্ত কুঁহুমবর্ণ। রজনীতে

পুষ্প বিকসিত হইয়া প্রাতে পতিত হয়। দূরগত শেফালিকা পুষ্পের আমোদ অতি
হস্ত। ফল শীতে পরিপক হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও মূলত্বক্। মাত্রা—বয়স ১—২ তোলা। কাথ—
৫—১০ তোলা।

বৈদ্যকে শেফালিকার ব্যবহার ।

চক্রদত্ত—সর্বজ্বরে শেফালিকাপত্র—শেফালিকার পাতার রস মধুসহ পান
করিলে বিষম ও অবিষম জ্বর নিবৃত্তি পায়। (২) গৃধ্রসীতে শেফালিকাপত্র—মূছ
অগ্নিতে শেফালিকার পত্রের কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, জ্বরের গৃধ্রসী রোগ হইতে
মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীকণ্ঠদত্তের মতে এখানে শেফালিকা শব্দে নিশ্চুণ্ডী।

বস্তুব্য—নিশ্চুণ্ডী অর্থাৎ নীলপুষ্প সিদ্ধুবারের পর্যায়ে শেফালিকা শব্দ পঠিত
হইয়াছে। রাজনিঘণ্টুতে যে শুক্রাঙ্গী শেফালির উল্লেখ আছে তাহাই আমাদের কথিত
শিউলী। অনেকে শিউলীর গুণপর্যায় প্রস্তাবে যাহা লিখিয়াছেন* তাহা পূর্বাচার্য্যকৃত
কোন গ্রন্থে অবলোকন করি নাই; সুতরাং তাঁহাদের স্বরচিত বলিয়া অনুমান করি।

Constituents.—Resin, colouring matter, an alkaloid (Nyctanthine) and an oily principle, similar to the oil of pēppermint. (R. N. Khory, Vol. II., p. 436.)

Actions and uses.—As antiperiodic, the fresh leaves bruised are given with sugar or fresh ginger, in obstinate intermittent fevers. The powdered seeds are used locally to remove the scurf from the head. The decoction or the infusion is used as a alterative in obstinate cases of sciatica and rheumatism (R. N. Khory, Vol. II., p. 436.)

“In concan about 5 grains of the bark are eaten with Betelnut and leaf to promote the expectoration of thick phlegm.” (Dymock, Vol. II., p. 376.)

নব্যমত—কৃষ্ণমাধ্য সবিরামজ্বরে আদার রস বা চিনি সহ শেফালিকা পত্রের রস
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মাথার খুস্কী দূর হয়। শেফালিকা

* শালিগ্রামনিঘণ্টু—(৫০৩ পৃ:)

পর্যায়—“প্রাকৃতঃ পারিজাতশ্চ হারশ্চন্দ্রাপুষ্পকঃ ।

বালকুছুমকো রাগপুষ্পী চ ধরপত্রকঃ ।”

ভগ—“রসঃ প্রাকৃতপত্রশ্চ জ্বরশ্চ তিত্তকঃ স্মৃতঃ ।

পর্ণধ্বংসমাবৃক্তস্তচা কাসবিনাশনঃ ।”

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান (দ্রব্যস্থান—পরিশিষ্ট পৃ: ৬)—

“শেফালী কটুতিক্তকোকা বিষমজ্বরনাশিনী”

পত্রের নীত কষায় বা কাথ গৃধ্রমৌ ও বাতের পক্ষে হিতকর । (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৬) ।

কঙ্কন প্রদেশে, গাঢ় শ্লেষ্মা উঠাইবার জন্ত পান সুপারীর সহিত শেফালিকার গাছের ছাল সেবন করে । (ডিমক্, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৬) ।

শৌণিক—শ্যোণাকঃ ।

শ্যোণাকঃ, পরলু: টিগটুক:—Oroxylum Indicum, Calosanthes Indica.

অন্যর্থসংজ্ঞা—“পৃথগিম্বঃ,” “দৌর্ঘব্হন্তকঃ,” “পীতব্হভঃ,” “বাতারিঃ” ।

টিগটুকঃ শিশিরস্তিক্তো বস্তিরোগহরঃ পরঃ । পিত্তশ্লেষ্মামবাতাতীসার-
কাসারুচীর্জয়েৎ । ধনুন্তরীযনিঘটুঃ ।

শ্যোণাকযুগলং তিক্তং শীতলঞ্চ ত্রিদোষজিত্ । পিত্তশ্লেষ্মাতিসারঘ্নং
সন্নিপাতজ্বরপহম্ । টিগটুফলং কটুষ্ণং চ কফবাতহরং লঘু । দীপনং
পাচনং হৃদ্যং রুচিক্লেষ্মবণাক্ককম্ । রাজনিঘটুঃ ।

শ্যোণাকো দীপনঃ পাকে কটুকসুবরো হিমঃ । গ্রাহী তিক্তোঽনিলশ্লেষ্ম-
পিত্তকাসপ্রশাশনঃ । টিগটুকস্য ফলং বালং রুচ্যং বাতকফাপহম্ । হৃদ্যং
কষায়ং মধুরং রোচনং লঘুদীপনম্ । গুল্মার্শঃক্রিমিহৃত্ প্রৌড়ং গুব্বাত-
প্রকোপনম্ । ভাবপ্রকাশঃ ।

অতিসারে শ্যোণাকঃ—“ত্বক্পিণ্ডং দৌর্ঘব্হন্তস্য পশুকেশরসংযুতম্ ।
কাশ্মরীপশ্যপত্রৈষাবেচ্য সূত্রেণ তং হৃদম্ । সৃদাবল্লিপং সুকৃত মক্ষারিষ-
বকুলয়েৎ । স্তিমমুদৃত্ব নিষৌষ রস মাদায় তং ততঃ । শীতং মধুযুতং
কৃৎবা পায়য়েতোদরাময়ে” । (উ: ৪০ প:) । (২) পূতনাপ্রতিষেধে
পরলু:—“কপৌতবহারলুকো # । যৌণ্ডা: স্মুর্বালানাং পরিষেধনে” ।
(উ: ৩২ প:) । সুশ্রুতঃ ।

শ্যোগাকের ভাষানাম—বাঃ—শোণাগাছ। কোঃ—নাউশোণা, গুঁড়িমালা।
হিঃ—সোণাপাঠা, অরলু। মঃ—টেটু। গুঃ—অরডুশো। কঃ—শোণা। তৈঃ—পেকামাছ।
উঃ—ফণফণা। তাঃ—পন, পঞ্জমুলিন।

শ্যোগাকের অনূর্ধসংজ্ঞা—“পৃথুশিষ,” “দীর্ঘবৃন্তক,” “পীতবৃক্ষ,” “বাতারি”।

বর্ণন—ক্ষীণকাণ্ড, উচ্চ, শাখাবর্জিত বৃক্ষ। কাণ্ড পত্রবৃন্তসন্নিবেশী চিহ্নে
উচ্চনীচ। ফলের অভ্যন্তর পীতবর্ণ। পত্রবৃন্ত অতিদীর্ঘ, শিথি তরবারির মত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলমূলক ও ফল। মাত্রা—চূর্ণ ১—২ আনা। কাথ—৫—
১০ তোলা। স্বরস—১—২ তোলা।

বৈদ্যকে শ্যোগাকের ব্যবহার।

সুশ্রুত—অতিসারে শ্যোগাকমূলক—শোণাগাছের মূলের ছাল উত্তমরূপে পেষণ-
পূর্কক পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে গামার ও পদ্মের পত্রদ্বারা ঐ পিণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া
সূত্রদ্বারা বেঁধে রাখিবে, অতঃপর মাটির লেপ দিয়া তপ্ত অঙ্গারের উপরি স্থাপন করিবে।
অভ্যন্তরস্থ পিণ্ড সুসিক্ত হইলে, অঙ্গার হইতে উত্তোলন করিয়া রস নিকাশিত করিবে। এই
রস শীতল হইলে, মধুবোনে অতিসার রোগীকে সেবন করাইবে। (উঃ ৪০ অঃ)।
(২) পূতনাপ্রতিষেধে অরলু—শোণার মূলের ছাল জলে সিক্ত করিয়া সেই জল বালকের
গাত্রে সেচন করিলে, পূতনাগ্রহাক্রান্ত শিশু নিরাময় হয়। (উঃ ৩২ অঃ)।

বক্তব্য—চরক, শ্যোগাক, অম্বুভাসনোপগ, পুরীষসংগ্রহণ, শোধহর এবং শীতপ্রশমন
বর্গে পাঠ করিয়াছেন। রাতনিঘণ্টক “শ্যোগাকো পৃথুশিষোহস্তো তন্নকোদীর্ঘবৃন্তকঃ” পাঠ
করিয়া প্রতীতি করে যে টুটুক এবং শ্যোগাক পৃথক—যাহা পৃথুশিষ ও দীর্ঘবৃন্তক তাহাই
টুটুক। টীকাকারগণ শ্যোগাকের অর্থ টুটুক এবং টুটুকের অর্থ শ্যোগাক লিখিয়াছেন।
বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও টুটুক এবং শ্যোগাক শব্দে একই উদ্ভিদ (যাহা নাউশোণা নামে খ্যাত) ব্যবহার
করেন। অতএব আমরাও টুটুক শব্দ শ্যোগাকের পর্যায়রূপে গ্রহণ করিয়াছি।

Constituents.—Oroxilin, an acrid principle, pectin, extractive matter, fat, wax, &c.

Actions and uses.—As an anodyne the oil is dropped into the ear in otorrhoea. The powder and infusion of the bark combined with opium are sudorific, better than Dover's powders. As an anodyne, a bath prepared with the bark is frequently employed in acute rheumatism. It is also used in dropsy. (R. N. Khory, Vol. II., p. 460.)

Dr. B. Evers says :—“I have made a trial of the powder and an infusion of the bark, and have found it to be most powerfully diaphoretic ; the drug has slight anodyne properties ; also a bath, prepared with the bark, I have frequently employed in rheumatism. Twenty cases of acute rheumatism were treated with this drug, and in all the results have been most satisfactory. The dose of the powder is from 5—15 grains, thrice daily, of the infusion (1 ounce of the bark to 10 ounces of boiling water) an ounce three times a day. Combined with opium it forms a much more powerful sudorific than the compound powder of ipecacuanha. The drug does not possess any febrifuge properties. (Indian Medical Gazette, February and March, 1875.)

নব্যতম—শোণাছালের কন্ধ দ্বারা পক তিলতৈল, পুতিকর্মে হিতকর। ছালের চূর্ণ ও শীতকষায় অহিফেন যোগে প্রয়োগ করিলে, “ডোভার্স পাউডার” অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘর্মকারক। ইহার ছালের সহিত সিদ্ধ জল, বেদনাহর বলিয়া, শোথ ও বাতরোগীর স্নান এবং ধাবনার্থ প্রয়োগ করিবে। (আর্, এন্, স্কোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬০)।

ডাঃ বি এভার্স বলেন,—শোণার ছাল চূর্ণ এবং ছালের শীতকষায় প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি উহা অমোঘ ঘর্মকারক। উহার বেদনাহর শক্তিও আছে। বাতরোগীর স্নানও ধাবনার্থ জল, শোণার ছালের সহিত সিদ্ধ করিয়াও ব্যবহার করাইয়াছি। ২০টা তরুণ (Acute) বাতরোগীকে (আমবাত রোগীকে) এইরূপে শোণার ছাল ব্যবহার করাইয়া সম্ভ্রামজনক ফললাভ করা গিয়াছে। ছাল চূর্ণের মাত্রা—৫—১৫ গ্রেণ, দিনে তিনবার। শীতকষায় আধ ছটাক দিনে তিনবার। শীতকষায় প্রস্তুতের নিয়ম—আধ ছটাক কুট্টিত শোণাছাল পাঁচ ছটাক উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার সহিত অহিফেন যোগ করিলে “কম্পাউণ্ড এপিকাকুয়ানা পাউডার” অপেক্ষা ইহা অধিক ফলপ্রদ ঘর্মকারক রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। শোণার অরগ্নী শক্তি নাই। (ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট্ ফেব্রুয়ারী, মার্চ—১৮৭৫)।

সপ্তপর্ণ—সম্পর্ক: ।

সম্পর্ক:—Alstonia Scholaris, A. Oleandrifolia, Echites Scholaris.

পূর্বাচার্য্যকৃতবর্ণনাম্—“সম্পর্ক: যাক্সসীষহৃষপর্ণী মজমহনম্ব-
পুণ্য: যরদি বিকমলয়ীম তর্কীর্ষ:”—উল্লেখ: ।

धन्वर्थसंज्ञा—“शाल्मलीपत्रकः,” “छत्रपर्णः,” “सप्तच्छदः,”
“वृहत्त्वक्,” “गूढपुष्पः,” “मदगन्धः,” “गन्धिपर्णः,” “शारदौ” ।

त्रिदोषशमनो हृद्यःसुरभि दीपनः सरः । शूलगुल्मकामीन् कुष्ठं हन्ति
शाल्मलीपत्रकः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

सप्तपर्णस्तु तिक्तोष्णस्त्रिदोषघ्नश्च दीपनः । मदगन्धो निरुग्धेऽयं व्रणरक्तामय-
कामीन् । राजनिघण्टुः ।

सप्तपर्णस्त्रिदोषघ्नो वीर्योष्णोऽग्निप्रदीपनः । मदगन्धिर्व्रणहर स्त्रिक्त-
क्रिमिविनाशनः । कुष्ठं जीर्णज्वरं श्वासं गुल्मञ्च ग्रहणीन्तथा । प्रवाहिकां
सरक्ताञ्च वातरक्तं विनाशयेत् । भावप्रकाशः ।

कुष्ठे सप्तपर्णः—“* सप्तपर्णस्य । इति षट्कषाययोगाः कुष्ठघ्ना
निर्हिष्टाः स्नाने पाने च मता ।” (चिः ७ अः) । (२) स्तन्यशुद्धार्थम्
सप्तपर्णः—“अमृतासप्तपर्णत्वक्क्वाथञ्चैव सनागरम्” (चिः ३० अः) ।
चरकः ।

सान्द्रमेहे सप्तपर्णः—“सान्द्रमेहिनं सप्तपर्णकषायम्” (चिः ११ अः) ।
(२) दन्तकाष्ठगतविषे सप्तपर्णत्वक्—“त्वचः सप्तच्छदस्य वा । *
सञ्जीवः प्रतिसारणम्” । (कः १ अः) । (१) कासप्रवासयोः
सप्तपर्णः—“सप्तच्छदस्य पुष्पाणि पिप्पलीयापि मस्तुना पिवेत् सञ्जूर्णम् *”
(उः ५१ अः) सुश्रुतः ।

पित्तकफानुगे हिक्काप्रवासे सप्तपर्णः—“स्वरसः सप्तपर्णस्य * ।
हिक्काश्वासे मधुकणायुक्तः पित्तकफानुगे” । (२) दन्तकृमिषु सप्तपर्णः—
“सप्तच्छदार्कञ्जीराभ्यां पूरुषं कृमिशूलजित्” (उः २२ अः) । वाग्भटः ।

दुष्टव्रणे सप्तपर्णः—“सप्तदलदुग्धकारकः शमयति दुष्टव्रणं प्रसेपेण”
(ब्रह्मगोष—चिः) । चक्रदत्तः ।

সপ্তপর্ণের ভাষানাম—বাঃ—ছাতিম গাছ । কোঃ—ছাইতান্ । হিঃ—ছতিবন্, ছাতিয়ান্ । মঃ—সাখিন । শুঃ—সপ্তপর্ণ । কঃ—এলেলেগ, এড়াকুল, অরিটাকু । ইং—ডিটার্ক ।

সপ্তপর্ণের অন্বর্থসংজ্ঞা—“সপ্তচ্ছদঃ,” “শাল্মলীপত্রক্,” “ছত্রপর্ণ,” “বৃহৎস্বক্,” “গৃঢ়পুষ্প,” “মদগন্ধ,” “গন্ধিপর্ণ,” “শারদী” ।

বর্ণন—সপ্তপর্ণ, উচ্চ আরণ্য বৃক্ষ । বৃক্ষের ডক্ স্থূল ও শুভ্র, স্বাদে তিক্ত । ছেদন করিলে শুভ্রবর্ণ আঠা বাহির হয় । পত্রগুলি শাখার চতুর্দিকে ছাতার মত বিস্তৃত অতএব “ছত্রপর্ণ” নাম । পত্রসংখ্যা ৫—৭টী ; এইজন্য “অযুগ্মচ্ছদ” বা “সপ্তচ্ছদ” নাম । শিমুলের পাতার সহিত ইহার পত্রের সাদৃশ্য আছে বলিয়া “শাল্মলীপত্রক” বলে । পুষ্প—শুভ্র বা হরিমাত শুভ্র, ক্ষুদ্র, গুচ্ছাকারে বিস্তৃত, গন্ধ মদতুল্য । হস্তীর নাসারন্ধ্রনেত্রাদি হইতে যে জল স্রাব হয় তাহাকে মদ বলে । ছাতিমফুলের গন্ধ মদের মত । রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনে কালিদাস লিখিয়াছেন—

“প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদগন্ধিভিরাহতাঃ ।

অনুস্নেহব তন্নাগাঃ সপ্তপৈব প্রসুক্রবুঃ ।

সপ্তপর্ণ শরৎকালে পুষ্পিত হয় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ডক্, পুষ্প, আঠা । মাত্রা—ডক্চূর্ণ ১—২ আনা । পুষ্পচূর্ণ ১—৩ আনা । আঠা—১—২ আনা । ডক্ বা পুষ্পের স্বরস ১—২ তোলা । কাথ—৫—১০ তোলা ।

বৈদ্যকে সপ্তপর্ণের ব্যবহার ।

চরক—কুষ্ঠে সপ্তপর্ণ—ছাতিমছালের কাথ কুষ্ঠয় । এই কাথ কুষ্ঠরোগী স্নানে ও পানে ব্যবহার করিবে । (চিঃ ১১ অঃ) । (২) স্তন্যশুক্যার্থ সপ্তপর্ণ—গুলক ও ছাতিম ছালের কাথ পান করিলে স্তন্যশুকি হয় । (চিঃ ৩০ অঃ) ।

সুশ্রুত—সাস্ত্রমেহে সপ্তপর্ণ—যাহার সাস্ত্রমেহ হইয়াছে তাহাকে ছাতিমছালের কাথ পান করাইবে । (চিঃ ১১ অঃ) । (২) দন্তকাষ্ঠগতবিষে সপ্তপর্ণ—বিষাক্ত দন্তকাষ্ঠ (দাঁতন) ব্যবহার করিলে দন্তমাড়ীক্ষীতি প্রভৃতি উপসর্গ হইয়া থাকে, তৎপ্রতিকারার্থ ছাতিমছালের চূর্ণ মধুযোগে মুখকুহরে এবং মাড়ীতে বর্ষণ করিবে । (কঃ ১ অঃ) । (৩) খাসকাসে সপ্তপর্ণ—যাহার খাসকাস আছে সে ছাতিমের ফুল এবং পিঙ্গলী সবুজগে চূর্ণ করিয়া বধির মাতের সহিত সেবন করিবে । (উঃ ৫১ অঃ) ।

বাগ্ভট—হিকাখাসে সপ্তপর্ণ—পিত্তকফাঘ্নগত হিকাখাসে ছাতিমছালের রস
পিপুল ও মধুযোগে পান করিবে। (চি: ৪ অ:)। (২) দন্তক্রিমিতে সপ্তপর্ণ—দাঁতের
ক্রিমি জন্ম বেদনার, দন্তগহ্বর ছাতিমের আঠার পূরণ করিলে শূলশাস্তি হয়। (উ: ২২ অ:)।

চক্রদত্ত—চুষ্ট্রণে সপ্তপর্ণ—ছাতিমের আঠা শুক করিয়া হুষ্ট্রণে লেপন
করিলে কত পূরণ হয়। (ব্রণশোধ—চি:)।

বস্তুব্য—চরক, কুষ্ঠদ্বর্গে এবং সুশ্রুত আরণ্যখাদিগণে সপ্তপর্ণ পাঠ করিয়াছেন।
সুশ্রুতোক বিষমজরস্ব স্বত তৈলের পাঠে সপ্তপর্ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাবমিশ্রের মতে সপ্তপর্ণ
জীর্ণজরহর।

Constituents.—An alkaloid ditamine; two bases echitamine and
echitenene; also echicaoutchin, an amorphous yellow mass; echicerin,
in acicular crystals; echitin, in crystallized scales; echitein, in rhombic
prisms; and echiretin, an amorphous substance.

Ditamine.—To obtain it exhaust the powdered bark with petroleum
ether, and add boiling alcohol. An amorphous or crystalline powder,
having alkaline reaction and bitter taste, similar to quinine. Dose 5 to
15 grains.

Actions and uses.—As an alterative, the bark is given in gout,
rheumatism, skin diseases &c. As an astringent in chronic diarrhœa,
and in advanced stage of dysentery. As a bitter tonic in convales-
cence from exhausting diseases and fevers. The alkaloid is regarded
as febrifuge equal to quinine in efficacy, and is given in all forms of
malarial fevers. It is also a decided galactagogue. (R. N. Khory,
Vol. II., p. 383.)

Rumphius's experience is, that the bark is useful in catarrhal dys-
pepsia and in the febrile state consequent upon that affection, and also
for enlarged spleen. He says:—"Of its value in catarrhal dyspepsia I
can speak from experience; the dose should be 15 grains taken at bed-
time in powder or decoction.

"Nimmo in 1839 called attention to the bark as a powerful tonic and
suggested its use as an antiperiodic.

"Dr. Gibson in 1853 contributed a short, but interesting account
of the drug to the *Pharmaceutical Journal* (xii, p. 422). *Alstonia* bark
is officinal in the *Pharmacopœia of India*, and is described as an astring-
ent tonic, anthelmintic and antiperiodic. In the Concan the juice of
the fresh bark with milk is administered in leprosy, and is also prescrib-
ed for dyspepsia and as an anthelmintic. One of us has found the tinc-

ture of the bark to act in certain cases as a very powerful galactagogue : in one case the use of the drug was purposely discontinued at intervals, and on each occasion the flow of the milk was found to fail.”

“The people (of Manilla) having been in habit of using it from time immemorial in decoction against malignant, intermittent and remittent fevers with the happiest result, the attention of our leading physicians was excited, and the active principle ditain has now become a staple article, and ranks equal in therapeutical efficiency with the best imported sulphate of quinine. Numberless instances of private and hospital practice carried out by our best physicians, have demonstrated this fact. Equal doses of ditain and of standard quinine sulphate have had the same medicinal effects; besides having none of the disagreeable secondary symptoms, such as deafness, sleeplessness and feverish excitement, which are the usual concomitants of large quinine doses, ditain attains its effects swiftly, surely and infallibly.

We use ditain generally internally in quantities of half a drachm daily for children, and double the dose for adults, due allowance being made, of course, for age, sex, temperament, &c. We derive very beneficial effects from its use, too, under the form of poultices. Powdered dita bark, cornflour, each half a pound; hot water sufficient to make a paste. Spread on linen and apply under the armpits, and on the wrists and ankles, taking care to renew when nearly dry, and provided the desired effects should not have been obtained. The results arrived at by ditain in our Manilla Hospitals and private practice are simply marvellous. In our military hospital and penitentiary practice, ditain has perfectly superseded quinine and it is now being employed with most satisfactory results in the island of Mindanao, where malignant fevers are prevalent.” (Dymock, Vol. II., pp. 387-88).

নব্যমত—ছাতিমের ছাল রসায়ন বলিয়া আমবাত, বাত এবং চন্দ্ররোগে ব্যবহৃত হয়। সঙ্কোচক হেতু চিরজাত উদরাময় এবং সংগ্রহ গ্রহণীতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা তিক্ত ও বলা বলিয়া জ্বরাদি পীড়ার অবসানে সেব্য। ছাতিম ছাল হইতে নিষ্কাশিত Ditamineএর জরয়ী শক্তি কুইনাইনের তুল্য—বরং কুইনাইন সেবনের বধিরতা, অনিদ্রা, কর্ণনাদ প্রভৃতি কুফল ইহাতে নাই। ইহা সর্ববিধ ম্যালেরিয়া জরে বিশেষ ফলপ্রসূ। রস্ফিয়াস্ বলেন ছাতিমছাল যে কফজ গ্রহণীতে বিশেষ উপকারী ইহা আমি পরীক্ষা করিয়াছি। রাত্রিতে শয়নকালে ১৫ গ্রেণ চূর্ণ সেব্য। কখন দেশে ছাতিমছালের রস ছুঁইয়া সহিত কুঠরোগীকে সেবন করান হয়। পরীক্ষা দ্বারা হিরীকৃত হইয়াছে যে ছাতিম ছালের চীংচার অমোঘ বৃত্ত সাবকারী। অপর বিষয় উক্ত ইংরাজি পাঠে জ্ঞাতব্য।

सर्षपचतुष्टय—सर्षपचतुष्टयम् ।

भेदाः—(१) गौरसिद्धार्थः, (२) रक्तसिद्धार्थः, (३) राजिका,
(४) कृष्णराजिका ।

गौरसिद्धार्थः चासुरी—Brassica Campestris. राजिका,
राजस्रवकः—B. Juncea. कृष्णराजिका—B. Nigra.

अन्वर्थसंज्ञा—सिद्धार्थयोः—“कटुस्नेहः,” “यहृष्टः,” “कुष्ठ-
नाशनः” । राजिकयोः—“राजसर्षपः,” “सुधाभिजनकः,” “कृमिहृत्” ।

गौरसर्षपकोऽत्युष्णो रक्षोघ्नः कफवातजित् । कृष्णामकण्डुकुष्ठघ्नः
श्रुतिशीर्षानिलार्तिजित् । तद्वद्रक्तस्तुसिद्धार्थस्त्रिक्तः स्निग्धोष्णकः कटुः ।
राजिका कटुतिक्तोष्णा कृमिघ्नोष्णहरा परा । रुचिष्ठा पित्तला प्रोक्ता
दृष्टिवस्त्रिप्रदूषणी । अन्यच्च—राजिका तु कफवातहारिणी रोचिकाभिजननी
च कथ्यते । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

सिद्धार्थः कटुतिक्तोष्णः वातरक्तग्रहापहः । त्वग्दोषशमनो रक्षो विष-
भूतव्रणापहः । राजसर्षपकः (राजिका) तिक्तः कटुष्णो वातशूलघुत् ।
पित्तदाहप्रदो गुल्मकण्डुकुष्ठव्रणापहः । राजनिघण्टुः ।

सर्षपस्तु रसे पाके कटुः स्निग्धः सतिक्तकः । तीक्ष्णोष्णः कफवातघ्नो
रक्तपित्ताग्निवर्धनः । रक्षो हरेद् व्रणं कण्डू कुष्ठकोष्ठकृमिघ्नान् ।
यथा रक्तस्तथा गौरः किन्तु गौरो वरो मतः । राजिका कफपित्तघ्नो
तीक्ष्णोष्णा रक्तपित्तघ्ना । किञ्चिद्दुष्माग्निदा कण्डू कुष्ठकोष्ठकृमिघ्ना
हरेत् । अतितोष्णा विशेषेण तद्वत् कृष्णापि राजिका । तीक्ष्णोष्णं सर्षपं
नालं वातघ्नोष्णव्रणापहम् । कण्डूवमिहरं दद्रुकुष्ठघ्नं रुचिकारकम् ।
भावप्रकाशः ।

राजस्रवकशाकान्तु त्रिदोषशमनं सहु । याहि शस्तं विशेषेण
ग्रहस्थयीविकारिणाम् । त्रिदोषं बह्विभूतं सर्षपं शाकमुच्यते ।

चरकः—(सू: २७ अ:) । विदाहि वहविमूत्रं रुचं तीक्ष्णोष्णमेवच ।
त्रिदोषं सार्षपं शाकं—सुश्रुतः—(सू: ४६ अ:) ॥

कुष्ठे सार्षपः स्नेहः—“सर्षपकरञ्जकोशातकानां तैलानि * । कुष्ठेषु
हितान्याहुः (चि: ७ अ:) । चरकः ।

जरुस्तम्भे सर्षपः—* “दिक्षाच्च मूत्राढ्यैः करञ्जफलसर्षपैः । (चि:
५ अ:) । (२) श्लोपदे सर्षपतैलम्—पिवेत् सर्षपतैलं वा श्लोपदानां
निवृत्तये” (चि: १६ अ:) । सुश्रुतः ।

अपस्मारोन्मादादिषु सर्षपः—“नक्तमालकवोजाणि तथाच गौर-
सर्षपाः । वस्तमूत्रेण पिष्टैस्तु गुड्डी छायाविशोषिता । अञ्जनं हृत्पस्मार
सुम्नादञ्चैव दारुणम्” । (चि: १६ अ:) । (२) दन्तरोगे सर्षपः—*
घर्षी लवणसर्षपैः” (चि: ४५ अ:) । हारीतः ।

सन्निपातज्वरिणः कर्णमूलशोथे सर्षपः—“शियुराजिकायाः कल्कं
कर्णमूले प्रलेपयेत् । कर्णमूलभवः शोथ स्तेन लेपेण शाम्यति” । (ज्वर
—चि:) । भावप्रकाशः ।

वातरक्ते सर्षपः—“गौरसर्षपकल्केण प्रदेहो वातरक्तहा” (वातरक्त—
चि:) । (२) चर्मदले सर्षपः—“राजिकागुडयुक्तेन सैन्धवेन प्रयोजितम् ।
विडालचर्मणा वहं नाशं चर्मदलं द्रुतम्” । (कुष्ठ—चि:) । वङ्गसेनः ।

सर्षपेण छेद—सर्षपं चारि अकार, यथा—(१) गौरसर्षप, (२) रक्तसर्षप,
(३) राजिका, (४) कृकसर्षपिका । यद्यन्त्रिणं यत्ते उदगौरं ७ रक्तं छेदने सर्षपं द्वे अकार ।

अस्यार्थसंज्ञा—सर्षपार्थस्येण—“ कट्टेणैह, ” “ अह्न, ” “ कूठेनाशन ” ।
राजिकास्येण—“राजसर्षप, ” “ कृपातिजनक, ” “ कुमिह्न ” ।

सर्षपेण भावानाम—वातरीयं वर्णतमं चिदा ना करिणे, सर्षपं दूतः द्वे
अकार—सर्षपं ७ राजिका । अह्नैव सर्षपं ७ राजिकां भावानामं निमित्तं हरेच्छेह ।

सर्षपार्थेण—वाः—वेतनसिवा । सिः—सर्षपं सर्षपौ । सः—वेतनसिवा । सः—

শরশব। কঃ—চিগীরসাসেব। তৈঃ—কদাও। তাঃ—অভাসু। অঃ—উর্কে অধীর্দ্।
ফাঃ—সর্ষক্। ইং—সাইনাপিস্ এল্‌বা।

রাজিকার—বাঃ—রাইসরিষা। হিঃ—রাই। মঃ—মোহরী। গুঃ—রাই জবুগরী।
কঃ—সাসিরাই। তৈঃ—বর্ণাগী। অঃ—খাদল। ইং—সাইনাপিস্ নিগ্রা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ—তৈল। মাত্রা—বীজ (সর্ষপ) ১—৪ আনা।
তৈল—৩—২ তোলা। খেতসর্ষপ (সিদ্ধার্থ) অপেক্ষা কৃষ্ণসর্ষপ (রাইসরিষা) তীব্রগুণবৃক।
খেতসর্ষপ বমন কার্যে প্রশস্ত। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে লেপাদি কার্যে রাইসরিষা
এবং সেবনার্থ খেতসরিষা গ্রাহ্য।

বৈদ্যকে সিদ্ধার্থ ও রাজিকার ব্যবহার।

চরক—কুষ্ঠে সর্ষপ তৈল—সর্ষপ তৈল কুষ্ঠের ক্ষতে হিতকর। (চিঃ ৭ অঃ)।

সুশ্রুত—উরুস্তম্ভে সর্ষপ—করঞ্জফলবীজ এবং সর্ষপ গোমূত্রযোগে পেষণ পূর্বক
উরুস্তম্ভে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ৫ অঃ)। (২) শ্লীপদে সর্ষপতৈল—শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তির
অন্ত সর্ষপ তৈল পান করিবে। (চিঃ ১৯ অঃ)।

হারীত—অপস্মার উন্মাদাদিরোগে সিদ্ধার্থ—ডহরকরঞ্জার বীজ এবং খেতসরিষা
ছাগীমূত্রে পেষণ পূর্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া ছায়াশুক করিবে। ইহা মধুযোগে ঘর্ষণ
করিয়া নেত্র অঞ্জন করিলে অপস্মারাদি ব্যাধির আক্রমণ নিবৃত্তি পায়। সন্নিপাত-জ্বররোগীর
সংজ্ঞাজননার্থও ইহার অঞ্জন প্রশস্ত। (চিঃ ১৯ অঃ)। (২) দস্তুরোগে সর্ষপ—সর্ষপচূর্ণ
এবং লবণ একত্র করিয়া দস্তমাটী ঘর্ষণ করিবে। ইহা দস্তমাটীর ক্ষতি ও রক্তস্রাব
নিবারণ করিতে পারে। (চিঃ ৪৫ অঃ)।

জীবপ্রকাশ—সন্নিপাতজ্বরীর কর্ণমূলশোধে সর্ষপ—শজিনার মূলত্বক এবং
সরিষা জলের সহিত পেষণ পূর্বক কর্ণমূলশোধে প্রলেপ দিলে শোধ নিবৃত্তি পায়।

বঙ্গসেন—বাতরক্তে সিদ্ধার্থ—খেতসরিষার প্রলেপ দিলে বাতরক্ত নিবৃত্তি পায়।
(বাতরক্ত—চিঃ)। (২) চর্ম্মদলে রাইসরিষা—গুড় এবং সৈন্ধবলবণ সহ রাইসরিষা চূর্ণের
প্রলেপ দিয়া, বিড়ালের চর্ম্মদ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিলে চর্ম্মদল ধিনাশ পায়। (কুষ্ঠ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, কণ্ডুর, আস্থাপনোপগ এবং শিরোবিরেচনোপগ বর্ণে এবং সুশ্রুত
পিঙ্গল্যাধিবর্ণে সর্ষপ পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুতে উর্জভাগহর অর্থাৎ বমনকর ত্রব্যের মধ্যে
সর্ষপ পাঠিত হইয়াছে। টীকাকার বলেন “সর্ষপাঃ খেতসর্ষপা বিশেষণ বসনার্থাঃ। সৌন্দর্য
শিরোবিরেচনবর্ণে সিদ্ধার্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

Constituents.—Sinapis Alba contains a bland fixed oil, 20 to 25 p. c. A crystalline substance sinalbin ; sinapine sulpho-cyanide Lecithin, mucilage (only in testa) ; Myrosin, a ferment ; proteids, ash 4 p. c.

Physiological Actions.—Flower of mustard is nervine, stimulant, emetic and diuretic ; externally rubefacient, counter-irritant and vesicant. In small doses it promotes digestion and removes flatus ; in large doses, it is a stimulating and sure emetic in over-feeding, indigestion and in narcotic poisoning, when given with hot water. It is an irritant to the skin. Its chief use, however, is as an external remedy to relieve local pain, to stimulate the viscera and to act as a counter-irritant. The volatile oil, in the form of a charta or plaster, acts as a stimulant and vesicant to whatever part it is applied. Its application causes redness, heat and severe burning pain. If applied for a long time it causes vesication by setting up local inflammation. It is extensively used as a household remedy to rouse patients from syncope, low states of the system and from unconsciousness, as a counter-irritant it is largely used in all internal inflammations.

Therapeutic uses.—It is applied to remove muscular neuralgic and rheumatic pains, in colic, gastralgia, in inflammation of the air passages of the lung, pleura, pericardium, &c. The volatile oil is highly irritant. Taken internally it produces gastro enteritis. The liniment is applied as a rubefacient and also as a vesicant to the swollen joints. As a derivative, mustard foot-baths or hipbaths are largely used in fevers, uterine derangements, especially amenorrhœa and dysmenorrhœa ; in headache, cerebral congestion, in cardiac and in chest pains, &c. The fixed oil is applied to promote the growth of hair. The powder is often mixed with wheat flour to weaken its irritant effects. (R. N. Khory, Vol. II., p. 67).

“Modern research has shown that essential oil of mustard has anti-septic properties and is destructive of bacteria. * Given internally to the extent of a heaped dessert spoonful in a pint of warm water or gruel, mustard flour acts rapidly as an emetic through its irritant action on the mucous membrane of the stomach, and is therefore useful when narcotics have been taken in poisonous doses. * During excretion mustard irritates the kidneys and causes diuresis. (Dymock, Vol. I., pp. 124-5.)

নব্যমত—সর্ষপচূর্ণ নাভের বিকার প্রশমক, উষ্ণ, বায়ক এবং মূত্রকারক ।
বহিঃপ্রয়োগে স্বক্ লাল করে, কোষা পড়ায় এবং বিপরীত উত্তেজক । অল্পমাত্রায়

সেবিত হইলে সর্ষপ, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধিত ও উদরাখান প্রশমিত করে। সর্ষপচূর্ণ অধিক মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে উত্তেজক এবং অব্যর্থ বায়ক ; অতএব অতি জোজন, অজীর্ণ এবং অহিফেনাদি বিষকারি মাত্রায় সেবিত হইলে, বমনার্থ ইহা সেবন করাইবে। অঙ্গ বিশেষের বেদনা প্রশমন, কোষ্ঠাঙ্গের (Viscera) উত্তেজন এবং বিপরীত উত্তেজন (counter irritation) আনয়নার্থ, ইহা বিশেষতঃ বহিঃপ্রযুক্ত হইয়া হইয়া থাকে। ইহার উষ্ণ তৈলের (volatile oil) পলঙ্গা যে অঙ্গে স্থাপিত হয় তদঙ্গ উত্তেজিত, লাল ও উত্তপ্ত হয়, ফোঁকা পড়ে, এবং দাহ জন্মিয়া থাকে। যদি অধিকক পলঙ্গা রাখা হয়, তাহা হইলে তদঙ্গে প্রদাহ জন্মাইয়া ফোঁকা পড়ায়। যখন রোগীর নিশ্বাসোচ্ছ্বাস ও হৃৎস্পন্দন ক্রম প্রায় কিংবা রোগী হিমাজ বা তন্দ্রাভিত্ত হইয়া, তখন তাহার চৈতন্যোৎপাদনার্থ সর্ষপচূর্ণ, রোগীর অঙ্গে ঘর্ষণ ও লেপন করিবে। বাবতীর আভ্যন্তর প্রদাহে সর্ষপচূর্ণের পলঙ্গা বিপরীত প্রদাহকারীস্বরূপ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পৈশিক, নিউম্যাল্জিক এবং আমবাতের বেদনা, শূল এবং পাকস্থালী, ফুপ্ফুসের বায়ুমাগ, ফুপ্ফুসবেষ্ট (Pleura) এবং হৃৎবেষ্টের (Pericardium) প্রদাহে, সর্ষপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বর, গর্ভাশয়ের পীড়া বিশেষতঃ কষ্টরজঃ রজোরোধ বা বিলম্বিত রজোরোগে, শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য এবং হৃৎ ও বক্ষোদেশের পীড়ায়, উষ্ণ জলে সর্ষপচূর্ণ মিশাইয়া সেই জলে পাদধ্বস বা কটীপর্য্যন্ত নিমজ্জিত রাখা হয়। আধুনিক অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বিগুন্ধ সর্ষপ তৈল পচন নিবারক এবং “ব্যাণ্টেরিয়া” নাশক। সেবিত সর্ষপ দেহ হইতে বহির্নিঃসরণকালে বৃক্কের উত্তেজন জন্মাইয়া, অধিক মাত্রায় মূত্রস্রাব ঘটায়। (আর, এন্, কোরি, :য়ঃ ৭৩, ৬৭ পৃঃ ; ডিমক্, ১ম, ৭৩, ১২৪ । ২৪ পৃঃ ।)

সারিবাছয়—সারিবাছয়ম্ ।

সা(যা)রিবা, জ্ঞায়াসারিবা অনন্তা, জ্ঞায়ামূলী,—Asclepias Pseudosarsa ; Hemidesmus Indicus ; যুক্তসারিবা, শ্যামা, কাষ্টসারিবা, আক্লীতা—Echites Frutescens.

সারিবে হে তু মধুরে কফবাতাস্ননাশনে । কুষ্ঠকঙ্কু জ্বরহরে মীষদুর্গন্ধি-
নাশনে । জ্ঞায়ামূলী তু সংঘাতি শিথিরা কফপিত্তজিত্ । তৃণ্যাক্ষি-
প্রয়মনী রক্তপিত্তহরা স্মৃতা । ধন্বন্তরীযনিঘরটু রাজনিঘরটুস্ব ।

সারিবাযুগলং স্নাদু স্নিগ্ধং যুক্তকরং গুরু । অম্লিমাত্ম্যাক্ষিষ্মাস্বাস্বাসাম
বিষনাশম্ । দৌষত্রয়াস্নপ্রদরজ্বরাসিয়ারনাশম্ । ভাবপ্রকাশঃ ।

सारिवा वातपित्तासृक्कृद्दृष्टिज्वरनाशनी । अनन्ता ग्राहिणी
रक्तपित्तप्रशमनी हिमा । राजवल्लभः ।

स्नेदनं मूत्रकृद् वल्यं परं वृष्यं रसायनम् । औपदंशिकरोगघ्नं सर्व्वचर्म-
विकारनुत् । आमवातं वातरक्तं सूतरोगांश्च नाशयेत् । इति कश्चित् ।

स्कन्दापस्मारप्रतिषेधार्थम् अनन्ता—“अनन्तां कुकुटीं *
धारयेत्” । (उः २८ अः) । (२) अर्शःसु आस्फोता—“* कलसे वास्तः
आस्फोतामूलकल्कावलिप्ते निषिक्तं तक्रमन्तमनन्तं वा पानभोजनेषूपयुञ्जीत
(चिः ६ अः) । (३) व्रणशोधनार्थं आस्फोता—“आस्फोतजातीकरवीर-
पत्रैः । कषाय मिष्टं व्रणशोधनार्थम्” (चिः १८ अः) । (४) मूषिकविषे
आस्फोता—“सर्पिः पिवेन्नरः । आस्फोतमूलसिद्धं वा” (कः ५ अः) ।
(५) पूतनाप्रतिषेधे आस्फोता—“आस्फोता चैव योज्याः स्युर्वालानां
परिषेचने” । (उः ३२ अः) । (६) प्रवासे अनन्ता—“गोपवल्गुप्रदके सिद्धं
स्यादन्यद्विगुणे घृतम्” (उः ५१ अः) । सुश्रुतः ।

अग्न्यग्न्ये अनन्ता—“अनन्ता संघाहकरक्तपित्तप्रशमनानाम्” (सुः
२५ अः) । चरकः ।

व्रणे सारिवामूलम्—“एकं वा सारिवामूलं सर्व्वव्रणविशोधनम्”
(व्रण—चिः) । (२) नेत्ररोगे श्यामा—“श्यामाकाशाम्बुना वाद्य सेचनं
कुसुमापहम्” (नेत्ररोग—चिः) । चक्रदत्तः ।

वातव्याधौ श्यामा—“जह्वं वातविनाशाय वासापत्रसमन्वितं । श्यामा-
मूलं पिवेत् पिष्टं क्षीरेण परिमिश्रितम्” । (वातव्याधि—चिः) ।
(२) व्रणशुक्रनाम नेत्ररोगे श्यामा—“पाद्योतनं * । श्यामामूलकषायं
वा मधुना व्रणशुक्रिणाम्” (नेत्ररोग—चिः) । वङ्गसेनः ।

शारिवाहय—देवघटक शारिवाहय नदस्य अनन्तम् ७ प्राग्वहता एवम् केवलं शारिवा
नदस्य अनन्तम् गृहीत इति वाक्ये । जलकोक अत्र चिकित्सात्त जीकार शिवताम् शिवताहम्

“যত্র শরিবৈক্য পঠ্যতে তত্রানন্তমূলমেব । এবমন্তজাপি জেয়ঃ” । ডাঃ উদয়চাঁদ বে বলিয়াছেন “When however Sáriva is used in the singular number it is the usual practice to interpret it as syamalata (Ichnocarpus frutescens)” ইহা শাস্ত্র ও ব্যবহার উভয় বিরুদ্ধ ।

শরিবাহয়ের পর্য্যায়—কৃষ্ণসারিবা, উৎপলসারিবা, অনস্তা, কৃষ্ণমূলী ও গোপবন্দী ইহারা শরিবা অর্থাৎ অনন্তমূলের নাম । আর শুক্লসারিবা, শ্রামা, আক্ষোতা, কাষ্ঠসারিবা শ্রামাগতার নাম । প্রাচীন নিঘণ্টুতে ক্ষোতা বা আক্ষোতা শব্দ শুক্ল সারিবাহর পর্য্যায়ের পঠিত হইয়াছে । পরবর্তী আচার্য্যগণ হাকরমালী অর্থ আক্ষোতা শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন । কেহ কেহ শ্রামাগতার পর্য্যায়ের কাষ্ঠসারিবা শব্দ পাঠ করিলেও আমার বোধ হয় কাষ্ঠসারিবা ও শ্রামাগতা পৃথক্ উদ্ভিদ । কেননা, কোন কোন আচার্য্য কাষ্ঠসারিবাহর পরিচয়ে লিখিয়াছেন “কাষ্ঠসারিবা উত্তরাপথে প্রসিদ্ধঃ সারিবাভেদঃ” । ইহা পাঠ করিয়া অসুমান হইবে কাষ্ঠসারিবা ও শ্রামাগতা ভিন্ন । পূর্বে কাষ্ঠসারিবা শব্দে যে হাকরমালীই বুঝাইত না ইহারই বা প্রমাণ কি ?

সারিবাহর (অনন্তমূলের) ভাষানাম—বাঃ—অনন্তমূল, হিঃ—কালীসর, গৌরীসর, সালসা । শুঃ—উপলসরী । তাঃ—নরারী । তৈঃ—গাডিমুজ্বাদি । অঃ—অঙ্গগবতুরর । কাঃ—অস্বাহিহিন্দী । ইং—ইণ্ডিয়ান সেন্টেড্ কণ্টি, মার্শাপেরিলা ।

বর্ণন—অনন্তমূল বৃক্ষাশ্রিতা কচিং ভুলুষ্ঠিতা লতা । বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র অনন্তমূল জন্মে । বর্ষার প্রথম বারিপাতে ইহার পুরাণ মূল হইতে নব প্রতান নির্গত হয় । যে অনন্তমূলের পাতা গাঢ়হরিষর্প সূক্ষ ও লম্বা, যাহার পাতার মধ্যে শিরা হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি সূক্ষ শুভ্রবর্ণ কেশাকৃতি রেখা আছে । যাহার পাতার কোন প্রকার রোম নাই—লতা ক্ষুদ্রকার—ডাঁটা ক্ষীণ, মূলে ছারপোকায় মত গন্ধ, তাহাকে গ্রাম্যঅনন্তমূল বলা যাইতে পারে । মধুপুর অঞ্চলে যে অনন্তমূল জন্মে তাহার পাতা অপেক্ষাকৃত চৌড়া, লতা স্থল ও দীর্ঘ হয় । মূল স্থলতর এবং বিশেষতঃ কাষ্ঠগর্ভ । বর্ষাকালে পুষ্পিত হয় । শ্যামালতার পত্র অনন্তমূলের পত্রাপেক্ষা চৌড়া, লতা অতিদীর্ঘ ও স্থলতর । প্রায়ই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বর্জিত হয় । ছিন্ন করিলে ক্ষীর নির্গত হয় । লতা বিলক্ষণ দৃঢ় । গ্রন্থ বৃষও বাধিয়া রাখা যায় । পল্লিগ্রামের ধীবরেরা পুষ্ট শ্রামাগতা সংগ্রহ করিয়া “বালুই” (মাছ ধরিলে মাছ রাখিবার জন্য ব্যবহৃত পাত্র বিশেষ) প্রস্তুত করে । পুষ্প শুষ্কাকারে আবিভূত হয় । পুষ্প শুভ্র, পুষ্পকাল—আষাঢ়, শ্রাবণ । অনন্তমূলের আর্জমূল বাহ । শুষ্কমূলের স্বক্, স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া থাকে । শুষ্ক হইলেও গন্ধ অন্তর্হিত হয় না ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রলতা—বিশেষতঃ মূল । মাত্রা—কাষ—৫—১০

ভোলা । মূলক ২—৮ আনা ।

বৈদ্যকে সারিবাছয়ের ব্যবহার ।

সুশ্রুত—স্কন্দাপস্মারপ্রতিষেধে অনস্তা—শিশুর স্কন্দাপস্মার গ্রহ কর্তৃক আক্রমণ প্রতিষেধার্থ তাহাকে অনস্তমূল ধারণ করাইবে (উঃ ২৯ অঃ) । (২) অর্শে শ্রামালতা—শ্রামালতার মূল পেষণ করিয়া মৃৎকলসীর অভ্যন্তর ভাগ লিপ্ত করিবে । এই কলসীতে ঘোল রাখিয়া সেই ঘোল টক হটক বা না হটক অর্শোরোগীর পানভোজনার্থ ব্যবহার করাইবে । (চিঃ ৬ অঃ) । (৩) ব্রণশোধনার্থে শ্রামালতা—শ্রামালতার মূলের কাথ পান এবং তদ্বারা ব্রণধৌত প্রশস্ত । (চিঃ ১৮ অঃ) । (৪) মূষিকবিষে শ্রামালতা—শ্রামালতার মূলের কাথ ও কন্ধসহ পক ঘৃত পান করিলে মূষিকবিষ প্রশমিত হয় । (কঃ ৫ অঃ) । (৫) পূতনাপ্রতিষেধে শ্রামালতা—শ্রামালতার মূলের কাথ শিশুর পরিষেচনার্থে ব্যবহার করিলে পূতনাগ্রহণস্ত শিশু স্বস্থতা লাভ করে । (উঃ ৩২ অঃ) । (৬) শ্বাসে অনস্তা—ঘৃতের দ্বিগুণ অনস্তমূলের কাথযোগে পক ঘৃত পান করিলে শ্বাস প্রশমিত হয় । (উঃ ৫১ অঃ) ।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে অনস্তা—সংগ্রাহক এবং রক্তপিত্তনাশক দ্রব্যের মধ্যে অনস্তমূল শ্রেষ্ঠ । (সুঃ ২৫ অঃ) ।

চক্রদত্ত—ব্রণশোধনে সারিবামূল—একমাত্র অনস্তমূল সর্বব্রণবিশোধক । (ব্রণশোধ—চিঃ) । (২) নেত্ররোগে শ্রামা—শ্রামালতার মূলের কাথ পরিষেচন করিলে কুসুমনামক নেত্ররোগ প্রশমিত হয় । (নেত্ররোগ—চিঃ) ।

বঙ্গমেন—বাতব্যাধিতে শ্রামা—বাসকের পত্র সহিত শ্রামালতার মূল পেষণ পূর্বক দুগ্ধযোগে পান করিলে, উর্দ্ধবাত নিবৃত্তি পায় । (২) ব্রণশুক্ৰনামক নেত্ররোগে শ্রামা—বাহার ব্রণশুক্ৰনামক নেত্ররোগ হইয়াছে তাহার নেত্রে, শ্রামামূলের রস, বা শ্রামা-কাথ মধুসহ বিন্দু বিন্দু পাতিত করিবে । (নেত্ররোগ—চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, বর্ণা, কণ্ঠা বিষয়, পুরীষসংগ্রহণ, দাহপ্রশমন ও জ্বরহরবর্গে এবং সুশ্রুত, বিদারিগন্ধাদিগণে সারিবা, কৃষ্ণসারিবা এবং সারিবাগণে সারিবা এবং বিষহর “একসর”গণে শ্রামালতা পাঠ করিয়াছেন

Constituents of *Hemidesmus Indicus*.—Coumarin. The aroma and the taste of the drug are due to this constituent ; a volatile oil, a crystallizable principle, hemidesmine ; and a crystalline stearopten called smilasperic acid.

Actions and uses of *Hemidesmus Indicus*.—Valuable alterative, diaphoretic, diuretic, tonic ; the powder fried in butter is given to children in thrush. With honey it is given in rheumatic pains and

boils. As a diuretic, its infusion with cow's milk is given in scanty and high coloured urine, strangury and gravel. As a diaphoretic and tonic, it is given in fevers with loss of appetite and disinclination for food. As an alterative it is given in chronic rheumatism, skin diseases, scrofula, syphilis, cachexia, constitutional debility &c. Infusion with onion and cocoanut-oil is given in piles. It is a good substitute for sarsaparilla. (R. N. Khory, Vol. II, p. 400).

Uses of Hemidesmus Indicus.—“In the more southern parts of the Concan the milky juice is dropped into inflamed eyes ; it causes copious lachrymation, and afterwards a sensation of coolness in the part. The root is tied up in plantain leaves and roasted in hot ashes ; it is then beaten into a mass with cumin and sugar and administered with *ghee* as a remedy in heat or inflammation of the urinary passages. In India *O'shaughnessy* found its diuretic action to be very remarkable ; two ounces infused in a pint of water and allowed to cool was the quantity usually employed daily, and by such doses the discharge of urine was generally trebled or quadrupled. It also acted as a diaphoretic and tonic, and so increased the appetite that it became a most popular remedy in his hospital, the patients themselves entreating its administration and continuance. (Dymock, Vol. II., p. 446-7.)

নব্যমত—অনন্তমূল, উপাদেয় রসায়ন, ষর্ষকারক, মূত্রপ্রদ এবং বল্য। ইহার চূর্ণ মাখমের সহিত ভাজিয়া শিশুর হাম মিল্মিলে রোগে ব্যবহৃত হয়। মধুর সহিত বাতের বেদনা ও ফোটকে প্রযুক্ত হয়। মূত্রকারক বলিয়া ইহার শীতকষায় (Infusion) গোছুয়ের সহিত মূত্রাশ্রতা, রক্তবর্ণ মূত্র নির্গম, ও রক্তমিশ্রিত মূত্রে এবং পাথুরীরোগে পান করিতে দেওয়া হয়। ষর্ষকারক এবং বলপ্রদ বলিয়া ইহা, অর, ক্ষুধামান্দ্য এবং ভক্তদেবে (Disinclination for food) ব্যবহৃত হয়। রসায়ন বলিয়া, পুরাণ বাত, চর্ষবিকার, গণ্ডমালা, ক্ষিরঙ্গরোগ ও ধাতুবেষম্য বিশেষে (Cachexia) এবং দুর্ষলেন্দ্রির রোগীকে সেবন করান হয়। ইহার শীতকষায়, পিন্নাজের রস ও বিণ্ডক নারিকেল তৈলের সহিত অর্শোরোগীকে পান করান হইয়া থাকে। অনন্তমূল শাসী পেরিলার উত্তম প্রতিনিধি। (আর, এন, ফোরি, ২য় খঃ ৪০০ পৃঃ)।

ককন প্রদেশের উত্তরাংশে অনন্তমূলের আঠা প্রদাহাষিত চক্ষুতে ফোটা ফোটা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা চক্ষু হইতে প্রচুর জলস্রাব করাইয়া চক্ষু শীতল করে। আর্দ্র, পুষ্ট অনন্তমূল, কলার পাতে বাধিয়া তপ্ত অঙ্গারে সিদ্ধ করিয়া, মূলত্বক পৃথক করিয়া পেষণ করা হয়। বেশ পিণ্ডাকৃতি প্রাপ্ত হইলে, ইহার সহিত জীরা চূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া গব্য ঘূতের সহিত মূত্রমার্গের বিদাহ কিংবা প্রদাহে সেবন করান হয়। ডাঃ ওসেনলী অনন্তমূলের মূত্রকরত্ব পরীক্ষা করিয়াছেন। ২ ঔন্স অর্থাৎ প্রায় এক ছটাক কৃষ্টিত

অনন্তমূল, এক পাইট উকলগে ভিজাইয়া, গীতকবার প্রস্তুত করিতে হয় । এই সমস্ত টুকু এক দিনে পান করিলে রোগীর মূত্রের পরিমাণ ত্রিগুণ কিংবা চতুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । ইহা উত্তম বর্ষকারক এবং বলপ্রদ । সেবনে রোগীদিগের ক্ষুধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ার, ইহা তাঁহার হাঁসপাতালের রোগীদিগের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল, এমনকি রোগীগণ স্বয়ং এই ঔষধ পাইবার এবং খাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত । (ডিমক্, ২য়: খণ্ড, ৪৪৭ পৃ:) ।

সিন্দুবার ও নিগুণ্ডী—সিন্দুবারো নির্গুণ্ডী চ ।

সিন্দু(ন্থ)বার:, খেতপুষ্প:—Vitex Trifolia. নির্গুণ্ডী, নীলপুষ্প:
—Vitex Negundo, V. Paniculata.

নির্গুণ্ডী কটুতিক্তা কামিকুষ্ঠরূজাপহা । বাতশ্লেষ্মপ্রশমনী প্লীহ-
গুল্মারুচীর্জযেৎ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু: ।

সিন্দুবার: কটুস্তিক্ত: কফবাতক্ষয়াপহ: । কুষ্ঠকণ্ডুতিশমন: শূল-
হৃত্ত কাশসিদ্ধিদ: । কটুণা নীলনির্গুণ্ডী তিক্তা রুচ্যা চ কাশজিত্ ।
শ্লেষ্মশোফসমীরাস্তিপ্রদরাধানহারিণী । রাজনিঘণ্টু: ।

সিন্দুক: স্মৃতিদস্তিক্ত: কষায়: কটুকো লঘু: । কেশ্যো নেত্রহিতো হন্তি
শূলশোথামমারুতান্ । কামিকুষ্ঠারুচিশ্লেষ্মজ্বরান্ নীলাপি তদ্বিধা ।
সিন্দুবারদলং জন্তুবাতশ্লেষ্মহরং লঘু । ভাবপ্রকাশ:

নির্গুণ্ডী কর্ষরীযুক্তা কটু তিক্তা কফাপহা । বাতং কষয়
শূলশ্চ কণ্ডুং কুষ্ঠশ্চ নাশয়েৎ । প্রোক্তা চাঃ:রুচ্যনির্গুণ্ডী পথ্যা পিত্তং
জ্বরং হরেৎ । বিষশ্চ মূত্রসৌবাতং নাশয়েৎ বর্ষকারিণী । পর্শ্বশ্বাস্যাস্ত
কটুকং চাম্বিদৌমিকরং লঘু । ক্রমীন্ কফশ্চ বাতশ্চ কুষ্ঠ' শোথশ্চ নাশয়েৎ ।
পরশ্বে নাশকং প্রোক্তং কণ্ডুশ্চৈব বিনাশয়েৎ । নিঘণ্টুরক্তাকর: ।

সকপে বিসর্পে নির্গুণ্ডী—“ইন্দ্রানীশাকং কাকাশা * । পৃথগ-
লেপনং কুর্ষ্বাদ্ভয়: সর্বশোঃপিবা । প্রদেহা: সর্ব্য এবৈতৈ দেয়া: সত্যহতা-

युताः । (चिः ११ अः) । (२) दर्वीकरैर्दृष्टे सिन्दुवारः—“सिन्दुवारस्व
मूलञ्च * । पानं दर्वीकरैर्दृष्टे—” । (चिः २५ अः) । (३) नाडी-
कुष्ठानिलार्त्तिषु निर्गुण्डी—“निर्गुण्डी मूलपत्राभ्यां गृहीत्वा स्वरसं
ततः । तेन सिद्धं समं तैलं नाडीकुष्ठानिलार्त्तिषु । हितं पामापचीनाञ्च
पानाभ्यञ्जनपूरणम् । (पिः २८ अः) । चरकः ।

रक्तपित्ते सिन्दुवारः—“* तथातिमुक्ताङ्गुरसिन्दुवारजम् । हितञ्च
शाकं वृतसंस्कृतं सदा” (उः ४५ अः) । सुश्रुतः ।

कफोत्थे कासे निर्गुण्डी—“निर्गुण्डीपत्रस्वरसेन सिद्धम् । सर्पिः
कफोत्थं विनिहन्ति कासम् । (२) पूतिकर्णे निर्गुण्डी—“निर्गुण्डीस्वरसे
तैलं सिन्धुधूमरजो गुडः पूरणं पूतिकर्णस्य शमनो मधुसंयुतः” । (कर्ण-
रोग—चि) । वङ्गसेनः ।

यक्ष्मणि निर्गुण्डी—“समूलफलपत्रायाः निर्गुण्डीः स्वरसै र्वृतम् ।
सिद्धं पीत्वा क्षयक्षीणो निर्व्याधिर्भाति देववत् ।” (यक्ष्म—चिः) ।
(२) गण्डमालायां निर्गुण्डी—* “नस्यकर्म्मणि योजयेत् । निर्गुण्डीयाञ्च
शिफां सम्यग्वारिणा परिपेषिताम्” । (गण्डगण्ड—चिः) । (३) कफज्वरे
सिन्दुवारः—“सिन्दुवारदलकायः सोषणः कफजे ज्वरे । जङ्घयोश्च वले
क्षोषे कर्णे वा पिहिते पिबेत्” । (ज्वर—चिः) । चक्रदत्तः ।

स्नायुकरोगे—निर्गुण्डी—“गव्यं सर्पिं त्र्यहं पीत्वा निर्गुण्डीस्वरसं
त्र्यहं । पिबेत् स्नायुकमत्युग्रं हृत्स्थवश्यं न संशयः” (स्नायुक—चिः) ।
भावप्रकाशः ।

निष्ठी—नीरु भाषानाम—वाः—निम्बिका, ईश्वर । कोः—निम्बिकार । आः—
पञ्चदश । उः—नागोषा । डाः—विमोहनकि । टैः—तेजावतिनी । अः—अध्वनक् ।
काः—कज्जड । हेः—काहेन-निष्ठी, चेट्टे टि ।

सिन्दुवारैरु भाषानाम—एते इहात्र विन्नेव भाषानाम नाहे, निष्ठी—नीरु

অভেদার্থে প্রযুক্ত হয়। অঃ—অস্ লেজ্ আবি। কাঃ—ফাঞ্জন্গস্ত আবি। তাঃ—সিক্রনোচ্চি। তৈঃ—নিরুববিল্লী। ইং—ইণ্ডিয়ান্ ওয়াইল্ড্ পিপার।

সিন্দুবারের ভেদ—পুষ্পবর্ণভেদে সিন্দুবার দুই প্রকার,—বাহার পুষ্প খেতবর্ণ তাহা সিন্দুবার এবং বাহার পুষ্প নীল তাহাকে নিগুণ্ডী বলে। নিঘণ্টুরত্নাকরের মতে নিগুণ্ডী আবার দুই প্রকার—কর্তুরীনিগুণ্ডী এবং অরণ্যনিগুণ্ডী। শেকালিকা অরণ্য নিগুণ্ডীর নামান্তর।

বর্ণন—পুষ্পবর্ণ, পত্রাকৃতি এবং পত্রসন্নিবেশ ভেদে সিন্দুবার বহুবিধ। বঙ্গের সর্বত্র সুলভ বলিয়া অগ্রে নীলপুষ্প সিন্দুবার অর্থাৎ নিগুণ্ডী সুলভঃ বর্ণিত হইতেছে। প্রায় ঝাড় বাধিয়া হয়—কাণ্ড মাম্বুষের উরুতুল্য সুল হয়। পত্র—কচিং ত্রিপত্র কচিং পঞ্চপত্র। বঙ্গে ত্রিপত্রই অধিক দৃষ্ট হয়—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রায়ই পঞ্চপত্র। ডিম্বক বলেন সমুদ্রতীরবর্তী দেশে প্রায় ত্রিপত্র বৃক্ষ লক্ষিত হয়। কোন কোন বৃক্ষের পত্রপ্রান্ত করাতের মত দস্তিত, ইহাকে “কর্তুরীনিগুণ্ডী” বলে। বঙ্গে কর্তুরীনিগুণ্ডী যত্রতত্র সুলভ নহে। পত্রের আকৃতি প্রায় অরহরের পাতার মত। শীতের শেষে বসন্তে বৃক্ষ পত্র-শূন্য হয়। পত্রের অধঃপৃষ্ঠ শুভ্র ও সিরাল, পত্রের গন্ধ অতি উগ্র। স্বাদে তিক্ত, পুষ্প গুচ্ছাকারে বিস্তৃত—পুষ্পের বর্ণ বেগুনে রঙের, ফিকে নীলরঙের এবং নীলাভখেতবর্ণেরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্পকাল—বসন্ত বা নিদাঘশেষ। কালিদাস “বসন্তপুষ্পান্তরণঃ বহতী” পার্বতী চিত্রিত করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—“মুক্তাকলাপীকৃতসিন্দুবারম্”।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, মূল। মাত্রা—পত্রস্বরস—১—২ তোলা। মূলস্বক্-ক ১—৪ আনা।

বৈদ্যকে সিন্দুবার ও নিগুণ্ডীর ব্যবহার।

চরক—সকফেবিসর্পে নিগুণ্ডী—অলেপিষ্ট নীলনিসিন্দার পাতা, অন্ন স্ত-যোগে ককজবিসর্পে প্রলেপ দিবে। (চিঃ ১১ অঃ)। (২) দর্বাঁকরদন্তে সিন্দুবার—কণাধারীসর্প কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে খেতনিসিন্দার মূলস্বক্ পেষণ পূর্বক শীতল জলের সহিত পান করাইবে। (চিঃ ২৫ অঃ)। (৩) নাড়ীকূষ্ঠানিলার্তিতে নিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দার মূল এবং পত্রের রসে বখাবিধি পক তিলতৈল, নাড়ীত্রণ, কূট, পামা, অপচী এবং বাত-ব্যধিতে পান ও মর্দনার্থ ব্যবহার করিবে। (চিঃ ২৮ অঃ)।

সুশ্রুত—রক্তপিতে সিন্দুবার—রক্তপিত্তরোগী স্তম্ভভিত্ত নিসিন্দার পত্র তোলন করিবে। (উঃ ৪৫ অঃ)।

বঙ্গসেন—কফজকাসে নিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দার পত্রের রসে পক ঘৃত, কফজ কাসনাশক। (কাস—চিঃ)। (২) পুতিকর্মে নিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দার পত্রের রস এবং সৈন্ধব লবণ, ঝুল ও পুরাণ গুড়ের কক সহিত পক তিলতৈল, মধুযোগে কণ পূরণ করিলে কণ হইতে পূষাদি স্রাব নিবৃত্তি পায়।

চক্রদত্ত—যক্ষ্মায় নিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দার মূল, ফল এবং পত্র কুট্টিত করিয়া রস লইয়া যথাবিধি গব্য ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে ক্ষয়গ্রস্তরোগী নির্বাধি হইয়া দেবব্যং শোভা পায়। (২) গণ্ডুমালায় নিগুণ্ডী—নীলনিসিন্দার মূলফল জলে পেষণ পূর্বক নস্ত করিলে গণ্ডুমালা প্রশমিত হয়। (গণ্ডুমালা—চিঃ)। (৩) কফজুরে সিন্দুবার—খেতনিসিন্দার পত্রের কাথ পিপ্পলীচূর্ণ যোগে পান করিবে। ইহা কফজর, জজ্বা বলহীন এবং কণ আচ্ছাদিত হইলে হিতকর।

ভাবপ্রকাশ—স্নায়ুরোগে নিগুণ্ডী—তিন দিন গব্যঘৃত পানানন্তর নীলনিসিন্দার পাতার রস পান করিলে অতি উগ্র স্নায়ুরোগ বিনষ্ট হয়। (স্নায়ুরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক, বিষয়বর্গে এবং সূত্রত সুরসাদিগণে সিন্দুবার ও নিগুণ্ডী পাঠ করিয়াছেন।

Constituents of *Vitex Negundo*.—The leaves contain an essential oil and resin ; the fruits contain an acid resin, an astringent organic acid, malic acid, an alkaloid and a colouring matter.

Actions and uses.—Alterative, aromatic, bitter and anodyne. The decoction is used in colic, dyspepsia, rheumatism and worms ; locally the leaves, bruised are applied to the temples in headache, and as varalians over contusions, sprained limbs, rheumatic painful joints, leech bites and also over the swollen testicles due to suppressed gonorrhœa. It is largely used as a vapour bath in febrile conditions. The fruit is resolvent and emmenagogue, and used in enlargement of spleen and in dropsy. The leaves are used to preserve rice and clothes from the ravages of insects. It is placed between the leaves of books to preserve them from insects. (R. N. Khory, Vol. II., p. 474).

V. Trifolia is highly extolled by *Bontius* (Diseases of India, p. 226). He speaks of it as anodyne, diuretic and emmenagogue, and testifies to the value of fomentations and baths prepared with "this noble herb," as he terms it, in the treatment of Beri-beri, and in the allied and obscure affection, burning of the feet in natives.

Of *V. Negundo* *Fleming* remarks (Asiatic Researches, Vol. XI.) that its leaves have a better claim to the title of discutient than any other

vegetable remedy with which he is acquainted. The mode of application followed by the natives is to put fresh leaves into an earthen pot and heat them over the fire till they are as hot as can be borne without pain ; they are then applied to the affected part, and kept *in situ* by a bandage ; the application is repeated three or four times a day until the swelling subsides. Dr. Hove (1787) states that the Europeans in Bombay call it the fomentation shrub, and that it is used in the hospitals there as a foment in contractions of the limbs occasioned by the land winds. According to *Ainslie* the Mahometans are in the habit of smoking the dried leaves in cases of headache and catarrh. The dried fruit is deemed vermifuge. (Dymock, Vol. III., pp. 74-5).

নব্যমত—নিসিন্দা, রসায়ন, সুগন্ধি, তিক্ত, এবং বেদনাহর । ইহার কাথ, শূল, গ্রহণী, বাত এবং কুমিরোগে সেব্য । পত্রের প্রলেপ, শিরোরোগে কপালে, আঘাত প্রাপ্তি হেতু পিষ্ট অঙ্গে, বিশ্লিষ্ট সন্ধিতে, বাতকর্তৃক আক্রান্ত বেদনাবিত্ত অঙ্গে এবং গণোরিয়ার গৃঢ় বিষকর্তৃক ক্ষীত কোষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । অরে নিসিন্দার পাতার ভাপুরা হিতকর । বীজ—রক্তস্রাব বর্ধক এবং স্ফোটিকাদি বসাইয়া দিতে পারে । ইহা প্লীহবিবৃদ্ধি এবং শোথে ও প্রযোজ্য । তণ্ডুল, বস্ত্র এবং পুস্তক, কীটাদির আক্রমণ হঠতে রক্ষা করিবার জন্য নিসিন্দার পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ফুলা বসাইবার পক্ষে নিসিন্দার তুল্য ঔষধ বিরল । নিসিন্দার তাজা পাতা মৃৎপাত্রে ভাজিয়া, গরম গরম ক্ষীত স্থানে বিস্তৃত করিয়া, বস্ত্রদ্বারা বাধিয়া রাখিবে । এইরূপ দিনে ৩। ৪ বার দিতে হইবে । ষতদিন ক্ষীতি অন্তর্হিত না হয় ততদিন প্রয়োগ করিবে । (আর, এন্, কোরি, ২য়ঃ ৬৩, ৪ ৪ পৃঃ ও ডিমক্, ৩য় ৬৩, ৪৪ । ৪৫ পৃঃ ।)

সুনিষঙ্গক—সুনিষঙ্গক: ।

সুনিষঙ্গক:, য়িত্তিবার:—Marsilea Qquadrifolia.

অন্বর্থসংজ্ঞা—“সূচিপত্রক:,” “মেধাক্ত,” “গ্রাহক:,” “চতুষ্ট্রী” ।

পূর্বাচার্য্যকৃতবর্ণানম্—“চাক্কেরীসহস্রৈ: পত্রৈ চতুর্হল হ্তীরিত: ।

শাক্তী জলান্বিতৈ দেয়ৈ চতুষ্ট্রীতি চোচ্যতে” । ভাবমিশ্র:—।

সুনিষঙ্গোঃস্নিগ্ধঃ বৃষ্যী গুর্য্যাহী ত্রিদৌষজিত্ । য়িত্তিবারসু সংগাহী
কথায়: সর্বাঃদৌষজিত্ । ধন্বন্তরীযনিষঙ্গট্: ।

शितिवारसु संग्राहो कषायोष्णस्त्रिदोषजित् । मेधाक्षिप्रदो दाह-
ज्वरहारो रसायनः । राजनिघण्टुः ।

सुनिषक्षो हिमो ग्राहो मोहदोषत्रयापहः । अविदाहो लघुः स्वादुः
कषायो रुक्षदोषनः । वृष्यो रुच्यो ज्वरश्वासमेहकुष्ठभ्रमप्रणत् । भाव-
प्रकाशः ।

“अविदाहो त्रिदोषघ्नः संग्राहो सुनिषक्षकः” । राजवल्लभः ।

वातकासिणः शाकार्थं सुनिषक्षकम्—“* शस्यते वातकासेतु *”
(चिः २२ अः) । (२) विषार्त्तानां शाकार्थं सुनिषक्षकम्—“* वार्त्तकु-
सुनिषक्षकाः * विषार्त्तानां भिषग्जितम् ” (चिः २५ अः) ।
(३) ऊरुस्तम्भे सुनिषक्षकम्—“सुनिषक्षक * आरग्वधः पल्लवैः ।
शाकैरलवणैरद्याज्जलतैलोपसाधितैः” । (चिः २७ अः) । (४) मूत्र-
कृच्छ्रे शितिवारः—“तन्नेण युक्तं शितिवारकस्य बीजं पिबेत् कृच्छ्रविनाश-
हेतोः” (चिः २६ अः) । चरकः ।

रक्तपित्तिनः शाकार्थं सुनिषक्षकम्—“पटोलशिलुसुनिषक्षयूथिका
* । हितश्च शाकं घृतसंस्कृतं सदा । तथैव धात्रीफलदाडिमाम्बितम्” ।
(उः ४५ अः) । सुश्रुतः ।

अनिषक्षकेरु भाषानाम्—वाः—शुबुनिशाक । हिः—शिरिशात्री, चोपतिरा ।
मः—कुरडु । षुः—उगीगण । तैः—अनिषक्षमनेशाकम् । उः—छूनछुनिरा । काः—अञ्जरा ।
अः—बङ्गल अञ्जरा ।

अनिषक्षकेरु अन्वर्थसंज्ञा—“रुचिपत्रक,” “मेधाकृ९,” “दाहक,” “चतुःपत्री” ।

वर्णन—शुबुनीशाक पुरुरेरु वागचरे वा जगामरु त्रिमिते जने । इहा शाकार्थं छुरि
वावकत हर । कोणकोर्ष पत्रवृत्ते विठक ४८ पत्र एकत्र मिलित, अतएव चतुःपत्री नाम ।

उपेक्षार्थं व्यवहार—पत्र, बीज । पत्र धानेगोषध । बीजककेरु माता—१—४ आना ।

বৈদ্যকে স্নিষগ্গকের ব্যবহার ।

চরক—বাতকাসে স্নিষগ্গক—বাতকাসরোগীকে স্নিষগ্গক শাক ভোজনার্থ ব্যবস্থা করা যায় । (চি: ২২ অ:) (২) বিষদোষে স্নিষগ্গক—বিষর্জের পক্ষে স্নিষগ্গক শাক পথ্য । (চি: ২৫ অ:) । (৩) উরুস্তম্ভে স্নিষগ্গক—তিলতৈল ও জলসহ পক স্নিষগ্গক বিনা লবণে উরুস্তম্ভরোগী ভোজন করিবে । (চি: ২৭ অ:) । (৪) মূত্রকূচে স্নিষগ্গকবীজ—স্নিষগ্গকবীজ ঘোলের সহিত পেষণপূর্বক ঘোলসহ পান করিলে মূত্রকূচ্ছ নিবৃত্তি পায় । (চি: ২৬ অ:) ।

সুশ্রুত—রক্তপিত্তে স্নিষগ্গক—রক্তপিত্তরোগীকে ঘৃত ভর্জিত স্নিষগ্গক ভোজন করিতে দিবে । (উ: ৪৫ অ:) ।

বক্তব্য—স্নিষগ্গক নিদ্ভাজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ । সুতরাং উন্মাদাদিতে ইহা পথ্য স্বরূপ শাকার্থ প্রযুক্ত হইতে পারে ।

সুহী—সুহী ।

সুহী, সুক্, সুধা—Euphorbia Ligularia. সেহুণ্ড:—E. Neriifolia. ত্রিধারা সুহী—E. Antiquorum.

অস্যা মেদৌ—সেহুণ্ড: ত্রিধারা সুহী চ ।

দ্বিবিধ: স মতো যৈষ বহুভিষ্ণৈব কণ্টকৈ: । সুতীক্ষ্ণৈ: কণ্টকৈরক্ষ্যৈ: প্রবরৌ বহুকণ্টক:” । চরকসংহিতায়াং দৃঢ়বল: ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—সুহীসেহুণ্ডয়ো:—“নিস্ক্লিংশপত্রক:,” “সমন্তদুম্বা,” “বজ্রকণ্টক:,” “ব্যাননস্ব:,” “বহুশাখ:,” “নেত্রারি:,” “বাতারি:,” “সীরকাণ্ডক:” ।

সেহুণ্ডকৌ রসে তিক্তৌ গুরুষ্ণ: কফবাতজিত্ । দুষ্টপ্রচাঙ্গরী হন্তি তথা বাতবিষোধন: । সুহীক্ষীরং বিষাঃস্থানং গুল্মীদরহরং পরম্ । সুহী রসেণ তিক্তা চ গুরুষ্ণা কফবাতজিত্ । ধন্বন্তরীষনিঘণ্টু: ।

सुहृद्विषणा पित्तदाहकुष्ठवातप्रमेहनुत् । क्षीरं वातविषाऽऽधान-
गुल्मोदरहरं परम् । सुहिरन्या त्रिधारा स्यात् त्रिस्रोधारास्तु यत्र सा ।
पूर्वोक्तगुणवत्येषा विशेषाद्द्रससिद्धिदा । राजनिघण्टुः ।

सेहृण्डो रीचनस्तीक्ष्णो दीपनः कटुको गुरुः । शूलमण्डोलिकाऽऽधानकफ-
गुल्मोदरानिलान् । उन्मादमेहकुष्ठार्शःशोथमेदोऽश्मपाण्डुताः । व्रणशोथ-
ज्वरप्लीहविषदूषोविषं हरेत् । उष्णवोर्यं सुहोक्षीरं क्षिग्धञ्च कटुदं
लघु । गुल्मिनां कुष्ठिनाञ्चापि तदैवोदररोगिणाम् । हितमेतद् विरेकार्थे
ये चान्ये दीर्घरोगिणः । सेहृण्डस्य दृढं तीक्ष्णं दीपनं रोचनं हरेत् ।
आधानाण्डोलिकागुल्मशूलशोथोदराणि च । भावप्रकाशः ।

विरेचनानां सर्वेषां सुधा तीक्ष्णतमा मता । सङ्घातस्तु भिन्नव्याथ
दोषाणां कष्टविभ्रमा । तस्मान्नैषा मृदो कोष्ठे प्रयोक्तव्या कदाचन ।
न दोषनिचये चाल्पे सतिः शान्त्यपरिक्रमे । पाण्डुरोगोदरे गुल्मे कुष्ठे दूषी-
विषार्हिते । शयथी मधुमेहे च दोषविभ्रान्तचेतसि । रोगैरेदंविधैर्द्रस्तं
ज्वात्वा सप्राणमातुरम् । प्रयोजयेन्नहावृत्तं सम्यक् सङ्घवचारितः ।
सद्योहरति दोषाणां महान्तमपि एज्जयम् । चरकसंहितायां दृढवल्गुः ।

अमृत्युगन्थे सुक्पयः—“सुक्पयस्तीक्ष्णविरेचनानाम्” (सूः २५ अः) ।
(२) वातगुल्मिणीरेचनार्थं सुधाक्षीरम्—“सुधाक्षीरद्रवे दूर्णे विहृतायाः
सुभावितम् । कार्षिकं मधुसर्पिभ्यां लोढा साधु विरिच्यते” (चिः ५ अः) ।
(३) उदररोगिणः शाकार्यं सुहोपलवः—“शङ्खिणीसुक् * पल्लवैः ।
शाकं गाढ़पुरीषाय प्राम्भक्तं दापयेद् भिषक्” । (चिः १८ अः) । चरकः ।

अलोदरे सुहोक्षीरम्—“सुक्पयसा परिभाविततण्डुलचूर्णे निर्मितः
पूपः । उदरसुदारं हिंसाद् योगोऽयं सप्तरात्रेषु । (उदर—चिः) ।
(२) दृशमन्त्रमिषु सुहोमूषम्—“नोली * सुक्दुग्धीनास्तुमूष
मिषेर्कं । सप्तमं दृशमविधत्तं दृशमन्त्रमिषातमं प्राचः” (दृशमन्त्र—चिः) ।

(২) কর্ণাশুলি স্নুহীপত্ররসঃ—“অর্কপত্রপুটেদগ্ধস্নুহীপত্রভবো রসঃ ।
কদুশ্ণাঃ পুরাণাঈব কর্ণাশুলিনিবারাণাঃ । (কর্ণরোগ—চিঃ) । চক্রদত্তঃ ।

স্নুহীর ভেদ—চরকোক্ত মহাবৃক্ষকল্পে দৃঢ়বল বলিয়াছেন—“দ্বিবিধঃ স (মহা-
বৃক্ষঃ) মত্রে। যৈশ্চ বহুভিশ্চৈব কণ্টকৈঃ । স্নুতীক্লৈঃ কণ্টকৈরন্মৈঃ প্রবরো বহুকণ্টকঃ” ।
দৃঢ়বলোক্ত বহুকণ্টক মহাবৃক্ষকে স্নুহী এবং স্নুতীক্ল অল্পকণ্টককে সেহুও বলে । এতদ্বিধ
নিষণ্টককার বিধারা স্নুহীর উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাকে ভাষায় ত্রিশিরামনসা বলে ।
এই ত্রিবিধ মনসা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার মনসার নাম লোকমুখে শুনা যায়—যথা
চৌধারামনসা, ফনীমনসা, খুরাসানীমনসা ও বিলাতীমনসা । বৈদ্যকে কিন্তু এ সকলের
উল্লেখ নাই ।

স্নুহীর ভাষানাম—বাঃ—মনসাগাছ । কোঃ—পাতাও সিদ্ধু । হিঃ—থুহর ।
মঃ—নিবড়ঙ্গ । গুঃ—খোরদাগুলিয়ো । কঃ—নিবড়িসু । তৈঃ—চেশুড়ু । ফাঃ—লাদ-
নাম্ । অঃ—জকুম্ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, ক্ষীর । দৃঢ়বল বলেন “প্রবরো বহুকণ্টকঃ”—
বহুকণ্টক মনসা (স্নুহী) ভেষজার্থ শ্রেষ্ঠ । কিরূপ স্নুহীক্ষীর কোন সময়ে গ্রহণ করা
বিধি এতদ্বিধয়ে দৃঢ়বল উপদেশ দিয়াছেন—

“তাং বিপাট্যাহরেৎ ক্ষীরং শস্ত্রেণ মতিমান ভিষক্ ।

দ্বিবর্ষাং বা ত্রিবর্ষাং বা শিশিরাশ্চে বিশেষতঃ” ॥

ছই অথবা তিন বৎসরের মনসাগাছ শাস্ত্র দ্বারা বিপাটন পূর্বক শীতের শেষে আঠা লইবে ।
মাত্রা—পত্ররস—১—২ তোলা । শুকক্ষীর— $\frac{৩}{৪}$ —১ আনা । মনসার আঠা সাবধানতার
সহিত প্রয়োগ না করিলে বিবিধ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা ।

বৈদ্যকে স্নুহীর ব্যবহার ।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে স্নুহীক্ষীর—ভীক্ষবিরেচক জ্বোয়র মধ্যে মনসার আঠা শ্রেষ্ঠ ।
(স্নুঃ ২৫ অঃ) । (২) বাতগুল্মে রেচনার্থ স্নুহীক্ষীর—মনসার আঠার তেউড়ীচূর্ণ
ভাবিত করিয়া মধু ও স্বতযোগে সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয় । (চিঃ ৫ অঃ) ।
(৩) উদররোগে শাকার্থ মনসাপাতা—গাঢ়পুরীষ উদররোগীকে শাকরূপে মনসাপাতা
ভোজন করাইবে । ইহা প্রথমে সেবন করিয়া পরে ভোজন করা উচিত । (চিঃ ১৮ অঃ) ।

চক্রদত্ত—জ্বলোদরে স্নুহীক্ষীর—আতপ চাউল মনসার আঠার ভাবনা দিয়া

তদ্বারা পিঠা প্রস্তুত করিয়া ৭ দিন ভোজন করিলে উদররোগ বিনষ্ট হয়। (উদর-
রোগ—চিঃ)। (১) দন্তকৃমিতে মুহীমূল—মনসার মূল চর্ষণ করিয়া দন্তমূলে ধারণ
করিলে দন্তগত ক্রিমি পতিত হয়। (দন্তরোগ—চিঃ)। (৩) কর্ণশূলে মুহীপত্রস—
মনসাপাতা আকন্দের পত্র বেষ্টিত করিয়া অন্ধারে দক্ষ করিবে। এই রস ঔষধক থাকিতে
এতদ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কাণ কটকটানি আরাম হয়। (কর্ণরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—সুশ্রুত, সংশোধনসংশমনীয়াধ্যাত্মক অধোভাগহর বর্গে মুকমূল এবং
মহাবৃক্ষকীরের উল্লেখ করিয়াছেন (সূঃ ৩৯ অঃ)।

Actions and uses.—The juice is a purgative and expectorant, locally rubefacient and a popular application to warts, when it acts as a blister. Heated with common salt it is used as a remedy for whooping cough, asthma, dropsy, enlarged liver and spleen, dyspepsia, jaundice, colic, flatulence &c. In small doses it promotes the expectoration and is often given with the juice of adulasâ. By mixing with other purgatives its purgative properties become increased. It is given in visceral obstructions, in dropsical affections consequent on long continued intermittent fever, in jaundice and in rheumatism. Externally it is mixed with margosa oil and applied to stiff limbs in rheumatism; and also used in killing maggots in wounds. The root is used for snake-bites. (R. N. Khory, Vol II., p. 544.)

নব্যমত—মনসার আঠা, বিরেচক ও কফনিঃসারক। Wartএ ইহার প্রলেপ
সর্জনবিদিত ঔষধ। ইহার প্রলেপে কোম্বা পড়ে। ঘুংড়িকাশি, শ্বাস, শোথ, পীড়া
ও বক্রতের বিবৃদ্ধি, গ্রহণী, পাণ্ডু, শূল ও উদরাধ্বানাদি পীড়ার মনসা আঠা লবণের সহিত
উষ্ণ করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্ত্রাণ্ড বিরেচক দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিলে
ইহার রেচনী শক্তি বর্দ্ধিত হয়। সবিরাম জরের উপসর্গীভূত শোথ, পাণ্ডু ও আমবাতে
সেবনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমবাতগ্রস্ত এবং শুক সর্কতে নিমের তৈলের সহিত ইহার
প্রয়োগ হিতকর। সর্পদষ্টকে মনসার মূল সেবন করান হয়। (আয়, এন, কোরী,
২য়ঃ, ৭৩, ৫৪৪ পৃঃ)।

सूर्यावर्त—सूर्यावर्तः ।

सूर्यावर्तः, सुवर्चला, आदित्यभक्ता—Cleome Viscosa (white flowered), Gynandropsis Pentraphylla (yellow flowered), Eng.—Dog Mustard, Sticky Cleome.

आदित्यभक्ता कटुका तथोष्णा स्कोटकापहा । सरस्वती सरा स्वर्था रसायनविधौ हिता । धन्वन्तरौयनिघण्टुः ।

आदित्यभक्ता शिशिरा सतिक्ता । कटुस्तथोग्रा कफहारिणी च । त्वग्दोषकण्डूव्रणकुष्ठभूत ।—ग्रहोयशैतज्वरनाशिनो च । राजनिघण्टुः ।

सुवर्चला हिमा रुक्षा स्वादुपाका सरा गुरुः । अपित्तला कटुः क्षारा विष्टम्भकफवातजित् । अन्या तिक्ता कषायोष्णा सरा रुक्षा लघुः कटुः । निहन्ति कफपित्तास्त्रश्वासकासारुचिज्वरान् । विस्फोटकुष्ठमेहास्त्रयोनिरुक्-
कमिपाण्डुताः । भावप्रकाशः ।

प्रवाहिकायां सुवर्चलायाः शुष्कशाकम्—“आमे परिणते यस्तु विवन्ध मतिसार्थते । सशूलपिच्छमल्पाल्पं बहुशः सप्रवाहिकम् * तं * सुवर्चलायाः * शुष्कशाकेन वा * दधिदाडिमसिद्धेन बहुस्नेहेन भोजयेत्” । (चिः १० अः) । (२) शोथे शाकार्थं सुवर्चला—“सुवर्चला-
मृञ्जकं पटोलं * । शाकार्थिनां शाकमतिप्रशस्तम्” । (चिः १७ अः) । (३) वातपित्तानुगे प्रवासे सुवर्चला—“सुवर्चलारसो दुग्धं घृतं त्रिकटुकान्वितम् । शाक्योदनस्यानुपानं वातपित्तानुगे परम्” । (चिः २१ अः) । चरकः ।

कर्णशूले सूर्यावर्तः—“पार्द्रकसूर्यावर्त * स्वरसाः मधुरैश्-
सैम्भवुताः । पृथगुक्ताः कर्णशूलहराः” । (कर्णरोग—चिः) । चक्रदत्तः ।

उरोग्रहे सूर्यावर्तः—* सूर्यावर्तद्विषाः रसा एकीकथः कोष्ठा

দ্বিগো বা রামঠান্বিতা: (উরোগ্রহ—চি)। (২) বৃষিকবিধি সূর্য্যাবর্ত:—
“গন্ধমাত্রায় সৃদিতসূর্য্যাবর্তদলস্য চ । বৃষিকৈর্য্যথিতো জন্তু: স্ফাণ্ডবতি
নির্বিষ:” । (বিষ—চি:) । বঙ্গসীন: ।

যোনিদাহে সূর্য্যকান্ত:—“সূর্য্যকান্তভবং মূলং পিবেদ্বা তক্ষুলাম্বুনা ।
(স্লীরোগ—চি:) । ভাবপ্রকাশ: ।

সূর্য্যাবর্তের ভাষানাম—বা:—হুড়হুড়ে বনশতে । কো:—গুলটিয়া । হি:—
হনহুজ । ম:—সূর্য্যফুল । গু:—স্বরজমুখী । ক:—হুহের । তৈ:—কৃকাতমিষ্টা, সূর্য্য-
কান্তিমু । তা:—নাহিকুডাঘু । ইং—ডগমাঠাউ । ফা:—গুলেআফ্তাব্ পরন্ত্ ।
অ:—অরদমুন ।

সূর্য্যাবর্তের ভেদ—শ্বেত ও পীতপুষ্প ভেদে সূর্য্যাবর্ত দুই প্রকার । কাহার
মতে শ্বেতপুষ্পী সূর্য্যাবর্তের নাম ব্রহ্মসূর্য্যবর্তলা ।

বর্ণন—হুড়হুড়ে বর্ষমাত্রজীবী হস্তাধিক উচ্চ ক্ষুদ্র ফুল । কোমলশাখা ও পত্র
রোমান্বিত এবং “চট্চটে,” পত্রপ্রান্ত তরঙ্গান্বিত, বৃহৎ পত্রের বৃন্ত ও বৃহৎ, ক্ষুদ্র পত্রগুলি
অবৃন্তক । পত্রের আকৃতি নানারূপ । পুষ্প পীত বা শুভ্র—পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে স্থিত ।
শুঁটার গাত্র রোমান্বিত । বীজ দোণিতে সরিষার মত । ইহার কোমল শাখাগ্র ও
পত্রের খাদ কটু (কাণ) । শ্বেতপুষ্প সূর্য্যাবর্তের বিশেষত্ব এই যে উহা পঞ্চপত্র ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও মূল । মাত্রা পত্র স্বরস ১—২ তোলা । মূলকক
১—৪ আনা ।

বৈদ্যকে সূর্য্যাবর্তের ব্যবহার ।

চরক—প্রবাহিকায় সূর্য্যাবর্তশাক—আমের পরিণতাবস্থায় ও যে রোগীর বহু-
কুহনে পিচ্ছিল ও অন্নান মল নির্গত হয় তাহাকে হুড়হুড়ের শুকশাক দধি, দাড়িম রস ও
ভিলতৈল যোগে সিদ্ধ করিয়া ভোজন করাইবে । (চি: ১০ অ:) । (২) শোথে শাকার্থ
সূর্য্যাবর্ত—হুড়হুড়শাক শোধরোগীর শাকার্থ প্রশস্ত । (চি: ১৭ অ:) । (৩) বাত-
পিত্তাহুগতস্থানে সূর্য্যাবর্ত—হুড়হুড়ের রসে হুড়, গব্যসুত এবং ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া
পান করিয়া, শালিতুলের অন্ন সেবন করিবে । ইহা বাতপিত্তাহুগত স্থানযোগে হিতকর ।
(চি: ২১ অ:) ।

চক্রদন্ত—কর্ণশূলে সূর্য্যাবর্ত—হৃৎহৃৎ পাতার রসে মধু, তিলতৈল ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া বিন্দু বিন্দু কর্ণভ্যন্তরে প্রদান করিলে কানকটকটানি নিবৃত্তি পায়। (কর্ণরোগ—চিঃ) ।

বঙ্গসেন—উরোগ্রহে সূর্য্যাবর্ত—হৃৎহৃৎ পাতার রস ঈষৎকর করিয়া কিঞ্চিৎ হিঙ্গুযোগে পান করিবে। ইহা উরোগ্রহে হিতকর। (উরোগ্রহ—চিঃ) । (২) বৃশ্চিক-বিষে সূর্য্যাবর্ত—হৃৎহৃৎ পাতা রগড়াইয়া গন্ধ গ্রহণ করিলে বিছাকামড়ানির যন্ত্রণা নিবৃত্তি পায়। (বিষ—চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশ—যোনিদাহে সূর্য্যাবর্তমূল—হৃৎহৃৎ মূল চেলোনিতে পিষিয়া চেলোনির সহিত পান করিলে যোনিদাহ নিবৃত্তি পায়। (স্ত্রীরোগ—চিঃ) ।

বক্তব্য—সুশ্রুত, বীরতর্বাদিগণে ও বাতসংশমনবর্গে বসির (সূর্য্যাবর্ত) পাঠ করিয়াছেন।

Chemical Composition.—These plants when crushed in the fresh state develop an acrid volatile oil having the properties of garlic or mustard oil. The dried plants exhausted by alcohol yield a deep green tincture which on evaporation, leaves a brown soft resin which has no irritant action when applied to the skin. (Dymock, Vol, I., p. 133.)

Actions and uses.—*Ainslie* says—that the small numerous warmish kidney formed black seeds, as well as leaves of this plant, are administered in decoction in convulsive affections and typhus fever, to the quantity of half a tea-cupfull twice daily. In the French colonies and in the Nilgiris it is used as a sudorific. In Pudukota the leaves are applied to boils to prevent the formation of pus. *Wight* says that the bruised leaves are rubefacient and vesicant. (Dymock, Vol. I., p. 132.)

Carminative, pungent, anthelmintic and antiseptic; seeds are used in round worms, to expel flatus in children; also in fever and diarrhoea. The juice of the leaves is rubefacient like mustard, mixed with salt it is dropped into the ear in otorrhoea. An infusion of the seeds is used for unhealthy ulcers and to kill maggots. (R. N. Khory, Vol. II., p. 61).

নব্যমত—এন্সলি বলেন—হৃৎহৃৎ বীজ কিম্বা পত্রের কাথ আকোপমূলক ব্যাধি এবং অল্প অল্প চামচ পরিমাণে দিনে দুই বার সেব্য। করাসীর উপনিবেশ এবং সীস-নিরিতে ইহা বর্ষ্যপ্রদ বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পদ্মকোটার গোকে হৃৎহৃৎ পাতার প্রলেপ, ফোটেকে পুরসকর নিবারণার্থ ব্যবহার করে। ওয়াইট বলেন হৃৎহৃৎ পাতার

প্রলেপ দিলে প্রলিণ্ডস্থান লাগ হয় এবং ফোকা পড়ে । (ডিম্বক, ২য় খঃ, ১৩২ পৃঃ) ।
হৃদহৃদে, বায়ুনাশক, কটু, কৃমিঘ্ন এবং পচন নিবারক । শিশুর উদরাধ্মান ও অতিমারে এবং
বৃন্তকৃমি নিঃসারণার্থ বীজ সেবিত হয় । পত্ররস সর্ষপতুল্য স্বকের লৌহিত্যোৎপাদক । সৈন্ধব
লবণ সহ বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণে প্রদান করিলে পুতিকর্ণ (কাণপাকা) নিবৃতি পায় ।
বীজের কাথ জঘন্য ক্রতের পক্ষে উপকারী এবং কীটঘ্ন ।

সোমরাজী—সোমরাজী ।

বাকুচী, অবল্গুজা, চন্দ্রলেখা—Serratula Anthelmintica,
Vernonia Anthelmintica, Eng.—Purple Fleabane.

অন্বর্থসংজ্ঞা—“ কৃষ্ণফলা,” “ পুতিফলা,” “ কুষ্ঠনাশনী,”
“ কান্তিদা ” ।

বাকুচী শীতল্হা তিক্তা স্নেহকুষ্ঠকামীন্ জয়েৎ । রসায়নী চ কুষ্ঠশ্চী
মিধাম্নিবল্বর্ধনী । ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ ।

বাকুচী কটুতিক্তাষ্ণা কামিকুষ্ঠকফাপহা । ত্বগ্দোষবিষকণ্ডূতি-
স্বর্জুপ্রশমনৌ চ সা । রাজনিঘণ্টুঃ ।

বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী । বিষ্টম্বহুত্ হিমা হৃদ্যা
সরা স্নেহাস্রপিত্তনুত্ । হৃদ্যা হৃদ্যা স্নাসকুষ্ঠমেহস্বরকামিপ্রশুত্ । তত্-
ফলং পিত্তলং কুষ্ঠকফানিলহরং কটু । কেশ্যং ত্বচ্যং কামিঘ্নাসকাস-
শোধ্যাঃসমপাঙ্কনুত্ । ভাবপ্রকাশঃ ।

অবলুচী বাতকফপিত্তত্বগ্দোষনাশনঃ । রাজবল্লভঃ ।

প্রবাহিকায়াম্ সোমরাজীশাকম্—“শামি পরিষতি যল বিবন্ধ-
মতিসার্ব্যতি । সমুলপিচ্ছমল্যাস্যং বহুশঃ সমবাহিকা । ত *
শাকীনাভেষ্ণু জস্য বা । দধিদাড়িমসিহেন বহুশেইন মৌজবেত্” ।

শ্বিত্রে সোমরাজী—“কুড়বোঃবলুজবীজাঃরিতালচতুর্থভাগসংমিশ্রঃ ।
গবাং মূত্রেণ পিষ্টঃ সর্বাংকরণং শ্বিত্রে” । (চি: ২০ প:) । (২) কুণ্ডে
সোমরাজী—“তীব্রেণ কুণ্ডেন পরীতমূর্ত্তির্যঃ সোমরাজীং নিয়মেণ খাদেৎ ।
সম্বৎসরং কৃষ্ণতিলদ্বিতীয়াং । স সোমরাজীং বপুষাতিশ্রীতে” । (চি:
১৫ প:) । বাগ্ভট: ।

শ্বিত্রে বাকুচী—“খদিরামলককপায়াং বাকুচীবীজান্বিতং পিবেন্নি-
ত্যম্ । শঙ্কেন্দুকুন্ডধবলং শ্বিত্রং হস্তীহ তচ্ছীঘ্রম্” । (কুণ্ড—চি:) ।
(২) কুমিদন্তরুজি বাকুচী—“বীজপূরকমূলস্য বাকুচীনাং তথৈব চ ।
ভাগাভ্যান্তু সমং কৃत्वा पिष्ट्वा वर्त्तिन्तु कारयेत् । एषा रदस्यवर्त्तिस्तु
दन्तेर्दन्तैर्নিपीडयेत् । सद्योऽवस्थितमात्रा तु कুমिदन्तरुजापहा” ।
(মুখরোগ—চি:) । (৩) বাধিৰ্য্যে বাকুচী—“মুসলীবাকুচীপূর্ণং
খাদেদ্বাধিৰ্য্যশান্তয়ে” । (কণ্ঠরোগ—চি:) । বঙ্কসেন: ।

সোমরাজীর ভাষানাম—বাঃ—হাকুচ, সোমরাজ । কোঃ—সরাইতিতা । হিঃ—
বকুচি, বকুচিকে দানে । মঃ—বাবচি । ঞঃ—কড়বীজিরি । কঃ—বাউচিগে । তৈঃ—
কড়িডজিরি । তাঃ—কটুসিরাগম্ । ইং—পার্শ্বেন্ ফ্লিবেণ্ ।

সোমরাজীর অর্থসংজ্ঞা—“কৃষ্ণফলা,” “পুতিকলা,” “কুঠনাশনী,” “কাঙ্কিলা” ।

বর্ণন—রাঢ়ে সোমরাজের আবাদ বহুব্যাপী নহে । কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলে
গৃহস্থেরা সোমরাজের আবাদ করে । সরিষার মত ইহাও শীতকালে জন্মে । সোমরাজীর
বীজ সর্বজনপরিচিত বণিক্ৰয় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র, বীজ । মাত্রা—পত্রখরস—১—২ তোলা । বীজচূর্ণ
১—৮ আনা ।

বৈদ্যকে সোমরাজীর ব্যবহার ।

চরক—প্রবাহিকায় সোমরাজীর পত্র—(প্রবাহিকায় সূর্য্যাবর্ষের ব্যবহার দেখ) ।

বাগ্ভট—শ্বিত্রে সোমরাজী—সোমরাজচূর্ণ ৪ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, গোমুখে
শেবণপূর্বক শ্বিত্রে প্রলেপ দিলে শিথাক্রান্ত অক গাভসর্বভা প্রাপ্ত হয় । (চি: ২০ প:) ।

(২) কুষ্ঠে সোমরাজী—তীব্র কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জন, যদি কৃষ্ণতিলের সহিত সোমরাজী এক বৎসরকাল সেবন করে, তাহা হইলে সে কুষ্ঠ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া দিব্যমূর্তি প্রাপ্ত হয়। (চিঃ ৩৯ অঃ) ।

বঙ্গমেন—খদিরকাষ্ঠ এবং আমলকীর কাথ প্রস্তুত পূর্বক বাকুচিবীজচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অতিশূল খেতকুষ্ঠ (খেতি) শীঘ্র নিবৃত্তি পায়। (কুষ্ঠ—চিঃ) ।

(২) কুমিদস্তুশূলে বাকুচি—(কুমিদস্তুশূলে বীজপূরক দেখ, ১ম খঃ, ৩১৫ পৃঃ) ।

(৩) বধিরতায় বাকুচী—(বধিরতার মুষণী দেখ, ২য় খঃ, ২২৮ পৃঃ) ।

বক্তব্য—চরকোক্ত কুষ্ঠ ও কুমিদস্তুশূলে বাকুচি পঠিত হয় নাই।

Constituents.—The seed contains resins, an alkaloid known as vermonine, an oil and ash 7 p. c. free from manganese.

According to the Pharmacopœia of India, the ordinary dose of the bruised seed as an anthelmintic, administered in electuary with honey; is about 1½ drachm, given in two equal doses at the interval of a few hours, and followed by an aperient; the worms are generally expelled in a lifeless state. Dr. Æ. Ross speaks favourably of an infusion of the powdered seeds (in doses of from 10 to 30 grains) as a good, a certain anthelmintic for ascarides. Dr. Gibson, as the result of personal experience, regards them as a valuable tonic and stomachic in doses of 20 to 25 grains; diuretic properties are also assigned to them. (Dymock, Vol. II., p. 242.)

নব্যমত—কার্মাকোপিয়া অভ্ ইণ্ডিয়ার মতে কুমিদস্তুরূপে ব্যবহৃত বাকুচি বীজচূর্ণের মাত্রা ১½ ড্রাম। ইহা এক ঘণ্টা অন্তর ২ বারে সমভাগে প্রয়োগ্য। ইহা সেবনের পর রোগীকে মৃচ্ছরচক ঔষধ সেবন করান উচিত। এইরূপে বাকুচি সেবন করিলে প্রায়ই মৃতকুমি নির্গত হইতে দেখা যায়। ডাঃ ব্লশ্ বলেন ১০—৩০ গ্রেণ চূর্ণের শীতকষায় কুমি বিশেষ (Ascarides) বিনাশের পক্ষে অব্যর্থ। ডাঃ গিবসন্ বলেন ২০—২৫ গ্রেণ মাত্রায় বাকুচিবীজ যে উত্তম বলকারক এবং পাচক ইহা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ইহা মূত্রকারক বলিয়াও প্রসিদ্ধ। (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ২৪২ পৃঃ) ।

श्रीतकी—हरीतकी ।

हरीतकी, अभया, पथ्या, शिवा—Terminalia Chebula.

कषायान्ना च कटुका तिक्ता मधुरसान्विता । इति पञ्चरसा पथ्या लवणेन विवर्जिता । अन्नभावाज्जयेदातं पित्तं मधुरतिक्तकात् । कफं रुद्ध-
कषायत्वात् त्रिदोषघ्नी ततोऽभया । प्रपथ्या लेखनी लघ्वी मेघ्या चक्षुर्हिता सदा । मेहकुष्ठव्रणच्छर्दिशोफवातास्ररुक्छजित् । वातानुलोमनी हृद्या
वेन्द्रियानां प्रसादनी । सन्तर्पणकृतान् रोगान् प्रायोहन्ति हरीतकी ।
दृष्णायां मुखशोषे च हनुस्तम्भे गलग्रहे । नवज्वरे तथाक्षोणे गर्भिण्यां
न प्रशस्यते । हरस्य भवनेजाता हरीता च स्वभावतः । सर्वरोगांश्च
हरते तेन ख्याता हरीतकी । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

हरीतकी पञ्चरसा च रेचनी । कोष्ठामयघ्नी लवणेन वर्जिता ।
रसायनी नेत्ररुजापहारिणी । त्वगामयघ्नी किल योगवाहिनी । वीजास्थि
तिक्ता मधुरा तदन्तस्त्वग्भागतः सा कटुरुष्णावीर्या । मांसांशतद्यान्न
कषाययुक्ता । हरीतकी पञ्चरसा स्मृतियम् । हरीतक्यमृतोत्पन्ना सप्तभेदै-
रुदीरिता । तस्या नामानि वर्णांश्च वक्ष्याम्यथ यथाक्रमम् । विजया रोहिणी
चैव पूतना चासृताऽभया । जीवन्ती चेतनी चेति नाम्ना सप्तविधा मता ।
अस्त्रावुनाभिर्विजया सुवृत्ता रोहिणी मता । स्वल्पत्वक् पूतना त्रैया
खूलमांसाऽमृतामृता । पञ्चास्त्रा चाभया त्रैया जीवन्ती स्वर्णवर्ण-
भाक् । त्रयस्त्रा तु चेतकी विद्यादित्यासां रूपसङ्घट्टम् । विन्ध्याद्री
विजया हिमाचलभवा स्याच्चेतकी पूतना । सिन्धौ स्यादथ रोहिणी तु
विजया जाता प्रतिस्थानके । चम्पाया मसृताऽभया च जनिता देशे
सुराद्राहये । जीवन्ती च हरीतकी निगदिता सप्तप्रभेदा बुधैः । सर्व-
प्रयोगे विजया च रोहिणी । चतेषु लेपेषु च पूतनोदिता । विरेचने
स्यादसृता गुष्पाधिका । जीवन्तिकास्यादिश्च जीर्णरोगजित् । स्याच्चेतकी
सर्वजापहारिका नेत्रामयघ्नीमभयां वहन्ति । इत्थं यथायोगमिष्य

प्रयोजिता । ज्ञेया गुणाढ्या न कदाचिदन्यथा । चेतकी च धृता हस्तो
यावत्तिष्ठति देहिनः । तावद्विरिच्यते वेगात् तत् प्रभावात्संशयः ।
समानामपि जातीनां प्रधाना विजया स्मृता । सुखप्रयोगसुलभा सर्व्वव्याधिषु
शस्यते । क्षिप्ताऽऽप्सु निमज्जति या सा ज्ञेया गुणवती भिषग्वर्य्यैः । यस्या
यस्या भूयो निमज्जनं सा गुणाढ्या स्यात् । हरते प्रसभं व्याधौन् भूयस्तरति
यद्वपुः । हरीतकी तु सा प्रोक्ता तत्र कीर्दीप्तिवाचकः । हरीतकी तु
तृष्णायां हनुस्तम्भे गलग्रहे । शोषे नवज्वरे जीर्णे गुर्विण्यां न प्रशस्यते ।
राजनिघण्टुः ।

विजया रोहिणी चैव पूतना चामृताभया । जीवन्ती चेतकी चेति
पथ्यायाः सप्तजातयः । अलावुवृत्ता विजया वृत्ता सा रोहिणी स्मृता ।
पूतनाऽस्थिमती सूक्ष्मा कथिता मांसलाऽमृता । पञ्चरेखाऽभया प्रोक्ता जीवन्ती
स्वर्णवर्णिनी । चेतकी चासिता क्षुद्रा समानामियमाकृतिः । विजया
सर्व्वरोगेषु रोहिणी व्रणरोहिणी । प्रलेपे पूतना योष्या शोधनार्थेऽमृता-
हृता । अक्षिरोगेऽभया शस्ता जीवन्ती सर्व्वरोगहृत् । चूर्णार्थे चेतकी
शस्ता यथायुक्तं प्रयोजयेत् । समानामपि जातीनां प्रधाना विजया स्मृता ।
सुखप्रयोगा सुलभा सर्व्वरोगेषु शस्यते । हरीतकी पञ्चरसा लवणा तुवरा
परम् । रुक्षोष्णा दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी । चक्षुष्या लघु
रायुष्या वृंहणी चानुलामिनी । श्वासकासप्रमेहार्थःकुष्ठशोथोदरकमीन् ।
वैश्वर्य्यप्रहणौरोगविवहविषमज्वरान् । गुल्माऽऽधानव्रणच्छर्दिहिकाकण्डू-
हृदामयान् । कामलां शूलमानाहं ग्रीहानश्च यकृत्तथा । अशरीं मूत्र-
कच्छश्च मूत्राघातश्च नाशयेत् । खादुतिक्तकषायत्वात् पित्तहृत् कफहृत्तु
सा । कटुतिक्तकषायत्वात् अम्लत्वाद्वातहृच्छिवा । पित्तहृत् कटुकाञ्जत्वा-
द्वातघ्नश्च कथं शिवा । पथ्याया मज्जनि स्वादुः स्नायावन्तो व्यवस्थितः ।
वृन्ते तिक्तस्त्वचि कटुरस्थि तु तुवरो रसः । नवा क्षिग्धा घनावृत्ता गुर्वी
क्षिप्ता च चाम्भसि । निमज्जेत् सा प्रशस्ता च कथितातिगुणप्रदा ।
नवादिगुणयुक्तत्वं तथैकत्र द्विवर्षता । हरीतक्याः फले यत्र हयं तच्छ्रेष्ठ-
मुच्यते । चर्विता वर्द्धयत्वज्जिं पेयिता मलाशोधिनी । क्षिप्ता संप्राहिणी

पथ्या अष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत् । उन्मोलिनी बुद्धिवलेन्द्रियाणाम् । निर्मूलिनी
पित्तकफानिलानाम् । विसर्जिनी मूत्रशक्तमलानाम् । हरौतकी स्यात्
सह भोजनेन । अन्नपानकृतान् दोषान् वातपित्तकफोद्भवान् । हरौतकी
हरत्याशु भुक्तस्योपरि योजिता । लवणेन कफं हन्ति पित्तं हन्ति सशर्करा ।
घृतेन वातजान् रोगान् सर्वरोगान् गुडाम्बिता । सिन्धूत्यशर्कराशुण्ठीकणा-
मधुगुडैः क्रमात् । वर्षादिष्वभया सेव्या रसायनगुणैषिणा । अध्वाति-
खिन्नी वलवर्जितश्च । रूक्षः कृशो लङ्घनकर्षितश्च । पित्ताधिको गर्भवती
च नारी । विमुक्तरक्तस्त्वभयात्खादेत् । भावप्रकाशः ।

जीवन्ती रोहिणी दैव विजया चाभयामृता । पूतना कालिका चेति
पथ्या सप्तविधा मता । सुवर्णवर्णा जीवन्ती रोहिणी कपिलद्युतिः । अलावु-
हन्ता विजया पञ्चाशा चाभया स्मृता । स्थूलमांसाऽमृता ज्ञेया पूतनाऽस्थिमती
मता । त्र्यशा च कालिकेत्येवं सप्तजातिः हरौतकी । स्नेहपानेषु सर्वेषु
जीवन्ती च प्रशस्यते । रोहिणी क्षयरोगेषु विजया सर्वकर्मषु । पूतना
श्लेपने ज्ञेया चामृता तु विरेचने । अभया नेत्ररोगेषु गन्धयुक्तेषु कालिका ।

* तेभ्योऽभूदभया दिवाकरकरश्रेणीव दोषापहा । कालिन्दीव
वल्लप्रमोदजननो गौरीव शूलिप्रिया । वल्ले द्यौतकरो घृताहुतिरिव
क्षीणोव नानारसा । वातघ्नी लवणैः पथ्या पित्तघ्नी मधुसंयुता । नागरेण
कफं हन्ति सर्वदोषान् गुडाम्बिता । पथ्या पञ्चरसाऽऽयुथा चक्षुष्या लवणा
सरा । मेधोष्णा दीपनी शोथदोषकुष्ठव्रणापहा । राजवस्त्रभः ।

रक्तार्शःसु हरौतकी—“सगुडा मभयां वाथ प्राशयेत् पौर्व्वभक्तिकीम्”
(चिः ८ अः) । (२) उदररोगे हरौतकी—“हरौतकी सहस्रं वा” (चिः
१८ अः) । (३) पक्वातिसारे आमपाचनार्थम् हरौतकी—“पथ्या वा *
उष्णवारिषा” (चिः १८ अः) । (४) कफजो पाण्डो हरौतकी—“कफ-
पाण्डुसु गोमूत्रक्षिचयुक्तां हरौतकीम्” (चिः २० अः) । (५) हृद्यां
हरौतकी—“* क्षिप्यान्मधुनाऽभयाच्च” (चिः २३ अः) । चरकः ।

वातरक्ते हरौतकी—सर्वेषु गुडहरौतकीं वा सेवेत्” (चिः ५ अः) ।

(२) चट्टयेषु अर्शःसु हरीतकी—“प्रातः प्रातर्गुडहरीतकीं चावेवेत” (चिः ६ अः) । (३) श्लैष्मिके श्लोपदे हरीतकी—“पिवेद्वाप्यभयाकण्ठं मूत्रेषान्यतमेन वा” (चिः १८ अः) । (४) गुल्मे हरीतकी—“सगुडां वा हरीतकीं” (उः ४२ अः) । (५) हिक्कायां हरीतकी—“हरीतकीं कोष्णजलानुपानाम्” (उः ५० अः) । सुश्रुतः ।

अर्शःसु गाढवर्चसां वर्चोऽगुलोमनार्थं हरीतकी—“गोमूत्राधूपिता-
मद्यात् सगुडां वा हरीतकीम्” (चिः ८ अः) । (२) अश्रमर्यां हरीतकी
—“पिवेत् क्षीरं * हरीतक्यस्थिसिद्धं वा” (चिः ११ अः) । (३) कण्ठ-
रोगे हरीतकी—“हरीतकीकषायो वा पेयो माक्षिकसंयुतः” (उः २२
अः) । (४) बलजननार्थम् हरीतकी—“हरीतकी सर्पिषि सम्प्रताप्य ।
समश्रतस्तत् पिवतो घृतञ्च । भवेच्चिरस्थायि वलं शरीरे । सञ्जात् कृतं साधु
यथा कृतञ्च” (उः ३८ अः) । वाग्भटः ।

रक्तपित्ते हरीतकी—“आटरूषकरसेन सप्तधा भाविता पुनरेव
शोषिता । पिप्पलीमधुसमन्विताऽभया रक्तपित्तमतिदुर्जयं जयेत्” ।
(चिः ११ अः) । (२) मदात्यये हरीतकी—“पथ्याक्वाथेन संयुक्तं पयः-
पानं मदात्यये” (चिः १७ अः) । हारीतः ।

वातरक्ते हरीतकी—“तिस्रोऽथवा पञ्च गुडेन पथ्या । जग्धा पिवे-
च्छिब्रहाकषायम् । तद्वातरक्तं शमयत्युदीर्णं । माजानुसन्धिस्रमपि
श्रवणम्” (वातरक्त—चिः) । (२) शोथे हरीतकी “गुडेन वाभयातुष्या”
(शोथ—चिः) । (३) वृद्धिरोगे हरीतकी—“गोमूत्रसिद्धां बभुतेऽष्टकां ।
हरीतकी सैन्धवचूर्णयुक्तां । खादेन्नरः कोष्णजलानुपानम् । निहन्ति वृद्धिं
चिरात् प्रवृष्टाम्” । (वृद्धिरोग—चिः) । (४) अश्लेष्मिणीरोगहरत्वे
हरीतकी—“काय्यो हरीतकी तद्घृ घृतधट्टो विहासकः” (श्लेष्मिणी-
चिः) । चक्रदत्तः ।

হৃদাহনান্নি সন্নিপাতজ্বরে হরীতকী—“পথ্যাং তৈলঘৃতদ্বৈ লিঙ্ঘা-
হাহবিনাশিনীম্” (জ্বর—চি:) । (২) আমেষু অজীর্ণেষু হরীতকী—“গুড়েন
* পথ্যাং তৃতীয়াং । আমেষুজীর্ণেষু গুদাময়েষু বর্ষোবিন্দেষু চ নিত্যমদ্যাৎ”
(অজীর্ণ—চি:) । (৩) জাতীফলমদনাশার্থং হরীতকী—“জাতীফল-
মদং শৌঘ্রং হন্তি পথ্যা নিষেবিতা” (মদাত্ময়—চি:) । (৪) পিত্তশূলে
হরীতকী—“সগুড়াং ঘৃতসংযুক্তাং ভক্ষয়েদ্বা হরীতকীম্” । (শূল—চি:) ।
भावप्रकाशः ।

সশূলে অতীসারে হরীতকী—“অভয়া মধুসংযুক্তা পাচনী দীপনী
মতা । স্নেহাণ্যং রক্তপিত্তঞ্চ হন্তি শূলাতিসারনুৎ । (রক্তপিত্ত—চি:) ।
(২) চির্ণ্যে হরীতকী—“স্বরসেন হরিদ্রায়া: পাत्रे कृत्वाऽऽयसे ऽभयाम् ।
पिष्ट्वा तज्जेन कल्केन लिम्पेच्चिष्यं पुनः पुनः” (চুদ্ররোগ—চি:) ।
वङ्गसेनः ।

হরীতকীর ভাষানাম—বা:—হর্ষকী । কো:—কশাল্ । হি:—হর্ষে । ম:—
হর্ষকী । শ্ব:—হর্ষডে । ক:—অণিলেয় । তৈ:—করকাপ । তা:—কড়কৈ । উ:—
হরিডা । দ্রা:—কলরা । ফ:—হলৈলে কলাঞ্জীরে জবী অঙ্গু । অ:—এহলীলজ্ ।

হরীতকীর ভেদ ও লক্ষণ—রাজনিষণ্টু প্রভৃতিতে সাতপ্রকার হরীতকীর
উল্লেখ দৃষ্ট হয় । ধর্মহরীষনিষণ্টু হরীতকীর ভেদ স্বীকার করেন নাই । নরহরি ও ভাব
মিশ্র বাহাকে চেতকী বলিয়াছেন, রাজবল্লভ তাহাকে কালিকানাংমে উল্লেখ করিয়াছেন ।
চেতকীর স্বরূপ নির্দেশেও মতভেদ আছে । রাজনিষণ্টুতে “দ্রাশ্রাং তু চেতকীং বিজ্ঞাৎ”
ভাবপ্রকাশে “চেতকী চাসিতা কুদ্রা” ও রাজবল্লভে “দ্রাশ্রা চ কালিকা” লিখিত
হইয়াছে । আবার নিষণ্টু রত্নাকরে লিখিত আছে “চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা সিতা কৃষ্ণা
চ বর্ণভ: । বড়ঙ্গুলায়তা শুক্রা কৃষ্ণা স্বেকাসুগা সূতা” ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কল ও বীজ । মাত্রা—কল চূর্ণ ৫—:৬ আনা । পরীক্ষা—
যে হরীতকী আকারে বৃহৎ, বাহ্যে শাঁস বেশী, আঁটি ছোট এবং যাঁহা জলে পড়িলে ডুবিয়া
যায়, তাহাই ঔষধার্থে প্রশস্ত ।

বৈদ্যকে হরীতকীর ব্যবহার ।

চরক—রক্তার্শে হরীতকী—রক্তার্শঃ রোগীকে ভোজনের পূর্বে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করাইবে । (চিঃ ৯ অঃ) । (২) উদররোগে হরীতকী—রসায়নবিধি অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে । (চিঃ :৮ অঃ) । (৩) পক্ষাতিসারে আমপাচনার্থ হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে আমদোষ বিনষ্ট হয় । (চিঃ .৯ অঃ) । (৪) কফজ পাণ্ডুরোগে হরীতকী—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্বক, কফপাণ্ডুরোগী পান করিবে । (চিঃ ২০ অঃ) । (৫) ছুর্দিতে হরীতকী—বমন নিবারণার্থ মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিবে, ইহাতে দোষ অধোগামী হইয়া বমন নিবৃত্তি পায় । (চিঃ ১৩ অঃ) ।

সুশ্রুত—বাতরক্তে হরীতকী—সর্ববিধ বাতরক্তে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে । (চিঃ ৫ অঃ) । (২) অদৃশ অর্শে হরীতকী—প্রতিদিন প্রাতে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে । ইহা অস্তর্বাণি অর্শে হিতকর । (চিঃ ৬ অঃ) । (৩) শ্লৈশ্মিক শ্লীপদে হরীতকী—গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে শ্লৈশ্মিক শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায় । (চিঃ ১৯ অঃ) । (৪) গুল্মে হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, গুল্মে হিতকর । (উঃ ৪২ অঃ) । (৫) হিক্কায়ে হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকী চূর্ণ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় । (উঃ ৫০ অঃ) ।

বাগভট—অর্শের গাঢ়বিট্কতায় হরীতকী—অর্শোরোগীর মল কঠিন হইলে গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে । (চিঃ ৮ অঃ) । (২) অশ্মরীতে হরীতকী—হরীতকীর আঁটির সহিত সিদ্ধ ছুফ পান করিবে । ইহা অশ্মরী (পাথরী) রোগের পক্ষে হিতকর । (চিঃ ১১ অঃ) । (৩) কণ্ঠরোগে হরীতকী—হরীতকীর কাথ মধুযোগে পান করিবে । ইহা কণ্ঠরোগে হিতকর । (উঃ ২২ অঃ) । (৪) বলজননার্থ হরীতকী—হরীতকী গব্য ঘূতে উত্তপ্ত করিয়া, ঐ হরীতকী সেবন করিয়া, পশ্চাৎ ঘৃত পান করিবে । ইহা বিশেষ বলপ্রদ । (উঃ ৩৯ অঃ) ।

হারীত—রক্তপিত্তে হরীতকী—বাসকের রসে হরীতকী চূর্ণ সাতবার ভাবনা দিয়া, পিপুল চূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে, হৃৎকর রক্তপিত্ত জর করা যায় । (চিঃ ১১ অঃ) । মদাত্যয়ে হরীতকী—মদাত্যয় রোগী হরীতকীর কাথের সহিত মিশ্রিত ছুফ পান করিবে (চিঃ ১৭ অঃ) ।

চক্রদত্ত—বাতরক্তে হরীতকী পাঁচটা কিংবা তিনটা হরীতকী জেজন পূর্বক গুল্মের কাথ পান করিলে, অতি উগ্র বাতরক্ত নিবৃত্তি পায় । (বাতরক্ত—চিঃ) ।

- (২) শোধে হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী ভক্ষণ, শোধে হিতকর। (শোধ—চিঃ)।
 (৩) বৃদ্ধিরোগে হরীতকী—বাহার বৃদ্ধিরোগ হইয়াছে তাহাকে গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী
 এরও তৈলে ভাজিয়া, কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত চূর্ণ করিয়া, সেবন করাইবে এবং ঈষৎ
 জল পান করিতে দিবে। ইহা বহুদিনের বৃদ্ধি রোগের পক্ষেও হিতকর (বৃদ্ধি—চিঃ)।
 (৪) অশেষ অক্ষিরোগহরত্বে হরীতকী—হরীতকী ঘূতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ
 দিবে। ইহা বিবিধ অক্ষিরোগে হিতকর। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ—রুগদাহ নাম সন্নিপাত জ্বরে হরীতকী—তিলতৈল, ঘৃত কিংবা
 মধু, ইহাদের যে কোনটির সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিবে। ইহা রুগদাহ সন্নিপাতে
 হিতকর। (জ্বর—চিঃ)। (২) আমাজীর্ণে হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন,
 আমজীর্ণ, অর্শ এবং কোষ্ঠবন্ধে হিতকর। (অজীর্ণ—চিঃ)। (৩) জাতিফলমদে
 হরীতকী—অধিক জামফল ভক্ষণ জন্ত মত্ততা উপস্থিত হইলে, হরীতকী সেবন করিবে।
 (মদাতায়—চিঃ)। (৪) পিত্তশূলে হরীতকী—ঘৃত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী
 সেবন, পিত্তশূলের পক্ষে হিতকর। (পিত্তশূল—চিঃ)।

বঙ্গসেন—সশূল অতিমারে হরীতকী—হরীতকী মধুর সহিত সেবন করিলে অগ্নি
 বর্দ্ধিত হয় ও আম পরিপাক পায়। ইহা শূলযুক্ত অতিমারে প্রশস্ত। (রক্তপিত্ত—চিঃ)।
 (২) চিপ্পে হরীতকী—লৌহপাত্রে হরিদ্রার বসে হরীতকী পেষণ পূর্বক তদ্বারা চিপ্প
 (আঙ্গুল হাড়া) পুনঃ পুনঃ প্রলিপ্ত করিবে। (ক্ষুদ্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—শ্রেষ্ঠ বিরেচন দ্রব্যের উল্লেখ করিয়া সূক্ষ্মত বলিয়াছেন—“অরুণাতং
 জিহ্বামূলং শ্রেষ্ঠং মূলবিরেচনে। প্রধানং তিষকস্বকু ফলেষপি হরীতকী। তৈলেষেরওজঃ
 তৈলং স্বরসে কারবেল্লিকা। সুধাপয়ঃ পয়ঃস্কুমিত্তি প্রাধান্তসংগ্রহঃ” চরক, অর্শোয়,
 কূষ্ঠয়, কাসহর, জ্বরহর, প্রজাহাপন এবং বরঃস্থাপন বর্গে হরীতকী পাঠ করিয়াছেন।
 বৈদ্যকে সাত প্রকার হরীতকীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু অধুনা ঐ সকল হরীতকী
 চূর্ণিত। নব্যেরা বলেন (ডিমক্, ২ঃ ৫ঃ, ২ পূঃ)—বৈদ্যকোক্ত সাত প্রকার হরীতকী পৃথক্
 নহে, উহারা একই উদ্ভিদের ফল, কেবল অত্যতিকুদ্র, অতিকুদ্র, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম
 ইত্যাদি অবস্থান্তের মাত্র। বৈদ্যোক্ত সাত প্রকার হরীতকী একই বৃক্ষের ফল হইলে
 বিদ্যাদৌ বিজয়া” ইত্যাদিবাক্যে উহাদের বিভিন্ন উৎপত্তি স্থানের উল্লেখ থাকিবে কেন?
 বুনানী দ্রব্যগুণ লেখকগণ, একই প্রকার হরীতকীর পকাপক অবস্থানুসারে নানাভেদ স্বীকার
 করিয়াছেন যথা—বাহা জীয়ার মত তাহা হালিলেরি জীরা, বাহার আকার ববশতের মত
 তাহা হালিলেরি বাওরি ইত্যাদি। ইহা সূত্রেই যোব হয় হিন্দুগণের কথিত ভেদেরও ঐরূপ
 ব্যাখ্যা করিত হইয়াছে। বাহা হটক অধুনা সপ্ত প্রকার হরীতকীর অতাব বা অগ্নিরিচর

হেতু উহাদের স্থলে এক প্রকার পরিপক ফল (হরীতকী) এবং একপ্রকার অপক ফল (অঙ্গী হরীতকী) ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব আমরা শাস্ত্রোক্ত অঙ্গাদির ভেদন না করিয়া, বঙ্গানুবাদে সর্বত্রই সামান্ততঃ হরীতকী লিখিয়াছি। আমার বোধ হয় ভাবমিশ্রোক্ত চেতকী আধুনিক অঙ্গী হরীতকী। ভাবমিশ্র বলিয়াছেন ‘চূর্ণার্থে চেতকী শব্দা’ অতএব যে সকল ঔষধ চূর্ণাকারে ব্যবহৃত হয় তত্তৎ ঔষধোক্ত হরীতকী শব্দে অঙ্গীহরীতকী গ্রহণ করা উচিত।

Constituents.—Myrobalans contain astringent principles—tannic acid (45 p. c.) and gallic acid, mucilage, a brownish yellow colouring matter, Chebulic myrobalans also contain an organic acid named chebulinic acid, which, when heated in water, splits up into tannic and gallic acids.

Actions and uses,—Purgative astringent and alterative. The ripe fruits are generally purgative and the unripe ones astringent and aperient. (R. N. Khory, Vol, II., p. 260).

“Ainslie notices their use as an application to aphthæ. In the Pharmacopœia of India. Dr. Waring mentions his having found six of the mature fruit an efficient and safe purgative producing four or five copious stools unattended by griping nausea or other ill effects; probably those used by him were not of the largest kind. Twining (Diseases of Bengal, Vol. I., p. 407) speaks very favourably of the immature fruit (Halileh-i-Zangi) as a tonic and aperient in enlargements of the abdominal Viscera. We found them a useful medicine in diarrhœa and dysentery, given in doses of a dramch twice a day. Recently, M. P. Apery has brought to the notice of the profession in Europe the value of these black myrobalans in desentery, cholearic diarrhœa and chronic diarrhœa, he administers them in pills of 25 centigrams each, the dose being from 4 to 12 pills or even more in the 24 hours. (Dymock, Vol. II., p. 3.)

নব্যমত—হরীতকী, রেচক, কষা। এবং রসায়ন। পরিপক হরীতকী প্রায় রেচক এবং অপক হরীতকী কষায় এবং কিঞ্চিৎ রেচক। (আর এন্. কোরি, ২য়ঃ খঃ, ২০১ পৃঃ)।

এঙ্গলি বলেন—মুখ ও গলদেশের প্লেসথরা কলার কতবিশেষে (Aphthæ) হরীতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়ারিং বলেন যে, ছয়টা পরিপুষ্ট হরীতকী সেবন করিয়া, পেট কাষড়ানি, বিবসিবা, কি অপর কোন উপসর্গ হয় না, অথচ বেশ সহজভাবে ৪।৫ বার প্রচুর মলনির্গম হইয়াছে ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওয়ারিং বে ছয়টা পুষ্ট হরীতকীর কথা বলিয়াছেন উহা সন্দেহঃ বড় হরীতকী নহে। টুইনিং “ভিজিভেস্ অত্,

বেঙ্গল" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত—জঙ্গী হরীতকী, বন্য যুহুরেচক এবং শীহ যকুং বিবৃদ্ধিতে বিশেষে হিতকর । আম ও রক্তাতিসার বিশেষে ইনি জঙ্গি হরীতকী ১ Dramch দিনে দুইবার ব্যবহার করাইয়া ফললাভ করিয়াছেন । সম্প্রতি এম্. পি, এপিরাই যুরোপীয় চিকিৎসক বর্গের গোচর করিয়াছেন যে, জঙ্গি হরীতকী, অতিসার, অতিসার-মূলক বিষুটীকা এবং বহুকালের উদরাময়ের পক্ষে মূল্যবান ভেষজ । তিনি বটী করিয়া জঙ্গি হরীতকী সেবন করিতে পরামর্শ দেন । বটীর আকার ২৫ সেন্টিগ্রাম । ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪—১২ বটী কিম্বা এতদধিক সেবন করাইতে হইবে । (ডিমক্, ১মঃ খণ্ড, ২ পৃঃ ।)

হরিদ্রাচতুষ্টয়—হরিদ্রাচতুষ্টয়ম্ ।

হরিদ্রা রজনী—Curcuma Longa. কর্পূরহরিদ্রা—Curcuma Aromatica. আম্রগন্ধিহরিদ্রা—C. Amada. বনহরিদ্রা ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—“কুমিহী,” “যোষিত্‌প্রিয়া,” “বর্ণবিধায়িনী” ।

হরিদ্রা স্বরসে তিক্তা রুক্ষীণা বিষকুষ্ঠনুত্ । মেহকণ্ডূব্রণান্
হন্তি দেহবর্ণবিধায়িনী । বিষোধনী কুমিহরা পীনসারুচিনাশনী ।
ধনুন্তরীযনিঘণ্টুঃ ।

হরিদ্রা কটুতিক্তীণা কফবাতাস্রকুষ্ঠনুত্ । মেহকণ্ডূব্রণান্ হন্তি
দেহবর্ণবিধায়িনী । রাজনিঘণ্টুঃ ।

হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রুক্ষীণা কফপিত্তনুত্ । বর্ণ্যা ত্বগ্দোষমেহাস্র-
শোথপাণ্ডু ব্রণাপহা । অরগ্যহলদীকন্দঃ কুষ্ঠবাতাস্রনাশনঃ । আম্র-
গন্ধিহরিদ্রা যা সা শীতা বাতলা মতা । পিত্তহ্রস্বধুরা তিক্তা
সর্বকণ্ডূ বিনাশনী । ভাবপ্রকাশঃ ।

হরিদ্রা কফপিত্তঘ্নী কণ্ডূত্বগ্দোষনাশিনী । পাণ্ডুশোথাপচী চৈব
মেহকুষ্ঠব্রণাপহা । রাজবল্লভঃ ।

প্রমেহে হরিদ্রা—“সীদ্রেষ যুক্তামযবা হরিদ্রা । পিনেদ্রসে নামসকী-
ফলানাম্” (চিঃ ৬ অঃ) । সুরকঃ ।

কৃষ্ণে হরিদ্রা—“পীত্বা মাসং বা পলাশাং হরিদ্রাং মূত্রেণাস্তং পাপরোগস্ব
গচ্চেৎ” (চি: ৫ অ:) । সুশ্রুত: ।

কফোদ্ধবায়াং তৃণায়াম্ হরিদ্রা—“জলং পিবেদ্রজন্যা বা সিদ্ধং সশৌদ্ৰ-
শর্করম্” (চি ৬ অ:) । বাগ্ভট: ।

শ্লীপদে হরিদ্রা—“রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নর: । (শ্লীপদ
—চি:) । চক্রদত্ত: ।

মেদ্রশর্করায়াং রজনী—“য: পিবেদ্রজনীং সম্যক্ সগুড়াং তুষবারিণা ।
তস্যাশু চিররুড়াপি যাত্যস্তং মেদ্রশর্করা” (অশ্বমরী—চি:) । বঙ্কসেন: ।

হরিদ্রার ভেদ—হরিদ্রা চারি প্রকার যথা—(১) চরিত্রা, (২) কর্পূর হরিদ্রা,
(৩) আত্রগন্ধি হরিদ্রা, (৪) বন হরিদ্রা ।

হরিদ্রার অশ্বর্থসংজ্ঞা—“কুম্বিনী,” “যোষিৎপ্রিয়া,” “বর্ণবিধায়িনী” ।

হরিদ্রার ভাষানাম—বা:—হলুদ । কো:—হলুদি । ম:—হঠদ । শু:—হল-
দর । ক:—অশিনা । তৈ:—পসুপু । ফা:—জরদচোব । অ:—উরুকুম্বফর । আম-
গন্ধি হরিদ্রাকে বাঙলায় আম আদা বলে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কন্দ । মাত্রা—রস ১—২ তোলা । চূর্ণ ২—৮ আনা ।

বৈদ্যকে হরিদ্রার ব্যবহার ।

চরক—প্রমেহে হরিদ্রা—প্রমেহী, চরিত্রা পেষণ পূর্বক মধু বা আমলকী রসের
সহিত সেবন করিবে (চি: ৬ অ:) ।

সুশ্রুত কৃষ্ণে হরিদ্রা—একমাস উপযুক্ত মাত্রার গোমূত্রের সহিত হরিদ্রা পান
করিলে কৃষ্ণ হইতে মুক্তি হয় । (চি: ৯ অ:) ।

বাগ্ভট—ককজ তৃফার হরিদ্রা—হরিদ্রার কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে
ককজ তৃফা প্রশমিত হয় । (চি: ৬ অ:) ।

চক্রদত্ত—শ্লীপদে হরিদ্রা—গুড়সংযুক্ত হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত পান করিবে ।
ইহা শ্লীপদের পক্ষে হিতকর । (শ্লীপদ—চি:) ।

বঙ্গলেন—মেট্রশর্করায় হরিদ্রা—যে ব্যক্তি তুষোদকের সহিত, গুড় ও হরিদ্রা পান করে তাহার মেট্রশর্করা (এই রোগে মূত্রের সহিত বালুকার মত পদার্থ নির্গত হয়) নিবৃত্তি পায় । (অশ্বরী—চিঃ) ।

বক্তব্য—চরক, লেখনীর, কুষ্ঠয়, কণ্ডুয়, ও বিষয় বর্গে হরিদ্রা পাঠ করিয়াছেন ।

Constituents of C. Longa.—An essential oil 1. p. c. ; resin, Curcumin, the yellow colouring matter ; turmeric oil or turmerol. Turmeric oil is a thick yellow viscid oil. The curry powder owes its aromatic taste and smell to this oil.

Actions and uses.—Tonic and aromatic ; given in jaundice and in chronic bronchitis. When mixed with Tila tela it is applied to the whole body to prevent skin eruptions. With kali chuno, the powder of it is applied to bruises, sprains, contused wounds, black eye with relief. A paste of it stops bleeding from leech-bites. A decoction of it is used as a cooling lotion in conjunctivitis. Boiled in milk and sweetened with sarkara, turmeric is a popular remedy for cold. Fumes of burning turmeric passed into the nostrils relieve coryza. Internally halada is given in affections of the liver and jaundice. On account of its yellow colour, cloth dipped in its paste is employed as an eye-shade. It is used in urinary diseases, and with Sajikhara as an internal application to reduce indolent swellings. (R. N. Khory, Vol. II., p. 595).

নব্যমত—হরিদ্রা—বলা, স্নগন্ধি । ইহা কামলা ও পুরাণ ককরোগে প্রযোজ্য । পিষ্ট হরিদ্রা, ভিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সমস্ত দেহে মর্দন করিলে কণ্ডু প্রভৃতি চর্ম-বিকার জন্মিতে পারে না । চূর্ণ ও হরিদ্রার প্রলেপ পিষ্ট, ঘুট, বা আহত অঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । “ব্লাক্ আই” নামক চক্ষুরোগে সাবধানতার সহিত চক্ষু বহির্ভাগে ইহার লেপ দিলে বঙ্গণার লাভ হয় । জৌক ধরিলে যে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হয় তন্নিবারণার্থ হরিদ্রার প্রলেপ দেওয়া হয় । ইহার কাথ অক্ষিধরাকলার প্রদাহে (conjunctivitis) চক্ষুতে পরিবেচন করিলে চক্ষু শীতল হয় । হরিদ্রা চুঞ্জে সিদ্ধ করিয়া সেই চুঞ্জ শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করিলে, শৈত্যজনিত সর্দি প্রশমিত হয় । দহমান হরিদ্রার ধূম, উর্দ্ধশ্বাস ঘটিলে পীড়াবিশেষে (coryza) আশ্রিত হইয়া থাকে । যকৃতের দোষ ও কামলার, হরিদ্রা সেবিত হয় । হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র চক্ষুরোগীর নেত্রাজ্ঞানক বস্ত্রপ ব্যবহৃত হয় । মূত্রসদ্বীর পীড়াতে ও হরিদ্রা প্রযুক্ত হইয়া থাকে । সাজিখারীর সহিত হরিদ্রার প্রলেপ, বেদনা বর্জিত ক্ষীতি বিলীন করিবার অস্ত ব্যবহৃত হয় । (আয়, এন, কোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৫৭৫ পৃঃ ।)

हिङ्गु—हिङ्गु ।

हिङ्गु, वाङ्गीकम्—The gum resin of *Ferula Alliacea* and रामठम् that of *Ferula Foetida*.

भेदः—वाङ्गीकम् रामठञ्च ।

अन्वर्थसंज्ञा—उत्पत्तिवोधिका—“वाङ्गीकम्,” “रामठम्,” रामठदेशभवत्वादुपचारः गुणप्रकाशिका—“शूलहिङ्गु,” “जम्बुसुतम्,” “उग्रवीर्यम्,” “अगूढगन्धम्,” “जरणम्,” “सूपधूपनम्” ।

हिङ्गुणां कटुकं हृद्यं सरं वातकफौ क्लीमौ । इन्ति गुल्मीदराश्मान-
वन्धशूलहृदामयान् । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

हृद्यं हिङ्गु कटूणाञ्च क्लमिवातकफापहम् । विवन्धाऽऽनाहशूलान्नं
चक्षुष्यं गुल्मनाशनम् । राजनिघण्टुः ।

हिङ्गुणां पाचनं हृद्यं तीक्ष्णं वातवलासकत् । शूलगुल्मीदराऽऽनाह-
क्लमिघ्नं पित्तवर्द्धनम् । स्त्रीपुष्पजननं वक्ष्यं मूर्च्छापक्षारहृत् परम् ।
भावप्रकाशः ।

अग्र्यग्रन्थे हिङ्गु—“हिङ्गुनिर्व्यासच्छेदनीयदीपनीयानुलोमिकवातकफ-
प्रशमनानाम्” (सुः २५ त्तः) । चरकः ।

क्लमिदन्ते हिङ्गु—“हिङ्गु सोणान्तु मतिमान् क्लमिदन्तेषु दापयेत्”
(दन्तरोग—चिः) । चक्रदत्तः ।

हिङ्गुर भेद—उत्पत्तिज्ञान भेदे हिङ्गु इहे अकारं तथा वाङ्गीकं ७ रामठं—वाङ्गीकं
(Balkh) ७ गोरख देशजातं *Ferula Alliacea* नामकं उडिङ्गु हरेते आठ हिङ्गुके
वाङ्गीकं एव गोरख ७ विन्धेशतः आङ्गानिधानं ७ पञ्जाब देशजातं *Ferula Foetida*
नामकं उडिङ्गु हरेते उग्रग्र हिङ्गुके रामठं वने । बागिबाकेषु चारि अकारं हिङ्गुर जम्बु
विक्रम हरेता वाके तथा—कान्नाहारी हिं, यूरोपीय बागिबाके हिं वा हिंदा, भारतवर्षीय हिं
एव हिं हिं (Stony asafetida) । एहेतुं केवळं कारणं निमित्तं हरेतेह । आरक-

বর্ষীয় হিং যে উদ্ভিদ হইতে জন্মে, পারশ্ব ভাবার সেই উদ্ভিদকে দর্শ্বৎ-ই-অজ্বুজে-ই-খালিস্ বলে। এই বৃক্ষ খোরাশানের পর্বতমালার প্রস্তরময় ভূমিতে অবত্সমভূত হইয়া থাকে। বণিক্গণের নিকট অর্ধ লইয়া পার্শ্বতীয় লোকে বসন্তকালে হিঙ্গু বৃক্ষের নির্যাস সংগ্রহ করে। সংগ্রহকারিগণ প্রত্যেক হিঙ্গুবৃক্ষের কাণ্ডের চতুর্দিকে প্রস্তরের ক্ষুদ্র প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষকে সুরক্ষিত করে। অতঃপর বৃক্ষমূলের উপরিভাগের মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করিয়া একটা গোলাকার গর্ত নিৰ্মাণ করে। পরে বৃক্ষের শাখা বসন্ত-কালোচিত বন্ধিত হইতে আরম্ভ করিলে, কর্তন করা হয় এবং মূলোদ্ধভাগ আহত করিয়া তল্লিঃসৃত উপাদেয় নির্যাস সংগৃহীত হইয়া থাকে। এই অত্যুত্তম হিঙ্গু প্রায় বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয় না। পরিশেষে মূলগাড়ে সঞ্চিত হিঙ্গু নির্যাস, মূলের পাংলা স্তরের সহিত ২।৩ দিন অন্তর উঠাইয়া লয়। এইরূপ মূলের স্তর সহিত তৎসংলগ্ন হিঙ্গু উঠাইতে উঠাইতে মূল ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া যায়। পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত এই মূলস্তর এবং হিঙ্গু নির্যাস, পরে চর্শ্ববদ্ধ হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ইহাই ভারতবর্ষীয় হিঙ্গু নামে খ্যাত। বোম্বাই নগরে প্রচুর পরিমাণে ইহার আমদানী হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ের বাজারে এই হিং আবুসাহেরি হিং নামে প্রসিদ্ধ। ইহা চর্শ্ববদ্ধ হইয়া আসে। সকল পুটকের ভিতর সমান হিং থাকে না—কোন কোনটির ভিতর নির্যাস অল্প এবং মূলস্তর অধিক থাকে। বোম্বাই নগরে, ইহাতে আবার আরবি গঁদ মিশ্রিত করা হয়। মূল্যের ভারতম্য অনুসারে মিশ্রিতব্য গঁদের মাত্রার নানাধিক্য হইয়া থাকে। চর্শ্ববদ্ধ হিঙ্গু নিষ্কাশিত করিয়া আর্দ্রীকৃত হইলে, উহাতে আরবি গঁদ সংযোগ করিয়া, মাছরের উপরি স্থাপিত হয় এবং নগ্নপদে দলিত করিয়া একীভূত হইলে, পুনঃ পূর্কানুকরণে চর্শ্ববদ্ধ করিয়া থাকে। অধুনা আবার গঁদের পরিবর্তে খণ্ডিত আলু মিশ্রিত করিতে দেখা গিয়াছে।

F. Foetida বৃক্ষের ফার্সিনাম বোধ হয় দর্শ্বৎ-ই-অজ্বুজে-ই-লারি। শৈশব হইতে আমরণ এই বৃক্ষের যে কোন প্রত্যঙ্গ ধর্ষণ করিলে দুগ্ধবৎ রস নির্গত হইয়া থাকে। ইহাই সঞ্চিত হইয়া হিংগ্রা (যুরোপীয় বাণিজ্যের হিঙ্গু) নামে বিক্রীত হয়। উত্তম হিংগ্রা আকারে চাক্তির মত, বহির্ভাগের বর্ণ পীত, কিন্তু ভাঙ্গিলে ভিতর মুক্তার মত শুভ্র ; বায়ু সংস্পর্শে পরে পীতবর্ণ হয়, ইহাতে প্রায় বালুকাকণা লগ্ন থাকে। পারশ্ব হইতে কখন কখন শুভ্র নবনীত তুল্য হিঙ্গুর আমদানী হইয়া থাকে। বায়ু সংস্পর্শে ইহাও উজ্জল গোলাপী রঙ্গ ধারণ করে। ইহার গন্ধ প্রায় রসোনের মত এবং স্বাদে তিক্ত কটু।

হিংগ্রা, লাল মৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া, কান্দাহারী হিং নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

পিণ্ডহিঙ্গু (Stony asafetida)—তরল হিঙ্গু নির্যাসে, তদদেশের বালুকামিশ্রিত শুভ্র মৃত্তিকা মিশ্রিত করে, বা বৃক্ষ হইতে পতিত হইবার সময় অতিভারল্য হেতু ইতস্ততঃ প্রবাহিত হওয়ার স্বরং মিশ্রিত হয়। ইহাই বাজারে পিণ্ডহিঙ্গু নামে বিক্রীত হইয়া থাকে।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বালুকা মৃত্তিকাদি বর্জিত ও গব্যস্বতে ভর্জিত উত্তম হিঙ্গু

ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। ভারতবর্ষীয় হিঙ্গু উত্তম, কান্দাহারী হিঙ্গু মধ্যম এবং পিণ্ড হিঙ্গু অধম। মাত্রা—১—৫ পাই।

বৈদ্যকে হিঙ্গুর ব্যবহার।

চরক—অগ্র্যগ্রন্থে হিঙ্গু—ছেদনীয়, দীপনীয়, আয়ুর্লৌমিক এবং বাতকফ-প্রশমন দ্রব্যের মধ্যে হিঙ্গু শ্রেষ্ঠতম। (সূঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—কুমিদন্তে হিঙ্গু—ভাজা হিং গরম গরম কুমি ভুক্তি নস্তে স্থাপন করিবে। (দন্তরোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—কোন য়ুনানী দ্রব্যগুণবেত্তা তসিব্ (উত্তম) ও মস্তিন্ (হুর্গকি) হিঙ্গুকে এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বৈদ্যকেও হিঙ্গুর পর্যায়ে “অগুটগন্ধ” শব্দ আছে বটে, কিন্তু গুটগন্ধ অগুটগন্ধরূপে হিঙ্গুকে বিভক্ত করা হয় নাই। চরক, দীপনীয়, বাতহর এবং সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে এবং সূক্ষ্মত, পিপ্পলাদি ও শিরোবিরেচনবর্গে হিঙ্গু পাঠ করিয়াছেন। বৈদ্যকোক্ত হিঙ্গু শব্দ, হিঙ্গু বৃক্ষের নির্যাস বাচক, বৃক্ষ বাচক নহে। হিঙ্গু পর্যায়েক্ত জতুক শব্দকে ডিমক্ যে বৃক্ষবাচক বলিয়াছেন (২য় খণ্ড, ১৪ পৃঃ) তাহা সূচিস্থিত নহে।

Constituents.—A sulphuretted volatile oil, 3 to 9 p. c., consisting chiefly of allyl sulphide, resin 50 to 70 p. c., soluble in ether; gum, 30 p. c., saline matters and ash; 3 to 4 p. c., also ferulic, malic acetic, formic and valerianic acids.

Physiological Actions.—Among the natives, Hing is usually fried before being used as medicine, as they believe that the raw hing causes vomiting. It is a most powerful foetid gum resin, a valuable stimulant acting on the organs of circulation and secretion; also a nervine and pulmonary stimulant and a powerful antispasmodic. It is also carminative, tonic, laxative, diuretic and emmenagogue, also anthelmintic and aphrodisiac. In small doses and if long continued, it produces a sense of warmth without any rise of temperature. It impairs digestion, gives rise to alliaceous eructations, acid irritation in the throat, flatulence, diarrhoea, and burning in the urine. In large doses it stimulates the secretion and excretion and increases the sexual appetite. The volatile oil is rapidly excreted and may be found in the urine, milk and sweat. It also increases the menstrual flow. (R. N. Khory, Vol. II., p. 289).

Therapeutics.—It is given in nervous and neurotic diseases, as hysteria and hypochondriasis; as an expectorant, in habitual cough, chronic catarrh, bronchitis and asthma; as a carminative in dyspepsia, colic and other gastric affections, and to expel worms. It is said to

ward off malaria if taken with food in malarious districts. It relieves gaseous distention of the bowels. An enema of Hinga is the best form in which it is exhibited in convulsions. It is a useful remedy in habitual constipation. With myrrh and ammoniac it is given in tympanitis of typhoid fever. An enema of Hinga with castor oil and turpentine is very beneficial in intestinal colic and worms. In habitual abortion it is a very reliable remedy. (R. N. Rhory, Vol. II., p. 289.)

নব্যমত—এতদেশীয় লোকে হিঙ্গুকে ভাজিয়া ঔষধে ব্যবহার করে, কারণ তাহাদের বিশ্বাস যে, কাঁচা হিং খাইলে বমি হয়। হিং অতি বীৰ্য্যবান্ হুর্গন্ধি নিৰ্যাস, এই উষ্ণ গুণাবিত ঔষধ, পাকশালী, বক্রং কুপকুস্, নাৰ্ভ ও রক্তস্ৰবহন ইন্দ্রিয়গণের কার্যাতৎপরতা দান করিয়া থাকে। হিং বলবান আক্ষেপ নিবারক, আশ্বাননাশক, বল্য, মূত্রেচক, মূত্রল, রক্তঃপ্রবর্তক, কৃমিঘ্ন এবং বৃষ্য। অল্প মাত্রায় অধিককাল সেবিত হইলে ইহা, শারীরোষ্ণ (Temperature) বদ্ধিত না করিয়া ধাতুগ্ণা বদ্ধিত করে এবং পাকশক্তির দুর্বলতা, রসোনগন্ধি উদগার, কঠেদাহ, অল্প বিদাহ, উদরাশ্বান, অতিসার এবং মূত্রকালীন আলা জন্মাইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় হিঙ্গু সেবন করিলে, ধাতুমলের স্রাব (secretion and excretion) এবং স্ত্রীসন্তোগেচ্ছা বদ্ধিত করে। হিঙ্গুজাত উদ্বায়ী তৈল (volatile oil) পান করিলে উহা আণু দেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া থাকে। এমনকি রোগীর মূত্র, ঘৰ্ম এবং স্তন্য (স্ত্রী পক্ষে) পরীক্ষা করিলে ঐ তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল রক্তঃস্রাব বর্জক।

হিং, নাৰ্ভের পীড়া, মূচ্ছা, অপস্মার ও বিমর্ষাশ্রক মনোবিকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কফাপসারকরূপে কাসে, পুরাণ কফরোগে এবং শ্বাসে ; বায়ুনাশক ও অশ্বান নিবারক বলিয়া, গ্রহণী, শূল এবং অস্ত্রান্ত্র আশ্বানরোক্ত পীড়ায় (Gastric affections) ও কৃমি নিঃসারণার্থ প্রযুক্ত হয়। ম্যালেরিয়া দূষিত দেশে বাস করিয়া যদি খাণ্ডের সহিত কিঞ্চিৎ করিয়া হিং সেবন করা যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অত্র বায়ু দ্বারা ক্ষীত হইলে, হিঙ্গু উপকারী। ডড়কা রোগে হিঙ্গুর বস্তি প্রয়োগ (Anema) হিতকর। চিরজ কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর পক্ষে হিঙ্গু উত্তম ঔষধ। গুণ্ণলু এবং এমোনিরাকের সহিত ইহা টায়করেড্ রোগীর উদাবর্ভে (Tympanitis) ব্যবহৃত হয়। এরও তৈল এবং তর্পিণ তৈলসহ হিঙ্গুর বস্তি শূলও কৃমিরোগে হিতকর। যে সকল স্ত্রীলোকের পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হয়, হিঙ্গু তাহাদিগের পক্ষে অনপারী ঔষধ। (আর, এন, কোরি, ২য় খণ্ড, ২৮২ পৃঃ।)

হিঞ্জল—হিঞ্জল:

হিঞ্জল:, নিচুল:—Barringtonia Acutangula.

অন্বর্থসংজ্ঞা—“নদীজ:,” “দীর্ঘপত্রক:” ।

হিঞ্জল: কটুরূপাশ পবিত্রো ভূতনাশন: । বাতাময়হরো নানাগ্রহসম্ভার-
দোষজিত্ । রাজনিঘণ্টু: ।

জলবেতসবহেঘো হিঞ্জলোঃয়ং বিধাপহ: । ভাবপ্রকাশ: ।

আমাতিসারে হিঞ্জল:—“দলোত্য: স্বরস: পেয়ো হিঞ্জলস্য সমা-
শ্লিক: । জয়ত্ব্যাম মতিসারং “—(মতিসার—চি:) । চক্রদত্ত: ।

চক্ষু:স্রাবি হিঞ্জলফলম্—“হিঞ্জলস্য ফলং চূড়া পানীয়ে নিত্য
মঙ্গলম্ । চক্ষু:স্রাবপ্রশান্ত্যর্থং কার্যমেতন্মহীষধম্ ।” (নিঘরোণ—চি:) ।

বহুসেন: ।

হিঞ্জলের ভাষানাম—বা:—হিঞ্জল্ । হি:—সমুদ্র ফল্ । তা:—কনপূম্ ।

তৈ:—কনপ কনগী ।

বর্ণন—হিঞ্জল মধ্যাকৃতি বৃক্ষ । পত্র—প্রশস্তাশ্র, অণ্ডাকার, শাখাগ্রে দলবদ্ধ
হইয়া থাকে । পত্রবৃন্ত হৃদ্ব, অধ:পৃষ্ঠ—সিরা বহুর, পত্রপ্রান্ত অখণ্ড । পুষ্প—পুষ্প-
দণ্ডস্থিত, পুষ্পদণ্ড অশাখ, অতিদীর্ঘ, লম্বমান, কোন কোনটা দেড় হস্তেরও অধিক দীর্ঘ;
রক্তাভগুণ্ড; মিলিত দল, পুষ্পবৃন্ত হৃদ্ব; পুংকেশর বহুসংখ্যক, কেশর অতিক্রীণ,
পরাগকোষ বহুসংখ্যক, অগাধভে লুষ্ঠিত, কুঙ্কমবর্ণ । নিদাঘ শেষে বা বর্ষার প্রথমে পুষ্পিত
হয় । ফল—অণ্ডাকারস্বরূপ দেখিতে বাদামের মত, অভ্যন্তরে গুণ্ড শাঁস আছে । কলসক
অত্যন্ত পাতলা, চর্কণ যাত্র কিকিৎ মধুর পরে কটু ও বিবমিষাজনক ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও বীজ । মাত্রা—পত্রম ১—২ তোলা । বীজচূর্ণ—
½—১ আনা ।

বৈদ্যকে হিঞ্জলের ব্যবহার ।

চক্রদত্ত—আমাতিসারে হিঞ্জলপত্র—হিঞ্জলের পাতার রস মধুর সহিত সেবন
করিলে, আমাতিসার জ্বর করা যায় । (আমাতিসার—চি:) ।

বঙ্গসেন—চক্ষুস্রাবে হিজল ফল—হিজল ফল পাথরের পাতে জলের সহিত ঘষণ করিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, চক্ষু হইলে জলপড়া নিবৃত্তি পায়। (নেত্ররোগ—চিঃ)।

বক্তব্য—চরক বমনোপগবর্গে হিজল পাঠ করিয়াছেন। হিজলের ফলের নস্তু অত্যন্ত শিরোবিরেচক অর্থাৎ নাসিকাদ্বারা প্রচুর শ্লেষ্মাস্রাব করায়।

Constituents.—A body allied to saponin, which is the active principle, starch, proteid, cellulose, fat, caoutchouc and alkaline salts.

Actions and uses —Emetic and carminative, used with the juice of fresh ginger in catarrhs of the nose and respiratory passages and to relieve flatus from the bowels. Externally rubbed with water it is applied to the chest to relieve pain and to the abdomen to relieve colic and flatulence. (R. N. Khory, Vol. II., p. 274).

The fruit is spoken of as “Nurse fruit” and is one of the best known domestic remedies. When children suffer from a cold in the chest, the seed is rubbed down on a stone with water and applied over sternum, and if there is much dyspnœa a few grains with or without the juice of fresh ginger are administered internally and seldom fail to induce vomiting and the expulsion of mucous from the air passages. To reduce the enlarged abdomen of children it is given in doses of from 2 to 3 grains in milk. (Dymock, Vol. II., p. 17).

নব্যমত—হিজল বীজ, বমনকারী এবং বায়ুনাশক। আদার রসের সহিত, নাকের সর্দি, খাস নাড়ীতে সঞ্চিত সর্দি এবং অস্ব হইতে আম নিৰ্গমনার্থ ব্যবহৃত হয়। হিজল ফল জলে ঘসিয়া বকে দিলে বকোবেদনা এবং পেটে দিলে পেট বেদনা শূল এবং আখ্যান প্রশমিত হয়। (আর, এন্, ফোরি, ২য়: খণ্ড, ২৭৪ পৃ:।)

হিজল বীজকে “নার্স ফ্রুট” অর্থাৎ ধাত্মীফল বলে। ইহা সুপরিচিত গার্হস্থ্য ঔষধ। যখন বুক সর্দি বসিয়া শিশুগণ কষ্ট পায়, তখন হিজলবীজ জলে ঘসিয়া স্তনধরের মধ্যদেশে ও “কঠার” লাগাইয়া দিবে। যদি অত্যন্ত খাস কষ্ট থাকে, তাহা হইলে কয়েক গ্রেণ হিজলবীজ বাটিয়া আদার রসের সহিত কিংবা স্তনের সহিত শিশুকে পান করাইবে। ইহাতে প্রায়ই বমন হইয়া কফ নিৰ্গত হইয়া যার স্তত্রাং খাসকষ্ট নিবৃত্তি পাইয়া থাকে। এঁড়ে লাগিয়া ছেলের পেট বড় হইলে, স্তনের সহিত ২। ৩ গ্রেণ হিজল বীজ পান করাইবে।

হিলমোচিকা—হিলমোচিকা ।

হিলমোচিকা—Enhydra Fluctans.

শীথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতি হিলমোচিকা । ভাবপ্রকাশঃ ।

হিলমোচী সরা তিক্তা কুষ্ঠণী কফপিত্তজিত্ । রাজবল্লভঃ ।

গাত্রদৌর্গম্যে হিলমোচিকা—“হিলমোচরসৌ যুক্তায়ৌ বদধিফেনজৈঃ ।

প্রলেপিন হরত্যাশু দেহদৌর্গম্যমুৎকটম্” (কাশ্য—চিঃ) । (২) মসুরি-

কায়াং হিলমোচিকা—“শ্লেতচন্দনকল্কাক্তং হিলমোচিভবং দুৰ্বং ।

পিবৈষ্মসুরিকারম্বে নৈম্বং বা কেবলং রসং *” (মসুরিকা—চিঃ) ।

ভাবপ্রকাশঃ ।

হিলমোচিকার ভাষানাম—বাঃ—হিঞ্চা শাক, হেলেকা । কোঃ—হেলেকা ।

হিঃ—হরহন । উঃ—হিরমিচা ।

বর্ণন—হিঞ্চাশাক বৃক্ষের সর্বত্র প্রসিদ্ধ । ইহা শাকার্থ ব্যবহৃত হয় । পুরাণ পুঙ্গবা

কিংবা জলাসর ভূমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে । পত্রঃ লম্বা ও সরু স্বাদ তিক্তা ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র সহিত কোমল প্রতানাথ । মাত্রা—স্বরস ১—৩ তোলা ।

বৈদ্যকে হিলমোচিকার ব্যবহার ।

ভাবপ্রকাশ—গাত্রদৌর্গম্যে—হিলমোচিকা—হিঞ্চাশাকের রস, সমুদ্রকেনের

মিশ্রিত করিয়া গাত্র মাখিলে গাত্রের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় । (কাশ্য—চিঃ) । (২) মসু-

রিকান্তে হিলমোচিকা—সূক্ষ্ম শ্লেতচন্দন চূর্ণ হিঞ্চাশাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া

বসন্ত রোগের প্রারম্ভে পান করিবে । কিংবা কেবল নিম্ন পত্রের রস পান করিবে ।

(মসুরিকা চিঃ) ।

বক্তব্য—চারক ও সৌকৃত শাকবর্গে হিলমোচিকার উল্লেখ নাই । হিলমোচিকা

দাক্ষিণাত্যে জন্মত নহে, এবং বৃক্ষের মত তৎকালে ইহা সাধারণের নিকট তাদৃশ

পরিচিত ও নহে ।

Actions and uses—Hilamochika is used as a bitter vegetable in Bengal; and is considered to be laxative and useful in diseases of the skin and nervous system. (Dymock, Vol. II., p. 266).

নব্যমত—হিষ্কাশাক শাকস্বরূপ ভূরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মূহুরেচক।
চর্ম্মবিকার ও নার্ভের পীড়ার পক্ষে হিষ্কা উপকারী। (ডিমক্, ২য়ঃ খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ)।

বনৌষধির্দর্শন সমাপ্ত হইল। উপসংহারে বাগ্ভটের মত আমরাও বলিতেছি—

“ইতি বুদ্ধবচনানাং জীবিতোপায়ানাং ।
অভিলষিতসমৃদ্ধৌ কল্পহৃদ্যোপমানাম্ ॥
যদুদিতমিহ পুণ্যং কুর্ব্যতী মেঃসুবাদম্ ।
ভবতু বিগতরোগো নির্বৃত্তস্তেন লোকঃ ॥”

परिशिष्ट—परिशिष्टम् ।

अनन्नास—अनन्नासः ।

अनन्नासम्—Ananas sativa, Bromelia Ananas. Eng.—
Pine apple, European jack fruit.

अनन्नास मपक्कान्तु रूच्यं हृद्यं गुरु स्मृतम् । कफपित्तकरश्चैव प्रोक्तं चात्र
मरोचकम् । अमं क्लमं नाशयति तत्पक्वं स्वादु पित्तहृत् । पीतः पक्व-
फलरस आतपामयनाशनः । निघण्टुरत्नाकरः ।

आनारसैर भाषानाम—वाः—आनारस । हिः—अनानम् । ताः—अनास
पक्वम् । तैः—अनसपञ्च । ईः—पाइन् एपेन् ।

उषधार्थं व्यवहार—अपक्व फल, पत्र, मूल । मात्रा—पत्ररस १—२ तोला ।
मूलचूर्ण—१—४ आना । पक्वफल रस—खाद्यौषध ।

निघण्टू रत्नाकर—अपक्व आनारस—रूचिकर, हृद्य, गुरु, कफ पित्तकर, उज्ज्वारुचि,
अम ओ क्लान्तिनाशक । पक्व आनारस,—स्वादु, पित्तहर, ओ आतपविकार (सर्दिगरमि)
प्रेषक ।

वक्तव्य—आनारसैर पत्रैर मूलभागैर (याहा काओ गात्रे संलग्न थाके) रस कुमिन्न ।
आनारसैर मूल चूर्ण मूत्रकर एवं पारद दोष नाशक ।

Constituents.—The juice contains a proteid digestive ferment, which acts equally well in acid gastric or alkaline intestinal secretions. It also contains a milk curdling ferment. The ash contains phosphoric and sulphuric acids, lime magnesia ; silica, iron, chlorides of potassium and sodium.

Actions and uses.—Abortifacient ; also given to relieve flatulent distention of the abdomen. Under its use the uterus contracts within 12 hours followed by hæmorrhage and the ovum is expelled. The fruit is rendered unwholesome on account of its strong fibre which acts

as an irritant on the bowels for abortifacient purpose, a whole unripe fruit decorticated being required. (R. N. Khory, Vol II., p. 620).

“From the special opinions of medical officers in India recorded in the Dict. Econ. Prod. of India (I, 238) it appears that a belief in the abortifacient properties of the leaves and unripe fruit is common throughout India among the natives.

“Chevers (*Med. Juris.* p. 715) on the authority of Babu Kannay Lall Dey, has the following description of its use in Bengal :—“ A green unripe one, only half-grown is used. It is decorticated and the pulpy mass of a whole one is administered to the woman with a small quantity of salt. It is efficacious only during the earlier months of pregnancy, and after the third month, its action is very doubtful. But, if administered to suitable cases, the uterus begins to contract within 12 hours, when slight hæmorrhage occurs also. Its action then increases, and within the course of 24 hours the ovum is expelled. Occasionally the woman's life is jeopardized by flooding, but, as a rule, there is not much danger to be apprehended. “ Again in page 718, Chevers Says : “ A note which I have from Babu Koylas Chandra Chatterjee renders this matter plain. He says that acid fruits are regarded as abortives. He knew a case in which a woman aborted at an advanced stage of pregnancy by eating (with that intention) about two pounds of ripe pine-apple. This fruit is rendered unwholesome by the presence of a very strong fibre which acts as a mechanical irritant on the bowels. I had under my own care an English lady who died of dysentery, after having aborted, at about the fifth month of pregnancy. The cause of her illness appeared to be the ravenous eating of raw pine-apple.” (Dymock, Vol. III., p. 508).

নব্যমত—“ডিক্সনারি অভ্ দি ইক্‌নমিক্ প্রডাক্টস্ অভ্ ইণ্ডিয়া” নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত বিভিন্ন চিকিৎসকের মতানুবাদ পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে যে, আনারসের কাঁচা ফল এবং পত্র গর্ভশ্রাবকারী বলিয়া ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। শ্রীযুক্ত কানাইলাল দের বাক্যানুসারে ডাঃ চেভার্স মেডিকেল জুরিস্‌প্রুডেন্সের, ৭:৫ পৃষ্ঠায়, বঙ্গদেশে আনারসের ব্যবহার এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—গর্ভশ্রাবার্থ কাঁচা,—অর্ধ মাত্র পুষ্ট আনারস ব্যবহৃত হয়। ফলটি ছাড়াইয়া কিছু লবণ সংযোগে সমস্তটা গর্ভশ্রাবাভিলাষিণী ভক্ষণ করে। তৃতীয় মাস পূর্ণ হইবার পূর্বে ইহা অমোঘ গর্ভশ্রাবকারী, কিন্তু তৃতীয় মাস উত্তীর্ণ হইলে, গর্ভশ্রাব পক্ষে ইহার ক্রিয়া নিশ্চিত নহে। গর্ভের তৃতীয় মাসের পূর্বে সেবিত হইলে, সেবনের ১২ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভাশয়ের সঙ্কোচ উপস্থিত হইয়া

কিঞ্চিৎ রক্তঃস্রাব হয় এবং ইহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্রম বহির্গত হইয়া থাকে। কখন কখন এবস্থিধ গর্ভস্রাবে অত্যধিক রক্তস্রাব ঘটায়, নারীর জীবন সংশয় হয়। কিন্তু সচরাচর প্রায়ই কোন বিপদ ঘটে না। ৭১৮ পৃষ্ঠায় ডাঃ চেভার্স পুনরায় বলিতেছেন—বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মস্তব্যো বিষয়টি আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তিনি বলেন—টকু আনারসই গর্ভস্রাবার্থ উপযুক্ত। কিন্তু তিনি অবগত আছেন যে, একটী স্ত্রীলোক গর্ভস্রাবকরণাভিপ্রায়ে প্রায় এক সের পাকা আনারস ভোজন করায়, গর্ভের পরিণতাবস্থায় ও গর্ভস্রাব ঘটয়াছিল। আনারসে শক্ত অঁশ আছে বলিয়া, সেবিত আনারস অস্ত্রের উত্তেজন জনাইয়া থাকে। একটী যুরোপীয় মহিলার পঞ্চম মাসের গর্ভ, কাঁচা আনারস সেবনে নষ্ট করা হইয়াছিল। গর্ভপাতের পর স্ত্রীলোকটির রক্তাতিসার হওয়ায় আমার চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, অপরিমিত কাঁচা আনারস ভোজনই তাঁহার রক্তাতিসারের কারণ। (ডিমক্, ৩৪: খণ্ড, ৫০৮ পৃ:)।

अहिफेन, आफिम—अफूकम्, अफेनम् ।

The juice obtained by incision from the capsules of *Papaver Somniferum*.

अफेनं सन्निपातघ्नं वृष्यं बलकारकं मोहहृदम् । राजनिघण्टुः ।

अफूकं शोषणं ग्राहि श्लेष्मघ्नं वातपित्तलम् । मदकहाहकच्छुक्रस्तम्भ-
नायासमोहकत् । अतिसारे ग्रहण्याच्च हितं दीपनपाचनम् । कश्चित् ।

अफूकं शोषणं ग्राहि श्लेष्मघ्नं वातपित्तलम् । भावप्रकाशः ।

আফিম সন্নিপাতঘ্ন, বৃষ্য, বলকারক ও মোহজনক। রাজনিঘণ্টু ।

আফিম শোষক, ধারক, কফনাশক, বাত ও পিত্তকর, মত্ততাজনক, দাহকর শুক্রস্তু-
কারী, আগন্তোৎপাদক, মোহজনক, দীপন ও পাচন। ইহা অতিসার ও গ্রহণী রোগে
হিতকর। কশ্চিৎ ।

আফিম, শোষক, ধারক, শ্লেষ্ম ও বাতপিত্তকর। ভাবপ্রকাশ ।

বর্ণন—আফিমের কুপ ক্ষুদ্র, পাতা পুরু, লম্বা, অবৃন্তক, পত্রপ্রান্ত খাঁজকাটা, শিরা-
বন্ধুর, মধ্যপত্রিকা শুভ্রবর্ণ। ফুল বৃহৎ, দল পীতবর্ণ। সুলতঃ বলিতে গেলে আফিমের কুপ

দেখিতে কতকটা শিথাল কাঁটার গাছের মত। ফল অর্থাৎ টেঁড়ি গোল, মাথা চেপ্টা। এই টেঁড়ির গাত্র শস্ত দ্বারা বিদীর্ণ করিলে যে আঠা নির্গত হয়, তাহাকেই আফিম এবং বীজকে পোস্তদানা বলে।

বক্তব্য—চরকাদি প্রাচীন গ্রন্থে আফিমের উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টু ও ভাব-প্রকাশোক্ত গুণ শিরোদেশে লিখিত হইয়াছে। রাজবল্লভ চক্রদত্ত ও বঙ্গসেনে আফিম ব্যবহৃত হয় নাই। ভাবমিশ্র আফিমের গুণোল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু অতিসার গ্রহণাদি চিকিৎসায় উহা ব্যবহার করেন নাই।

আফিমের আবাদ—পূর্বে দিনাজপুর, দক্ষিণে হাজারিবাগ, উত্তরে গোরখপুর এবং পশ্চিমে আগরা এই চতুঃসীমার মধ্যবর্তী প্রদেশেই বহুল পরিমাণে আফিমের আবাদ হয়। এতদ্ভিন্ন বিষ্ণা পর্বতের পাদদেশে এবং মালোয়ার সমতল ক্ষেত্রেও আফিমের চাষ হইয়া থাকে। প্রায়ই পল্লীর উপকণ্ঠস্থিত ক্ষেত্রগুলিই আফিম আবাদের জন্ত নির্বাচিত হয়। অধিকার প্রাপ্ত কৃষকেরা কার্তিক ও অগ্রাহায়ণ মাসে বীজ বপন করে। ১০।১২ দিনে বীজ অঙ্কুরিত এবং কচিং পোষ, নচেৎ প্রায়ই মাঘ ফাল্গুনে বৃক্ষ সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট লাভ করে এবং টেঁড়ি শস্তদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া আফিম গ্রহণের উপযুক্ত হয়।

আফিমের ভেজাল—নিম্নলিখিত বস্তু আফিমের সহিত ভেজাল দেওয়া হয়—বালুকা, প্রস্তর, কয়লা, উটের বিষ্ঠা, গুড়, বাবলার পাতা ও ডাঁটা, পোস্তর টেঁড়ি, আকন্দের আঠা, ধুতুরা, গাঁজা, তামাক, ডুম্বরের আঠা, ধুনা, বেল ও তেতুলের শাঁস, তিসি ও পোস্তদানা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বিগুহ আফিম ঔষধার্থ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বৈগুকে লিখিত আছে “অহিফেনং শৃঙ্গবেররসৈ ভাব্যং ত্রিসপ্তধা”। আদার রসে ২১ বার ভাবনা দিলে আফিম শুদ্ধ হয়। মাত্রা—ই—২ গ্রেণ।

Constituents.—Opium contains a large number of alkaloids, organic acids, and neutral substance.

Physiological Action.—It depends upon the combined effects of the various alkaloids and other principles obtained from it. Opium in *medicinal doses* at first stimulates the brain, heart and respiration; this effect is soon followed by general depression. Generally opium is analgesic, hypnotic, antispasmodic diaphoretic, narcotic and cerebral depressant. Its chief action is on the cerebro-spinal system and through the nerves it acts upon all the organs of the body. It affects the ganglia at the base of the brain, giving rise to contracted pupils, vomiting and slow respiration, under its use the grey matter of the cord

is first stimulated and there are increased reflexes. This is soon followed by depression as evidenced by the lowering of perception and sensation. The cutaneous Vessels are dilated at first, as shown by a sense of heat felt on the external ear, itching and rose-coloured skin eruptions. This is followed by pallor and coldness of the limbs and fingers. The generative organs are stimulated. In medicinal doses, taken for some time it affects all the secretions except milk and sweat which are increased. It causes dryness of the mouth and throat, lessens the secretion of the stomach and thus impairs appetite. The secretion of the bile is also diminished and constipation results. The action of the heart is increased, and there is increased arterial tension. The cerebral functions are at first exhilarated, the ideas flow rapidly and there is a sort of mild intoxication. This is soon followed by drowsiness and sound sleep, often disturbed by dreams, and often followed, on waking by headache constipation indigestion, and depression of spirits. If any pain be present it is relieved, but a larger dose will be necessary on subsequent occasions. In *full doses* the cerebral symptoms are accentuated, but the stimulation is of short duration. The after-effects become more marked. The mouth becomes very dry, digestion is impaired, there is nausea, vomiting and profuse sweat. The heart is depressed, the circulation lowered, the oxidation is interfered with, and there is loss of body heat. The pupils are contracted, there is intense itching of the nose with retention of urine. The cerebral depression is soon followed by headache, vertigo, slow and laborious respiration. In *poisonous doses* sterterous breathing and coma supervene, followed by feeble pulse, cold clammy perspiration, contracted pupils followed by dilation as the end approaches, cyanosis of the face and fingers, followed by abolished reflexes, deep coma, paralysis of the respiratory centres and death.

Therapeutic uses.—opium is given to relieve severe pain from any cause, except in cerebritis and to allay any irritation. As an antispasmodic it is extensively used. It allay irritation and produces sleep in insomnia, sciatica neuralgia, lumbago, cancer, intestinal renal or hepatic colic calculi &c.; also in tetanus, in morbid states of the abdominal viscera, as gastritis, gastrodynia, hernia and in diseases of the urino-genital system. To check excessive secretion it is largely used in diarrhoea, dysentery, nervous and sympathetic vomiting and in excessive expectoration; also in diabetes, ptyalism and leucorrhœa. (R. N. Khory, Vol. II, p. 49).

নব্যমত—আফিম, ঔষধোপযোগী মাত্রায় সেবিত হইলে প্রথমে নিঃশ্বাসোচ্চ্বাস, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের উত্তেজন জন্মাইয়া, পরিণামে সমস্ত দেহের অবসাদ ঘটায়। আফিম সাধারণতঃ বেদনাহর, নিদ্রাজনক, আক্ষেপনাশক, ঘর্মকারক, মাদক এবং মস্তিষ্কের ক্ষুণ্ণির হানিকর। আফিমের ক্রিয়া প্রধানতঃ মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় নার্ভ মণ্ডলীর উপরি প্রকাশ পায়। স্নুতরাং নার্ভের দ্বারা আফিম দেহের তাবৎ ইন্দ্রিয়গণের উপরি স্বীয় গুণ দর্শাইয়া থাকে। ত্বক্ আশ্রিত নাড়ী প্রতান ক্ষীত হয় (Dilated) বলিয়া প্রথমে কর্ণপালীর (External ear) উষ্ণতা, কণ্ঠ নিৰ্গম দৃষ্ট হয় এবং পরিণামে গাত্র ও অঙ্গুলী “ফ্যাকাসে” (Pallor) ও শীতল হয়। আফিমের গুণে জননেঞ্জিরগণ উত্তেজিত হইয়া থাকে। ঔষধোপযোগী মাত্রায় আফিম যদি কিছুদিন সেবন করা যায় তাহা হইলে, স্তম্ভ এবং ঘর্মস্রাব বন্ধিত হয় এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও রসাদি স্রাব হ্রাস পাইয়া থাকে। অধিকস্ত ইহা মুখ ও গলের শুষ্কতা জন্মায়, পাকস্থলীর স্রাব ন্যূন করে, অতএব ক্ষুধা হ্রাস পায়। পিত্তস্রাবেরও অল্পতা ঘটায়, ইহার পরিণাম কোষ্ঠবদ্ধতা। হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধিত হওয়ায় নাড়ী বেগবতী হয়। মস্তিষ্কের অত্যাধিক হওয়ায় অভিনব চিন্তাপ্রবাহের আবির্ভাব হয়। মূছ নেশা হয়, ইহার ফল তন্দ্রা, যেটুকু নিদ্রা হয় তাহা স্বপ্নে পূর্ণ, জাগ্রত হইলে দেখা যায়, মাথা ধরিয়াছে, উত্তম জীর্ণ হয় নাই; কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতেছে না এবং শরীরে যেন ক্ষুণ্ণি নাই। যে কোন প্রকার বেদনা আফিম নিবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু উত্তরোত্তর মাত্রা বন্ধিত করিতে হয়। আফিম পূর্ণ মাত্রায় সেবন করিলে মস্তিষ্কের উত্তেজনমূলক লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু এই উত্তেজন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ইহার পরিণামফল বেশ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়—মুখ অত্যন্ত শুষ্ক হয়, ভাল জীর্ণ হয় না, গা বমি বমি করে, বমি ও প্রচুর ঘর্ম নিৰ্গম হইয়া থাকে। হৃদয়ের ক্লাস্তি জন্মে, রক্তসঞ্চয়ন মূছ হয়, ধাতুস্রা দ্বারা পাক (Oxidation) বাহিত হয় এবং শারীরোন্মার হানি লক্ষিত হয়। চক্ষু তারার সঙ্কোচ, অত্যন্ত নাসিকা কণ্ঠয়ন, এবং মূত্ররোধ ঘটয়া থাকে। মস্তিষ্কের অবসাদের ফলে, সত্ত্বর শিরঃপীড়া, শিরোগূর্ণন, মস্তিষ্কের জড়তা, মূছ ও আশ্বাসসাধ্য নিঃশ্বাসোচ্চ্বাস উপস্থিত হয়। আফিম বিষবৎ মাত্রায় সেবন করিলে, গলা ঘড়ঘড়ানির সহিত নিঃশ্বাসোচ্চ্বাস, “কোমা,” ক্ষীণ নাড়ী, হিমাঙ্গ ও ঘর্ম, অক্ষিতারকার সঙ্কোচ ও বিস্তার দৃষ্ট হয়; পরে মৃত্যু যখন নিকটবর্তী হইয়া আসে তখন মুখমণ্ডল ও হস্ত পদ হইতে হৃদয়ে রক্তস্রোতের অন্তিম প্রত্যাবর্তনের ফলে, মুখ এবং হস্তপদাঙ্গুলী নীলবর্ণ, ঘোর সংজাহীনতা, নিঃশ্বাসোচ্চ্বাসকারিণী শক্তির অবসাদ এবং পরিশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়।

মস্তিষ্কের প্রদাহ ভিন্ন যে কোন প্রদাহের প্রশমনার্থে কিম্বা যে কোন উত্তেজনের শাস্তির জন্ত আফিম ব্যবহৃত হয়। আক্ষেপহর রূপেই আফিম ত্বরিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [অনিদ্রা, গৃধ্রী (Sciatica), নিউরাল্জিয়া, কটীবাত, ক্যান্সার, বিবিধ শূল (Intestinal,

renal or hepatic colic) পাথরী প্রভৃতি পীড়ায় এবং ধনুষ্ঠকার, বিবিধ কোষ্ঠাঙ্গের মারাত্মক প্রদাহ, তন্ত্রবৃদ্ধি ও মূত্র এবং শুক্রাংশয় সম্বন্ধীয় পীড়ায় আফিম সেবন করিলে যন্ত্রণা লঘু ও রোগীর নিদ্রা হইয়া থাকে । অতিসার, আম ও রক্তাতিসার, বায়ুজন্য বা উপসর্গীভূত বমন, (Nervous and sympathetic vomiting) অতিরিক্ত শ্লেষনির্গম, বহুমূত্র, প্রচুর লালাস্রাব এবং প্রদরে তত্তৎ স্রাবের প্রাচুর্য্য হ্রাস করিবার জন্য আফিম ব্যবহৃত হয় । (আর্. এন্. ফোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৪৯-৫০ পৃঃ) ।

আত্মাতক—আম্রাতকঃ ।

আম্রাতকঃ, আম্রাতঃ—Sapondias Mangifera. Eng.—Wild Mango, Hog plum tree.

অন্বর্থসংজ্ঞা—“কপিপ্রিয়ঃ,” “অধ্বগভোগ্যঃ,” “তনুক্ষীরী” ; “বর্ষপাকী” ।

আম্রাতকফলং বৃষ্যং পিত্তাস্রকফবহ্নিকৃত্ । শীতং কষায়ং মধুরং কিষ্কি-
আরুতকৃৎ গুরু । ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ ।

আম্রাতকং কষায়াস্ন মামং হৃত্কণ্ঠহর্ষণম্ । পকন্তু মধুরাস্নাস্থ্যং
স্নিগ্ধং পিত্তকফাপহম্ । রাজনিঘণ্টুঃ ।

আম্রাত মস্নং বাতপ্লং গুরুষ্যং রুচিকৃত্ সরম্ । পকন্তু তুবরং স্বাদু
রসে পাকে হিমং স্মৃতম্ । হর্ষণং স্নেহলং স্নিগ্ধং বৃষ্যং বিষ্টম্নি বৃহণম্ ।
গুরু বৃষ্যং মরুত্পিত্তক্ষতদাহক্ষয়াস্নজিত্ । ভাবপ্রকাশঃ ।

আত্মাতকের ভাষানাম—বাঃ—আমড়া—হিঃ—অমড়া । তাঃ—মরিমণ্ডি ।
তৈঃ—টৌর মনোডী । ইং—ওয়াইল্ড ম্যাঙ্গো ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—“কপিপ্রিয়”, ‘অধ্বগভোগ্য’, ‘তনুক্ষীরী’, ‘বর্ষপাকী’ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল, ছাল ও নির্য়াম । মাত্রা—ফলের শাঁস ২—৪ তোলা ।
ছালের রস ৩—২ তোলা । কাথ—৫—১০ (তোলা) । ছালচূর্ণ ৩—৩ আনা ।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—আমড়া,—বৃষ্য, রক্ত ও পিত্ত দোষয় কফ ও অধি জনক, শীত,
কষায়, মধুর, কিষ্কিৎ বায়ুজনক ও গুরু ।

রাজনিঘণ্টু—কাঁচা আমড়া—কষায়, অম্ল, হৃদয় ও কণ্ঠের হর্ষজনক। পাকা আমড়া—মধুরাম্ন, স্নিগ্ধ এবং পিত্তশ্লেষ্মঘ্ন ।

ভাবপ্রকাশ—কাঁচা আমড়া—বাতঘ্ন, গুরু, উষ্ণ, রুচিকর ও রেচক। পাকা আমড়া—রসে কষায়, পাকে স্বাদু, হিম, হর্ষণ, শ্লেষ্মপ্রদ, স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বিষ্টেত্তি, বৃহৎ, গুরু, বল্য এবং বায়ুপিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্ত দোষঘ্ন ।

বস্তুব্য—যে সকল স্ত্রীলোকের সস্তান শৈশবেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাঁহারা নবজাত সস্তানের গলদেশে আমড়া আঁটি রোপ্য মণ্ডিত করিয়া, ধারণ করাইয়া থাকেন। এই আমড়া আঁটির একটু বিশেষত্ব আছে। নূতন আমড়া হইলেও যে পুরাণ আমড়া বৃন্ত চ্যুত হয় না—শুষ্কাবস্থায় বৃন্তলগ্ন থাকে সেই আমড়ার আঁটিই গ্রাহ্য ।

Actions and uses.—The pulp is astringent, stomachic and acid and used in dyspepsia. The bark and gum astringent and demulcent and used in dysentery. (R. N. Khory, Vol. II., p. 172).

নব্যমত—আমড়ার শাঁস, - কষায়, পাচক, অম্ল, এবং গ্রহণীতে হিতকর। ছাল ও আঠা সঙ্কোচক, শীত এবং আম ও রক্তাতিপারে সেব্য। (আর, এন্, ফোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ১৭২ পৃঃ) ।

আরুক—आरुकम् ।

আরুকম্, রক্তফলম্—Prunus Insititia, P. Bokariensis.

আরুকো গ্রাহী তুবরী হৃদয়ঃ শীতো গুরুঃ স্মৃতঃ । মলাবষ্টম্ভকো গ্রাহী মেদী চৌণাঃ কফাপহঃ । পিত্তহৃৎ পাচকশ্চান্নো মধুরশ্চ মুখপ্রিয়ঃ । মুখ-স্বচ্ছকরশ্চৈব মেহগুল্মার্মানুত্ পরঃ । রক্তবাতরুজাং হন্থা স পক্কো মধুরো-গুরুঃ । কফপিত্তকর স্বীণ্যো রুচ্যো ধাতুবিবর্দ্ধকঃ । নিঘণ্টুরক্তাকরঃ বৈদ্যকনিঘণ্টুশ্চ ।

আরুকের ভাষানাম—হিঃ—আলুবোথারা। কাঃ—অলু। ইঃ—বোথারা প্লাম্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজবর্জিত শুষ্ক ফল। খাণ্ডোষধ।

নিঘণ্টুরক্তাকর—কাঁচা আলুবোথারা, ধারক, কষায়, হৃদয়, শীত, গুরু, মলরোধক,

উষ্ণ, কফাপহ, পিত্তহর, পাচক, মুখপ্রিয় ; মুখমল নাশক এবং মেহ গুল্ম ও অর্শোহর।
পাকা আলুবোখারা,—বাতরক্তের বেদনা প্রশমক, রুচিজনক কফপিত্তকর ও ধাতুবর্ধক।

বক্তব্য—মদনপাল নৃপকৃত মদনবিনোদ নাম নিঘণ্টুতে যে পত্র পুষ্পাদিভেদে-
চতুর্বিধ আকৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাও আলুবোখারা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে। প্লীনি
এবং যুনানী গ্রন্থকারগণ বহুবিধ আলুবোখারার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহারা পারস্য এবং
তদাসন্নদেশে জন্মিয়া থাকে।

Constituents.—Malic acid, Citric acid, Sugar, albuminoids, pectin and ash.

Actions and uses.—Demulcent and nutrient. (R. N. Khory, Vol. II., p. 241).

“It is described as sub acid, cold and moist, digestive and aperient, especially when taken on an empty stomach, useful in bilious states of the system and heat of body.” (Dymock Vol. I., p. 568).

নব্যমত—শুক্রোদরে সেবন করিলে, আলুবোখারা, অন্ন, শীত, অভিঘ্নি, পাচক
ও মূত্ররেচক। শরীর অত্যন্ত রুক্ষ কিংবা পিত্তাধিকা হইলে আলুবোখারা হিতকর।
(ডিমক্, ১মঃ খঃ, ৫৬৮ পৃঃ) ।

আবর্তকী—आवर्तकी ।

আবর্তকী—Helicteres Isora, Eng.—East Indian screw plant.

অন্বর্থসংজ্ঞা—“মনোহা,” “রক্তপুষ্পী,” “বামাবর্তী” ।

আবর্তকী চ কুষ্ঠঘ্নী সৌর্ধ্বাধৌদৌষনাশনী । কষায়া শীতলা
বৃথা ত্রিদৌষঘ্নপ্রতিসারজিত্ । শোফগুল্মৌদরাঃস্নাহক্রিমিজালবিনাশনী ।
ধন্বন্তরীযনিঘণ্টুঃ ।

আবর্তকী কষায়াস্না শীতলা পিত্তহারিণী । রাজনিঘণ্টুঃ ।

আবর্তকীর ভাষানাম—বাঃ—আত্মোড়া, হিঃ—কুপাইসি, জোয়াকা ফল,
মাড়োর ফলী । তৈঃ—শরামলী । তাঃ—বলাম্বিরিকৈ । ফাঃ—পিচক্ ।

অন্বর্থসংক্রা—“মনোজ্ঞা,” “রক্তপুল্পী,” “বামাবর্তা ।

পরিচয়—আঁতমোড়া বনিক্ দ্রব্য । ইহা দাক্ষিণাত্যে জন্মে । দেখিতে পিপুলের মত, কিন্তু ঠিক্ জুর মত পোঁচ আছে । ডাঃ ওয়াইট্ কৃত ফিগার্স অভ্ ইণ্ডিয়ান্ প্লান্টস্” নামক পুস্তকের ১৮০ পৃষ্ঠায় আঁতমোড়া গাছের চিত্র আছে ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল (আঁতমোড়া) চূর্ণের মাত্রা—ই—১ আনা । কাথ—৫—১০ তোলা ।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—আঁতমোড়া,—কুষ্ঠহর, বামক, রেচক, কষায়, শীতল, বৃষ্য, ত্রিদোষনাশক, অতিসারহর এবং শোথ, গুল্ম, উদর রোগ, আনাহ ও কৃমিনাশক ।

রাজনিঘণ্টু—আঁতমোড়া, কষায়, অম্ল, শীতল এবং পিত্তহর ।

বক্তব্য—এদেশে সূতিকা গৃহে অবস্থানকালে শিশুকে, আঁতমোড়ার ফল, সরিষার তৈলে ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই তৈল মাখান হইয়া থাকে । প্রসূতির বালেন এই তৈল মাখিলে শিশুর “গা ভাঙ্গা” ভাল হয় ।

Actions and uses.—Demulcent and mildly astringent, powdered fruit is given with other drugs to stop griping in the bowels and flatulence in children. The root bark is given in diabetes. The root may be substituted for that of althæa. The Hindus use the powder of the root with castor oil as an application inside the ears in offensive sores and discharges. (R. N. Khory, Vol. II., p. 104).

নব্যমত—আঁতমোড়া,—ম্লিষ্ণ, শীত ও মৃদু সঙ্কোচক । ইহার বীজচূর্ণ সেবন করিলে শিশুর পেট কামড়ানি ও পেট ফাঁপা আরাম হয় । মূলের ছাল, বহুমূত্র রোগে সেব্য । ইহার মূল Althæaর প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে । কর্ণের ক্ষত ও পুতিয়াবে মূলচূর্ণ, এরও তৈল যোগে কদাভ্যন্তরে পাতিত করা হয় । (আম্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ১০৪ পৃঃ) ।

ইশেরমূল—হুগীরমূল ।

হুগীরমূল—Aristolochia Indica (?)

ভাষানাম—বাঃ—ইশেরমূল । হিঃ—কুদ্রজটা । কাঃ—ভারাবন্ধি হিন্দী । তাঃ—ইচ্ছুরামূলী । তৈঃ—ইশেরার বেরু । ইং—ইণ্ডিয়ান্ বার্থ ওট ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—উঁটা, মূল । মাত্রা—কাথ—৫—১০ তোলা । মূলচূর্ণ— $\frac{1}{2}$ —১ আনা ।

বক্তব্য—ডিম্বক বলেন ইশেরমূলের সংস্কৃত নাম রুদ্রজটা। রাজনিঘণ্টু রুদ্রজটার পর্যায়ে 'সুগন্ধপত্রা' শব্দ পঠিত হইয়াছে; এদেশে যে উদ্ভিদ ইশেরমূল নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত, তাহার পত্র সুগন্ধি নহে। অতএব ইশেরমূল রুদ্রজটা কিনা সন্দেহ। সুতরাং এস্থলে রাজনিঘণ্টু রুদ্রজটার গুণোল্লেখ করা হইল না। লোকের বিশ্বাস, ইশেরমূল যেখানে থাকে সেখানে সর্প যাইতে পারে না।

Actions and uses.—Tonic stimulant and emmenagogue given in intermittent fever, bowel affections of children due to teething, also in cholera; as an emetic the juice of the leaves is given to children in croup. It has a great reputation as an antidote to snake poison, with agara it is applied externally to the abdomen in colic and to the chest in bronchitis in children. (R. N. Khory, Vol. II., p. 513).

“The plant was first described by **Rheede**, who states that boiled in oil it is applied as a liniment to snake bites, and a decoction given internally. It is also administered, rubbed to a paste with water or in decoction, in cold fevers, headache, flatulent distention and dysuria. As a lotion it relieves gouty pains and the powder with pepper and hot water stops bloody fluxes. *Ainslie* notices its use by the Tamil doctors in the bowel complaints to which children are subject in consequence of indigestion and teething. He also says that the powder is taken internally in cases of snake-bites and applied to the bitten part. *Fleeming* notices its use in upper India as an emmenagogue and antarthritic. Babu T. N. Mukharji States that the juice of the fresh leaves is very useful in the croup of children, by inducing vomiting without causing any depression. (Dymock, Vol. III., pp. 159-60).

নব্যমত—ইশেরমূল, বলা, উষ্ণ ও রজঃপ্রবর্তক। ইহা পুরাণ জ্বর, শিশুর দস্তোদ-গমকালীন উদরাময়, ও বিসৃচীকায় হিতকর। শিশুর ঘৃণ্ডি কাসিতে ইহা বমনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেবন ও লেপনে সর্প বিষয় বনিয়া ইশেরমূলের বেশ খ্যাতি আছে। শিশুর ব্রুকাইটিশে বক্ষোদেশে এবং শূলে উদরে, অশুকর সহিত ইশেরমূলের প্রলেপ প্রযুক্ত হয়। ইশেরমূলের কাথ শীতজ্বর, শিরঃপীড়া, উদরাধান, ও মূত্রক্লেচ্ছ হিতকর। (কোরি, ২য় খঃ, পৃ ৫১৩, ডিম্বক, ৩য় খঃ, পৃ: ১৫২-৬০)।

ঐষদগোল—ঐষদগোলম্ ।

ঐষদগোলম্—Plantago Ispaghula, P. Ovata. Eng.—
Spage seeds.

ঐষদগোলং পরং ত্বষ্যং মধুরং গ্রাহি শীতলম্ । পিচ্ছিলং তুবরং কিঞ্চিদ্ভাত-
কৃত্ব কফপিত্তহৃত্ব । রক্তাতিসারাস্তপিত্তং নাশয়েদिति কীর্তিতম্ ।
বৈদ্যামৃতো নিঘণ্টুসংগ্রহশ্চ ।

মূত্রলং শীতবোজং স্যাৎসুণ্ণবাতনিবারণম্ । বস্তিসংশোধনং প্রীতং শুক্রমেহ-
নিবারণম্ । আধানাপহরস্বাস্থ্য যোজ্যঃ শীতকষায়কঃ । আয়ুর্বেদ-
বিজ্ঞানম্ ।

বর্ণন—ইসব্গোল্ বণিক দ্রব্য । ইহাকে পারসীয়া ভাষায় ইস্পঘুল বলে । ইস্প-
ঘুল শব্দের অর্থ অশ্বের কর্ণ । ইসবগোলের দানা দেখিতে কতকটা ঐক্যপই বটে । জলে
ভিজাইলে ইসব্গোল্ ফুলিয়া উঠে । ইহার কোন স্বাদ, গন্ধ নাই ।

ভাষানাম—বাঃ—ইসব্গোল । গুঃ—উথমুজীরণ । ফাঃ—ইস্পজাঃ । অঃ—বহরী
কতুলা । তাঃ—ইস্কল বিটের । তৈঃ—ইস্পগল । ইং—স্পেজ্ সিড্‌স্ ।

বৈদ্যামৃত—ইসব্গোল, বৃষ্য, মধুর, ধারক, শীতল, পিচ্ছিল, কিঞ্চিৎ, কষায়, বাত-
শ্লেষ্মকর, কফপিত্তহর এবং রক্তাতিসার ও রক্তপিত্তনাশক ।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান—মূত্রল, উষ্ণবাতনাশক, বস্তিশোধন, শুক্রমেহহর ও আধান-
নাশন । ইহার শীতকষায় প্রযোজ্য ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ, যাহা ইসব্গোল নামে বিক্রীত হইয়া থাকে । মাত্রা—
শীতকষায় ১—৩ ছটাক । কাথ ৫—১০ তোলা ।

বক্তব্য—ভাবপ্রকাশেও ইসব্গোলের উল্লেখ নাই । মোরেশ্বরের বৈদ্যামৃতে,
নিঘণ্টু সংগ্রহে এবং আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে ইসব্গোলের গুণ বৈকল্পিক লিখিত হইয়াছে তাহা
প্রদর্শিত হইল । যুনানী চিকিৎসকগণের ব্যবহার দৃষ্টে সম্ভবতঃ উহা লিখিত হইয়া থাকিবে ।

Actions and uses.—Demulcent, emollient and diuretic ; used in
inflammatory and other derangements of the stomach and intestines,
as in gastric catarrh, dysentery, gonorrhœa and affections of the

kidneys. Made into a poultice with venegar and gora tela they are applied to rheumatic and gouty swellings ; they are also useful in coughs and colds. When roasted, they are used with Sakara in protracted irritation of the bowels in children. (R. N. Khory, Vol. II., p. 501).

“In India, they are considered to be cooling and demulcent, and useful in inflammatory and bilious derangements of the digestive organs. The crushed seeds are made into a poultice with vinegar and oil are applied to rheumatic and gouty swellings. With the mucilage a cooling lotion for the head is made. Two or three dirhems moistened with hot waters mixed with sugar are given in dysentery and irritation of the intestinal canal to procure an easy stool. The decoction is prescribed in cough. The roasted seeds have an astringent effect and are useful in irritation of the bowels in children and in dysentery. The natives have an idea that the powdered seeds are ingurious and consequently always administer them whole. *Fleming Twining Ainslie* and others speak very favourably of the use of Ispaghul in the treatment of chronic diarrhœa. *Twining* gives the dose for an adult as 2½ drachms mixed with half a drachm of sugar-candy. In the pharmacopœia of india the seeds have been made official and directions are given for the preparation of decoction. (Dymock, Vol. III., pp. 126-7).

নব্যমত—ইসব্গোল, শীত, স্নিগ্ধ ও মূত্রকর। ইহা অন্ন ও পাকস্থানীর প্রদাহ, আমাশয় স্থিত শ্লেষ্মার বিকার (gastric cattarrh) অতিসার, রক্তাতিসার, গণোরিয়া এবং বৃক্ক সম্বন্ধীয় পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভিনিগারের সহিত ইসব্গোল ও রামতিলের পুন্টিশ্ আমঘাত গ্রন্থ স্ফীত অঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ইসব্গোল কফকাসের শঙ্কেও হিতকর। গরম জলে ক্লিন্ন ও শর্করার সহিত মিশ্রিত ২৩ ডারহাম্ ইসব্গোল, শিশুগণের দীর্ঘকালের উদরাময়ে সেবন করাইলে সহজ দান্ত হইয়া থাকে। সিদ্ধ ইসব্গোল ধারক, অতএব ইহা শিশুর উদরাময় ও আমরক্তাতিসারে সেব্য। একদেশীয় লোকের বিশ্বাস ইসব্গোল চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে উপকারী হয় না, অতএব তাহারা আন্ত ব্যবহার করে। ফ্লিমিং টুইনিং, এন্সলি প্রভৃতি সকলেই দীর্ঘকালের উদরাময়ে ইসব্গোলের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ফ্লিমিংএর মতে,—পূর্ণবয়স্ক লোক ২½ Drachm ইসব্গোল অর্ধ Drachm মিছরির সহিত সেবন করিবে। ইণ্ডিয়া ফার্মাকোপিয়াতে ইসব্গোলের কাথ ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। (কোরী ও ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৫০১ পৃঃ ও ৩য়ঃ খঃ, ১২৬-২৭ পৃঃ)।

ওলট্‌কম্বল—ঐলট্‌কম্বল ।

ঐলট্‌কম্বল—Abroma Augusta. Eng.—Devil's Cotton.

বর্ণন—ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পাতা চৌড়া, পত্র প্রান্ত খণ্ডিত, পত্রপৃষ্ঠ রোমান্বিত। ফুল—ঘোর বেগুনে রঙের, অধোমুখে লম্বিত, দল ৫টা, বীজকোষ পক্ষাকারে ৫ ভাগে বিভক্ত, এই বীজকোষে খোঁচা খোঁচা রোমের মত শুভ্র আছে, বর্ষাকালে পুষ্পিত হয়। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, মুলার বীজের মত। মূলত্বকের অভ্যন্তরে উজ্জল শুভ্রবর্ণ আঁস আছে। রস পিচ্ছিল। এক রকম “বোদা” স্বাদ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূলত্বক। মাত্রা—পিষ্টমূল ত্বক (আর্দ্র) ৪—৮ আনা।

বক্তব্য—প্রাচীন বা নবীন কোনও নিবন্ধে ওলট্‌কম্বলের গুণোল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

Constituents.—The root bark contains gum, wax, a non-crystalline extractive matter and ash 11.64. p. c., but no manganese.

Actions and uses.—The root and the sap are uterine tonic and emmenagogue, with black pepper given in congestive and neuralgic dysmenorrhœa and amenorrhœa, either given a week before or during menstruation. It is a valuable substitute for hydrastis, viburnum, and pulsatilla. (R. N. Khory, Vol. II., p. 102).

“In 1872 Mr. Bhoobun Mohun Sircar (Ind. Med. Gaz.) first called attention to the use of the root as an emmenagogue in Bengal, and recommended the fresh viscid sap in the treatment of dysmenorrhœa in doses of 30 grains. Subsequently Dr. Kirton recommended the use of drachm doses of the root beat into a paste with water. Dr. Watt in his “Dictionary of the economic products of India” records the opinion of thirteen medical men regarding the medicinal properties of the plant; of these, eight speak favourably of it. Dr. R. Macleod says:—It is a valuable medicine in dysmenorrhœa, the fresh root is usually given, made into a paste with black pepper about a week before the time of menstruation, and is continued until it commences. I have seen it prove very efficacious in some cases, especially in the congested form of the disease.” Dr. Thornton says:—The slender roots are useful in the congestive and neuralgic varieties of dysmenorrhœa. It regulates the menstrual flow and acts as a uterine tonic. It should be given during menstruation, 1½ drachms of the fresh root for a dose with black pepper, the latter acting as a stomachic and carminative.”

Dr. Evers says :—it has never failed in my hands in speedily relieving painful dysmenorrhœa. In western and Southern, India the plant is not common, and its medicinal properties do not appear to be known. (Dymock, Vol. I., p. 233.)

নব্যমত—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে মিঃ ভুবনমোহন সরকার, ওলটকম্বলের সন্ধানিকাশিত মূলরসের রজঃপ্রবর্তিনী শক্তি সর্বপ্রথম জনসাধারণের গোচর করিয়াছিলেন। ইহার মতে রসের মাত্রা ৩০ গ্রেণ। পরে ডাঃ কির্টন বলেন যে ওলটকম্বলের সদ্য উকৃত পিষ্ট মূলত্বক্ এক Drachm শীতল জলের সহিত ব্যবহার করাই আমার অভিপ্রেত। ডাঃ ওয়াট্ “ডিক্‌নারী অভ্‌ দি ইকনমিক্ প্রডাক্টস্ অভ্‌ ইণ্ডিয়া” নামক অভিধানে ওলট্ কম্বলের এই গুণের বিষয়ে ১৩ জন চিকিৎসকের মত উকৃত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৮ জন অমুকুল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ম্যাক্‌লিউড্ বলেন কষ্টরঞ্জের পক্ষে ওলটকম্বল উত্তম ঔষধ। তাজামুলের ছাল, গোল মরিচের সহিত পেষণ করিয়া, ঋতুর সপ্তাহকাল পূর্ব হইতে ঋতুদর্শন পর্যন্ত প্রত্যহ শীতল জলের সহিত সেব্য। আমি কএকস্থলে বিশেষতঃ বেদনাস্থিত ও বায়ু প্রধান রজোরোগে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ডাঃ থর্ন টন বলেন—ওলটকম্বলের ক্ষীণমূল ১½ Drachm গোলমরিচের সহিত পিষিয়া পান করিলে, রজঃস্রাব পরিমিত হয় এবং গর্ভাশয়ের বল প্রদান করে। এস্থলে গোলমরিচ পাচক ও বায়ুনাশকরূপে কার্য্য করিয়া থাকে। ডাঃ এভার্স বলেন,—যজ্ঞগাদায়ক কৃচ্ছ্‌রজোরোগে ওলটকম্বল সেবন করাইয়া কদাচ আমি বিফল মনোরথ হই নাই। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে ওলটকম্বলের গাছ তাদৃশ দৃষ্ট হয় না এবং ইহার গুণও তত পরিচিত নহে। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ২৩৩ পৃঃ)।

কঙ্কালক—কঙ্কালকম্ ।

কঙ্কালকম্, ক্রান্তফলম্—Piper Cubea. Eng.—Tailed Pepper or Cubebs.

কঙ্কালং কটুতিক্ষোণ্যং বক্তৃবৈরস্বনাশনম্ । মুখজাঘ্‌হরং কথ্যং বাতশ্লেষহরং পরম্ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টুঃ ।

কঙ্কালং কটু তিক্ষোণ্যং বক্তৃজাঘ্‌হরং পরম্ । দীপনং পাচনং কথ্যং কফবাতনিহন্তনম্ । রাজনিঘণ্টুঃ ।

কঙ্কীলং লঘুতীক্ষণীণ্যং তিক্তং হৃদ্যং হৃদিপ্রদং । আস্যদীর্গম্যহুদ্রীগ-
কফবাতাময়াঃস্বাস্থ্যহুত্ । **ভাবপ্রকাশঃ ।**

ভাষানাম—বাঃ—কাবাবচিনি । হিঃ—নীতলচিনি । ঞ্ঃ—চণকবাব । তাঃ—
বলমলকু । তৈঃ—সলব মিরৌরলিয় । ফাঃ—হব্-এন্-আম্ । ইং—টেন্ড পিপার বা
কিউবেব্ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফল । মাত্রা—২—৮ আনা । কাবাবচিনির তৈল—
৫—২০ ফোঁটা ।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—কাবাবচিনি—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখের বিরসতা ও জড়তা
নাশক, কুচিকর এবং বাতশ্লেষ্মহর ।

রাজনিঘণ্টু—কাবাবচিনি—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখের জড়তানাশক, অগ্নিবর্ধক,
পাচক, কুচিজনক এবং কফবাতবিনাশক ।

ভাবপ্রকাশ—কাবাবচিনি,—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, হৃদ্য, কুচি প্রদ, মুখদৌর্গন্ধাহর,
হৃদ্রোগনাশক, কফবাতহর এবং চক্ষুদোষনাশক ।

Constituents.—An active principle 3 p.c., a volatile oil 5 to 15 p.c.,
also resin 3 p.c.; cubebin 2 p.c.; cubbic acid, fatty matter, wax starch,
oil-gum and ash 5 p. c.

Actions and uses.—Stimulant and diuretic. In large doses it irritates
the stomach, intestines, uterus and urino genital passages. It disinfects
the urine, perspiration and bronchial mucous. Applied to the skin it
gives rise to urticaria and vesicular eruptions. The seeds kept in the
mouth and chewed relieve troublesome cough. As a stimulant and
diuretic it is given in gonorrhœa, urethritis, cystitis, chronic bronchial
catarrh, in affections of the genito-urinary organs, and in inflammation
of the urinary passages. The powder is dusted or blown by an insuffla-
tor into the nose and pharynx in chronic nasal catarrh, follicular pharyn-
gitis, &c., with benefit. It is smoked in cigarettes in acute nasal
catarrh. As a local irritant, the oil with rose water is applied to the
head in headache and to syphilitic sores on the penis. The oil increases
the quantity of urine, importing to it a peculiar odour. (R. N. Khory,
Vol. II., p. 517).

নব্যমত—আয়ুর্বেদবিজ্ঞানে কাবাবচিনি সুরপ্রিয় নামে উল্লিখিত হইয়াছে ।
তন্মতে কাবাবচিনি—সুরপ্রিয়ং বৃন্তকলং তদ্বায়ুশমনং যতম্ । শ্লেষ্মোৎসারণ মায়েয়ং মূত্র-

বৃদ্ধিকরং তথা । ঔপসর্গিকমেহেণ্ড শুক্রমেহং সূদারুণম্ । খেতপ্রদর মর্শাংসি কৃচ্ছ্ৰ্ণ কাপি
বিনাশয়েৎ । কাবাবচিনি—বায়ুপ্রশমন, শ্লেষ্মাপহারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্রবৃদ্ধিকর, এবং
ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, খেতপ্রদর, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্ৰ্ণ, বিনাশ করে ।

কাবাবচিনি,—উষ্ণ, মূত্রকারক । অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, পাকস্থলী, অন্ন, গর্ভাশয়
ও মূত্রমার্গের উত্তেজন জন্মায় । কাবাবচিনি, মূত্র, ঘর্ম্ম এবং শ্লেষ্মা ডিসইনফেক্টে (disinfect)
করিতে পারে । গাত্রে প্রলিপ্ত করিলে উদর্দ ও কোঠ (urticaria and vesicular
eruption) জন্মিয়া থাকে । কাবাবচিনি মুখে রাখিয়া চর্কণ করিলে, কষ্টপ্রদ কাসি নিবৃত্তি
পায় । কাবাবচিনি উত্তেজক ও মূত্রকারক বলিয়া গণোরিয়া, মূত্রমার্গের প্রদাহ, মূত্ররোধ,
পুরাণ কফরোগ, তরুণ সর্দি, শিশু ও মূত্রমার্গের পীড়া এবং প্রদাহে ব্যবহৃত হয় । নাসারন্ধ্র,
গত পুরাণ কফরোগে ও বাগিস্ক্রিমের প্রদাহে নাসারন্ধ্রে, কাবাবচিনিচূর্ণ প্রথমত করিলে
ফললাভ হয় । নাকের নূতন সর্দিতে কাবাবচিনিচূর্ণের সিগারেট খাইলে সর্দি আরাম হয় ।
কাবাবচিনির তৈল, শিরঃপীড়ায় গোলাপজলের সহিত মস্তকে এবং ফিরঙ্গফতে (syphilitic
sore) শিশ্নে ব্যবহৃত হয় । কাবাবচিনির তৈল সেবন করিলে মূত্রস্রাব বর্দ্ধিত হয় । এবং
মূত্রে এক প্রকার গন্ধ হইয়া থাকে । (আর্, এন্, ফ্লোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫১৭ পৃঃ ।)

कर्मरङ्ग—कर्मरङ्गः ।

कर्मरङ्गः—Averrhoa Carambola. Eng.—Chinese
Gooseberry.

अन्वर्थसंज्ञा—“धाराफलः,” “पीतफलः,” “शुकप्रियः” ।

कर्मरङ्गं हिमं ग्रहि स्वाहृन्नं कफवातघ्नत् । भावप्रकाशः ।

कर्मरङ्गन्तु तीक्ष्णोष्णं कटुपाकेऽपिप्तघ्नत् । राजवल्लभः ।

कर्मरस्य फलस्यैव माद्यन्नं वातनाशकम् । उष्णं पित्तकरश्चैव तत्
पक्वं मधुरं मतम् । अक्षयवलयपुष्पीनां रुचेऽपि तु वर्धकम् । निघण्टु-
रत्नाकरः ।

कर्मरस्येभ्य ভাষানাম—বাঃ—কামরাজা । হিঃ—কমরথ্ । মঃ—কর্মরোঁ । ওঃ—
কমরক্ । তাঃ—তমারটম্ মরম্ । তৈঃ—তমারটা করা ।

ভাষপ্রকাশ—কামরাজা, শীতল, ধারক, মিষ্ট, অন্ন ও কফবাতকর ।

রাজবল্লভ—কামরাজা, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পাকে কটু এবং অম্ল ও পিত্তকর ।

নিঘণ্টুরত্নাকর—কাঁচা কামরাজা—ধারক, অম্ল, বাতনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর ।

পাকা কামরাজা—মধুরাম্ন, বল, পুষ্টি ও রুচিদায়ক ।

Constituents.—Contain a watery pulp, which contains much acid potassium oxalate.

Actions and uses.—Antiscorbutic. Fruits are used as an acid vegetable and for preserve. The syrup (1 in 10, dose 1 to 2 drs.) is used as a cooling medicine in fevers. The juice is used to remove iron moulds or stains. The leaves are a good substitute for sorrel. (R. N. Khory, Vol. II., p. 152.)

নব্যমত—কামরাজা “স্কার্বি” রোগ (১ম খণ্ড, ১৫২ পৃঃ) প্রতিষেধক । এই অম্লরস ফল বাহুল্যরূপে ভক্ষিত ও চাটনিক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লোহার কলঙ্ক ও দাগ উঠাইবার জন্ত কামরাজার রস ব্যবহৃত হয় । ইহার পাতা সোরেলের (sorrel) প্রতিনিধি স্বরূপ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । (আর্, এন্, ফোরি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫২) ।

কাফি—কাফি ।

কাফি—Coffea Arabica.

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ । মাত্রা—৩০—৬০ গ্রেণ ।

পরিচয়—আরবদেশ কাফিবৃক্ষের জন্মস্থান । কিন্তু অধুনা ইহা আফ্রিকা, অবি-
সিনিয়া, আমেরিকা, আসাম, নেপাল এবং খাসিয়া পর্বতেও জন্মিয়া থাকে । কাফিবীজ
বড়, ইহার এক পৃষ্ঠা গোল এক পৃষ্ঠা চেপ্টা । এক প্রকার মৃৎ গন্ধ আছে । স্বাদ মধুর,
কষায় ও তিক্ত । বর্ণ—পীতাম্ব বা হরিদ্রাম্ব ।

Constituents.—Seeds contain an alkaloid caffeine, 1 to 3 p. c.; proteid 6 to 13 p. c.; sugar, legumin, glucose, dextrine 15 p. c.; caffeo-tannic acid 1 to 2 p. c.; volatile oil and ash, 3 to 5 p. c.

Physiological Action.—Cerebro-spinal, gastric and renal stimulant, laxative, highly antiseptic, efficient diuretic and antilithic. Roasted coffee if moderately taken as a food or beverage acts as a stimulant, it assists assimilation and digestion, promotes intestinal paristalsis, lessens tissue waste and decreases the excretion of urea. It allays the sense

of prolonged bodily and mental fatigue and keeps off sleep for some time without exhaustion. It increases the reflex action and mental activity. Given in excess it disorders digestion and leads to headache, vertigo and palpitation of the heart, great restlessness, convulsions and paralysis. Coffee is more stimulating, but less sustaining than cocoa.

Therapeutic uses.—Coffee is given in prolonged bodily fatigue, and in mental and cardiac depression ; as an analgesic it is given with guarana in neuralgic and nervous headache, in insomnia of chronic alcoholism, to stop vomiting, to check diarrhoea and to allay spasms in asthma ; also given in cases of narcotic poisoning. In heart disease caffeine is given with paraldehyde with benefit. (R. N. Khory, Vol. II., p. 326.)

“In the women’s petition against coffee,” 1674, they complained that “it made men as unfruitful as the desert whence that unhappy berry is said to be brought.” As late as 1711, we find the following passage in a letter written by Charlotte Elizabeth from Mary to her step-sister in Germany : “I am grieved to learn, dear Louise, that you have taken to coffee ; nothing is so unhealthy, and I see many here who have had to give it up because of the disease it has brought upon them. Princess of Hanan died of it in frightful sufferings. After her death they found the coffee in her stomach, where it had caused several ulcers. Let this then be a warning to you.” (Dymock, Vol. II., pp. 217-18).

নব্যমত—কফি,—মস্তিষ্ক, পাকস্থালী ও বৃক্কের উত্তেজক, মূহুরেচক, উচ্চ শ্রেণীর পচননিবারক, মিদ্র মূত্রকারক এবং অশ্মরীসঞ্চয় নিবারক। কফি মিদ্র কল্পিত খাদ্যরূপে পরিমিত মাত্রায় ভোজন করিলে, উহা উষ্ণ ক্রিয়া করে এবং পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি, অন্ত্রের কৃমিগতির উৎকর্ষ, শরীর ক্ষয় ও মূত্রসহ ইউরিক এসিড্ নির্গম হ্রাস করে। কফি সেবন করিলে শ্রমজন্তু শরীর ও মনের অবসাদ অমুভূত হয় না। বিনা ক্রেশে কিরৎকণের জন্তু নিদ্রা জয় করা যায় এবং মন সতেজ থাকে। কফি অধিক মাত্রায় সেবন করিলে, পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত, শিরঃপীড়া, শিরোগূর্ণন, বুক ধড়ফড় করা, নিতান্ত অস্থিরতা, আক্ষেপ এবং পক্ষাঘাত জন্মায়। কোকোয়া অপেক্ষা কফি অধিকতর উত্তেজক কিন্তু অল্প জীবনীয় (sustaining)। শারীরিক ক্লাস্তি, ও হৃদয় মনের অবসাদ, নিউরাল্জিয়া, নার্ভ ও বিকার ঘটিত শিরঃপীড়া ও পুরাণ মদাত্মকজনিত অনিদ্রায় কফি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অপিচ ইহা বমন নিবারণার্থ, অতিসার প্রশমনার্থ, খাসের টান নিবৃত্তি ও মাদক সেবন জন্তু বিবক্রিয়ার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কফি হৃদয় সংক্রীয় রোগে হিতকর। (আর, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৩২৬ পৃঃ)।

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত “কফির বিরুদ্ধে রমণীগণের দরখাস্তে” কথিত হইয়াছে যে,

অমঙ্গলের হেতুভূত এই কাফির জন্মস্থান যেমন পুষ্প ফলহীন মরুভূমি, কাফিনেবী পুরুষগণও তেমনি দস্তানোৎপাদিকাশক্তির অভাবে ফলহীন হইয়া থাকে। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ তাঁহার ভগ্নিকে লিখিয়াছিলেন—তুমি কাফি খাও শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কোন অস্বাস্থ্যকর বস্তু আর নাই। কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার এখানে অনেকে কাফি ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। কাফি সেবনে হেনানের যুবরাজ পত্নী ভয়াবহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুর পর তাঁহার পাকস্থালীতে কাফি দেখা গিয়াছিল। এই উদরস্থিত কাফির প্রভাবে পাকস্থালীতে বহু ক্ষত হইয়াছিল। এই সকল শুনিয়া তুমি সাবধান হও। (ডিমক্, ২য় খণ্ড, ২১৭ পৃঃ)।

ব্যমত—আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে কাফি স্নেচ্ছফল নামে কথিত হইয়াছে। তন্মতে কাফি—অতল্লী কফহুদ্ বল্যা নিদ্রাতল্লাবিঘাতিনী। স্নায়ুনাং বলদা প্রোক্তা শ্বাসকাস-জরাময়ান্। অর্কীবভেদকং জাড্যমতিসারঞ্চ নাশয়েৎ ॥ অশ্ব ফাণ্টঃ সেব্যঃ ।

কাফি,—কফনাশক, বলপ্রদ, নিদ্রা ও তল্লানাশক, স্নায়ুর বলদাতা, এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, আধকপালে, জড়তা এবং অতিসার নাশ করে।

কালমেঘ—कालमेघ ।

কালমেঘ—*Andrographis Paniculata*, *Justicia Paniculata*. Eng.—Kreat.

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র স্কুপ। মাত্রা—কঙ্ক—১—৪ আনা। কাথ—৫—১০ তোলা।

বক্তব্য—কালমেঘ বঙ্গদেশের সর্বত্র সুপরিচিত এবং গার্হস্থ্য ঔষধরূপে ভূরি ব্যবহৃত। ইহার সংস্কৃত নাম নির্ণীত হয় না—কেহ কেহ যবতিক্তা বলেন। যবতিক্তা শব্দ শঙ্খিনীর পর্যায়ের পঠিত হইয়াছে (কল্প ১১ অঃ)। শঙ্খিনী কালমেঘ নহে। বৈদ্যকোক্ত শঙ্খিনী বিরেচন এবং কালমেঘ পাচন দীপন ও অতিসারহর।

Constituents.—A bitter principle, and a considerable quantity of sodium chloride.

Actions and uses.—Bitter tonic and stomachic, like quassia and chiretta. The expressed juice of a fresh leaves or the compound infusion is given with cardamom, cloves and cinamon to infants, in general debility, in convalescence after fever and for the relief of griping pain with irregularity of the bowels and loss of appetite and in

advanced stage of dysentery. It is used as a substitute for quinine. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 464-65).

“It is the principal ingredient of a domestic medicine called *Alui*, which is given to infants for the relief of griping, irregularity of bowels and loss of appetite.” It is prepared in the following manner:—Take equal parts of cumin, randhani (fruit of *Carum Roxburghianum*) aniseed, cloves, capsules of greater cardamoms, and pound them thoroughly with the expressed juice of the leaves of Kalmegh. The mus thus prepared is divided into small pills and dried in the sun. The dose is one pill rubbed down in human milk.

In the *Pharmacopæia of India* it has been made official, and directions for making a compound infusion and compound tincture are given. Quite recently, under the name of *Halviva* which appears to be a corruption of the Bengali word *Alui* or *alvi*, a preparation of the drug has been advertised in England as a substitute for Quinine. The dose of the dried leaves is about ten grains combined with twenty grains of black-pepper. (Dymock, Vol III., pp. 46-7).

নব্যমত—কালমেঘ চিরতা এবং কোয়াসিয়ার মত তিক্ত, বল্য ও পাচক। তাঙ্গা পাতার রস, বড়এলাচ, জায়ফল এবং দারুচিনির সহিত, শিশুর সামান্ততঃ দৌৰ্জল্য, অরাস-সানজ দৌৰ্জল্য, পেটকামড়ানি, কচিং কঠিন, কচিং তরল মলভেদ, অগ্নিমান্দ্য এবং অতি-সারের পকাবস্থার প্রযোজ্য। কালমেঘ কুইনাইনের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। (স্কেরি, ২য় খঃ, ৪৬৩-৬৫ পৃঃ)।

কালমেঘ সৰ্বজনপরিচিত গার্হস্থ্য ঔষধ—“আলুই”এর প্রধানতম উপাদান। আলুই শিশুগণের পেটকামড়ানি, উদরাময় এবং ক্ষুধামান্দ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আলুই প্রস্তুত-করণ—জীরা, রাঁধুনী, মৌরী, জায়ফল এবং বড়এলাচের খোসা সমভাগে লইয়া কালমেঘের পাতার রসে উত্তমরূপ মর্দনান্তে ছোট ছোট বটা করিয়া, বটা রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিতে হয়। ইহার একবটা, স্তনের সহিত শিশুকে সেবন করাইবে। এই আলুই “হাল-ভিত্তা” নামে সংপ্রতি ইংলণ্ডে কুইনাইনের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রচারিত হইতেছে। মাত্রা—কালমেঘের শুষ্ক পাতা—১০ গ্রেণ, ২০ গ্রেণ গোলমরিচ চূর্ণের সহিত সেব্য। (ডিমক্, ৩য় খঃ, ৮৬-৪৭ পৃঃ)।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে কালমেঘ যবতিক্তা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মতে কালমেঘের গুণ—“অগ্নিকৃৎ, বলবর্ধিনী। তিক্তা অরাসিসারঙ্গী বালানাং শুভদা সদা”। কালমেঘ,—অগ্নিজনক, বলবর্ধক, তিক্ত, অরাসিসারঙ্গ এবং বালাকের পক্ষে শুভদ।

কালাদানা—কালাদানা ।

কালাদানা—Ipomœa Hederacea.

ভাষানাম—বাঃ—কালাদানা। হিঃ—কালাদানা। তাঃ—জিরিকি বিটেরঃ, কডি ককতন্ বিটের। তৈঃ—কোল্লি বিত্তুলু। গুঃ—কালাদানা। ফাঃ—তুখ্-ই-নীল্। অঃ—হব্বুল্লীন্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—৫-৮ গ্রেণ।

বক্তব্য—শালিগ্রামনিঘণ্টু কালাদানাকে কৃষ্ণবীজ এবং আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান শ্রামবীজ বলিয়াছেন। তন্মতে কালাদানার গুণ—কৃষ্ণবীজং সরং স্নিগ্ধং শোথোদরহরংপরম্। জ্বরবিষ্টস্তহারি চ মস্তকাময়নাশনম্। উদাবর্তে কফে নাহে প্রযোজ্যং বুদ্ধিমত্তরৈঃ। (শালি-গ্রামনিঘণ্টু) রেচনং শ্রামবীজং শ্রাৎ শোথোদরবিনাশনম্। জরে পুরীষসঙ্গে চ দারুণে শিরসো গদে। উদাবর্তে তথানাহে বৃধৈরেতৎ প্রযুক্তাত্। (আয়ুর্বেদবিজ্ঞান।)

Constituents.—A thick oil 14.4 p. c., mucilage, albuminous matter in tannin and pharbitis, an active resinous principle, identical with convolvulin, a light yellowish friable mass, of a nauseous acrid taste, and an unpleasant odour, soluble in alcohol and insoluble in ether, benzol, chloroform, and sulphide of carbon.

Actions and uses.—Drastic purgative and anthelmentic, used in constipation. (R. N. Khory, Vol. II., p. 417).

নব্যমত—শালিগ্রামনিঘণ্টু—কালাদানা—রেচক, স্নিগ্ধ, শোথ ও উদর-রোগহর। জ্বর, উদরাধান, শিরঃপীড়া, উদাবর্ত, কফরোগ ও আনাহরোগে প্রযুক্ত হয়।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান—কালাদানা,—রেচক ও শোথোদরনাশক। ইহা জ্বর, মলবদ্ধতা, দারুণ শিরঃপীড়া, উদাবর্ত ও আনাহ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ফোরি—কালাদানা রেচক ও কুমিষ।

কুক্শিমৈ—কুক্শিমৈ ।

Celsia Coromandeliana.

বর্ণন—কুক্শিমৈর গাছ শীতকালে যত্রতত্র প্রচুর ফলিয়া থাকে। ইহার ডাঁটার ও পাতার রোম আছে, পাতা নরম, পত্রপ্রান্ত তরঙ্গায়িত। সমগ্র উদ্ভিদে বিশেষতঃ পত্রে এক প্রকার তীব্র গন্ধ আছে। ফুল হরিজীবর্ণ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—পত্র ও মূল। মাত্রা—পাতার রস ১—২ তোলা। পিষ্ট বা চূর্ণ মূল—২—৮ আনা। মূলকাথ—৫—১০ তোলা।

বস্তুব্য—ডিম্বক বলেন (৩য় খঃ ৪ পৃঃ)। কুক্শিমের সংস্কৃত নাম কুলাহল। আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানে ইহাকে কুকুন্দর বলা হইয়াছে। ভাবপ্রকাশে কুকুন্দর নামে যে উদ্ভিদের গুণপর্যায় লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে “তাম্রচূড়” ও “স্বল্পপত্র” শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কুক্শিমাতে এই দুই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। আয়ুর্বেদবিজ্ঞানকার, কুকুন্দরের পর্যায়ের ভাবমিশ্রোক্ত “তাম্রচূড়” ও “স্বল্পপত্র” শব্দ গোপন পূর্বক স্বরচিত “পীতপুষ্প” ও “কুক্করঙ্গ” শব্দের যোজনা করিয়া, কুকুন্দর কুক্শিমা অর্থে গৃহীত হইবার যে বিষয় ছিল তাহা স্পষ্ট অপসারিত করিয়াছেন। কেবল ইহাই নহে গুণোল্লেকেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। ভাবপ্রকাশে আছে—“কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ। তন্মূল মার্জং নিকিণ্ডং বদনে মুখশোষণং। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে আছে—“কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ। রক্তপিত্তমতীসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ।” বলা বাহুল্য ভাবপ্রকাশোক্ত কুকুন্দর কুক্শিমা নহে। আয়ুর্বেদবিজ্ঞানকার কৃত এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থের আবশ্যকমত পাঠ পরিবর্তন, বিদ্যার্থীর বস্তুতত্ত্বগতের অন্তরায় বলিয়া মনে করি। ডিম্বক কোথায় কুলাহল শব্দ কুক্শিমা অর্থে প্রযুক্ত হইতে দেখিয়াছেন লেখেন নাই।

Actions and uses.—It has much the same medicinal properties as *Verbascum Thapsus*, and has been brought to notice by Dr. B. M. Chatterjee as a sedative and astringent in diarrhoea. (Phar. of Ind., p. 161). The plant is slightly bitter and abounds in mucilage. The natives usually express the juice and administered it in one ounce doses as a cooling medicine in fever, skin eruptions, dysentery, and such diseases as they consider to be due to heat of blood. (Dymock, Vol. III, p. 4).

নব্যমত—ডাঃ বি, এম্, চট্টোপাধ্যায় বলেন, কুক্শিমা অবলাদক এবং অতিশয়ে ধারক। কুক্শিমা স্নিগ্ধস্তিক্ত এবং বহুপিচ্ছিল। এতদেশীয় লোক, জ্বর রক্তাভিগার ও কণ্ডুকোষ্ঠাদিতে কুক্শিমার রস আধ ছটাক মাত্রায় সেবন করাইয়া থাকে। (ডিম্বক, ৩য় খঃ, ৪ পৃঃ)।

কুস্তিকা—কুম্বিকা ।

কুম্বিকা বারিদর্শী—*Pistia Stratiotes*.

বারিদর্শী হিমা তিলা সর্ষী সাদী সরা কটুঃ । দৌন্দর্যসর্ষী বস্মা
যৌবিতরস্বয়ৌষধত্ । ভাবপ্রকাশঃ ।

ভাষানাম—বাঃ—টোকা পানা । হিঃ—জলকুন্তী, কাই । মঃ—জলমণ্ডবী ।
শুঃ—জলকুন্তী । কঃ—হীষলং । তৈঃ—তুটিকুর ।

ভেদ—বক্ষে সচরাচর তিন প্রকার পানা দেখা যায়—টোকা পানা, ইন্দুরকানি পানা ও ক্ষুদে পানা । টোকা পানার পাতা বৃহত্তম ও তরঙ্গায়িত প্রান্ত । ইন্দুরকানির পাতা ক্ষুদ্র ও ঠোড়ার মত মোড়া । ক্ষুদে পানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, গায়ে কাপড়ে লাগিয়া যায় ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বৈদ্যকোক্ত “প্লব” ও “কুন্তিকা” শব্দে টোকা পানা গ্রহণ করিতে হইবে । পানার মূল ও পত্র ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় । মাত্রা—স্বরস ১-২ তোলা । কাথ—৫—১০ তোলা ।

ভাবপ্রকাশ—টোকা পানা, হিম, তিক্ত, লঘু, স্বাদু, রেচক, কটু, ত্রিদোষন, কৃষ্ণ এবং রক্তদোষ, জ্বর ও শোথ হর ।

Constituents.—It contains salts of potassium sodium, magnesium and lime. Also iron aluminum and silicic acid.

Actions and uses.—Demulcent and sedative, given in dysuria. The ashes are applied as a paste with rose water to ring-worm of the scalp. A poultice of the leaves is applied to painful piles. (R. N. Khory, Vol. II., p. 630).

নব্যমত—টোকা পানার মূল,—শিথ ও অবসাদক, ইহা মূত্রকৃচ্ছ, রোগে দেব্য । পানার মূল অস্তধূমে দক্ষ করিয়া সেই ক্ষার গোলাপজলের সহিত কেশদ্রুতে লেপন করিবে । টোকা পানার পাতা বাটিয়া অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয় । (আর, এন্, ফোরি, ২য়ঃ খঃ, ৬২০ পঃ) ।

কৃষ্ণচূড়া—কৃষ্ণাচূড়া ।

কৃষ্ণাচূড়া—*Cæsalpinia Pulcherrima*.

ভাষানাম—বাঃ—কৃষ্ণচূড়া । শুঃ—সন্ধেশরী । কঃ—কোমরী । কোচিনচারণা—হোয়াকর । মালাবার উপকূলে—তিসিত্তিমনাক । শিলং—মেনোরামল ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ছাল, পাতা, ফুল । মাত্রা—কাথ ৫—১০ তোলা । পাতা ও ফুলের রস ২—২ তোলা ।

বক্তব্য—শালিগ্রাম নিবন্ধে কৃষ্ণচূড়া সিদ্ধেশ্বর নামে উক্ত হইয়াছে । সিদ্ধেশ্বরের গুণ—“সিদ্ধেশ্বরো হিমঃ শিথঃ গ্রহিণাঢীত্রণাপহঃ । বাতব্যাধিহরশ্চৈব ত্রিদোষাময়নাশনঃ” ।

Actions and uses.—Antispasmodic, uterine, sedative and laxative, given in amenorrhœa, colic, tympanitis, &c. (R. N. Khory, Vol. II., p. 224).

“All parts of the plant are said to be emmenagogue and purgative, but there appears to be no record of any exact observations upon this point.” (Dymock, Vol. I., p. 506).

নব্যমত—কৃষ্ণচূড়া, আক্ষেপহর, গর্ভাশয়ের অবসাদকারী এবং মূহুরেচক । ইহা রক্তোরোধ, শূল, এবং উদরাধানের সহিত মলমূত্ররোধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । (আর, এন্, কোরী, ২য়ঃ খঃ, ২২৪ পৃঃ) ।

ডিম্বক বলেন কৃষ্ণচূড়ার পত্রমূলাদি সকলই রক্তস্রাব বর্জিত করিতে পারে এবং ইহা বিরেচক । কিন্তু এ বিষয়ে কেহ যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন একরূপ কোন বিবরণ দৃষ্ট হয় না । (ডিম্বক, ২য়ঃ খঃ, ৫০৬ পৃঃ) ।

গঞ্জা—গজ্জা ।

The female flowering top of Cannabis Stiva.

স্বাস্থ্যে তর্পিণী বস্ত্যা মন্থথৌদীপনী চলা । নিদ্রাসঞ্জননী গর্ভপাতিনী
চ বিকাশিনী । বেদনাস্থিপহারিণী স্নেয়া চ মদকারিণী । আত্রৈয়-
সংহিতা ।

* স্নায়ুগালাদিদংশোত্য' জলাতঙ্ক' নিবারয়েৎ । বাস্মায়ামন্তরায়ামী
বিসূচীমপি দারুণাম্ । মদাত্ম্যং মহাঘোরং শূলস্বৈ বাস্পিপিত্তকম্ । অগ্নি-
মান্দ্যং হরেষ্বাপি রজোঃস্রমতিসংস্রুতম্ । * আয়ুর্বেদবিজ্ঞানম্ ।

মাত্রা—বলবান্ বৃক্কের পক্ষে— $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{2}$ গ্রেণ, ৪ । ৬ ঘণ্টা অন্তর সেব্য । বালকের
পক্ষে $\frac{1}{4}$ গ্রেণ ।

আত্রৈয়সংহিতা—গজ্জা, অগ্নিজনক, তর্পক, বলপ্রদ, কামোদীপক, বনের
চাকলাজনক, নিদ্রাদাতা, গর্ভপাতকারী, বিকাশী, বেদনা ও আক্ষেপহর এবং মত্ততাজনক ।

আয়ুর্বেদবিজ্ঞান—গজ্জা, ক্রিষ্ট কুকুর শৃগালাদি জন্ত দংশন করিলে যে জলাতঙ্ক
উৎপন্ন হয় তাহা নিবারণ করে । ইহা শূলহর, দারুণ বিষচীকা, মহাত্যার, শূল,
অগ্নিপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য ও অতিরিক্ত জীরকস্রাব নিবারণ করে ।

Constituents.—A volatile oil and resin, which is the most active principle, and contains an alkaloid cannabine; tetano cannabine and cannabinon, gum, sugar and potassium nitrate.

Actions and uses.—Anodyne hypnotic, antispasmodic, sudorific, aphrodisiac and appetizing; in large doses narcotic. In medicinal doses and taken for the first time it acts as an agreeable intoxicant, as a result of which, time, distance and sound are magnified. It exhilarates the spirit, excites the imagination and increases the appetite; medicinally it acts as an anodyne and antispasmodic, but is inferior to opium. It has, however, the advantage of not producing constipation, loss of appetite nor the unpleasant after effects peculiar to opium.

It is largely used in headache of a continuous or chronic character, asthma, whooping cough, chronic bronchitis, tetanus, hydrophobia and other spasmodic affections as hysteria, chorea &c. It is also used in nervous vomiting, mental depression, delirium tremens &c. It is sometimes used in place of opium as a hypnotic where opium cannot be borne; and largely used in menorrhagia and dysmenorrhœa, also used in chronic rheumatism. Among the natives it is largely used as an aphrodisiac and as an intoxicant like opium and alcohol. In large doses or if habitually taken or its use preserved in, it produces a bloated face, congested eyes, tremulous and weak limbs, imbecility, weakness or loss of memory. (R. N. Khory, Vol. II., p. 570).

নব্যমত—গাঁজা, বেদনাহর, নিদ্রাজনক, আক্ষেপ নিবারক, ঘর্ষকারক, বৃষ্য এবং ক্ষুধাবর্ধক। অধিক মাত্রায় মাদক। যাহারা গাঁজা কখন খায় নাই তাহারা ঔষধোচিত মাত্রায় গাঁজা খাইলে বেশ ক্ষুধা বর্ধিত হয়, তখন সময়, দূরত্ব এবং শব্দ বিশালতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা সাহস কল্পনাশক্তি ও ক্ষুধা বর্ধিত করে। ঔষধরূপে ইহা বেদনাহর ও আক্ষেপনাশক বটে কিন্তু অহিফেনের তুল্য নহে। পক্ষান্তরে আফিমের মত ইহা কোষ্ঠবদ্ধকারী ও অগ্নিমান্দাজনক নহে। কিংবা আফিমের সহচরস্বরূপ অন্ত্র কষ্টপ্রদ উপসর্গও আনয়ন করে না। গাঁজা—পুবাণ ও দীর্ঘায়ু বন্ধি শিরঃপীড়া, শ্বাস, ঘুংড়ি কাসি, সঞ্চিত কাস, ধমুট্টকার, জলাতঙ্ক (Hydrophobia), মুচ্ছাদি পীড়া, নাভের উত্তেজন হেতু বমন, বিষণ্ণতা, প্রলাপ, ও কম্পাদিতে ব্যবহৃত হয়। নিদ্রাজননার্থ আফিম প্রয়োগ রোগীর অসহ হইলে তৎপরিবর্তে গাঁজা ব্যবস্থা করা হয়। অপিচ ইহা রমণীগণের অতিরিক্ত রজঃশ্রাব কিংবা কষ্টরজঃ এবং পুরাণ বাতরোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদেগীর লোকে বাজীকরণ স্বরূপ এবং আফিম ও মদের মত মাদকরূপে, গাঁজা সেবন করে। গাঁজা, অধিক পরিমাণে সক্রম সেবন, অত্যন্তভাবে সেবন কিংবা দীর্ঘকাল সেবন করিলে, মুখ (bloated) চক্ষু

রক্তবর্ণ, হস্তপদের কম্প ও কাঁপতা, এবং স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা বা হানি হইয়া থাকে ।
(আর, এন্, ফোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৫৭০ পৃঃ) ।

গণ্ডগাত্র—গণ্ডগাত্রম্ ।

গণ্ডগাত্রম্—Anona Squamosa. Eng.—Custard apple,
sweet sop.

গণ্ডগাত্রং হিমং বৃষ্যং বাতপিত্তনিসূদনম্ । শ্লেষ্মলং তর্পণমনং বান্তুগত-
ক্লেশনিপীড়নম্ । অত্রিসংহিতা ।

তর্পণং রক্তকৃত্ব স্বাদু শীতলং হৃদ্যমেব চ । বলদং মাংসক্কাহরক্কাপিত্ত-
মরুত্প্রণুত্ব । সীতাপল্লন্তু মধুরং শীতং হৃদ্যং বলপ্রদম্ । বাতলং কফকৃত্ব
স্বাদু পুষ্টিকৃত্ব পিত্তনাশনম্ । বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকরঃ ।

গণ্ডগাত্রের ভাষানাম—বাঃ—আতা । হিঃ—শরীফা, সীতাপল্ল । ফাঃ—শরীফঃ ।
তাঃ—সীতাপল্লম্ । তৈঃ—সীতাপল্লম্ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র, বীজ । মাত্রা—মূলচূর্ণ ৩—১ আনা ।

অত্রিসংহিতা—আতা,—হিম, বৃষ্য, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মজনক, তৃষ্ণানিবারক
এবং বমন ও বিবর্মিষা হর ।

বৃহন্নিঘণ্টুরত্নাকর—আতা—রক্তকৃত্ব, স্বাদু, শীতল, হৃদ্য, বলপ্রদ, পুষ্টিকর
মাংসকর এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক ।

Constituents.—Oil and resins. The seeds, leaves and immature
fruit contain an acrid principle. (R. N. Khory, Vol. II., p. 23.)

“ The seeds, leaves, and immature fruit, contain an acrid principle
which is destructive to insect life ; the seeds are much used by the
natives for removing lice from the head, they require to be applied with
caution ; for if any particles get into the eye, much pain and redness is
produced. (Dymock, Vol. I., p. 44).

Actions and uses.—Insecticide. The seeds and leaves are poison-
ous to insect life. The crushed leaves are applied to the nostrils in
hysteria, and mixed with salt and made into a poultice are applied

nutritive. It increases the assimilation of nitrogenous and hydro-carbon food.

Therapeutics.—Given as a household drink. Among the natives an infusion of tea with Trikatu is used as a carminative and diaphoretic in fevers, dyspepsia in mental overwork &c. Its tannin combines with the gelatine of the food, and hence its excess leads to dyspepsia and also to constipation. Its use should be avoided in hysteria, insomnia, in those suffering from cardiac valvular disease *. (R. N. Khory, Vol. II., p. 84).

“The principle use of tea is to form an agreeable, slightly stimulating, soothing and refreshing beverage. It was also formerly believed that tea, from the *theine* it contained, had the effect of diminishing the waste of the body, and as any substance that does this necessarily saves food, it was regarded as indirectly nutritive; but Dr. Edward Smith has shown that, on the contrary, tea increases the bodily waste by acting as respiratory excitant, and in other ways. From containing gluten, tea has also been regarded as directly nutritive, but in the ordinary mode of making tea this substance is not extracted to any amount. The action of tea is thus described by Dr. Smith:—It increases the assimilation of food both of the flesh and heat-forming kind; and with abundance of food must promote nutrition, whilst in the absence of sufficient food it increases the waste of the body.” Tea is also a powerful astringent, and should not, therefore, be taken until some time after meals, as it is likely to produce dyspepsia from the combination of its tannic acid with the gelatin of the food and production of an insoluble tannate; for the same reason if taken in excess it is likely to cause constipation. Tea should not be taken as beverage by those who suffer from wakefulness, or by those who are liable to hysteria or palpitation of the heart from valvular disease. As a nervine stimulant tea may be taken with advantage, for headache and neuralgia, and in other affections, caused by exhaustion of the system from depression of nerve-power. Its effects as a nervine stimulant are due to the *theine* contained in it. (Dymock, Vol. I., pp. 179-80.)

নব্যমত—পরিশিষ্ট চাপান, শ্রমহর, উষ্ণ, আরামজনক, ও ঘর্মকর। অতি মাত্রায় সেবনে, হৃদয়, মস্তিষ্ক, মোটর নার্ভ ও পাকস্থলীর ক্রিয়া বিকৃতি জন্মে। অন্তএব বিবিধা বমন, পেটকাঁপা, গ্রহণী, হস্তপদ কল্প, মুখ বিবর্ণ, ক্ষীণনাড়ী, ক্রম উপরিভাগে বেদনা, মত্ততা বিশেষ (Hallucination) কে যেন বুক চাপিয়া ধরিয়াছে এইরূপ উৎকট স্বপ্ন দর্শন (Nightmare) হইয়া থাকে। চা পান শরীর ক্রম হ্রাস করে অন্তএব ইহা পরোক-

ভাবে পোষক বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোকার্বন মূলক খাদ্য চা দ্বারা উত্তমরূপে পরিপাচিত হয়। চা গোষ্ঠীপানীয়রূপে পীত হইয়া থাকে। অর, গ্রহণী এবং অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চাৰ্ণায় এদেশের লোকে বায়ুনাশক ও ঘর্ষকর বলিয়া ত্রিকটুচূর্ণের সহিত চা পান করিয়া থাকে। চা তে “ট্যানিন্” আছে, এই ট্যানিন্ ভুক্ত বস্তুর “জিলা-টিনের” সহিত মিলিত হয়, সুতরাং অতিরিক্ত চা পানে সংগ্রহগ্রহণী এবং কোষ্ঠবদ্ধ রোগ জন্মিয়া থাকে। ঝাঁহারা মুচ্ছা, অনিদ্রা, হৃৎস্পন্দন ও হৃদয়ের ভালভের বিকৃতিভাৱে রোগে পীড়িত, চা পান তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। (আর্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৮৪ পৃঃ)।

চা প্রধানতঃ, আরামদায়ক, কিঞ্চিৎ উত্তেজক এবং শ্রমহর পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে চা’র থিনি (Theine) নামক উপাদান শরীরের ক্ষয় হ্রাস করিতে পারে। যে কোন বস্তুর ক্ষয় হ্রাস করিবার শক্তি আছে, সেইগুলি অবশ্যই আহারের আবশ্যকতা ও কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিয়া থাকে। অতএব প্রকারান্তরে চা পোষক বস্তুর অন্তর্গত হইল। কিন্তু ডাঃ এডওয়ার্ড স্মিথ্ প্রমাণ করিয়াছেন, চা ক্ষয় হ্রাস করা দূরে থাকুক, উহা নিঃশ্বাসোচ্চ্বাস ক্রিয়া দ্রুত করিয়া এবং অজ্ঞাত প্রকারে শরীরের ক্ষয় বন্ধিত করিয়া থাকে। চা তে গ্লুটেন্ আছে বলিয়া অনেকে ইহাকে সাক্ষাৎ পোষক বস্তু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু সচরাচর যে প্রণালীতে চা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে, তাহাতে ঐ গ্লুটেন্ কিঞ্চিৎমাত্রও নিষ্কাশিত হয় না। ডাঃ স্মিথ্ চা পানের ফল এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—মাংস এবং উত্তাপোৎপাদক খাদ্য পরিপাচিত করিবার পক্ষে চা প্রশস্ত। ভূরি ভোজনের সহিত চা পান করিলে অবশ্য পোষণক্রিয়া বন্ধিত করে, কিন্তু পক্ষান্তরে প্রচুর ভোজনের অভাব হইলে উহাই শরীরক্ষয় বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। চা বলবান্ সঙ্কোচক, অতএব ভোজনের অব্যবহিত পরেই কদাচ পান করা উচিত নহে। মাথাধরা, নিউর্যালজিয়া এবং নার্ভের বলক্ষয়ভাৱে অজ্ঞাত পীড়ায় চা, নার্ভের উত্তেজক পানীয়রূপে ব্যবহার করিলে ফলশাল্য হয়। (ডিমক্, ১ম খণ্ড, ১৭২-৮০ পৃঃ)।

চোবচিনী—চীবচিনী ।

হীপান্তরবচা, চীবচিনী—Smilax China, Smilax Glabra.

পূর্বাচার্য্যকৃতবর্ষানম্—শম্ভগন্ধাসমং পত্রমৌষধী যন্মিসংযুতা ।

বর্ষতঃ পাটস্বাভা চ হৃদা চ মধুরা রসে । শিবনিঘণ্টুঃ ।

হীপান্তরবচা কটী তিল্লীশা বহ্নিদীপিতম্ । শিবশাস্ত্রাণাময়ুস্ময়ী

शक्तमूत्रविशोधनी । वातव्याधीनपित्तमुन्मादं तनुवेदनाम् । व्यपीहित
विशेषेण फिरङ्गामयनाशिनी । भावप्रकाशः ।

द्वीपान्तरवचा तिक्ता चोष्णा चाग्निप्रदीपनी । धातुवृद्धिकरी वल्य
मलमूत्रविशोधनी । तारुण्यदा पौष्टिकी च वृष्या चैव रसायनी । गर्भप्रदा
वृद्धिविष्क माधानोन्मादनाशिनी । वातं शूलमपित्तारधातुक्षयविनाशनी ।
अङ्गग्रहं फिरङ्गोपदंशं मान्द्यं कटीग्रहम् । पक्षाघात मूर्खस्तम्भं राजयक्ष्म-
व्रणौ तथा । गण्डमालां नेत्ररोगं शुक्रशोणितदोषकम् । सर्वाङ्गकम्प-
वातञ्च कुञ्जवातञ्च नाशयेत् । निघण्टुरत्नाकरः ।

भाषानाम—वाः—तोपचिनि । हिः—चोव् चिनि । ताः—कोरिन्डे । तैः—
पिराञ्चिका । अः—कुम्-एम्-शिनि ।

भावप्रकाश—तोपचिनि,—कटु, तिक्त, उष्ण, अग्निवर्द्धक, काष्ठिकर, मलमूत्ररोध
नाशक, आधानहर, शूलघ्न, मलमूत्र शोधक, वातव्याधि, अपित्तार, उन्माद, गात्रवेदना, एवं
विशेषतः फिरङ्गरोग (सिफिलिस) नाशक ।

निघण्टूरत्नाकर—तोपचिनि,—तिक्त, उष्ण, अग्निवर्द्धक, धातुवृद्धिकर, बलप्रद,
रसायन, गर्भप्रद, मलरोधनाशक, आधानहर, उन्माद विनाशन, वातशूल, अपित्तार, धातुक्षय,
गात्रवेदना, फिरङ्गनाम उपदंश, कटीवात, पक्षाघात, उरुस्तम्भ, राजयक्षा, व्रणरोग,
गण्डमाला, नेत्ररोग, शुक्र एवं शोणितेतर दोष, सर्वाङ्ग कम्प ओ कुञ्जता नाशक ।

वक्तव्य—चोवचिनि शब्देर अर्थ चीनदेशीय काष्ठ । Smilax Glabra नामक
उद्भिदेर कल्पाकृतिमूलके चोवचिनि बले । इहा चीनदेश हहेते आनीत ह्य ।
रत्नवर्ग बलेन इ उद्भिद् श्रीहट्ट एवं गारोपर्कतेओ जन्मे । एवं तद्देशीय लोके
इहाके हरिणसूक्तीना बले । चीन हहेते आनीत चोवचिनिर सहित इहार आकृतिओ
वर्णगत सम्पूर्ण सादृश्य लक्षित ह्य । ये चोवचिनि भारी, याहार वर्ण गोलाप फुलेर मत्त
एवं याहार गीट नाई ताहाई उत्तम एवं औषधार्थ प्रशस्त । कोन यूनानी ग्रन्थकार बडेन—
कचिन् ताजा चोवचिनिओ एदेशे आनीत हहेरा থাকे । एहेरूप कतकशुलि ताजा चोव-
चिनौर मूल तिनि मुर्शिदाबादे रोपण करिआहिलेन । इहादेर पत्र ओ प्रतान निर्गत
हहेराहिल । किन्तु कयेक बंसर परे तिनि खनन करिआ देधिआहिलेन, ए चोवचिनिर
मूलेर यथेष्ट अपकर्ष जग्गिआहे एवं शुणओ चीन हहेते आनीत चोवचिनिर तुल्य नहे ।

Constituents.—Fat, Sugar, a glucoside, colouring matter, gum and starch.

Actions and uses.—Diaphoretic stimulant, alterative and resolvent ; given with anantamula in long standing headache, chobchini, with masataki, elachi and taja boiled with milk, is given in rheumatism, gout, and epilepsy ; also in general cachexia, scrofula seminal weakness and constitutional tertiary syphilis. The rhizome is made into a paste and applied to swelled hands and feet in general obesity. (R. N. Khory, Vol. II., p. 585).

“The authors of the *Makhzan-el Adwiya* has a long article upon its medicinal virtues. He also notices particularly the variable appearance of different samples of the drug, and directs that what is heavy, of a rose colour, and free from knots is to be selected. He tells us that the fresh root is some times brought to India ; some of this he planted at Moorshedabad (A. H. 1178) ; it produced a climbing stem with small elongated leaves, not unlike a bamboo ; after a year's time he dug it up, but found that the roots had degenerated and did not retain the qualities of China article.

“The reported good effects of China-root on the Emperor Charles V., who was suffering from gout, acquired for the drug a great celebrity in Europe, and several works were written in praise of its virtues. But though its powers were soon found to have been greatly over-rated, it still retained some reputation as a sudorific and alterative, and was much used at the end of the 17th century in the same way as sarsaparilla. It still retains a place in some modern Pharmacopœias. (Dymock, Vol. III., p. 501.)

নব্যমত—তোপচিনি, ঘর্ষকর, উষ্ণ, রসায়ন, এবং অপক ফোটক এবং অর্কুদাদি বসাইয়া দিতে পারে। দীর্ঘকালের শিরঃপীড়ার, অনন্ত মূলের সহিত তোপচিনি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাসাতকি, এগাচ ও তেজপত্রের সহিত তোপচিনি ছুখে সিদ্ধ করিয়া সেই ছুখ, বাত, আমবাত, অপস্মার, ধাতুবৈষম্য রক্তামতা, গণ্ডমালা, ওক্রমীণতা, চিরজাত ত্রিরাবৃত্ত ফিরঙ্গরোগে পান করিতে দেওয়া হয়। তোপচিনি পেষণ পূর্বক হস্ত পদের ক্ষীতিতে প্রলেপ দেওয়া যায়।

সম্রাট পঞ্চম চার্লসের বাত হওয়ার, তিনি তোপচিনি ব্যবহার করিয়া কল পাইয়াছিলেন। সেই হইতে যুরোপে তোপচিনির সমাদর বেশ ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। এবং তোপচিনির গুণের প্রশংসা করিয়া কতকগুলি পুস্তকও রচিত হইয়াছিল। কালক্রমে

যদিও প্রকাশ পাইয়াছিল যে তোপচিনির গুণ অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত, ঘর্ষকর ও রসায়ন বলিয়া তোপচিনির খ্যাতি অব্যাহত ছিল। এবং উহা মার্শাপ্যারিলার মত ব্যবহৃত হইত। এখনও কোন কোন আধুনিক কার্মাকোপিয়াতে তোপচিনি স্বীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। (ডিমক্, ৩য় খঃ, ৫০ পৃঃ)।

জিঞ্জিনী—जिञ्जिनी ।

জিঞ্জিনী—Odina Wodier.

অন্বর্থসংজ্ঞা—“সুনির্যাসা” ।

জিঞ্জিনী মধুরা সীষা কষায়া ব্রণশোধিনী । কটুকা ব্রণহ্রদ্রোগ-
বাতাতীসারহৃত্ পটুঃ । তমালশালবদ্বৈ ঘা দাহবিষ্কোটহৃত্ পুনঃ ।
भावप्रकाशः ।

বাতঘ্নী মধুরোণা চ ব্রণঘ্নী যোনিশোধিনী । জিঞ্জিনী কটুকা পাকৈ
তথাতিসারনাশনী । রাজবল্লভঃ ।

ভাষানাম—বঃ—জিঙল । হিঃ—জিঞ্জিনী, কাসমল্লা । তৈঃ—গম্পিনা ।

জিঙলের সংস্কৃত নাম নির্দেশে মতভেদ দৃষ্ট হয়—রুকসবর্গ—জিবল (Jeevula),
ডিমক্—জিঞ্জিনী, অজশুকী, নেত্রৌষধি, ফ্লেয়ারি—অজশুকী, জিবল, নেত্রৌষধি, নির্দেশ
করিয়াছেন । বস্তুতঃ বৈদ্যকোক্ত জিঞ্জিনীই জিঙল ।

Constituents.—The bark contains tannin and ash, the ash contains considerable quantity of potassium, carbonate and hence deliquescent.

Actions and uses.—Astringent used as a gargle for the mouth ; also as a lotion for skin eruptions. The bark mixed with Neem oil is said to be very useful application for chronic ulcers. The gum beaten up with brandy is used as an application to sprains and bruises. The gum is given internally in asthma and as a cordial to woman during lactaion. (R. N. Khory, Vol. II., p. 165).

“In the Pharmacopœia of India the astringent properties of the bark are noticed, and its use as a lotion in impetiginous eruptions and obstinate ulcerations, A decoction of the bark is recommended by

Dr. B. Bose as an astringent gargle. At Pondicherry the bark is administered in gout and dysentery ; it has a stimulant action. (Dymock, Vol. I., p. 393).

নব্যমত—জিওলের ছালের কাথ সঙ্কোচক। ইহা মুখরোগে কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। বিসর্পাদিরোগে এই কাথ পরিষেচনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। জিওলের ছালচূর্ণ নিমের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুরাণ ক্ষতে প্রয়োগ করা হয়। ইহা ক্ষত পূরক। জিওলের আঠা, ব্রাণ্ডির সহিত পেষণ করিয়া পিষ্ট, ঘৃষ্ট অঙ্গে থলেপ এবং খামরোগে সেবন করান হইয়া থাকে। স্তম্ভদাত্তী স্ত্রীলোকে হৃদয়ের বলপ্রদ বলিয়াও ইহা সেবন করিয়া থাকেন। (আর, এন্, ফোরি, ২য়ঃ খঃ, ১৬৬ পৃঃ)।

“ফার্মাকোপিয়া অভ্ ইণ্ডিয়া” নামক পুস্তকে জিওলের ছালের সঙ্কোচনী শক্তির উল্লেখ আছে। বিসর্পাদিরোগে এবং কদর্যাক্তে জিওল ছালের কাথ ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। ডাঃ বি, বসু সঙ্কোচক বলিয়া এই কাথ মুখরোগে ব্যবহার করিতে বলেন। পণ্ডিতচারীর লোকে জিওলের ছাল, বাত ও আমরক্তাসারে ব্যবহার করে। জিওলের ছাল সমুত্তেজক। (ডিমক্, ১মঃ খঃ, ৩৯ঃ পৃঃ)।

টেঁড়শ—টেঁড়ম ।

টেঁড়ম—Hibiscus Cancellatus, H. Esculentus, Abel-mochus Esculentus. Eng.—Edible Hibiscus.

ভাষানাম—বাঃ—টেঁড়শ। হিঃ—রাম তরই। তাঃ—ভেণ্ডরিকেক্। তৈঃ—বেণ্ডাকয়া। শুঃ—তিণ্ডু। অঃ—বমিয়া।

বক্তব্য—টেঁড়শকে, আনুর্বেদ বিজ্ঞানে ‘পিচ্ছলা’ বলা হইয়াছে। পিচ্ছলার গুণ—“যোনিপ্রদাহহুৎ। বিষদোষগ্রমেহাস্রপিত্তহৃৎ বলপুষ্টিকুৎ”। ডিমক বলেন—কাহার কাহার মতে টেঁড়শের সংস্কৃত নাম তিন্দিশ। ডিমকের মতে টেঁড়শের সংস্কৃত নাম ভেণ্ডা। রাজনিষট্ ক্ত ভেণ্ডার পর্ষ্যারে “অন্নপত্রক” শব্দ এবং গুণোন্নেথ হলে “অন্নরসা” কথিত হইয়াছে। টেঁড়শে এই হুই শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং রাজ নিষট্ ক্ত ভেণ্ডা টেঁড়শ নহে।

Constituents.—Fresh capsules contain pectin, starch, mucilage and ashes, rich in salts of potash, lime and magnesia, the ripe seeds contain phosphoric acid.

Actions and uses.—Emollient, demulcent, diuretic, cooling and aphrodisiac, given in irritation of the throat, catarrh of the bladder, dysuria, and gonorrhœa. (R. N. Khory, Vol. II., p. 91).

“Mahometan writers describe it as cold and moist and beneficial to people of a hot temperament. *Roxburgh* considers it to be nourishing as well as mucilaginous and recommends it as a valuable soothing and demulcent remedy in irritation of the throat caused by coughing. In the Bengal Dispensatory a lozenge is recommended.” (Dymock, Vol. I., p. 211).

নব্যমত—টাঁড়শ,—স্নিগ্ধ, শীত, মূত্রকর ও বৃষা । ইহা গলা “খুশ্ খুশ্” করিয়া কাসি, শ্লেষ্মিক মেহ, মূত্রকৃচ্ছ এবং গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয় । (ফোরি, ২য়ঃ খঃ, ৯১ পৃঃ) ।

রক্সবর্গের মতে টাঁড়শ উৎকাসির উত্তম ঔষধ । “বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরী” নামক পুস্তকে উৎকাসিতে টাঁড়শের লজেঞ্জুস্ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ।

তাম্বকুট—তাম্বকুটঃ ।

তাম্বকুটঃ, কলস্কঃ—*Nicotiana Tabacum*.

তমাখুঃ পিত্তলস্তীক্ষ্ণাশ্বোশ্বোস্তিবিশোধনঃ । মদক্লঙ্কামকস্তিত্তো
দৃষ্টিমান্যকরঃ সরঃ । বামকঃ কটুকোরুথ্যো বাতস্থানুবিভোমকঃ ।
কফকাসস্বাসবাতকোষ্ঠবাতক্লমোজ্জয়েৎ । দন্তশুক্লদৃষ্টিরুজো লিচায়ুকা
দিকান্ গদান্ । হৃষিকাদিবিষং শোথং নাশয়েদিতি কৌর্চিতম্ ।
শালিগ্রামনিঘণ্টুঃ ।

কলস্কসংবেষ্টনধূমপানাৎ । স্যাহন্তশুদ্ধির্মুখরোগহানিঃ । কফন্ন
মামজ্বরহানিক্লম্ব । গান্ধর্ববিদ্যাপ্রবণৈকসেব্যম্ । বিষুসিদ্ধান্ত-
সারাৱলী ।

শিরোগদচ্ছিত্ শ্ববণঃ কলস্কো । বস্বোবিষং বিষবিষক্ল হন্যে ।
কলস্কসংবেষ্টনধূমপানাৎ । স্যাহন্তশুদ্ধির্মুখরোগহানিঃ । আয়ুর্বেদ-
বিজ্ঞানম্ ।

ভাষানাম—বাঃ—তামাক, তামাকু । হিঃ—তমাথু । মঃ—তমাথু । ঙঃ—তমাকু ।
ফাঃ—তমাকু । অঃ—তমাক ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—আর্দ্র ও শুষ্ক পত্র, ডাঁটা—সমগ্র উদ্ভিদ । মাত্রা—শুকপত্র
চূর্ণ ২—২ আনা । পত্ররস ২—২ তোলা ।

শালিগ্রাম নিঘণ্টু—তামাকের পত্রাদি,—পিত্তকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বস্তিশোধন,
মত্ততাজনক, খাইলে গা ঘোরে, তিক্ত, দর্শন শক্তি নিস্তেজকারী, রেচক, বমনকারী, কটু,
রুচিজনক, বায়ুর অনুলোমক, কফ, শ্বাস, কাস, বাত, কোষ্ঠবাত এবং কৃমি জন্ম করে,
দন্তপীড়া, শুক্রে পীড়া, চক্ষুরোগ, উকুন, বিছার বিষ, এবং শোথ নাশক ।

বিষুণ্দিদ্ধান্তসারাবলী—তামাকের পাতার চুরটের ধূম পান করিলে দন্ত ও
মুখরোগ নিবৃত্তি পায় । ইহা কফ ও আমজর নাশক । তামাক স্বয়ং বিষ, কিন্তু বিবিধ
বিষনাশক, ইহা শিরোরোগ হর । নশু করিলে হাঁছি হয় ।

Constituents.—Nicotine—a liquid alkaloid, Nicotianin a volatile
sable camphoraceous principle, resin, albumen, gum, extractive matter
and ash, containing a large amount of salts as sulphates, nitrates,
chlorides phosphates, malates and citrates of potassium, ammonium
calcium &c.

Actions and uses.—The juice of the leaves is sedative and anti-
spasmodic. Dry leaves are irritant, nauseating, emetic and sometimes
purgative, in small doses, tobacco stimulates the secreting glands as
the saliva, the intestinal secretions and the urine. It lessens the sense
of excessive exertion and fatigue. It keeps the bowels free. In
some persons it usually causes vomiting. In large doses and if taken
for a long time it produces tremors, clonic spasms, contracted pupils,
depression of the heart, cold skin and profuse sweats. In toxic doses,
it leads to coma, and death by paralysis of the heart and respiration.
smoking or chewing tobacco leaves to excess, causes irritation of the
fauces, pharynx and stomach, leading to dyspepsia to great nervous
depression, impaired sexual appetite and even to angina. It interferes
with nutrition, digestion and assimilation, and hence smoking is very
injurious in the young. In a few cases, it leads cardiac hypertrophy,
cardiac dilatation and even cardiac valvular lesion.

Nicotina, Nicotine or Nicotia is the poisonous principle. Its
quantity varies greatly in different specimens. To obtain it add
potassa to concentrated acidulated infusion of the leaves, shake with

ether to dissolve the alkaloid, add oxalic acid to form nicotine oxalate; this is precipitated by ether. It is a colourless volatile oily liquid; taste acrid, odour strong and disagreeable; exposed to the air it rapidly becomes brown. It forms soluble salts with acids; soluble in water, also in alcohol and ether. Does $\frac{1}{10}$ to $\frac{1}{4}$ gr. given in tetanus, and strychnine poisoning.

According to some, tobacco smoke contains no nicotine, but in its stead it contains a series of empyreumatic decomposition products as pyridine, picoline, collidine, parvoline, &c. In the smoke of tobacco used for pipe, pyridine is found in the largest quantity; whereas in cigars, where there is free access of air, collidine predominates. Tobacco smoke also contains about 9. p. c. of carbon dioxide; and such substances as hydrocyanic acid, creosote, hydrogen sulphide gas and acetic, carbolic and valerianic acids.

Nicotine is a violent gastric irritant. It often leads to vomiting and collapse. Its action is very rapid, and fatal results follow in a few minutes. Given in minim doses internally or 2 minims by the rectum, it relieves spasm in tetanus and in strychnine poisoning. $\frac{1}{4}$ gr. hypodermically injected is also very effective. Tobacco may be given as a diuretic in renal dropsy and as an antispasmodic in emphysema, asthma, whooping cough, obstinate hiccough, nymphomania, chordee and to relieve colic. It may also be used as inhalation, in nasal polypi, nasal catarrh, headache, chronic giddiness, and fainting. The leaves are made hot and applied to the abdomen in colic and gripes, and to the spine in tetanus. The upper surface of the leaf painted with silarasa is used as an application to the painful swelling of the testes in orchitis. Fresh leaves when bruised are locally applied as a palliative in urticaria, gouty and rheumatic painful joints, and to the abdomen in lead colic. The natives use a coarse powder or thin slices of the leaves to smoke in hukka or to chew it in the month. Moderate tobacco smoking is considered to be calmative, and cardiac sedative, disinfectant, and good for fumigating rooms. A very fine powder of the leaves known as tapkhir (snuff) is often used as a tooth powder. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 446-7).

There can be no doubt that the moderate use of tobacco smoking is not injurious to a great many people, but it is equally certain that on some constitutions it produces mischievous effects. For a full account of the injurious action of the excessive use of the herb by smoking, snuffing, or chewing *Stille's therapeutics* may be consulted.

He shows that it lessens the natural appetite more or less impairs digestion and induces constipation, while it irritates the month and throat rendering it habitually congested and impairing the purity of voice. It induces a constant sense of uneasiness and nervousness, with epigastric sinking or tension palpitation (irritable heart') hypochondriasis, impaired memory, neuralgia, and frequent urination. Chewing and snuffing tend to cause gastralgia, but smoking causes neuralgia of the fifth pair. It renders vision weak and uncertain, causing objects to appear nebulous, or creates muscae volitantes and similar subjective perceptions. Analogous derangements of hearing occur, with buzzing, ringing &c. In the ears, and even hallucinations of this sense. Often there is a feeling of a rush of blood to the head, with vertigo and impairment of attention, so as to prevent continuous mental effort ; the mind is also apt to be filled with crude and groundless fancies leading to self-distrust and melancholy. The sleep is frequently restless and disturbed by distressing dreams. It impairs muscular power and co-ordination, probably both by interfering with nutrition and by exhausting nervous force and usually keeps down the growth of muscle and the deposit of fat. Lander-Brunton remarks that the effect produced on the system by tobacco smoking may be partly due to nicotine, but are probably rather due to products of its decomposition, such as *pyridine* and *collidine*. In pipe smoking pyridine preponderates, but when tobacco is smoked in cigars, where there is free access of air, the chief product of the dry distillation undergone by the tobacco is *collidine*, which is far less active than pyridine and this may partly account for the fact that many Europeans who have resided for some years in India, are unable to smoke a pipe but can smoke many times the equivalent of a pipeful of tobacco in the form of cigars with impunity. (Dymock, Vol. II., pp. 638-9).

নব্যমৃত—তামাকের পাতার রস অবসাদক এবং আক্ষেপ নিবারক । শুষ্ক পত্র—উত্তেজক, বিষনিষা জনক, বমনকারী এবং কচিং বিরেচক । অল্প মাত্রায় ইহা লালা, আত্মিক নিঃসরণ এবং স্মৃতিশক্তি বর্ধিত করে, শ্রম ও ক্লান্তি অপনোদন করে, কোষ্ঠ পরিষ্কার করে, কাহার কাহার ইহা সেবন করিলে, কন্দ, যুগী রোগীর মত আক্ষেপ, অকিঞ্চিৎকার সঙ্কোচ, হৃদয়ের অবসাদ, বকের অস্বাভাবিক শৈত্য এবং প্রচুর ঘর্ম হইয়া থাকে । বিষকারী মাত্রায় সেবিত হইলে, ইহা "কোমা" আনয়ন করে এবং হৃদয় ও নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাস ক্রিয়ার অবসাদ জন্মাইয়া মৃত্যু ঘটায় । অতিরিক্ত মাত্রায় তামাক নাড়িয়া খাইলে বা চর্ষণ করিলে গলদেশ, কণ্ঠ ও পাকস্থলীর উত্তেজনা ঘটে । এবং পরি-

গামে গ্রহণী, শরীরের অবসাদ, স্ত্রী সন্তোগেচ্ছার ন্যূনতা, এমনকি নিঃশ্বাসের রুদ্ধপ্রায়তা জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহা পোষণ ও পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অতএব বালক ও যুবকগণের পক্ষে তামাক সাজিয়া খাওয়া বা চর্কণ করা অতীব অনিষ্টকর। কাহার কাহার হৃদয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ক্ষীণতা প্রভৃতি উৎকট পীড়া জন্মিয়া থাকে।

“নাইকোটিন্” তামাকের অল্পতম বীৰ্য্যবান্ উপাদান। ইহা বিষবৎ অনিষ্টকারী বটে, কিন্তু মাত্রামুসারে বিচার পূৰ্ব্বক প্রয়োগ করিলে ইহা প্রাণপ্রদ ভেষজ।

তামাক, শোণ বিশেষে (Renal dropsy) মূত্রকারকরূপে এবং শ্বাস, যুংড়িকাসি, কষ্ট-সাধ্য হিকা, অত্যুক্ত স্ত্রী সন্তোগেচ্ছা, শিশ্নের আক্ষেপ ও অধোবক্রতা এবং শূল প্রশমনার্থ আক্ষেপহররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতিশ্রায়, শিরঃপীড়া, দীর্ঘকালের শিরোগর্ঘন ও জ্মিরোগে, তামাকের ধূম আশ্রয় করিতে দেওয়া হয়। তামাকের পাতা গরম করিয়া শূল ও পেটকামড়ানিতে পেটে এবং ধমুষ্ঠকাররোগে পৃষ্টবংশে স্থাপন করা হয়। তামাক পাতার উর্দ্ধপৃষ্ঠে শিলারস লেপন করিয়া, যন্ত্রণাদায়ক কোষের ক্ষীণিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কোঠ অথাৎ গায়ে বোলতা কামড়ানর মত দাগ, বাতের ফুলা এবং সীসক হেতু ভূত শূলে (Lead colic) তামাকের কাঁচা পাতা পেষণপূৰ্ব্বক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পরিমিতরূপে তামাকের ধূম পান করিলে, তামাক হৃদা, অবসাদক, ও সংক্রমণহর। বাসগৃহ ধূপিত করিবার পক্ষে ইহা প্রশস্ত। তামাকের অতি সূক্ষ্মচূর্ণ দস্তধাখন চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। (আর্, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৪৫৬-৪৭ পৃঃ)।

পরিমিত মাত্রায় তামাকের ধূমপান যে অনেকের পক্ষে অহিতকর নহে এ বিষয়ে যেমন সন্দেহ নাই, কোন কোন লোকের শরীরে তামাক যে বিশেষ অনিষ্টোৎপাদন করে এ কথাও তদ্রূপ নিশ্চিত। তামাক অতিমাত্রায়, নস্তুরূপে, চর্কণ করিয়া, কিংবা সাজিয়া, খাইলে যে অনিষ্টপরম্পরা সংঘটিত হয় ষ্টিলারের “থিরাপিউটিক্স” নামক পুস্তকে তৎসমুদয় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, তামাক যে কোনরূপে অতি মাত্রায় সেবন করিলে ক্ষুধা মন্দীভূত হয়, পরিপাক শক্তি অল্লাধিক হীনবল হয়, কোষ্ঠবদ্ধ দেখা দেয়, মুখ ও গলদেশ সতত উত্তেজিত হওয়ার তত্তৎ অঙ্গে স্থায়ী রক্তাধিক্য জন্মিয়া থাকে, ও শ্বরের বিকৃতি হয়, মন সর্বদা অপ্রসন্ন, পেট ভার, বুক ধড়কড় করা, পেটে বেদনা, বিষন্নতা, স্মৃতি শক্তির হানি, নিউর্যালজিয়া এবং পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ করিতে হয়। তামাক চর্কণ করিলে বা নস্তু লইলে, পাকস্থলীর প্রদাহ ঘটবার সম্ভাবনা, কিন্তু ধূমপান করিলে নার্ভের পঞ্চমী যুগের (Fifth pair) শূল জন্মিয়া থাকে। দৃষ্টিশক্তি চর্কণ ও প্রতিহত হয়, দৃষ্টবস্তুর বর্ণ স্পষ্ট দেখা যায় না—আকাশ বেদ্যবৃত্ত হইলে যেমন অস্পষ্ট দেখায় সেইরূপ লক্ষিত হয়, অপিচ নানাবিধ দৃষ্টি বিক্রম, প্রবণশক্তির হৌর্কলা, কর্ণে বিচ্ছিন্ন, অকৃত ও বিখ্যা শব্দ শ্রবণ, মনে হয় যেন মাথার প্রবলবেগে রক্ত

উঠিতেছে, শিরোঘূর্ণন, কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার শক্তিবাহি হওয়ার, অধিকণ মানসিক শ্রমে অপটুতা, মন অভিনব অমূলক করনার পূর্ণ থাকে, ইহার ফলে বিমর্ষাঙ্ক মনোবিকার এবং নিজের প্রতি আকর্ষণ ঘটিয়া থাকে । নিদ্রিতাবস্থার পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্তন এবং নিদ্রা ভীতি প্রদ স্বপ্ন মালায় বিভূষিত হয় । পোষণের বিয় এবং নার্ভের বলক্ষয় হওয়ার পেশীর শক্তি এবং সম কার্যকারিত্ব (Co-ordination) হ্রাস পায় ইহার ফলে পেশীর বর্ধন এবং উহাতে মেদঃসঞ্চয় মন্দীভূত হইয়া থাকে । (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৬ঃ৮-৩৯ পৃঃ) ।

ত্বক্—ত্বক্ ।

বরাঙ্কম্, গুড়ত্বক্, সৈহলম্—Ceylon Cinnamon ; ত্বক্পত্রম্, লাটপর্ণম্—Indian Cinnamon. Cinnamomum Iners, C. Nitidum.

ভেদঃ—সৈহলং, লাটপর্ণম্ ।

অন্বর্থসংজ্ঞা—“সুরভিবল্কলম্,” “হৃদয়ম্,” “বল্যম্,” “কাম-বল্লভম্,” “মুখশোধনম্” ।

বরাঙ্কং লঘুতৌক্ষণ্যং কফবাতবিষাপহম্ । কণ্ঠবস্তুরজীহ্বন্তি শিরো-
কম্বস্থিশোধনম্ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টুঃ ।

ত্বচন্তু কটুকং শীতং কফকাসবিনাশনম্ । শুক্লামশমনম্ চৈব কণ্ঠ-
শুদ্ধিকরং লঘু । রাজনিঘণ্টুঃ ।

ত্বচং লঘুং কটুকং স্নাদু তিত্তম্ রসকম্ । পিত্তকং কফবাতকং
কণ্ঠামারুচিনাশনম্ । হৃদস্থিরোগবাতার্যঃ স্তমিপীনসশুক্ণম্ । উল্লা
দারুসিতা স্নাদৌ তিত্তা চানিসপিত্তম্ । সুরভিঃ শুক্ণসা বর্ণ্যা সুর-
শোধকশাপহা । ভাবপ্রকাশঃ ।

বহ্নিমান্যানিসহর মাখানাশেপনাশনম্ । বায়ু, তুল্যপ্রশমনং সংঘাতি

दमनार्तिहृत् । त्वाचं तैलं रजःस्त्रावि तोये क्षिप्तं निमज्जति । चात्रे य-
संहिता ।

দারুচিনির ভেদ—উৎপত্তিস্থানভেদে দারুচিনি তিন প্রকার—(১) সিংহল দারু-
চিনি, (২) চীন দেশীয় দারুচিনি, (৩) ভারতীয় দারুচিনি। ধস্তুরি ও নরহরি উভয়েই
দারুচিনির পর্যায় কথনে “সৈংহলং লাটপর্ণঞ্চ” এই দুইটা শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। লাট,
দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটা দেশ। লাট দেশজাত দারুচিনি সম্ভবতঃ C. Iners, C.
Nitidum বৃক্ষের বৃক্ষ। ভারতবর্ষীয় দারুচিনিকে হিন্দুস্থানের লোকে “ছজ্” বলে।
দারুচিনি জাতীয় নানা বৃক্ষের বৃক্ষ ছজ্ নামে কথিত হইয়া থাকে, ইহাদের নাম—
C. Tamala, C. Iners C. Nitidum. ইহাদের মধ্যে C. Tamala হিমালয় সম্বিহিত
দেশে এবং শেষোক্ত দুইটা দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিমোপকূলে জন্মে। সৈংহল ও চীনদেশীয়
দারুচিনি উত্তম, ভারতীয় দারুচিনি অধম। সৈংহল দারুচিনি পীততাম্রবর্ণ, অনেকগুলি
পাংলা লম্বা বৃক্ষ একত্র কৌকড়াইয়া কলমের মত হইয়া থাকে। চীনদেশীয় দারুচিনি
প্রায় অনেকগুলি একত্র জড়াইয়া থাকে না—এক একটা আলাহিদা, আকৃতিতে অসম,
স্থলতায় সুবতীর অঙ্গুলিতুলা, ভাজিলে “মড় মড় করিয়া শব্দ হয়, মনোহর গন্ধ, স্বাদ মিষ্ট ও
ঝাল। ভারতীয় দারুচিনি কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল, তত মধুর নহে, গন্ধ তীক্ষ্ণতর, ভিজাইলে
পিচ্ছিল হয়।

মাত্রা—চূর্ণ ১—৪ আনা। কাথ ২—৪ তোলা।

ধস্তুরীয়নিঘণ্টু—দারুচিনি, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ, বাত ও বিষদোষ নাশক,
কঠ ও মূথ রোগ নাশক, শিরঃস্রাবের এবং বস্তি শোধন।

রাজনিঘণ্টু—দারুচিনি,—কটু, শীত, এবং ককজ, কাস, গুরু নাশক নেত্ররোগ,
আমাতীসার নাশক, সারক লঘু ও কঠগুহিকর।

ভাবপ্রকাশ—ছজ্ অর্থাৎ ভারতীয় দারুচিনি, লঘু, উষ্ণ, কটু, বাহু, তিক্ত,
কফ, পিত্তপ্রক, ককবাতর কণু, আমদোষ ও অরুচি নাশক; হৃদয় ও বস্তির বিবিধরোগ,
বাত, অর্শ ও কৃমি নাশক। তরুণ ককরোগ ও গুরুদোষ হর; সিংহল বা চীনদেশীয়
দারুচিনি,—বাহু, সুরতি, তিক্ত, বাতপিত্ত হর, গুরুবর্জক, বর্ণের হিতকর এবং মূথশোধ
ও কৃকা নাশক।

আত্রের সংহিতা—দারুচিনির তৈল,—অগ্নিমান্য বায়ুহৃদি, আখ্যান, আক্ষেপ,
বমন, বিবম্বা ও বস্তৃনাদি বস্তরোগ প্রশমন। ইহা ধারক এবং রজঃস্রাবকারী।
এই তৈল জলে চালিলে ভুবিয়া যায়।

Constituents.—Volatile oil, 2 p., c. cinnamic acid, resin, tannin, sugar, mannit, starch, mucilage, ash, &c.

Actions and uses.—The bark is an agreeable, carminative anti-spasmodic, aromatic, stimulant, astringent and germicide, and is used as adjunct to other medicines. The oil has no astringency. It is a Vascular and nervine stimulant. In large doses the oil is an irritant and narcotic poison. In medicinal doses it is a good remedy for flatulence, paralysis of the tongue, enteralgia and cramps in the stomach ; also to check nausea and vomiting. As an antiseptic it is used as an injection in gonorrhœa. As a germicide, it destroys the pathogenic bacilli and is used internally in typhoid fever. The bark is hæmostatic, and has a specific action on the uterus and is given with other uterine hæmorrhages ; also given in flatulence, nausea, vomiting and to check diarrhœa and the gripes caused by other medicines. Cinnamic acid is antitubercular and is used as an injection in phthisis. (R. N. Khory, Vol. II., p. 528).

নব্যমুক্ত—দারুচিনি,—হৃদয়, বায়ুনাশক, আক্ষেপহর স্নিগ্ধ, উষ্ণ, সঙ্কোচক এবং রোগোৎপাদক জীবাণু নাশক (Germicide) দারুচিনি, অশ্মাশ্ম ভেষজের সহকারী রূপে ব্যবহৃত হয় । দারুচিনির তৈল সঙ্কোচক নহে । ইহা নাড়ী প্রতান এবং নাড়বর্গের উত্তেজনকারী । অধিক মাত্রায় ইহা বিষবৎ কার্য করে । ভেষজোপযোগী মাত্রায় সেবিত হইলে ইহা, উদরাধান, জিহ্বাস্তম্ব, অস্ত্রের শূল, আমাশয়ের আক্ষেপ, বিবমিষা ও বমন নিবারণের উত্তম ঔষধ । এন্টিসেপ্টিক বলিয়া গণ্য হইয়া রোগে দারুচিনির তৈলের পিচকারী দেওয়া হয় । রোগোৎপাদক জীবাণু নাশক বলিয়া ইহা টায়ফয়েডের প্রভৃতিরোগে ব্যবহৃত হয় । দারুচিনি রক্তরোধক—গর্ভাশয়ের উপরি ইহা বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে । গর্ভাশয় হইতে রক্তস্রাবে দারুচিনি হিতকর । দারুচিনি, আমাশয়স্রাব ও রেচক ঔষধ সেবন কর্তে পেটকামড়ানিতে বিশেষ উপকারী । উরঃকতে দারুচিনির এসিড (Cinnamic acid) পিচকারী করা হয় । (আর্. এন্. কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৫২৮ পৃঃ) ।

পুদিন—পুদিনঃ ।

পুদিনঃ, বীচনী—Mentha Sylvestris.

অন্বয়সংস্থা—“বান্ধিহারী,” “বনীর্ষহরঃ,” “হৃদয়ঃ,” “মাক-
শীমলঃ,” “হৃদয়স্থিতঃ” ।

পুদিনস্য গুরুঃ স্বাদুরথোহুয়ঃ সুখাবহঃ । মলমূত্রস্তম্বকারঃ কফ-
কাসমদাপহঃ । অগ্নিমান্যবিসূচীঘ্নঃ সংগ্রহণ্যতিসারহা । জীর্ণজ্বরং
ক্রমীষৈব নাশয়েদिति কৌর্তিতম্ । নিঘণ্টুরত্নাকরঃ ।

রোচনৌ বহ্নিজননৌ বক্রজাঘনিসূদনৌ । কফবাতহরী বল্যা হৃদ্যরোচক-
বারিণী । আয়ুর্বেদবিজ্ঞানম্ ।

ভাষানাম—বাঃ—পুদিনা । হিঃ—পোদিনা । ফুদিনো । ফাঃ—পুদং । অঃ—
তুদানজ্ । ইং—ওয়াইল্ড মিন্টো ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্রকুপ । মাত্রা—রস ২—১ তোলা, কাথ ২ তোলা ।

নিঘণ্টুরত্নাকর—পুদিনা,—গুরু, স্বাদু, রুচিজনক, হৃদ্য সুখাবহ, মলমূত্রস্তম্বকার,
কফ, কাস ও মত্ততা নাশন, অগ্নিমান্য, বিসূচীকা, সংগ্রহণ্য অতিসার জীর্ণজ্বর ও
ক্রমি বিনাশন ।

আয়ুর্বেদবিজ্ঞান—পুদিনা,—রুচিজনক, অগ্নিকর, মুখের জড়তা নাশকারী,
কফবাত হর, বল্য এবং বমনও অরুচিনাশক ।

বক্তব্য—প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে পুদিনার উল্লেখ নাই । পুদিনা তিন প্রকার—বহ্ন,
পার্কীয়া ও জলজ । কএক প্রকার পুদিনা উদ্যানে পালিত হইয়া থাকে । ইহাদের ল্যাটিন
নাম—Mentha Viridis (spear-mint), M. Piperita, M. Incana (peppermint),
M. Sativa, M. Aquatica, M. Arvensis. ইহাদের মধ্যে M. Incana, এবং
Micromeria Capitellata পিপারমিন্টের প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে ।

Constituents.—A volatile oil similar in composition to peppermint,
but differing from it in odour and flavour ; resin, gum and tannin.

Actions and uses.—Stimulant, carminative and stomachic ; given
in hiccough, vomiting &c. A vapour of the leaves is largely inhaled
with olen chaha in catarrh and fevers. (R. N. Khory, Vol. II., p. 488).

Different kinds of mint are used as domestic remedies on account
of their stimulant and carminative properties. They are often made
into a medicinal *chutney*, which is eaten to remove a bad taste in the
month in febrile conditions of the body, *e. g.*, padina, kharik (dry dates),
black peper, rock salt, raisins, and cumin in equal proportions are
rubbed into a chutney with limejuice. (Dymock, Vol. III., p. 103).

নব্যমত—পুদিনা—উষ্ণ, বায়ু নাশক ও পাচক । ইহা হিকা বমনাদিরোগে সেব্য ।
পুদিনার ডাণ্ডা অন্ন ও তরুণ কফরোগে হিতকর । (আয়ু, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ৪৮৮ পৃঃ) ।

পেঁপে—পেঁপে ।

পেঁপে—Carica Papaya. Eng.—Papaw.

ভাষানাম—বাঃ—পেঁপে । হিঃ—পেঁপিয়া । তাঃ—পপালি মরাম । তৈঃ—
বটপয়া পপু । ইং—পপ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—আঠা । মাত্রা—পূর্ণবয়স্কের পক্ষে চার চামচের এক চামচ ।
৭—১০ বৎসর বয়স্কের অল্প অধিক চামচ । তিন বৎসর বা তরুণ বয়স্কের পক্ষে চার
চামচের ½ অংশ ।

Constituents.—The juice contains an albuminoid, digestive or milk curdling ferment—Papain or Papayotin.

Papayotin.—A concentrated, active principle, obtained from the juice by precipitation with alcohol. A whitish, amorphous hygroscopic powder, soluble in 75 p. c., of absolute alcohol, water and glycerine. Dose 2 to 10 grs. It is capable of digesting 200 times its weight of fresh pressed blood fibrin. Its action is quicker than that of pepsin at a higher temperature, and does not require an addition of free acid. Seven grains of papayotin can digest one pint of milk. It acts as a solvent in alkaline solutions, and like pepsin it curdles milk. Dose 1 to 8 grains. The *fresh fruit* contains a caoutchouc-like substance ; a soft yellow resin, fat, albuminoids, sugar, pectin, citric, tartaric and malic acids, dextrine, &c. The *dried fruit* contains a large amount of ash 84. p.c. which contains soda, potash and phosphoric acid. The *seeds* contain an oil, papaya oil or caricin, an oil-like substance of a disagreeable taste and smell, soluble in ether and alcohol ; several acids ; similar to palmitic acid, carica fat acid and a crystalline acid called papayic acid, a resin acid and a soft resin. *Leaves* contain an alkaloid called Carpaine.

Physiological actions.—The action of the milky juice of the unripe fruit upon the raw meat is well known among Indian cooks. It is an enzyme, similar to pepsin, acting as a solvent in alkaline, acid or neutral solutions. It is a powerful digestive of meat albumen, forming true peptones. As a solvent of fibrin and other nitrogenous substances, the juice makes the meat tender, and is used as an anthelmintic, and for dyspepsia. Externally it is applied for ring worm and psoriasis, sometimes it is given as an emmenagogue. It is not precipitated like

pepsin on boiling, but is precipitated by mineral acids, iodine, mercuric chloride. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 301-2.)

নব্যমত—“পেপেওটিন্” পেপের আঠার অন্ততম বীৰ্য্যবান্ উপাদান—ইহা পেপের আঠা হইতে নিষ্কাশিত হয়। মাত্রা—১-১০ গ্রেণ। “পেপেওটিন্”, স্বীর ওজনের ২০০ গুণ, সঘোৎকৃত্য মাংস হইতে নিষ্পীড়িত রস, পরিপাক করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত অধিক উষ্ণার সহায়তা পাইলে কোনও এসিডের সংযোগ বিনা “পেপসিন্” অপেক্ষা দ্রুততর কার্য্য করিয়া থাকে। ৭ গ্রেণ “পেপেওটিন্” এক পাইট অর্থাৎ দেড় পোয়া ছুগ্ন পরিপাক করিতে পারে।

কাঁচা পেপের আঠার যে মাংসজরগ শক্তি বিद्यমান একথা এতদেশীয় পাচক সম্প্রদায়ের বেশ জানা আছে। পেপের আঠা—কুমিল ও গ্রহণীতে হিতকর। দক্ষ প্রভৃতি চর্ম্মবিকারে পেপের আঠার প্রলেপ দেওয়া হয় এবং কদাচিৎ ইহা রজঃ শ্রাবকারী স্বরূপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (আর, এন্, ফোরি, ২য়ঃ খঃ, ৩০.-২ পৃঃ)।

পেয়ারা—দীয়ারা ।

দীয়ারা—*Psidium Guava*. *P. Pyrifera*—White Guava. *P. Pomifera*—Red Guava.

ভাষানাম—বাঃ—পেয়ারা। হিঃ—সরিফা। তাঃ—বিল্লয় গোরা পঝাম। তৈঃ—ইরাজাম্ পণ্ডু। অঃ—অম্‌রুদ্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ছাল ও পাতা। ছালের কাথ ৫—১০ তোলা। কোমল পত্রচূর্ণ ১—৪ আনা।

Constituents.—The bark contains tannin 27.4 p. c. Resin and crystals of calcium oxate.

Actions and uses.—Astringent the unripe fruit is undigestible, and often causes bilious vomiting and feverishness. The ripe fruit is edible but produces costiveness. The bark of white guava is astringent and the decoction is used along with other astringents, for chronic diarrhoea of children. It is also used as a wash in prolapus. The leaves are astringent and stomachic, and are used to arrest vomiting in diarrhoea. The bark and leaves of the red variety are used to allay vomiting and diarrhoea in cholera. (R. N. Khory, Vol. II., p. 273.)

নব্যমত—পেয়ারার পাতা ও ছাল সঙ্কোচক । কাঁচা পেয়ারা পরিপাক করা কঠিন এবং খাইলে প্রায়ই বমন ও জরভাব জন্মে । পাকা পেয়ারা সুখাত্ত বটে কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ আনয়ন করে । শাদা পেয়ারা গাছের ছালের কাথ, অপরাপর সঙ্কোচক বস্তুর সহিত শিশুগণের পুরাতন উদরাময়ে সেবনার্থ ব্যবহৃত হয় । পেয়ারার কচিপাতা, কবার ও পাচক, ইহা অতিসার রোগীর বমন নিবৃত্তির জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে । লাল পেয়ারার ছাল ও পাতা, শিশুর অতিসার ও বমনে সেবন করান হয় । (কোরি, ২য়ঃ খঃ, ২৭৩ পৃঃ) ।

ফেনিল—ফেনিলঃ ।

রিঠা, ফেনিলঃ, অরিষ্টকঃ—Sapindus Trifoliatus. Eng.—
Soapnut tree.

অন্বর্থ সঁজা—“রক্তবীজঃ,” “পীতফেনঃ,” “গর্ভপাতনঃ” ।

অরিষ্টক স্ত্রিদোষঘ্নী ঘৃজিহ্নর্ভপাতনঃ । ভাবপ্রকাশঃ ।

রীঠাকরস্ফলস্ফলিণীঃ কটুস্নিগ্ধস্য বাতজিত্ । কফঘ্নঃ কুষ্ঠকাসুতি-
বিষবিষ্ফোটনাশনঃ । রাজনিঘণ্টুঃ ।

অরিষ্টকঃ কটুঃ পাকী তীক্ষ্ণোণী লেখনী গুহঃ । দোষত্রয়ঘ্নী
গর্ভপাতনী গর্ভঘান্তিক্রত্ । তজ্জলং বামকং পানাসস্যাস্ফীর্ষকজাপকম্ ।
অর্ধঘোর্ষঘ্যা হন্তি বমনাদ্বিঘনাশনম্ । শালিগ্রামনিঘণ্টুঃ ।

ভাষানাম—বাঃ—রিঠা । হিঃ—রিঠা । তাঃ—পানাসকটাই । তৈঃ—কুহুড়
করানু । ঙঃ—অরিধা । ইং—সোপনাট্ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ফলের শাঁস, বীজ ও মূল । ফলের শাঁসের মাত্রা—১—
১ আনা ।

রাজনিঘণ্টু—রিঠা—ভিক, উক, কটু, বিধ, বাতর, কফর, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিদোষ,
ও বিষ্ফোটনাশক ।

ভাবপ্রকাশ—রিঠা—বিদোষনাশক, গ্রহদোষহারী এবং গর্ভপাত করাইয়া থাকে ।

শালিগ্রামনিঘণ্টু—রিঠা—পাকে, কটু, তীক্ষ, উক, লেখন, গুহ, বিদোষহর,

গর্ভপাতন, গর্ভশাস্তিকারী। ইহার কাথ পান করিলে বমন হয়, নশ্ত করিলে শিরঃপীড়া ও আধকপালে নিবৃত্তি পায় এবং বমন দ্বারা বিষদোষ নাশ করে।

Constituents.—Saponin 11.5 p. c. Glucose and pectin. The thick cotyledons contain white fat 30 p. c. It saponifies readily.

Actions and uses.—Expectorant, emetic, anthelmintic and purgative. Externally stimulant and irritant, used in asthma, Colic, worms, and as a purge combined with scammony. Externally applied to the mucous membrane of the nose to rouse patients from insensibility in hysteria, epilepsy, hemicrania and melancholia; also applied to scrofulous and other glandular swellings and to the bites of venomous reptiles; used also to destroy pediculi and to wash and cleanse the hairs of the head. Pessaries made of the kernel of the seeds are used in amenorrhœa and after childbirth to stimulate the uterus to a healthy contraction. (R. N. Khory, Vol. II., p. 74.)

Fumigations with it are useful in hysteria and melancholy. The root is said to be useful as an expectorant. Rheed describes the tree as anti-arthritic, and says a bath is prepared with the leaves, and the root is administered internally. The bark is astringent. We have no record of the use of this fruit as a poison for human beings, doses of 70 grains and more appear to have no injurious effect upon the system when taken as a purge." (Dymock, Vol. I., p. 368.)

নব্যমত—রিঠা,—কফাপসারক, বমনকারী, কুমিল্ল এবং বিরেচক। বাহিরে প্রয়োগ করিলে সমুত্তেজক। ইহা, খাস, শূল ও কুমিরোগে এবং স্কুমুনিয়ার (হিন্দি নাম) সহিত রেচনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূচ্ছা, অপস্মার, আধকপালে ও বিমর্ষাত্মক উন্মাদ-প্রকৃত লুপ্তসংজ্ঞ রোগীর নাসিকাভ্যন্তরে রিঠাচূর্ণ প্রয়োগ করিলে, রোগীর সংজ্ঞা হীনতা দূরীভূত হইয়া চৈতন্তোৎপাদন করে। রিঠা, গণ্ডমালাদি রোগে ও বিষধর সরীসৃপদংশনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। রিঠা ব্যবহার করিলে উকুন মরিয়া যায় এবং মাথার চুল পরিষ্কার থাকে। রিঠার বীজের শাঁস জলে উত্তমরূপ পেষণ করিয়া তরল করিবে। পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ড ইহাতে ভিজাইয়া বোনিতে ধারণ করিলে, যে রোগীর রক্তোরোধ হইয়াছে তাহার রক্তঃপ্রবৃত্তি পুনরাগত হইয়া থাকে। প্রসবের পর গর্ভাশয়ের স্বাভাবিক সঙ্কোচ ঘরায় পুনরানয়নার্থে ঐ বস্ত্রখণ্ড বোনিতে ধারণ করা যাইতে পারে। (আম্, এন্, কোরি, ২য় খণ্ড, ৭৪ পৃঃ)।

রিঠার ধূমগ্রহণ, মূচ্ছা ও বিমর্ষাত্মক মনোবিকারে প্রশস্ত। রিঠার মূল কফাপকর্ষক বলিয়া কথিত। ব্লীডি বলেন রিঠার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে স্নান করিলে

এবং রিটার মূল সেবন করিলে সন্ধিক্ষীতি, আমবাত বিনাশ পায়। রিটার ছাল সঙ্কোচক। রিটার ফল যে মানুষের পক্ষে বিষ স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ আমাদের জানা নাই। বিবেচনার্থ ৭০ গ্রেণ পর্য্যন্ত রিটা ব্যবহার করিয়াও কোন অনিষ্টোৎপত্তি দৃষ্ট হয় নাই। (ডিমক্, ১মঃ খণ্ড, ৩৬৮ পৃঃ) ।

বাকুচিভেদ—বাকুচিমেদঃ ।

বাকুচিমেদঃ, শ্বিত্তারিঃ—*Psoralia Corylifolia*, *Trifolium Uniflorum*.

শ্বিত্তারির্বািকুচিমেদঃ কুষ্ঠদোষত্রয়াস্রজিত্ । বাতরক্তহরো লিপাত্ সিদ্ধ-
শ্বিত্তবিনাশনঃ । আত্রেয়সংহিতা ।

ভাষানাম—বাঃ —বুচ্ছিকদানা । ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ । মাত্রা—বীজচূর্ণ
৩—২ আনা ।

আত্রেয়সংহিতা—বুচ্ছিকদানা, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক । ইহার প্রলেপে ছুলি ও
শ্বেতি বিনষ্ট হয় ।

Constituents.—A colourless oil, extractive matter 13.5 p.c., albumen, sugar, ash, 7.5 p. c. Containing a trace of manganese.

Actions and uses.—Seeds are alterative nervine tonic, laxative, aphrodisiac and stimulant ; given in leprosy and chronic skin diseases. (R. N. Khory. Vol. II., p. 225).

Some years ago the seeds were extensively tried in Bombay by Dr. Bhao Daji and others, as a remedy in leprosy, with some success.

Dr. Kanay Lall Dey strongly recommends the oleo-resinous extract of the seeds diluted with simple unguents as an application in leucoderma. He says "After application for some days the white patches appear to become red or vascular ; some times a slightly painful sensation is felt, occasionally some small visicles or pimples appear, and if these be allowed to remain undisturbed, they dry up, leaving a dark spot of pigmentary matters gradually develope, which ultimately coalesce with each other, and thus the whole patch disappears. It is also remarkable that the appearance of fresh patches is arrested by its application. (Dymock, Vol. I., p. 413).

নব্যমত—বুচ্কিদানা,—রসায়ন, নাভের বলপ্রদ, রেচক, বৃষ ও উষ্ণ । ইহা কুষ্ঠ ও অন্তান্ত চর্মবিকারে সেবনও লেপনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । (আর্, এন্, কোরি, ২য়: ৫৩, ২২৫ পৃ:) ।

বম্বের ডাক্তার ভাওদাজি এবং অপরে কএক বৎসর পূর্বে বহু কুষ্ঠ রোগীকে বুচ্কিদানা সেবন করাইয়া ফল লাভ করিয়াছিলেন ।

ডা: কানাইলাল দেব মতে বুচ্কিদানা শ্বেতকুষ্ঠের উত্তম ঔষধ । ইনি বলেন—বুচ্কিদানার “অলিও রেজিনাশ্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট” মাখমের সহিত প্রলেপ দিলে কএক দিনের মধ্যে শ্বেত কুষ্ঠাক্রান্ত অঙ্গ লাল হইয়া থাকে । ক'চিং কিঞ্চিং বেদনাও অনুভূত হয় । কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোঁকা বা ফুসুড়ি উঠিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহাদিগকে না ছিঁড়িলে, না টিপিলে, অতি সত্বর আপনা হইতেই শুক হয় এবং সেই স্থানে একটা কাল দাগ পড়ে । এই কাল দাগটা ক্রমশ: বর্জিত হইয়া শ্বেতবর্ণ স্থানটুকুকে গাত্রসবর্ণতা দান করে—কখন বা প্রাপ্ত হইতে আরাম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ: গাত্রসবর্ণতা প্রাপ্ত হয় । এইরূপে বুচ্কিদানা ব্যবহার করিলে উৎপন্ন শ্বেতকুষ্ঠ আরাম হয় এবং আর নূতন আবির্ভূত হইতে পারে না ।” অন্তান্ত অনুসন্ধানকারিগণের মতে শ্বেতকুষ্ঠ প্রশমনে বুচ্কিদানার শক্তি সর্বত্র অপ্রতিহত নহে । (ডিমক্, ১ম: ৫৩, ৪১৩ পৃ:) ।

বিশ্বী—বিম্বী ।

বিম্বী, তুণ্ডিকা, কটুতুণ্ডী—Cephalandra Indica.

ভেদ:—বিম্বী, মধুরবিম্বী চ ।

তুণ্ডিকা কফপিত্তাসৃক্ষ্যোফপাণ্ডুজ্বরপহা । শ্বাসকাশাপহং স্তন্যং
ফলং বাতকফাপহম্ । বিম্বীফলং স্বাদু শীতং স্তম্ভনং লেখনং গুরু ।
পিত্তাস্রদাহশোফলং বাতাত্মানবিবম্বজাত্ । ধন্বন্তরীযনিঘণ্টু: ।

কটুতুণ্ডী কটুস্তিক্তা কফবান্ধিবিষাপহা । অরোচকাস্রপিত্তগ্নী সदा
পশা চ রোচনী । বিম্বী তু মধুরা শীতা পিত্তশ্বাসকফাপহা । অসুগ্জ্বর-
হরা রম্যা কাশজিদ্ গৃহবিম্বীকা । রাজনিঘণ্টু: ।

বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিত্ । স্তম্ভনং লেখনং বম্বং
বিবম্বাঃস্থানকারকম্ । ভাবপ্রকাশ: ।

ভাষানাম—বাঃ—তেলাকুচা । হিঃ—কডবী কন্দুরী মঃ—কড়ু তোওলী । ওঃ—
কড়বী ষোলী । কঃ—শীতকুন্দুর ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল ও পত্র । মধুর ও তিক্তভেদে বিধী দুই প্রকার । তন্মধ্যে
তিক্তবিধীকে তেলাকুচা এবং মধুর বিধীকে কুন্দুরিকি বলে । মাত্রা—মূল ও পত্রস
১—২ তোলা ।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—তেলাকুচার মূল ও পত্র,—কফ, রক্তপিত্ত, শোথ, পাণ্ডু, জ্বর,
শ্বাস ও কাস নাশক এবং স্তম্ভগ্রন্থ । ফল, বাত কফাপহ । স্বাহবিধীফল অর্থাৎ কুন্দুরিকি—
স্বাচ, শীত, স্তম্ভক, লেখন, গুরু, ও রক্তপিত্ত, দাহ, শোথনাশক এবং বায়ুপ্রকোপ ও
আত্মানহর এবং মলমূত্ররোধক ।

রাজনিঘণ্টু—তেলাকুচা—কটুতিক্ত, কফ, বমন ও বিষনাশক, অরৈচক,
কাস, রক্তপিত্ত নাশক, হিতকর ও রুচিজনক । কুন্দুরিকি—মধুর, শীতল, পিত্ত, শ্বাস ও
কফনাশক, এবং জ্বর ও কাসহর ।

ভাবপ্রকাশ—স্বাচ বিধী অর্থাৎ কুন্দুরিকির ফল,—স্বাচ, শীতল, গুরু, রক্তপিত্ত
ও বায়ুনাশক, স্তম্ভক, লেখন, রুচিকর, মলমূত্ররোধ ও আত্মানকারক ।

Constituents.—The dried powder contains resin and an alkaloid starch, sugar, gum, fatty matter, an organic acid and ash 16 p. c. which contains no manganese.

Actions and uses.—Alterative; given in diabetes, enlarged glands and in skin diseases such as pityriasis. (R. N. Khory,—Vol. II., p. 307).

“The root and juice of the leaves is used medicinally. The wild fruit is very bitter, but that of the cultivated form is sweet and is much used as a vegetable. In Hindu medicine the juice of the tuberous root is used as an adjunct to the metallic preparations prescribed in diabetes in doses of one tola (180 grs.) every morning. Dutt States that he has known several patients who were benefited by its use. *Ainslie* notices its use in southern India, and says that the juice of the leaves is applied to the bites of animals. *Moodeen Sheriff* States that in the bazars of the South the root is sold as a substitute for caper root. In the concan the root pounded with the juice of the leaves is applied to the whole body to induce perspiration in fever and the green fruit is chewed to cure sores on the tongue. (Dymock, Vol. II., p. 86).

নব্যমত—তেলাকুচার মূল ও পত্ররস, বহুমূত্ররোগে ব্যবস্থিত ধাতুঘটিত ঔষধের অনুপান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা ১ তোলা অর্থাৎ ১৮০ গ্রেণ ওজন। ডাঃ উদয়চাঁদ বলেন ইহা ব্যবহার করিয়া অনেক বহুমূত্ররোগী বেশ ফল পাইয়াছেন। এন্সলি বলেন দাক্ষিণাত্যের লোকে বিষধর প্রাণী দ্বারা দষ্ট রোগীকে তেলাকুচার পাতার রস পান ও দষ্টস্থানে লেপনার্থ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কঙ্কন প্রদেশে জ্বররোগীর ঘর্ম নিঃসরণার্থ তেলাকুচার মূল তেলাকুচার পাতার রসে পেষণ পূর্বক গাত্রে মাখান হয় ও জিহ্বার ক্ষত প্রশমনার্থ তেলাকুচার কাঁচা ফল চর্কণ করিয়া থাকে। (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৮৭ পৃঃ)।

বিহিাদানা—विहिदाना ।

বিহিাদানা—Pyrus Cydonia. Eng.—Quince seed.

ভাষানাম—বাঃ হিঃ—বিহিাদানা, মোগলাই বিহিাদানা। তাঃ—সিমাইমা দালাই-ভিরাই। তৈঃ—সিমা-ভালিমা ভিটুলু। কাঃ—বিহিাদানাঃ। অঃ—মজু।

বিহিাদানার ভেদ—মখ্জান্ রচয়িতার মতে বিহিাদানা তিন প্রকার—স্বাহু, অন্ন ও কিঞ্চিং অন্ন। স্বাহু ও কিঞ্চিং অন্ন বিহিাদানা আরব ও পারস্য দেশের লোকে ভক্ষণ করে। তাহাদের মতে ইহা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের হিতকর এবং বল্য। বিহিাদানা বৃক্ষের পত্র, কুঁড়ি ও ছাল সঙ্কোচক বলিয়া আরবদিগের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—১—৪ আনা।

Constituents—The seeds contain a mucilage named cydouin, albuminous matter, fixed oil, an oily liquid which contains ænanthic ether, and ash 3-5 p. c., containing alkalies; alkaline earths, iron &c.

Actions and uses.—Cydonium or quince seeds are nutritive astringent demulcent and emollient, and given with sugar in cough, dysentery, catarrhal affections of the throat and pulmonary mucous membrane; also used as a vehicle for injection in gonorrhœa and urinary disorders. Externally the mucilage is applied to burns and scalds. (R. N. Khory, Vol. II., p. 245.)

নব্যমত—বিহিাদানা,—পোষক, সঙ্কোচক, স্নিগ্ধ ও স্নেহোপগ। ইহা চিনির সহিত কাস, আম ও রক্তাতিসার, কফজন্য গলরোগ ও উরোগত শ্লেষরোগে ব্যবহৃত হয়। মূত্রশোভঃ সঞ্চকীয় পীড়া ও গণোরিয়ার পিচকারী দিবার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, বিহিাদানা তাহাদের অন্যতম। বিহিাদানা ভিআইয়া অগ্নিদগ্ধ ও অত্যুষ্ণ তরলংগ দ্বারা দগ্ধ অব্ধে প্রলেপ দেওয়া হয়। (আর, এন্, কোরি, ২য়ঃ খঃ, ২৪৫ পৃঃ)।

भङ्गा—भङ्गा ।

विजया, शक्राशनम्, त्रैलोक्यविजया, सम्बिदा—Cannabis Sativa.

अन्वर्थसंज्ञा—“तन्द्राकृत्,” “बहुवादिनी,” “मादिनी” ।

भङ्गी कफहरो तिक्ता ग्राहिणी पाचनी लघुः । तीक्ष्णोष्णा पित्तला मोहमन्दवाग्बह्वर्द्धिनी । धन्वन्तरीयनिघण्टु भावप्रकाशश्च ।

मदनोद्दीपनी निद्राजननी हर्षदायिनी । धनुस्तम्भं जलत्रासं विसृचीञ्च मदात्ययम् । प्रवृत्तिं रजसो वर्द्धी हन्त्यपत्यप्रसूतिञ्च । आयुर्वेद-विज्ञानम् ।

भाषानाम—वाः—भाङ्, सिद्धि । हिः—भाङ्, सव्जि । ताः—गङ्गा ईलाहे । तैः—गङ्गा अकू ।

सिद्धि, गंजा, चरस एकै उड्डिद् हहेते उंपन्न—पातार नाम सिद्धि, मञ्जरीर नाम गंजा एवं निर्यासेर नाम चरस । विपुक्क चरस, केवल सिद्धि गाहेर रोम ओ पत्रांश मिश्रित निर्यास, पुष्पित शाखार कम्पन, वर्षण एवं आलोडन द्वारा ईहा संगृहीत हर किञ्च बाजारेर चरसे बह्द्रव्य मिश्रित থাকे ।

धन्वन्तरीयनिघण्टू ओ भावप्रकाश—सिद्धि,—कफहर, तिक्त, धारक, पाचक, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, पित्तप्रद, एवं मोह, वाक्शक्ति ओ अग्निवर्द्धक ।

आयुर्वेद विज्ञान—सिद्धि,—कामवर्द्धक, निद्राजनक, हर्षदायक एवं धनुष्टकार, जलत्रास (हाईड्रोकोषिया), विसृचीका, मदात्यय, बह्वर्द्धःश्राव नाशक । असवे बिलघ हहेले ईहा सेवने सध्वर प्रसूत हर ।

Constituents.—A volatile oil and resin, which is the most active principle, and contains an alkaloid cannabine, tetano cannabine and cannabinon ; gum, sugar, and potassium nitrate.

“They use Bhang in gonorrhœa and deyspepsia. Locally a decoction of the leaves is applied to erysipelas and neuralgic painful parts, Its application to the anus is used to relieve the pain of hæmorrhoids. A paste applied to the head relieves dandruff and vermin. (R. N. Khory, Vol. II., p. 570).

"The medicinal properties of cannabis have now been investigated by many European physicians in India. O'shaughnessy tried it with more or less success in various diseases, especially in tetanus hydrophobia, rheumatism, the convulsions of children and cholera. Subsequent experience has confirmed the value of the drug as a remedy in tetanus and cholera. In the former disease we have obtained most satisfactory results, large doses are required, and the patient must be kept under the influence of the drug for some days. In cholera its action may be compared with of opium; it is most likely to be successful when resorted to early in the disease. (Dymock, Vol. III., p. 325.)

নব্যমত—ভাঙ্ "গণোরিয়া" ও গ্রহণীতে ব্যবহৃত হয়। ভাঙের কাথ, বিসর্প ও নিউর্যাল্জিক বেদনাক্রান্ত অঙ্গে সেচন করা হয়। গুহ্বারে ভাঙের প্রলেপ দিলে অর্শের বেদনা নিবৃত্তি পায়। এক্ষণে ভারতবর্ষ প্রবাসী অনেক যুরোপীয় ডাক্তারগণ ভাঙের গুণ অনুসন্ধান করিতেছেন। ডাঃ ওশেনশী বিবিধরোগে, বিশেষতঃ ধমুস্তম্ভ, জলাতঙ্ক, বাত, শিশুগণের তড়কা এবং বিসৃচীকা পীড়ায় ভাঙ্ ব্যবহার করাইয়া অল্পাধিক ফললাভ করিতে দেখিয়াছেন। পরবর্তী অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভাঙ্, ধমুস্তম্ভ এবং বিসৃচীকার উত্তম ফলপ্রদ ঔষধ। ধমুস্তম্ভে ভাঙ্ সেবন করাইয়া আমরাও বিশেষ প্রীতিপ্রদ ফল লাভ করিয়াছি। ক্রমশঃ মাত্রা বর্দ্ধিত করিতে হয়। এবং রোগীকে কএকদিনের জন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাঙের নেশার বশবর্তী রাখিতে হইবে। বিসৃচীকায় ভাঙ্ আফিমের মত কার্য করে। বিসৃচীকার প্রথমাবস্থায় ভাঙ্ ব্যবহৃত হইলে ফললাভের বিশেষ সম্ভাবনা। (ডিমক্, ৩য়ঃ খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ)।

ভাঁট—भाँट ।

Clerodendron Infortunatum.

ভাষানাম—বাঃ—ভাঁট, ঘেঁটকুল, ঘেঁটু। হিঃ—ভাঁট।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, পত্র। মাত্রা—মূলচূর্ণ ১—২ আনা। পত্ররস ১—২ তোলা।

বস্তুব্য—আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে ভাঁট ঘণ্টাকর্ণ নামে কথিত হইয়াছে। ঘণ্টাকর্ণ—“অন্নলয় ক্রিমিশূন্য”। ডিমক্ বলেন (৩য়ঃ খণ্ড, ৮০ পৃঃ) ভারতের পশ্চিম বিভাগের লোকে রাজনিষট্ ককারী নাম উদ্ভিদকে ভাঁট বলিয়া জানে। রাজনিষট্ কথিত ককারী ঘেঁটু কিনা সন্দেহ।

Constituents.—Resinous matter, bitter principle, and tannin.

Actions and uses.—Bitter tonic, antiperiodic and vermifuge; also a good laxative; a decoction is some times given as a rectal enema for worms; also given as a bitter tonic during convalescence from acute diseases. As an antiperiodic it is given in malarial fever. (R. N. Khory, Vol. II., p. 470).

“Rheede states that the leaves of this plant are used as a vermifuge, and that the root rubbed down with butter milk is administered in colic and lientery. Dr. Bholanath Bose has drawn attention to the leaves as a cheap and efficient substitute for chiratta. Brigade Surgeon J. H. Thornton considers the expressed juice of the leaves to be an excellent laxative, cholagogue and anthelmintic; also a valuable bitter tonic, and useful as an injection into the rectum for the destruction of ascarides. These opinions are supported by those of six other medical officers quoted by Dr. G. Watt in the *Dictionary of the Economic Products of India*, Vol. II., p. 373. (Dymock, Vol. III., pp 79-80).

নব্যমত—ভাঁট বা ঘেঁটকুল—তিক্ত বলকারক, জ্বরঘ্ন, কুমিনাশক এবং উত্তম রেচক। ভাঁটের মূলের কাথ, কখন কখন কুমি রোগীর শুষ্কধারে পিচকারী করা হয়। মূলচূর্ণ তিক্ত বল্য বলিয়া, কোন তরুণ পীড়ার অবসানজাত দৌর্ভল্যে সেবিত হইয়া থাকে। জ্বরঘ্নরূপে ইহা ম্যালেরিয়া জ্বরে ব্যবস্থা করা হয়। (আর্. এন্. কোরি, ২য়ঃ খঃ, ১৭০ পৃঃ)।

রীডি বলেন, ভাঁটের পাতা কুমিঘ্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূলচূর্ণ ষোলের সহিত সেবন করিলে শূল এবং যাহাদের ভুক্ত বস্তু কিঞ্চিৎ মাত্র পরিপাক না পাইয়াই শুষ্কধার দিয়া নির্গত হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে হিতকর। ডাঃ ভোলানাথ বসু বলেন ভাঁট, চিরতার মূলভ এবং ফলদ প্রতিনিধি। ব্রিগেড্ সার্জেন জে, এচ, থর্নটনের মতে ভাঁটের পাতার রস উত্তম রেচক, শুষ্ক বর্ধক এবং কুমিঘ্ন। ভাঁটের শুণ সম্বন্ধে এই সকল মতের পোষকতা পক্ষে, ডাঃ জি, ওয়াটের ডিক্সনারীতে ছয়জন ডাক্তারের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। (ডিমক্, ৩য় খণ্ড, ৭৯-৮০ পৃঃ)।

ভূর্জপত্রক—ভূর্জপত্রকঃ ।

ভূর্জঃ—Betula Alnoides.

অন্বর্থসংস্কার—“বল্কদ্রুমঃ,” “মুঘর্মা,” “ধিত্বক্,” “বিন্দুপত্রঃ,”

“মৌলিন্দ্রুমঃ” ।

ভূর্জঃ কটুকষায়ীণ্যো ভূতরক্ষাকরঃ পরঃ । ত্রিদোষশমনঃ পথ্যো দুষ্টি-
কৌটিষ্যনাশনঃ । রাজনিঘণ্টুঃ ।

ভূর্জীবলকরঃ শ্লেষকর্ণকৃপিত্তরক্তজিত্ । কষায়ং কটুকষায় মেদো
বিষহরঃ পরঃ । ভাবপ্রকাশঃ ।

ভূর্জীবল্যঃ কফাস্তম্নঃ । রাজবল্লভঃ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—তৃক্ । যাহা ভূর্জপত্র নামে প্রসিদ্ধ । মাত্রা—তৃক্চূর্ণ
৩—২ আনা । কাথ—৫—১০ তোলা ।

রাজনিঘণ্টু—ভূর্জপত্র,—কটু, কষায়, উষ্ণ, ভূতরক্ষাকর, ত্রিদোষশমন ও পথ্য ।

ভাবপ্রকাশ—ভূর্জপত্র, বলকারী, শ্লেষা, কর্ণশূল, রক্তপিত্ত, মেদ ও বিষদোষহর ।
ইহা, কষায় কটু ও উষ্ণ ।

রাজবল্লভ—ভূর্জপত্র,—বলকারী এবং কফ ও রক্তপিত্ত নাশক ।

বক্তব্য—হিমালয়, ভূর্জবৃক্ষের অক্ষয় ভাণ্ডার । হিমগিরি বর্ণনে ভূর্জবৃক্ষের উল্লেখ
করিয়া কালিদাস বলিয়াছেন—

* * *
“ভূর্জতটঃ কুঞ্জরবিন্দুশোণাঃ ।
ব্রহ্মস্তু বিজ্ঞাধরসুন্দরীগাম্ ।
অনঙ্গলেখক্রিয়রোপবোগম্” ।

প্রাচীনকালে ভূর্জবৃক্ষের ছাল (ভূর্জপত্র) কাগজ ও বস্ত্র উভয়েরই প্রতিনিধি ছিল ।
এই ভূর্জপত্রে লিখিত হইত । অত্য়াপি কাশ্মীরাদি প্রদেশে দোকানদারগণ কাগজের
পরিবর্তে ভূর্জপত্র ব্যবহার করে । তিতরে জল প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া ঘরের
ছাদ ভূর্জপত্রে আবৃত করে । এখনও প্রত্যহ তুরি তুরি নৌকা বোঝাই হইয়া রাশি
রাশি ভূর্জপত্র কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে আনীত হইয়া দেশদেশান্তরে বিক্রয়ার্থ
প্রেরিত হয় । বস্ত্র মন্ত্র কবচাদি ভূর্জপত্রে লিখিত হইয়া থাকে । অধুনা আমরা সচরাচর
টুকরা টুকরা ভূর্জপত্র দেখিতে পাই । পূর্বে কাগজের সিট বা বস্ত্রাকৃতি ভূর্জপত্র
প্রস্তুত হইত । কাগজের প্রচলন হওয়ার এক্ষণে লোকে সেইরূপ লম্বা চৌড়া ভূর্জপত্র
প্রস্তুতের কৌশল ভুলিয়া গিয়াছে । চরকের আরম্ভীয়ে “প্রস্থিত ভৌর্জো লগুনঃ শিরীষঃ”
এই কৃষ্ঠাদিহর যোগ পঠিত হইয়াছে । সুক্রমত সালসারাদিগণে ভূর্জ পাঠ করিয়াছেন ।

মায়াকল—মায়াফলম্ ।

মায়াফলম্, মজ্জফলম্—*Quercus infectoria*. Eng.—Dyer's Oak.

অন্বর্থসংজ্ঞা—“ছিদ্ৰাফলম্” ।

মায়াফলং বাতহরং কটুশুকাম্ । যৈথিল্যসঙ্কোচককৌশলকার্ণ্যরদম্ ।
রাজনিঘণ্টুঃ ।

মায়ুকং শীতলং রুচং কষায়ং লঘুদীপনম্ । বিপাকৌ কটুকং গ্রাহি কফ-
পিত্তহরং পরম্ । শৌড়লনিঘণ্টুঃ ।

কোটাবাসী মজ্জফলং গ্রাহি বহু জ্বরপহম্ । শৌখিতস্মৃতিহ্রস্বন্তি
মুখদন্তগতান্ গদান্ । শ্বেতপ্রদরমর্শাসি যোনিকন্দং সুদারুণম্ । স্তম্বসারং
মহাঘোরং মহর্ষী সপ্ৰবাহিকাং । আয়ুর্বেদবিজ্ঞানম্ ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—তথা কথিত ফল । মাত্রা—২—১২ আনা ।

বর্ণন—মাজুকলের গাছ আসিয়া মাইনর, পাশ্চ প্রভৃতি দেশে জন্মে । মাজুকল
বস্তুতঃ ফল নহে । এইজন্য পূর্বাচার্য্য ইহাকে মায়াকল বলিয়াছেন । কঠিন ও কোষল ভেদে
মাজুকল দুই প্রকার । কঠিন মাজুকলই বাজারে বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হয় । মাজুকলের অণক-
বহার উহার ভিতর এক প্রকার কীট প্রবেশ করে । যে মাজুকলের ভিতর মৃত কীট
থাকে তাহা ছিদ্রহীন, কোষল, কৃষ্ণবর্ণ এবং ভারি হয় । বাহার ভিতর হইতে কীট পলায়ন
করে তাহা, ছিদ্রযুক্ত, হালকা, পীতাত শুভ্র ও অপেক্ষাকৃত অল্প সঙ্কোচক হইয়া থাকে ।
মাজুকল কাটিলে ভিতরে এক জোড়া গোল গর্ভ দেখিতে পাওয়া যায় । পূর্বাচার্য্যগণ
সচ্ছিন্ন মাজুকলকেই ঔষধার্থ প্রশস্ত বলিয়া জানিতেন, যেহেতু তাঁহাদের কথিত মাজুকলের
একটা অন্ততম নাম “ছিদ্ৰাকল” ।

রাজনিঘণ্টু—মাজুকল,—বাতহর, কটু, উষ্ণ, শিথিলতা, সঙ্কোচ এবং কেশ
কৃষ্ণকর ।

শৌড়লনিঘণ্টু—মাজুকল,—শীতল, রুচ, কষায়, লঘু, দীপন, বিপাকে কটু, ধারক,
এবং শ্রেষ্ঠ কফপিত্তহর ।

ଆୟୁର୍ବେଦବିଜ୍ଞାନ—ଝାଜୁକମ,—ଧାରକ, ବଳକାରୀ, ଅରହର, ରକ୍ତଆବନାଶକ, ଦନ୍ତ ଓ ମୁଖରୋଗହର, ଶ୍ୱେତପ୍ରସର, ଅର୍ଶ, ଯୋନିକଳ, ମହାସୋର ଅତିମାର, ଗ୍ରହଣୀ ଓ ପ୍ରବାହିକା ବିନଷ୍ଟ କରେ ।

Constituents.—Tannin 50 p.c., gallic acid 2 to 3 p. c., Ellagic acid, mucilage, sugar, resin, and starch in the nucleus.

Actions and uses.—The galls are astringent and tonic. They constrict the muscular tissue in the walls of the minute vessels, check hæmorrhage and cut short local inflammations. The natives use galls combined with pomegranate bark and baras kapur to check hæmorrhage and use it locally as a gargle for relaxed throat and as an injection for relaxed vagina and rectum. (R. N. Khory, Vol. II., p. 564).

ସିଂଦୂର—ମିଷ୍ଟିକା ।

ମିଷ୍ଟିକା, ମିଷ୍ଟିକା,— Pimpinella Anisum.

ଅନ୍ୱର୍ଥସଂଜ୍ଞା—“ତାଳପର୍ଣୀ,” “ଅବାକ୍ପୁଷ୍ପୀ,” “ସଂହିତାପୁଷ୍ପିକା” ।

ତିକ୍ତା ଶ୍ୱାଦୁ ହିମା ହୃଷ୍ଟା ଦୁର୍ନାମକ୍ଷୟଜିମ୍ବିଷିଃ । କ୍ଷତକ୍ଷୀଣହିତା ବୟା
ବାତପିତ୍ତାକ୍ଷଦୋଷଜିତ୍ । ଧନ୍ୱନ୍ତରୀୟନିଘଣ୍ଟୁଃ ।

* ମିଷ୍ଟିକା ମଧୁରା କ୍ଷିନ୍ଧା କଟୁଃ କଫହରା ପରା । ବାତପିତ୍ତୋଦ୍ଧୃତଦୋଷଗ୍ନୀ
ସ୍ନୋହଜନ୍ତୁବିନାଶନୀ । ରାଜନିଘଣ୍ଟୁଃ ।

ମିଷ୍ଟିକା ତଦ୍ଗୁଣା ମୃତ୍ତା ବିଶେଷାଦ୍ ଯୋନିଶୂଳହତ୍ । ବୃକ୍ଷୋଷ୍ଣା ପାଚନୀ
କାଶସମିଷ୍ଟେଷାନିଲାନୁ ହରେତ୍ । ଭାବପ୍ରକାଶଃ ।

ସିଂଦୂରର ଭାଷାନାମ—ବାଃ—କୋରୀ । ହିଃ—କୋମ୍ପ, ମିଠା କୋରୀ । କାଃ—
ରକ୍ଷିୟାନ୍-ହେ-କ୍ଷି । ତାଃ—କ୍ଷୁ । ତୈଃ—କୃଷ୍ଣିଚେଟୁ । ହିଃ—କ୍ଷୟନ୍ ଏନିସି ।

ଅନ୍ୱର୍ଥସଂଜ୍ଞା—“ତାଳପର୍ଣୀ,” “ଅବାକ୍ପୁଷ୍ପୀ,” “ସଂହିତାପୁଷ୍ପିକା” ।

ଔଷଧାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର—ବୀଜ । ଯାତ୍ରା—ବୀଜହର୍ଷ ୧— ଆନା । କାଷ ୧—୧୦ ଡୋଜା ।
ନିତକ୍ଷର ୧୦—୧୫ ଡୋଜା । ତୈଳ—୧—୫ ବିନ୍ଦୁ ।

ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টু—মৌরী,—তিক্ত, স্বাদু, হিম, বৃষ্য, অর্শ, ক্রুরোগ ও কতকীণে হিতকর, বলা, বাত ও রক্তপিত্ত নাশক ।

রাজনিঘণ্টু—মৌরী,—মধুর, স্নিগ্ধ, কটু, কফহর, বাত পিত্তজ দোষনাশক, প্রীহা ও ক্রিমি বিনাশ করে ।

ভাবপ্রকাশ—মৌরী,—শলুকার তুল্যগুণ অধিকত্ব ইহা বিশেষতঃ ষোনি শূলহর, কক্ষোক্ষ পাচক, এবং কাসবমি শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক ।

Constituents.—Volatile oil 1 to 3 p.c., fixed oil 3 to 4 p. c., sugar, mucilage and ash 7 p. c.

Actions and uses.—The volatile oil which is the active medicinal agent, is aromatic, slightly stimulant of the heart and digestive organs. It liquifies the bronchial secretion, hence it is used as expectorant; it is also carminative and stomachic and is used as a corrective to allay griping of purgative medicines. It is given in flatulence, intestinal colic and in bowel complaints. It has a special influence on the bronchial tubes and is given in infantile bronchial catarrh, after the acute stage has passed away. In large doses it is slightly narcotic. Locally the oil is applied to the head to relieve the headache and to the abdomen to expel flatus, to the joints in rheumatism and round the ear in earache. (R. N. Khory, Vol. II., pp. 295-6).

মুক্তবর্ষী—मुक्तवर्षी ।

Acalypha Indica. A. Paniculata. Eng.—Indian Acalypha.

ভাষানাম—বাঃ—মুক্তবুরি, মুক্তবর্ষী। হিঃ—কুপ্পি, খোকালি। ওঃ—দাদরো। তাঃ—কুপ্পাইমেনি। তৈঃ—কুপ্পাইচেট্টু। ইং—ইণ্ডিয়ান একালিফা।

বর্ণন—কুদ্রকুপ, বহুশাখ, পাতা চাকা চাকা, পত্রবৃত্ত দীর্ঘ, পত্রের উর্ধ্বপৃষ্ঠ গাঢ় সবুজ বর্ণ, অধঃপৃষ্ঠ কিকে সবুজ, অতি সূক্ষ্ম বিন্দু বিন্দু চিহ্নবৃত্ত, এক একটি কীণ পুষ্পদণ্ডে এক একটি পুষ্প। পুষ্প—কুদ্র, হরিদাত। ফল—কুদ্র, তিন খণ্ডে বিভক্ত, গোমারুত, অতি সূক্ষ্ম খাঁজকাটা কুণ্ডোগরি স্থাপিত। মর্দিত পত্রের গন্ধ অস্বস্ত।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র কুপ, বিশেষতঃ পত্র । মাত্রা—মঞ্জরী, কোমল শাখা ও পত্রের চূর্ণ ১—৩ আনা । পত্ররস,—চার চামচের ৩—১ চামচ । মূলের শীতকষায় (১ ভাগ ঔষধ ২ ভাগ জল) ১—২ কাঁচা । কাথ ২—৬ তোলা । টীংচার (১ ভাগ ঔষধ ৭ ভাগ স্পিরিট) ৩০—৬০ বিন্দু । তরলসার (Liquid extract) ১—৬০ বিন্দু ।

Constituents.—An alkaloid, acalyphine.

Actions and uses.—Cathartic emetic, expectorant and vermifuge. The infusion with a little garlic is used to expel worms in children. The decoction is a safe, speedy and sure laxative and emetic like senega or ipecacuanha. It increases the pulmonary secretions but does not cause any depression of the vital powers ; given in pulmonary tuberculosis, croup, asthma, and bronchitis of children. Externally the decoction is used in earache. The juice made into liniment with oil is used in rheumatism and venereal pains ; with lime (chunam) it is used as an application in skin diseases. Cataplasm of leaves relieves pain attendant on bites of venomous insects ; also recommended for syphilitic ulcers ; suppository of bruised leaves relieves constipation in children. (R. N. Khory, Vol. II., p. 538).

In the Pharmacopœia of India (p. 205), the following reference to this plant by Dr. G. Bidie, of Madras, will be found—“The expressed juice of the leaves is in great repute, wherever the plant grows, as an emetic for children, and is safe certain and speedy in its action like Ipecacuanha, it seems to have little tendency to act on the bowels or depress the vital powers, and it decidedly increases the secretion of the pulmonary organs. The dose of the expressed juice for an infant is a tea spoonful” Dr. Æ. Ross speaks highly of its use as an expectorant, ranking it in this respect with senega ; he found it specially useful in the bronchitis of children. The purgative action of the root noticed by Rheede is confirmed by Dr. H. E. Busteed, who has used it as a laxative for children. In Bombay the plant has a reputation as an expectorant, hence the native name Khokli (cough), Brigade Surgeon Langley in a communication to Dr. Watt, Dict. Econ. Prod. Ind., Vol. I., writes—“This plant is called in Canara Chálmári as well as Kuppi. The natives use it in congestive headache : A piece of cotton is saturated with the expressed juice and inserted into each nostril ; this relieves the head symptoms by causing hæmorrhage from the nose. The powder of the dry leaves is used in bedsores and wounds attacked by worms. In asthma and bronchitis I have employed it with benefit

both for children and adults." Dr. Langley recommends a tincture of fresh herb made with spirits of ether (3 oz. to one pint), dose 20 to 60 minims, frequently repeated during the day, in honey, it acts as an expectorant and nauseant, in large doses it is emetic. (Dymock, Vol. III., pp. 292-3).

নব্যমত—মুক্তবর্ষী,—রেচক, বমনকারী কক্ষাসারক এবং কৃমিঘ্ন। মুক্তবর্ষীর পত্রাদির ফাণ্ট কিঞ্চিৎ রসোনের সহিত, কৃমি নিঃসারণার্থ শিশুদিগকে সেবন করান হইয়া থাকে। মুক্তবর্ষীর কাথ, ইপিকাকুয়ানা ও সেনেগার তুলা নির্দোষ, ত্বরিত এবং নিশ্চিত রেচক ও বামক। ইহা ফুপ্‌ফুস্‌গত শ্লেষ্মার স্রাব (Pulmonary secretion) বন্ধিত করে, কিন্তু জীবনধোনি প্রযত্নের (Vital Power) অবসাদ ঘটায় না। মুক্তবর্ষী, ফুপ্‌ফুসের টিউবারকিউলাস, ঘুংড়িকাশি, শ্বাস এবং শিশুর ব্রঙ্কাইটিস্‌ রোগে ব্যবহৃত হয়। মুক্তবর্ষীর কাথ, কর্ণশূলে হিতকর। পাতার রস সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাত ও সিরার বেদনার মর্দন করা হয় এবং চূণের সহিত মিশাইয়া বিবিধ চর্মরোগে লেপ দেওয়া হয়। পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কীটদংশনের আলা নিবৃত্তি পায়। মুক্তবর্ষীর পাতা বর্তির মত করিবে। এই বর্তি শিশুর শুহুদ্বারে প্রবেশ করাইলে সঞ্চিত মল নির্গত হইয়া থাকে। (আর্, এন্, ফোরি, ২য়ঃ খণ্ড, ৫৩৮ পৃঃ)।

মেথিকা—মেথিকা ।

মেথী—Trigonella Fœnum Græcum. Eng.—Fenu-greek.

অন্বর্থসংজ্ঞা—“বহুপর্ণী,” “পীতবীজা,” “গন্ধবীজা,” “দীপনী,” “শীতবীজা” ।

মেথিকা কটুত্বাচ রক্তপিত্তপ্রকোপনী অরোচকহরা দীপিকরী বাত-প্রণায়িনী। রাজনিঘণ্টুধন্বন্তরীযনিঘণ্টু।

মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মাঘ্নী জ্বরনাশিনী। ততঃ স্নায়ুগুণা বন্যা বাজিনা সা তু পূজিতা। ভাবপ্রকাশঃ।

ভাবানাম—বাঃ—মেথী। হিঃ—মেথী। তাঃ—বেণ্ডাম। তৈঃ—নেতুলু। হিঃ—কিষ্কীক্। কাঃ—সেবালিতা। অঃ—হাল্বাঃ সিম্লেৎ।

অন্বর্থসংক্রা—“বহুপর্ণী,” “পীতবীজা,” “গন্ধবীজা,” “দীপনী,” “নীতবীৰ্ঘ্যা” ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—বীজ। মাত্রা—চূর্ণ ৩—২ আনা। কাথ ৫—১০ তোলা।
শীত কষায় ১০—১৫ তোলা।

নিঘণ্টু দ্বয়—মেথী,—কটু, উষ্ণ, রক্তপিত্ত প্রকোপকারী, অরুচিনাশক, দীপ্তিকর,
ও বাতনাশন।

ভাবপ্রকাশ—মেথী,—বাতহর, শ্লেষ্মহর, জ্বরহর। বহু মেথী ইহা অপেক্ষা স্বল্প-
শুণাশিত এবং ঘোড়ার পক্ষে হিতকর।

Constituents.—The cells of the testa contain tannin. The cotyledons contain a yellow colouring matter, but no sugar, seeds contain a foetid bitter, fatty oil 6 p. c., also resin and mucilage 28 p. c. albumin 22 p. c., two alkaloids—choline (a base found in animal secretions), and trigonelline. The seeds on incineration leave ash 7 p. c. Containing Phosphoric acid 25 p. c.

Actions and uses.—Demulcent, tonic and carminative; given in dyspepsia with loss of appetite, rheumatism, and to puerperal women during confinement. In leucorrhœa the pessaries of methi powder are used. (R. N. Khory, Vol. II, p. 233).

নব্যমত—মেথী,—স্নিগ্ধ, বল্যও বায়ুনাশক। ইহা, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগে ব্যবহৃত হয়। প্রসবাস্তে স্মৃতিকাগৃহে স্ত্রীলোকগণ মেথী সেবন করিয়া থাকেন। প্রদরা-ক্রান্ত নারীগণ মেথীর মিহিগুঁড়া জলে গুলিয়া ইহাতে পরিষ্কৃত একধণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া উহা যোনিতে ধারণ করিবেন।

মেন্দী—মেন্দী ।

মেন্দী—Lawsonia Alba. Eng.—Henna.

ভাষানাম—বাঃ—মেন্দী, মেউদী। হিঃ—মেহদী। তৈঃ—গোরণ্টম্। ইং—হেন্না। ফাঃ—হিন। অঃ—হিন্না অকান্ কাফল জুম্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—ছাল, পাতা। মাত্রা—ছালের চূর্ণ—৩—১ আনা। ছালের কাথ ৫—১০ তোলা। পাতার রস ৩—২ তোলা। পিষ্টপত্র—১—৩ আনা।

Constituents.—Henno-tannic acid—a kind of tannin resin and a colouring matter.

Actions and uses.—Arabic and Persian works describe the leaves as a valuable external application in headache, combined with oil so as to form a paste, to which resin is sometimes added. They are applied to the soles of the feet in small-pox, and are supposed to prevent the eyes being affected by the disease. They also have the reputation of promoting the healthy growth of the hair and nails. A decoction of the leaves is used as a astringent gargle. The bark is given in jaundice and enlargement of the spleen also in calculous affections, and as an alterative in leprosy and obstinate skin diseases, in decoction it is applied to burns, scalds, &c. An infusion of the flowers is said to cure headache and to be a good application to bruises; a pillow stuffed with them has the reputation of acting as a soporific. (Dr. Emerson).

Ainslie, notices the use of an extact prepared from the flowers and leaves by the Tamil physicians of Southern India as a remedy in lepra, half a tea spoonful twice a day being the dose. He also says that the leaves are applied externally applied in cutaneous affections. In the Concan the leaf juice mixed with water and sugar is given as a remedy for spermatorrhœa. (Dymock, Vol. II., p. 42.)

নব্যমত—পারসী ও আরবী দ্রব্যগুণের পুস্তকে কথিত হইয়াছে যে, তৈল যোগে পিষ্ট এবং ধুনা মিশ্রিত মেন্দী পাতার প্রলেপ শিরঃ পীড়ায় হিতকর। পিষ্ট মেন্দীপাতা দ্বারা বসন্ত রোগীর পদতলদ্বয় লিপ্ত করিলে রোগীর চক্ষু বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে অব্যাহত থাকে। মেন্দী পাতা কেশ এবং নখের উপচয়ের পক্ষে হিতকর। পাতার কাথ স্ফোচক কবল স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। মেন্দীর ছালচূর্ণ, প্রীহ বিবৃদ্ধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ এবং কদর্য্য চর্ম্মরোগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছালের কাথ, অগ্নি কিংবা উষ্ণ তরল বস্তুরা দক্ষ অঙ্গে সেচন করিবে। ফুলের শীতকষায়, শিরঃপীড়া প্রশমিত করে, ইহা পিষ্ট, ঘৃষ্ট অঙ্গের পক্ষেও উপকারী। ফুলের বালিশ ব্যবহার করিলে গাঢ়নিদ্রা হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। (এমার্সন্)। তামিল চিকিৎসকগণ মেন্দীর পত্র ও পুষ্পের নির্যাস (Extract) কুষ্ঠ রোগীকে সেবন করাইয়া থাকেন। মাত্রা—চার চামচের এক চামচ দিনে দুইবার। পাতার প্রলেপ বিবিধ চর্ম্মরোগে হিতকর। কঙ্কন প্রদেশে, জল ও চিনির সহিত মেন্দী-পাতার রস গুক্রমেহে সেবিত হইয়া থাকে। (এন্সলি)। (ডিমক্, ২য়ঃ খঃ, ৪২ পৃঃ)।

राल—रालः ।

रालः, शालनिर्यासः, सर्जरसः—The resin of Shorea Robusta.

अन्वर्थसंज्ञा—“वहुरूपः,” “सुरभिः,” “अग्निवल्गुभः” ।

रालः स्वादुः कषायोष्णः स्तम्भनी व्रणरोपणः । विषादिभूतहन्ता च भस्मसन्धानहान्यतः । धन्वन्तरीयनिघण्टुः ।

रालस्तु शिथिरः स्निग्धः कषायस्त्रिक्तसंग्रहः । वातपित्तहरः स्फोट-
कण्डूतिव्रणनाशनः । राजनिघण्टुः ।

रालोद्दिमोगुरुस्त्रिक्तः कषाया ग्राहकोहरेत् । दोषास्त्रस्वेदविसर्प-
ज्वरव्रणपिदिकाः ग्रहभग्नाग्निदग्धास्त्रिशूलातिसारनाशनः । भावप्रकाशः ।

तैलं सर्जरसोद्भूतं विस्कोटव्रणनाशनम् । कुष्ठपामाकमिहरं वात-
श्लेष्मामयापहम् । आत्रेयसंहिता ।

भाषानाम—वाः—धुना । हिः—राल । मः—राठ । षुः—राल । षुः—सर्जरस ।
तैः—सर्जरसम् । फाः—रालमगुरेवौ । अः—किक्करु । हेः—इर्रोला रेजिन् ।

मात्रा— —४ आना ।

धन्वन्तरीयनिघण्टु —धुना,—स्वादु, कषाय, उष्ण, सुसुक्त, कृतपूरक, विष ओ कूतादि
दोषहर एवं उष्ण अग्नि संशोध्यक ।

राजनिघण्टु —धुना,—निथिर, स्निग्ध, कषाय, तिक्त, धारक, रक्तश्याव, वर्ध, विसर्प,
ज्वर, व्रण, विपादिका, ग्रहदोष, अग्निउष्ण, अग्निदहन, शूल ओ अतिसार नाशन ।

Actions and uses.—Stimulant and demulcent. The natives use it for fumigating sick rooms. Externally, as a plaster or ointment, it acts as a stimulant. A paste of it mixed with brandy and white of eggs is a very useful and soothing application for the relief of lumbago and other rheumatic pains. The natives use the powder of Rala as an astringent application to the relaxed uvula ; it has also been tried in dysentery with some good results. (R. N. Khory. Vol. II., p. 86.)

“The author of the Bengal Dispensatory, after conducting a series of experiments with genuine sál resin, pronounced it to be an efficient substitute for pine resin. Dr. Sakharam Arjun states (*Bomb. Drugs.*) that he has seen Shorea resin mixed with sugar, given with good effect in dysentery.” (Dymock, Vol. I., p. 196.)

ব্যয়মত—ধুনা, উষ্ণ এবং স্নিগ্ধ। এতদেশীয় লোকে রোগীর গৃহে ধুনা জালায়। ধুনার লেপ উত্তেজক। ডিম্বের খেতাংশ ও ব্রাউসহ ধুনা মিশ্রিত করিয়া, কটীবাত এবং অন্তান্ত বাতে প্রলেপ দিলে বেদনা প্রশমিত হয়। আল্জিড্ প্রথ হইয়া লক্ষিত হইলে এতদেশীয় লোকে ধুনার শুঁড়া ব্যবহার করে। আম ও রক্তাতিসারে ধুনা ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। (আম, এন্, কোরী, ২৫: ৭৩, ৮৬ পৃ:)।

বেঙ্গল ডিস্পেন্সেটরীর রচয়িতা বিত্তক শাল নির্যাস লইয়া বিবিধ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উহা পাইন্ রেজিনের উত্তম প্রতিনিধি। ডাঃ সখারাম অর্জুন বলেন—চিনির সহিত মিশ্রিত ধুনা আম ও রক্তাতিসারে হিতকর। (ডিমক্, ২৫: ৭৩, ১৯৬ পৃ:)।

লঙ্কামরিচ—লঙ্কামরিচ ।

কটুবীরা—Capsicum Minimum.

অন্বর্থ সঁজা—“তৌষ্ণা,” “তৌব্রশক্তিঃ” ।

কটুবীরামিঅমনৌ বলাসগ্নৌ চ দাহিনী । হৃদয়জীর্ণং বিসূচীষ্য ব্রথ
ক্লিন্ণং সুদারুণম্ । তন্দ্ৰা মৌহং প্রলাপস্ব স্বরমীদ মরোচকম্ । নর
লুপধরং স্তীর্ণং সন্নিপাতনিপৌড়িতম্ । নষ্টে ন্দ্রিয়গণং তৌষ্ণা মৃত্যৌরাজ্ঞা
জীবয়েত্ । আত্রৈ যসঁহিতা ।

ভাষানাম—বাঃ—লঙ্কা, লঙ্কামরিচ, গাঢ় মরিচ। হিঃ—লালমির্চি। তাঃ—
গোলকণ্ডা। তৈঃ—মিরচাকরা। কাঃ—কিঙ্কল—ই—সুর্ধ। অঃ—কিন্ কিন্ অহমন্।
ইং—রেড্ পিগার, চিলৌ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—কল। মাত্রা—চূর্ণ ১—১ আষা। কাথ—২—৪ তোলা।

আত্রেয় সংহিতা—লঙ্কামরিচ,—অগ্নি জনক, কফর, দাহকর, অজীর্ণ, বিসৃষ্টীকণ ও সুদারুণ ক্লিম ব্রণের পক্ষে প্রশস্ত । তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, স্বরভেদ ও অকুচিহ্ন । লঙ্কামরিচ, দর্শন, শ্রবণ ও বাকশক্তি বিরহিত ক্ষীণ ও “নাড়ী ছাড়া” সন্নিপাতবোগীকে মৃত্যুর মুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া জীবিত করিতে পারে ।

Constituents —Capsicin a volatile alkaloid ; capsaicin—a crystalline substance ; a volatile oil, fixed oil fatty acid, resin, red colouring matter and ash 4-5 p. c.

Actions and uses.—A powerful local irritant ; applied for a long time to the skin, it produces visication. In medicinal doses it stimulates the alimentary canal, gives rise to a burning sensation in the mouth, increases the flow of saliva and gives sensation of warmth in the stomach, promotes the gastric juice, aids appetite and digestion and increases the peristalsis of the intestines. It stimulates the heart, skin and kidneys ; as an aphrodisiac it stimulates the nervous and genital system. Like ergot it acts as a styptic upon the unstriped muscular fibres of the blood vessels. As an aphrodisiac tonic, it is given in functional impotence, spermatorrhœa, in chronic cystitis and catarrh of the prostate. In parenchymatous nephritis it checks the waste of albumen. As a stomachic tonic with Nux-vomica, it is used in atonic dyspepsia, chronic diarrhœa, colic, tympanitis, ague and extreme prostration, in dipsomania it allays the craving usual in chronic alcoholism. It is given in delirium tremens in large doses with good results, also in opium habit. In sea-sickness, in malarial and other low fevers, gout, in habitual constipation, hæmorrhoids, in cholera it acts as a stimulant.

নব্যমত—লঙ্কা, তীব্র স্থানীয় উত্তেজক ; লঙ্কার প্রলেপ অধিকরণ গাঙ্গে রাখিলে কোম্পা পড়ে । ঔষধোপযোগী মাত্রায় লঙ্কা সেবিত হইলে অস্থ উত্তেজিত করে, লালাস্রাব বর্ধিত হয়, পাকস্থলীতে উষ্ণতা অনুভূত হয়, আমাশয় হইতে স্রুত দ্রব বিশেষের (Gastric juice) স্রাব বর্ধিত হয়, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এবং অন্ত্রের কুমিগতি (Peristalsis of the intestine) বর্ধিত হইয়া থাকে । লঙ্কা ভক্ষিত হইলে হৃদয়, স্কন্ধ ও বৃক্কণ্ড উত্তেজিত হয় । বৃষ্ণ স্বরূপ ইহা নাড়মালা এবং জননেস্ত্রিয় উত্তেজিত করিয়া থাকে । আর্গটের স্তায় ল । রক্তবহা নাড়ীর অবেধ পৈশিক স্ত্রের উপরি স্রীর সঙ্কোচনীশক্তি প্রকাশ করিয়া রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া থাকে । ইস্ত্রিয় বৈকল্যাত ধ্বজভঙ্গ, শুক্রমেহ, মূত্রস্রোতের প্রদাহ এবং শুক্রাশয়ের দ্বৈম্বিক বিকারে লঙ্কা বৃষ্ণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বৃক্কের প্রদাহ বিশেষে ইহা “এলবুবেন” স্বরূপ বন্ধ করে । কুচিলায়

সহিত মিশ্রিত হইয়া পাচক, বলা এবং গ্রহণী, অজীর্ণ, শূল, উদাবৰ্ত্ত, কল্পজর, অত্যন্ত অবসাদ ও দীর্ঘকাল সুরাপানের কফল—অত্যাংকট মত্তপানেচ্ছা রোগে প্রশস্ত। প্রশাপ কল্পাদি রোগে এবং আফিম ছাড়াইবার জন্য অধিক মাত্রায় লক্ষা ব্যবহার হিতকর। সমুদ্র বাতীর পীড়া (sea-sickness) ম্যালেরিয়া ও অন্ত্রবিধ জীর্ণজর, বাত, চিরজ কোষ্ঠবন্ধ, অর্শঃ এবং বিস্ফটীকার ইহা উত্তেজনীর ভেষজ স্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

লঙ্কাসিজ—लङ्कासिज ।

লঙ্কাসিজ—Euphorbia Tirucalli.

ভাষানাম—বাঃ—লঙ্কাসিজ। হিঃ—বজ্জিকসেচণ্ড। শুঃ—রণশির। তাঃ—
তিরুকন্নী। তৈঃ—কড়া চেমুড়ু। ইং—মিঙ্কবুশ্।

ঔষধার্থ ব্যবহার—প্রশাখা ও আঠা। মাত্রা—আঠা ১—৩ বিন্দু।

Constituents.—Euphorbon, resin, gum, caoutchouc, malate of calcium &c.

Actions and uses.—In small doses the juice is used as a purgative. If is applied as a vesicant to painful joints in rheumatism and neuralgia. The milky juice mixed with flour is considered very useful as a blister in syphilitic nodes. (R. N. Khory, Vol. II, p. 546.)

নব্যমত—অল্পমাত্রায় লক্ষা শিঙের রস কবলার্থ ব্যবহৃত হয়। বাতরোগীর ক্ষীণ বেদনাস্থিত অঙ্গে এবং নিউরাল্জিয়ায় ফোকা পড়াইবার জন্য লক্ষা শিঙের রস প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহার আঠা ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া ফিরঙ্গরোগীর সিরাক্ষীতি (Syphilitic nodes) রোগে ব্লিষ্টার স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। (কোরি—২য়ঃ পৃঃ ৫৪৬ পৃঃ)।

শিয়ালকাঁটা—शियालकाँटा ।

শিয়ালকাঁটা—Argemone Mexicana. Eng.—Mexican Popy, Yellow Thistle.

ভাষানাম—বাঃ—শিয়াল কাঁটা। হিঃ—ভারভন্দ, ফিরিদি ধুতরা, কুটিল।
তাঃ—বিষম তণ্ডু তৈঃ—ব্রহ্মিণ্ডি চেট। শুঃ—পীলট্ ধতুরা।

ঔষধার্থ ব্যবহার—মূল, আঠা, বীজ, তৈল । মাত্রা—তৈল ২০—৬০ বিন্দু ।

Constituents.—The leaves and capsules contain morphia, the seeds contain an oil 36 p. c. Carbohydrates and albumen 49 p. c., moisture 9 p. c., and ash 6 p. c. The ash contains alkaline phosphates and sulphates.

Actions and uses.—The juice is alterative and used in syphilis, leprosy and gonorrhœa along with the juice of *Aristolochia bracteata*. The seeds are narcotico-acrid. The oil and extract from the seeds are laxative and sedative, combining the action of castor-oil and *Canabis Indica*. The oil is used in cholera, dropsy, painful colic. As substitute for *ipecacuanha*, the seeds are given in dysentery and other intestinal affections. Locally the juice or the oil is used as a soothing application to indolent ulcers, herpetic eruptions, leucoderma, syphilitic ulcers and warts. It relieves strangury caused by blisters. Fresh root is applied to scorpion bites. (R. N. Khary, Vol. II., p. 40.)

In the Concan the juice with milk is given in leprosy. The seeds and seed oil have been used by European physicians in India, and there has been much difference of opinion regarding their properties, some considering them inert and other asserting that the oil in doses of from 39-60 minims is a valuable remedy in dysentery and other affections of the intestinal canal. The evidence collected in India for the preparation of the Indian Pharmacopœia strongly supports the latter opinion ; our experience is also in favor of it ; and *Charbonnier*, who examined the oil in 1868, found it aperient in small doses ; possibly those who have used the oil unsuccessfully purchased it in the bazar ; and were supplied with a mixed article ; no bazar made oil can be relied upon. Further experiments with the oil fully confirm this opinion. *Flückiger* found 4 to 5 grammes to have a mild purgative effect. The smallness of the dose required to produce an aperient action, and the absence of any disagreeable taste, will probably lead to a more extended use of it as a substitute for castor-oil. An extract made from the whole plant has been found to have an aperient action, and the milky juice to promote healing of indolent ulcers. We have not noticed any bad effects from its application to the eyes. (Dymock, Vol. I., p. 110.)

নব্যমত—শিরালকাটার আঠা রসায়ন । ইহা কীরমারার (হিন্দী) রসের সহিত কিরকগোপ, কুঠ এবং গণোরিয়ার ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বীজজাত তৈল—রেচক ও

অবসাদক অর্থাৎ ইহাতে গাজা ও এরণ্ডতৈল উভয়ের গুণ একত্র মিলিত রহিয়াছে । এই তৈল বিষচীকা, শোধ ও বাতশূলে সেব্য । ইপিকাকুরানার প্রতিনিধি স্বরূপ ইহার বীজ, আম ও রক্তাতিসারে এবং অস্ত্রাস্ত্র উদরাময়ে ব্যবহা করা হয় । ইহার আঠা ও বীজতৈল বিবিধ ক্রতের পক্ষে হিতকর । ইহা ত্রিষ্টোর জন্ত রক্তমূত্রণ বা মূত্রকৃচ্ছ্র প্রথমিত করে । বোলতা, ভীমরুল কামড়াইলে ইহার মূলের প্রলেপ হিতকর । (আর. এন্. ফোরী, ২য়: খণ্ড, ৪০ পৃ:) ।

हस्तिशुण्ठी—हस्तिशुण्ठी ।

हस्तिशुण्ठी—*Heliotropium Indicum*, *H. Cordifolium*,
Eng.—Indian turn-sole.

अन्वर्थसंज्ञा—“सरपत्रिका” ।

हस्तिशुण्ठी कटूष्णा स्यात् सर्पिपातज्वरापहा । राजनिघण्टुः ।

ভাষানাম—বা:—হাতিশুঁড়া । হি:—হাতিশুঁড়া । তা:—তলুমনি, নাগদন্তী ।
তৈ:—তেলকটুকা । শু:—হাধি শুতনা । ইং—ইণ্ডিয়ান টার্ন শোল ।

ঔষধার্থ ব্যবহার—সমগ্র কুপ । মাত্রা—বরস ৬—১ তোলা ।

রাজনিঘণ্টু—হাতিশুঁড়া, কটু, উষ্ণ এবং সর্পিপাতজ্বর হর ।

Constituents.—Tannin, an organic acid and an alkaloid.

Actions and uses.—Local anodyne. The juice boiled with castor-oil is used to allay the pain of the sting of a scorpion and to cure the bite of a mad dog. The leaves are applied to painful gum boils and pimples on the face with benefit. (R. N. Khory, Vol. II., p 422.)

নব্যমত—হাতিশুঁড়া, প্রলেপে বেদনাহর । হাতিশুঁড়ার পাতার রস এরণ্ড তৈলের সহিত পাক করিয়া, কীটদষ্ট স্থানে প্রলিপ্ত হয় । ইহা কুকুর দংশন ক্রতেও হিতকর । দন্ত-মাড়ীর ক্ষীতিও মুখের পিম্পেল হাতিশুঁড়ার পাতার দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে উপকার হয় ।

খাদ্য ।

বক্তব্য—প্রত্যহ বা ঋতুভেদে আমরা যে সকল বস্তু ভোজন করি তৎসমুদায়ের গুণ কি ? জানিবার জন্য গৃহস্থ এবং চিকিৎসকের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া আমরা খাদ্যের গুণ দোষ অতি সরল ভাষায় অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি। গ্রন্থবিস্তার করে মূলশ্লোক উদ্ধৃত হইল না।

ভক্ষ অর্থাৎ ভাত পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক প্রীতিজনক, বলজনক এবং শ্রম ও ক্রধানাশক।

নূতন তণ্ডুলের ভাত—খাইতে মিষ্ট, স্নিগ্ধগুণ, পুষ্টিকর কিন্তু অগ্নিমান্যকর, স্নেহ-বর্ধক এবং কষ্টে পরিপাক পায়। অজীর্ণ, শূল, বাত, কাস এবং জীর্ণজরীর পক্ষে নবার বিশেষ অপথ্য।

পুরাণ তণ্ডুলের ভাত—খাইতে বিবাদ কিন্তু হিতকর এবং অগ্নিবর্ধক। অত্যন্ত গরম ভাত বলহানি করে, শীতল ও শুষ্ক ভাত কষ্টে পরিপাক পায়, অতএব ভাত ঈষৎক অবস্থায় খাওয়া উচিত। সদ্য রান্না ভাত ঠাণ্ডাভলে খোত করিয়া খাইলে, বায়ু-প্রকৃতি বা পিত্ত-প্রকৃতির লোকের পক্ষে শীতল ও শীত্ৰ পাকী। কক-প্রকৃতি বা বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতির লোকের পক্ষে সমস্ত বস্তু উষ্ণ ভোজন করাই ভাল। 'পাক্তা ভাত' ত্রিদোষবর্ধক কিন্তু উদ্ভিচার লোকে 'পাক্তা ভাত' ধায়। ইহা উহাদের জাতিসাম্য বলিয়া হিতকর।

ভাতের মাড় (অন্নমণ্ড)—কুধা, মূত্রশ্রাব ও শোণিত বর্ধক, বায়ু, পিত্ত, কক-নাশক এবং কোন কোন জীর্ণজরে প্রশস্ত।

চালভাজা—গরম গরম খাইলে ককনাশক কিন্তু ক্রম ও পিত্তবর্ধক।

চিঁড়া—শুকপাক, ককবর্ধক এবং পেটকাঁপায়। জলে খোত চিঁড়া গোহৃৎথে তিলাইয়া রাখিয়া বেশ ক্ষীত হইলে বায়ুনাশক, ককজনক এবং সারক। চিঁড়ার উপরে যে কুঁড়া থাকে তাহা ধারক ও পাচক বলিয়া 'আমাশয়ে' চিঁড়া খোয়া জল পান করিতে দেয়।

লাজ—সস্ত ভাজা ও উত্তমরূপ বাছা বৈ অগ্নিবর্ধক লঘু ও শীতল। যে আমাতিসারে রেচক ঔষধ আবশ্যক তথায় ইহা পথ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। বৈয়ের মত, কুধাবর্ধক এবং মেহ, দাহ ও তৃকারোগে পথ্য।

যব—শুকপাক ; বাতরক্ষ, বহুমূত্র, ককরোগ এবং অতিশুলের পক্ষে যবের মরদা হিতকর।

গোধূম—গষের মরদা—পুষ্টিকর, বলজনক, শুক্রবর্ধক, মিত্য সেবন করিলে পরীরের 'বাধনি' থাকে অর্থাৎ অরাকৃত অঙ্গের শিথিলতা অসময়ে উপস্থিত হয় না। উয়:-

কতাদি রোগীর পথ্য । যে ময়দায় গমের 'কুঁড়ো' থাকে তাহা বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার করায়, অতএব কলের গুলোজ্জলময়দা অপেক্ষা জাঁতার ঈষৎ রক্তাভ গুলু ময়দা (আটা) অধিক কোষ্ঠভুক্তিকর ।

মুগকলায়—লঘুপাক, সারক, কফরোগ, পিত্তরোগ, রক্তদোষ এবং চক্ষুরোগে হিতকর ।

মাষকলায়—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, ও মলবৃদ্ধি করে । ইহার শ্বেদ বাতনাশক, ভোজনে সামবায়ুবর্ধক, নিরাম বায়ু প্রশমক, রুচি জনক, বায়ুপ্রধান কফরোগ, শুক্রমেহ এবং অম্লপিত্তরোগীর পথ্য ।

মসূর—ধারক, কফ ও পিত্তরোগে হিতকর ।

ছোলা—বায়ুবর্ধক, কফ, রক্তদোষ ও পিত্তরোগে হিতকর । ইহা পুরুষত্ব হানিকর ।

মটর—বায়ুবর্ধক, মলরোধকারী রক্তপিত্তরোগে পথ্য ।

কুলথ—উষ্ণ, ধারক, কফবাতন, পুষ্টিকর ; কুলথের যূষ বা দাল— গুল্ম, শুক্রাশ্মরী, মেদোরোগ, শ্বাস, কাস এবং প্রমেহরোগে পথ্য ।

কুশ্মাণ্ড—কচি চাল কুমড়া—পিত্তহর, পরিপুষ্ট হইলে কফহর, পরিপক হইলে অগ্নিবর্ধক, প্রস্রাব পরিষ্কার করে, সর্ষদোষহর এবং উন্মাদও মূর্ছারোগীর পথ্য, (১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ দেখ) ।

অলাবু—শীতল, রেচক, কফজনক । তিক্তলাউ রুমিহর, লঘু, শ্লেষ্মপিত্তজিৎ ও চুলকণার পক্ষে হিতকর । (১ম খণ্ড ৪৫ পৃঃ দেখ) ।

উচ্ছে—শুক্রনাশক রুচিকর ও কফপিত্তে হিতকর । বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড ১৮৩ পৃঃ দেখ) ।

হৌপা—বায়ুবর্ধক, ভেদক, রুচিকর, পেট ফাঁপায় ও শ্লেষ্মপ্রকোপ জন্মায় ।

পটোল—কফ, পিত্ত, বাতরক্ত, জ্বর, বিসর্প ও নেত্ররোগে পথ্য । পটোলের ফল ত্রিদোষহর । ডাঁটা—কফহর, পাতা—পিত্তদোষ নাশক এবং মূল বিরেচক ।

লাউডাঁটা—গুরু, মধুর, মলভেদি । চাল কুমড়ার ডাঁটা পাথরী রোগীর পথ্য ।

ওল—রুচিজনক, অগ্নিবর্ধক, কফহর, ও অর্শোরোগীর পথ্য । কুষ্ঠ ও বাতরক্ত বা অন্ত প্রকার রক্ত ছষ্টিতে অপথ্য । বিশেষ বিবরণ "শূরণ" দেখ ।

মাণ—শীতল, গুরু, শোধরোগীর পথ্য । বিশেষ বিবরণ "মাণক" দেখ ।

কচু—রেচক ও আমবাতরোগীর অপথ্য ।

মুলা—কাঁচামুলা পেটফাঁপায় ও ত্রিদোষ বন্ধক । পুরাণ মুলা—বিষদোষ ও শোথে হিতকর । স্নতপক মুলা কফকর এবং বাতপিত্তহর ।

আলু—গুরু, পুষ্টিকর, বায়ুবন্ধক, মধুমেহে অপথ্য ।

চুবড়ি আলু, খাম আলু—বাতপ্রকোপি, গুরু, কফকর ।

পক আত্র—রুচিজনক, গুরু, মলমূত্রাদি প্রবর্তক, মাংস, শুক্র, বলদাতা ও বর্ণ উজ্জ্বল করে । অধিক ভোজন করিলে ফোটক ও নেত্ররোগ জন্মে । আমচুর অর্থাৎ আমসি রেচক ও বায়ুরোগে হিতকর ।

দাড়িম—বায়ুনাশক, অগ্নিবন্ধক ও ধারক । মধুর দাড়িম অররোগীর পথ্য ।

বাতাবিলেবু—তৃপ্তিকর, লঘু ও অগ্নিবন্ধক । ইহা বায়ুপ্রধান শ্বাস কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, কোষ্ঠবন্ধ, হিকা, শূল ও বমনরোগে পথ্য ।

পাতিলেবু—স্নগন্ধি, নাতি অম্ল, ভাতে রুচি জন্মায়, বাতশ্লেষ্মহর ও বমনরোগে পথ্য ।

কাগজিলেবু—পাতি লেবুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ ।

কমলালেবু—শীতল, মধুর, রুচিজনক, শ্লেষ্মার প্রসাদ জন্মায় এবং বাতপিত্তহর ।

কুল—কাঁচাকুল—পিত্ত ও কফবন্ধক । পাকাকুল—রেচক, পিত্ত ও বায়ুনাশক । শুষ্ক পুরাণ কুল তৃষ্ণা ও শ্রমহর, অগ্নিবন্ধক ও লঘু ।

অরহর—কফ পিত্তহর, কিঞ্চিৎ বায়ুবন্ধক ।

কৃষ্ণতিল—স্নিগ্ধ, গুরু, বলদাতা, কেশ ও দন্তের হিতকর, অগ্নি ও মেধাবন্ধক, মূত্রজনক ও বায়ু প্রশমন । অর্শোরোগীর পথ্য । পুরাণ হইলে—তিল, বব, গোধূম ও মাষ কলার গুণকারী থাকে না ।

বেতোশাক—রেচক, রুচি, মেধা, অগ্নি ও বলবন্ধক । পাকের বিবিধ প্রণালী অনুসারে ইহা গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কৃমিরোগে পথ্য ।

হেলেঞ্চা—(২য় খণ্ড ৩৫৩ পৃঃ দেখ) ।

কলমীশাক—শুক্রবন্ধক ও সেবনে স্তনের দুগ্ধ প্রচুর বহির্গত হয় ।

কাঁটানটেশাক—পেটফাঁপায়, গুরুপাক ও পিত্তে হিতকর ।

পুঁইশাক—রেচক, বলকারক, শ্লেষ্মবন্ধক বিশেষ বিবরণ । (১ম খণ্ড ১০৬পৃঃ দেখ) ।

সর্ষপশাক—ক্রিমিজনক, ত্রিদোষবন্ধক, রক্তপিত্তে অপথ্য । বিশেষ বিবরণ । (২য় খণ্ড ৩১১ পৃঃ দেখ) ।

সুস্থনিশাক—ধারণক, ত্রিদোষনাশক । বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ৩২৪ পৃঃ দেখ) ।

বেতের অগ্রভাগ—রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক ।

গিমাশাক—তিক্ত, রুচিবর্দ্ধক, কফপিত্তরোগে হিতকর ।

শলুকাশাক—গুরু, মধুর ও বাতপিত্তহর । বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ২৭১ পৃঃ দেখ) ।

শ্যাপুন্ড্রোশাক—রেচক, কফরোগ, বায়ুরোগ, আমবাত, অর্শ ও শোথনাশক ।

বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ডে ৭৫ পৃঃ দেখ) ।

মূলাশাক—রুচি ও অগ্নিজনক—বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ২৩৩ পৃঃ দেখ) ।

টাঁপানটেশাক—রক্তপিত্ত ও বিষদোষে হিতকর—বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড ৩৪০ পৃঃ দেখ) ।

মটরকলায়ের শাক—রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও পেটকাঁপায় । পিত্তশ্লেষ্মে হিতকর ।

খুলকুড়ি—অতিসার, কাস ও ক্ষীণরোগীর পক্ষে হিতকর । বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ১৭৫ পৃঃ দেখ) ।

বির্মি—রেচক, গুরু, মেধাজনক, পিত্তশ্লেষ্মরোগে হিতকর । বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ১৭৫ পৃঃ দেখ) ।

আমরুলশাক—অগ্নিজনক, কফবাতহর ও গ্রহণীতে হিতকর । বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড ২২৭ পৃঃ দেখ) ।

মোচা—তৃপ্তিকর, কফ ও ক্রিমিনাশক । তৃষ্ণা, অর, প্লীহা ও মূত্রক্কুরোগে পথ্য বিশেষ বিবরণ (১ম খণ্ড ১৪৪ পৃঃ দেখ) ।

পলতা—বাতরক্ত, কুষ্ঠ, অর ও ব্রণরোগে পথ্য । বিশেষ বিবরণ (২য় খণ্ড ৩০ পৃঃ দেখ) ।

শাকতক্ষণের বিধি—সকল শাকই উত্তমরূপে জলে সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া পরে তৈল বা ঘূতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিবে ।

মৌয়াফুল—তৃপ্তিজনক, বাত্বর্দ্ধক ও গুষ্টিজনক ।

খেছুর, ভাল ও নারিকেল মেধি—মধুর, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক । মূত্রক্কুরোগীর পথ্য ।

বেগুণ—বায়ুনাশক, শোণিত ও শুক্রবর্দ্ধক, বিষমিহা, কাস ও অরুচিতে পথ্য

কচিবেগুণ—বাতপিত্ত নাশক, পাকা বেগুণ—কারগুণবৃদ্ধ ও পিত্তবর্দ্ধক । বারমাসে

বেগুণ—ত্রিদোষহর, রক্তপিত্ত প্রশমন এবং পেটকাঁপায় ।

মাদার—গুরু, ত্রিদোষজনক ও শুক্রদোষকারী ।

আমড়া—তৃপ্তিকর, গুরু, বলকারী কিন্তু পেটকাঁপায় ও অকীর্ণ জন্মায় ।

কামরাঙ্গা—তীব্র, উষ্ণ ও পিত্তকর ।

নোয়াড়—তৃপ্তজনক, সুগন্ধি, কফ ও বাতে হিতকর ।

জাম—শুক, শীতল, বায়ুজনক, অগ্নিমান্য জন্মার, আমরোগে পথ্য । আঁঠি মৃত্যতি-
সারের ঔষধ ।

গাব—কাঁচা গাব বায়ুজনক, শুষ্ক ও শীতল । পাকা গাব—শুক, মধুর ও
কফপিত্তহর ।

ফলশা—কাঁচা ফলশা—বায়ুনাশক ও পিত্তকর । পাকা ফলশা—মধুর, শীতল ও
বাতপিত্তহর ।

কয়েদ্—কাঁচা কয়েদ্ ধারক, বিষদোষহর । প্রলেপে কণ্ডু অর্থাৎ চুলকণা নাশক ।
পাকা—রুচিজনক, কিঞ্চিৎ ধারক ।

অল্পবেতস—কাঁচা ধৈকল—অতি অন্ন, মলমূত্ররোধ, কফ ও বায়ুনাশক । পাকা
ধৈকল—ধারক, শ্রমহর ও শুষ্ক ।

তেঁতুল—কাঁচা তেঁতুল কফ ও পিত্তকর । অগ্নিপক্ব তেঁতুল শাঁসের প্রলেপ
বাত ও আঘাতজনিত ক্ষীতি ও বেদনার হিতকর । পাকা তেঁতুল—রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ।
পুরাণ হইলে রেচক ও শুষ্ককফে হিতকর ।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল মধুর, ধাতুবর্দ্ধক, শুষ্ক, হৃৎকর (পরিপাক করা কঠিন)
শ্লেষ্মজনক শুষ্ক ও বলপ্রদ । ইঁচড় ও কাঁঠালের ভূতি হৃৎকর, বায়ুবর্দ্ধক ও কফপিত্তহর ।
কাঁঠালের বীজ সুসিক্ত ও দ্ব্যুতসংযুক্ত হইলে বলপ্রদ, হৃৎস্পন্দনে পথ্য ।

তাল—পাকা তালের শাঁস বলকারক এবং কুষ্ঠ ও কুমিরোগীর পথ্য কিন্তু মাজাধিক্যে
বন্ধকণ্ঠের দাহ ও অজীর্ণ ঘটায় । তালশাঁড়ার রস উন্মাদরোগীর ঔষধ । অপক্ব
তালের শাঁস—মধুর, মূত্রবর্দ্ধক, বাতপিত্তে হিতকর । তালের আঁঠির শাঁস—মধুর, ধাতু-
বর্দ্ধক, শীতল, শুষ্ক, মূত্রবর্দ্ধক, কফ ও কুমিহর কিন্তু হৃৎকর ।

নারিকেল—ডাবের জল রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও পিত্তজ্বরে হিতকর, শীতল, বায়ু-
নাশক ও রেচক । ডাবের শাঁস—রেচক, মূত্রবর্দ্ধক, তৃপ্তজনক, ধাতুবর্দ্ধক । কুনা
নারিকেল—শুক, হৃৎকর, বল, মাংস ও পুষ্টিপ্রদ । কুমিরোগীর অগ্নিবল থাকিলে তাহার
পক্ষে বিশেষ হিতকর ।

কলা—পাকা কলা—মধুর, রেচক, ধাতুবর্দ্ধক, নাতিশীতল, রুচিজনক, শুষ্ক,
রক্তপিত্ত রোগে পথ্য । কাঁচা কলা—পুষ্টিকর, ধাতুবর্দ্ধক, উদরামরে পথ্য । চাঁপাকলা
বাতপিত্তহর, শুষ্ক, অতি শীতল, ধাতুবর্দ্ধক ।

কিসুমিস্—শীতল, মধুর, ধাতুবর্দ্ধক, বলপ্রদ । কতকীর্ণ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত রোগীর
পথ্য ।

খেজুর—মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, গুরু ও শীতল। কষ, অভিঘাত, দাহ ও বাতপিত্ত রোগে পথ্য।

গাস্তারীফল—পাকা গামার ফল—তিক্তমধুর, শীতল, গুরু, মেধাবর্দ্ধক, রসায়ন, দাহপিত্তনাশক ও কেশের পক্ষে হিতকর।

বেল—কাঁচাবেল—কষায়, উষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক ও বাতকফহর।
পাকাবেল—স্বগন্ধি, মধুর, হৃর্জর, রেচক ও অধিক মাত্রায় পেটফাঁপায়। অন্যান্য ফল পরিপক হইলে গুণাধিক্য জন্মে কিন্তু পাকাবেল অপেক্ষা কাঁচাবেলই গুণবৎতর।
বেলশুঁঠ ধারক এবং আমাতীসার ও শূলে বিশেষ হিতকর। বেলশুঁঠ প্রস্তুত প্রণালী—অর্ধপুষ্টি কাঁচা বেলের খোলা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসের ভিতর যে আঠা ও বীজ থাকে তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া, চাকা চাকা করিয়া কাটিবে—পরে রৌদ্রশুক করিয়া বোতলে ছিপি দিয়া রাখিবে।

মৎস্য—সামান্যতঃ সকল মাছই গুরু, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলপ্রদ, স্নিগ্ধ এবং কফপিত্তকর। যাহারা নিত্য ব্যায়াম করে ও অধ্বরত অর্থাৎ পথহাঁটে এবং যাহারা বাতব্যাধিগ্রস্ত, মৎস্য তাহাদের পক্ষে পথ্য। পচা ও শুষ্কমাছ বিবিধ রোগের আকর। লবণাক্ত করিয়া রক্ষিত মৎস্য রেচক ও কফপিত্তকর।

রুইমাছ—রুইমাছ শুক্রবর্দ্ধক ও সকল মাছের শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য মাছের মত ইহা তাদৃশ পিত্তকর নহে। রুইমাছ বাতব্যাধিরোগী বিশেষতঃ অর্দিতরোগগ্রস্তের পক্ষে পরম হিতকর।

আড়িমাছ—গুরু, স্নিগ্ধ এবং বাতশ্লেষপ্রকোপকারী।

গাগরমাছ—স্নিগ্ধ, গুরু, বাতরোগীর পক্ষে প্রশস্ত।

ইলিসমাছ—মুখরোচক, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও আমদোষ বর্দ্ধক। যাহারা নিত্য স্মরত-ক্রিয়ারত ইলিশ তাহাদের পথ্য।

বড়পুঁটিমাছ—ইহা মুখ ও কণ্ঠরোগীর পক্ষে হিতকর।

মাগুরমাছ—ধারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বলবর্দ্ধক।

শিসিমাছ—উদরাময়ে পথ্য, পুষ্টিকর কিন্তু কফপ্রকোপী।

কৈমাছ—বলপ্রদ, বাত ও কফরোগীর পক্ষে হিতকর।

খলুসেমাছ—শূলরোগীর পথ্য, আমপাচক।

মৎস্যডিম্ব—প্রায় সমস্ত মাছের ডিম বাজীকরণ অর্থাৎ ত্রীসন্তোষ শক্তির বর্দ্ধক ও বাতশ্লেষকর।

মাংসের সামান্য গুণ—তাবৎ মাংসই সামান্যতঃ বাতহর, বৃষ্য, পুষ্টিজনক, গুরু ও তৃপ্তিজনক ।

শশকমাংস—রুক্ষ, লঘু, কোষ্ঠবদ্ধকারী এবং শোথ, অতিসার ও রক্তপিত্ত রোগীর, পথ্য ।

ছাগমাংস—অত্যন্ত পুষ্টিকর, বলবর্ধক, নাতি উষ্ণ, ও ধাতুসাম্যকর ।

মেঘমাংস—ভেড়ার মাংস গুরু ও পিত্তশ্লেষ্মজনক ।

বরাহমাংস—বাতহর ও বলবর্ধক ।

কচ্ছপমাংস—মেধাস্বতিকর এবং শোথ, নেত্ররোগ ও বাতব্যাধির পক্ষে হিতকর ।

কাঁকড়া—সারক ও ক্ষতক্ষীণের পথ্য ।

পারাবতমাংস—শিশু পায়রার মাংস, বল ও মাংসবর্ধক, রক্তপিত্তের পক্ষে পথ্য ।

কুকুট মাংস—মোরগের মাংস উষ্ণ, গুরুবদ্ধক, বলদাতা ও গুরু ।

কুকুট ডিম্ব—মুরগীর ডিম বলদাতা ও অগ্নিবর্ধক ।

হংসমাংসগুণ—বাতহর ও শ্বরবর্ধক ।

হংসডিম্ব—হাঁসের ডিম গুরু ও বাতবর্ধক ।

বক্তব্য—যে সকল প্রাণীর মাংসের গুণ বণিত হইল তাহারা শিশু হইলে বরং দোষ নাই কিন্তু কদাচ বৃদ্ধ না হয় । বাদী মাংস, মৃত বা বিবাদিহৃষ্ট মাংস কিম্বা ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিলে বিবিধ অনিষ্টোৎপত্তি ঘটে ।

সন্ধিত তালরস—তালের “তাড়ি” শ্রমহর, পাচক, কুধাবর্ধক ও মূত্রকারক ।

সন্ধিত খর্জুররস—খেজুরের তাড়িরও ঐরূপ গুণ বিশেষতঃ ক্রিমি ও মেহে হিতকর ।

নূতনমধু—পুষ্টিপ্রদ ও বাতশ্লেষ্মহর ।

পুরাণমধু—ধারক, লঘু ও অতিশূল্য বিনাশ করে ।

গোদুগ্ধ—প্রাণরক্ষক, বলদাতা, আয়ুঃ, মেধা ও পুরুষত্ব বর্ধক, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক ।

ছাগীদুগ্ধ—শীতল, ধারক, কুধাবর্ধক, কাস, শ্বাস ও রক্তপিত্তরোগীর পথ্য ।

মহিষীদুগ্ধ—অতিশ্লথ, নিদ্রাজনক ও অগ্নিমান্দ্য কর ।

যাহার বংশ নাই কিংবা যাহার বংশ নিতান্ত শিশু এরূপ গবাদির দুগ্ধ অপ্রশস্ত ও ব্যাধি জনক । কাঁচা দুগ্ধ—শীতল, গুরু ও কফকর । বাসি দুগ্ধ—গুরু, চর্কর ও পেট কাঁপায় ।

গব্যাদধি—রুচিকর, অগ্নিবর্ধক, বাতহর, বলবর্ধক ।

ছাগল দধি—অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফবাত, ক্ষয়, অর্শঃ ও খাসকাস রোগে পথ্য ।

মাহিষ দধি—অতি স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও রক্তপিত্তে হিতকর ।

স্বাদুদধি—স্বাদুদধি (অর্থাৎ যে দধি পচিয়া টক হয় নাই), মেদোজনক, কফ এবং ক্রন্দ বর্দ্ধক । ‘চিনিপাতা দৈ’ ও স্বাদুদধির তুল্যগুণ । অম্লদধি রক্তদোষদ, কফপিত্ত কর, কঠ ও বন্ধের জালাকর, রেচক, মূত্রপ্রদ অগ্নিমান্দ্য ও ত্রিদোষজনক ।

দধিসেবনের নিষেধ বিধি—শরৎ, গ্রীষ্ম, ও বসন্ত ঋতুতে দধি সেবন হিতকর নহে । পীনস, অতিসার, কোন কোন বিষম জ্বর, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কৃশতার দধি পথ্য । রক্তপিত্ত এবং যাবতীয় কফজন্ত পীড়ায় দধি অপথ্য । দধি খাইতে হইলে, দিনে খাইবে, ঘৃত, চিনি, মুগের যুষ, মধুযোগে, গরম করিয়া, কিংবা আমলকীর সহিত ভোজন করিবে । কাহারও মতে লবণ এবং জল সংযোগে রাত্রিতেও দধি ভোজন করা যায় ।

ঘোল—দধি মথিত করিয়া ননী তুলিয়া উহার চারিভাগের একভাগ জল উহাতে মিশাইলে ঘোল প্রস্তুত হয় । ঘোল অগ্নিবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক ও উষ্ণবীৰ্য্য । শীতকালে, অগ্নিমান্দ্য, কফজাত পীড়ায়, কুষ্ঠে, বায়ুরোগে, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোথ, উদর, অর্শ, গ্রহণী, মূত্ররোধ অরুচি, পাণ্ডু, বিষজ রোগ এবং অতিরিক্ত শ্লেহপান জন্ত রোগে ঘোল পথ্য । উষ্ণকালে, হৃক্লে, মুচ্ছাঁ, ভ্রম, দাহ, জ্বর ও রক্তপিত্তরোগে ঘোল অপথ্য ।

নবনীত—হৃৎ হইতে প্রস্তুত ননী স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, শীতল ও ধারক । রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগীর পথ্য ।

গব্যঘৃত—ইহা সর্বস্নেহের শ্রেষ্ঠ, বাতপিত্তহর ও বলবর্দ্ধক । লাক্ষার কাথের মতবর্ণ এবং উগ্রগন্ধবৃদ্ধ দশবৎসরস্থিত গব্য ঘৃতকে পুরাণ ঘৃত বলে । দশ বৎসরের অধিক কালের ঘৃতকে প্রপুরাণ কহে । ঘৃত যত পুরাণ হইবে ততই গুণাধিক্য জন্মিবে ।

মাহিষ ঘৃত—শীতল, কফকর, এবং রক্তপিত্তে হিতকর ।

আজঘৃত—হাগীহৃৎ হইতে জাত ঘৃত বলকারি এবং ক্ষয়কাশ ও নেত্ররোগে হিতকর ।

ইক্ষু—আক রস বলকারী, শুক্রবর্দ্ধক, কফকর, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রজনক । রক্তপিত্ত-রোগীর পথ্য ।

গুড়—গুরু, মূত্রশোধন, কিকিৎ পিত্তবর্দ্ধক । মেদ, কফ ও কুমিরোগে অপথ্য ।

পুরাণ হইলে বায়ুনাশক, রক্তশুদ্ধিকর, বলপ্রদ ও পথ্য । খাঁড়গুড়—বাতপিত্ত ও চক্ষুরোগে হিতকর । চিনি—জ্বর, রক্তপিত্ত, মুচ্ছাঁ, বমন ও তৃকারোগে হিতকর । গুড় হইতে মিছরি পর্যন্ত যাবতীয় ইক্ষু বিকার বত উত্তরোত্তর নির্মল হয় ততই গুণাধিক্য হইয়া থাকে ।

বিরুদ্ধাশন ।

যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর সংযোগ, বা যে বস্তু যে প্রকারে পাক করিলে, রসনার তৃপ্তিজনক হয় লোকে প্রায় তত্তৎ বস্তুই সংযোগপূর্বক ভোজন করিয়া থাকে, অতএব সমাজে বিরুদ্ধ অশন জন্ম বিবিধ কুশিকিৎস্য রোগের প্রাহুর্ভাব হইয়া থাকে । স্কন্দদর্শী আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ এই অনিষ্ট পরম্পরা হইতে জনসমাজকে রক্ষা করিবার জন্ম বিরুদ্ধাশন বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন ।

এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলি পরস্পর সংযোগ পূর্বক ভোজন করিলে হয়ত রসনার তৃপ্তিপ্রদ হইতে পারে, কিন্তু দেহের পক্ষে হিতকর হয় না। এই সকল বস্তু 'সংযোগ বিরুদ্ধ' বলিয়া ইহাদের একত্র ভোজন শাস্ত্রতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে । যে সকল বস্তু পরস্পর সংযোগ বিরুদ্ধ অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে—

সংযোগবিরুদ্ধ বলিয়া—দুগ্ধের সহিত মৎস্য, মাষকলায়েব সহিত ছাগাদির মাংস, দধির সহিত মুরগীর মাংস, মৎস্যের সহিত গুড়, চিনি, মিছরি প্রভৃতি ; দুগ্ধের সহিত মূলা, কলার সহিত তাল, দুগ্ধ, দধি বা ঘোলের সহিত তাল বা কদলী ; দুগ্ধ, দধি বা মাষকলায়ের ঘোলের সহিত মাদার, মাষকলায়ের সহিত ইক্ষুবিকার অর্থাৎ গুড়, চিনি প্রভৃতি, নারিকেল জলের সহিত কর্পূর, দুগ্ধের সহিত লবণ, দুগ্ধের সহিত কয়েদু ; দুগ্ধের সহিত তেঁতুল, দুগ্ধের সহিত কাঁটাল ; দুগ্ধের সহিত নারিকেল এবং দুগ্ধের সহিত সর্ষপপ্রকার অন্ন ভক্ষণ করিবে না । মূলা ও রসোন ভক্ষণের পর দুগ্ধ পান করিলে কুষ্ঠ হইতে পারে ।

কোন কোন রস কোন কোন রসের সহিত রস বীর্ঘ্য বিপাকাদিতে বিরুদ্ধ যথা—

মধুর রসের সহিত অম্লরসের—রস ও বীর্ঘ্য ; মধুরের সহিত লবণের—রস ও বীর্ঘ্য ; মধুরের সহিত কটুরসের,—রস, বীর্ঘ্য ও বিপাকে ; মধুরের সহিত তিক্তের, রস ও বিপাকে ; মধুরের সহিত কষায়ের এবং অম্লের সহিত লবণের—রসে, অম্লের সহিত কটুক, রস ও বিপাকে ; অম্লের সহিত তিক্ত ও কষায়,—রসবীর্ঘ্য বিপাকে ; লবণের সহিত কটুক,—রস ও বিপাকে এবং লবণের সহিত তিক্ত ও কষায়,—রস, বীর্ঘ্য ও বিপাকে বিরুদ্ধ ।

এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা বিশেষ বিধিতে সেবিত হইলে বিরুদ্ধ হয় । ইহাদিগকে কৰ্ম্মবিরুদ্ধ বলে, যথা—

পায়রার মাংস সর্বপ তৈলে ভুট্ট, তিল বাটার সহিত সিদ্ধ পুঁইশাক ; বরাহবসার ভুট্ট বকের মাংস ও কাংশু পাত্রে দশরাত্রিস্থিত ঘৃত কৰ্ম্মবিরুদ্ধের উত্তম উদাহরণ ।

এমন কতকগুলি বস্তু আছে যেগুলি সমপরিমাণ সংযোগপূর্বক ভোজন করিলে বিরুদ্ধ হয় । ইহাদিগকে 'মানবিরুদ্ধ' বলে, মানবিরুদ্ধ বস্তু ভোজন করিবে না । মধু ও জল এবং মধু ও ঘৃত সমপরিমিত মিশ্রিত করিলে মানবিরুদ্ধ হয় ।

বিরুদ্ধভোজনজাত বিকার পরম্পরার উল্লেখ স্থলে নিঘণ্টুকার বলিয়াছেন—

“নক্তাক্যবীসর্পদকোদরাণাম্ ।
 বিস্ফোটকোন্মাদভগন্দরাণাম্ ।
 মুচ্ছামদাখ্যানগলগ্রহাণাম্ ।
 পাণ্ডুবামরশ্চামবিষশ্চ চৈব ।
 কিলাসকুষ্ঠগ্রহণীগদানাম্ ।
 শোখাতিসারজ্বরপীনসানাম্ ।
 সস্তানদোষশ্চ তথৈব মৃত্যো ।
 বিরুদ্ধময়ং প্রবদন্তি হেতুঃ ।

বিরুদ্ধভোজন সর্বত্রই অহিতকর নহে । অভ্যস্ত হইলে, অন্নমাত্রায় সেবিত হইলে বিরুদ্ধভোজীর অগ্নি দীপ্ত থাকিলে, রীতিমত ব্যায়াম করা অভ্যাস থাকিলে, শরীরে বেশ বল থাকিলে এবং শিশুর পক্ষে, বিরুদ্ধভোজন কিছু করিতে পারিবে না । মুনি বলেন—

‘সাত্ব্যাতোহন্নতয়াবাপি দীপ্তাশ্বেত্তরুণশ্চ চ ।
 স্নিগ্ধব্যায়ামবলীনাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ ।

রোগীর বর্জনীয় ও সেবনীয় আহার বিহার ।

যে রূপ আহার বিহার যে রোগে অপথ্য অগ্রে তাহা বর্জন করিতে হইবে । নিদান সেবীর ব্যাধি কদাচ প্রশমিত হয় না । অনেকরোগী কি পথ্য কি অপথ্য না জানার অজ্ঞতা হেতু অপথ্য সেবন করিয়া থাকেন । অনেক স্থলে অপথ্য বর্জন করিলেই অনেক ব্যাধি প্রশমিত হইয়া থাকে, অন্ততঃ ব্যাধি যে বদ্ধিত হইয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া পরিণত হয় না ইহা দৃঢ়তার সহিত নির্দেশ করা যায় ; অতএব অজ্ঞের জ্ঞান এবং ব্যাধির সূক্ষ্মসাধ্য কামনায় ভিন্ন ভিন্ন রোগে বর্জনীয় আহার বিহারের বিবরণ লিখিত হইতেছে ।

জ্বরে—“সজ্বরো জ্বর মুক্তশ্চ বিদাহীনি গুরুণি চ ।

আসাত্ম্যাশ্চুন্নপানানি বিরুদ্ধানি বিবর্জয়েৎ ।

বাবায়মতিচেষ্টাশ্চ স্নানমত্যশনানি চ ।

জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ।

অসঞ্জাতবলো যন্ত জ্বরমুক্তো নিষেবতে ।

বর্জ্যমেত্তন্নবস্তস্য পুনরাবর্ততে জ্বরঃ’ ।—চরকঃ

‘নবজ্বরে দিবাস্তপ্নস্নানাত্যক্তান্নমৈথুনম্ ।

ক্রোধপ্রবাতব্যায়ামকষায়শ্চ বিবর্জয়েৎ ।’ চক্রপাণিঃ

বিদাহী, গুরু, আসাত্মা (যাহা অহিত বা যাহা ভোজন করা অভ্যাস নাই), এবং বিরুদ্ধ ভোজন ও পান, স্নানসংসর্গ, বহু আয়াসকর কার্যা, স্নান, অতিভোজন, দিবানিদ্ৰা, তৈলমর্দন, ক্রোধ এবং প্রবাহিতবাত স্থলে অবহান বা পূর্ক বায়ু সেবন, জ্বররোগী বা জ্বরমুক্ত রোগী যাবৎ বললাভ না করে তাবৎ বর্জন করিবে । যে জ্বরমুক্ত রোগী এই সমস্ত বর্জনীয় ভজনা করে তাহার জ্বর পুনরায় নবীভূত হইয়া থাকে ।

অতিসারে—‘স্নানাত্যক্তাবগাহাশ্চ গুরুশ্চিৎকাত্তিভোজনম্ ।

ব্যায়াম মদ্বিস্তাপ মতিসারী বিবর্জয়েৎ ।’ চক্রপাণিঃ

অতিসার হইলে—স্নান, অবগাহন স্নান, তৈল মর্দন, গুরু ও শিথ বস্ত্র ভোজন এবং অতি ভোজন ত্যাগ করিবে ।

গ্রহণীতে—‘সর্বথা দীপনং সর্বং গ্রহণীরোগিনাং হিতম্’ । (স্বশ্রুতঃ) ।

যে সকল পান ভোজন অগ্নি দীপ্তিকর ও আমপাচক তৎসমুদায়ই গ্রহণীরোগীর পথ্য । সূত্রায়ঃ যাহা অগ্নিমান্দ্যকর ও আমজনক তাহাই অপথ্য । এক্ষণে যে রোগ ‘ডিসপেপ্সিয়া’ নামে খ্যাত তাহা গ্রহণীর অন্তর্গত । গ্রহণী রোগ অধুনা বহু ব্যাপক বলিয়া বিবিধ বৈদ্যক গ্রহ হইতে উদ্ধার করিয়া বিশদ ভাবে গ্রহণীরোগের বর্জনীয়ের উল্লেখ করা উচিত, কিন্তু স্থানান্তর । সংক্ষেপে অতি বেলায় ভোজন, কোন দিন উদয়পূর্তি

করিয়া ভোজন, কোন দিন অর্কশন, ভোজনের পর ভ্রমণ, অধ্যয়ন, চিন্তন, এবং অতিসার নিদানে উক্ত আচার বিহার বর্জ্য ।

অর্শে—‘ব্যত্যাসান্নধুরান্নানি শীতোষ্ণানি চ যোজয়েৎ ।

নিত্যমগ্নিবলাপেক্ষী জয়ত্যর্শঃকৃতান্ গদান্ ।

ত্রয়ো বিকারাঃ প্রায়ৈণ যে পরস্পরহেতবঃ ।

অর্শাংসি চাতিসারশ্চ গ্রহণীদোষ এবচ ।

এষামগ্নিবলে হীনে বৃদ্ধি বৃদ্ধে পরিক্ষয়ঃ ।

তস্মাদগ্নিবলং রক্ষ্য মেষু ত্রিষু বিশেষতঃ ।

ভূষ্টৈঃ শার্কৈর্ষবাগৃভি যুর্ষৈর্মাংসরসৈঃ খড়ৈঃ ।

ক্ষীরতক্র প্রয়োগৈশ্চ বিচিত্রৈশ্চ শুঁদজং জয়েৎ ।

যদ্বায়োরনুলম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে ।

অন্নপানৌষধজ্জবং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ ।

যদতো বিপরীতং স্যান্নিদানে যৎ প্রদর্শিতম্

শুঁদজৈ স্তৎপরীতেন নৈব সেব্যং কথঞ্চন ।’—চরকঃ

অর্শোরোগীর অগ্নিবল অপেক্ষা করিয়া একবার মধুর একবার অন্ন, একবার শীত একবার উষ্ণ ক্রিয়া নিত্য প্রয়োগ করিবে অর্শঃ অতিসার, গ্রহণী এই তিনটি রোগ প্রায় পরস্পর পরস্পরের কারণ অর্থাৎ একটা অপরটাকে আনয়ন করে। পাচকাগ্নির বল হীন হইলে এই তিনটি রোগের বৃদ্ধি এবং পাচকাগ্নির বলবৃদ্ধি হইলে রোগের হানি হইয়া থাকে। অতএব গ্রহণী অতিসার ও অর্শোরোগীর অগ্নিবল বিশেষ যত্নপূর্বক রক্ষা করিতে হইবে। তেউড়ী, দস্তী, পলাশ, আমরুল বা চিতার পাতা, তিলতৈল ও গব্য ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ভাজিয়া দধির সরের সহিত অর্শোরোগীকে সেবন করাইলে দান্ত পরিষ্কার থাকে এবং বায়ু সরল হয়। বেতো, নটে, সোমরাজী এবং কাকমাচি প্রভৃতি শাক ও দাড়িম রস মিশ্রিত দধিতে মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ভাজিয়া ধনে ও শুঁটের শুঁড়ার সহিত সেবন করান হইয়া থাকে। চরক অর্শশিকিৎসায় উক্ত মধুর কুকুটাদির মাংসও উপরি লিখিত শাক পাকের প্রণালী অনুসারে পাক করিয়া ভক্ষণ করিবে। ছগ্ন এবং ঘোল বিবিধ কল্পনায় সেবন করিবে। ঘোল অর্শের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

সুশ্রুত বলেন—‘বেগাবরোধস্ত্রীপৃষ্ঠযানান্ন্যাংকটুকাসনম্ ।

অর্শঃসুপরিবর্জয়েৎ’—

কুমিরোগে—‘ক্ষীরানি মাংসানি স্তনানি চৈব ।

দধীনি শাকানি চ পৰ্ণবস্তি ।

সমাসতোহন্নান্ মধুরান্ হিমাংশ্চ ।

কুমীন্ ত্রিধাঃসুঃ পরিবর্জয়েচ্চ ।’ সুশ্রুতঃ

কুমিরোগে ছন্ধ, মাংস, ঘৃত, দধি, পত্রশাক, অন্ন, লবণ, মধুর ও শীতল বস্তু নিত্য ভোজন, মাষকলায়, শুড়, পিষ্টক, বিক্ক ভোজন, অজ্ঞে পুন ভোজন এবং দিবা নিত্রা পরিহার করিবে । কুমিরোগে ব্যায়াম হিতকর ।

আমবাতে—‘দধিমংশু শুড়ক্ষীরপোতকীমাষপিষ্টকং ।

বর্জয়েদামবাতার্ভে। গুর্ক্ষভিঘ্ননকারি যৎ ।’

দধি, মংশু, শুড়, ছন্ধ, পুঁইশাক, মাষকলায়, পিষ্টক, আমবাত রোগীর পক্ষে অপথ্য ।

শূলরোগে—‘ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যাং লবণং কটু বৈদলম্

বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জয়েৎ শূলবান্ নরঃ ।

শূলরোগী—ব্যায়াম, মৈথুন, মদ্যপান, কটুদ্রব্য, বিদল অর্থাৎ সর্ষ প্রকার দাল, মলাদির বেগ রোধ, ক্রোধ ও শোক পরিত্যাগ করিবে ।

গুল্মরোগে—‘বল্লুরং মূলকং মংশ্যান্ শুকশাকানি বৈদলম্ ।

ন খাদেচ্চালুকং গুল্মী মধুরানি ফলানি চ । চক্রপাণিঃ

গুল্মরোগী—শুক মাংস, কাঁচামূলা, মংশু, শুক শাক, সর্ষ প্রকার দাল, খাম আলু, বট প্রভৃতি বৃক্ষের ফল পরিবর্জন করিবে

প্রমেহে—‘প্রবৃদ্ধ মেহাস্ত ব্যায়ামনিষুদ্ধক্রীড়াগজতুরগরথপদাতিচর্যাপরিক্রমণানি

অস্ত্রোপাস্ত্রে বা সেবেরণ । অধনস্থবাকবো বা পাদজাগাতপয়বিরহিতঃ ঠৈক্ষাশী গ্রাটৈক-
রাজ্রাহুবাসী মুনিরিব সংযতাত্মা যোদ্ধনশত মধিকং বা গচ্ছেৎ । মহাধনো বা শ্রামাকনীবার-
বৃত্তি ; আমলকফপিথতিন্দুকাম্মস্তকফলাহারো মৃগৈঃ সহ বসেৎ । তন্মূত্রশক্ৰকী সতত
মমূত্রজেৎ গাম্ । ব্রাহ্মণো বা শিলোঞ্জবৃত্তি ভূঁত্বা ব্রহ্মরথ মুপধারয়েৎ পঠেৎ সততম্ । ইতরঃ
খনেছা কূপম্’ । কৃশস্ত সততং রক্ষেৎ’ । স্মৃশ্রুতঃ ।

‘শ্রামাককোত্রবোদাল গোধুমচণকাঢকী— ।

কুলখাশ্চ হিতা ভোজ্যো পুরাণা মোহিনাং সদা ।

জাজলং তিক্ৰশাকানি যবার্গক শ্রমো মধু’ ।

‘সৌবীরকং সুরাং শুক্ৰং তৈলং ক্ষীরং ঘৃতং শুড়ম্ ।

অন্নেকুরসপিষ্টান্নানুপমাংসানি বর্জয়েৎ’ ।

প্রমেহরোগী বলবান্ হইলে এবং পীড়া ক্রমণঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে তাহাকে বিবিধ ব্যায়াম করিবার উপদেশ দিবে । রোগী যদি দরিদ্র বা বন্ধুহীন হয় তাহা হইলে, জুতা ছাতা

ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষায়ে প্রাণধারণ করিবে। একগ্রামে এক রাত্রির অধিকাল থাকিবেনা। এবং মুনির মত সংযমী হইয়া একশত বোজন বা এতদধিক ভ্রমণ করিবে। ধনী হইলেও নৌবার ও শ্যামাক মাত্র ভোজন করিবে, ফলের মধ্যে আমলকী, কয়েন্, গাব ও অশ্বস্কক ভোজন, হরিণের সহিত বাস, গোময় ভক্ষণ ও গরুর অনুগমন করিবে। ব্রাহ্মণ হইলে শিল বা উষ্ণ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত রথ ধারণ ও সতত বেদ অধ্যয়ন করিবে। শূদ্রাদি কূপ খনন করিবে। বলবান্ রোগীর পক্ষে এই বিধি—হুর্কলকে সতত রক্ষা করিবে। সুশ্রুত ।

পুরাণ শ্যামাক, কোদ্রব ও বস্ত্র কোদ্রব ধাত্তোর তণ্ডুল, পুরাণ গোধূম, চণা, অরহর, কুলথ, জাগল প্রাণীর মাংস, তিক্ত শাক, যবের ছাতু, পরিশ্রম এবং মধু প্রমেহীর পক্ষে হিতকর ।

প্রমেহী—সৌবীরক, সুরা, শুক, তৈল, ঘৃত, হৃৎ, শুড়, অন্ন, ইক্ষুরস, পিষ্টক এবং আনুপ মাংস বর্জন করিবে ।

শোথে—‘গ্রাম্যাজানুপিশিতলবণং শুকশাকং নবারম্ ।

পিষ্টামং দধি স্কশরং হুর্জিলং মদ্যমম্ ।

ধানাবল্লুরং সমশনমথ শুর্কসাত্ম্যং বিদাহি ।

স্বপ্নকারাজৌ স্বপ্নথুগদবান্ বর্জয়েনৈথুনঞ্চ’ । চরকঃ

শোথরোগী—ছাগ প্রভৃতির মাংস, গ্রাম্যলবণ (গ্রাম্যালোকে উষর বৃত্তিকা হইতে যে লবণ প্রস্তুত করে), জলজাত প্রাণীর অর্থাৎ কচ্ছপাদির মাংস, কর্কচলবণ, শূকরাদির মাংস, সস্তারীলবণ, শুকশাক, পিষ্টাম, দধি, কুশরা, হুর্জিল, মদ্য, অন্ন বা শুড়বিকার, ধানা (অঙ্কুরিত যব ভর্জিত হইলে ধানা বলে), শুক মাংস, পথ্যাপথোর একত্র ভোজন, শুক, অসাত্ম্য ও বিদাহি বস্ত্র ভোজন ও দিবানিদ্রা বর্জন করিবে ।

ভগন্দরে—‘ব্যারামো মৈথুনং বৃদ্ধং পৃষ্ঠমানং শুকশিচ ।

সংবৎসরং পরিহুবেহুপক্কচরণো নরঃ’ ।

ভগন্দরের কৃত আরাম হইলেও রোগী একবৎসর পর্যন্ত ব্যারাম, মৈথুন, বৃদ্ধ, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ ও শুকবস্ত্র ভোজন পরিত্যাগ করিবে ।

অস্থিত্যে—‘লবণং কটুকং কারমন্নং মৈথুনমাতপম্ ।

ব্যারামক ন সেবেত ভরণৌ কক্ষার মেব চ’ ।

যাহার অস্থি ভগ্ন বা সন্ধিচ্যুত হইয়াছে তাহাকে— লবণ, কটু, ক্ষার ও অন্ন বস্তু, মৈথুন, রৌদ্রসেবা, ব্যায়াম এবং রুক্ষ ভোজন করিতে দিবে না ।

কুষ্ঠে—‘যোষিমাংসস্বরাত্যাগঃ শালিমুদায়বাদয়ঃ ।

পুরাণাস্তিক্তশাকঞ্চ জাজলং কুষ্ঠিনাং হিতম্ ।

কুষ্ঠরোগী—স্ত্রী, শূকরাদির মাংস ও মজ্জাত্যাগ করিবে এবং পুরাণ শালিতুলা, পুরাণ মুগকলায় পুরাণ যব, তিক্ত শাক, জাজল প্রাণীর মাংস সেবা করিবে ।

বিসর্পে—‘বিদাহীভ্রমপানানি বিরুদ্ধং স্বপনং দিবা ।

ক্রোধব্যায়ামসূর্য্যাগ্নিপ্রবাতাংশ্চ বিবর্জয়েৎ’ ।

বিদাহি ও বিরুদ্ধ পানভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, ব্যায়াম, রৌদ্র, অগ্নিসম্ভাপ এবং পূর্ববায়ু, বিসর্প রোগী বর্জন করিবে ।

ত্রণশোথে—‘লবণান্নকটুক্ষানি বিদাহীনি গুরুণি চ ।

বর্জয়েদন্নপানানি ত্রণী মৈথুনমেব চ ।

নাতিশীতগুরুন্নিগ্ধমবিদাহি যথাক্রমম্ ।

অন্নপানং ত্রণহিতং হিতকাস্বপনং দিবা ।

শুভ্রানি জীবনীয়ানি বৃংহণীয়ানি যানি চ ।

উৎসাদনার্থং নিয়মানাং ত্রণানাম্ তানি কল্পয়েৎ’ ।

লবণ, অন্ন, কটু, উষ্ণ, বিদাহী ও গুরু পান ভোজন, মৈথুন ও দিবানিদ্রা, ত্রণরোগীর অহিতকর এবং নাতিশীত, নাতিগুরু, নাতিনিগ্ধ ও অবিদাহি পানভোজন হিতকর । শুভ্রবর্জক, জীবনীয় ও বৃংহণীয় বস্তু নিম্নত্রণের উন্নতিকরণার্থ প্রাপ্ত ।

হিকা ও শ্বাসে—‘যৎকিঞ্চিৎ কফবাতদ্রমুফংবাতামূলোমনম্ ।

ভেষজমন্নপানং বা তদ্ধিতং শ্বাসহিকিনে ।

বাতকৃদ্বা কফহরং কককৃদ্বানিলাপহম্ ।

কার্য্যং নৈকান্তিকং তাত্যাং প্রারঃ শ্রেয়োহনিলাপহম্’ ।

কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ এবং বায়ুর অমূলোমকারী এবিধ পানভোজন ও ঔষধ হিকা ও শ্বাসরোগীর হিতকর । বাহা বায়ুবর্জক কিন্তু কফহর কিংবা বাহা কফবর্জক কিন্তু

বায়ুনাশক এরূপ বস্তুর মধ্যে কোনটিরই ব্যবহার একান্ত হিতকর নহে—তবে বায়ুনাশক বস্তু প্রায়ই হিতকারী হইয়া থাকে ।

বাতরক্তে—‘শরণাগ্রপ্রকাশানি মনোজ্ঞানি মহানি চ ।

মৃহগণ্ডোপধানানি শয়নানি সুখানি চ ।

বাতরক্তে প্রশস্তন্তে মৃহসংবাহনানি চ ।

ব্যাঘ্রামং মৈথুনং ক্রোপমুষ্ণাম্ললবণাশনম্ ।

দিবাস্বপ্নমভিঘ্নানি গুরুচাম্লং বিবর্জয়েৎ’ ।

বৃহৎ, মনোজ্ঞ ও অত্যন্ত বায়ুস্ফার বিবর্জিত গৃহ, মৃহ ও সুখকর উপাধান ও শয্যা এবং মৃহভাবে গা টেপান, বাতরক্তে হিতকর । ব্যাঘ্রাম, মৈথুন, ক্রোধ, অম্ল ও লবণরস ভোজন উষ্ণভোজন, দিবানিদ্রা এবং গুরু ও কফক্লেদবর্ধক ভোজন বাতরক্তে হিতকর নহে ।

দ্রব্যানুসারিণী সূচী ।

বক্তব্য—অনুসন্ধানেৰ সুবিধাৰ অৰ্থ তুৰিগ্ৰহণৰ পৰ্বাৰ শব্দগুলিও তাৰকা চিহ্ন বৰ্জিত
কৰিয়া স্থাপিত হইয়াছে ।

সংস্কৃত নাম ।	পৃঃ	বাঙ্গালা নাম ।	কোচবিহাৰেৰ নাম ।	পৃঃ
* অজমোদা	২৪৩	বনযোৰান	২৪৫
অজশ্ৰী	২৪১
* অতিবলা	১১৭	পেটাৰি	আঠাৰ মামুড়কি	১৭১
অতিমুক্তক	২১৫
* অনস্তা	৩১৫	অনস্তমূল
অনাৰ্ঘ্যতিলক	১৮৯
অবস্তুৰা	৩৩০
অভয়া	৩৩০
অভীৰ	২৭৪
অঘঠা	৫৫
অরলু	৩০৪
অরিষ্ট	১৯
অরুধর	১৮০
অলপুৰা	২২৩
অক	১৫৫
আদিত্যভক্তা	৩৩০
* আঙ্গুৰাছহরিণা	৩৪৪	আমৰানি	৩৪৫
আফোতা	৩১৫
উষীচ্য	১০১
উষল	৬
উপকুল্যা	৩২
উষণ	২০৯
কণা	৩২
* কটপুৰা	২৭৮

সংস্কৃত নাম ।	পৃঃ	বাকলা নাম ।	কোচবিহারের নাম ।	পৃঃ
কনক	... ৬
কমল	... ৩৪
কর্পূরহরিদ্রা	.. ৩৪৪
কবুদার	... ১৩২
কলিকারী	... ২৪২
কুমু*	... ৮১
*ক্লীতক (হুলজ ও জলজ)	... ২০২	যষ্টিমধু	জেষ্টিমধু	২০২
কিংশুক	... ৫০
কিরাততিক্তক	... ১৮৯
কীচক	... ১৩৫
*কুমুদ	... ৩৭	শালুক	৩৮
কুলক	... ৩০
কুন্তবুক	... ৩
*কূটশাল্মলী	... ২৮৫	শিমুলভেদ
কৃষ্ণা	... ৬২
*কৃষ্ণধূত, র	... ৬	কনকধূতুরা	কালধূতুরা	৮
কৃষ্ণমূলী	... ৩১৫
কৃষ্ণসারিষা	... ৩১৫
*কেশরাজ	... ১৯১	কেশুভে	কালাকেশুরি	১৯৩
*কৈবর্তমুক্তক	... ২২৯	কৈউদমুতা	বিষকেন্না	২৩১
কৌশিক্য	... ২৮২
কুরাসানীষবানী	... ২৪৩
*গন্ধপ্রিয়সু	... ৯০
*গৃহন	.. ২৩৩	মূলভেদ	২৩৬
*গোষ্ঠবার্ভাকু	.. ১৬৬	গোষ্ঠবেগুন	১৭০
*চতুস্পত্রী	... ২৯৮	পাষাণভেদ বিঃ	২
চন্দ্রলেখা	... ৩৩৩
*চাপাখামূলক	... ২৩৩	মূলভেদ	২৩৬
চার	... ৬৭
*চিকী পূম	... ৮১	শুপারি	৮২
*জলমধুক	.. ২০৪	মৌরাবিশেষ	২০৬

দ্রব্যানুসারিণী হুচী।

৩

সংস্কৃত নাম।	পৃঃ	বাঙ্গালা নাম।	কোচবিহারের নাম।	পৃঃ
*জলবেতস	... ১৭২	জলবেত	১৭৩
*জালবর্ষ	... ১২৭	কাটা নাগেশ্বর	১২৯
*জীর্ণদারু	... ১৩৩	বৃদ্ধদারুক বিঃ	১৩৪
তিক্তশাক	... ১১৫
তিরীটক	... ২৩৫
তিলক	... ২৩৫
*ভূগরান্না	... ২৫৪	রান্না বিঃ
দীপাক	... ২৪৩
দেবকুহুম	... ২৫৯
*দেবনল	... ১২	নলবিশেষ
*ধাতকী	... ১	ধাইকুল	২
*ধানাক	... ৩	ধনে	৪
*ধৃত্তুর (বেত)	... ৬	ধৃত্তুরা	ধৃত্তুরা, পল্লবগাটা ধৃত্তুরা	৮
*নল	... ১১	নল	১২
ন্যগ্রোধ	... ১০৪	বটগাছ
*ন গোকেশ্বর	... ১০	নাগেশ্বর ফুলের গাছ	১৪
*নাগবলা	... ১১৭	গোরাক চাকুলে	১২১
*নাগরমূলক	... ২২৯	নাগর মূতা	বড় কেল্লা	২৩১
*নারিকেল	... ১৫
নিকুলক	... ১৭২
নিচুল	... ৩৫১	হিজল	৩৫১
*নিষ্ঠুর্ভী	... ৩২০	নীল মিসিন্দা	৩২১
*নিষ	... ১৯	নিষগাছ	২২
*নীলিনী	... ২৭	নীলগাছ	২৮
নীলী	... ২৭
*পটোল	... ৩০	তিব্বপলতা	বতি, বনবতি	৩২
পথ্যা	৩৩৩
*পদ্ম	... ৩৪	পদ্মকুল
*পদ্মক	... ৪১	পদ্মকাঠ	৪১
*পদ্মক	... ৪৩	ফলনা	৪৩
*পর্পট	... ৪৫	কেতপবিড়া	পর্পট	৪৫

সংস্কৃত নাম ।	পৃঃ	বাঙ্গালা নাম ।	কোটবিহারের নাম ।	পৃঃ
*পলাণ্ডু	... ৪৭	পেরাঙ্গ	৪৮
*পলাশ	... ৫০	পলাশগাছ
*পাঠা	... ৫৫	আকনাদি	টাকাশুটী	...
পারিষাত	... ৫৯
*পারিষত	... ৫৯	পাল্‌তেমাদার	মাদার	...
পালিষা	... ৫৯
*পিণ্ডমূলক	... ২৩৩	মূলার ভেদ	২৩৬
*পিঙ্গলী	... ৬২	পিপুল	পিপ্‌লী	৬৪
*পিয়াল	... ৬৭	পিয়াল	৭০
*পীলু	... ৬৯
*পুণ্ডরীক	... ৩৭	শেতপদ্ম
*পুল্লী	... ৭২
*পুত্রাগ	... ৭৩	পুনাং
*পুমনর্ষা	... ৭৫	শ্রাপুণ্যে	পুণ্যোভাগ, পুনর্ভবা	৭৮
*পুগবৃক	... ৮১	সুপারি গাছ	শুয়াগচ্	৮২
*পৃষিপর্নী	... ৮৫	চাকুলে	চাকুলে	৮৬
*প্রসারনী	... ৮৮	গাঁদাল	বনভাদালে	৮৯
*প্রিয়দু	... ৯০
*বকুল	... ৯৫	বকুল	৯৬
*বচ	... ৯৮	বচ	বচ	১০০
বজুল	... ১৭২
*বট	... ১০৪	বটগাছ	১০৫
*বটপত্রী	... ২২৮	পাখরচুর বিঃ
বদর	... ১০৭	কুল	বকুই	১১০
*বনহরিত্রী	... ৩৩৪	বনহলুদ	বনহল্‌দি	...
বজ্রবানী	... ২৪৩	বলধোরাম্	বোড়জঙ্	...
*বলা	... ১১৭	বেড়েলা	বাইড়েলী	১২১
*বলুল	... ১২৭	বার্‌লাগাছ	১২৯
*বহুবীর	... ১৩২
বহুপুত্রা	... ২৭৪
*বংশ	... ১৩৫	বংশ	১৩৭

জব্যাসুসারিণী শৃচী ।

৫

সংস্কৃত নাম ।	পৃঃ	বঙ্গালা নাম ।	কোচবিহারের নাম ।	পৃঃ
বাকুচী	... ৩৩৩	সোমরাজ	সরাইতিতা	...
বানীর	... ১৭২
*বালক	... ১৩৯	বালী	১৪১
*বাসক	... ১৪৩	বাকস	বাকসা, হাড়বাকসা (রক্ত)	১৪৫
বাসন্তী	... ২১৫
ব্রহ্মসুবচলা	... ১৭৫
বাহ্লীক	... ৩৪৭	হিন্দু বিঃ
*ব্রাহ্মী	... ১৭৫	বির্নি	১৭৬
*বার্তাকী	... ১৬৬	বেগুন	বাইগুন	১৬৯
*বিড়ঙ্গ	... ১৪৮
*বিদারী	... ১৫১	ভূমিকুম্ভা	বড়ভূমরাজ	...
*বিভীতক	... ১৫৫	বহেড়া	ভরড়া	১৫৭
বিম্ব	... ১৫৮	বেলগাছ
*বৃন্তমলিকা	... ২১৫	বেলফুল	২১৭
*বৃদ্ধদারক	... ১৬৩	বীজতাড়ক	১৬৪
*বৃহতী	... ১৬৬	ব্যাকুড়	বিত্তি (ছোট, বড়)	১৬৯
বেগু	... ১৩৫	বাণ বিঃ	১৬৭
*বেতস	... ১৭২	বেত	১৭৩
বৈদেহী	... ৩২
*ভদ্রমুতক	... ২২৯
*ভরাতক	... ১৮০	ভেলগাছ	১৮২
*ভাগী	... ১৮৬	বাসুনহাটী	ভান্টি	১৮৭
ভিন্নী	... ২৬৫
ভূকম্ব	... ২২৩	বনকম্ব	২২৪
*ভূকর্কুদার	... ১৩২
*ভূমিষ	... ১৮৯	চিরেতা	১৯০
*ভূবদর	... ১০৭	বনকুল	লতাধর	...
ভূপেলু	... ১৩২
*ভূমরাজ	... ১৩১	ভীমরেজ
*মঞ্জিষ্ঠা	... ১৯৫
*মণ্ডু কপনী	... ১৭৫	ধানকুণী	চোলাযাযাযাসি	১৭৬

সংস্কৃত নাম।	পৃঃ	বাংলা নাম।	কোচবিহারের নাম।	পৃঃ
*মদন	... ১৯৭	মরনাকাঁটার গাছ	১৯৮
*মধুক	... ২০০	যষ্টিমধু	২০০
*মধুক	... ২০৫	মৌরাগাছ	২০৬
মধুঘটি	... ২০০
মধুরস
*মরিচ	... ২০৯
*মল্লিকা	... ২১৫
*মহাশিখ	... ১৯	ষোড়ানিম	ষোড়নিম্	২২
মহাপত্র	... ২১৩
*মহারসেন	... ২৪৭	রক্তন বিঃ
*মহাবলা	... ১১৭	বড় পীতবেড়োলা	১২১
*মহাশতাবরী	... ২৭৪
*মহাশ্রাবণিকা	... ২৭৪
মাগধী	.. ৬২
*মাধবীলতা	... ২১৫	মাধবীলতা	২১৭
*মাণক	... ২১৩	মান	ভোগমানা	২১৩
*মালতীলতা	.. ২১৫
মার্কব	... ১৯১
*মায়পণী	... ২১৯	মাযানি	মাযানি	২২১
*মুচুকুল	... ২২২	মুচুকুলচাপা	২২২
*মুঞ্জ	... ১২	মুঞ্জ	১২
*মুক্তিতিকা	... ২২৩	বনরক্তক	২২৪
*মুলগপনী	... ২১৯	মুগানি	মুগানি	২২১
*মুয়লী	... ২২৬	ভালমুয়লী	ভালগাচি	২২৭
*মুস্তক	... ২২৯	মুতা	কেলা	২৩১
মূর্ধা	... ২৩৯	হুচীমূর্ধা	ষোড়োত্র	২৩৯
*মূলক	... ২৩৩	মূলা	২৩৬
*মুলরাসা	... ২৫৪
মোচা	... ২৮৩
*মুসোম	... ২৪৭	মুহম	২৪৯
*মুসোমপলাগু	... ৪৮

দ্রব্যানুসারিণী সূচী ।

৭

সংস্কৃত নাম ।	পৃঃ	বাঙ্গালা নাম ।	কোচবিহারের নাম ।	পৃঃ
*রাজাদন	... ২৫২
*রাজিকা	... ৩১১	রাইসরিষা	৩১২
*রামঠ	... ৩৪৭	হিং
*রান্না	... ২৫৪
*রোহিতক	... ২৫৭	রোড়া	২৫৮
*সঘুবদর	... ১০৭	সেহাকুল	১১০
*সবঙ্গ	... ২৫২
*সোধ	... ২৫৬	সোধকাঠ	২৭০
*সম্মপুস্পী	... ২৬২	ডাককুনী	২৭০
*সতাবরী	... ২৭৪	সতমুলী	হাড়গাঙ্গী	২৭৬
সতাহা	... ২৭১
*সর	... ১২
*সরপুয়া	... ২৭৮	বননীল	২৭৯
*সাপোট	... ২৮২	সেগুড়া
*সাপুলী	... ২৮৩	শিমুলগাছ	২৮৫
সিংগাপা	... ২৮৭	শিমুলগাছ	২৮৮
*সাবরলোধ	... ২৬৫	বেতলোধ	২৮৮
*সিগু	... ২৮২	সজিনাগাছ	২৯২
শিতিবার	... ৩২৪
*শিরীষ	... ২৯৫	২৯৬
*শিলাভেদ	... ২৯৮	পাথরচূর (হিঃ)	২৯৯
*শিলাবন্ধ	... ২৯৮
শিবা	... ৩৩৬
*শুক্ল রোহিতক	... ৩১৫
*শুকু সারিষা	... ২৫৭
*শূরণ	... ৩০০	গুল	৩০১
*শেফালিকা	... ৩০২	শিঙী	শাকালিকুল	৩০২
শেলু	... ১০২
*শ্রামা	... ৩১৫	শ্রামাসতা	সৈ	৩১৭
*শ্রোণাক	... ৩০৪	শোণাগাছ	বাউশোনা, তুঁড়িমালা	৩০৫
শ্ৰীকল	... ১৫৮	বেল

৮

বনৌষধিদর্পণঃ ।

সংস্কৃত নাম ।	পৃঃ	বাঙ্গালী নাম ।	কোচবিহারের নাম ।	পৃঃ
শ্লেষ্মাতক	... ১৩২	
*সপ্তপর্ণ	... ৩০৬	ছাতিমগাছ	ছাইতান	৩০৮
সরলী	... ৮৮
*সর্ষপ	... ৩১১	সরিষা	৩১২
সহস্রবীর্ধ	... ২৭৪
হুলপত্র	... ২১৩
*সারিষা	... ৩১৪	অনন্তমূল
*সিদ্ধার্থ	... ৩১১	গৌরসর্ষপ
*সুনিবন্ধক	... ৩২৪	সুধুমীশাক	৩২১
সুবর্চলা	... ৩৩০
*সুধাবর্ষ	... ৩৩০	হড়হড়ে	গুল্টিয়া	৩৩১
*সুহী	... ৩২৬	নমস	পাতাও সিজু	৩২৮
সেহু	... ৩২৬
*সোমরাজী	... ৩৩৩	হাকুচ	৩৩৪
*সৌপকিক	... ৩৭	৩৩৫
হংসপাদী	... ১৭৮
*হরীতকী	... ৩৩৬	হর্ষকী	কম্বল	...
*হিন্দু	... ৩৪৭	হিং
*হিঙ্গল	... ৩৫১	হিঙ্গল	৩৫১
*হিলমোচিকা	... ৩৫৩	হিকা	পাণিহেলেকা	...
হ্রীষের	... ১৩৯
*কুত্র উৎপলত্র	... ৩৭
কুত্র শ্লেষ্মাতক
*কীরপলাতু	... ৪৮	পেয়াজ বিঃ
*কীরবিদারী	... ১৫১

রোগানুসারিণী সূচী ।

অগ্রাগ্রহে	পৃথিবী	... ৮৭	অতিসারে	ভূমরাজ	... ১৯৪
"	প্রিয়ম্বু	... ৯২	"	মুস্তক	... ২৩২
"	বিড়ম্ব	... ১৫০	"	ভ্রমুস্তক	... ২৩২
"	মুস্তক	... ২৩২	"	লোহ	... ২৬৮
"	রাস্না	... ২৫৬	"	শতাবরী	... ২৭৬
"	শিরীষ	... ২২৭	"	শাল্মলী	... ২৮৬
"	অনন্তা	... ৩১৮	"	শোণাক	... ৩০৫
"	হিসু	... ৩৪৯	"	হরীতকী	... ৩৪১
"	মুহী	... ৩২৮	"	হিম্মল	... ৩৫১
অজীর্ণে	ধাতুক	... ৩	"	বচা	... ১০১
"	ধূতুর	... ৯	অনাগতানাথপ্রতিষেধে	লোহ	... ২৬৮
"	হরীতকী	... ৩৪২	অন্তর্দাহে	ধাতুক	... ৩
"	বচা	... ১০২	অপচীতে	মুত্তিতিকা	... ২২৫
অঞ্জনদোষে	বরুণ	... ১১৫	"	শরপুখ	... ২৮১
অতিনিদ্রার	মরিচ	... ২১১	"	শিগু	... ২৯৩
অতিসারে	ধাতকী	... ২	অপশ্মারে	ত্রাসী	... ১৭৭
"	ধাতুক	... ৩	"	ভার্গী	... ১৮৮
"	নাগকেশর	... ১৪	"	মধুমটী	... ২০৪
"	পদ্ম	... ৩৯	"	মুস্তক	... ২৩২
"	পলাশ	... ৫৩	"	রসোল	... ২৫০
"	পাঠা	... ৫৭	"	বচা	... ১০১
"	পিরাল	... ৬৮	"	সধপ	... ৩১৩
"	পৃথিবী	... ৮৭	অন্নপিত্তে	পারিত্ত	... ৬১
"	প্রিয়ম্বু	... ৯২	"	পিরালী	... ৬৩
"	বদর	... ১১১	"	ভূমরাজ	... ১৯৪
"	বকুল	... ১৩০	অক্রংবিকার	বিষ	... ২৩
"	বালক	... ১৪১	অরোচকে	বচা	... ১০১
"	বিভীতক	... ১৫৭	অর্ভাভভেদকে	নারিকেল	... ১৭
"	বিষ	... ১৩১	"	বিড়ম্ব	... ১৫০

বনৌষধিদর্পণঃ ।

অর্দ্ধাভেদকে	যষ্টিমধু	... ২০০	অশ্রীতে	পুনর্নবা	... ৭৮
অর্কুদে	বট	... ১০৬	"	বিভীষক	... ১৫৭
"	শূরণ	... ৩০২	"	শিগু	... ২২৩
অর্শে	ধাত্তক	... ৩	"	হরীতকী	... ৩৪১
"	নাগকেশর	... ১৪	"	বৃহতী	... ২৭০
"	পদ্ম	... ৩৯	অনাহে	শীলু	... ৭১
"	পলাণ্ডু	... ৪৮	আমবাতে	পুনর্নবা	... ৭৯
"	পলাশ	... ৫৩	"	প্রসারশী	... ৩০
"	পাঠা	... ৫৭	"	মুণ্ডিতিকা	... ২২৫
"	পিঙ্গলী	... ৬৫	ইক্ষলুপ্তে	ধূতুর	... ৯
"	শীলু	... ৭১	"	নিম্ব	... ২৪
"	পুষ্টিপর্ণী	... ৮৭	"	ভল্লাতক	... ১৮৪
"	বদর	... ১১১	"	লাঙ্গলী	... ২৬৪
"	বক্রণ	... ১১৫	"	বৃহতী	... ২৭০
"	বলা	... ১২৪	উৎকাসিতে	লবঙ্গ	... ২৬০
"	বংশ	... ১৩৮	উদররোগে	মণ্ডুকপর্ণী	... ১৭৮
"	বালক	... ১৪১	"	নাগক	... ২১৪
"	বসাক	... ১৪৬	"	হরীতকী	... ৩৪১
"	বিষ	... ১৬১	"	মুহী	... ৩২৮
"	ভল্লাতক	... ১৮৩	উদাবর্তে	বচা	... ১০১
"	মূলক	... ২৩৬	"	মধুঘটি	... ২০৩
"	বেবশূঙ্গী	... ২৪২	উদর্দে	নিম্ব	... ২৪
"	ববানী	... ২৪৫	"	মধুঘটি	... ২০৩
"	রাশা	... ২৫৬	উন্মাদে	বলা	... ১২৬
"	শতপুল্পা	... ২৭২	"	ধূতুর	... ৯
"	শতাবরী	... ২৭৬	"	ত্রাকী	... ১৭৮
"	শিগু	... ২৯২	"	শতপুল্পী	... ২৭১
"	শূরণ	... ৩০১	"	বচা	... ১০১
"	ভামাজতা	... ৩১৮	উপবশে	শুকল	... ৮৩
"	হরীতকী	... ৩৪১	"	ববল	... ১৩০
"	বচা	... ১০১	উরঃকতে	পুনর্নবা	... ৭৯
"	বৃহতী	... ২৭০	"	নাগক	... ১৫৪

রোগানুসারিত্বী সূচী ।

উরুতভে	পটোল	... ৩৩	কাসে	স্ববিবরক	... ০২৬
"	পিন্নলী	... ৬৬	"	বৃহতী	... ২৭০
"	সর্ষপ	... ৩১৩	কুঙ্করবিষে	শরপুখ	... ২৮০
"	স্ববিবরক	... ৩২৬	কুরঙে	ভাগী	... ১৮৮
"	বেতস	... ২৭৪	কুঠে	ধাতকী	... ২
উরোগ্রহে	পুত্রঞ্জীষ	... ৭৩	"	বিষ	... ২৩
"	বলা	... ১২৬	"	পুনর্নবা	... ৭৮
"	শজিনা	... ২২৩	"	বাসক	... ১৪৬
"	সুধাবর্ড	... ৩০২	"	ভন্নাতক	... ১৮৩
কচ্ছু প্রভৃতিতে	বচা	... ১০২	"	মালতী	... ২১৮
কুটীভক্ষুরূপে	মাধবী	... ২১২	"	লোত্র	... ২৬৭
কর্ডরোপে	হরীতকী	... ৩৪১	"	শিরীষ	... ২২৭
কর্ণটৈল গতে	শতাবরী	... ২৭৭	"	সপ্তপর্ণ	... ৩০৮
কর্ণমূল শোধে	সর্ষপ	... ৩১৩	"	সোমরাজী	... ৩০৫
কর্ণরোপে	ধুতুর	... ৯	"	হরিত্রা	... ৩৪৫
"	লাঙ্গলী	... ২৬৪	"	মিণ্ডা	... ৩২২
"	মূলক	... ২৩৭	কৃমিকর্মে	বৃহতী	... ২৭১
কর্ণশূলে	শজিনা	... ২২৪	কৃমিদণ্ডে	সোমরাজী	... ৩০৫
"	মুহী	... ৩২২	"	বিহু	... ৩৪২
"	মূলক	... ২৩৭	কৃমিরোপে	ধুতুর	... ৯
কাষলায়	বিষ	... ২৪	"	বিষ	... ২৪
কার্ণো	মধুবটী	... ২০৩	"	পলাশ	... ৫৩
কাসে	ধাতক	... ৩	"	পারিতন্ত্র	... ৩১
"	পিন্নলী	... ৬৬	"	পিন্নলী	... ৬৬
"	বদর	... ১১২	"	যবানী	... ২৪৫
"	ভাগী	... ১৮৮	"	শিগু	... ২২৩
"	ভৃঙ্গরাজ	... ১১৪	কেশের অকালপকতার	বিষ	... ২৪
"	মরিচ	... ২১১	কপক্কীকরণে	বহবার	... ১৩৪
"	মুস্তক	... ২৩২	গণ্ডবালার	ভাগী	... ১৮৮
"	মূলক	... ২৩৭	"	লাঙ্গলী	... ২৬৪
"	লোত্র	... ২৬৭	"	সুতিতিকা	... ২২৫
"	মিণ্ডা	... ৩২২	"	মিণ্ডা	... ৩২২

বনৌষধিদর্পণঃ ।

গর্ভশুকে	মধুঘটি	... ২০৩	অরে	পটোল	... ৩৩
গলরোগে	পল্লবক	... ৪৪	"	পদ্ম	... ৩৯
গলশুতিকায়	যবানী	... ২৪৫	"	পিপ্পলী	... ৬৫
গাত্রদৌর্গন্ধ্যে	বিষ	... ১৬১	"	পুনর্নবা	... ৭৯
"	মুণ্ডিতিকা	... ২২৪	"	পৃষ্ণিপর্ণী	... ৮৭
"	হিলমোচিকা	... ৩৫৩	"	বলা	... ১২৫
গুদনির্গমে	পদ্ম	... ৩৯	"	মহাবলা	... ১২৫
গুল্মে	পলাশ	... ৫৩	"	বাসক	... ১৪৬
"	পীলু	... ৭১	"	বিদারী	... ১৫৪
"	ভ্রাতক	... ১৮৩	"	বিষ	... ১৬১
"	রসোন	... ২৫০	"	মূলক	... ২৩৭
"	শরপুষ্কা	... ২৮০	"	মুর্খা	... ২৪০
"	মুহী	... ৩২৮	"	রসোন	... ২৫০
"	হরীতকী	... ৩৪১	"	শতাবরী	... ২৭৭
গৃধ্রসীতে	বিষ	... ২৪	"	সিন্দুবার	... ৩২৩
"	পিপ্পলী	... ৬৬	"	বৃহতী	... ২৭০
"	বৃহতী	... ২৭০	"	বেতস	... ২৭৪
"	শিংগপা	... ২৮৯	"	শিংগপা	... ২৮৯
"	শেকালিকা	... ৩০৩	"	শিগ্রু	... ২১৩
গ্রহীভূতে শুক্রে	পাঠা	... ৫৭	"	শিরীষ	... ২৯৭
গ্রহণীতে	বিষ	... ১৬১	"	শেকালিকা	... ৩০৩
"	মধুক	... ২০৭	"	হরীতকী	... ৩৪২
"	বৃহতী	... ২৭০	ভূক্ষার	ধাত্তক	... ৩
চর্মদলে	সর্বপ	... ৩১৩	"	বিষ	... ২৩
"	যচা	... ১০২	"	পৃষ্ণিপর্ণী	... ৮৭
চর্মরোগে	বিষ	... ২৩	দক্রতে	শঙ্কিনা	... ২৯৩
"	মুণ্ডিতিকা	... ২২৫	দন্তকুমিতে	সপ্তপর্ণ	... ৩০২
চন্দনে	বকুল	... ৯৭	"	মুহী	... ৩২৯
চিমে	হরীতকী	... ৩৪২	"	বীজিনী	... ২৮
জলোদরে	বকুল	... ১৩০	দন্তরোগে	যবানী	... ২৪৫
জিহ্বারোগে	মাধক	... ২১৪	"	সর্বপ	... ৩১৩
অরে	বিষ	... ২৩	বর্ষাকরদটে	সিন্দুবার	... ৩২২

রোগানুসারিণী হটী।

১৩

মস্তাক্ষো	ভৃঙ্গরাজ	... ১২৪	পুতনাপ্রতিষেধে	পারিত্যজ	... ৬০
নষ্টশল্যে	লাঙ্গলী	... ২৬৫	"	বক্ষণ	... ১১৫
নিহ্নানামে	পিঙ্গলী	... ৬৬	"	শোণাক	... ৩০৫
"	পুনর্নবা	... ৭২	"	শ্যামালতা	... ৩১৮
"	মরিচ	... ২১১	পুতিকর্পে	মালতী	... ২১২
"	বৃহতী	... ২৭০	"	নির্ভীতা	... ৩২৩
নেত্ররোগে	নিম্ব	... ২৪	প্রদরে	মাগকেশর	... ১৪
"	পুঙ্গাণ	... ৭৪	"	বট	... ১০৬
"	পলাশ	... ৫৩	"	বলা	... ১২৫
"	পৃম্বিপনী	... ৮৭	"	রাঙ্গানন	... ২৫৩
"	বট	... ১০৬	"	রোহিতক	... ২৫২
"	বিভীতক	... ১৫৭	"	লোম্ব	... ২৬৮
"	মধুযষ্টি	... ২০৪	"	শামলী	... ২৮৬
"	মূর্কা	... ২৪০	প্রবাহিকার	ধাতকী	... ২
"	লোম্ব	... ২৬৮	"	পিঙ্গলী	... ৬৫
"	শ্যামা	... ৩১৮	"	বদর	... ১১২
"	পিংলপা	... ১৮৯	"	লোম্ব	... ২৬৮
"	ধূতুর	... ৯	"	সুর্ধাবর্জ	... ৩৩১
"	হরীতকী	... ৩৪২	"	সোমরাজী	... ৩৩৪
"	শজিনা	... ২৯৩	মীহোদরে	বদরী	... ১১১
নেত্রবাধায়	হিঙ্গল	... ৩৫২	"	ভল্লিতক	... ১৮৪
নেত্রশ্রাবে	মুত্তিতিকা	... ২২৪	"	মাগক	... ২১৪
পতিতত্তবে	নিম্ব	... ২৪	"	রোহিতক	... ২৫৮
পরিপাকার্ধ	মরিচ	... ২১১	"	শরপুখ	... ২৮০
"	ভৃঙ্গরাজ	... ১২৪	"	শামলী	... ২৮৬
পলিতে	ধূতুর	... ৯	"	শিগু	... ২৯৩
পাককারীতে	মধুযষ্টি	... ২০৩	কিরঙ্গরোগে	পীতবলা	... ১২৫
পাতুরোগে	হরীতকী	... ৩৪১	বধিরতার	বিম্ব	... ১৩১
"	পলাশ	... ৫৩	"	মুহলী	... ২২৮
পিঙ্গাভিব্যঞ্জে	লবঙ্গ	... ২৬০	"	সোমরাজী	... ৩৩৫
পিপাসায়	মরিচ	... ২১১	বমনে	বালক	... ১৪১
পীনসরোগ	পলাশ	... ৫৩	"	বিম্ব	... ১৩১
পুত্রলাভার্ধ					

द्रव्यानुसारिणी सूची ।

संस्कृत नाम ।	पृष्ठा ।	लाटिन् नाम ।
*अजमोदा	... २४३	Seseli Indicum.
अजगन्धी	... २४१	
*अतिवला	... ११७	Sida Rhombifolia, S. Asiatica (Roxb.)
अतिमुक्तकः	... २१५	
*अमला	... २१५	Asclepias pseudosarsa, Hemidesmus Indicus.
अमार्थतिककः	... १८८	
अवलुजा	... ३३३	
अभया	... २३६	
अभीरुः	... २७४	
अम्बुषा	... ५५	
अरलुः	... ३०४	
अरिष्टः	... १८	
अरुष्करः	... १८०	
अलम्बुषा	... ३२३	
अश्वः	... १५५	
आदित्यभक्ता	... ३३०	
*आम्रगन्धि हरिद्रा	... ३४४	Curcuma Amada-
आस्फोता	... ३१५	
उदीचाः	... १३८	
उम्भनः	... ६	
उपकुल्या	... ६२	
ऊषणः	... २०८	
कषा	... ६२	
*कष्टपुष्पा	... २७८	Galega Spinosa.
कनकः	... ६	
कमलः	... ३४	
कर्पूरहरिद्रा	... ३४४	
कर्बुदारः	... १३२	
कलिकारी	... २६२	
कमुकः	... ८१	

संस्कृत नाम ।	पृष्ठा ।	लाटिन् नाम ।
*क्रीतकं (स्थलजम्)	... २०२	Glycyrrhiza Glabra (of Arabia).
*क्रीतकम् (जलजम्)	... २०२	Glyeyrrhiza Glabra (of Egypt).
किंशुकः	... ५०	
किराततिक्तकः	... १८८	
कीचकः	... १३५	
कुमुदम्	... ३७	
कुलकः	... ३०	
कुसुम्बुकः	... ३	
*कूटशाकली	... २८३	Bombox Gosypinum.
कृष्णा	... ६२	
*कृष्णधूम्रः	...	६ Datura Fastuosa ; Dhatura Tatula.
कृष्णमूली	... २१५	
*कृष्णराजिका	... २११	Brassica Nigra.
कृष्णसारिवा	... २१५	
*केशराजः	... १८१	Eclipta Erecta.
*कवर्त्तमुक्तकः	... २२८	Cyperus Tenuiflorus.
कौशिक्यः	... २८२	
खुरासानी यवानी	... २४३	
*गन्धप्रियङ्गुः	... ८०	Aglaia Roxburghiana.
*गृध्रमम	... २३३	
*गोष्ठवार्त्ताकः	... १६६	Solanum Stramonifolium.
*चतुष्पदी	... २१८	Plectranthus Monadelphus. P. Strobiliferus.
चन्द्रलिङ्गा	... २३३	
*वासाण्यमूलकम्	... २३३	
चारः	... ६७	
*बिक्रषीपुगः	... ८१	Peper betel
*जलमधुकः	... २०५	Bassia Longifolia.
*जलवेतसः	... १७२	Calamus Fasciculatus.
*जालवर्धूरः	... १२७	
*जीर्बदाहः	... १६३	Lettsomia Argentea.
तिक्तशकः	... ११५	
तिरीटकः	... २६५	

संस्कृत नाम ।	पृष्ठा ।	लाटिन् नाम ।
तिल्वकः	... २६५	
*तृषराखा	... २५४	
दीप्यकः	... २४३	
देवकुसुमम्	... २५८	
*द्वेनलः	... १२	
*धातकी	... १	Woodfordia floribunda.
*धान्यकः	... ३	Coriandrum Sativum.
*धुसूरः	... ६	Datura Alba, Dhatura Matel.
*नलः	... ११	Arundo Karka, Phragmites Karka.
न्ययीधः	... १०४	
*नागकीशरः	... १३	Mesuaferrea, M. Roxburgha.
*नागबला	... ११७	Sida Graveolens.
*नागरमुसकः	... २२८	Cyperus pertenuis.
*नारिकेलः	... १५	Cocos Nucifera.
निकुञ्जकः	... १७२	
निचुलः	... २५१	
*निर्गुण्डी	... ३२०	Vitex Negundo, V. Paniculata.
*निम्बः	... १८	Azadirachta Indica, Melia Azadirachta.
*नीलिनी	... २७	Indigofera Tinctoria.
नीली	... २७	
*पटीलः	... ३०	Trichosanthes Dioica.
पष्ठा	... ३३६	
*पद्मम्	... ३४	Nelumbium Speciosum.
*पद्मकम्	... ४१	Prunus Pudum.
*पद्मकम्	... ४३	Grewia Asiatica.
*पर्पटः	... ४५	Oldenlandia herbacea, O. Biflora.
*पलाखुः	... ४७	Allium Ceba.
*पलायः	... ५०	Butea frondosa.
*पाठा	... ५५	Clypea hernendifolia, Cissampelos hexendra, C. Pareira.
पारिजातः	... ५८	
*पारिभद्रः	... ५८	Erythrina Indica, E. Corallodendron.

संस्कृत नाम ।	पृष्ठा ।	लाटिन् नाम ।
पालिधा	... ५८	
*पिच्छमूलकम्	... २३३	
*पिप्पली	... ६२	Piper Longum.
*पियालः	... ६७	Buchanania Latifolia.
*पील	... ६८	Salvadora Persica.
*पुच्छरीकः	... ३७	
*पुत्रंजीवः	... ७२	Putranjiva Roxburghii.
*पुन्नागः	... ७३	Calophyllum Inophyllum.
*पुनर्नवा	... ७५	Boerhavia Diffusa, Trainthema Monogyna.
*पूगहृत्	... ८१	Areca Catechu.
*पृश्निपर्णी	... ८५	Uraria Logopoides.
*प्रसारणी	... ८८	Pæderia Foetida.
*प्रियङ्गुः	... ९०	Aglaia Roxburghiana.
*वकुलः	... ९५	Mimusops Elengi.
*वचः	... ९८	Acarus Calamus.
वसुलः	... १०२	
*वटः	... १०४	Ficus Bengalensis.
*वटपत्री	... २२८	Plectranthus Secundus.
*वदरः	... १०७	Ziziphus Jujuba.
*वनहरिद्रा	... ३४४	
वन्धयवानी	... २४३	
*वला	... ११७	Sida Cordifolia.
*वल्गुलः	... १२७	Acacia Arabica.
वहुपुत्रा	... २०४	
*वहुवारः	... १३२	Cordia Latifolia.
*वंशः	... १३५	Bambusa Arundinacea.
वाकुची	... ३३३	
वानीरः	... १०२	
*वासकम्	... १३८	Valeriana officinalis.
*वासकः	... १४३	Adhatoda Vasica, Justicia Adhatoda.
वासनी	... २१५	
वाङ्गीकम्	... ३४७	

संस्कृत नाम ।	पृष्ठा ।	लाटिन् नाम ।
*वात्तीकी	... १६६	Solanum Melongena.
*विडङ्गः	... १४८	Embelia Ribes.
*विदारो	... १५१	Ipomæa Digitata.
*विभीतकः	... १५५	Terminalia Bellerica.
*विन्धः	... १५८	Aegle Marmelos.
वृत्तमल्लिका	... २१५	Tuscan Jasmine.
*वृद्धदारकः	... १६३	Argyreia Speciosa.
*वृद्धती	... १६६	Solanum Indicum.
वेणुः	... १३५	
*वेतसः	... १७२	Calamus Rotang.
वैदेही	... ६२	
*भद्रमुस्तकः	... २२८	Cyperus Tuberosus.
*भस्मातकः	... १८०	Semecarpus Anacardium.
*भार्गी	... १८६	Siphonanthus Indica.
भिल्ली	... २६५	
भूकदम्बः	... २२३	
*भूकर्णुदारः	... १३२	Cordia Myxa.
*भूमिन्धः	... १८८	Swertia Chirata.
*भूवदरः	... १०७	Ziziphus Napeca.
भूषेलुः	... १३२	
*भृङ्गराजः	... १८१	Wedelia Calendulacea.
*मञ्जिष्ठा	... १८५	Rubia Munjistha.
*मच्छुकपर्णी	... १७५	Hydrocotyle Asiatica.
*मदमः	... १८७	Randia Dumetorum.
*मधुक्तः	... २००	Glycyrrhiza Glabra.
*मधुक्तः	... २०५	Bassia Latifolia.
मधुयष्टिः	... २००	
मधुरसा	...	
*मरिचम्	... २०८	Piper Nigrum.
*मल्लिका	... २१५	Jasminum Zambac.
*महामिन्धः	... १८	Melia Azedarach, M. Bukayun.
महापत्रः	... २१३	

संस्कृत नाम ।	पृष्ठा ।	लाटिन् नाम ।
*महारसीनः	... २४७	
*महाबला	... ११७	Sida Rhomboidea.
महाशतावरी	... २७४	Asparagus Surmentosus.
महाश्रावणिका	... २२३	
मागधी	... ६२	
*माधवीलता	... २१५	Gaertnera Racemosa.
*माणकः	... २१९	Alocasia Indica.
*मालतीलता	... २१५	Echites Caryophyllata.
*मार्कव.	... १८१	
*माषपर्णी	... २१८	Teramnus Labialis.
*मुचकुन्दः	... २२२	Petrospermum Suberifolium.
*मुञ्जः	... १२	Saccharum Munja.
*मुष्टितिका	... २२३	Sphaeranthus Indicus.
*मुद्गपर्णी	... २१८	Phaseolus Mungo.
*मुषली	... २२६	Curculigo Orchioides.
*मुस्तकः	... २२८	Cyperus Rotundus.
*मूर्धा	... २३८	Sanseviera Zeylanica.
*मूलकः	... २३३	Raphanus Sativus.
*मूलराम्ना	... २५४	Inula Helenium (?)
मीषा	... २८३	
*रसीनः	... २४७	Allium Sativum.
*राजपलाण्डुः	... ४८	
*राजादनः	... २५२	Mimusops Indica.
*राजिका	... ३११	Brassica Juncea.
*रामठम्	... ३४७	Gum resin of Ferula Foetida.
*राष्ठा	... २५४	Vanda Roxburghii (?)
*रोहितकः	... २५७	Amoora Kohituka.
*लवणदरः	... १०७	Ziziphus Napeca.
*लवङ्गम्	... २५८	Caryophyllus Aromaticus.
*लीधः	... २६५	Symplocos Racemosa.
*शङ्खुपी	... २६८	Pladera Decussata.
*शतपुष्पा	... २७१	Pencedanum Graveolens.

संस्कृत नाम ।	पृष्ठा ।	लाटिन् नाम ।
*शतावरी	... २७४	Asparagus Racemosus.
शताह्व	... २७१	
*शरः	... १२	Saccharum Sara.
*शरपुष्पा	... २७२	Tephrosia purpuria.
*शाखीटः	... २८२	Ficus Asperrima.
*शाकाली (रक्तः)	... २८३	Bombox Malabaricum.
*शावरलोध्रः	... २६५	
*शिशपा	... २८७	Dalbergia Sissoo.
*शियुः (श्वेतः)	... २८८	Hyperanthera Moringa.
शितिवारः	... ३२४	
*शिरीषः	... २८५	Mimosa Sirissa.
*शिलाभिदः	... २८८	Plectranthus Aromaticus.
शिलावल्कः	... २८८	
शिव	... ३३६	
*शुक्लरोहितकः	...	The male tree of Amoor Rohituka.
*शुक्लसारिषा	... ३१५	Echites Frutescens.
*शूरणः	... ३००	Amorphophallus Campanulatus.
*शेफालिका	... ३०२	Nyctanthes Arborescens.
शुलु	... ३३२	
*श्यामा	... ३१५	Echites Frutescens.
*श्लोवाकः	... ३०४	Oroxylum Indicum.
श्रीफलम्	... ३५८	
श्लेष्मातकः	... ३३२	
*सप्तपर्णः	... ३०६	Alstonia Scholaris.
सरली	... ८८	
*सर्षपः	... ३११	
सहस्रबीर्षा	... ३७४	
खलपत्रम्	... ३१३	
*सारिषा	... ३१५	Asclepias Pseudosarsa, Hemidesmus Indicus.
*सिद्धार्थः	... ३११	Brassica campestris.
*मुनिवचकः	... ३२४	Marsilea Quadrifolia.
सुवर्चला	... ३३०	

संस्कृत नाम ।	पृष्ठा ।	लाटिन् नाम ।
*सूर्यावर्तः	... ३३०	Cleome Viscosa, Gynandropsis Peutrephylla.
*सुङ्गी	... ३२६	Euphorbia Ligularia.
*मेहुण्डः	... ३२६	Euphorbia Neriifolia.
*सोमराजी	... ३३३	Serratula Anthelmintica.
*मौगन्धिकम्	... ३७	
हंसपादी	... १७८	
*हरीतकी	... ३३६	Terminalia Chebula.
*हिङ्गु	... ३४७	The gum resin of Ferula Alliacea.
*हिज्जलः	... ३५१	Barringtonia Acutangula.
*हिलमीचिका	... ३५३	Enhydra Fluctans.
क्रीविरम्	... १३८	
*सुद्रउत्पलत्रयम्	... ३७	
सुद्रघ्न भ्रातकः	...	
*वीरपलाण्डुः	... ४८	
*वीरविदारो	... १५१	

रोगानुसारिणी सूची ।

अवयव्ये	पृश्निपर्णी ... ८५	अतिसारे	कीशराजः ... १८३
"	प्रियङ्गु ... ८१	"	मुस्तकः ... २३०
"	विडङ्गः ... १४८	"	भद्रमुस्तकः ... २३०
"	मुस्तकः ... २३०	"	लोध्रः ... २६६
"	राम्ना ... २५५	"	शतावरी ... २७५
"	शिरौषः ... २८६	"	शाक्यली ... २८४
"	अनन्ता ... ३१६	"	श्लोणाकः ... ३०४
"	हिङ्गु ... ३४७	"	हरीतकी ... ३३८
"	कुङ्कुम ... ३२७	"	हिज्जलः ... ३५१
अजीर्णे	धान्यकः ... ४	"	वचा ... ८८
"	धुतूरः ... ७	अनागतावाधप्रतिषेधे	लोध्रः ... २६६
"	हरीतकी ... ३४०	अन्तर्दाहं	धान्यकः ... ४
"	वचा ... १००	अपच्याम्	मुष्टितिका ... २२३
अञ्जनदीपे	वरुणः ... ११२	"	शरपुष्पः ... २७८
अतिनिद्रायाम्	मरिचम् ... २१०	"	शियुः ... २८१
अतिसारे	धान्यकः ... ४	अपस्मारि	ब्राह्मी ... १७५
"	नागकीसरम् ... १४	"	भार्गी ... १८७
"	पद्मम् ... ३६	"	मधुयष्टिः ... २०१
"	पलाशः ... ५१	"	मुस्तकः ... २७१
"	पाठा ... ५६	"	रसीनः ... २४८
"	पियालः ... ६७	"	वचा ... ८८
"	पृश्निपर्णी ... ८६	"	सर्षपः ... ३१२
"	प्रियङ्गुः ... ८१	अक्षपित्ते	पारिभद्रः ... ६०
"	वहरः ... १०८	"	पिप्पली ... ६४
"	वज्रलः ... १२८	"	भृङ्गराजः ... १८२
"	वालकम् ... १४०	अरुं चिक्यायाम्	निम्बः ... २०
"	विभीतकः ... १५६	अरीचकी	वचा ... ८८
"	बिल्वः ... १६०	अर्द्धावमेदकी	नारिकेलः ... १६

रीगानुसारिणी सूची ।

२०

अर्धावभेदके

विहङ्गः	... १४८	अर्धःसु
मधुयष्टिः	... २०१	"
वटः	... १०४	अशमश्याम्
शरणः	... २०१	"
धान्यकः	... ४	"
नागकेसरम्	... १२	"
पद्मम्	... ३६	"
पलाण्डुः	... ४७	आनाहं
पलाशः	... ५१	आमवातं
पाठा	... ५६	"
पिप्पली	... ६३	"
पीलः	... ७०	इन्द्रलसं
प्रश्निपर्णी	... ८५	"
वदरः	... १०८	"
वरुणः	... ११२	"
वला	... ११८	"
वंशः	... १२७	"
वालकम्	... १४०	उतकामं
वामा	१४४, १४५	उदररोगं
विल्वः	... १६०	"
भस्मातकः	... १८१	"
मूलकम्	... २३५	"
भेषजकी	... २४१	उदावर्तं
यवानी	... २४४	"
राक्षा	... २५५	उदहं
शतपुष्पा	... २७२	"
शताहरी	... २७५	उष्णार्द्रं
शियः	... २८०	"
शूरबः	... ३०१	"
श्यामालता	... ३१६	"
इरीतकी	३२८, ३२९	"

वचा	... ८८
वृद्धी	... १६८
पुनर्नवा	... ७६
विभीतकः	... १५६
शियः	... २८०
इरीतकी	... ३२८
वृद्धी	१६९, १६८
पीलः	... ७०
पुनर्नवा	... ७७
प्रसारणी	... ८८
मुष्णितिका	... २२४
धुसूरः	... ७
निम्बः	... २१
भस्मातकः	... १८२
वृद्धी	... १६८
लाङ्गली	... २६७
वृद्धी	... १६८
अवकम्	... २६०
मग्नकपर्णी	... १७५
माषकः	... २१२
इरीतकी	... ३२८
वृद्धी	... २२७
वचा	... १००
मधुयष्टिः	... २०१
निम्बः	... २१
मधुयष्टिः	... २०१
वला	... १२१
धुसूरः	... ७
वाङ्गी	... १७६
शतपुष्पी	... २७०
वचा	... ८८

उपदेश	पुगफलम्	... ८२	कासे	मरिचम्	... २०८
"	बबूलः	... १२८	"	मुस्तकः	... २३०
उरःक्षते	पुनर्नया	... ७७	"	मूलकम्	... २३५
"	नागबला	... १२१	"	लोध्रः	... २६६
ऊरुसम्भे	पटीलः	... ३१	"	निर्गुण्डी	... ३२१
"	पिप्पली	६३, ६४	"	सुनिषस्कः	... ३२५
"	सर्षपः	... ३१२	"	वृद्धती	... १६८
"	सुनिषस्कः	... ३२५	कुरण्डे	भागी	... १८७
"	वेतसः	... १७३	कुष्ठे	धातकी	... १
उरीयहं	पुवञ्जीवः	... ७२	"	निम्बः	... २०
"	बला	... १२१	"	पुनर्नवा	... ७६
"	शियुः	२८१, २८२	"	वासकः	... १४४
"	सूर्यावर्तः	३३०, ३३१	"	भस्मातकः	... १८२
कण्डुप्रभृतिषु	वशा	... १००	"	मालती	... २१६
कटीतनुकरणे	माधवी	२१६, २१७	"	लोध्रः	... २६६
कण्ठरोगे	हरीतकी	... ३४१	"	शिरिषः	... २८६
कर्णतैलगते	शतावरी	... २७५	"	सप्तपर्णः	... ३०७
कर्णमूलशीथे	सर्षपः	... ३१२	"	सीमराजी	... ३३४
कर्णरोगे	धुस्तूरः	... ७	"	हरिद्रा	... ३४५
"	लाङ्गली	... २६३	"	निर्गुण्डी	... ३२१
कर्णशूल	मूलकम्	... २३५	कृमिकर्णे	वृद्धती	... १६८
"	शियुः	... २८१	कृमिदन्ते	सीमराजी	... ३३४
"	सुङ्गी	... ३२८	"	हिङ्गुः	... ३४७
"	मूलकम्	... २३५	कृमिषु	धुस्तूरः	... ७
कामलायाम्	निम्बः	... २१	"	निम्बः	... २२
काष्ठी	मधुयष्टिः	... २००	"	पलाशः	... ५१
कासे	धान्यकः	... ४	"	पारिभद्रः	... ५८
"	पिप्पली	... ६३	"	पिप्पली	... ६३
"	बदरः	... १०८	"	यवानी	... ३४४
"	भागी	... १८७	"	शियुः	... २८१
"	भङ्गराजः	... १८२	कीमकृन्तीकरणे	बहुवारः	... १३३

रोगानुसारिणी सूची ।

१८

केशरुणीकरणं	भृङ्गराजः	... १८२	चर्मरोग	मुष्टितिका	... २२३
गण्डमालायां	भागी	... १८७	चलदन्ते	वकुलः	... ८६
”	मुष्टितिका	... २२३	चिप्ये	हरीतकी	... ३४०
”	लाङ्गली	... २६३	जलोदरे	वभूलः	... १२८
”	निर्गुण्ठी	... ३२१	जिह्वारोग	माथकः	... २१३
गर्भे शुष्के	मधुयष्टिः	... २००	ज्वरातिसारे	धातकी	... २
गलरोग	परुषकः	... ४३	ज्वरे	निम्बः	२०, २१
गलशुण्डिकायां	यवानी	... २४४	”	पटोलः	... ३१
गात्रदौर्गन्ध्यं	बिल्वः	... १६०	”	पद्मं	... ३७
”	मुष्टितिका	... २२३	”	पिप्पली	... ६३
”	हिलमीषिका	... ३५३	”	पुनर्नवा	... ७६
गुदनिर्गमं	पद्मम्	... ३६	”	प्रश्निपर्णी	... ८६
गुल्फं	पलाशः	... ५१	”	बला	... ११८
”	पीलुः	... ७०	”	महाबला	... १२०
”	भल्लातकः	... १८२	”	वासकः	... १४४
”	रसोमः	... २४८	”	विदारो	... १५२
”	शरपुङ्गुः	... २७८	”	बिल्वः	... १५८
”	सुही	... ३२७	”	नूलकम्	... २३५
”	हरीतकी	... ३३८	”	सुर्वा	... २३८
गृध्रस्यां	निम्बः	... २१	”	रसोमः	२४८, २४९
”	पिप्पली	... ६४	”	शतावरी	... २७५
”	हृत्ती	... १६८	”	सिन्दुवारः	... ३२१
”	त्रिंशपा	... २८८	”	हृत्ती	... १६८
”	शफालिका	... ३०२	”	वैतसः	... १७३
यन्वीभूतं शुक्लं	पाठा	... ५६	”	त्रिंशपा	... २८८
यङ्गुलाम्	बिल्वः	... १६०	”	शियः	... २८१
”	मधुकः	... २०४	”	श्रीरीषः	... २८६
”	हृत्ती	... १६८	”	शफालिका	... ३०२
चर्मदले	सर्षपः	... ३१२	”	हरीतकी	... ३४०
”	बचा	... १००	दृष्यायां	धान्यकः	... ४
चर्मरोग	निम्बः	... २०	”	निम्बः	... २०

तृणायी	पृश्निपर्णी	... ८५	परिपाकार्थं	निम्बः	... २१
दद्रौ	शियुः	... २८२	„	मरिचम्	... २१०
दन्तकामिषु	सप्तपर्णः	... ३०७	पाददार्यां	धुसूरः	... ७
„	सुही	... ३२७	पाण्डुरोगे	मधुयष्टिः	... २०१
„	नीलनी	... २८	„	हरीतकी	... ३३८
दन्तरीगे	यवानी	... २४४	पालित्ये	निम्बः	... २१
„	सर्षपः	... ३१२	„	भङ्गराजः	... १८२
दर्वीकरदष्टे	सिन्दुवारः	... ३२१	पित्ताभिषान्दे	पलाशः	... ५१
मक्ताभ्ये	भङ्गराजः	... १८३	पिपासायां	लवङ्गम्	... २६०
„	मरिचम्	... २०८	घ्नोमसे	मरिचम्	... २१०
मष्टशाल्ये	लाङ्गली	... २६३	पुत्रलाभार्थं	पलाशः	... ५१
निद्रानाशं	पिप्पली	... ६४	पूतनाप्रतिषेधे	पारिभद्रः	... ५८
„	पुनर्नवा	... ७७	„	वरुणः	... ११३
„	मरिचम्	... २१०	„	श्रीणाकः	... ३०४
„	बृहती	... १६८	„	श्यामाकः	... ३१६
नेत्ररीगे	निम्बः	... २१	पूतिकर्णे	मालती	... २१६
„	पुत्रागः	... ७४	„	निर्गुण्डी	... ३२१
„	पलाशः	... ५१	प्रदरे	नागकेसरः	... १३
„	पृश्निपर्णी	... ८६	„	वटः	... १०५
„	वटः	... १०५	„	वदरः	... ११०
„	विभीतकः	... १५६	„	बला	... १२०
„	मधुयष्टिः	... २०१	„	राजादनः	... २५३
„	मूर्धा	... २३८	„	रोहितकः	... २५८
„	लोधः	... २६६	„	लोधः	... २६६
„	श्यामा	... ३१६	„	शाल्मली	... ३८५
„	शिंशपा	... २८८	प्रमेहे	हरिद्रा	... ३४४
„	धुसूरः	... ७	प्रवाहिकायां	धातकी	... २
„	हरीतकी	... ३३८	„	पिप्पली	... ६३
नेत्रव्यथायां	शियुः	... २८१	„	वदरः	... ११०
नेत्रसावे	द्विज्वलः	... ३५१	„	लोधः	... २६६
पतितयोः समयोः	मुण्डितिका	... २२३	„	सूर्यावर्तः	... ३३०

रोगानुसारिणी सूची ।

११

प्रवाहिकायां	सोमराजी	... २२२	वातरक्त	ग्रतावरी	... २०६
प्रीहीदरे	वदरी	... १०८	"	मर्षपः	... ११२
"	भस्मातकः	... १८२	"	हरीतकी	... १३८
"	माषकः	... २१३	"	शियुः	... २८१
"	रोहितकः	... २५८	वातबिकारी	बला	... १२१
"	शरपुत्रः	... २७८	वातव्याधी	पटीलः	... १२
"	शाल्मली	... २८५	"	पारिभद्रः	... ६०
"	शियुः	... २८१	"	पुनर्नवा	... ७७
फिरङ्गरीग	पीतवला	... १२०	"	पूगफलम्	... ८२
वमने	वालकम्	... १४०	"	प्रसारणी	... ८८
"	विल्वः	... १६०	"	नागबला	... ११८
"	मधुयष्टिः	... २०१	"	बला	... १२०
"	मुस्तकः	... २३०	"	हृद्ददारकः	... १६३
"	कैवर्त्तमुस्तकः	... २३०	"	मरिचम्	... २०८
"	मूर्वा	... २३८	"	रसीनः	... २४८
"	हरीतकी	... २३८	"	राजा	... २५५
"	हृत्ती	... १६८	"	ग्रामाकः	... २१६
वलज्जनमार्थं	हरीतकी	... २३८	वाधिव्यं	विल्वः	... १६०
बन्नीके	शरणः	... २०१	"	मुषली	... २२०
वस्त्रेनुलीमार्थं	पूगफलम्	... ८२	"	सोमराजी	... २३४
वाजीकरणे	विदारी	... १५२	विट्ठी	पाठा	... ५६
"	माषपर्णी	... २२०	"	पुनर्नवा	... ७७
वातज्वदनायां	वरुणः	... ११४	"	वरुणः	... ११४
वातरक्ते	धान्यकः	... ४	"	शियुः	... २८१
"	निम्बः	... २१	"	त्रैतशियुः	... २८१
"	पिप्पली	... ६३	विषदुष्टे चक्षुने	भस्मातकः	... १८२
"	प्रन्निपर्णी	... ८५	"	मेषशङ्गी	... २४१
"	बला	... ११८	विषे	धन्तूरः	... ७
"	मधुयष्टिः	... २००	"	निम्बः	... २१
"	मुञ्जितिका	... २२३	"	पटीलः	... ११
"	शतपुष्पा	... २७२	"	पुनर्नवा	... ७७

विषे	बहुवारः	... १२३	व्यङ्गे	शाल्मली	... २८५
"	वंशः	... १२७	ब्रणरीपणे	धातकी	... १
"	सप्तपर्णः	... ३०७	ब्रणशीघने	निम्बः	... २१
"	वृद्धती	... १६८	"	वला	... ११८
"	वेतसः	... १७३	ब्रणनिर्वापणे	वटः	... १०४
"	शिरौषः	... २८६	"	वला	... ११८
"	सुनिषक्तकः	... ३२५	"	शाल्मली	... २८४
विसर्पे	नलः	... १२	ब्रणे	मधुयष्टिः	... २०१
"	प्रियङ्गुः	... ८१	"	भद्रमुक्तकः	... २३१
"	वला	... ११८	"	लीधः	... २६६
"	बहुवारः	... १२३	"	शरपुष्कः	... २७८
"	बालकम्	... १४०	"	शाल्मली	२८४, २८५
"	विदारौ	... १५२	"	सारिवा	... ३१६
"	विभीतकः	... १५६	ब्रध्ने	भागौ	... १८७
"	भृङ्गराजः	... १८२	भघ्ने	पृन्निपणी	... ८६
"	मुक्तकः	... २३१	भक्षकार्पा	वदरः	... ११०
"	भूलकम्	... २३५	मदात्यये	पटीलः	... ३१
"	शतावरी	... २७५	"	परुषकः	... ४३
"	निर्गुल्ली	... ३२०	"	पीलुः	... ७०
"	शियुः	... २८०	"	पुनर्नवा	... ७६
"	शिरौषः	... २८६	"	वदरः	... १०८
विस्फोटे	पुत्रञ्जीवः	... ७२	"	वला	... ११८
वृद्धी	धला	... १२०	"	बालकम्	... १४०
"	वचा	... १००	"	भद्रमुक्तकः	... २३०
"	हरीतकी	... ३३८	"	मुक्तकः	... २३०
हृदिकदंशने	पलाशः	... ५२	मसरिकायां	पूगफलम्	... ८२
हृदिकविषे	सूर्यावर्तः	... ३३१	"	बहुवारः	... १२३
व्यङ्गे	वटः	... १०५	"	वासकः	... १४५
"	वकचः	... ११४	"	ब्राह्मी	... १०६
"	मच्छिष्ठा	... १८६	"	वदरः	१०८, ११०
"	राजादनः	... ३५३	"	पटीलः	... ७२

मस्त्रिकाविषे	शतपुष्पा	... २७२	योनिसाहं	सूर्यावर्तः	... १३१
मुखप्रवृत्ते रुधिरं	पद्मम्	... ३७	योनिरोग	वृद्धी	... १६८
मुखकान्तिकरत्वे	मुषली	... २२७	योनिशूल	भङ्गराजः	... १२९
मुखरोगे	वचा	... १००	योनिस्रावे	प्रक्षः	... २४
सूत्रकण्ठे	अतिवला	... १००	योनिसते	लोधः	२६६, २६७
"	पद्मम्	... ३६	रक्तपित्ते	निम्बः	... २२
"	विदारी	... १५२	"	पटोलः	... ३१
"	शतावरी	... २७५	"	पद्मम्	... ३६
"	सुनिषण्णकः	... ३२५	"	पलाण्डुः	... ४७
सूत्ररोधे	पद्मम्	... ३७	"	पियालः	... ६७
"	शिलामंदः	... २८८	"	पृगफलम्	... ८२
सृष्टिकविषे	शरपुङ्गः	... २७८	"	प्रियङ्गुः	... ८१
"	पुनर्नवा	... ७६	"	प्रक्षः	... २४
"	माषपर्णी	... २२०	"	वटः	... १०५
"	मुद्गपर्णी	... २२०	"	बला	... ११८
"	श्यामाकः	... ३१६	"	बहुवारः	... १३३
"	नीलिनी	... २७	"	बालकम्	... १४०
"	शङ्खपुष्पी	... २७०	"	वासकः	१४३, १४४
मध्यावर्तनाथे	ब्राह्मी	... १७६	"	भृनिम्बः	... १८८
मध्यायुर्लामे	वचा	... ८८	"	सधुषष्टिः	... २०१
"	मच्छुकपर्णी	... १७६	"	सधुकः	... २०५
मंहे	निम्बः	... २०	"	मालती	... २१६
"	पाठा	... ५६	"	वनमल्लिका	... २१६
"	हरिद्रा	... ३४४	"	शतावरी	... २७६
"	मच्छिष्टा	... १८६	"	शान्दली	... २८४
"	रोहितकः	... २५७	"	सिन्दुवारः	... ३२१
"	शिंशुपा	... २८८	"	सुनिषण्णकः	... ३२५
"	सप्तपर्णः	... ३०७	"	इरीतकी	... ३३८
"	वनमल्लिका	... २१७	"	वेतसः	... १७३
यक्षधि	निर्गुण्डी	... ३२१	रक्तचूर्ता	शतावरी	... २७५
"	वेतसः	... १७३	रसहृद्यार्थ	मरिचम्	... २१०
योनिसाहं					

रसायनार्थं	पुनर्नवा	७६, ७७	शुक्ल	विलुः	... १६०
"	अतिवला	... ११८	"	मरिचम्	... २१०
"	नागवला	... ११८	"	माणकः	... २१२
"	विडङ्गम्	... १४८	"	लाङ्गली	... २६३
"	वृद्धदारकः	... १६३	"	सूर्यावर्तः	... ३३०
"	मण्डूकपर्णी	... १७५	"	वेतसः	... १७२
"	भस्मातकः	... १८१	"	हरीतकी	... ३३८
"	मधुयष्टिः	... २००	श्रीपदे	धुसूरः	... ७
"	महाशतावरी	... २७५	"	वला	... १२१
राजयज्ञानि	वला	... १२०	"	वृद्धदारकः	... १६३
रात्र्याभ्यं	शतावरी	... २७५	"	सर्षपः	... ३१२
शकुनी प्रतिषेधं	शतावरी	... २७५	"	हरीतकी	... ३३८
शर्करायां	नारिकेलपुष्पं	... १६	"	शरणः	... ३०१
"	शियुः	... २८०	"	हरिद्रा	... ३४५
शिरीरीगे	मेघशङ्गी	... २४१	श्विषे	शरपुङ्गः	... २७८
"	मुचुकुन्दः	... २२२	श्वसि	भागी	... १८६
शीतपित्तं	यवानी	... २४४	"	सप्तपर्णः	... ३०७
शुक्रवृद्धनार्थं	शाकली	... २८४	"	अमन्ता	... ३१६
शुक्ल	धान्यकः	... ४	"	शिरीषः	... २८६
"	नारिकेलः	... १६	श्विते	वालकम्	... १४०
"	प्रियङ्गुः	... ८१	"	सीमराजी	... ३३४
"	विदारो	... १५२	सिद्धे	मूलकम्	... २३५
"	विलुः	... १६०	सुखप्रसथार्थं	पाठा	... ५६
"	रसीनः	... २४८	सूर्यावर्तं	नारिकेलः	... १६
"	शतावरी	... २७६	स्कन्द प्रतिषेधं	विलुः	... १६०
"	शियुः	... २८१	"	अमन्ता	... ३१६
"	हरीतकी	... ३४०	स्तनोत्थितः पीड़ायां	धुसूरः	... ७
शोध	पटीलः	... ३१	सन्धर्वर्जनार्थं	पिप्पली	... ६३
"	पिप्पली	... ६६	"	विदारो	... १५२
"	पुनर्नवा	... ७७	सन्धर्वर्जो	सप्तपर्णः	... ३०७
"	विभीतकः	... १५६	"	भूमिम्बः	... १८८

रोगानुसारिणी सूची ।

६५

स्यौल्ये	वदरः	... ११०	इद्रोगे	नागबला	... १२०
वायुकरोगे	वष्म्लः	... १२८	"	मधुयटिः	... २००
"	निर्गुण्डी	... २२१	"	वचा	... १००
स्वरभेदे	वदरः	... १०८	इद्रुतं वाते	विभीतकः	... १५६
"	शतावरी	... २७५	अतचीये	मधुकपची	... १७५
हृक्कायां	पलाण्डुः	... ४८	"	मधुयटिः	... २००
"	इरीतकी	... २२८	अयरीगे	नागबला	... ११८
इद्रोगे	निम्बः	... २१			

LATIN NAMES.

<i>Abelmochus Esculentus</i>	... 389, II.	<i>Aloes Chinensis</i>	... 276, I.
<i>Abies Devadara</i>	... 413, I.	<i>Aloes Indica</i>	... 276, I.
<i>Abies Webbiana</i>	... 357, I.	<i>Aloes Perfoliata</i>	... 276, I.
<i>Abroma Augusta</i>	... 368, II.	<i>Aloes Vera</i>	... 276, I.
<i>Abrus Precatorius</i>	.. 259, I.	<i>Alstonia Oleandrifolia</i>	... 306, II.
<i>Abutilon Indicum</i>	... 117, II.	<i>Alstonia scholaris</i>	... 306, II.
<i>Acacia Arabica</i>	... 127, II.	<i>Amaranthus Polygamus</i>	... 340, I.
<i>Acacia Catechu</i>	... 239, I.	<i>Amarantus Spinosus</i>	... 340, I.
<i>Acacia Farnesiana</i>	... 239, I.	<i>Amomum Subelatum</i>	... 124, I.
<i>Acacia Polycantha</i>	... 239, I.	<i>Amoora Rohituka</i>	... 257, II.
<i>Acalypha Indica</i>	... 413, II.	<i>Amorphophallus</i>	
<i>Acalypha paniculata</i>	... 413, II.	<i>Campanulatus</i>	... 300, II.
<i>Acarus Calamus</i>	... 98, II.	<i>Amyris Commiphora</i>	... 255, I.
<i>Achyranthes Aspera</i>	... 25, I.	<i>Anacyclus Pyrethrum</i>	.. 62, I.
<i>Aconitum heterophyllum</i>	... 17, I.	<i>Ananas Sativa</i>	... 355, II.
<i>Adenanthera Pavonina</i>	... 282, I.	<i>Andersonia Rohituka</i>	... 257, II.
<i>Adhatoda Vasica</i>	. 143, II.	<i>Andrographis Paniculata</i>	... 374, II.
<i>Adina Cordifolia</i>	... 141, I.	<i>Andropogon Citrarum</i>	... 110, I.
<i>Ægle Marmelos</i>	... 158, II.	<i>Andropogon Laniger</i>	... 109, I.
<i>Æshynomene grandiflora</i>	... 5, I.	<i>Andropogon Martine</i>	... 109, I.
<i>Aglaia Roxburghiana</i>	... 90, II.	<i>Andropogon Muricatus</i>	... 108, I.
<i>Alangium hexapetalum</i>	... 9, I.	<i>Andropogon Nardus</i>	... 109, I.
<i>Alangium Lamarkii</i>	... 9, I.	<i>Anethum Sowa</i>	... 271, II.
<i>Alhagi Camelorum</i>	... 405, I.	<i>Anisiphalins Rumphii</i>	... 149, I.
<i>Alhagi Maurorum</i>	... 405, I.	<i>Anona Squamosa</i>	... 381, II.
<i>Allium Cepa</i>	... 47, II.	<i>Anthociphalus Cadamba</i>	... 141, I.
<i>Allium Sativum</i>	... 247, II.	<i>Aplotaxis Auriculata</i>	... 210, I.
<i>Alocasia Indica</i>	... 213, II.	<i>Aquilaria agallocha</i>	... 1, I.
<i>Alocasia Montana</i>	... 213, II.	<i>Aquilaria Ovata</i>	... 1, I.

<i>Areca Catechu</i>	... 81, II.	<i>Batatas paniculata</i>	... 151, II.
<i>Argemone Mexicana</i>	... 421, II.	<i>Bauhinia Acuminata</i>	... 230, I.
<i>Argyreia Speciosa</i>	... 163, II.	<i>Bauhinia Candida</i>	... 230, I.
<i>Aristolochia Indica</i>	... 364, II.	<i>Bauhinia Purpurea</i>	... 230, I.
<i>Arum Campanulatum</i>	... 300, II.	<i>Bauhinia Variegata</i>	... 230, I.
<i>Arundo Karka</i>	... 11, II.	<i>Benincasa Cerifera</i>	... 215, I.
<i>Asclepias Geminata</i>	... 241, II.	<i>Berberis Aristata</i>	... 401, I.
<i>Asclepias Montana</i>	... 241, II.	<i>Berberis Asiatica</i>	... 401, I.
<i>Asclepias Pseudosarsa</i>	... 315, II.	<i>Betula Alnoides</i>	... 409, II.
<i>Asparagus Racemosus</i>	... 274, II.	<i>Bignonia Chelonoides</i>	... 351, I.
<i>Asparagus sarmentosus</i>	... 274, II.	<i>Bignonia Suaveslens</i>	... 351, I.
<i>Asteracantha Longifolia</i>	... 227, I.	<i>Boerhavia Diffusa</i>	... 75, II.
<i>Averrhoa Carambola</i>	... 371, II.	<i>Boerhavia Erecta</i>	... 75, II.
<i>Azadirachta Indica</i>	... 19, II.	<i>Boerhavia Procumbens</i>	... 75, II.
<i>Balanites Egyptica</i>	... 89, I.	<i>Boerhavia repens</i>	... 75, II.
<i>Balanites Indica</i>	... 89, I.	<i>Bombox Gosypinum</i>	... 283, II.
<i>Balanites Roxburghii</i>	... 89, I.	<i>Bombox Heptaphylla</i>	... 283, II.
<i>Baliospermum Montanum</i>	... 390, I.	<i>Bombox Malabaricum</i>	... 283, II.
<i>Balasarum inophyllum</i>	... 73, II.	<i>Bombox Pentandrum</i>	... 283, II.
<i>Balsamodendron Agallocha</i>	... 255, I.	<i>Borassus Flabelliforens</i>	... 354, I.
<i>Balsamodendron Mukal</i>	... 255, I.	<i>Borneo Camphor</i>	... 170, I.
<i>Bambusa arundinacea</i>	... 135, II.	<i>Bramia Indica</i>	... 175, II.
<i>Barleria Cærulea</i>	... 337, I.	<i>Brassia Campestris</i>	... 311, II.
<i>Barleria Ciliata</i>	... 337, I.	<i>Brassia Juncea</i>	... 311, II.
<i>Barleria Cristata</i>	... 337, I.	<i>Brassia Nigra</i>	... 311, II.
<i>Barleria Dichotoma</i>	... 337, I.	<i>Bromelia Ananas</i>	... 355, II.
<i>Barleria Longifolia</i>	... 227, I.	<i>Bryonia Scabrella</i>	... 92, I.
<i>Barleria Prionitis</i>	... 337, I.	<i>Buchanania Latifolia</i>	... 67, II.
<i>Barringtonia Acutangula</i>	... 351, II.	<i>Butea frondosa</i>	... 50, II.
<i>Basella Alba</i>	... 106, I.	<i>Cacumis Colocynthis</i>	... 92, I.
<i>Bassia Butyracea</i>	... 205, II.	<i>Cæsalpinia Bonducella</i>	... 155, I.
<i>Bassia Latifolia</i>	... 205, II.	<i>Cæsalpinia Pulcherrima</i>	... 378, II.
<i>Bassia Longifolia</i>	... 205, II.	<i>Calamus Fasciculatus</i>	... 172, II.

Calamus Rotang	... 172, II.	Chadica Roxburghii	... 62, II.
Calophyllum inophyllum	... 73, II.	Chambeli	... 317, I.
Calosanthos Indica	... 304, II.	Chenopodium Album	... 297, I.
Calotropis gigantea	... 32, I.	Chenopodium Album (green)	... 297, I.
Calotropis Procera	... 32, I.	Chenopodium Album (purple)	... 297, I.
Camellia Theifera	... 383, II.	Chenopodium Laciniatum	... 297, I.
Cannabis Sativa	... 407, II.	Chirongia Sapida	... 67, II.
Cannabis Sativa	... 379, II.	Cinnamomum Camphora	... 170, I.
Canscora Decussata	... 269, II.	Cinnamomum Iners	... 395, II.
Capparis trifoliata	... 113, II.	Cinnamomum Nitidum	... 395, II.
Capparis Roxburghii	... 113, II.	Cissampelos hexandra	... 55, II.
Capsicum Minimum	... 419, II.	Cissampelos pareira	... 55, II.
Carica Papaya	... 399, II.	Cissus Pedatus	... 272, I.
Carthamus Oxycantha	... 219, I.	Citrullus Colocynthis	... 92, I.
Carthamus Tictorius	... 219, I.	Citrus Acida	... 308, I.
Carum Carni	... 326, I.	Citrus Medica	... 308, I.
Carum Copticum	... 243, II.	Cleome Viscosa	... 330, II.
Caryophyllus Aromaticus	... 259, II.	Clerodendron Infortunatum	... 408, II.
Cassia Alata	... 280, I.	Clerodendron Serratum	... 186, II.
Cassia fistula	... 77, I.	Cletozia Ternatia	... 21, I.
Cassia Fœtida	... 280, I.	Clypea hernendifolia	... 55, II.
Cassia Occidentalis	... 189, I.	Cocos Nucifera	... 15, II.
Cassia Sophera	... 189, I.	Coffea Arabica	... 372, II.
Catpogon pruiens	... 64, I.	Commiphora Africana	... 255, I.
Catechu	... 239, I.	Commiphora Mukal	... 255, I.
Celastrus Montana	... 334, I.	Conium Maculatum	... 243, II.
Celastrus Nutans	... 334, I.	Convolvulus Turpethum	... 385, I.
Celastrus paniculatus	... 334, I.	Cordia latifolia	... 132, II.
Celastrus Rothiana	... 334, I.	Cordia Myxa	... 132, II.
Celastrus Senegalensis	... 334, I.	Coriandrum Sativum	... 3, II.
Celsia Coromandeliana	... 376, II.	Crataeva Marmelos	... 158, II.
Cephalandra Indica	... 404, II.	Crataeva Religiosa	... 113, II.
Cerasus Pudum	... 41, II.	Crataeva Vallanga	... 149, I.

<i>Crocus Indicus</i>	... 219, I.	<i>Eclipta Erecta</i>	... 191, II.
<i>Crocus Sativus</i>	... 192, I.	<i>Eclipta Prostata</i>	... 191, II.
<i>Cucumis Trigonis</i>	... 92, I.	<i>Elettaria Cardamomum</i>	... 124, I.
<i>Cucumis Utilissimus</i>	... 119, I.	<i>Embelia Glandulifera</i>	... 148, II.
<i>Cucarbita Alba</i>	... 215, I.	<i>Embelia Ribes</i>	... 148, II.
<i>Cucarbita Hispida</i>	... 215, I.	<i>Embelia Ribesioides</i>	... 148, II.
<i>Cucarbita lagenaria</i>	... 45, I.	<i>Enhydra Fluctans</i>	... 353, II.
<i>Cuminum Cyminum</i>	... 326, I.	<i>Eragrostis Cynosuroides</i>	... 206, I.
<i>Curculigo Orchioides</i>	... 226, II.	<i>Erythrina Corallodendron</i>	... 59, II.
<i>Curcuma Amada</i>	... 344, II.	<i>Erythrina Indica</i>	... 59, II.
<i>Curcuma Aromatica</i>	... 344, II.	<i>Eugenia Caryophyllifolia</i>	... 302, I.
<i>Curcuma Longa</i>	... 344, II.	<i>Eugenia Fruticosa</i>	... 302, I.
<i>Cynodon Dactylon</i>	... 409, II.	<i>Eugenia Jambolana</i>	... 302, I.
<i>Cyperus Pertenuis</i>	... 229, II.	<i>Euphorbia Antiquorum</i>	... 326, II.
<i>Cyperus Rotundus</i>	... 229, II.	<i>Euphorbia Ligularia</i>	... 326, II.
<i>Cyperus Tenuiflorus</i>	... 229, II.	<i>Euphorbia Neriifolia</i>	... 326, II.
<i>Cyperus Tuberosus</i>	... 229, II.	<i>Euphorbia Tirucalli</i>	... 420, II.
<i>Dalbergia Latifolia</i>	... 287, II.	<i>Feronia Elephantum</i>	... 149, I.
<i>Dalbergia Sissoo</i>	... 287, II.	<i>Ferula Alliacea</i>	... 347, II.
<i>Datura Alba</i>	... 6, II.	<i>Ferula Foetida</i>	... 347, II.
<i>Datura Fastuosa</i>	... 6, II.	<i>Ficus Bengalensis</i>	... 104, II.
<i>Delphinium Zalil</i>	... 382, I.	<i>Ficus glomerata</i>	... 101, I.
<i>Dendrobium Macraci</i>	... 332, I.	<i>Ficus Hispida</i>	... 101, I.
<i>Dhatura Matel</i>	... 6, II.	<i>Ficus Indica</i>	... 104, II.
<i>Dhatura Tatula</i>	... 6, II.	<i>Ficus Infectoria</i>	... 94, II.
<i>Diospyras Embryopteris</i>	... 363, I.	<i>Ficus Oppositifolia</i>	... 101, I.
<i>Dolichos Biflorus</i>	... 203, I.	<i>Ficus Religiosa</i>	... 55, I.
<i>Dryobalanops Aromatica</i>	... 170, I.	<i>Galega Incana</i>	... 278, II.
<i>Echites Caryophyllita</i>	... 215, II.	<i>Galega Purpuria</i>	... 278, II.
<i>Echites Dichotoma</i>	... 88, I.	<i>Galega Spinosa</i>	... 278, II.
<i>Echites Frutescens</i>	... 315, II.	<i>Galega Villosa</i>	... 278, II.
<i>Echites Scholaris</i>	... 306, II.	<i>Garcinia Purpurea</i>	... 359, I.
<i>Eclipta Alba</i>	... 191, II.	<i>Gentiana Cherahta</i>	... 189, II.

<i>Gloriosa Superba</i>	... 262, II.	<i>Jussieua Repens</i>	... 340, I.
<i>Glycyrrhiza Glabra</i>	... 200, II.	<i>Justicia Adhatoda</i>	... 143, II.
<i>Gmelina Arborea</i>	... 251, I.	<i>Justicia Paniculata</i>	... 374, II.
<i>Gærtnera Racemosa</i>	... 215, II.	<i>Lawsonia Alba</i>	... 416, II.
<i>Gossypium Herbaceum</i>	... 186, I.	<i>Leea Hirta</i>	... 177, I.
<i>Gratiola Monniera</i>	... 175, II.	<i>Lettsomia Argentea</i>	... 163, II.
<i>Grewia Asiatica</i>	... 43, II.	<i>Lettsomia Nervosa</i>	... 163, II.
<i>Grislea tomentosa</i>	... 1, II.	<i>Leucas Aspera</i>	... 420, I.
<i>Gymnema Sylvestre</i>	... 241, II.	<i>Leucas Caphalotes</i>	... 420, I.
<i>Gynandropsis Pentraphylla</i>	... 330, II.	<i>Leucas Linifolia</i>	... 420, I.
<i>Gynocardia Odorata</i>	... 378, I.	<i>Linum usitatissimum</i>	... 14, I.
<i>Helicteres Isora</i>	... 363, II.	<i>Luffa Acutangula</i>	... 234, I.
<i>Heliotropium Cordifolium</i>	... 422, II.	<i>Luffa Amara</i>	... 234, I.
<i>Heliotropium Indicum</i>	... 422, II.	<i>Luffa Bindaal</i>	... 233, I.
<i>Hemidismus Indicus</i>	... 315, II.	<i>Luffa Echinata</i>	... 233, I.
<i>Hibiscus Cancellatus</i>	... 389, II.	<i>Luffa Graveolens</i>	... 233, I.
<i>Hibiscus Esculentus</i>	... 389, II.	<i>Lukrabo</i>	... 378, I.
<i>Hibiscus Rosasinansis</i>	... 317, I.	<i>Lythrum fruticosum</i>	... 1, II.
<i>Hibiscus Vitifolius</i>	... 186, I.	<i>Mallotus Phillippensis</i>	... 153, I.
<i>Holarrhena Antidysenterica</i>	... 197, I.	<i>Mangifera Indica</i>	... 72, I.
<i>Hydnocarpus Odoratus</i>	... 378, I.	<i>Marsilea Quadrifolia</i>	... 324, II.
<i>Hydrocotyle Asiatica</i>	... 175, II.	<i>Melia Azadirachta</i>	... 19, II.
<i>Hygrophila Spinosa</i>	... 227, I.	<i>Melia Azedarach</i>	... 19, II.
<i>Hyperanthera Moringa</i>	... 289, II.	<i>Melia Bukayun</i>	... 19, II.
<i>Indigofera Indica</i>	... 27, II.	<i>Melia Sempervires</i>	... 19, II.
<i>Indigofera Sumatrana</i>	... 27, II.	<i>Mentha sylvestris</i>	... 397, II.
<i>Indigofera Tinctoria</i>	... 27, II.	<i>Mesua Coromandalina</i>	... 13, II.
<i>Inula Helenium</i>	... 254, II.	<i>Mesna ferrea</i>	... 13, II.
<i>Ipomoea Digitata</i>	... 151, II.	<i>Mesua Roxburgha</i>	... 13, II.
<i>Ipomoea Turpethum</i>	... 385, I.	<i>Mimosa Arabica</i>	... 127, II.
<i>Jasminum Grandiflorum</i>	... 317, I.	<i>Mimosa Catechu</i>	... 239, I.
<i>Jasminum Zambac</i>	... 215, II.	<i>Mimosa Dumosa</i>	... 239, I.
<i>Jonesia Asoka</i>	... 49, I.	<i>Mimosa Sama</i>	... 239, I.

Mimosa Sirisa	... 295, II.	Pandanus Odoratissimus	... 222, I.
Mimusops Eleng	... 95, II.	Panicum Dactylon	.. 409, I.
Mimusops Hexandra	... 252, II.	Panicum Italicum	... 126, I.
Mimusops Indica	... 252, II.	Papaver somniferum	... 357, II.
Momordica Charant a	... 183, I.	Pavonia Odorata	... 139, II.
Momordica Muricata	... 183, I.	Pempinella Anisum	... 412, II.
Mucuna pruciens	.. 64, I.	Pencedanum Graveolens	... 271, II.
Muscateis	... 416, I.	Pentaptera arjuna	... 41, I.
Musa Paradisiaca	... 144, I.	Pentaptera tomentosa	... 58, I.
Musa Sapientum	... 144, I.	Peper betel	... 81, II.
Myrica Nagi	... 128, I.	Phaseolus Mungo	... 219, II.
Myrica Sapida	... 128, I.	Phœnix Acculis	... 245, I.
Myristica Fragrans	... 323, I.	Phœnix Dactylifera	... 245, I.
Nageia putranjiva	... 72, II.	Phœnix Farinifera	... 245, I.
Nelumbium Speciosum	... 34, II.	Phœnix Sylvestris	... 245, I.
Nerium Odorum	... 163, I.	Phragmites Karka	... 11, II.
Nerium Thebaci	... 163, I.	Phyllanthus Emobhica	... 67, I.
Nicotiana Tabacum	... 390, II.	Phyllanthus Niruri	... 344, I.
Nigella Indica	... 326, I.	Phyllanthus Urinaria	... 344, I.
Nigella Sativa	... 326, I.	Physalis fluxuosa	... 51, I.
Nyctanthes Arbortriotis	... 302, II.	Picrorrhiza Kurroa	... 132, I.
Ocimum Caryophyllum	... 373, I.	Pinus Deodara	... 413, I.
Ocimum Gratissimum	... 373, I.	Pinus Longifolia	... 382, II.
Ocimum Pilosum	... 373, I.	Piper betel	... 346, I.
Ocimum Sanctum	... 373, I.	Piper Chaba	... 291, I.
Ocimum Tuleerosum	... 373, I.	Piper Cubea	.. 369, II.
Odina Wodier	... 388, II.	Piper Longum	.. 62, II.
Oldenlandia biflora	... 45, II.	Piper Nigrum	... 209, II.
Oldenlandia herbacea	... 45, II.	Piper Officinarum	... 62, II.
Oroxylum Indicum	... 304, II.	Pistacia Integerrima	... 169, I.
Oxalis Corniculata	... 297, I.	Pistia Stratiotes	... 377, II.
Pæderia Fœtida	... 88, II.	Pladera Decussata	... 269, II.
Palma Indica Major	... 15, II.	Pladera sessiliflora	... 269, II.

<i>Pladera Virgata</i>	... 269, II.	<i>Rottlera Tinctoria</i>	... 153, I.
<i>Plantago Ispaghula</i>	... 366, II.	<i>Rubia Munjistha</i>	... 195, II.
<i>Plantago Ovata</i>	... 366, II.	<i>Ruelia Longifolia</i>	... 227, I.
<i>Plectranthus Aromaticus</i>	... 298, II.	<i>Rumex Vesicarius</i>	... 30, I.
<i>Plectranthus Monadelphus</i>	... 298, II.	<i>Saccharum Fuscum</i>	... 206, I.
<i>Plectranthus Secundus</i>	... 298, II.	<i>Saccharum Officinarum</i>	... 97, I.
<i>Plectranthus Strobiliferus</i>	... 298, II.	<i>Saccharum Spontaneum</i>	... 206, I.
<i>Plumbago Rosea</i>	... 293, I.	<i>Salvadora Indica</i>	... 69, II.
<i>Plumbago Zeylanica</i>	... 293, I.	<i>Salvadora Oleoides</i>	... 69, II.
<i>Poa Ciliaris</i>	... 206, I.	<i>Salvadora Persica</i>	... 69, II.
<i>Poa Cynosuroides</i>	... 206, I.	<i>Salvadora Wightiana</i>	... 69, II.
<i>Pongamia Glabra</i>	... 155, I.	<i>Sansevieria Zeylanica</i>	... 239, II.
<i>Premna Serratifolia</i>	... 248, I.	<i>Sanssurea Lappa</i>	... 210, I.
<i>Premna Spinosa</i>	... 248, I.	<i>Santalum Album</i>	... 282, I.
<i>Prunus Bokariensis</i>	... 362, II.	<i>Sapindus Trifoliatus</i>	... 401, II.
<i>Prunus Insititia</i>	... 362, II.	<i>Sapondias Mangifera</i>	... 361, II.
<i>Prunus Pudum</i>	... 41, II.	<i>Saraca Indica</i>	... 49, I.
<i>Prunus Sylvetica</i>	... 41, II.	<i>Schrebera Swietenioides</i>	... 351, I.
<i>Psidium Guava</i>	... 400, II.	<i>Scindapsus Officinalis</i>	... 291, I.
<i>Pyriferum</i>	... 400, II.	<i>Scirpus Kysoor</i>	... 175, I.
<i>Pomiferum,</i>	... 400, II.	<i>Scutia Paniculata</i>	... 334, I.
<i>Psoralea Corylifolia</i>	... 403, II.	<i>Semecarpus Anacardium</i>	... 180, II.
<i>Pterocarpus Santalinus</i>	... 282, I.	<i>Senna Sophera</i>	... 189, I.
<i>Pterospermum Suberifolium</i>	... 222, II.	<i>Serratula Anthelmintica</i>	... 333, II.
<i>Ptychotis Ajowan</i>	... 243, II.	<i>Sesamum Indicum</i>	... 367, I.
<i>Punica Granatum</i>	... 397, I.	<i>Sesamum Luteum</i>	... 367, I.
<i>Putranjiva Roxburghii</i>	... 72, II.	<i>Sesamum Orientale</i>	... 367, I.
<i>Pyrus Cydonia</i>	... 406, II.	<i>Sesamum Trifoliatum</i>	... 367, I.
<i>Quercus Infectoria</i>	... 411, II.	<i>Sesbania Ægyptiaca</i>	... 320, I.
<i>Raisians</i>	... 416, I.	<i>Sesbania Grandiflora</i>	... 5, I.
<i>Randia Dumetorum</i>	... 197, II.	<i>Seseli Indicum</i>	... 243, II.
<i>Raphanus Sativus</i>	... 233, II.	<i>Sida Alba</i>	... 117, II.
<i>Reçinus Communis</i>	... 113, I.	<i>Sida Asiatica</i>	... 117, II.

<i>Sida Cordifolia</i>	... 117, II.	<i>Terminalia Bellerica</i>	... 155, II.
<i>Sida Graveolens</i>	... 117, II.	<i>Terminalia Chebula</i>	... 336, II.
<i>Sida Rhombifolia</i>	... 117, II.	<i>Terminalia Tomentosa</i>	... 58, I.
<i>Sida Rhomboidea</i>	... 117, II.	<i>Tinospora Cordifolia</i>	... 264, I.
<i>Sida Spinosa</i>	... 117, II.	<i>Trianthema Monogyna</i>	... 75, II.
<i>Siphonanthus Indica</i>	... 186, II.	<i>Tribulus Terrestris</i>	... 269, I.
<i>Smilax China</i>	... 385, II.	<i>Tribulus Lanuginosus</i>	... 269, I.
<i>Smilax Glabra</i>	... 385, II.	<i>Trichosanthes Dioica</i>	... 30, II.
<i>Solanum diffusum</i>	... 134, I.	<i>Trichosanthes Palmata</i>	... 92, I.
<i>Solanum Hirsutum</i>	... 166, II.	<i>Trifolium Uniflorum</i>	... 403, II.
<i>Solanum Indicum</i>	... 166, II.	<i>Trigonella Fœnum Græcum</i>	... 415, II.
<i>Solanum Insanum</i>	... 166, II.	<i>Triticum Aestivum</i>	... 273, I.
<i>Solanum Jaquini</i>	... 134, I.	<i>Triticum Vulgari</i>	... 273, I.
<i>Solanum Melongena</i>	... 166, II.	<i>Uraria Logopoides</i>	... 85, II.
<i>Solanum Nigrum</i>	... 179, I.	<i>Uraria Picta</i>	... 85, II.
<i>Solanum Rubrum</i>	... 179, I.	<i>Urostigma Bengalensis</i>	... 104, II.
<i>Solanum Stramonifolium</i>	... 166, II.	<i>Valeriana Officinalis</i>	... 139, II.
<i>Solanum Xanthocarpum</i>	... 134, I.	<i>Veronica Lindleyana</i>	... 132, I.
<i>Sphæranthus Indicus</i>	... 223, II.	<i>Vernonia Anthelmintica</i>	... 333, II.
<i>Spondias Elliptica</i>	... 67, II.	<i>Vitex Negundo</i>	... 320, II.
<i>Shorea Robusta</i>	... 417, II.	<i>Vitex Paniculata</i>	... 320, II.
<i>Stereospermum Chelonoides</i>	... 351, I.	<i>Vitex Trifolia</i>	... 320, II.
<i>Stereospermum Suaveolens</i>	... 351, I.	<i>Vitis Pedata</i>	... 272, I.
<i>Strychnos Noxvomica</i>	... 363, I.	<i>Vitis Quadrangularis</i>	... 60, I.
<i>Strychnos Potatorum</i>	... 139, I.	<i>Vitis Vinifera</i>	... 416, I.
<i>Sultanas</i>	... 416, I.	<i>Weeliad Calendulacea</i>	... 191, II.
<i>Swertia Chirata</i>	... 189, II.	<i>Withania Somnifera</i>	... 51, I.
<i>Symplocos Racemosa</i>	... 265, II.	<i>Woodfordia Floribunda</i>	... 1, II.
<i>Tamarindus Indicus</i>	... 357, I.	<i>Wrightia Tinctoria</i>	... 197, I.
<i>Taxus Baccata</i>	... 357, I.	<i>Zingiber Officinale</i>	... 82, I.
<i>Tephrosia Lancifolia</i>	... 278, II.	<i>Ziziphus Jujuba</i>	... 107, II.
<i>Tephrosia Purpuria</i>	... 278, II.	<i>Ziziphus Napeca</i>	... 107, II.
<i>Teramnus Labialis</i>	... 219, II.	<i>Ziziphus Vulgaris</i>	... 107, II.
<i>Terminalia Arjuna</i>	... 41, I.		

PERSONAL OPINIONS
ON
THE VANASADHI-DARPAṆA.

Lt. Col. C. P. Lukis, M. D ; F. R. C. S. ; I. M. S., Principal, Medical College, Calcutta. (Now Director General of Medical Service, India) says in his letter No. 150, dated 19th January, 1909.

DEAR SIR,

I have perused your book entitled "Vanausadhi Darpan" with great interest and consider it an admirable compilation. All important drugs have been elaborately described and the names by which they are known in the different provinces in India have also been mentioned. In compiling this book you have not only confined yourself to Ayurvedic treatises but seem to have taken pains to consult standard works by European authorities. The arrangement of the book is excellent.

Lt. Col. G. F. A. Harris, M. D ; F. R. C. P. ; I. M. S., Professor of Materia Medica, Calcutta Medical College :—

I have no doubt that from the Kabiraji point of view that your researches into the action and use of Indian drugs must be of interest and value. ♦

Dated the 21st March, 1908.

Dr. S. P. Sarbadhikari, B. A. M. D. :—

My dear Kaviraj Mahasaya,

Permit me to thank you for the gift of a copy of your work *Vanausadhi-Darpan*. I have gone through it carefully. While I can not conceal from you the disappointment I felt in not seeing much evidence of independent observation and original investigation in the domain of Hindu Vegetable Materia Medica, it is, I must say, quite

clear that the work is a substantial and welcome addition to the few works on the subject which have been published in this part of India.

Purporting as it does, to be a compilation from various Vaidyak works, it must be pronounced to be in various ways, an advance upon previous efforts of a similar kind, in as much as the subject handled after the fashion of Western works. You give each herb its various local names, its botanical name, its geographical distribution, the characteristics, the test in some cases, the composition, the physiological properties, in brief, the therapeutics and extracts from various English scholarly works, such as those of Khory and Dymock, bearing upon the subject under discussion, extracts which might serve to interest capable Western professors of the healing art and stimulate in them the desire to pursue the subject further, while your own annotations and apposite extracts and quotations from Charaka, Susruta, Vagbhata, Chakradutta, Bangasena, Rajballabha, Vabprakasa, and the various *Nighantoo*s will supply Indian practitioners of all denominations ample food for reflection and field for research.

Altogether, the medical world is much in your debt for having brought out this excellent compilation. I have no doubt that each succeeding edition will come out with additions and alterations which will not only enhance its usefulness but will also add to its beauty. * *

Dated the 14th September, 1908.

Surgeon Major B. K. Basu, M. D., I. M. S. :—

I have read with great pleasure the book called *Vanausadhidarpan* by Rajvaidya Biraja Charan Gupta Kavibhusana. The printing is excellent. The binding is very good and the contents are the most important and useful, not only to the Kavirajas but also to the Allopathic practitioners who will find good many wrinkles very helpful in their practice.

Dr. Rames Chandra Roy, L. M. S., Professor of Physiology, College of Physicians and Surgeons of India, Late House Surgeon, Mayo Hospital etc. :—

Dear Sir,

I am highly obliged to you for the present of Part I. of *Vanausadhidarpan* which is highly prized by me. I have gone through the work, which is a monumental one and quite an encyclopædia of indigenous drugs, useful alike to the practitioners of the East and

the West. I have nothing but to praise for the work and would anxiously look forward to its speedy completion.

The Honorable Raja Peary Mohun Mukerji, C. S. I.—

DEAR SIR,

I am obliged to you for the kind present of a copy of your work "Vanausadi Darpana" Vol. I. A good work on the indigenous drugs of India is a real want. I am much pleased to see that you have been trying to supply the want. The list of authors and their works which you have given in the introduction leaves no doubt that you are eminently fitted for the work you have undertaken. But permit me to observe that I have the misfortune to differ from you in your estimate of the relative values of the works of reference on doubtful questions regarding the properties of drugs. *

I should much wish that along with your learned work you would undertake to bring out a revised edition of U. Ch. Datta's *Materia Medica*. You are the fittest man for it.

UTTARPARA, }
8th November, 1908. }

Yours truly,
PEARY MOHEN MUKERJEE.

The Honorable Radha Charan Pal.—

17th August 1909.

DEAR SIR,

I owe you an apology for the delay in replying to your letter.

I have read your book with great interest. The research and industry which you have brought to bear upon your book are highly creditable to you. The indigenous herbs and plants of India are replete with interest to the medical world and your book will be very useful for ready reference to them. More than a quarter of a century ago, a book on similar lines as yours published by Dr. Kanai Lal De Roy Bahadur C. I. E. but since his death I thought the research in that direction has not been continued. But I am highly pleased to observe that you have been collecting valuable materials on the subject.

I congratulate you on the success of your labours, and trust your *वनौषधिदर्पण* will have a large sale.

Yours sincerely,
RADHA CHARAN PAL

Justice Dr. Asutosh Mookerjee, M. A. D. L., F. R. A. S., F. R. S. E.—

77, RUSSA ROAD NORTH, BHOWANIPUR.

24th August 1909.

I have read with great interest portions of the first volume of the *Vanausadhi Darpan* of Kaviraj Biraja Charan Gupta. The work which is a comprehensive treatise on Indian Materia Medica indicates considerable labour and shows what wealth of materials is available to the student of the subject. I trust that the learned author will speedily complete the work which cannot fail to be of considerable use to all students of Indian vegetable Materia Medica.

ASUTOSH MOOKERJEE.

Dr. P. D. Bosu, M. B.—

46-1 AMHERST STREET,

20th August 1909.

Dear Kaviraj Mahashay,

Kindly accept my sincere apologies for the tardy acknowledgment of the first volume of your admirable work entitled *Vanaushadhi Darpana*. I hope you will believe me when I say that the delay was due to my repeated absence from town and not to wilful neglect.

I have read your book with unfeigned admiration and can only compliment you on the skill with which you have contrived to compress so much valuable information into comparatively small space. The combination of classic Indian Medical lore with the latest results of Western Therapeutic research materially enhances the value of the work and places within easy reach of the practitioner facts for which he might otherwise have to grope almost hopelessly through obsolete Sanskrit works.

Wishing your work every success.

I am,
Your sincerely,
P. D. BOSE.

Justice Sarada Charan Mitra.—

Dear Kaviraj Biraja Charan,

I am very much obliged to you for the present of a copy of "*Banau-shadhi Darpana*." The book is very useful in every way and should be in every library and not merely the library of medical men. I very much wish you will soon complete the work and thus do very great service to mankind.

I had long a desire to plant a garden of medical plants with an especial eye to Indian Medical Books. Your book will help me in that direction.

Thanking you again

I am

April 30, 1909. }
No. 85, Grey Street, Calcutta. }

Yours sincerely,
SARADA CHARAN MITRA.

Ray Yotindra Nath Chaudhury M. A. B. L. Zeminder, Takee.—

The book is pre-eminently an erudite one and I heartily congratulate you upon the success that has crowned your labour in connection with the present work. It would be presumptuous for me, a lay man, to pronounce an opinion upon the merit of the work ; but I owe it to myself to say that there are few books, on the Ayurvedic System in our mother tongue which contain the result of so much ripe scholarship and critical study as are to be found in your book. The book, apart from its intrinsic merit as a rare work on our Ayurvedic system of medicine, has an additional charm for me in as much as it is a valuable contribution to the Bengali Literature. The work is exactly the one suitable to the modern taste and bent of opinion.

13-5-1909. }
BARAHANAGORE. }

RAY YOTINDRA NATH CHAUDURY.

Mahamohapadhyaya Kaviraja Bijaya Ratna Sen Kavirnjana.—

There was no suitable book containing a full account of the indigenous drugs of this country with actions, uses &c. as given in the standard Ayurvedic works on this subject. Several have dealt with the subject of indigenous drugs but they have not made full reference to the opinions in the Ayurvedic medical works. I have carefully gone through Kaviraja Biraja Charan Gupta Kavibhusan's Vanausadhi Darpana and am of opinion that it has removed the want long felt. In it the author has systematically treated of each drug after the manner of British Pharmacopœia according to its habitation, description, parts used for medicine, doses, actions, and uses quoting the simplest prescriptions from the standard Ayurvedic works such as Charak, Susruta, Vagbhata and others. In my introduction to the book I have already examined its merits. In short the book will be very useful to students, teachers and those interested in the indigenous drugs of this country, which have, of late, caused so much agitation in the medical world of the West. Considering the merits of the book,

and labour the author has undertaken in collecting the subject matter, I can say that he deserves every encouragement from the Government and the public.

The 25th August 1908.

**Dr. Henry M. Whelplay, Editor, "Meyer Brothers Druggist,"
222 South Broadway, Saint Louis, America.—**

DEAR SIR,

Your letter of March 6th at hand, we are much interested in the *Vanaushadhi-Darpana* which you had the kindness to send us. It is pleasing to know that some one has taken up the work of placing at the disposal of the Medical profession of to-day an account account of the drugs of India. It is particularly important that the matter be arranged in the practical manner which you are following.

The work, if translated into English, will be of much interest to students, teachers, manufacturers and others interested in either historical medicine or modern progress.

Dated 5th April, 1908.

Professor H. Jacobi of Bonn, Micbuhrstrasse 59, Germany.—

DEAR SIR,

I am in receipt of your kind letter dated 6th April and a copy of your *Vanausadhi-Darpana* which I have read with interest. I shall not fail to draw the attention of medical men of my acquaintance to your work, if opportunity occurs.

Dated 2th April 1908.

Prabhupada Atul Krishna Goswami.—

শান্তীকীর্ত্তি বিজ্ঞাপন—

চিকিৎসক-চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় শ্রীবৃন্দ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন মহোদয়-রচিত উপক্রমণিকা-সংবলিত আপনার 'বনৌষধি-দর্পণ' পাঠ করিয়া যার-পর-নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। বহুদিন হইতে এই শ্রেণীর একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতেছিলাম। ভগবান্ আপনার দ্বারা সেই অভাব দূর করিলেন। আপনিও সকলের চিরস্বরণীয় ও চিরকৃতজ্ঞতাজ্ঞান হইয়া রহিলেন। বড়ই আনন্দের কথা।

আমাদের আপন দেশে হরতো আপন আবাসেই তারি পার্শে শত শত জীবন-রক্ষক বনৌষধি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার পরিচয় জানি না বলিয়াই তো কথায়-কথায় বিদেশীর সুখপ্রার্থী হই,—দেশের অর্থ বিদেশীর পদপ্রান্তে হড়হড় করিয়া ঢালিয়া

দিই। ইহা কি অন্ন হুঃখের কথা। এ হুঃখ যিনি দূর করিতেছেন, তাঁহাকে যে কি ভাষায় কৃতজ্ঞতা জানাইব, খুঁজিয়া পাই না। অস্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে আশীর্বাদ করি, আপনি নিরুপদ্রব দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এইরূপে স্বদেশের হিতসাধন ও স্বজাতির গৌরববর্দ্ধন করিতে থাকুন।

সিমুলিয়া

৩১শে বৈশাখ, ১৩১৬।

সতত শুভাহুধারী—

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

**Mohamahopadhyaya Kamakhya Nath Tarkabagish, Senior Professor
of Nayadarsana Government Sanskrit College, Calcutta.—**

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শরণম্।

রাজবৈষ্ণৱ শ্রীবিরাচার্য্য গুপ্ত কবিত্বষণ শ্রেণীত “বনৌষধির্দর্পণ” বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক একখানি “অভূতপূর্ব” গ্রন্থ। আমি উহা স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের অপরিমিত অধ্যবসায়, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অগাঢ় ব্যুৎপত্তি, গভীর গবেষণা ও ওষাহুসঙ্কিৎসার পরিচয় পাইয়া স্বপ্নরোনাঙ্কি প্রীতিলাভ করিয়াছি। বনৌষধির্দর্পণ যে সমস্ত উদ্ভিদ ঔষধবস্তুতে ব্যবহৃত হয় উহাদের প্রাকৃতিক গুণ ও ক্রিয়ার সমাপনগতি, উহাদের উপযুক্ত প্রয়োগ ও ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা সম্পাদন করে ইহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই পাশ্চাত্য ভৈষজ্য রত্নাবলীর এক সমাদর। গ্রন্থকার অভিনব শ্রেণীতে অবলম্বনে আয়ুর্বেদোক্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। পুস্তকে প্রত্যেক উদ্ভিদের সংজ্ঞা, পর্যায়, লক্ষণ, বিশেষ বিশেষ গুণ ও ক্রিয়া এবং প্রয়োগবিধি অতি বিশদ ভাবে প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় এবং তৎপরে প্রাক্তন বঙ্গভাষায় বর্ণিত হওয়ার উহার “বনৌষধির্দর্পণ” নামটি অর্থ হইয়াছে। কি চিকিৎসক, কি ছাত্র, কি গৃহস্থ সকলের পক্ষেই পুস্তকখানি সমান উপযোগী হইয়াছে। উদূশ পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিলে নিরতিশয় আনন্দিত হইব। ইত্যাদিঃ পরবিতেন।

কলিকাতা,

৩০শে শ্রাবণ, সন ১৩১৬ সাল।

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri, M. A.—

শ্রীশ্রীহর্গী—

সহায়।

সবিনয় নিবেদনম্,—

কবিত্বষণ মহাশয়,

আপনার কৃত “বনৌষধির্দর্পণ” এক অমূল্য ও অপূর্ব গ্রন্থ। ইহা সম্পূর্ণরূপে নব্য বৈজ্ঞানিক শ্রেণীতে লিখিত এবং সর্বতোভাবে সমরোপযোগী। ইহাচার্য্য আয়ুর্বেদ

পাঠার্থী ছাত্র ও আয়ুর্বেদ তত্ত্বাধেষী জনসাধারণের এক সুমহৎ অভাবের মোচন হইবে ও প্রাচীন আৰ্য্য বিজ্ঞানের উপর প্রতীচ্য মনীষীগণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বর্ধিত হইবে। গ্রন্থখানি সর্বতোভাবে নব্য উপকরণ যোজিত ও একান্ত সুপাঠ্য। কি বিস্তারক্রমে, কি রচনাভঙ্গী, কি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের একত্র সমাবেশ, কি বৃক্ষগুণাদির পরিচায়ক বর্ণনা, কোন বিষয়েই গ্রন্থের ন্যূনতা লক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থ প্রণয়নে আপনি যেরূপ অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন ও যেরূপ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন তাহা একান্ত প্রশংসার্হ। আপনার 'রাজবৈজ্ঞ' এই নাম অম্বর্থ হইয়াছে। গ্রন্থে যোজিত বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রের বিবরণ বড়ই সুলিখিত ও উপাদেয় হইয়াছে আয়ুর্বেদের মূলাধেষী ও প্রত্নতত্ত্ব-বিলাসিগণের উহা অবশ্য পাঠ্য। আপনার গ্রন্থের আদর অবশ্যস্তাবী।

কলিকাতা,
৩০ নং ভারকচাটুখোর লেন,
২২।৮।০৯।

} শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী।

The Honorable Justice Gooroodas Banerjee.—

কল্যাণবরেষু—

আপনার প্রদত্ত “বনৌষধি দর্পণ” নামক গ্রন্থ খানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, এবং যত্নের সহিত তাহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি।

আমি চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ নহি, সুতরাং এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বাহুল্যে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আমার নাই। তবে সজ্ঞেপে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, পুস্তক খানি যে প্রণালীতে সংকলিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি সিদ্ধ, গ্রন্থের বিবরণগুলি বর্ণমালাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক দ্রব্যের গুণ অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এবং সকল দ্রব্যেরই প্রচলিত বাঙ্গালা নাম ও ইংরাজি নাম দেওয়া হইয়াছে। অতএব পুস্তক খানি যে কেবল করিয়ার মহাশয়দিগের ব্যবহার যোগ্য হইবে এমত নহে, ইহা অস্ত্রাণ্ড শ্রেণীর চিকিৎসক দিগের ও সাধারণ পাঠকের পক্ষেও পাঠোপযোগী হইয়াছে। এক্ষণে গ্রন্থ অবশ্যই সর্বত্র সমাদৃত হইবে। কিমধিকমিতি।

নারিকেলডাঙ্গা কলিকাতা,
১৩ই ভাদ্র ১৩১৫।

} শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

Dr. Hem Chandra Sen, M. D., Late, Teacher of Materia Medica,
Campbell Medical School, Calcutta.—

কবিয়ার শ্রীবৃদ্ধ বিবরণ চরণ গুণ প্রণীত “বনৌষধি-দর্পণ” নামক গ্রন্থ আদ্যোপাত্ত পাঠ করিয়া পরম শ্রীতি লাভ করিলাম। এক্ষণে সুপ্রণালীতে লিখিত দ্রব্যগুণ পূর্বে আমার নয়ম গোচর হয় নাই। অগাধ আয়ুর্বেদ রত্নাকর মহন করিয়া কবিয়ার মহাশয় যে সকল

রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, সে সকল একাধারে এই গ্রন্থে পাঠ করিয়া, সকলেই উপকৃত হইবেন। ইংরাজী গ্রন্থে আয়ুর্কৌদীপ দ্রব্যের যে সকল গুণ বর্ণিত আছে তাহারও সংগ্রহ করিতে গ্রন্থকার ক্রটি করেন নাই। এই গ্রন্থের যথোচিত প্রচার হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।

৯১ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, } শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম্. ডি. কলিকাতা ক্যাথল মেডি: স্কুলের
কলিকাতা, ১৫।১০।০৮। } মেট্রিয়া মেডিকার ভূতপূর্ব শিক্ষক।

কোচবিহারের রাজবৈদ্য শ্রীবিরাচারণ গুপ্ত মহাশয় বনৌষধিদর্পণ নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইহাতে বৈদ্যক-গ্রন্থের বিবরণ নামক যে অধ্যায় আছে সেটা অতি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার, আত্মের হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত যত বৈদ্যকগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাদের একখানি তালিকা দিয়াছেন, এবং অনেক গ্রন্থের বিবরণও দিয়াছেন। ডাক্তার হার্গলি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আয়ুর্কৌদ গ্রন্থের কাল নির্ণয় করিয়াছেন, ইনিও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কবিরাজ মহাশয় সাল তারিখ দিতে সাহসী হন নাই। কেবল কোন গ্রন্থ কাহার পূর্বে রচিত, ইহা নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। এ প্রণালীটা আপাততঃ সুন্দর বলিয়া বোধ হইলেও উহা সুবিধা বলিয়া বোধ হয় না। যে গ্রন্থের সাল তারিখ ঠিক হইয়াছে, সেই গ্রন্থখানিকে প্রথম অবলম্বন করিয়া তাহাতে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ আছে সেইগুলি সন্ধান করা আবশ্যিক। তাহা হইলে কতকগুলি প্রাচীন পুস্তক পাওয়া যায়। আবার সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে তাহাদের পূর্বে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, জানিতে পারা যায়। এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে কিছুকাল পরে বৈদ্যকের একখানি ইতিহাস লিখিবার উপায় হয়। যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহার অনেক দোষ। আত্মের সংহিতা কবে লেখা হইয়াছিল জানি না, কবে প্রতিসংস্করণ হইয়াছে জানি না, কবে পুনঃ প্রতিসংস্করণ হইয়াছে জানি না, কবে প্রথম সংগ্রহগ্রন্থ লেখা আরম্ভ হয় জানি না, এইরূপ জানি না জানি না করিয়া শেষ ১০৪০ হইতে ১০৬০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে চক্রপাণির সংগ্রহ দেখিতে পাই। ইহাতে ঐতিহাসিকের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না; কিন্তু সাধারণ লোকে বুঝে যে, একটা ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। গবেষণা ক্ষান্ত হইয়া যায়। কবিরাজ মহাশয় খুব সাবধানে চলিয়াছেন, অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, অনেক গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়াছেন, নিজে মনে মনে একটা ইতিহাস তৈয়ারী করিয়াছেন, অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বড় সাবধান বলিয়া পাঠকগণকে সব দিতে পারেন নাই। যদি চক্রপাণি হইতে আরম্ভ করিতেন, তিনি যতদূর বলিয়া যাইতেন সেটা প্রমাণ হইত; বাহা না বলিতে পারিতেন তাহার অল্প আর প'চজনে সন্ধান করিতে পারিত। সে উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হয় নাই।

তিনি যে মুদ্রিত কাটালগ হইতে বৈদ্যকগ্রন্থাবলীর নাম সংগ্রহ করিয়াছেন তদ্ব্যতিরিক্ত আরও বহুতর কাটালগ আছে। সে সবগুলি হইতে যদি সব নাম সংগ্রহ করিয়া দিতেন, এবং ঐ কাটালগ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেন, তবে একটা পাকা কাজ হইয়া থাকিত। তাহা হয় নাই। কিন্তু এখনও সময় আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এইরূপ করিতে পারেন।

বাহা হোক্ বেকুপভাবে বাজে গর ইতিহাস বলিয়া চলিতেছে, তাহার উচ্ছেদ করিয়া তিনি আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আরও এক কথা, আয়ুর্কৌদগ্রন্থের বিবরণ লেখা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য বনৌষধিদর্পণ। সুতরাং আয়ুর্কৌদগ্রন্থের বিবরণ তিনি যত্ন বলিয়াছেন, সেটা অবান্তর কথা মাত্র। সে অবান্তর কথা তিনি ভালই বলিয়াছেন। • • •

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

OPINIONS OF THE PRESS.

The Englishman—This is the first volume of a fascinating book on the subject of that Indian system of medicine known as the Aurveda. The book is in Bengali. It is a dictionary of plants used for healing purposes, and is a mine of wealth as regards information on the uses and forms of the vegetable drugs. *Mahamahopadhyaya Kaviraja Bijaya Ratna Sen Kaviranjana* has contributed a scholarly preface in which he explains the object and shows the originality of the book. The two introductory chapters in which all the Ayurvedic texts, extant and extinct are noticed must be the fruits of a close research and investigation of the author. In these we are reminded that as in other countries, the medical men here practising the Ayurveda also fell into two classes, Physicians and Surgeons. The discovery of the art of remedies is attributed to Atreya, and that of the art of Surgery to Dhanwantari. There was another school of men who treated the diseases of the head, the ear, the eye, the nose, and the mouth, and went by the name of Shalakis. Besides the descriptions, uses and constituents of the plants, the book contains their synonyms in Latin, English, and of course, in other Vernaculars of the country, which has rendered the book valuable to botanists generally. The old Indian method of arrangement, does not consist with the modern Western method of classifying plants, so the author in the present volume has followed the simplest of all methods, the alphabetic one, which will appeal to all. The students of the Ayurveda cannot afford to ignore this work.

Dated the 4th September, 1908.

The Bande Mataram :—‘Vanausadhi-darpan’ Part I. by Kaviraja Biraja Charan Gupta of 14-2, Beadon Street. This is a monumental work of reference on indigenous vegetable drugs. Each drug is arranged in alphabetical order ; its Sanskrit, Latin and various Indian names are given ; a Botanical description then follows ; and after that come in order Sanskrit texts quoted in original, a Bengali exposition of the same extracts from reliable English authorities and a copious commentary. A historical summary forms the introduction to the work and everywhere exact references to original texts quoted are invariably given. We have gone carefully through this work, and we believe it is second to none. We earnestly hope that the author will be spared to complete the compilation which is as erudite as it is opportune.

The 19th September, 1908.

The Bengalee :—*Vanausadhi-darpan* by Kaviraj Biraja Charan Gupta Kavibhusan, the Rajbaidya of Cooch Behar. This Ayurvedic Materia Medica testifies to the vast reading and deep research of the author Mahamahopadhya Bijoy Ratna Sen has written an introduction to the book in which he says much in praise of it. Indeed the author's own observations at the end of every article are very learned and highly useful to the reader. The numerous quotations from standard works both of India and Europe, form a special feature of the book. Judging from the first Volume which is before us, it may be hoped that the book, when finished, will prove an invaluable aid to the learners and practitioners of the Ayurvedic system of medicine.

Friday, 23rd October, 1908.

The Empire.—We have received the first volume of an interesting and valuable work—The *Vanausadhi-darpana* or the Ayurvedic Materia Medica by Kaviraja Biraja Charan Gupta Kavibhusana Rajvaidya of Cooch Bihar, with an introduction of Mahamahopadhayaya Kaviraja Bijaya Ratna Sen Kaviranjana. The work is mostly in Bengali, but English translations are furnished regarding the properties of most of the best known plants. No doctor should be without it. The book has been admirably printed at the Wellington Printing Works and published by Messrs. S. C. Auddy & Co.

Dated 23rd August, 1908.

The Indian Mirror.—We welcome the appearance of a voluminous book, called *Vanaushadhi-darpana* or the Ayurvedic system of Materia Medica by Kaviraja Biraja Charan Gupta Kavibhusana the Rajvaidya to Cooch Bihar. In these days of the revival of the Ayurvedic system of medicine which is being rapidly established in the favour of the public, it is fortunate that a book on such a scale, detailing lucidly the medicinal properties of herbs and plants and their uses, should make its appearance. The preparation of the book has been in accordance with the modern western method, which greatly enhances its value. Instead of taking a leaf out of the book of former authors who have done so much for the development of Ayurvedic literature, Kaviraj Biraja Charn Gupta has studiously avoided the mistake of giving merely a string of names with tedious details, following no method or system. He has put the names of the herbs and other medicinal products in the vegetable world in alphabetical order, given their local names or

those in common use in the different Provinces, and then explained in a clear and convincing way their constituents, physiological actions and uses. The names of the herbs or plants are given in Bengali, Hindi, Marathi, Guzerati, Telegu or Carnatic, together with their usual scientific appellations and even their local names in Cooch Behar are not omitted. Their therapeutic properties are explained in Sanskrit, Bengali and English. It may be seen, therefore, that, in respect of method and arrangement, the compiler has followed the plan, adopted in the Dictionary of Economic Products by Sir George Watt. Quotations abound, from standard Ayurvedic works, such as, Charak, Susruta, Bagbhat, Harit, Bhabaprakas, Chakradatta &c. and their purport is given in clear Bengali. The opinions of reputed physicians are discussed with a wealth of learning on the subject. So the book is a store house of not only what the Hindu medicos taught in days of yore, but also of the results of modern investigation in respect of the medicinal value of herbs and plants. It will, therefore, prove itself of great use not only to the students of the Ayurveda, but also to those who take an interest in the study of indigenous drugs. Mahamahopadhyaya Kaviraj Bijaya Ratna Sen has written an able and elaborate introduction to the book, which testifies from an expert hand to its great value, as a contribution of labourious research to the literature on the subject. The book under review is the first volume, and when the second volume is published, it will be a *Magnum opus* for which generations of students and Ayurveda-loving public will have good cause to bless the name of the compiler. The indices, given at the end, serve a most useful purpose, as they are calculated to afford material help to all who may be on the look-out for the remedies of different diseases, and the actions, and uses of different drugs. A number of model prescriptions are also appended which will be found highly useful. The book has been published under the patronage of His Highness the Maharaja of Cooch Behar. No words are sufficient to convey our thanks to the Maharaja for his generosity by means of which the present admirable work has been brought out. The book can be had of the author at No. 14-2 Beadon Street, Calcutta.

Dated 16th September, 1908.

The Amrita Bazar Patrika :—A monumental Ayurvedic Work—we have received a copy of "Vanausadhi-darpan." or the mirror of Vegetable Medicines, by Kabiraja Biraja Charan Gupta Kavibhusana,

Physician to His Highness, the Maharaja of Cooch Behar, with an introduction by Mahamahopadhyaya Kaviraj Bijaya Ratna Sen Kaviranjan of Calcutta. The volume has been published under the patronage of the Maharaja of Cooch Behar and we can unhesitatingly say that the patronage of princes has never been extended to a more valuable literary or scientific production. Kaviraj Bijaya Ratna does not transgress the limits of the barest truth when he says, in his luminous synopsis of the chief features of the book that it is a "unique-abhutpurba work." "After Charak Susruta and other standard classics" he says, "there have been many Ayurvedic compilations, but most of them are devoid of originality. But the student will see that, though the "Vanausadhidarpan" is based on the ancient authorities aforesaid, the classification, exposition, and elucidation are the author's own," and on this point who can speak with greater weight than the distinguished Ayurvedic savant, and practitioner of the capital? It would, indeed, be no exaggeration to call the work monumental, seeing the ransacking of the entire range of Ayurvedic literature, as well as the study of modern Therapeutics and Botany, it has involved. The ancient masters delighted in pithy aphorisms, and left the essential element of posology to the individual experience and judgment of the physician. The author by his clear interpretation and explanation of the "Sutras," and by his suggestive tables of doses attached to each drug, rendered the task of studying the ancient authorities much simpler. The system of description etc. followed by the author is as simple as effective. He first gives the texts in Sanskrit regarding the medicinal virtues etc. of a tree, plant, shrub or herb. Then he mentions the parts containing the active principle, the various methods of preparation, the names in all the current vernaculars of India, together with full description and "habitat." Next he quotes the observations of recognised modern Therapeutics in English, giving the Botanical names and pharmacopœal preparations. An exhaustive index is appended. We are proud to see that even in these degenerate times there is a scholar of such calibre amongst us, who moreover possesses the "divine gift of taking pains." The outward appearance of the volume—as regards letter-press, paper, binding etc. is worthy of the contents, and no higher praise can be given to the publishers Messrs. S. C. Auddy and Co., Calcutta. The General reader too will find much in the book to interest and instruct him.

Dated 26th September, 1908.

The Indian Daily News.—The "*Vanausadhi-Darpana.*"—The Ayurvedic Materia Medica by Kaviraj Biraja Charan Gupta Kavibhusan Vol I. Publishers Messrs. S. C. Auddy and Co. This brilliant book on Ayurvedic Materia Medica is written by a Bengalee Kabiraja, not versed in the Sciences of Botany, Anatomy and Physiology, in a commendably scientific spirit. This is undoubtedly the best book of its kind. Hitherto the huge stores of Charak, Susruta, and other old Hindu Medical literature have been left to the region of oblivion and neglect. No good Kabiraja thinks it worth his while to study the Sciences of Botany, Zoology, Anatomy and Physiology, if not for anything else, only to explore the obscure regions of this monumental Ayurveda. Recently some L. M. S's and M. B's have adopted Ayurvedic practice in preference, they say, to the allopathic system, no doubt to forward the cause of their own lines rather than that of the Ayurved. And it is more regrettable that with so many famous Kabirajas in the land, there is not yet any good book worth mentioning. If the brilliant lexicon *Baidyaka Sabdasindhu* by Kabiraja Umes Channra Gupta, is exempted we have practically nothing left. In this lamentable state of things Kaviraja Biraja Charan Gupta comes with a book which may very well claim a scientific position among the books of Materia Medica. The Botanical vocabulary of the Bengali language is very poor and the Kaviraja being not in a position to frame fresh ones had to use those of the *Udvidbichar* of Dr. Jadu Nath Mukherjee. Yet he has succeeded fairly well in giving a rough idea of the morphology of the different plants. Here we find the most critical study of Charak—the best we have yet met with. The only fault, if any, in the book is its dignified style which is rather too classic. All scientific books *minus* their terminology should be written in as simple and lucid a style as may be immediately understood by every student. An attempt at anything else may be, left either to a poet or a novelist. However that may be the book stands alone in its field and should, therefore, be read by every student of Hindu Medicine and no Medical library should be without a copy of it.

Dated 22nd September, 1908.

জন্মভূমি—পৌষ ১৩১৫ ।

বনৌষধিদর্পণ ।—কোচবিহারের রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত বিরজাচরণশুভ কবিভূষণ
প্রণীত । জনপিতার সংসার উদ্ধানের উদ্ভিজ্জীবনী তিন্ন তিন্ন ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

কিন্তু অধুনা যাহারা আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উদ্ভিজ্জের প্রাচীন নামের সহিত আধুনিক নামের সম্বন্ধ রাখিতে সক্ষম হন, নামানুসারে উদ্ভিজ্জগুলি চিনিয়া লইতে, অনেকে বেদীয়া নামে পরিচিত নীচ শ্রেণীর লোকের উপরেই নির্ভর করিয়া, অনেক উদ্ভিজ্জ সংগ্রহ করেন, একথা বলিলে আমাদের কাছে বোধ হয়, অপরাধী হইতে হইবে না। শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিত্বষণ মহাশয় বহু পরিশ্রম সহকারে প্রকৃত উদ্ভিজ্জ নির্বাচনের প্রকৃষ্ট উপায়বিধানে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। কোন কোন উদ্ভিজ্জের কি কি নাম পূর্বে ব্যবহার হইত, আর কোন কোন দেশের লোকেরা কি কি নামে সকল উদ্ভিজ্জের পরিচয় জ্ঞাত আছেন, কোন উদ্ভিজ্জের কি গুণ, কোন কোন রোগাধিকারে কোন কোন উদ্ভিজ্জ প্রযোজ্য, তাহার মাত্রার পরিমাণ কিরূপ, কবিত্বষণ মহাশয় অতি পরিশূটরূপে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। এতৎ গ্রন্থ সংগ্রহ বিষয়ে কবিত্বষণ মহাশয়কে যে কত সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতে হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার যে কত পরিশ্রম হইয়াছে, পুস্তক খান আশ্রয়পাঠ পাঠ করিলেই বিজ্ঞ লোকেরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এতৎ পাঠে চিকিৎসক মহাশয়গণের বিশেষ উপকার লাভ হইবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সংগ্রহ কর্তা কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত মহাশয় সর্বসাধারণের মহোপকার সাধন করিয়া বিশেষ প্রশংসাজনক হইয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রথমেই ৬৪ পৃষ্ঠার আয়ুর্বেদের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে।

বসুমতী ৪ঠা বৈশাখ ১৩১৬।

“বনৌষধিদর্পণ” নামক নবপ্রকাশিত বৈদ্যক নিষণ্টুর প্রথম খণ্ড কিছু দিন পূর্বে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কোচবিহারের রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিত্বষণ এই উপায়ে গ্রন্থের প্রণেতা। কোচবিহারের মহারাজ রূপ বাহাদুরের বায়ে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কোচবিহারপতি এই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যয় ভার বহন করিয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

বিবিধ বৈদ্যক গ্রন্থের মার সঙ্কলন করিয়া প্রণেতা এই নিষণ্টুর সঙ্কলন করিয়াছেন। সাহস করিয়া বলিতে পারি তাঁহার শ্রম সার্থক হইয়াছে।* এখানে সমস্ত প্রাচীন নিষণ্টুর সংগ্রহ ও অনুশীলন শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু বনৌষধিদর্পণের জার সর্কাদসুন্দর সংগ্রহের সাহায্যে শিক্ষার্থীরা অনায়াসে প্রাচীন নিষণ্টু শাস্ত্রের উপদেশে ব্যাংগন হইতে পারিবে। গ্রন্থকারের পদ্ধতির পরিচয় দিবার জন্য আমরা বকুলের গাছের পরিচয় পাঠকগণের গোচর করিতেছি।* * *

সংগ্রাহক শ্রী বসুমতীর পরে “নবামত” সমালোচনা নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই পর্যায়ে নব্য গ্রন্থকার ও পতীচ্য মতানুযায়ী মেটরিয়াল মেডিকাল প্রকৃতির সতিমত উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইয়াছে।* * *

এক কণার, বক বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রাচীন আয়ুর্বেদে ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যায়, সংগ্রহকার তাহা একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। অকারাদি বর্ণক্রমে সমস্ত বনৌষধি তত্ত্ব এই ভাবে বিবৃত হইতেছে। প্রথম খণ্ডে “দ্রাক্ষা” পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, অচিরে এই অপূর্ণ সংগ্রহ সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে। সংগ্রহকার শ্রীযুত বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ গ্রন্থারম্ভে “বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বিবরণ” ও “নিষণ্টুর বিবরণে” যেরূপ পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেখিলে বিশ্বিত হইতে হয়। গ্রন্থের শেষে যে “রোগানুসারিণী সূচী” সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাও শিক্ষার্থীর পরম উপকারী হইয়াছে। কবিভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থে যেরূপ পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের দেশে আদর্শস্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। কবিভূষণ মহাশয়ের কীর্তিস্তম্ভ “বনৌষধিদর্পণ” বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব স্বরূপ, ও শিক্ষার্থীর পরম হিতকারী, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দেশ করিব। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর। বাধাই উৎকৃষ্ট।

নব্যভারত—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৬।

বনৌষধিদর্পণ ১ম খণ্ড—শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। ১৪১২ বিডন্ ট্রাট্, মূল্য—৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন মহাশয় উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন। চরক, সুশ্রুত, বাগভট, হারীত, সিদ্ধযোগ, চক্রদত্ত, বঙ্গসেন এবং ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে চিকিৎসা প্রসঙ্গে যে সকল উদ্ভিদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহাতে কেবল সেই সকল উদ্ভিদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। উদ্ভিদ সকলের সংস্কৃত নাম প্রভৃতি বিবৃতির পর বাঙ্গালা ও লাটিন নামও প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি সুবিস্তৃত এবং পারিপাট্যরূপে মুদ্রিত। প্রাচীন ও নব্যমত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এতদসম্বন্ধে একরূপ সুন্দর গ্রন্থ এদেশে আর প্রকাশিত হইয়াছে কিনা, জানি না। বহু-ছাত্রের ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থের বহুল প্রচার আমরা প্রার্থনা করি। পুস্তকখানি বিলাতী কাগজে ছাপা হইয়াছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

